চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক অনুবাদিত
হরিবংশ পুরাণ
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম

পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

হরিবংশ পর্ব্ব

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

শ্যমপুকুর ২ নম্বর অভয়চরণ ঘোষের লেন
মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
সন ১২৮৮ সাল

'শিশির শুভ্র' দ্বারা বৈদ্যুতিন মুদ্রিত
www.debalay.com

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়

নারায়ণ নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

নিখিল জগৎ যাঁহার বদনারবিন্দ নির্গলিত বাঙ্ময় অমৃত পান করিতেছে এবং যাঁহার ওষ্ঠপুট বিনিঃসৃত অপ্রমেয় কলুষনাশন শুভাবহ পবিত্র গীয়মান ভারত প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেছে, সেই পরাশর তনয় সত্যবতী হৃদয়নন্দন। ব্যাসদেব জয়যুক্ত হউন।

যিনি পিতামহ ব্রহ্মা হইতে ষষ্ঠ মহর্ষি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন সেই অংশাবতার নারায়ণ বেদমহানিধি অক্ষয্য বিভূতিমান্ অজ্ঞান তিমির নাশন বেদব্যাসকে বারংবার নমস্কার করি।

যিনি আদিপুরুষ পরব্রহ্মস্বরূপ, বেদসমুদায় যাহার যশোগান করিয়া থাকে। যিনি সত্যস্বরূপ এবং অদ্বিতীয় ও অবিনশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও নিত্য অনিত্য এবং নিত্যনিত্য বিশ্বাত্মস্বরূপ অথচ বিশ্ব হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতেছেন। যিনি ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা জীবগণের মঙ্গলবিধাতা স্বয়ং আনন্দস্বরূপ সেই নিষ্পাপ পবিত্রাত্মা ভূতভাবন হরিকে প্রণাম করিয়া কুলপতি মহামুনি শৌনক নৈমিষারণ্যে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সূত নন্দন! তুমি মধুর বাক্যে অতি বিস্তীর্ণ ভারতীয় উপাখ্যান আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্য মহীপতিগণ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস এবং দৈত্য সিদ্ধগণ ও গুহ্যকদিগের অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ বিক্রম, ধর্ম্ম-নিশ্চয়, অনুত্তম জন্মবৃত্তান্ত সংবলিত পবিত্র পুরাণ, বিচিত্র কথা সমুদায়ও কীর্ত্তন করিলে। তোমার এই অমৃতায়মান বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমার মন ও কর্ণ পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তুমি এতাবৎ কাল যাহা কিছু বর্ণন করিয়াছ তৎসমুদায়ই কুরুবংশীয়দিগের, বৃষ্ণি বা অন্ধকদিগের বংশোপাখ্যান কিছুমাত্র উল্লেখ কর নাই এক্ষণে তাহাই সম্যকরূপে কীর্ত্তন কর।

সৌতি কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! মহারাজ জনমেজয় ব্যাসশিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ বৈশম্পায়নকে বৃষ্ণি বংশ বিষয়ক যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সেই ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ রাজা জনমেজয় স্বকীয় বংশের ইতিহাস আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়নকে কহিলেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অর্থসমন্বিত শ্রুতিসঙ্গত পবিত্র মহাভারতোপাখ্যান বিস্তারিত রূপে আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। উহাতে মহাধনুর্দ্ধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নাম এবং কার্য্যকলাপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আমি উহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। আপনি উহাদের বংশবৃত্তান্ত বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছেন প্রত্যুত স্বচক্ষে সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব হে থপোধন! যে যে বংশে যে সকল মহাত্মা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন আপনি প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া তৎসমুদায় কর্ত্তন করুন। উহাদের আমূলবৃত্তান্ত জানিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

সৌতি কহিলেন, এই রূপে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা তপোধন বিস্তারিতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিতে আরম্ভ করলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যাহা ধারণ অথবা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে বংশসমন্বিত হইয়া স্বর্গলোকে নিহার করে সেই পবিত্র পাপ প্রমোচন বিস্তৃতার্থসমন্বিত বেদসংঙ্গত বিচিত্র মহাভারতীয় কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! যাঁহাকে অব্যক্ত সদসৎস্বরূপ নিত্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে পরমেশ্বর সেই প্রধান পুরুষকে সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অমিততেজ নারায়ণপরায়ণ সর্ব্বভূতের স্রষ্টা সেই প্রধান পুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। প্রথমে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতনিচয়ের সৃষ্টি হয়। অনন্তর সেই সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে জরায়ুজ প্রভৃতি প্রাণি সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই সৃষ্টি বিষয়ক চিরন্তন নিয়ম। আমি স্বকীয় জ্ঞানানুসারে সৃষ্টি প্রকরণ হইতে যথাশ্রুত বৃষ্ণিবংশ বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাতন পুন্যকর্ম্মা স্থির কীর্ত্তি মহাত্মাদিগের মাহাত্মাদি বর্ণন করিলে ও যশোবৃদ্ধি, শত্রুক্ষয়, আয়ুবুদ্ধি ও স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাশী হইয়া প্রথমে সলিল রাশির সৃষ্টি করিলেন। ঐ সলিলোপরি ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। জল নর হইতে সৃষ্ট হইল বলিয়া উহা নর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ জলই বিষ্ণুর আশ্রয়, সুতরাং ভগবান বিষ্ণু, নারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বীজ সলিলোপরি নিক্ষিপ্ত হয়; ঐ উদকশায়ী বীজ ক্রমে হিরণ্য বর্ণ অণ্ডাকারে পরিণত হইলে তন্মধ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ঐ অণ্ড মধ্যে এক বৎসর বাস করিয়া উহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উহার এক ভাগ স্বর্গ অপর ভাগ পৃথিবী নামে খ্যাত হইল। প্রভু ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানকে আকাশ করিলেন। এই সলিল পরিপ্লুত অণ্ডাকার পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া দশ দিকের বিধান করিলেন। অতঃপর উহাতে কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, অনুরাগ প্রভৃতির ও বিধান করিলেন। অনন্তর প্রজাগণকে সৃষ্টি করিতে অভিলাশী হইলেই মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ট, এই মনঃ সমুত্থিত সপ্ত প্রজাপতি সমুদ্ভূত হইলেন। এই সপ্ত প্রজাপতির জন্ম গ্রহণ করিবার পরে ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎ কুমার, স্কন্দ, নারদ ও রোষাত্মক রুদ্রদেব এই সাতজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সপ্ত প্রজাপতি ও রুদ্রদেব প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর ভ্রাতৃগণ উহাতে বিরত রহিলেন। এই সপ্ত মহাবংশীয়গণই লোকোত্তর গুণসম্পন্ন ক্রিয়াবান্ প্রজাশালী। ইহাদের বংশে ভূরিশঃ মহর্ষি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্ব স্ব কুলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর বিদ্যুৎ, বজ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, পক্ষী ও পর্জ্জন্য এবং সজ্ঞকার্য্য সমাধানার্থ ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়ের সৃষ্টি হইল। এই বেদত্রয়ের দ্বারা দেবগণ যজ্ঞভূক হইলেন। বশিষ্ঠ প্রজাপতির দেহ হইতে নানাবিধ ভূত অর্থাৎ প্রাণীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। অতঃপর ভগবান প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে এই রূপে আর প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি হয় না তখন তিনি স্বকীয় শরীর দুই ভাগে বিভক্ত করলে এক ভাগে পুরুষ অপরার্দ্ধে নারী এই দ্বিবিধ প্রজা উৎপন্ন হইল। এই রূপে যে সকল প্রজা সৃষ্ট হইল উহা দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

তদনন্তর বিষ্ণু হইতে যে বিরাটপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন ইনি মনু নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন। এই সময়কে মন্বন্তর বলে এবং স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে যে সৃষ্টি হইতে লাগিল ইহারই

নাম দ্বিতীয় সৃষ্টি। মনুর পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ হইতে যে সৃষ্টি হয় উহাকে অযোনিজা প্রথম সৃষ্টি বলে। সৃষ্টি প্রকরণের এই আদি বৃত্তান্ত অবগত হইলে লোকে দীর্ঘজীবী, কীর্ত্তিমান্ ও পুত্রবান্ হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করে।

২য় অধ্যায়

হে মহারাজ! ভগবান বশিষ্ঠ এই রূপে অযোনিজ সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া স্বকীয় শরীরার্দ্ধ দ্বারা পুরুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক অপরার্দ্ধসম্ভূতা শতরূপাকে পত্নী রূপে লাভ করিলেন। তদীয় মহিমা ও ধর্ম্ম বলে শতরূপা স্বীয় নামকে অর্থ করিয়া তুলিলেন। ঐ বহুরূপধারিণী শত রূপ দশ সহস্র বৎসর অতিদুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়া দীপ্ততপাঃ ঐ মহাপুরুষকে সন্তানোৎপাদনার্থ পতিত্বে লাভ করেন। ইহাঁর অপর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁহারই এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এই বিরাট পুরুষের ঔরসে শতরূপার গর্ভে বীর নামে এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই বীরপুরুষ হইতে প্রজাপতি বশিষ্ঠকন্যা কাম্যা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। হে মহাবাহো! কর্দ্দম নামক প্রজাপতির কাম্যা বলিয়া এক কন্যা ও সম্রাট, কুক্ষি, বিরাট ও প্রভু এই চারি পুত্র হয়। এই কাম্যা প্রিয়ব্রতকে পতি লাভ করিয়া বহু পুত্র প্রসব করেন।

প্রজাপতি অত্রি, উত্তানপাদকে পুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। উত্তানপাদ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্ভূতা সূনৃতা নাম্নী দিব্য লাবণ্য সম্পন্না ধর্ম্ম তনয়ার পাণি গ্রহণ করেন। সুনৃতা যথাকালে ধ্রুব, কার্ত্তিমান, আয়ুস্মন্ ও বসু নামে চারি পুত্র প্রসব করিলেন। হে মহারাজ! ধ্রুব সুমহৎ যশঃ প্রাপ্তির আশয়ে তিন সহস্র দিব্য বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যা করলে ভগবান নারায়ণ প্রীত হইয়া সপ্তর্ষিগণের পুরোভাগে বৈকুণ্ঠধাম সদৃশ এক অচল স্থান প্রদান করিলেন। ধ্রুবের এইরূপ অভিমান, সমৃদ্ধি ও মহিমা সন্দর্শন করিয়া দেবাসুর গুরু শুক্রাচার্য্য ইহাঁর যশোগান করিতে লাগিলেন। কহিলেন, ধ্রুবের কি অদ্ভুত তপোবল। কি চমৎকারই বা তপস্যা! যাঁহাকে সম্মুখে করিয়া সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত রহিয়াছেন। ধ্রুবের পুত্র শ্লিষ্টি ও ভব্য। ভব্যের শম্ভু নামক এক পুত্র জন্মে। স্বকীয় পত্নী সুচ্ছায়ার গর্ভে শ্লিষ্টির পবিত্র স্বভাব পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা দের নাম রিপু, রিপুঞ্জয়, রিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা। রিপু বৃহতী গর্ভে অতি তেজস্বী চাক্ষুষ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। চাক্ষুষ হইতে মহাত্মা অরণ্য প্রজাতির দুহিতা বীরণী পুষ্করিণীর গর্ভে মনুর জন্ম হয়।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা বৈরাজ প্রজাপতির দুহিতা লড্বলার গর্ভে মহাতেজা মনুর, ঊরু, পূরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টি, অতিমাত্র, শ্রদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশ পুত্র জন্মলাভ করিল। ঊরু হইতে অগ্নিকন্যা অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় এই ছয় পুত্র প্রসব করেন। সুনীথ কন্যা এই অঙ্গ হইতে বেণ নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। এই সময়ে বেণের দেব দ্রোহিতা প্রভৃতি অহিতাচায় আরম্ভ হইলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঋষিগণ প্রজাগণের হিত কামনা করিয়া ঐ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করেন। উহাতে এক তেজঃপুঞ্জ ঋষির জন্ম হয়। তদ্দর্শনে ঋষিগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন—এই মহা তেজাই প্রকৃতিবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া অতি গরীয়সী কীর্ত্তিলাভ করিবে। এই বেণপুত্র পৃথু নামে

বিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইনিই ক্ষত্ররাজন্য কুলের প্রথম রাজা। অনন্তর অনল সদৃশ অতিদ্যুতিশালী সেই মহারাজ পৃথু ধনুর্দ্ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাজসূয়াভিষিক্ত নৃপতিগণের অগ্রগণ্য হইলেন। উহা হইতে কার্য্যকুশল সূত ও মাগধ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতিবর্গের হিত কামনা করিয়া উহাদের জীবিকা সম্পাদনার্থ মহারাজ পৃথু দেব, দানব, ঋষি, পিতৃগণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, নাগলোক, উদ্ভিদ পর্ব্বতাদি সমন্বিত হইয়া গোরূপ-ধরা ধরাকে দোহন করেন। বসুন্ধরা এইরূপে দুহ্যমান হইয়া পৃথক পৃথক পাত্রে প্রার্থনানুরূপ যথেপ্সিত বস্তুজাত প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্বারাই জীবলোক প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনন্তর পৃথুর অন্তর্দ্ধান ও পালী নামে দুই পুত্র জন্মে। এই অন্তর্দ্ধানের ঔরসে শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। হবির্দ্ধানের ছয় পুত্র। ইহার প্রাচীন-বর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উহাদের মাতার নাম আগ্নেয়ধিষণা। হে মহারাজ! এই সময়ে প্রাচীনবর্হি হইতে প্রজা সৃষ্টির বাহুল্য হওয়াতে ইনি পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এই প্রাচীন বর্হির ঔরসে সমুদ্র তনয়া সবর্ণার গর্ভে প্রাচীনা কুশ প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই প্রচেতা নামে অভিহিত হইয়া ধনুর্ব্বেদ বিশারদ এবং অভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠিলেন। এই প্রচেতা সকল সমুদ্রশায়ী হইয়া দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলে পৃথিবী বৃক্ষলতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি নভোমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিয়া বায়ুর গতি পর্য্যন্ত রোধ করিল। দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাগণের আর বিচরণ করিবার স্থান রহিল না, সুতরাং ভূরি ভূরি প্রজাক্ষয় আরম্ভ হইল, এবং সমুদায় প্রজাই চাক্ষুষ মনুর শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যাহৃত হইল। তখন তপোবলে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইয়া প্রচেতাগণ তপশ্চর্য্যায় বিরত হইলেন এবং রোষ পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। এই বায়ু ভীষণতর প্রবল হইয়া বৃক্ষ সকল উন্মূলিত ও শুষ্ক করিতে লাগিল। এ দিকে প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ঐ সমস্ত বিটপিশ্রেণী ভস্মাবশেষ করিতে আরম্ভ করিল। পৃথিবী প্রায় বৃক্ষ শূন্য হইয়া উঠিল, অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বৃক্ষাধিপতি সোম দেব প্রচেতাগণের সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাদিগকে বিনয় নম্র বচনে কহিতে লগিলেন হে প্রচেতাগণ! তোমরা ক্রোধ পরিহার কর, পৃথিবী বৃক্ষ শূন্য হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদের বায়ু ও অগ্নিকে শান্ত কর। আমি ভবিষ্য তত্ত্ব জানিতে পারিয়া এই বরবর্ণিনী কন্যারত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। এ কন্যা সমুদায় বৃক্ষের তেজোরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে ইহার নাম মারিষা। হে মহাভাগগণ! তোমরা ইহাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিলে সোম কুল বিস্তৃত হইবে। তোমাদিগের ও আমার তপোবলের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ দ্বারা ইহাতে দক্ষপ্রজাপতি নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। সেই দক্ষ আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে অনল সদৃশ প্রখর তেজস্বী হইয়া এই দগ্ধ প্রায় ধরণীকে পুনর্ব্বার রক্ষা করিবে এবং প্রজাকুলের বৃদ্ধি করিবে। হে ভরতবংশাবতংস! তদনন্তর প্রচেততাগণ সোমদেবের বচনানুসারে ক্রোধ সংবরণ করিয়া যথাবিধি মারিষার পাণি পীড়ন করিলেন। অনন্তর ঐ দশ প্রচেতার মানসে মারিষার গর্ভাধান হইল। অতঃপর যথা সময়ে সোম দেবের অংশে ঐ গর্ভে মহাতেজা প্রজাপতি দক্ষ সমুৎপন্ন হইলেন। দক্ষপ্রজাপতি সোমবংশবিবর্দ্ধন অনেকগুলি পুত্রোৎপাদন করিলেন।

অনন্তর তিনি স্থাবর জঙ্গম দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকল্পিত কন্যার সৃষ্টি করিলেন। এই সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে অবশিষ্ট নক্ষত্র নামধেয় একবিংশতি কন্যা সোমদেবকে প্রদান করিলেন। ইহাদেরই গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অরোগণ প্রভৃতি নানা জাতির সৃষ্টি হইল। হে রাজেন্দ্র! এই সময় হইতে স্ত্রী পুরুষ সহযোগে প্রজা সৃষ্টির আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্ব্বে, যে, মনন দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল উহা রহিত হইয়া গেল।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি পূর্ব্বে যখন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও মহাত্মা দক্ষের জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন তৎকালে ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী সমুদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই মহাত্মা দক্ষ, কি রূপে প্রচেতোগণের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং কি রূপেই বা প্রজাপতি সোমদেবের দৌহিত্র হইয়া আবার তাঁহারই শ্বশুর হইলেন। এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া আমায় বুঝাইয়া দেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাণিমাত্রেরই নিয়ত ধর্ম্ম, তাহাতে ঋষি ও জ্ঞানিগণের মোহের বিষয় কি? যুগে যুগেই দক্ষ প্রভৃতি নৃপতিগণের এক বার উৎপত্তি আবার লয় প্রাপ্তি হইতেছে উহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তির সংশয় হয় না। হে নরাধিপ! পূর্ব্বে উহাদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না। কারণ তপোবলই ইহাদের উৎকর্ষাপকর্ষের হেতু হইত। হে মহারাজ! এই প্রজাপতি দক্ষ নৃপতির চরাচর সৃষ্টির বিষয় যিনি সম্যক্ অবগত হন তিনি পুত্রবান্ হইয়া চরমে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন।

[এই স্থানে নানা পুস্তকে নানা রকম পাঠ দেখা যায়। কোন পুস্তকে লিখিত আছে ধ্রুব হইতে শম্ভূ দুই পুত্র উৎপাদন করেন। উহাদের নাম শ্লিষ্ট ও ভব্য। অপর পুস্তকে ভব্য স্থানে ধন্য পাঠ আছে।]

৩য় অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে বৈশম্পায়ন! আপনি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! প্রজাবিধাতা দক্ষ স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যেরূপে ভূত নিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহা আমি বর্ণন করিতেছি অবধান করুন। প্রভু প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে ঋষি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতিকে মানসে সৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন মানসসৃষ্ট প্রজাবর্গ আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন ঐ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টির উৎকট বাসনা বশতঃ স্ত্রী পুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃ কল্প বলিয়া স্থির করিলেন। তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির তপঃপরায়ণ লোকধারিণী অসিক্লী নাম্নী এক মহীয়সী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর মহামতি দক্ষ ঐ অসিক্লীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র বীর্য্যবান পুত্র উৎপাদন করেন। এই মহাভাগ দক্ষ তনয়গণ সকলেই প্রজা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া একদা প্রিয়ম্বদ নারদ তাহাদের সন্নিধানে আসিয়া যে সকল কথা কহিয়াছিলেন,

তাহাতে উহাদিগের অনুদ্দেশ এবং আপনাকেও শাপগ্রস্ত অবশেষে বিনষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মপরায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মানসে নারদ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই দেবর্ষি নারদ হর্য্যশ্ব ও সবলাশ্ব প্রভৃতি দক্ষপুত্রগণকে বিবিধ উপদেশ ও শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরামর্শ প্রদান করিয়া একবারে নিরুদ্দেশ করিয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া অমিত পরাক্রম দক্ষ রোষপরবশ হইয়া অভিসম্পাত দ্বারা নারদকে সংহার করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণকে অগ্রে করিয়া স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া স্বীয় পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তদনন্তর দক্ষ অভিসন্ধি করিয়া কহিলেন, আমি এই স্বকীয় কন্যা অসিক্নীকে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ভেই নারদ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে; অতএব ইহাকে লইয়া কশ্যপকে প্রদান করুন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিলেন। অভিসম্পাত ভয়ে মহর্ষি কশ্যপ কন্যা গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি নারদ কি জন্য প্রজাপতির পুত্রগণকে নিরুদ্দেশ করিলেন, উহা আমি যথার্থতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি উহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! একদা প্রজা বৃদ্ধি সমুৎসুক মহাবীর্য্য হর্য্যশ্ব প্রভৃতি দক্ষতনয়গণ দেবর্ষি নারদের সহিত সমবেত হইলে, নারদ কহিলেন, হে দক্ষত্মজগণ! হায় তোমরা কি মূর্খ। তোমরা কি এই পৃথিবীর পরিমাণের বিষয় কিছুই জান না! জানিলে কখনই প্রজা সৃষ্টির এত কামনা করিতে না। আচ্ছা বল দেখি, ইহার ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যভাগে প্রজা সৃষ্টি কিরূপে করিবে। নারদের এই কথা শ্রবণ মাত্র হর্য্যশ্বগণ পৃথিবার পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত, চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল। যেমন তটিনী কুল সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, ইহারাও তদ্রূপ অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইল না। হর্য্যশ্বগণ এই রূপে প্রস্থান করিলে সৃষ্টিপরায়ণ প্রজাপতি দক্ষ বীরণ তনয়ার গর্ভে পুনরায় সহস্র পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের নাম সবলাশ্ব। সবলাশ্বগণ প্রজা বৃদ্ধি করিতে সমুৎসুক হইলে মহর্ষি নারদ মুখে পূর্ব্ববৎ উপদিষ্ট ও তিরস্কৃত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেবর্ষি নারদ যাহা কহিলেন, তাহাই সত্য, আমরা পৃথিবীর পরিমাণ কিছুমাত্র জানি না। অতএব পূর্ব্বতন ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। পৃথিবীর পরিমাণ জানিতে পারিলে আমরা তখন সুখস্বচ্ছন্দে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ইহারও পূর্ব্ব ভ্রাতৃগণের ন্যায় তত্তৎপথাবলম্বী হইয়া কৌতুহল পূর্ণ সুস্থ হৃদয়ে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিলেন। অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

এইরূপে সবলাশ্বগণ পলায়ন করিলে বিভু প্রজাপতি দক্ষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, নারদ! তুমি এখনই বিনষ্ট হও এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা পুনরায় আশ্রয় কর। হে রাজন্! তদবধি অনুদ্দিষ্ট ভাতৃগণের অন্বেষণে অন্য ভ্রাতারা গমন করিলে প্রায়ই সত্বর বিনষ্ট হয় অতএব পণ্ডিতগণ ঈদৃশ কার্য্যে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। আমি শুনিয়াছি অতঃপর এই সমুদায় পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে জানিয়া প্রজাপতি দক্ষ স্বকীয় ধর্ম্মপত্নী বীরণ তনয়াতে ষষ্টিসংখ্যক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। তখন এই সকল কন্যাকে কশ্যপ, সোমদেব, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য মহর্ষিবর্গ ভার্য্যার্থ প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্মকে দশ,

কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমীকে চারি, বসুপুত্রকে দুই, অঙ্গিরা ও বিদ্বান কৃশাশ্বকেও দুই দুইটী করিয়া কন্যা দান করিলেন। ইহাদিগের নাম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহুর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটা ধর্ম্মের ধর্ম্মপত্নী। এই সকল ধর্ম্মপত্নীতে যে সমুদায় অপত্য জন্মিয়াছিল, তাহাদের নামও যথাক্রমে বলিতেছি অবধান করুন। বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বৎগণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানু, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বা হইতে ঘোষ, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে পার্থিব পদার্থ সকল, সঙ্কল্পা হইতে সর্ব্বাত্ম রূপ সঙ্কল্প এবং যামিনী নাগবীথী হইতে বৃষল সমুদ্ভূত হন। হে রাজন্! ভগবান্ দক্ষ সোম দেবকে যে সকল কন্যা প্রদান করেন, তৎসমুদায় জ্যোতিঃপ্রদ নক্ষত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে সকল খ্যাতিমান্ দেবগণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর পুরোবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেছেন, উহারা অষ্টবসু নামে প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নামগুলি বিস্তারক্রমে বলিতেছি। প্রথমে আপ, অনন্তর ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। তন্মধ্যে আপের পুত্র বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও মুনি। লোকপ্রনাশন কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চ্চা, যদ্দ্বারা উহার পিতা বর্চ্চস্বী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ এবং মনোহরার গর্ভে শিশির প্রাণ ও রমণ জন্মিয়াছেন। অনিলভার্য্যা শিবার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি এই দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। অগ্নিপুত্র কুমার শরবনে জন্মিয়া শরীর কান্তিতে বন আলোকময় করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে কৃত্তিকাগণ ইহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, তন্নিমিত্ত কুমার কার্ত্তিকেয় নামে বিশ্রুত হন। অনন্তর শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনটীর জন্ম হয় সুতরাং ইহার কুমারের অনুজ। স্কন্দ ও সনৎকুমার ইহারা উভয়ে অগ্নির চতুর্থাংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। দেবল ঋষি প্রত্যুষের পুত্র। মহর্ষি দেবলের দুই পুত্র জন্মে। ইহারা ক্ষমাবান্ ও উদারচেতা ছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির যোগসিদ্ধা নামে এক ভগিনী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারিণী অনাসক্ত হইয়া সমস্ত জগৎ বিচরণ করেন। অষ্টম বসু প্রভাস, ইহাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিলে মহাবাহু প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ইহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা হইতে জগতে সহস্র সহস্র শিল্পকার্য্যের অবতারণা হইয়াছে। ইহা হইতেই সমস্ত জগতের স্পৃহণীয় ভূষণ সকল সৃষ্ট হইয়াছে। ইনি যাবতীয় অমরবৃন্দের অতি বিচিত্র অদ্ভুত কারুকার্য্য সংশ্লিষ্ট রমণীয় বিমান সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইনি সর্ব্বশিল্পীর অগ্রগণ্য এবং ইহার প্রসাদই মানব কুলের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। সুরভি তপঃপ্রভাবে মহাদেবকে প্রীত করিয়া কশ্যপ হইতে একাদশ রুদ্রকে পুত্র রূপে লাভ করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পুরাণ প্রসিদ্ধ রুদ্রগণ ত্রিভুবনে অধীশ্বর হইয়া অসংখ্যভাবে নিখিল চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ইহাদের নাম অজৈকপাদ অহির্ব্রধ্ন, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত ও কপালী।

হে ভরত শার্দ্দুল! এক্ষণে কশ্যপলোক বর্ণন করিব মনোনিবেশ করুন। রাজন্! কশ্যপের কতকগুলি সত্যব্রতা পত্নী ছিলেন। ইহাদের দ্বারাই লোকত্রয় রক্ষা হয়। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধ, বশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি ইহারাই মহর্ষি কশ্যপভার্য্যা। পূর্ব্বকালে চাক্ষুষ মন্বন্তরে তূষিত নামে যে সুরাগ্রগণ্য দ্বাদশ দেবতা

ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকহিতার্থ সমবেত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আইস আমরা শীঘ্র অদিতিগর্ভে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান মন্বন্তরে প্রসূত হই, তাহা হইলেই আমাদের শ্রেয়ো লাভ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! দেবগণ এই কথা বলিয়া এবং ঐ রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া মরীচি তনয় কশ্যপের ঔরসে দক্ষ দুহিতা অদিতির গর্ভে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরাই বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ নামে দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইলেন। যে সমস্ত দেবতা চাক্ষুষ মন্বন্তরে, তূষিত নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই এখন বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য নামে আবিভূত ও প্রখ্যাত হইলেন। সোমদেবের যে সপ্ত বিংশতি পত্নীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে এক্ষণে তাহাদের উদরেও মহাপ্রভাবশালী অনেকগুলি পুত্র জন্মিল। অরিষ্ট নেমির পত্নীদিগের গর্ভে যোড়শ পুত্র উৎপন্ন হইল। বহুপুত্রের যে চারি পুত্র হইল তাহাদের নাম বজ্র, মেঘ, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুত। ব্রহ্মর্ষি সৎকৃত ঋক্ সকল প্রত্যঙ্গিরা হইতে সৃষ্ট হইল। দেবাস্ত্র সকল, কৃশাশ্ব দেবর্ষির সন্ততি। এই সমস্ত দেবগণই যুগ সহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বসু প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা কামজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং দেবগণকেও জন্ম ও মরণ এই উভয় ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে। সকল ভুবন প্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী দিবাকর যেমন গগনাঙ্গণে একবার উদিত হইয়া আবার অস্তমিত হন, দেবলোকেরও সেইরূপ যুগে যুগে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই সিংহিকা বিপ্রচিত্তির সহধর্ম্মিণী হইলেন। সিংহিকার গর্ভে যে সকল মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম সৈংহিকেয়। ইহাদের যে কত শত শত বা সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর।

হে মহাবাহো! এক্ষণে হিরণ্যকশিপুর বংশ পরস্পরা শ্রবণ করুন্। হিরণ্যকশিপুর অনুহ্রাদ, হ্রদ, প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ নামে বীর্য্যবান্ চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে হ্রাদের পুত্র হ্রদ, হ্রদের পুত্র আয়ু, শিবি ও কাল। প্রহ্রাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচন হইতে বলি উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। এই বলির ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমা, চন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ, গর্দ্দভাক্ষ ও কুক্ষি প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাণ অত্যন্ত বলশালী এবং দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় পাত্র। পূর্ব্বকালে এই বাণ তপশ্চর্য্যা দ্বারা ভগবান ভবানীপতি শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া 'আমি আপনার পার্শ্বদেশে বিচরণ করিব' এই রূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের বিদ্বান এবং মহাবলশালী পাঁচ পুত্র হয়। ইহাদের নাম ঝর্ঝর, শুকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ ও কালনাভ। দনুরও একশত পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই তীব্র বিক্রমশালী, তপস্যানিরত অথচ বিলক্ষণ বীর্য্যাতিশয় সম্পন্ন ছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান তনয়ের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি অবধান করুন। দ্বিমুর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কু শিরাঃ, শকুকর্ণ, বিরাধ, গবেষ্ঠী, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান, ইরা, গর্গশিরাঃ, বৃক, বিক্ষোভণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্ব্বজিৎ, বজ্রনাভ, বিক্রান্ত, মহানাভ, কালনাভ, একচক্র, মহাবাহু, মহাবল তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশিরা স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাসুর তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোম, কেশী, শঠ,

বলক, মদ, গগনমূর্দ্ধা, মহাসুর কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, বীর্য্যশালী হয়গ্রীব, বৈসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমায়, শম্বর, শরভ, শলভ এবং বিপ্রচিত্তি। এই দনুর পুত্রগণ সকলেই কশ্যপবংশসম্ভূত। বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত যে সকল দানবকুলের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল, হে নরাধিপ! ইহাদের পুত্র পৌত্রাদি অনন্ত, সুতরাং উহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা করা আমাদের শক্তি-সাধ্য নহে। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা, শচী, উপদানবী হয়শিরাঃ, শর্ম্মিষ্ঠা ও বার্ষপর্ব্বণী, এই কয়েকটী পুলোমার দুহিতা। পুলোমা ও কালকা এই দুইটা আবার বৈশ্বানর তনয়া এবং উভয়েই বহুপুত্র। মহাপ্রভাবশালিনী কশ্যপভার্য্যা। মহর্ষি কশ্যপ ঐ উভয়ের গর্ভে এক ষষ্টি সহস্র চারি শত পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার বর প্রসাদে হিরণ্যপুরবাসী হইয়া দেবগণের অজেয় ও অবধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ইহার সব্যসাচী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সমরক্ষেত্রে নিহত হয়। প্রভার পুত্র নহুষ, শচীর পুত্র সঞ্জয়, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পূরু এবং উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অতঃপর আর কতকগুলি অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য দানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন হয়। দৈত্য দানব সংসর্গে ঐ সৈংহিকেয়দিগের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহাদিগের পরাক্রম অতীব তীব্রতর এবং বলও অপরিমেয় হইয়া উঠিল। ইহাদের নাম ব্যংশ, শল্য, বলশালী নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, রাহু, শুক, পোতরণ ও বজ্রনাভ। (এই রাহু সকলের জেষ্ঠ এবং চন্দ্র সূর্য্যের প্রমর্দ্দন কারী) মূক ও ভূহুণ্ড নামে হ্রদের দুই পুত্র হয়। সুন্দ পুত্র মারীচ তাড়কার গর্ভসম্ভূত। এই সুরসদৃশ বীর্য্যশালী দনুজ কুল বিবর্দ্ধন দানবগণের পুত্র পৌত্র যে কত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা কর দুষ্কর। অতি দীর্ঘকাল দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় আসক্ত থাকিয়া সংহ্রাদ নামা দৈত্য, স্বীয় বংশে নিবাত কবচগণকে পুত্র লাভ করিল। মণিমতী নগরীতে ইহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের তিন কোটি সন্তান জন্মে। ঐ সমুদায় দৈত্য তপোমহিমায় দেবগণের অবধ্য হইয়া উঠিলেও কালের অখণ্ড্য নিয়মে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন হস্তে উহাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি, গৃধ্রিকা ও উলূকী এই কএকটী কন্যার জন্ম হয়। তম্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, উলূকী হইতে উলূক, শ্যেনীর উদরে শ্যেন, ভাসী হইতে ভাস, গৃধ্রিকার গর্ভে গৃধ্র, শুচির গর্ভ জলচর, পক্ষিগণ এবং সুগ্রীবী হইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে তাম্রাবংশ বলে। বিনতার অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র জন্মে। গরুড় স্বীয় ক্ষমতাবলে বিহগকুলের অধৃষ্যতা ও প্রাধান্য লাভ করিলেন। সুরমার গর্ভে প্রভূত বীর্য্যশালী বহুশীর্ষ গগনবিহারী উদ্যমশীল এক সহস্র সর্প জন্ম গ্রহণ করিল। এই সময়ে কদ্রুর গর্ভেও অনেক মস্তক অমিতবিক্রম সহস্র নাগ সন্ততি জন্মলাভ করিল। কিন্তু ইহারা সকলেই গরুড়ের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তন্মধ্যে অনন্তদেব, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্ম্মখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা ও মণি প্রভৃতি কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের যে চতুর্দ্দশ সহস্র সন্তান সন্ততি জন্মে, তৎসমুদায়ই ভুজঙ্গভুক্ ক্রূবকর্ম্মা গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হয়। এই নিমিত্তই দংষ্ট্রীকুল ক্রোধপরবশ খল প্রকৃতি হইয়া উঠিল। স্থলচর ও জলচর পক্ষি মাত্রেই ধরার সন্ততি।

সুরভি হইতে গো এবং মহিষকুল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ, লতা ও তৃণজাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ সমুদায় ইরা হইতে উদ্ভূত হইয়া ধরাতলের সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইল। যক্ষ রাক্ষস সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ খশা হইতে এবং মহাসত্ব দৃপ্ত বিক্রম গন্ধর্ব্বগণ অরিষ্টা হইতে আবির্ভূত হইল। অতএব হে মহারাজ! এই পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কিছু পরিদৃশ্যমান পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে প্রায়শঃ তৎসমুদায়ের বীজ পুরুষ মহর্ষি কশ্যপ। অতঃপর ঐ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের বংশ পরম্পরা যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। রাজন্! আমি যে সকল সৃষ্টি বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম এ সমস্তই স্বারোচিষ মন্বন্তরীয়। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে দীর্ঘকালসাধ্য মহা সমৃদ্ধ বরুণ যজ্ঞে ব্রহ্মা স্বয়ং হোতৃ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া যে সমুদায় প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই বিশেষ রূপে বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মানস হইতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি সমুৎপন্ন হইলে, লোক পিতামহ ব্রহ্মা উহাদিগকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর দেব দানবগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হইলে দিতি তনয়েরা নিহত হইল। তখন বিনষ্ট পুত্র দিতি নিতান্ত শোকাকুল হইয়া শুশ্রূষা দ্বারা মহর্ষি কশ্যপের প্রসাদ প্রার্থিনী হইলেন। তখন মহাতপা কশ্যপ প্রীত হইয়া বর প্রদানে উদ্যত হইলে দিতি কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি ইহাই প্রার্থনা করি যে, আমার গর্ভপ্রসূত পুত্র যেন ইন্দ্রকে সংহার করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি কশ্যপ "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর শান্ত ভাবে কহিলেন, দেবি! যদি তুমি শুচিব্রত হইয়া শত বৎসর গর্ভ ধারণ করতে পার, তাহা হইলে ঐ গর্ভজাত পুত্র অবশ্যই ইন্দ্রহন্তা হইবে সংশয় নাই। দিতি "যথাজ্ঞা" বলিয়া তদীয় আজ্ঞা স্বীকার করিলেন। হে বসুধাধিপ! অনন্তর দিতি সতত পবিত্র হইয়া অবস্থান করিলে মহা মুনি কশ্যপ সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ এবং অমরগণের অবধ্য পুত্র কামনা করিয়া তাহার গর্ভাধান সমান পূর্ব্বক দুশ্চর তপশ্চরণার্থ এক পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও দিতির শুদ্ধাচারবিরোধী ছিদ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একোনশত বৎসর অতীত হইলে একদা দিতি ভ্রান্তি বশতঃ পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া সশস্ত্র গর্ভ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্র দ্বারা কুক্ষিস্থ শিশুকে সপ্তধা ছিন্ন করিলেন, বালক রোদন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র উহাকে রোদন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন দেবরাজ, বিলক্ষণ রোষভরে উহার প্রতিখণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্তধা কর্ত্তিত করিলেন। এই রূপে ঐ কুক্ষি নিলীন শিশু হইতে উনপঞ্চাশত বায়ুর সৃষ্টি হইল। ইন্দ্র তৎকালে 'মারোদীঃ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে যে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ বায়ু সকল মারুত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মারুতগণ পরিশেষে ইন্দ্রেরই সহকারী হইয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে ভূত সৃষ্টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ভগবান বিষ্ণু উহাদিগকে এক একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেবগণের মধ্য হইতে এক জনকে উহাদিগের অধ্যক্ষ রূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। উহাদের নাম গণপতি। পৃথুই ঐ সকল গণপতিদিগের মধ্যে প্রধান ও আদিম ছিলেন।

হে রাজন! যে হরি এইরূপে দেবগণকে সর্ব্বাধিপত্য প্রদান করিলেন, তিনিই প্রধান পুরুষ, তিনিই বীর, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই জিষ্ণু এবং প্রজাপতি, পর্জ্জন্য ও তপন, তিনিই অব্যক্ত এবং নিখিল জগৎ তাঁহারই অধিকৃত। হে ভরতর্ষভ! যে ব্যক্তি ভূত সৃষ্টি বিষয়ক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, দেবগণের শুভাবহ জন্মবৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর এ জগৎ সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, পরলোক ভয়ও এক বারে সুদূরপরাহত হইয়া যায়।

৪র্থ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন রাজন্! লোক পিতামহ ব্রহ্মা বেণতনয় পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রধান প্রধান দেবগণের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন ভার সমর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণজাতি, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, গ্রহ, নক্ষত্র, যজ্ঞ ও তপোরাজ্যে সোম দেবকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সলিলরাজ্যে বরুণকে, নৃপতি রাজ্যে বৈশ্রবণকে, বিশ্বদেব রাজ্যে বৃহস্পতি এবং ভৃগুবংশ রাজ্যে শুক্রাচার্য্যকে অধিপতি করেন। এইরূপে বিষ্ণুর প্রতি আদিত্যগণের, পাবকের প্রতি বসুগণের, দক্ষের প্রতি প্রজাপতিগণের, বাসবের প্রতি মরুৎগণের, অতি তেজস্বী প্রহ্রাদের প্রতি দৈত্য দানবগণের, নারায়ণের প্রতি সাধ্যগণের, মহাদেবের প্রতি রুদ্রগণের, রাজা বিপ্রচিত্তির প্রতি দানবগণের, সূর্য্য তনয় যমের প্রতি পিতৃ রাজ্যের, শূলপাণি মহাদেবের প্রতি যক্ষ, রাক্ষস, পর্থিব, ভূত ও পিশাচ বর্গের, হিমালয়ের প্রতি পর্ব্বতরাজির, সাগরের প্রতি নদী সকলের, চিত্ররথের প্রতি গন্ধর্ব্বগণের, বাসুকির প্রতি নাগলোকের, তক্ষকের প্রতি সর্প কুলের, ঐরাবতের প্রতি হস্তিব্যূহের, উচ্চস্রবার প্রতি বাজিরাজির গরুড়ের প্রতি পক্ষীগণের, শার্দ্দূলের প্রতি মৃগগণের (পশু রাজ্যের) প্লক্ষ অর্থাৎ অশ্বথ-বৃক্ষের প্রতি তরু শ্রেণীর, বায়ুর প্রতি গন্ধাশ্রিত দ্রব্য এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূত নিচয়ের, পর্জ্জনের প্রতি সাগর, নদী, মেঘবৃন্দ, বৃষ্টি ও আদিত্যগণের, শেষ—অনন্ত দেবের প্রতি দংষ্ট্রিগণের, কন্দর্পের প্রতি অপ্সরাগণের এবং সংবৎসরের প্রতি ঋতু, মাস, দিবস, পক্ষ, ক্ষপা (রাত্রি) মুহুর্ত্ত, তিথি, পর্ব্ব, নিমেষ, অয়নদ্বয়, এবং যোগ সমুদায়ের আধিপত্য প্রদান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোক পিতামহ ব্রহ্মা এই রূপে রাজ্য সমুদায় বিভক্ত করিয়া দিপালগণকে স্থাপন করিলেন।

পূর্ব্বদিক্ পালনর্থ বিরাটতনয় সুধন্বা, দক্ষিণ দিক রক্ষার্থ কর্দ্দমপ্রজাপতির পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদ নৃপতি, পশ্চিম দিকে অচ্যুততুল্য মহাত্মা রজঃপুত্র কেতুমান ও উত্তর দিকে, প্রজাপতি পর্জ্জন্য তনয় রাজা হিরণ্যরোমা অভিষিক্ত হইলেন। এই রূপে গণপতি ও দিগধিপতিগণকর্ত্তৃক স্বাধিকৃত প্রদেশ সমুদায় যথাবিধি আবহমান কাল হইতে অদ্যাপি পালিত হওয়াতে সপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা পৃথিবী জন পরিপূর্ণ গ্রাম ও নগরে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে মহারাজ পৃথু ঐ সকল গণপতি, দিগধিপতি ও রাজন্যগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া বিহিত বিধানে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হইলে, বৈবস্বত নামা মনুর হস্তে সমস্ত রাজ্যের অধিকার প্রদত্ত হইল। হে রাজেন্দ্র! যদি শুনিতে অভিলাষ হয় তবে ইহার রাজ্যপালন এবং পুরাণ প্রথিত কীর্ত্তি সমুদায় বিস্তার

ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহাঁর বিষয় শ্রবণ করিলে সুকৃত লাভ, যশোবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং অবশেষে শুভ স্বর্গবাস লাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! মহারাজ পৃথুর জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন এবং কিরূপেই বা তিনি পিতৃগণ, দেবগণ, মহর্ষিগণ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, উদ্ভিদ, শৈল, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, দ্বিজগণ, মহাবল রাক্ষস বৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীকে দোহন করিলেন এবং তাহাদের পৃথক পাত্র ও দুহ্যমান পদার্থই বা কীদৃশ, আর কাহাকে বৎস কল্পনা করিলেন এবং দোহন কর্ত্তাই বা কে হইয়াছিলেন এই সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। হে তাত! মহর্ষিগণ কিজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বেণরাজার পাণি মথিত করিয়াছিলেন তাহাও কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে মহারাজ! আমি মহীপতি বেণ নন্দন পৃথুর বৃত্তান্ত সম্যক কীর্ত্তন করিতেছি, একাগ্র হৃদয়ে পবিত্র চিত্তে শ্রবণ করুন। রাজন্! আমি কখন এই পবিত্র উপাখ্যান অশুচি, ক্ষুদ্রহৃদয়, অযোগ্য শিষ্য, চপল, কৃতঘ্ন ও অহিতাচারীর সন্নিধানে কীর্ত্তন করি না। আপনিই উহার প্রকৃত যোগ্য পাত্র ও যথার্থ শ্রোতা, অতএব সেই ধরণীধর পৃথুর কীর্ত্তিকর স্বর্গজনক, আয়ুঃপ্রদ মহর্ষি কথিত বেদ সম্মত রহস্য যথাযথ বর্ণন করিতেছি অবধান করুন। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া মহারাজ পৃথুর অত্যদ্ভুত রহস্য নিত্য পাঠ করেন, অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য তাহাকে কখনই শোকগ্রস্ত হইতে হয় না।

৫মে অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে অত্রিবংশে মহামুনি অত্রি তুল্য গুণশালী ধর্ম্ম পরায়ণ এক অতি প্রভাবশালী অঙ্গ নাম প্রজাপতি ছিলেন। ধর্ম্মরাজ দুহিতা সুনীথার গর্ভে ঐ মহাত্মার বেণ নামক এক দুরাত্মা পুত্র জন্মে। সে কালক্রমে এরূপ লুব্ধ, কামাসক্ত ও ধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া উঠিল যে তাহার শাসন কালে বৈদিক কার্য্যকলাপ একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ধর্ম্মবিগর্হিত লোক নিন্দিত অনুষ্ঠানই গৌরবের আস্পদ ও পুরুষকার বলিয়া সৎকৃত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও যাগানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ করিল। ইতঃপূর্ব্বে দেবগণ যে সোম রস পিপাসু হইয়া যজ্ঞভূমিতে আহূত হইতেন ইহার রাজত্ব কালে তাহার আর নাম গন্ধও রহিল না। বিনাশ কাল উপস্থিত হইলে দুরাত্মাদিগের এই রূপ দুর্ম্মতিই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই বেণের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। বেণ মনে করিতে লাগিলেন এ ত্রিভুবনে আমি ভিন্ন আর কেহ পূজ্য নাই সুতরাং বেদোদ্দেশে যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র। তথাপি ঐ রূপ অনুষ্ঠানে যদি কাহার প্রবৃত্তি জন্মে তবে আমাকেই উদ্দেশ করিয়া করিবে, কারণ আমিই উহার অদ্বিতীয় পাত্র ও লক্ষ্য, আমি যষ্টা (যাগ কর্ত্তা) আমি যজ্ঞ।

অনন্তর একদা মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ ইহার দুর্বৃত্ততায় নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সেই অতি ক্রান্তমর্য্যাদ অনুচিতকার্য্যপ্রবর্ত্তয়িতা বেণকে কহিতে লাগিলেন। বেণ! আমরা বহু সংবৎসর ব্যাপক দীক্ষা কার্য্যে প্রবেশ করিব অভিলাষ করিয়াছি, তুমি নিরস্ত হও। অতঃপর

আর তুমি অধর্ম্মাচরণ করিও না, উহা সনাতন ধর্ম্মও নহে। তুমি অত্রিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রজাপতি হইয়াছ তাহার আর সংশয় নাই। অতএব যথা ধর্ম্ম প্রজা পালন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতও হইয়াছ। দুর্ব্বুদ্ধি অনর্থপরায়ণ বেণ মহর্ষিগণের ঈদৃশ বাক্যে হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন ঋষিগণ! আমি ভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা আর কে আছে, আমি কাহার কাছেই বা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিব, এই পৃথিবীতে জ্ঞান, বীর্য্য, তপোবল ও সত্যদ্বারা আমার সমান কে হইতে পারে? তোমরা নিতান্ত মূর্খ ও হীনচেতাঃ, সেই জন্যই আমাকে নিখিল প্রাণীর বিশেষতঃ সর্ব্ব ধর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিতেছ না। যাহাহউক তোমরা জানিবে আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক অবরুদ্ধ করিতে পারি, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মহর্ষিগণ ঐ মোহান্ধ ও নিতান্ত গর্ব্বিত বেণকে, এইরূপ বিবিধ মধুর অনুনয় বাক্যেও যখন শান্ত করিতে পারিলেন না তখন তাহাদের ক্রোধানল একবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং জাতক্রোধ মুনিগণ সমবেত হইয়া ঐ মহাবল গর্ব্বিত বেণকে নিগ্রহ করিয়া উহার বাম ঊরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মথ্যমান ঊরু হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বকার পুরুষের জন্ম হইল। হে জনমেজয়! এই রূপে সেই কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিগণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিল। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি উহাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া “নিষীদ” (উপবেশন কর) এই বাক্যে তাহার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন। হে প্রিয়ম্বদ! এই পুরুষই নিষাদ বংশের আদিপুরুষ, ইহা হইতেই ধীবর সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে বেণকল্মষসম্ভূত বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বিন্ধ্য গিরিতে যে সকল অধর্ম্ম রতি তুম্বুরু ও তুখার নামে অসভ্য জাতি বাস করে তাহারাও এই বেণ বংশ সমুদ্ভূত। অনন্তর মহাত্মা ঋষিগণ পুনরপি জাতমন্যু হইয়া বেণের দক্ষিণ কর, অগ্নি মন্থন কাষ্ঠের ন্যায় সংরব্ধ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মথ্যমান বাহু হইতে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ শরীর আশ্রয় করিয়া পৃথু উদ্ভূত হইলেন। এই মহাযশা পৃথু জন্মকালীনই একবারে বীরোচিত উজ্জ্বল কবচ পরিধানপূর্ব্বক ভুবনরক্ষার্থ কঠোর ধ্বনি আজগব নামক ধনুর্দ্ধারণ ও দিব্যশর সমষ্টি গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহীপতি পৃথুর উৎপত্তি হইলে জগতীতলস্থ প্রাণিসমুদয় অতীব প্রীতি লাভ করিল। হে পুরুষ ব্যাঘ্র! সৎপুত্র পৃথু কর্ত্তৃক পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেণ মহীপতি ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। তখন সমুদ্র ও স্রোতস্বতীগণ সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও তীর্থজল আহরণপূর্ব্বক অভিষেকার্থ পৃথুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মাও বৃহস্পতি প্রভৃতি দেববৃন্দ ও সর্ব্বপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পৃথুকে অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম কোবিদগণ কর্ত্তৃক বিশ্বরাজ্যে প্রথম অধিরাজ পদে বিধিবৎ অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালক অতিদ্যুতিমান্ বেণ নন্দন, পিতা কর্ত্তৃক অপরঞ্জিত প্রজাগণকে সম্যক অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণও সেই অনুরাগ বশতঃ তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিল। অধিক কি তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া অভিযান কালে সমুদ্রও স্তম্ভিত হইয়াছিল, পর্ব্বতগণও পথ প্রদান করিয়া ছিল। তিনি অপ্রতিহত ধ্বজ

হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার শাসন গুণে পৃথিবীও অকৃষ্ট পচ্যা অর্থাৎ কর্ষণাদি কারণ বিরহেও চিন্তা করিবা মাত্র শস্যশালিনী হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এমন কি ধেনুগণও সে সময়ে কামদুঘা হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসবিনী হইয়া উঠিল। পত্রপুট সমুদায় মধুপূর্ণ হইল। এই সময়ে পিতামহ যজ্ঞে সোমরস কুণ্ড হইতে মহামতি সূত এবং প্রাজ্ঞ মাগধ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ পৃথুর স্তুতি পাঠ করিবার জন্য ঐ সূত ও মাগধকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে সূত ও মাগধ! তোমরা উভয়ে মহারাজের স্তোত্র পাঠ কর, কারণ এ কার্য্য তোমাদের অনুরূপ এবং এই নরাধিপ পৃথুও উহার যথার্থ পাত্র। অনন্তর সূত ও মাগধ ঋষিগণকে কহিলেন, হে দেবর্ষিগণ! আমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা দেব ও ঋষিগণকে স্তব করি এবং যথাসাধ্য প্রীত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি কিন্তু এই মহীপতির কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি; আর ইহার তাদৃশ যশোলক্ষণও কিছু লক্ষিত হইতেছে না যে, তারা তেজস্বী মহীপালের প্রতি উৎপাদনের জন্য স্তুতি পাঠ করিতে পারিব। ঋষিগণ কহিলেন, তোমরা ইহার ভবিষ্যৎ গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া স্তব কর। এইরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা উভয়ে মহাবল পৃথু পরে যে সমুদায় ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে মহারাজ বেণনন্দন! আপনি সত্যবাদী, বদান্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতি। আপনার তুল্য শ্রীমান, জয়শীল, ক্ষমাবান, পরাক্রান্ত, দুষ্টনিগ্রহ কর্ত্তা এ জগতে আর কে আছে? আপনার মত ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, মিষ্টভাষী লোক নিতান্ত বিরল। আপনি মান্যগণের সভাজয়িতা, যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, ব্রহ্মবাদী ও ধর্ম্মযোদ্ধা। আপনি শান্তশীল, রাজনীতিজ্ঞ, স্বকার্য্যনিরত এবং বিচারদক্ষ অপক্ষপাতী নৃপতি বলিয়া জগতে ঘোষিত হইতেছেন। হে রাজন্ জনমেজয়! সূত ও মাগধ এইরূপে মহীপতি পৃথুর স্তব করিল বলিয়া উহারা বন্দী বলিয়া জগতে প্রথিত হইল এবং তদবধি স্তুতি পাঠকগণ প্রথমে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তদনন্তর উহাদিগের স্তুতিপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া প্রজানাথ পৃথু সূতকে অনূপদেশ মাগধকে মগধরাজ্য প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া মহর্ষিগণ প্রজাবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রজাগণ! এই মহারাজই তোমাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি (জীবিকা) বিধান করিবেন। অনন্তর হে মহারাজ! সমস্ত প্রজা, মহর্ষির বাক্যানুসারে রাজা বেণতনয় পৃথুর নিকটে সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল হে রাজন্! আপনি আমাদের বৃত্তি নিরূপণ করুন। মহারাজ এইরূপে প্রজামণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হিত কামনা করিয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক পৃথিবীকে আক্রমণ করিলেন। পৃথিবী বেণ পুত্র ভয়ে নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া গোরূপ ধারণ করত অতি বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথুও ধনুর্ব্বাণ হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এইরূপে গোরূপ ধরা বসুন্ধরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা জগতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায়ও একবারে নিস্তার পাইতে পারিলেন না। যেখানেই উপস্থিত হউন না কেন সম্মুখে সেই অগ্নিবৎ স্ফুলিঙ্গোদ্গারি অতি তীক্ষ্ণ শাণিত বাণ হস্তে অমরগণের অজেয় কোদণ্ডধারী মহাপুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া আপনাকে নিতান্ত অশরণা ভাবিয়া সেই ত্রিলোকপূজ্য পৃথিবী কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই শরণপ্রার্থিনী হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন! অধর্ম্ম স্ত্রীবধ করিয়া আত্মাকে কলঙ্কিত করিবেন না। হে লোকপাল!

আমি ব্যতীত আপনি কিরূপে প্রজা ধারণ করিবেন। এই সমস্ত লোক আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, আমিই এই জগৎ ধারণ করিতেছি, আমার বিনাশে প্রজা পুঞ্জ ও বিনষ্ট হইবে ইহা আপনার অনবগত নহে। অতএব যদি আপনি প্রজা বর্গের শ্রেয় প্রার্থনা করেন, তবে আমাকে বিনাশ করিবেন না, যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! উপক্রম সকল উপায়ানুসারে আরব্ধ হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই উপায় উদ্ভাবন করুন, নতুবা প্রজা ধারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি আপনি কোপ সংযমন করুন। হে পৃথিবীপাল! শাস্ত্রে কথিত আছে স্ত্রী জাতি, তির্য্যগ জাতীয় হইলেও কখনই বধ্য নহে; আপনি ধর্ম্ম পরিহার করবেন না। এইরূপ বহুবিধ বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা নৃপতি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক পৃথিবীকে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পৃথু কহিলেন, হে বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি আপনার কিম্বা পরেরই হউক এক ব্যক্তির হিতার্থে বহু প্রাণীর বিনাশ করে সে অবশ্যই ইহলোকে পাতকগ্রস্ত হইয়া থাকে, পরন্তু যে এক ব্যক্তিকে নিহত করিলে বহু প্রাণীর সুখ লাভ হয় তাদৃশ দুরাত্মাকে বিনষ্ট করায় পাতক বা উপপাতকের সম্ভাবনা দূরে থাকুক বরং বহু লোকের শ্রেয়ো লাভ ও সুকৃতই জন্মিয়া থাকে। অতএব হে বসুধে! যদি তুমি অদ্য আমার এই ভুবন হিতবাক্য প্রতিপালন না কর তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হনন করিব এবং আমার শাসন পরাঙ্মুখী তোমাকে প্রজা হিতার্থ এই নিশিত শরদ্বারা নিপাত করিয়া আত্মাকে জগৎ বিশ্রুত করিব ও নিখিল প্রজা স্বয়ংই ধারণ করিব। হে সাধুশীলে! তুমি সমগ্র প্রজা ধারণে সম্যক সমর্থ অতএব আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া প্রজা লোকের জীবিকা বিধান কর এবং আমারও দুহিতৃত্ব লাভ কর, তাহা হইলেই, তোমার বধর্থ এই ঘোর দর্শন উদ্যত শরকে প্রতিসংহার করি।

পৃথিবী কহিলেন, হে বীর! আপনি যাহা বলিতেছেন আমি উহা নিঃসন্দেহ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আরব্ধ কার্য্য সমুদায় উপায়ানুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, যদ্বারা আপনি প্রজা ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাদৃশ উপায় কি তাহার অনুসন্ধান করুন। আর যদি অভিলাষ করেন তবে আমাকে দোহন করিতেও পারেন কিন্তু অগ্রে বৎস নির্ব্বাচন করিতে হইতেছে কারণ বৎস ব্যতীত কখনই ক্ষীর প্রশ্রুত হইতে পারে না। আর আমাকে সর্ব্বত্র সমতলও করিতে হইতেছে নতুবা আমার সন্দ্যমান ক্ষীর কি রূপে সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! বেণ তনয় পৃথু পৃথিবী কর্ত্তৃক এই রূপে অভিহিত ও আদিষ্ট হইয়া ধনুকের অগ্র ভাগ দ্বারা শত সহস্র পর্ব্বতকে স্ব স্ব স্থান হইতে উৎসারিত করিয়া উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিতে লাগিলেন, ইহা দ্বারাই শৈলগণ বিলক্ষণ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই রূপে মহারাজ পৃথু সমস্ত পৃথিবীকে সমতল করিলেন। অনন্তর অনেক মন্বন্তর অতীত হইলে বসুন্ধরা পুনরায় বিষম হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সমত্ব বিষমত্ব পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম সুতরাং চেষ্টাকৃত অন্যথাত্ব কখনই স্থায়ী হয় না। পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে ঠিক

এই রূপ সম বিষম ছিল। সুতরাং সে সময়ে পৃথিবীর বিষম তলত্ব নিবন্ধন পুর বিভাগ, গ্রাম বিভাগ, শস্যক্ষেত্র, গোরক্ষা, কৃমি, বণিকপথ, সত্য, অমৃত, লোভ, মৎসরতা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সম্প্রতি বৈবশ্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, হে রাজেন্দ্র! বেণ পুত্র পৃথুর শাসন কাল হইতে তৎসমুদায়েরই সম্ভাব হইল। হে অনঘ! পৃথিবীর যে যে স্থল সমতল হইল সেই সেই স্থানে সমস্ত প্রজালোক আহ্লাদ সহকারে বসতি কুরতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে ফল মূলাদি আহরণ করিয়া প্রজা লোক অতি কষ্টে জীবিকা সম্পাদন করিত। অনন্তর মহারাজ পৃথু ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে গোরূপ ধরা পৃথিবী হইতে বিবিধ শস্য জাত দোহন করিলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! প্রজাগণ সেই অন্নদ্বারা অদ্যাপি জীবিকা ধারণ করিয়া আসিতেছে। রাজন! শুনিয়াছি অতঃপর ঋষিগণও সোম দেবকে বৎস কল্পনা করিয়া উহাকে পুনরায় দোহন করিয়াছিলেন। এবারে সুরগুরু বৃহস্পতি দোহন কর্ত্তা ও ছন্দোগণ অর্থাৎ বেদ চতুষ্টয় পাত্র, শাশ্বত তত্ত্বজ্ঞান দুই মান পদার্থ হইল। অনন্তর ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ঐ পৃথিবীকে পুনর্ব্বার কাঞ্চন পাত্রে দোহন করেন। এবারে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং বৎস হইলেন, প্রভু সবিতা দোগ্ধা এবং অতি ঊর্জ্জস্কর যজ্ঞীয় হবি ক্ষীর স্বরূপে উৎপন্ন হইল। ইহা দ্বারাই অমরগণ জীবিকা সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। অন্য সময়ে অমিতবিক্রম পিতৃগণ যখন রজত পাত্র গ্রহণ করিয়া, প্রতাপশালী সূর্য্য তনয় যমকে বৎস ও লোক নাশন অন্তক নামা কালকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া দোহন করেন, তৎকালে সুধা ক্ষীররূপে উৎপন্ন হয়। তৎপরে নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ঐরাবত ও ধৃতরাষ্ট্রকে দোহনকর্ত্তা করিয়া অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহীপতে! সমুদায় নাগ ও সর্পলোক ঐ বিষদ্বারাই অতি ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া জীবগণের শঙ্কাস্পদ হইয়া রহিয়াছে। ঐ বিষই উহাদের ভোজ্য, ব্যবহার্য্য; বীর্য্যসম্পাদক ও প্রধান আশ্রয়। শুনিয়াছি অতঃপর অসুরগণ লৌহ পাত্র গ্রহণ করিয়া শত্রু বিনাশিনী মায়াকে দোহন করিয়া লয়। প্রহ্লাদ পুত্র বিরোচন ইহাতে বৎস ও দৈত্য ঋত্বিক দ্বিমূর্দ্ধা মহাবল মধু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। এই মায়া দ্বারাই অসুরগণ অদ্যাপি মায়াবী হইয়া রহিয়াছে। উহা দ্বারাই অসুরগণের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অপরিমিত বল দেখিতে পাওয়া যায়!

এই মায়া দ্বারাই উহারা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সকলের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মহারাজ! শোনা গিয়াছে এই সময় যক্ষগণও আম মৃন্ময় পাত্র লইয়া ধরিত্রীকে পুনরায় দোহন করেন। ইহাতে অক্ষয় অন্তর্দ্ধান বিদ্যা উৎপন্ন হয়। পুণ্যজন যক্ষদিগের দোহন সময়ে বৈশ্রবণ বৎস, মণিবরের পিতা মহাতেজা, তপঃপ্রভাবশালী, ত্রিশীর্ষ যক্ষ তনয় রজতনাভ দোহন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, এই অন্তর্দ্ধান বিদ্যাবলে উহারা অন্যের অপ্রত্যক্ষ হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ মিলিত হইয়া নরকপাল পাত্র করিয়া যখন বসুন্ধরাকে দোহন করেন, তখন রজত নাভ, দোগ্ধা, সুমালী বৎস হইলেন এবং রুধির ক্ষীররূপে প্রস্রুত হইল। এই রুধির বলে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও ভূতসমূহ অমর সদৃশ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। তদনন্তর অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া গন্ধর্ব্ব নিকর পদ্মপত্রকে পাত্র, চিত্ররথকে বৎস, সূর্য্যসম প্রখরতেজস্বী বলশালী মহাত্মা সুরুচিকে দোগ্ধা কল্পনা করিয়া যখন পুনর্ব্বার

পৃথিবীকে দোহন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! তখন অতি পবিত্র গন্ধ রূপ ক্ষীর ক্ষরিত হইতে লাগিল। অতঃপর শৈলগণ মহাগিরি সুমেরুকে দোগ্ধা, হিমালয়কে বৎস ও অন্যতম শৈলকে পাত্র করিয়া মূর্ত্তিমতী ওষধি ও বিবিধ রত্নরাজি দোহন করিল। তদবধি গিরিগণ এত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। পরিশেষে লতা সমুদায় সমবেত হইয়া পত্রপুট রূপ পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক যখন পুনর্ব্বার ধরিত্রীকে দোহন করিতে আরম্ভ করিল, শুনিতে পাই তখন পুষ্পিত সালবৃক্ষ দোগ্ধা, প্লক্ষতরু (পাকুড়) বৎস হইয়া ছিল। উহাতে ছিন্নদগ্ধ প্ররোহণ রূপ দুগ্ধ বর্ষিত হয়।

হে মহারাজ! যিনি এই নিখিল চরাচর বিশ্বকে পোষণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব জগতের প্রতিষ্ঠা ও উৎপত্তির মূল, দোহন করিলে যিনি কামদুঘা হইয়া অভীপ্সিত সর্ব্বশস্য প্রদান করেন সেই এই ভূতধাত্রী অতি পাবনী বসুন্ধরা সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বকালে মধুকৈটভের মেদো রাশি দ্বারা সর্ব্বাবয়বে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন; ব্রহ্মবাদিগণ সেই জন্য ইহাকে মেদিনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অনন্তর ইনি বেণ নন্দন মহারাজ পৃথুর নিকটে দুহিতৃত্ব স্বীকার করেন বলিয়া ইহার অপর নাম পৃথী (পৃথুপুত্রী) হইয়াছে। মহাত্মা পৃথু কর্ত্তৃক এই বসুন্ধরা সংস্কৃত বিভক্ত হওয়াতে উহা এক্ষণে অশেষ শস্যের আকর এবং রাজধানী, গ্রাম, নগর প্রভৃতির ও আধার হইয়াছে।

মহারাজ পৃথু এইরূপ অলোক সামান্য প্রভাবশালিতা প্রদর্শন করাতে অখিল রাজন্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। অতএব তিনি সর্ব্বভূতের নমস্য ও পূজ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সেই বেদ প্রবর্ত্তয়িতা সাক্ষাৎ সনাতন-ব্রহ্ম স্বরূপ পৃথু বেদবেদাঙ্গবেত্তা মহাভাগ ব্রাহ্মণদিগের ও নমস্কার্য্য। যে সকল সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয় পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ করেন তাঁহারা এই প্রবল প্রতাপ আদিরাজ পৃথুকে অবশ্য নমস্কার করিবেন। এই রাজা যোদ্ধবর্গেরও প্রথম সুতরাং যাঁহারা সমরক্ষেত্রে জয় প্রার্থী হইবেন তাহারা অগ্রে এই পৃথুকেই নমস্কার করিবেন। যে যোধ বীর এই পৃথুমহীপতির নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি নিঃসন্দেহ দুস্তর সময় সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জয় লাভ করিবেন এবং বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া অশেষ কুশলের আস্পদ হইবেন। পণ্যবৃত্তি ব্যবসায়ী প্রভূত বিত্তশালী বৈশ্যগণও ইহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। কারণ এই মহাত্মা পৃথুই উহাদিগের ব্যবসায় বৃত্তি বিধান করিয়া যান। এক্ষণে ত্রিবর্ণ পরিচারক পবিত্র হৃদয় শূদ্রগণ যে শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই মহাত্মাকে নমস্কার করিবে সে বিষয়ে আর কথা কি?

রাজন্! আমি আপনার নিকটে পৃথু কর্ত্তৃক দুহ্যমান গোরূপ ধরা পৃথিবীর বৎস, দোগ্ধা, ক্ষীর ও পাত্র বিশেষের বিষয় সমস্তই বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে আপনার প্রীতি সম্পাদনের জন্য আর কি বর্ণনা করিব অনুমতি করুন।

৭ম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! যাবতীয় মনু ও তৎসংক্রান্ত সমগ্র কাল বিভাগ, মন্বন্তর এবং তাঁহাদিগের প্রথম সৃষ্টির বিষয় এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত

কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায়ের বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করুন।
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! মন্বন্তরের সমস্ত ইতিবৃত্ত শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করা যায় না; সুতরাং সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মনু। এই সমুদায়ই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনু নামে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর চলিতেছে, সুতরাং ইতঃপূর্ব্বে ছয় মনু অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর যে সাবর্ণি প্রভৃতি সপ্ত মনু অবশিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎকালে ক্রমশঃ সমগত হইবেন। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ঐ সকল মন্বন্তরের ঋষি, ঋষিপুত্র ও দেবগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।
মরীচি, অত্রি, ভগবান অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার পুত্র। ইহাঁরাই পৃথিবীর উত্তর দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে পরিচিত ও বিরাজিত রহিয়াছেন। এই সমুদায় মনু ও যাম নামা দেবগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবিভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুর মহাবীর্য্য দশ পুত্র জন্মে, উহাদের নাম অগ্নী, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবর্ণ ও পুত্র। হে রাজন্! ঋষিগণ ইহাকেই প্রথম মন্বন্তর বলিয়া গিয়াছেন। অনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হইল। স্বয়ং বায়ু বলিয়াছেন, এই মন্বন্তরে বশিষ্ঠ পুত্র ঔর্ব্ব, কশ্যপ, স্তম্ব, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও চ্যবন এই কয়েকজন মনু ছিলেন এবং তুষিত নামে দেবগণ তৎকালে আবির্ভূত হন। হবিধ্র, সুকৃতি, জ্যোতিঃ, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও ঊর্জ্জ এই কয়েকটী মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র। হে মহীপাল! ইহাঁরা সকলে মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। ইহাকেই দ্বিতীয় মন্বন্তর বলে। অধুনা তৃতীয় মন্বন্তরের বিষয় বর্ণন করিব শ্রবণ করুন। বাশিষ্ঠ নামে পরিচিত সপ্ত বশিষ্ঠ তনয় এবং হিরণ্যগর্ভের ঊর্জ্জনামা মহাতেজা কতিপয় পুত্র ছিলেন। ইহাঁরাই এই মন্বন্তরের ঋষি। মহারাজ! মহাত্মা ঔত্তমির ঈষ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভঃ এই দশ মনোরম পুত্র ঋষিতনয় এবং ভানুগণ দেবতা। অতঃপর চতুর্থ মন্বন্তরের উল্লেখ করিতেছি অবধান করুন্। এই মন্বন্তরের নাম তামস। তামস মন্বন্তরে কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জন্যু, ধামা, কপীবান্ ও অকপীবান্ এই সাত জন ঋষি। পুরাণে কথিত হইয়াছে, ইহাঁদের পুত্র পৌত্রের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে তামস মনুর কতিপয় পুত্রের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। দ্যুতি, তপস্য, সুতপা, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকন্মাষ, তন্বী, পন্থী ও পরন্তপ । ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। সত্যসমুদায় এ মন্ব স্তরের দেবতা। অনন্তর পঞ্চম মন্বন্তর উপস্থিত : হইল। এ মন্বন্তরে বেদবাহু, যদু, মহামুনি
বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পজ্জন্য, সোমতনয়, উর্দ্ধ বাহু, অত্রিনন্দন সত্যনেত্র ইহারই সপ্তঋষি। অভূতরজস, প্রকৃতি, পারিপ্লব ও রৈভ্য এ মন্বন্তরের দেবতা। ধৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বশী, নিরুৎ সুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্মোহ ও কৃতী সত্যবান এই কয়েকটী রৈবত মনুর পুত্র। অনন্তর ষষ্ঠ মনুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই সময়ে ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্ত মহর্ষি । চাক্ষুস নামে মনু এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সুতরাং ইহা চাক্ষুষ মন্বন্তর নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মন্বন্তরে

আপ্য, প্রভূত, ঋতু, ত্রিদিববাসী পৃথুক ও লেখা এই পঞ্চ বিধ দেবগণ ছিলেন। অঙ্গিরা হইতে লড়লার গর্জে উরু প্রভৃতি যে মহাত্মা অতি বীর্য্য দশ পুত্র জমে, তঁাহারাই এই ষষ্ঠ মন্বন্তরে ঋষিতনয়। সম্প্রতি যে সপ্তম মন্বন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাকে বৈবস্বত মন্বন্তর কহে। এই মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, ভগবান মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও ভগবান মহাত্মা ঋচীকপুত্র জমদগ্নি এই সাতজন ঋষি। সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, মরুদগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁরা দেবতা ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন মহাত্মা বৈবস্বত মনুর পুত্র। রাজন! যে সমুদায় মহাতেজা মহর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলাম ইহাঁদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্তান সন্ততিগণ কালক্রমে দিগদিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। সমুদায় মন্বন্তরের প্রারম্ভেই লোক সমূহের সম্যক ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের নিমিত্ত সাত সাতজন করিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকেন, একএক মন্তর অতীত হইলে চারিজন করিয়া সপ্তগণে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনপূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন। ইহাঁরা স্বর্গাধিরোহণ করিলে অন্যান্য তপোধন মুনিগণ ঐ স্থান পূরণ করিয়া তাহাদের অধিকৃত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ কুরুনন্দন! যাহা অতীত হইয়াছে ও যাহা বর্ত্তমান সেই সপ্ত মন্বন্তরের বিষয় ক্রমে ক্রমে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভাবী মন্বন্তর শ্রবণ করুন। ঐ অনাগত মন্বন্তর ছয়টী। ঐ সকল ভবিষ্যৎ মনু স্তরে সাবর্ণিনাম। পাঁচজন মনু আবির্ভূত হইবেন। তন্মধ্যে একজন সূর্য্যতনয় বলিয়া বৈবস্বত সবর্ণি নামে অভিহিত হইবেন। অপর চারিজন প্রজা পতি ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁরা সুমেরু পর্ব্বতে অতি মহৎ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মেরু সাবর্ণি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই দক্ষ দুহিতা প্রিয়ার গর্ভসম্ভূত, সুতরাং দক্ষের দৌহিত্র। রুচি নামক প্রজাপতির রৌচ্য ও ভৌত্য নামে দুই পুত্র জন্মে, তাঁহারাও মনু, শেষোক্ত মনু রুচিভার্য্যা ভূতিদেবীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উঁহার নাম ভৌত্য হইয়াছে। অনন্তর সাবর্ণিমনুর সময়ে যাঁহারা মহর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাম, ব্যাস, অত্রিপুত্র দীপ্তিমান্, ভারদ্বাজ দ্রোণপুত্র তেজস্বী অশ্বত্থামা, গোতমাত্মজ গৌতম, ইহার অপর নাম শরদ্বান, কুশিকনন্দন গালব, কশ্যপতনয় রুরু। এই কয়েকজনই ভবিষ্যৎ মনু, এই মুনিশ্রেষ্ঠ সপ্তর্ষিগণই সর্ব্বাশে ব্রহ্মার সদৃশ। ইহাঁরা আভিজাত্য, তপস্যা, মন্ত্র ও ব্যাকরণ দ্বারা ব্রহ্মালোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিষয় জানিতে পারিয়া তপস্যারত ও নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তন তৎপর হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা মন্ত্র ব্যাকরণাদি জ্ঞান সমষ্টি দ্বারা সর্ব্বাংশে সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিশালী, ভার্য্যান্বিত গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে স্বরূপতঃ জানিয়া নিষ্ঠা প্রভৃতি সদগুণ সমুদায়ের বিশেষজ্ঞ হইবেন। ইহাঁরা সকলেই দীর্ঘায়ুঃ মন্ত্রপ্রণেতা, ঐশ্বর্য্যশালী ও দীর্ঘদর্শী। ইহাঁরা বুদ্ধিশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ সমুদায়ও প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিতে পারেন। ইহাঁরাই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্ত্তক, এই মহাভাগ সত্যধর্ম্মপরায়ণ সপ্তর্ষিগণই কৃতাদি যুগ চতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণের ও গার্হস্থাদি সর্ব্বপ্রকার আশ্রম সমূহের বিধান করিয়াছেন। ধর্ম্ম শিথিল ভাব প্রাপ্ত হইলেও এই বংশীয় মহাত্মারাই যুগে যুগে মন্ত্র ব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যখন পরহিতার্থ যাচিত হইবামাত্র অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন তখন ইহাদিগকে চিন্তা করিতে হইলে বয়স বা

কালের কিছুমাত্র অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। হে মহারাজ! এই সপ্ত মহর্ষির বিষয় আমি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে সাবর্ণমনুর ভবিষ্যৎ পুত্রগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সংমত ধৃতিমান, বসু, চবিষ্ণু, আর্য্য, ধিষ্ণু, রাজ, ও সুমতি এই দশটী সাবর্ণমনুর ভাবী পুত্র। এক্ষণে মেরু সাবর্ণদিগের মন্বন্তর কাল ও তৎসংক্রান্ত মুনিগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিব। পুলস্ত্যবংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপ সন্তান বসু, ভৃগুনন্দন জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ তনয় সবন, অত্রিনন্দন হ্যবাহন ও পুলহ নন্দন সত্য, ইহাঁরাই এই মন্বন্তরের মনু। এই মন্বন্তরে দেবসম্প্রদায় তিনটী, ইহাঁরা দক্ষপুত্র রোহিত প্রজাপতির সন্তান। ধৃষ্টকেতু, পঞ্চহোত্র নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রবা, ভূরিধাম, ঋচীক, অষ্টহত ও গয় এই নয়টী প্রথম সবর্ণিরপুত্র, দশম পর্য্যায়ে দ্বিতীয় সাবর্ণি মন্বন্তরে (দক্ষ মনুর সময়ে) পুলহ পুত্র হবিষ্মন, ভৃগুতনয় সুকৃতি, অত্রিপুত্র আপোমূর্ত্তি, বশিষ্ঠ তনয় অষ্টম, পুলস্ত্যপুত্র প্রমতি, কশ্যপপুত্র নভোগ, ও আঙ্গির পুত্র সত্য এই সাতজন মহর্ষি, দেবতাদিগের দুইগণ ইহাঁরই ঋষি মন্ত্রের অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুত, উত্তমোজ, বীর্য্যবান, কূলিযঞ্জ, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চাঃ, এই দশটা দক্ষ সাবর্ণি মনুর পুত্র। একাদশ পর্য্যায়ে তৃতীয় সাবর্ণি (রুদ্রসাবর্ণ) মন্বন্তরে কাশ্যপ হবিষ্মান, ভার্গব হবিষ্মান্, আত্রেয় তরুণ, বশিষ্ঠপুত্র তনয়, আঙ্গিরা উদধিষ্ণ, পৌলস্ত্য নিশ্চয়, পুলহপুত্র, অগ্নিতেজাঃ এই সাতজন মহর্ষি আবির্ভূত হইবেন (এই সময়ে দেবগণ ত্রিধা বিভক্ত হইবেন, উঁহারা সকলেই ব্রহ্মার পুত্র, সংবর্ত্তগ সুশর্ম্মা, দেবানীক পুরূদ্বহ, মেধা, দৃঢ়ায়ুঃ, আদর্শ, পণ্ডক ও মনু তৃতীয় সাবর্ণির এই নয় পুত্র। অনন্তর দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির (ব্রহ্ম সাবর্ণি) সাতঋষি বশিষ্ঠাত্মজ দ্যুতি, অনিন সুতপাঃ, তপো মূর্ত্তি অঙ্গিরা, তপস্বী কাশ্যশ, পৌলস্ত্য তপোশন, পৌলহ তপোরবি, ভার্গব তপোধৃতিবিক্ষেপ। এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের পাঁচগণ উঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানস হইতে প্রসূত হইবেন। দেববায়ু, আহার, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহ, সুবর্চ্চাঃ দ্বাদশ মনুর এই কয়েকটী পুত্র। অনন্তর ত্রয়োদশ পর্য্যায়ক ভাবিরৌচ্য মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ধৃতিমান্ অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য হব্যপ, তত্ত্বদর্শী পৌলহ, নিরুৎসুক ভার্গব, অত্রিপুত্র—নিষ্প্রকম্প, কশ্যপাত্মজ নির্ম্মোহ, বশিষ্ঠ তনয় সুতপাঃ—এই সাতজন মহর্ষি হইবেন। ভগবান স্বয়ম্ভূর পুত্রগণ তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এই মন্বন্তরে দেবগণের মধ্যে গণনীয় হইবেন। চিত্রসেন, বিচিত্র, নর ধর্ম্মভৃত, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, সুতপাঃ নির্ভয় ও দৃঢ়—এই কয়েকটী ত্রয়োদশ মনু রুচির সন্তান। ভৌত্যনামা মনু চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অধিপতি। কশ্যপ তনয় অগ্নীধ্র, পৌলস্ত্য ভার্গব, ভৃগুনন্দন অতিবাহু, অঙ্গিরার পুত্র শুচি, আত্রেয় যুক্ত, বশিষ্ঠ বংশীয় শুক্র, পুলহাত্মজ অজিত—ইহাঁরাই- অন্তিম সপ্তর্ষি। হে ভরতর্ষভ! এই মন্বন্তরে দেবগণ পঞ্চধা বিভক্ত হইবেন। তরঙ্গ, ভীরু, বপ্র, তরস্বান উগ্র, অভিমানী, প্রবীণ, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সবল, এই কয়টী ভৌত্য মনুর পুত্র। মহারাজ! এই ভৌত্য মনুর

অধিকার শেষ হইলেই কল্পও পূর্ণ হইল। রাজন! আমি এই অতীত মনুগণের নাম ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত সংক্ষেপঃ কীর্ত্তন করিলাম। ইহাঁরা তপোবলে আসমুদ্র বিস্তৃত বিশাল জগৎ, সমস্ত প্রকৃতিবর্গ, গ্রাম নগর ও পত্তনাদির সহিত পূর্ণযুগ সহস্র কাল ব্যাপিয়া নিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রতিদিনই ইহাঁদের অবিশ্রান্ত সংহার ও দেখিতে পাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া এই অতীত ও অনাগত মহর্ষিবর্গের নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন তিনি ইহলোকে দীর্ঘজীবী হইয়া অপার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতে ও সমর্থ হন সন্দেহ নাই।

৮ম অধ্যায়

জনমেয় কহিলেন, হে মহামতে ব্রহ্মন্! আপনি কৃপা করিয়া মন্বন্তর ও যুগ সমুদায়ের কাল পরিমাণ এবং ভগবান্ ব্রহ্মার দিন পরিমাণের বিষয় বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। হে অরিন্দম! এই মর্ত্ত্য জগতে সূর্য্য, কাল পরিমাণের প্রবর্ত্তয়িতা, সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা এক অহোরাত্র হইয়া থাকে অতএব তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মন্বন্তরদির সংখ্যা নিরূপণ করিতেছি শ্রবণ করুন, পঞ্চদশ নিমেষব্যাপক কালকে, কাষ্ঠা কহে ত্রিংশত কাষ্ঠাতে এক কলা হয়। ত্রিংশৎ কলায় এক মূহূর্ত্ত ও ঐ ত্রিংশৎ মুহুর্তে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে, চন্দ্র সূর্য্যের গতিদ্বারা এই অহোরাত্র নিয়মিত হইতেছে। পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ! অভিহিত হয়। দুইপক্ষে একমাস এবং মাস দ্বয়ে এক এক ঋতু হইয়া থাকে। তিন ঋতুতে এক অয়ন, অয়ন দ্বয়ে এক অব্দ অর্থাৎ বৎসর কথিত হয়। সংখ্যাতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ঐ অয়নদ্বয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন উহাদের নাম দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। এই পক্ষদ্বয় সমন্বিত যে মানবীয় মাস হইল কালতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উহাকে পিতৃগণের অহোরাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের দিন, শুক্লপক্ষ রাত্রি। হে মহারাজ! এই কারণেই কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের অহঃশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানদর্শী প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, মানবীয় গণনায় যাহাকে বৎসর কহে, তাহাই দেবগণের এক অহোরাত্র। উত্তরায়ণ দেবগণের দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি বলিয়া উল্লিখিত হয়। দশগুণ দিব্য অব্দে মনুর এক অহোরাত্র, উহার দশগুণ মনুর এক পক্ষ, দশগুণীকৃত পক্ষে এক মাস, ঐ দ্বাদশ মাস দ্বারা এক ঋতু হইয়া থাকে। তিন ঋতুতে অয়ন ও দুই অয়নে বৎসর হয়। ইহারই চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, চারি শত বৎসর সন্ধ্যা ও অন্য চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপ তিন সহস্র বৎসর ত্রেতা, দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর ও এক সহস্র বৎসরে কলিযুগ পূর্ণ হইবে। ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ পরিমাণ ও পূর্ব্ববৎ ধরিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ যে যুগের যত সহস্র বৎসর পরিমাণ, তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকেই তাবৎ শত বৎসরে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে সমুদায়ে যুগ পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইল। ইহাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে চারি যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে রাজন্! ইহারই এক সপ্ততি যুগকে সংখ্যাতত্ত্ববিশারদগণ এক মন্বন্তর বলিয়া গণনা করিয়াছেন। মনুদিগেরও দক্ষিণ ও উত্তর

নামে দুই অয়ন আছে। ইহার এক অয়ন সমাপ্ত হইলে এক মনুর ও লয় ও অপর মনুর উদয় হয়। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ অয়নদ্বয় সমাপ্তিতে এক সংবৎসর। উহারই দশ সহস্র বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে, এবং তাহাই কল্প বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর এক সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক রাত্রি। এই রাতে সমুদায় পৃথিবী পর্ব্বত ও কাননাদির সহিত জলে মগ্ন হইয়া যায়। হে ভরতসত্তম! সেই যুগ সহস্র রূপ রাত্রি পূর্ণ হইলেই কল্পেরও অবসান হইল। রাজন্! একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর ও কীর্ত্তি বিবর্দ্ধন চতুর্দ্দশ মনুর বিষয় আমি আপনার নিকট পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই মনুগণই জগতে অদ্বিতীয় প্রভাবশালী প্রজাপতি, নিখিল বেদ ও পুরাণ ইহাঁদিগেরই যশোগান করিতেছে—অতএব ইহাঁদের নাম সঙ্কীর্ত্তন করা ও ধন্য ও পুণ্যকর। এই মন্বন্তর সমুদায় সম্পূর্ণ হইলেই সংহার ও সংহরান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইতে থাকে তখন আবার নূতন মন্বন্তর ও আরম্ভ হইল। মহারাজ! এ সকল বিষয় এত বিস্তৃত ও গুরুতর যে শত বৎসর বলিয়াও শেষ করা যায় না। মন্বন্তর সমাপ্তি হইলে যখন নিখিল প্রাণীর সংহার আরম্ভ হয়, তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদসমন্বিত হইয়া কেবল মাত্র দেবগণ ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত একত্র অবস্থান করেন। এইরূপে যুগ সহস্র পূর্ণ হইলে কল্পও শেষ হইল। তখন সমস্ত চরাচর বিশ্ব আদিত্যতেজে দগ্ধ হইয়া আদিত্যগণের সহিত লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া সেই সুরশ্রেষ্ঠ হরি প্রভু নারায়ণ শরীরে প্রবেশ করে।

মহারাজ! যিনি কল্পান্তকালে এই পরিদৃশ্য মান সমুদায় জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন, সেই ভগবান নারায়ণই অব্যক্ত নিত্যদেব, এই অখণ্ড জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট ও অধিকৃত। সেই একার্ণবীকৃত কল্পান্তে একমাত্র রাত্রিই উপস্থিত হয় এবং তৎকালে অপার সাগর মধ্যে একমাত্র প্রভু নারায়ণ, ব্রহ্মার এক সহস্র বৎসর শয়ান হইয়া সুপ্তি সুখ অনুভব করেন। ইহাই কাল রাত্রি বলিয়া জগতে অভিহিত হইয়াছে। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মাও নিদ্রাযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাত্রির অবসান পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। অনন্তর ঐ যুগ সহস্রকাল অতীত হইলে রাত্রির অবসান হয়, তখন ভগবান্ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করেন। তখন পূর্ব্ব কল্পের সমুদায় স্মৃতি হইতে থাকে এবং তদনুরূপ চেষ্টাও প্রবর্ত্তিত হয়। কারণ ইহার পুরাতনী স্মৃতি ও সৃষ্টির অনুকূল ব্যাপার সমস্তই নিত্য, সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়। কেবল কল্পান্ত মাত্র বিপর্য্যয় হয়, তদ্ভিন্ন দেবস্থান প্রভৃতি পূর্ব্বে যাহা কিছু যেভাবে ছিল, তৎসমুদায় সেইরূপেই সৃষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্বে সংহার কালে যে সকল দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগ প্রভৃতি ভূতনিচয় আদিত্য তেজে গন্ধাভূত হইয়া বিষ্ণু শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, যুগারম্ভে তাঁহারাই আবার সেই সেই আকার ধারণ করিয়া পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে যেমন ঋতু বিশেষে তদীয় বিবিধ চিহ্ন সকল পর্য্যায়ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মার রাত্রি কাল শেষ হইলে সেই সমুদায় সংহৃত পদার্থকে; ঠিক সেইরূপ আবিভূত হইতে লক্ষিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিতে থাকে।

হে ভরতসত্তম! যে মনুষ্য, দেবতা অথবা মহর্ষি বর্গ ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধ সঙ্গ হইয়া দেহাভিমান পরিহারপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মে লীন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনরুদ্ভব হয় না।

রাজন্! সেই কালসংখ্যাতত্ত্বজ্ঞ, স্থূল ও সূক্ষ্মম স্বরূপ মহাদেব হরি, নারায়ণ প্রভু পরমেশ্বর যুগ সহস্রকে দিন ও যুগ সহস্রকে রাত্রিমান করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। সম্প্রতি অসুরকুলের বিনাশ ও সর্ব্বজনীন হিতকামনা করিয়া মহাত্মা হরি যে বিশুদ্ধ বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হে মহাদ্যুতে! আমি সেই পুরাতন বৃষ্ণিবংশ কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে মহাত্মা বৈবস্বত মনুর নিসর্গাদির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

৯ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! মহর্ষি কশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণী গর্ভে ভগবান সূর্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি যৎকালে মাতৃগর্ভে অণ্ডস্থ ছিলেন সেই সময়ে একদা ইহাঁর জননী কোন কারণ বশতঃ গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বিনাশ শঙ্কায় ভয়াবিহ্বলচিত্তে রোরুদ্যমান হইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি কশ্যপ, পত্নীস্নেহবশতঃ অথবা অজ্ঞানবশতঃই হউক কহিলেন, "তোমার এই অণ্ডস্থ সত্ত্ব মৃত অর্থাৎ নষ্ট হইবে না" এই জন্য সূর্য্যের অপর নাম মার্ত্তণ্ড হইয়াছে। বৎস! এই কশ্যপাত্মজ মার্ত্তণ্ডদেব ক্রমে ক্রমে এরূপ প্রভূত তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে তদ্বারা ত্রিলোক পরিতপ্ত হইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞা নাম্নী দেবী ইহাঁর পত্নী। সংজ্ঞা অতিশয় কোপনস্বভাব ও সুরেণু নামে ত্রিলোকবিখ্যাত ছিলেন। ইনি প্রদীপ্ত তপোবলে অলৌকিক রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর অত্যুষ্ণ প্রখরতেজ নিতান্ত অসহনীয় হওয়াতে অপ্রীতমনে কথঞ্চিৎ তৎসন্নিধানে কালক্ষেপ করিতেন। সূর্য্যমণ্ডলের তীব্রতেজে দগ্ধাঙ্গ হওয়াতে তাঁহার সুবর্ণ কান্তি একবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ইহার গর্ভে সূর্য্য দেবের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম প্রজাপতি সবি, ইনি শ্রাদ্ধদেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, অনন্তর যম ও যমুনা এই যমজ সন্তানদ্বয় উৎপন্ন হয়। সুতরাং যম দ্বিতীয় পুত্র ও যমুনা একমাত্র কন্যা। সংজ্ঞা সন্ততিগণও শ্যামবর্ণ হইল দেখিয়া স্বকীয় ছায়া দর্শনেও অসহিষ্ণু, হইয়া আত্ম সমানরূপা এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। এই কন্যা মায়াময়ী হইয়া সংজ্ঞার ছায়া হইতে সমুত্থিত হইল বলিয়া ইহার নাম ছায়া হইল। হে রাজন্! এই ছায়া জন্ম পরিগ্রহ মাত্র কৃতাঞ্জলিপূটে সংজ্ঞাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে শুচিস্মিতে! . অজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব! হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার অজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যেরূপ আদেশ হয় উহা পালন করিতে আমি প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্য্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন।

সংজ্ঞা কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে পিতৃভবনে গমন করিব। তুমি আমার এই ভবনে নির্ব্বিকারহৃদয়ে সুখস্বচ্ছন্দে বাস কর এবং আমার এই বালকদ্বয় ও সুমধ্যমা কন্যাকে প্রতিপালন কর। কিন্তু দেখ যেন এই বৃত্তান্ত কোনরূপে ভগবান সূর্য্যের নিকট প্রকাশিত হয়। ছায়া কহিলেন, দেবি! আপনি সুখ স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছা গমন করুন। আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, যাবৎকাল আমার কেশাকর্ষণ অথবা অভিসম্পাত ভয়সম্ভাবনা না হইবে তত দিন কোনরূপে এ বৃত্তান্ত প্রাণান্তেও ব্যক্ত করিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! সবর্ণা ছায়া এইরূপে সম্মত হইলে তাহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সলজ্জ হৃদয়ে তপস্বিনী বেশে সংজ্ঞা পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা কন্যাকে সহসা দেখিয়াই তাহার তৎকালিক আকার প্রকার দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীর বিনানুমতিতেই সংজ্ঞা আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্যই তিনি পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি স্বামীর নিকট গমন কর। তোমার এই স্বৈরচারিতা আমার কোনক্রমেই অনুমোদিত নহে, তুমি আর বিলম্ব করিও না, এখনই প্রত্যাগমন করিয়া স্বামিসকাশে উপস্থিত হও। অতঃপর ক্রোধভরে নিরতিশয় তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা স্বকীয় রূপ আচ্ছাদন করিয়া পিতৃসদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়বা (অশ্বী) রূপে উত্তর কুরু প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তথায় তৃণপত্র জীবিনী হইয়া যথেচ্ছ রূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভগবান আদিত্যদেব দ্বিতীয় সংজ্ঞা ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়া তাহার গর্ভে আত্মসদৃশ এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্র সর্ব্বাবয়বে পূর্ব্বজাত মনুর সদৃশ দেখিয়া ইহাঁর নাম মনু রাখিলেন, ইহাঁর অপর একটী নাম সাবর্ণ হইল। কালক্রমে ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র হইল, তাঁহার নাম শনৈশ্চর। ছায়া অত্মগর্ভজাত এই দুই পুত্রের প্রতি যাদৃশ স্নেহ ও মমতা প্রদান করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বজাত সন্ততিবর্গের উপর তাদৃশ আদর বা অবেক্ষা করিতেন না। মাতার এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দর্শন করিলেও মনু সর্ব্বদাই ক্ষমা করতেন। কিন্তু যম, রোষপরবশত নিবন্ধন অথবা বালস্বভাবহেতুকই হউক, কিম্বা অবশ্যম্ভাবী ভাবা অর্থের গৌরববশতঃই হউক, উহা ক্ষমা করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত পাদোত্তোলন করিয়া তর্জ্জন করিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই সাবর্ণজননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধভরে যমকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। কহিলেন, তুমি যে চরণ আমার প্রতি উত্তোলন করিয়াছ, উহা এখনই স্থালিত হউক। যম এইরূপে অভিশপ্ত, মাতার বাক্যে নিতান্ত ব্যথিত, ভীত ও আকুলহৃদয় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! মাতা আমার উপর অতি কঠোর শাপ প্রদান করিয়াছেন, আপনাকে উহার অপনয়ন করিয়া আমায় পরিত্রাণ করিতে হইবে। আমি জানিতাম, সমুদায় পুত্রের উপরই জননীর স্নেহ সমান। কিন্তু সেই জননী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক স্নেহ ও আদর অবেক্ষা করিয়া থাকেন, এই জন্যই আমি অদ্য চরণ উত্তোলন মাত্র করিয়াছিলাম, প্রহার বা গাত্রে স্পর্শও করি নাই। বাল্য বশতঃই হউক, অথবা অজ্ঞানতা নিবন্ধনই হউক, আমি এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি এক্ষণে আপনাকে উহা ক্ষমা করিতেই হইবে। আমি মাতকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, হে লোকেশ! যাহাতে আমার সেই চরণ পাত না হয়, তাহার উপায়বিধান করুন।

সূর্য্য কহিলেন, বৎস! তুমি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী, অতএব তোমার শরীরে যখন ক্রোধাবেশ হইয়াছে, তখন উহার অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই আমি তোমার মাতৃবাক্য অন্যথা করিতে পারিতেছি না। তবে তোমার মঙ্গলার্থ এই মাত্র করিতে পারি যে, কীট সমুদায় তোমার চরণের মাংস লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত যন্ত্রণার হ্রাস হওয়াতে তুমি সুখী হইতে পারিবে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে শাপ পরিহার দ্বারা তুমি নিস্তার পাইবে এবং তোমার মাতৃবাক্যের ও যাথার্থ্য রক্ষা

পাইবে। অনন্তর ভগবান আদিত্য সংজ্ঞা সমীপে উপস্থিত হইয়া মৃদু মধুরবচনে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংজ্ঞে! সকল পুত্রই তুল্যস্নেহের আস্পদ, তবে কি জন্য তুমি তাহাদের উপর স্নেহের ন্যূনাতিরেক করিয়া থাক, জানিতে ইচ্ছা করি। এইরূপে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হইয়াও সংজ্ঞা উহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া উত্তর প্রদান করলেন না, বরং প্রশ্নেরই পরিহার করতে লাগিলেন। তখন উহার প্রকৃতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া ভগবান বিবস্বান যোগাসনে আসীন হইয়া আত্মমনঃ সমাধান পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধ্যানস্থ রহিলেন, দেখিলেন এই পুরোবর্ত্তিনী কামিনী তাঁহার সেই বিশ্বকর্ম্মা তনয়া সংজ্ঞা নহে। অথচ তাহারই রূপ ধারণ করিয়া কপটবেশে আমার আবাসে প্রবেশপুর্ব্বক আমাকেই প্রতারিত করিতেছে। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উহার বিনাশার্থ শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন এবং কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ছায়া এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রতিজ্ঞারও অবসান হইল দেখিয়া তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আমূলতঃ সূর্য্য সন্নিধানে প্রকাশ করিয়া কহিলেন। সূর্য্যও ঐ কথা শ্রবণমাত্র ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া রোষভরে ত্বষ্টার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন, সম্প্রতি ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্ত্তিমান, অগ্নির ন্যায় দিগদহনোন্মুখ বিভাবসু জামাতাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, কহিলেন, বৎস! তোমার এই ভীষণ উষ্ণরশ্মি সংজ্ঞার কমনীয় কোমলকান্তির নিতান্ত অসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্যই সংজ্ঞা উহা সহ্য করতে না পারিয়া বড়বারূপে কোমল সাদলপূর্ণ উত্তর কুরুপ্রদেশে বনে বনে বিচরণ করিতেছে। হে জগৎপতে! তুমি যোগাবলম্বন করিলেই দেখিতে পাইবে, সে নিতান্ত শুদ্ধচারিণী, নিত্য তপোরতা, দীন, ক্ষীণা, জটিলা, পর্ণমাত্রাপজীবিনী, হস্তিহস্তবিমর্দ্দিত পদ্মিনীর ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহানা হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ব্রহ্মচারিণীবেশে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করিতেছে। হে অরিন্দমদেব! যদি অনুমোদিত হয়, তবে আমি অদ্যই তোমার এই অসহ্য তেজঃপুঞ্জ দুর্দ্দশ্য মূর্ত্তিকে কোমল ও কমনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত করতে পারি।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে সূর্য্যের প্রখরভেজ তির্য্যগভাবে ঊর্দ্ধে উঠিত। কখন সমভাবে পতিত হইত না। এক্ষণে শ্বশুর বাক্যে সম্মত হইলে ত্বষ্টা স্বয়ং ঐ উগ্রমূর্ত্তিকে চক্রভ্রমিশযন্ত্রে আরোপ করিয়া ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘর্ষণ বলে তেজের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া আসিল। তখন সেই রূপরাশি শাণশোধিত মণির ন্যায় অতীব কান্ত ও রমণীয় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং পুঞ্জীকৃত তেজোরাশি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া সুখমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, সুতরাং তাঁহার মুখশ্রী বিলক্ষণ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চক্র ভ্রমির ঘর্ষণ সময়ে মার্ত্তণ্ডমুখভ্রষ্ট সে মুখরাগ সমুদায় নিঃসৃত হইয়াছিল, উহা হইতে দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টি হয়। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও অজঘন্য বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্যের আবির্ভাব হইল। সূর্য্য এই স্বদেহনিঃসৃত দ্বাদশ আদিত্যকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হই লেন। অনন্তর ত্বষ্টা গন্ধ, পুষ্প, বিবিধ অলঙ্কার ও ভাস্বর মুকুট দ্বারা যথাবিধি ভগবান বিবস্বানের সপর্য্যা কবিয়া কহিলেন, দেব! এক্ষণে তুমি উত্তরকুরু প্রদেশে ভার্য্যার নিকট গমন কর। তথায় নবীন তৃণ

দলাচ্ছাদিত অটবী মধ্যে তোমার ভার্য্যা বিচরণ করিতেছে। ভগবান আদিত্য শ্বশুরবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া যোগবলে স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তদীয় ভার্য্যা সংজ্ঞা তপোবলে অন্যের তানধিগম্য হইয়া অকুতোভয়ে অবলীলাক্রমে বড়বারূপে বিচরণ করিতেছে। তখন তিনি অশ্বরূপধারিণী স্বকীয় ভাষার সহিত সঙ্গত হইবার অভিলাষে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সংজ্ঞা তাঁহাকে পর পুরুষ শঙ্কায় প্রত্যাখ্যান করিলেও ঘটনাক্রমে নাসিক বিবরাভ্যন্তরস্থালিতবীর্য্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হইল। ইহাঁর একের নাম নাসত্য অপরের নাম দস্র। ইহাঁর উভয়েই স্বর্গের চিকিৎসক সর্ব্বপ্রধান বৈদ্য হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় কান্তমূর্ত্তি ভার্য্যকে প্রদর্শন করাইলেন, সংজ্ঞাও স্বামীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব সেই মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন।

এ দিকে যম সেই বিমাতৃশাপে নিতান্ত খিন্নমনা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মরাজ উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন এবং ঐ শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অতি দ্যুতিমান্ হইয়া পিতৃগণের আধিপত্য ও লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি মনু সাবর্ণ নামেই অভিহিত রহিলেন। তিনি ভাবী সাবর্ণিক মন্বন্তরে মনু হইয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হইবেন এক্ষণে সেই প্রভাবশালী মনু সুমেরুশিখরে ঘোর তপস্যায় আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ভাতা শনৈশ্চর গ্রহত্ব লাভ করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের বৈদ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশেষতঃ অশ্বসমূহের শান্তিবিধাতা হইয়াছেন। চক্রভ্রমিনিঃসৃত অবশিষ্ট আদিত্য তেজঃ সমূহ হইতে, বিশ্বকর্ম্মা সুদর্শন নামে এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা বিষ্ণুর চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছে, এই চক্রের তেজ কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। যমের কনিষ্ঠ ভগিনী যমুনা সরিদ্বর যমুনা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোক পূজা হইয়াছেন। শনৈশ্চর-ভ্রাতা দ্বিতীয় মনুও সাবর্ণ নামে ত্রিভুবন বিশ্রুত হইয়াছেন।

হে রাজন! যিনি এই দেবগণের জন্ম। বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ করিবেন, তিনি সমুদায় আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রভূত কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

১০ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বৈবস্বত মনুর জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রজাসৃষ্টিবিষয়ক বিবরণ শ্রবণ করুন। এই মহাত্মার আত্মসদৃশ নয় পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি। ইক্ষাকু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তদনন্তর নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্য, প্রাংশু, নাভাগরিষ্ঠ, করূষ ও পৃষধ্রু এই নয় জন মনুর পুত্র। মনু ইহাদের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পুত্র কামনা করিয়া মিত্র ও বরুণদেবকে উদ্দেশ করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞারম্ভ করেন। হে ভরতসত্তম! ঐ যজ্ঞে মহাত্মা মনু মিত্র ও বরুণ দেবের অংশে আহুতি প্রদান করিলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানব ও মুনিগণ সকলেই যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। মহামুনি মনুর কি আশ্চর্য্য তপোবল কি অদ্ভুত বীর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান, আহুতি প্রদত্ত হইবামাত্র ঐ যজ্ঞ ভূমি হইতে দিব্য বস্ত্র পরিধান দিব্যালঙ্কারভূষিত দিব্য শরীর যষ্টি পরম সুন্দরী ইলা নাম্নী এক কন্যার উৎপত্তি হইল। তখন দণ্ডধর মনু ইলাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার অনুগমন কর। ইলা সেই পুত্রার্থী প্রজাপতিকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর

করিলেন, হে প্রজাপতে! আমি মিত্র ও বরুণের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি অতএব তাঁহাদেরই নিকটে অগ্রে গমন করিব। তাহাতে ধর্ম্ম নিহত হইয়া আমাকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া ইলা মিত্র ও বরুণ দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে দেব! আমি আপনাদের উভয়ের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু মহাত্মা মনু আমাকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অনুগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি এক্ষণে কি করি আজ্ঞা করুন। অনন্তর মিত্র ও বরুণ ইঁহরা উভয়েই সেই ধর্ম্মপরায়ণ সাধ্বী ইলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বরবর্ণানি! তোমার ধর্ম্ম বুদ্ধি পূজ্যগণে প্রীতি, দমগুণ ও সত্যনিষ্ঠা দ্বারা আমরা বিলক্ষণ প্রীত হইয়াছি। হে মহাভাগে! তুমি আমাদের কন্যারূপে খ্যাতিলাভ করিবে, এবং তুমিই মনুর বংশধর পুত্র ও হইবে। তুমি ত্রিলোক মধ্যে সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইয়া সর্ব্বজগতের প্রিয় ধর্ম্মশীল হইবে এবং মনুর বংশ বিস্তার করিবে। ইলা এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পিতৃ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সোমতনয় বুধ তাঁহাকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিয়া এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম পুরুরবা। ইলা কন্যা রূপে এই পুরুরবাকে প্রসব করিয়াই স্বকীয় স্ত্রীরূপ পরিহার পূর্ব্বক পুরুষাকৃতি গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি সুদ্যুম্ন নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর ঐ সুদ্যুম্ন হইতে উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব এই তিনটা পরম ধার্ম্মিক পুত্র হয়। হে রাজন! এই পুত্রত্রয়ের মধ্যে উৎকল উত্তর দিক, বিনতা পাশ্চাত্য প্রদেশ ও গয় পূর্ব্ব অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। গয় গয়াপুরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর কালক্রমে মনু দিবাকর শরীরে বিলীন হইলে সমুদায় পৃথিবী তাঁহার ক্ষত্রতেজে দশধা বিভক্ত হয়। পৃথিবীর সমুদায় অংশই মনুর যজ্ঞ সমূহের আধার, সুতরাং সর্ব্বস্থান যূপদ্বারা আবৃত হইয়া ছিল, ঐ দশধা বিভক্ত পৃথিবীর মধ্যভাগ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু অধিকার করিলেন। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে কন্যা ছিলেন সেই জন্য রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলেন না, কিন্তু মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের বাক্যানুসারে প্রতিষ্ঠান রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি উহা প্রাপ্তি মাত্রেই পুরুরবাকে প্রদান করিলেন এবং তদ্দ্বারাই ঐ রাজ্য শাসিত ও প্রতিপালিত হইতে লাগিল। অনন্তর ঐ রাজ্যে ধৃষ্ণুকা, অম্বরীষ ও দণ্ডক ইহাঁরা তিনজনে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। এই প্রতিষ্ঠান রাজ্যে দণ্ডক মহীপতি এক অতি পবিত্র বিস্তৃত অরণ্য প্রস্তুত করেন। এই অরণ্য দণ্ডকারণ্য নামে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া ত্রিলোক বিখ্যাত এবং মুনিগণের তপশ্চর্য্যার প্রধান স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে গমন করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হে ভরত বংশাবতংস! যিনি প্রথমে স্ত্রী পশ্চাৎ পুরুষরূপ ধারণ করিয়া ইলা ও সুদ্যুম্ন নামে ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তিনি তৎপুত্র পুরূরবাকে রাখিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। নারিষ্যের অনেকগুলি পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই শক নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, ধৃষ্ণুর রণপণ্ডিত ক্ষত্রনামা এক দুর্দ্দম পুত্র হয়। শর্য্যাতির এক কন্যা ও এক পুত্র, যুগপৎ জন্ম গ্রহণ করেন, পুত্রের নাম অনর্ত্ত, কন্যার নাম সুকন্যা। এই কন্যা মহর্ষি চ্যবনের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। আনর্ত্তের পুত্র মহাদ্যুতি রেব। আনর্ত্তের রাজধানী কুশস্থলী। রেবের ককুদ্মী রৈবত নামা এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে, ইনি শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং রাজধানী কুশস্থলী ইহাঁরই অধিকারে পড়িল।

একদা মহীপতি রৈবত কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার সভায় ক্ষণকাল গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত শ্রবণ করেন। রাজন্! দেবগণের ঐ মুহুর্ত্তমাত্র সময়েই এ দিকে নরলোকের বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছিল, তিনি ঐ মুহূর্ত্ত পরে অবিকৃত অবস্থায় যখন স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, দেখিলেন ঐ নগরী যাদবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও ব্যাপ্ত হইয়াছে, এমন কি, তথায় বহুদ্বার শোভিত অতি রমণীয় দ্বারবতী নাম্নী এক নূতন নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে বসুদেব তনয় মহাত্মা কৃষ্ণের অনুগত বহুল ভোজ, বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়গণ আধিপত্য করিতেছেন। অনন্তর মহারাজ রৈবত এই সমুদায় অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া, তদীয় দুহিতা সুব্রত রেবতীকে বলরামের হস্তে প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং সংশিতব্রত হইয়া তপঃসমাধানর্থ সুমেরুশিখরে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ভগবান বলরামও রেবতী সহবাসে সুখী হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মলোকে বহু যুগ অতীত হইলেও কি জন্য রৈবত বা রেবতীকে জরা স্পর্শ করিল না এবং কিরূপেই বা তপশ্চরণার্থ সুমেরুশিখরগত মহাত্মা শর্য্যাতির সন্তান সন্ততিগণ অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এই দুই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মলোকে জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, মৃত্যু বা ঋতুপর্য্যায়ের প্রসঙ্গ মাত্রও নাই ঐ সমুদায় মর্ত্ত্যলোকেরই ধর্ম্ম। মহাত্মা রৈবত মেরুশিখরে প্রস্থান করিলে তদীয় রাজধানী কুশস্থলী চতুর্দ্দিক হইতে পুণ্যজন রাক্ষসেরা আসিয়া আক্রমণ করিল এবং ঐ নগর একবারে উৎসন্ন করিল। তৎকালে ধার্ম্মিক রৈবত মহাত্মার একশত ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা আততায়ী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ পলায়িত ভ্রাতৃগণ যে যে প্রদেশে বসতি করেন সেই সেই স্থানে তত্তৎ বংশপরম্পরা কালক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ শত সহোদর তাঁহাদের অসংখ্য সন্ততিবর্গ লইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে প্রায় সমুদায় পর্ব্বতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন; হে কুরুনন্দন! সেই জন্য তাঁহারা পার্ব্বত্য শার্য্যাত ক্ষত্রিয়নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলেন। নাভাগারিষ্টের পুত্রদ্বয় বৈশ্য ছিলেন, কালক্রমে উঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। করুষের পুত্রগণ যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয় করুষ নামে প্রসিদ্ধ। পৃষধ্র গুরুদেবের গোহত্যা করাতে শাপগ্রস্ত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্! পূর্ব্বে আপনার নিকটে বৈবস্বত মনুর নয় পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, এক্ষণে মনুর তাবৎ পুত্রের বিষয় আপনি সংক্ষেপে অবগত হইলেন। অনন্তর ঐ বংশে ক্ষুবৎ নামা এক জন মনুর জন্ম হয়, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র জন্মে, তাঁহারা সকলেই ভূরিদক্ষিণ অর্থাৎ যজ্ঞশীল ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি, বিকুক্ষি অত্যন্ত ঔদরিক ছিলেন বলিয়া যুদ্ধকার্য্যে তৎপর ছিলেন না। কিন্তু তিনি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অযোধ্যায় আধিপত্য লাভ

করিয়াছিলেন। শকুনি প্রভৃতি তাঁহার পঞ্চাশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে এক পুত্র উত্তর দিকের এবং বশাতি প্রভৃতি অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্র দক্ষিণ দিকের প্রভুত্ব ও রক্ষা কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

অনন্তর এক দিন ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, হে মহাবল! অদ্য আমি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিব, তুমি মৃগয়া করিয়া মাংস আনয়ন কর, বিকুক্ষি তদনুসারে মৃগ বিনাশ করিয়া মাংস আনয়ন করিলেন বটে কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ শ্রাদ্ধার্থ সমাহৃত শশমাংস স্বয়ংই ভোজন করিলেন, এই জন্যই তিনি শশাদ নামে পরিচিত ও বশিষ্ঠ বাক্যানুসারে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, অনন্তর ইক্ষ্বাকুর পর লোক প্রাপ্তির পর সেই শশমাংসভোজী বিকুক্ষি পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। কালক্রমে শশাদের মহাবল পরাক্রান্ত এক পুত্র হয়। ইনি পূর্ব্বকালে আড়ীবক নামে দেবার সংগ্রামে বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্ অর্থাৎ স্কন্দে আসীন হইয়া অসুরগণকে পরাভূত করিয়া ছিলেন, সেই জন্য ইহার নাম ককুৎস্থ হইল। তৎপরে ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব, তৎপুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র শ্রাব। এই শ্রাব হইতে শ্রবন্তী নামক রাজধানী নির্ম্মিত হয়। শ্রাবের পুত্র মহীপতি বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলাশ্ব ইনি পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এই কুবলাশ্বই ধুন্ধুকে বিনাশ করিয়া ধুন্ধুমার নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ধুন্ধুর বধোপাখ্যান শুনিতে অভিলাষ করি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুবলাশ্বের একশত পুত্র জন্মে। ইহাঁরা সকলেই অসামান্য ধনুর্দ্ধারী, বিদ্বান, বলবান, অপরাজেয়, ধার্ম্মিক, যজ্ঞ শীল ও ভূরি দক্ষিণ ছিলেন। মহারাজ বৃহদশ্ব পুত্র কুবলাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইনি যৎকালে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনগমন করেন, তৎকালে বিপ্রর্ষি উতঙ্ক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বনগমনে নিষেধ করিয়া কহিল, মহারাজ! প্রজা রক্ষা করা আপনার প্রধান কার্য্য ও কুলোচিত ধর্ম্ম। অতএব যথানিয়মে প্রজা রক্ষণাদি তাবৎ রাজকার্য্য অগ্রে সম্যক্ সমাধান করুন, পরে বানপ্রস্থাদি যতি ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। আর প্রজা পালনাদি রাজকার্য্য কোনরূপে অসম্পাদিত থাকিলে আপনি নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেও সমর্থ হইবেন না। হে মহারাজ! আমিও আপনার প্রজা, আমার আশ্রমের অনতিদূরে উজ্জ্বালক নামে এক সুবিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি আছে, উহা দেখিলে আপাততঃ সমুদ্র বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। ঐ স্থানে ধুন্ধু নামে এক মহাকায় রাক্ষস বাস করে। ধুন্ধু মধু নামক রাক্ষসের পুত্র। এই মহাবল রাক্ষস ঐ বালুকারাশির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া উহারই অভ্যন্তরভূমিতে লোকবিনাশ কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে শয়ান রহিয়াছে। সংবৎসর পরে যখন সে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তৎকালে শৈল, অরণ্য প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠে। তৎকালে তাহার সেই ভয়ানক নিশ্বাস বায়ুতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ধূলি উর্দ্ধদিকে উড্ডীন হইয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সপ্তাহকাল অনবরত ভূমিকম্প হইতে থাকে। ধূম ও অঙ্গারসহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল অতি ভীষণ রূপে মুহুর্ম্মুহু উত্থিত হইতে থাকে। মহারাজ! এই ভয়ানক

দুষ্টরাক্ষসভয়ে আমরা কিরূপে আশ্রমে বাস করিতে পারিব, অতএব আপনি লোকহিতার্থ এই মহাকায় দুষ্ট রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করুন। সে বিনষ্ট হইলে নিখিল জগৎ সুস্থ হইবে। আর এ দুরাত্মা কেবল একমাত্র আপনারই বধ্য। হে পৃথিবীপতে! আমিও ইহার পূর্ব্বযুগে ভগবান বিষ্ণুর নিকটে বরপ্রাপ্ত হইআছি যে, যে ব্যক্তি এই দুরন্ত রাক্ষসকে হত্যা করিবেন, বরদান দ্বারা তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত করিব। মহারাজ! দিব্য শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও অল্পতেজঃ দ্বারা এই মহাতেজা ধুন্ধুকে দগ্ধীভূত করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। ইহার বীর্য্যের কথা কি বলিব, দেবগণও ইহার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন।

এই রূপে মহাত্মা মহর্ষি উতঙ্ককর্ত্তৃক প্রার্থিত ও অভিহিত হইয়া রাজর্ষি বৃহদশ্ব তদীয় পুত্র কুবলাশ্বকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, সুতরাং পুনরায় আর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র গ্রহণ করা মাদৃশ লোকের ন্যায্য নহে। এইটা আমার পুত্র, এই পুত্র কুবলাশ্বই ধুন্ধুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। এই কথা বলিয়া পুত্রকে ধুন্ধু বিনাশর্থ আদেশ করিয়া সংশিতব্রত হইয়া তপস্যার্থ পর্ব্বত বিশেষে প্রস্থান করিলেন। তখন মহীপতি কুবলাশ্ব স্বীয় শত পুত্র সমভিব্যাহারে করিয়া মহর্ষি উতঙ্কের সহিত ধুন্ধুবিনাশার্থ যাত্রা করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান বিষ্ণুও লোকহিতকামনায় উতঙ্কের প্রার্থনানুসারে প্রভূত তেজের সহিত কুবলাশ্ব শরীরে প্রবেশ করিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বর্গলোকে অতি মহৎ আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। দেবগণ কহিতে লাগিলেন, অদ্য শ্রীমান মহারাজ কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার উপাধি লাভ করিলেন এবং তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে তদুপরি স্বর্গীয় মাল্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে আকাশে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনিও আরম্ভ হইল। অনন্তর বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহারাজ কুবলাশ্ব তনয়বর্গের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বালুকাপূর্ণ অব্যয় সমুদ্র খনন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর পিতার আজ্ঞাক্রমে পুত্রগণ সেই স্থান খনন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ধুন্ধু বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়া পশ্চিম দিক আবৃত করিয়া শয়ান রহিয়াছে। দর্শনমাত্র ধুন্ধু ক্রোধভরে মুখব্যাদান করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্বমন করিতে লাগিল। হে ভরতকুলতিলক! যেমন চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া অতি ভীষণ বেগে নদী মুখে প্রবেশ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই ধুন্ধুর মুখবিবর হইতে প্রবলবেগে জলস্রোত প্রধাবিত হইয়া ত্রিভুবন আকুলিত করিল। রাক্ষসমুখনিঃসৃত প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বারা রাজার পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল—শত সহোদরের মধ্যে তিনটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল, লোকসমুদায় যৎপরোনাস্তি বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন বৈষ্ণবতেজে প্রভূত তেজোরাশিসম্পন্ন মহারাজ কুবলাশ্ব পুত্রগণের বিনাশ দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবল ধুন্ধুকে আক্রমণ করিলেন। আক্রমণ করিবামাত্র যোগবলে তাহার সেই বারিময় বেগ অগ্রে পান করিয়া ফেলিলেন অনন্তর বহ্নিরও উপশম করিলেন এবং ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সেই মহাকায় দুরাত্মা রাক্ষস ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহার মৃত দেহ মহর্ষি উতঙ্ককে দর্শন করাইলেন এবং আপনাকেও কৃতকার্য্য মনে করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। মহর্ষি উতঙ্কও শত্রুবিনাশ দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া মহারাজ কুবলাশ্বকে বর প্রদান করিলেন। সেই বর প্রসাদে রাজার বিত্তরাশি অক্ষয়

হইল এবং বিপক্ষ কুলের অপরাজেয় হইলেন। ধর্ম্মে রতি ও চরমে অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ হইল। পুত্রগণও রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গবাস আশ্রয় করিল।

১২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুবলাশ্বের যে তিন পুত্র অবশিষ্ট রহিল তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দৃঢ়াশ্ব, কনিষ্ঠ দুইটীর নাম কুমার চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের হর্য্যশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে, তৎপুত্র নিকুম্ভ; নিকুম্ভ ক্ষত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। নিকুম্ভের রণবিশারদ সংহতাশ্ব নামা এক পুত্র হয়। সংহতাশ্বের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, পুত্র দুইটীর নাম অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব। কন্যা হৈমবতী দৃশদ্বতী নামে ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়া সজ্জন প্রসবিনী হইয়াছিলেন। এই কন্যা প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। প্রসেনজিৎ যথাকালে গৌরী নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরী দুর্ভাগ্যবশতঃ ভর্ত্তৃশাপে অভিশপ্ত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইলেন, ইহার নাম বাহুদা। গৌরীর যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মিয়া ছিল। এই মহাত্মা মহীপতির পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতা স্বীয় ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সসাগরা ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চিত্ররথ বংশীয় শশবিন্দু সুতা বিন্দুমতী নাম্নী এক অসামান্য রূপশালিনী সাধ্বী কন্যা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ইনি দশ সহস্র সহোদরের জ্যেষ্ঠ ভগিনী ছিলেন, এবং নিতান্ত পতিতা হইয়া জীবন ক্ষেপণ করিতেন। ইহাঁর গর্ভে মহীপতি মান্ধাতার দুই পুত্র হয়। একের নাম পুরুৎস, অপরের নাম মুচুকুন্দ। ইহারা উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পুরুকৃৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। মহীপতি ত্রসদস্যুর নর্ম্মদা নাম্নী ভার্য্যাতে সম্ভূত নামক এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। সম্ভূতের পুত্র পার্থিব সুধা, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, মহারাজ ত্রিধন্বার ত্রয্যারুণ নামে সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ এক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র সত্যব্রত, ইনি মহাবলশালী ছিলেন বলিয়া বৈবাহিক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্যের বিবাহিত পত্নীকে হরণ করিয়া আত্মদাররূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই দুরাত্মা কামান্ধ হইয়া বালচপলতাবশতঃ অজ্ঞান ৰা ঔৎসুক্য নিবন্ধন কোন পুরনারীকে হরণ করিল বলিয়া মহারাজ ত্রয্যারুণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া অধর্ম্মশঙ্কু জ্ঞানে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কহিলেন, তুই এ স্থান হইতে দূর হ, তোর ধ্বংস হউক, এইরূপ নিদারুণ বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া পিতাকে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'আমি কোথায় যাইব'। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুই স্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস কর। হে কুলকলঙ্ক! আমি তোর মত দুরাত্মা পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হইতে ইচ্ছা করি না। সত্যব্রত পিতার বাক্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভগবান্ বশিষ্ঠও তাহাকে নিবারণ করিলেন না। হে রাজন! সত্যব্রত এইরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চণ্ডালগণের বাসভূমির সমীপে বাস করিতে লাগিল। অতঃপর উহার পিতাও তপস্যার্থ বন প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ভগবান্ ইন্দ্রও সত্যব্রতের পাপে তদীয় বসতি স্থানে দ্বাদশ বৎসর কাল একবারে বৃষ্টি রহিত করিয়া দিলেন। এ দিকে মহাতপা বিশ্বামিত্র স্বকীয় ভার্য্যাকে তৎপ্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া সাগরের অনুপদেশে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তদীয় পত্নী অন্যান্য পুত্রগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ঋষির ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলে বন্ধন করিয়া গোশত মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে নৃপতিতনয় সত্যব্রত ঋষির তুষ্টি সম্পাদনার্থ অথবা অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশয়েই হউক, তাহার মুক্তি সাধন করিলেন এবং

স্বয়ংই তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এই মহাতপাঃ মহর্ষি কৌশিক গলদেশে বদ্ধ হইয়া বীর সত্যব্রত, কর্ত্তৃক মুক্তিলাভ করেন, সেই জন্য গালব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সত্যব্রত ভক্তি, কৃপা অথবা প্রতিজ্ঞা বশতঃই হউক, বিনীত ভাবে বিশ্বামিত্র ভার্য্যাকে পোষণ করেন। তিনি বনেচর মৃগ, বরাহ ও মহিষদিগকে হনন করিয়া তাহাদের মাংস লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম সন্নিহিত বৃক্ষশাখায় বান্ধিয়া রাখিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল উপাংশুব্রতে দীক্ষিত হইয়া কালযাপন করিলেন। পুত্রকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং বন গমন করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ বশতঃ রাজধানী অযোধ্যা সমুদায় রাজ্য এবং অন্তঃপুর নারীগণকে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত প্রবল ভবিতব্যতা নিবন্ধন বালককাল হইতেই বশিষ্ঠদেবের উপর নিয়ত জাতক্রোধ হইয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ পিতা কর্ত্তৃক নিষ্কাশিত হইবার সময়ে বশিষ্ঠ দ্বারা নিবারিত হইলেন না সেই জন্য আরও বিরক্ত হইয়াছিলেন। পাণি গ্রহণ মন্ত্রকে সপ্তম পদে শেষ করিতে হয়, কিন্তু সত্যব্রত উহা পালন করেন নাই। ধার্ম্মিক বশিষ্ঠ তাহাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া যে আশা ছিল, তাহা হইল না দেখিয়া মনে মনে জাতরোষ হইয়া রহিলেন। বস্তুতঃ বশিষ্ঠ তৎকালে গুণ বুদ্ধিতেই সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। সত্যব্রত তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। অভিপ্রায় এই যে, মহর্ষি তৎকালে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে সত্যব্রতের পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

সেই মহাত্মা সত্যব্রতের উপর যে তাহার পিতার অপরিতোষ জন্মিয়াছিল সেই মহাপাপেই ইন্দ্র দ্বাদশবর্ষ জল বর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাবল সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর সাধ্য দুর্ব্বহ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কুলের নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, কিন্তু একদা মাংসের অভাব হইলে সেই ক্ষুধার্ত্ত নৃপতনয় মহাত্মা বশিষ্ঠের কামদুষা পয়স্বিনাকে দেখিয়া ক্রোধ বা মোহ বশতঃ দশধর্ম্মাধীন হইয়া বধ করিলেন সুতরাং ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান হইল। ঐ মাংস বিশ্বামিত্র তনয়গণকে ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং ও উপযোগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান বশিষ্ঠ পুনরপি ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যব্রতকে কহিলেন।

রে ক্রূর! আমি নিশ্চয়ই তোমার পাপরূপ শঙ্কু নিরাকরণ করিতাম, যদি তুমি পুনর্ব্বার পাপদ্বয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা শঙ্কুদয় উৎপাদন না করিতে। তুমি প্রথমে পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছ, অনন্তর গুরুর পয়স্বিনী গাভীকে হত্যা করিয়াছ, অপর উহার বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিলে, অতএব এই ত্রিবিধ ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছ, সুতরাং এই তিনটীই ব্যতিক্রম ধর্ম্ম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই ত্রিবিধ শঙ্কু আচরিত হইল বলিয়া সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদীয় পুত্র কলত্রের প্রতিপালয়িত বলিয়া

প্রীত হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন। মহর্ষি বর প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে নৃপতি পুত্র ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গ বাস করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। মুনিও তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অনন্তর দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি ভয় নিরাকৃত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং পুরোহিত হইলেন। দেবগণও বশিষ্ঠকে অনাদর করিয়া ত্রিশঙ্কুর সশরীর স্বর্গারোহণ অনুমোদন করিলেন। ত্রিশঙ্কুর কেকয় বংশোৎপন্না সত্যরথা নাম্নী পত্নীতে পুণ্যাত্মা হরিশ্চন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া সম্রাট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত। রোহিত অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, ইনি তদীয় রাজ্য স্বনামে প্রসিদ্ধ করি বার জন্য রোহিতপুর নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজর্ষি রোহিত রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিয়া পরিশেষে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া স্বকীয় নগর ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চঞ্চু। চঞ্চুর বিজয় ও সুদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। সমস্ত ক্ষত্রগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠের নাম বিজয় হইল। তৎপুত্র রুরুক, ইনি ধর্ম্ম ও অর্থ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। রুরুকের পুত্র বৃক হইতে বাহু জন্ম গ্রহণ করেন। হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক দুই ক্ষত্রিয় জাতি, শক ,যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পল্লব জাতির সহকারিতা লাভ করিয়া মহারাজ বাহুকে রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিল। এই বাহু মহীপতির সগর নামে এক পুত্র হয়। ইনি গর অর্থাৎ বিষের সহিত যুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন সেই জন্য সগর নামে কীর্ত্তিত হইতেন। সগর ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে থাকিয়া তৎ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ভার্গব ঔর্ব্ব সমীপে আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিলেন এবং তালজঙ্ঘ ও হৈহয়গণকে বধ করিয়া শক ও পহ্লব জাতির ধর্ম্মাধিকার নিরাস করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই মহীপতি পারদ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ধর্ম্ম বেত্তা ছিলেন।

১৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন হে তপোধন! মহারাজ সগর কি কারণে বিষযুক্ত শরীরে গর্ভচ্যুত না হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি জন্যই বা অচ্যুত মহীপতি অতি তেজস্বী শকাদি ক্ষত্রগণকে কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে নিরাস করিলেন, তাহা বিস্তারতঃ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, হৈহয়, তালজঙ্ঘা ও শক জাতির সাহায্যে যবনগণ, পারদগণ, কাম্বোজগণ, পহ্লবগণ ও শকগণ এই পঞ্চজাতি মিলিত হইয়া ব্যসনাসক্ত মহারাজ বাহুর রাজ্য হরণ করিয়াছিল। বাহু হৃতরাজ্য হইয়া তৎকালে গর্ভ ভরালসা যাদবী পত্নীর অনুগত হইয়া বনপ্রস্থানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। পূর্ব্বে এই যাদবীকে তদীয় সপত্নী বিষ প্রদান করেন। তিনি সেই বিষ প্রয়োগে কঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও ভর্ত্তৃশোকে অধীর হইয়া আপনাকে নিতান্ত অশরণা দেখিয়া স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহর্ষি ঔর্ব্ব কারুণ্য বশতঃ তাঁহাকে

চিতারোহণে নিষেধ করিলেন এবং স্বকীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর যথাকালে ইনি সেই আশ্রমে থাকিয়া একটী পুত্র প্রসব করেন। মহারাজ! এই পুত্র গরযুক্ত হইয়া প্রসূত হইলেন বলিয়া সগর নামে অভিহিত হইলেন। মহাত্মা উর্ব্ব যথাকালে জাতকর্ম্মাদি সমাধান করিয়া মহাবাহু সগরকে নিখিল বেদ ও সমুদায় ধনুর্ব্বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিলেন। এই সগর অসাধারণ বুদ্ধি ও পরিশ্রমের গুণে শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ঔ প্রীত হইয়া ইহাঁকে দেব দুর্দ্দম্য আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া পশুগণকে নিহত করেন, মহীপতি সগরও সেইরূপ আগ্নেয়াস্ত্রবলে সমর ক্ষেত্রে সমুদায় হৈহয়গণকে পরাভূত ও নিহত করিয়া এই জগন্মণ্ডলে অশেষ কীর্ত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণকে সমূলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, তাহারা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে কৃপানিধি বশিষ্ঠ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সগরকেও উহাদিগের হত্যাকরণে নিষেধ করিলেন। তখন মহারাজ সগর এক দিকে স্বকীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপর দিকে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন এই উভয় সঙ্কট দেখিয়া উহাদিগের ধর্ম্ম জীবন হরণ করিলেন এবং বেশেরও অন্যথা করিয়া দিলেন। শকগণের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন, যবন, ও কাম্বোজগণের সর্ব্ব শিরোমুণ্ডন পারদগণের মুক্তকেশ, পহ্লবগণের শ্মশ্রু ধারণের আজ্ঞা প্রচার করিয়া বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত করিলেন।

অনন্তর খশ, তুখার, চোল, মদ্র, কিস্কিন্ধ কোন্তল, বঙ্গ, শাল্ব, কোঙ্কণক প্রভৃতি নিখিল বসুন্ধরাকে জয় করিয়া সেই ধর্ম্মবিজয়ী মহারাজ সগর অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞসাধন অশ্বমোচন করিলেন। অশ্ব চরিতে চরিতে নানা দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ সমুদ্র কূলে উপনীত হইলে তথা হইতে অপহৃত হইয়া রসাতলে নীত হইল। তখন মহারাজ সগর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় পুত্রগণ ঐ স্থান খনন করিলেন। এবং ঐ খন্যমান মহার্ণব পথে প্রবিষ্ট হইলেন তথায় আদিদেব প্রজাপতি কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম কপিল রূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সগর সন্ততিগণ তাঁহারই উপর সন্দিহান হইয়া আক্রমণ করিলে মহর্ষি প্রবুদ্ধ হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন সমুখ তেজোরাশিদ্বারা তাহারা দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ হইয়া গেল, চারি জন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তাহাদের নাম বহকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও মহাবীর পঞ্চজন। ইহারাই সগরের বংশধর রহিলেন। হে নৃপ! অনন্তর ভগবান্ কপিলরূপী নারায়ণ হরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। কহিলেন, তোমার বংশ অক্ষয় থাকিবে এবং অপরিবর্ত্তিনী কীর্ত্তিও লাভ করিবে। আর যে সকল পুত্র চাক্ষুষ তেজে বিনষ্ট হইয়াছে, উহার অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর সমুদ্র মহামূল্য বস্তুজাত গ্রহণ করিয়া আসিয়া সগর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সগরের পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। এই কর্ম্ম দ্বারা সমুদ্র সাগরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অশ্ব সমুদ্র হইতেই অধিগত হইয়াছিল, সেই মহাযশা সগর অতঃপর শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করেন। ইহাঁর পুত্র যষ্টি সহস্র সংখ্যক ছিল।

১৫তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজবর! সষ্টিসহস্র সগর সন্ততি কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কি রূপেই বা তাহারা বিক্রমশালী ও বীর্য্যবান্ হইল— শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহারাজ সগরের তপোবলসম্পন্ন দুই ভার্য্যা ছিলেন, জ্যেষ্ঠ বিদর্ভরাজ দুহিতা, ইহার নাম কেশিনী। কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা, পরম ধর্ম্মশীলা ও পৃথিবীতে অপ্রতিম রূপশালিনী ছিলেন। ভগবান ঔর্ব্ব একদা পরম পরিতুষ্ট হইয়া উভয়কে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে একজন একমাত্র বংশধর পুত্র, দ্বিতীয়া প্রভূত বীর্য্যশালী বহুপুত্র প্রার্থনা করিলেন। মুনিও 'তথাস্তু' বলিয়া উভয়কেই প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলেন। তদনুসারে কোশনী সগরের ঔরসে অসমঞ্জা নামক এক পুত্র প্রসব করেন, এই মহাবল ভবিষ্যতে মহারাজ পঞ্চজন নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মহতী বীজপূর্ণা এক তুম্বী প্রসব করেন, তাহাতে তিলপরিমিত যষ্টিসহস্র গর্ভস্থ শিশু অবস্থিত ছিল। উহাদিগকে পৃথক পৃথক্ ধৃতপূর্ণ কুম্ভ মধ্যে রাখিয়া তাহাদের পোষণার্থ এক একজন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। ঐ শিশুগণ ক্রমে ক্রমে কাল সহকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর এই রূপে দশ মাস উত্তীর্ণ হইলে বর্দ্ধিত পুত্রগণ ঘৃতকুম্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মহীপতি সগরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। মহীপতি সগরের এই পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র পঞ্চজন নামক পুত্রই সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর হইলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান, তৎপুত্র দিলীপ, এই দিলীপই খট্টাঙ্গ নামে সর্ব্বজগতে বিশ্রুত। ইনি মুহূর্ত্ত কালের জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যে সত্যধর্ম্ম ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অনুসন্ধান করেন। ভগীরথিইহাঁর দায়াদ, প্রভু ভগীরথ অতি কঠোর তপস্যা বলে সরিদ্বরা গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। সেই ইন্দ্র সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ভগীরথ এই কার্য্য দ্বারা জগতে অতুল্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে গঙ্গাকে দুহিতৃত্ব কল্পনা করিয়া সাগরের সহিত মিলন করাইয়া দেন, সেই জন্য বংশানুধ্যায়ী লোকেরা ইহাকে ভাগীরথী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগীরথপুত্র শ্রুত, ইনি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তৎপুত্র নাভাগ, নাভাগ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সিন্ধুদ্বীপের পিতা অম্বরীষ নাভাগের পুত্র ছিলেন, সিন্ধুদ্বীপের অযুতাজিৎ নামে এক বীর্য্যবান পুত্র জন্মে, তৎপুত্র মহাযশা ঋতুপর্ণ। ঋতপর্ণের পুত্র নলসখ, ইনি দিব্যচক্ষুঃ সম্পন্ন, বলবান এবং অন্যের হৃদগত ভাব বুঝিতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তৎপুত্র সুদাস রাজা সুদাসের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সখিতা হইয়াছিল। সুদাসের পুত্র রাজা সৌদাস মিত্রসহ, ইনি কল্মষপাদ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। কল্মষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের অনমিত্র ও রঘু নামে পার্থিব শ্রেষ্ঠ সাধুতম দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজা দুলিদুহ। ইনি সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ছিলেন। তৎপুত্র দিলীপ, এই দিলীপ মহারাজ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। মহাবাহু দিলীপের রঘু নামা এক পুত্র জন্মে। ইনি স্বকীয় বাহুবলে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়া নিখিল জগতে মহারাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রঘু হইতে মহীপতি অজের জন্ম হয়, অজের পুত্র দশরথ। দশরথ হইতে ধর্ম্মাত্মা, বিপুল যশঃশালী রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামের

পুত্র কুশ নামে প্রথিত ছিলেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, নলের তনয় নভঃ, তাহার পুত্র পুণ্ডরীক, ইনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ক্ষেমধন্বা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেধার পুত্র দেবানীক, ইনি অতিশয় প্রতাপান্বিত নৃপতি ছিলেন। তৎপুত্র অহীনগু, অহীনগুর পুত্র সুধধা নামে একজন রাজা ছিলেন। তদনন্তর সুধার নল নামে এক পুত্র জন্মে, এই ধর্ম্মাত্মা নল উক্‌থ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা উক্‌থের পুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খ, বিদ্বান শঙ্খের অপর নাম ব্যুষিতশ্ব। ব্যুষিতাশ্বের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের তনয় অর্থসিদ্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্র হইতে মরু জন্ম গ্রহণ করেন। মরু যোগবল আশ্রয় করিয়া কলাপ দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মরুর পুরাণ প্রসিদ্ধ দুই পুত্র জন্মে। একের নাম বৃহদ্বল অপরের নাম বীর সেন। বীরসেনের ইক্ষ্বাকু কুল ধুরন্ধর এক পুত্র জন্মে।

ইক্ষ্বাকু বংশসম্ভূত যে সকল প্রধান প্রধান রাজন্যগণের নাম কীর্ত্তিত হইল, অমিততেজা ঐ সমুদায় নৃপতিই সূর্য্যবংশজ বলিয়া জগতে প্রথিত হইয়াছেন। এই বিবস্বান সূর্য্যই আদিত্য, ইনিই শ্রাদ্ধদেব, ইনিই দেবতা ও প্রজাগণের পুষ্টিপ্রদ। যে ব্যক্তি এই সূর্য্য প্রভাব সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে পাঠ করেন, তিনি প্রজাবান হইয়া সূর্য্য সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন এবং নিষ্পাপ ও রজোগুণ শূন্য হইয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হন।

১৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! বিবস্বান আদিত্য দেব কিরূপে শ্রাদ্ধদেবত্ব লাভ করিলেন, শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ বিধিই বা কি? পিতৃগণের প্রথম সৃষ্টি, আর ঐ সকল পিতৃগণই বা কে, এ সমুদায় শুনিতে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, আমি দ্বিজাতি মুখে শুনিয়াছি, স্বর্গস্থ পিতৃগণ দেবতাদিগেরও দেবতা, বেদার্থদর্শী মহাত্মারাও এই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের গণ এবং বল আর আমরা যে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি, তদ্বারা কিরূপে পিতৃগণকে প্রীত করে। প্রীত হইয়াই বা কিরূপে আমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিয়া থাকেন, এই সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে সমুদায় সাধু প্রশ্ন করিলেন, উহা একদা মহাত্মা ভীষ্ম ভগবান্ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই আবার শরতল্পশায়ী ভীষ্ম পূর্ব্বকালে যুধিষ্ঠির সমীপে কীর্ত্তন করেন, আমি সেই সমুদায় আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! পুষ্টিকাম লোকেরা কিরূপে পুষ্টিলাভ করেন, আর কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা লোককে শোকগ্রস্ত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সর্ব্ব ফলকামী যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করেন, তিনি পবিত্র হৃদয়ে পরলোক গমন করিয়া সুখী হন। পিতৃগণও ঐ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ধর্ম্মকামী হইলে, তাঁহাকে ধর্ম্ম, প্রাজার্থী হইলে প্রজা, এবং পুষ্টিকামী হইলে তাঁহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণি মাত্রেই কর্ম্মজনিত ফল ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং কেহ স্বর্গবাসী কেহ বা নিরয়গামী হইবে, এটী স্থির সিদ্ধান্ত। মনুষ্যগণও সর্ব্বদা ফলকামী হইয়া পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে ত্রৈপুরুষিক পিণ্ড দান দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ কিরূপে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিবে কিরূপেই বা নিরয়স্থ পিতৃগণ তাহার ফল প্রদানে সমর্থ হইবেন। আর ঐ উভয়বিধ পরলোকবাসীদের মধ্যে কে পিতৃগণ কাহারাই বা তাহা নহে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা কাহাকেই বা আমরা ভজনা করিব? আর কিরূপ দানেই বা তাঁহাদের উদ্ধার সাধন হয়। আমি শুনিয়াছি, স্বর্গে অমরবৃন্দ ও পিতৃলোককে ভজনা করিয়া থাকেন। হে কান্তিমন্! আমি এই সমুদায় বিস্তারতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অপরিমিত বুদ্ধিমান অতএব ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে অরিন্দম! যাহারা আমদের পিতৃগণ, যাঁহারা তাহা নহেন এবং যদুদ্দেশে আমরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি, তৎসমুদায় যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই সমুদায় বিষয় আমি পূর্ব্বকালে পরলোকগত পিতার নিকটে অবগত হইয়াছি। একদা শ্রাদ্ধকালে আমি পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদানে সমুদ্যত হইলে দেখিলাম, কেয়ুর প্রভৃতি হস্তাভরণ শোভিত রক্তাঙ্গুলিতল প্রদীপ্ত হস্তদ্বারা প্রদত্ত পিণ্ড প্রত্যাখ্যান করিয়া পিতৃদেব আমার নিকটে স্থান প্রার্থনা করিতেছেন, তখন এই অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করলাম। কিন্তু কিরূপ স্থান প্রদান করিলে পিতার তুষ্টিবিধান হইবে, তাহার বৈধ ব্যবস্থা যখন কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না, তখন অবিচারিত হৃদয়ে আস্তীর্ণ কুশোপরি পিণ্ড প্রদান করিলাম। এই কার্য্যে পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং মধুরবাক্যে আমায় কহিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি আমার সৎপুত্র, ধর্ম্মের প্রকৃত গূঢ় তাৎপর্য্য তুমি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছ এবং তুমিই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তোমাকর্ত্তৃক আমি পুত্রবান্ হইয়াছি এবং তোমা দ্বারাই আমি ইহলোক ও পরলোকেও কৃতার্থ হইলাম। হে দৃঢ়ব্রত! তুমি ধর্ম্মকার্য্যে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহাই জানিবার জন্য অদ্য আমার এই জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, হে অনঘ! তুমি নিশ্চয় জানিবে, ধর্ম্মরক্ষকগণই চতুর্থ ফল অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, যে মূঢ় উহা রক্ষা করিতে অক্ষম তাহার পাপানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। রাজনগণই সেই ধর্ম্মাচরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজা যে ধর্ম্ম অনুসারে চলেন, প্রজারাও তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শাশ্বত বেদ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আমার অতুল্য প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ, সেই জন্য আনন্দ সহকারে অদ্য তোমায় অনুত্তম বর প্রদান করিতেছি, তুমি আমার নিকটে সেই ত্রিলোকদুর্লভ বর গ্রহণ কর। তুমি যেকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, তাবৎকালের মধ্যে মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যখন তুমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিবে, তখনই মৃত্যুর প্রভুতা জন্মিবে নতুবা নহে। হে ভরতবংশাবতংস! যদি এতদ্ব্যতীত আর কোন প্রার্থয়িতব্য থাকে তাহা বল আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সেই বর প্রদান করিব। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলাম, হে সত্তম! আপনার প্রসন্নতা দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অতঃপর যদি আমি আপনার নিকট আরও অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্য হই তবে, আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবেন, তন্মধ্যে আমি একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। এই

কথা শুনিয়া সেই পিতৃদেব আমায় কহিলেন, বৎস ভীষ্ম! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর—আমি তোমার সমুদায় সংশয় নিরাস করিব। অনন্তর আমি কৌতূহলসমন্বিত হইয়া সেই স্বর্গলোকবাসী পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম। হে তাত! শুনিতে পাই, পিতৃদেবসকল দেবগণেরও দৈবতা তবে আমরা দেবগণ, পিতৃগণ অথবা অন্য কাহাকে ভজনা করিব। আর কিরূপেই বা অস্মৎকৃত শ্রাদ্ধে লোকান্তর প্রতি পিতৃলোককে তৃপ্ত করে, শ্রাদ্ধের ফলই বা কি এবং দেবতা, মনুষ্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ করিবে। এই সমুদায় বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় ও জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার কিছুই অবিজ্ঞাত নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর মহাত্মা ভীষ্মের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া তৎপিতা শান্তনু কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় সংক্ষেপে বলিতেছি, অবধান কর। স্বর্গলোকে পিভর নামে কতকগুলি দেব লোক বাস করেন, তাঁহারা আদিদেবের পুত্র। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি সমস্ত লোকেই ঐ পিভরগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, ঐ শ্রাদ্ধ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া তাঁহারাও নিখিল জগতের প্রতি সাধন করিবেন, ইহাই ভগবান্ ব্রহ্মার অনুশাসন। হে মহাভাগ! তোমরাও অতন্দ্রিত (অবহিত) হইয়া শ্রাদ্ধাগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত করিবে। তাহা হইলে সেই অভীষ্ট ফলদাতা তাঁহারাই তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন। অতএব তাঁহাদের নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া আরাধনা করিবে। এই রূপে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা প্রীত হইয়া স্বর্গস্থিত আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিবেন। অতঃপর যাহা কিছু তোমার জিজ্ঞাস্য রহিল, উহা মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলিবেন, অতএব ইহাঁকে জিজ্ঞাসা কর। হে ভারত! সেই পিতৃভক্ত সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী মহামুনি মার্কণ্ডেয় আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

১৭তম অধ্যায়

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর পিতার আদেশানুসারে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে পিতৃসন্নিধানে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম। মহাতপাঃ ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি পিতৃলোকের প্রসাদ বলেই দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছি। পিতৃভক্তিবলেই পূর্ব্বে আমি পরম যশ লাভ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বকালে আমি সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বহু যুগ যুগান্ত পর্য্যন্ত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলাম, অনন্তর একদা দেখিতে পাইলাম, উত্তরগিরি হইতে তেজঃপুঞ্জে আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া এক অপূর্ব্ব বিমান আসিতেছে, অতঃপর ক্রমে সন্নিহিত হইলে দেখিলাম, ঐ বিমানস্থিত পর্য্যঙ্কোপরি প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় অতি তেজস্বী অঙ্গুষ্ঠপরিমিত এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন—দেখিলেই দোধ হয় যেন প্রজ্বলিত হতাশনোপরি অন্য এক জ্বলিতাগ্নি স্থাপিত হইয়াছে। আমি তখন তাঁহাকে ভক্তিভাবে

নতশিরা হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পদ্য-অর্ঘ্যদ্বারা পূজা করিলাম। পূজা সমাধানান্তে সেই দুর্দ্ধর্ষতেজা মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বিনয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে বিভো! আপনাকে আমি কিরূপে জানিব। আমার বোধ হইতেছে, আপনি তপো বীর্য্যসমুদ্ভুত সাক্ষাৎ নারায়ণ গুণাত্মক, এবং দেবগণেরও দেবতা। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে কহিলেন, হে অনঘ! অদ্যাপি তোমার তপস্যা সম্যক্ আচরিত হয় নাই, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে জানিতে পারিতে। এই কথা বলিতে বলিতেই ক্ষণকালমধ্যেই অন্য এক দিব্য পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন। তাদৃশ রূপ ইতঃপূর্ব্বে আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই।

তখন তিনি কহিলেন, হে বিভো! তুমি আমাকে ব্রহ্মার তপোবীর্য্য-সমুদ্ভূত নারায়ণগুণাত্মক অগ্রজাত মানসপুত্র বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বকালে বেদচতুষ্টয়ে যাহার নাম সনৎকুমার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমি সেই সনৎকুমার। হে মহাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? আমার যে অন্য ভ্রাতৃগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ। সেই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম সপ্ত ভ্রাতার বংশ বিদ্যমান আছে। ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি এই সাত জন আমার ভ্রাতা, ইহারা সকলেই বিদ্বান্ এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমি যতিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমাত্মাতে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক প্রজাধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষ পরিহার করিয়া যাদৃশ শরীরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তদবস্থই রহিয়াছি; সুতরাং আমাকে কুমার বলিয়া জানিবে। এই জন্যই আমি সনৎকুমার নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। অচলা ভক্তি সহকারে তুমি আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তপশ্চরণ করিয়াছ। আমিও যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া এই তোমার নয়ন গোচর হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব প্রার্থনা কর। এইরূপে ভগবান সনৎকুমার প্রীত হইয়া আমাকে বর গ্রহণার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে পিতৃলোকের সৃষ্টি ও শ্রাদ্ধের ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। হে অনঘ ভীষ্ম! তিনি এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার সমুদায় সংশয় ছেদ করিয়াছিলেন, অগ্রে আমার তপশ্চরণের কথা শেষ করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমি তোমার এই রূপ প্রশ্নে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছি, এক্ষণে যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারই অর্চ্চনা করিবে এই উদ্দেশে দেবগণের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু দেবগণ তাহা না করিয়া স্বীয় সুখাভিলাষে আত্মসেবায় অনুরক্ত হইলেন। তখন তিনি উঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! তোরা স্বর্গস্থ হইলেও নষ্টসংজ্ঞ হইয়া থাকিবি। সেই অবধি তাহারা তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং জগৎও তদনুবৃত্তিপর হইয়া মুগ্ধ হইল। অতঃপর দেবগণ প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিভু ব্রহ্মা লোকহিতার্থ তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যখন আমার অভিপ্রায়ের অন্যথা করিয়াছ, তখন উহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাদের পুত্রগণের সমীপে জ্ঞান শিক্ষা কর, তাহা হইলেই তথা হইতে তোমরা পুনরায় জ্ঞানলাভ করিবে। তখন তাঁহারা অগত্যা অপ্রসন্ন হৃদয়ে পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রগণও প্রথমতঃ প্রায়শ্চিতের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, সাধুগণ শরীর মন ও কর্ম্ম দ্বারা প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছেন, আর তাঁহারা স্বয়ং ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। অতঃপর জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ!

তোমরা এক্ষণে লব্ধসংজ্ঞ হইলে, অতএব গমন কর। অনন্তর সেই অভিশপ্ত দেবগণ সেই কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া সংশয় নিরাসার্থ পুনরায় ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ইহারা আমাদেরই পুত্র, পুত্র হইয়া কি জন্য আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিল? ব্রহ্মা কহিলেন দেবগণ! জন্মদাতৃত্ব নিবন্ধন যেমন তোমরা তাহাদের পিতা সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞানেপদেশ দ্বারা তাহারাও তোমাদের পিতৃপদ বাচ্য হইতে পারেন, ইহাতে আর সংশয় কি। অতএব তাহারা যে তোমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, তাহার আর অন্যথা হইবে না। এই কথা শুনিয়া দেবগণের সন্দেহ দূর হইল, তখন তাহারা হৃষ্টচিত্তে পুনরায় পুত্রগণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আমরা তোমাদের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তখন তোমরা আমাদিগের অবশ্য পিতৃ পদবাচ্য হইলে। এক্ষণে বল তোমাদের অভিলাষ কি, কি বরই বা প্রদান করিব। তোমরা যে আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব এখন হইতে তোমরা পিতৃলোক হইলে তাহার আর সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন না করিয়া অন্য ক্রিয়া করিবেন, রাক্ষস, দানব ও নাগগণ তাহার ফলভাগী হইবে। পরন্তু পিতৃগণ তোমাদের কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তর্পিত হইয়া সোমদেবকে নিত্যকাল বর্দ্ধিত করিবেন। সোমদেব আবার এই রূপে আপ্যায়িত হইয়া সমুদ্র পর্ব্বতাদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ আপ্যায়িত করিবেন। যাঁহারা পুষ্টি কামনায় শ্রাদ্ধ করিবেন, পিতৃগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের পুষ্টি বিধান করিয়া সন্তান সন্ততিও প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধে তিন পিণ্ড দান করিবেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদান করিবেন। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মাও এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন অতএব অদ্য সেই বাক্যই দেবগণ ও পিতৃগণের সত্য হউক। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

সনৎকুমার কহিলেন, এই রূপে ঐ সমুদায় দেবলোক পিতৃলোক হইলেন এবং পিতৃলোকও দেবলোক হইলেন।

১৮তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অরিন্দম গাঙ্গেয়! ভগবান্ দেবদেব তেজঃপুঞ্জ সনৎকুমার আমাকে ঐ সকল কথা কহিলে পর আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে সমুদায় সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম হে অমরশ্রেষ্ঠ! পিতৃগণের সংখ্যা কত, কোথায় বা তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং ঐ সকল দেবগণের মধ্যে কোন কোন দেব প্রবরই বা সোমদেব বর্দ্ধন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রবণ করিলাম তৎসমুদায় আমূলতঃ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! স্বর্গে সপ্ত সংখ্যক পিতৃলোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি জন মূর্ত্তিমান ও তিন জন অমূর্ত্ত। হে তপোধন! তাঁহাদের উৎপত্তি, ব্যক্তি, প্রভাব ও মহত্ত্ব বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাঁদের মধ্যে তিন জন প্রধান ও ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী তাঁহাদের নাম ও লোক (আবাস স্থান) কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা অমূর্ত্ত তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ তাঁহারা সনাতন লোকে বাস করেন, তাঁহারা প্রজাপতি বিরাজ তনয়, এই জন্য বৈরাজ নামে প্রথিত হইয়াছেন, দেবগণ বিধি পূর্ব্বক তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই সনাতন লোক প্রাপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর সহস্র যুগের অবসানে ঐ বৈরাজ পুরুষেরাই আবার ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্মে তাঁহারা স্মৃতি ও পরমোৎকৃষ্ট সাংখ্য যোগ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধ ও পুনরাবৃত্তি রহিত যোগলভ্য গতি লাভ করিলেন। ইহাঁরাই যোগিগণের যোগ বর্দ্ধন পিতৃলোক। ইহাঁরাই পূর্ব্বকালে যোগবলে সোমদেবকে প্রীত করিয়াছিলেন। অতএব এই যোগিগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা নিতান্ত বিধেয়। মহাত্মা সোমপায়ীদিগের প্রথম সৃষ্টি উল্লেখ করিলাম। ইহাদের মনঃসম্ভূতা মেনা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। মেনা গিরিরাজ হিমালয়ের শ্রেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কে পুত্র জন্মে, উহার নাম মৈনাক। মৈনাকের পুত্র শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চনামা মহাগিরি। এই ক্রৌঞ্চ বিবিধ রত্নরাজি বিরাজিত হইয়া অন্যান্য গিরিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। মেনার গর্ভে শৈলরাজ হিমালয়ের তিন কন্যা জন্মে। ইহাঁদের নাম একপর্ণা, অপর্ণা ও একপাটলা। ইহাঁদের তিন জনেরই দেব দানবগণের দুঃসাধ্য অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক লোকত্রয়কে চমৎকৃত ও সন্তাপিত করিয়াছিলেন। একপর্ণা একটা মাত্র পর্ণ আহার করিয়া, এক পাটলা এক মাত্র পাটল পুষ্প উপযোগ করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন। অপর্ণা যখন পর্ণ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া নিরাহারে অতি দুশ্চর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মেনা মাতৃস্নেহ বশতঃ ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া তাদৃশ গুরুতর ক্লেশকর তপস্যা হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে উ—বৎসে! মা—তপশ্চরণ করিও না—এই বাক্যে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য অপর্ণা তদবধি উমা নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই কন্যা তিনটীই জগতে কুমারী বলিয়া প্রসিদ্ধা হন এবং ইহাঁরাই তপঃশরীরধারিণী, যোগবলশালিনী, ব্রহ্মবাদিনী ও উর্দ্ধরেতাঃ। ইহাঁদের মধ্যে বরবর্ণিনী উমাই সকলের জ্যেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা। ইনি মহাযোগবলে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেন। একপর্ণাকে মহাত্মা অসিত দেবলের পত্নী রূপে প্রদত্ত হয়। এক

পাটলা জৈগিষব্যের পত্নী হইলেন। অপর্ণা ও একপর্ণা এই উভয়েরই স্বামী যোগাচার্য্য ছিলেন।

যেখানে মরীচিতনয়গণ অবস্থান করেন, যে স্থানে দেবপূজিত পিতৃগণও অবস্থান করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম সোমপদ। ঐ সোমপদবাসী পিতৃগণের নাম অগ্নিকান্তা, ইহাঁরা সকলে প্রভূত তেজঃসম্পন্ন। অচ্ছোদা নাম্নী নদী ইহাঁদের মানসী কন্যা,-ঐ নদীরূপা কন্যা হইতে যে সরোবর সমুত্থিত হয়, উহা অচ্ছোদ নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অচ্ছোদা জন্মাবধি কখন পিতৃগণকে দেখিতে পান নাই। যখন সেই অশরীরী পিতৃগণকে প্রথম দর্শন করেন, তখন সেই বরবর্ণিনী তাঁহাদের মনঃ সম্ভূতা হইলেও স্বকীয় পিতৃগণকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। এই সময়ে তথায় আয়ুর পুত্র যশস্বী অমাবসু আদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার সহিত আকাশগামী বিমানযানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অচ্ছোদা তাঁহাকেই পিতৃত্বে বরণ করিলেন। তখন অন্য আর একজনকে অযথারূপে পিতৃ সম্ভাষণ করতে সেই কামরূপা অচ্ছোদা যোগভ্রষ্টা হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। ঐ পতন সময়ে তিন খানি বিমান ও তন্মধ্যস্থ ত্রসরেণু (ষট্‌পরমাণু পরিমিত) পরিমাণ পিতৃগণকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পিতৃগণের শরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এমন কি অপরিব্যক্ত, অর্থাৎ আছে বলিয়াই প্রতীতি জন্মে না। কিন্তু উহার তেজঃপ্রভাব দর্শন করিলে জ্বলন্ত অগ্নির উপর অন্য এক প্রজ্বলিত হুতাশন বলিয়া অনুমিত হয়। অচ্ছোদা অবাক্‌শির হইয়া পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আমাকে পরিত্রাণ করুন, আমাকে পরিত্রাণ করুন” সেই পিতৃগণও আকাশস্থিতা কন্যাকে ‘ভয় নাই’ বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। তদনন্তর তিনি করুণ বাক্যে পিতৃগণকে প্রসন্ন করিলে, তাঁহারা কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি স্বীয় দোষ বশতঃ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ। পুত্রি! এই স্বর্গলোকে যে সকল দেবগণ শরীরের দ্বারা যে কোন কার্য্য করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার ফল প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য লোকে গমনপূর্ব্বক স্বকর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব তুমিও সেই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। পিতৃগণ এই কথা বলিলে পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কন্যার তাদৃশ কাতরোক্তি দেখিয়া সকলেরই হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তখন তাঁহার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াও কর্ম্ম ফলের অবশ্যম্ভাবিত্বের আর অন্যথা নাই জানিয়া কহিলেন, বৎসে! এই মহাত্মা বসু মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইবেন তুমি ইহার কন্যা হইবে। এইরূপে তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় দুর্লভ লোক স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। পরাশরের ঔরসে তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে তারাই বেদ সমুদায় চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইবে। এবং তোমা হইতেই শান্তনুনন্দন কীর্ত্তিবর্দ্ধন ধর্ম্মজ্ঞ বিচিত্রবীর্য্য ও বিভু চিত্রাঙ্গদ এই দুই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। এই সকল পুত্রের জনয়িত্রী হইয়া পুনরায় তুমি স্বর্গ লোক লাভ করিবে। কিন্তু তোমার এই পিতৃ বুদ্ধির ব্যতি ক্রম বশতঃ কুৎসিত জন্ম লাভ করিতে হইতেছে। অষ্টাবিংশ পরিমিত দ্বাপর যুগে মহারাজ বসুর ঔরসে ও অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে তোমার জন্ম হইবে বটে—কিন্তু তোমাকে মৎস্য যোনিজা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইতেছে,—পিতৃগণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে

অচ্ছেদা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যথাদিষ্ট জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, ইহাঁর নাম সত্যবতী। ইনি ধীবরপত্নী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেন বলিয়া দাসেয়ী নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন।

হে তপোধন! স্বর্গলোকে যথায় বর্হিষদ নামক পিতৃগণ বাস করেন, তাহার নাম বৈভ্রাজ লোক। সমুদয় দেবতা, যক্ষ, গন্ধ, রাক্ষস, নাগলোক, সুপর্ণগণ ঐ অমিততেজাঃ পিতৃগণের সতত অনুধ্যান করিয়া থাকেন। এই মহাত্মাগণ প্রজাপতি পুলত্যের সন্তান। দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে ইহাদিগের পীবরী নামে এক মানসী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। পীবরী যোগবলশালিনী, যোগমাতা ও যোগাচার্য্য পত্নী হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ স্ত্রীগণের অগ্রগণ্য হইবেন। ঐ যুগে পরাশর কুলে ব্যাসের ঔরসে অরণীর গর্ভে বিধূম পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ মহাযোগী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক নামা এক মহাতপা জন্ম গ্রহণ করিবেন। শুকদেব পীবরীর পানি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে এক কন্যা ও যোগাচার্য্য মহাবল চারি পুত্র উৎপাদন করিবেন। কন্যার নাম কী, পুত্রচতুষ্টয়ের নাম কৃত্বী, গৌর, প্রভু ও শম্ভু। কী অণূহের মহিষী ও ব্রহ্মদত্তের জননী হইবেন। ধর্ম্মাত্মা শুক যোগাচার্য্য মহাব্রত পুত্রতুষ্টয়ের উৎপাদন করিয়া তদীয় পিতা ব্যাসদেবের নিকট সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণানন্তর মহাযোগাবলম্বন করিয়া পুনরাবৃত্তি রহিত গতিলাভ করিবেন এবং সেই শাশ্বত অব্যয় অনুদ্বেগকর পরম ব্রহ্মপদে লীন হইবেন। হে মুনে! এই মূর্ত্তিরহিত ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী পিতৃগণের সহিত, বৃষ্টি ও অন্ধক বংশীয় কথার সংশ্রব আছে। সুকাল নামে যে সকল পিতৃগণ আছেন, তাঁহারা প্রজাপতি বশিষ্ঠের পিতা। ইহাঁরা স্বর্গে জ্যোতির্ম্মণ্ডলপ্রদীপ্ত সর্ব্বকামসমৃদ্ধ উজ্জ্বল প্রদেশকে সমুজ্জল করিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী তর্পণাদি দ্বারা ইহাঁদিগকে প্রীত করিয়া থাকেন। স্বর্গ বিশ্রুতা গৌ—ইহাদের— মনঃসম্ভূতা দুহিতা, ইহার অপর নাম একশৃঙ্গা, তোমার বংশেই এই কন্যার বিবাহ হয়, ইনি শুকদেবের প্রিয় মহিষী হইয়া সাধ্যগণের যশোবিস্তার করিয়াছেন।

হে তপোধন! এক্ষণে অন্য এক পিতৃগণের কথা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, পূর্ব্বকালে সাধ্যগণ যাঁহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, মরীচিগর্ভ অর্থাৎ সূর্য্যলোক আশ্রয় করিয়া তাঁহারা অবস্থিত করিতেছেন। ক্ষত্রিয়গণ ফলকাম হইয়া ইহাঁদিগের উদ্দেশেও তর্পণাদি করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগেরও যশোদা নাম্নী এক মানসী কন্যা জন্মে। ইনি বিশ্বমহতের পত্নী, বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ মহাত্মা দিলীপ রাজর্ষির জননী। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ এই দিলীপের অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে পরম পুলকিত হৃদয়ে গাথা সমুদায় গান করিয়াছিলেন। যাঁহারা শাণ্ডিল্য বংশোদ্ভূত মহাত্মা অগ্নির জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুসমাহিতচিতে এই সত্যবাদী মহাত্মা যজ্ঞশীল দিলীপকে অবলোকন করেন, তাঁহারা চরমে স্বর্গ লাভ করিবেন তাহার আর সংশয় নাই।

তৃতীয় পিতৃগণের নাম সুস্বধা, ইহাঁরা কর্দ্দম প্রজাপতির পিতা, দ্বিজবর মহাত্মা পুলহের অপত্য। ইহাঁরা স্বর্গে কামগ নামক লোকে বসতি করেন এবং ইচ্ছানুসারে আকাশে গমনাগমন করিতেও সমর্থ। ইহাঁদের মানসী-কন্যার নাম বিরজা, বিরজা যযাতির জননী এবং মহারাজ নহুষের মহিষী ছিলেন। এই তিন পিতৃগণের কথা কথিত হইল, এক্ষণে চতুর্থগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। এই চতুর্থ পিতৃগণ কবি শুক্রাচার্য্য হইতে স্বধার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহার হিরণ্যগর্ভ বংশসম্ভূত। তাঁহারা স্বর্গে যে

স্থানে অবস্থান করেন, তাহার নাম মানস লোক। ফলাভিসন্ধায়ী শূদ্রগণ ইহাদিগকে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মানসী কন্যা সরিদ্বরা নর্ম্মদা। ইনি দক্ষিণাপথবাহিনী হইয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণিগণকে পবিত্র করিতেছেন। এই শ্রোতস্বতী পুরুকুৎসের পত্নী ও ত্রসদস্যুর জননী। হে তাত! যুগে যুগে ধর্ম্ম নষ্টপ্রয় হইলেও এই পিতৃগণের অবতারণবশতঃ প্রজাপতি মনু শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করেন। হে দ্বিজসত্তম! পিতৃগণের প্রথম সৃষ্টি হইলে এই মনুই প্রথম শ্রাদ্ধ করেন, সেইজন্য ইহাঁকে শ্রদ্ধদেব বলা যায়। শ্রাদ্ধের পাত্র রজত নির্ম্মিত অথবা রজতযুক্ত, ঐ পাত্রে স্বধা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক প্রীত হন। যে ব্যক্তি সোমদেব, অগ্নি ও যমকে আপ্যায়িত করিয়া উত্তরায়ণে অগ্নিতে তদভাবে জলেই বা হউক ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করেন, পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকেও সুখী করিয়া থাকেন। প্রত্যুত তাঁহারা প্রীত হইলে পুষ্টি, বহুল সন্তান সন্ততি, স্বর্গ ও আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকেন; অধিক কি বলিব অন্য যাহা কিছু প্রার্থয়িতব্য আছে, তৎসমুদায়ই প্রদান করিতে পারেন। অতএব দেবকার্য্য অপেক্ষাও পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণের অগ্রেই পিতৃগণকে তৃপ্ত করিবে। পিতৃগণ আশু প্রসন্ন হন ইহাঁরা কখন ক্রুদ্ধ হন না অতএব তাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পিতৃপুরুষেরা স্থিরপ্রসাদ অতএব হে ভার্গব সতত তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে মহর্ষে! তুমি পিতৃগণে বিশেষতঃ আমাতে বিলক্ষণ ভক্তিমান অতএব আমি অদ্যই তোমার শ্রেয়োবিধান করিব তুমি স্বয়ং উহা প্রত্যক্ষ কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি তুমি অবহিত হইয়া উহার ফলস্বরূপ এই গতি শ্রবণ কর। ভবাদৃশ সিদ্ধগণও চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা স্বর্গীয় যোগগতি ও পিতৃ পুরুষদিগের পরমাগতি দেখিতে পান না। দেবেশ সনৎকুমার সম্মুখস্থিত আমাকে এই রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দেব দুর্লভ সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষু দান করিয়া প্রজ্বলিত দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অভিলষিত প্রদেশে গমন করিলেন। হে কুরুরাজ! আমি তাঁহার অপার করুণা বশত: মনুষ্যগণের দুর্জ্ঞেয় যাহা শুনিয়াছিলাম তৎসমুদায়ই তুমি অবগত হইলে।

১৯তম অধ্যায়

হে তাত! পূর্ব্ব যুগে ভরদ্বাজতনয় বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যোগ ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াও দুশ্চরিতবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন। এই রূপ অপচারবশতঃ যোগভ্রংশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সংজ্ঞা রহিত হইলেন। তখন তাঁহারা মোহবশতঃ মনে করিতে লাগিলেন, আমাদের যোগ বুঝি এই সলিল রাশির মধ্যে পলায়ন করিয়াছে—সুতরাং অতি মহৎ মানস সরোবরের পারে তাহার প্রাপ্তির আশয়ে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া কালধর্ম্মের অনুসরণ করিলেন। ইহাঁরা বহুকাল দেবলোকে বাস করিলেও এক্ষণে যোগভ্রষ্ট হইয়া কুরুক্ষেত্রে কৌশিকবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরা তখন হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মলোপ করিতে উদ্যত হইবেন সুতরাং ইহাদিগের কুৎসিত গতি লাভ হইবে। কিন্তু পিতৃগণের প্রসঙ্গতাবশতঃ এবং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃত বলে তাঁহাদের প্রাক্তন জাতি ও কর্ম্মের স্মৃতি হইতে থাকিবে। তখন তাঁহাদের বর্ত্তমান জুগুপ্সিত

জাতির বিষয় চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং সমাহিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মবলে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবেন, তদন্তর পূর্ব্ব জাতিকৃত যোগও প্রাপ্ত হইবেন এবং পুনর্ব্বার তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিবেন। হে ভীষ্ম! এই সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার নিরন্তর ধর্ম্মে মতি হইবে, যোগধর্ম্মে রত হইয়া তুমি পরম সিদ্ধি লাভ করিবে। দেখ যোগ অল্পবুদ্ধি লোকের নিতান্তই দুর্লভ, যদি কথঞ্চিৎ লাভ করিতে পারে কিন্তু উহা ব্যসনদোষে দূষিত হইয়া প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহারা অধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পরমারাধ্য গুরুগণকেও পীড়া দিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাঁহারা অযাচ্য পদার্থ কদাচ যাচঞা করেন না শরণাগত ব্যক্তিবর্গকে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীনগণকে দেখিয়া কদাচ অবজ্ঞা করেন না অথবা ধনমদে মত্ত হইয়া পড়েন না। যাঁহারা যুক্তিযুক্ত আহার বিহার ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাধ্যানুরূপ সঙ্গত চেষ্টা করেন এবং ধ্যান ও অধ্যয়নেও আসক্ত থাকেন। কদাচ উপভোগে রত হয়েন না। যাঁহারা মধু ও মাংস একত্র করিয়া কদাচ ভক্ষণ করেন না। যাঁহারা কামাসক্ত নহেন অথবা কখন বিপ্রবর্গের উৎপাদন করেন না। যাঁহারা অনায্য কথা মুখে আনেন না, আলস্যের বশীভূত হন না। যাঁহারা অত্যন্ত অতিমানী নহেন, গোষ্ঠীসুলভ আমোদেও আমোদিত নহেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে অতি দুর্লভ যোগ লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহারাই প্রশান্তহৃদয়, জিতক্রোধ, অভিমান ও অহঙ্কার বর্জ্জিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যতব্রত। হে বৎস! পূর্ব্বকালে বিপ্রবর্গ এই রূপ অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইয়া সতত আত্মদোষ ও আত্মকৃত প্রসাদ স্মরণ করিতেন। তাঁহার ধ্যান ও অধ্যয়নপর হইয়া শান্তিমার্গে অবস্থান করিতেন।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সমুদায় চিন্তা করিয়া তুমিও যোগধর্ম্ম আশ্রয় কর। লোকে যোগ ধর্ম্মরত হইলে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যোগধর্ম্ম অপেক্ষা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। অতএব হে ভার্গব! তুমি সেই যোগধর্ম্ম অবলম্বন কর, তুমি কালের পরিমাণানুসারে আহার করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে, যথাকালে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করিবে, তাহা হইলেই যোগধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান সনৎকুমার তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। আমি সেই দেবেশ সনৎকুমারের উদ্দেশে অষ্টাদশবৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম কিন্তু অষ্টাদশবৎসর আমার পক্ষে এক দিনের ন্যায় অনুভূত হয়, তাঁহার প্রসাদে আমার কিছুমাত্র গ্লানি বোধ হয় নাই ক্ষুধা পিপাসাও জানিতে পারি নাই, কাল পরিমাণও বুঝিতে পারি নাই। অনন্তর আমি কোন শিষ্য মুখে কালের বিষয় অবগত হইলাম।

২০তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! সেই দেব সনৎকুমার অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বাক্যানুসারে আমারও সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল। অনন্তর বিভু সনৎকুমার যে সমুদায় কৌশিক নন্দন দ্বিজাতিবর্গের কথা কহিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতে

পাইলাম। ঐ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যিনি শীলতা ও অবদান পরম্পরা দ্বারা পিতৃবর্ত্তী নামে বিখ্যাত ছিলেন তিনি সপ্তমজন্মে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা হইয়াছেন। ইনি কাম্পিল্য নগরে পাখি বশ্রেষ্ঠ অনূহের পুত্র, শুকদেব কন্যা কৃত্বী ইহাঁর জননী।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! মহাতপা মার্কণ্ডেয় ইহাঁর বংশ পরম্পরায় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমি তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! ব্রহ্মদত্তের পিতা অনূহ কাহার পুত্র আর কোন সময়েইবা আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইহাঁর পুত্র মহাযশাঃ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নরপতি ব্রহ্মদত্ত কীদৃশ বলবীর্য্যশালী ছিলেন এবং কিরূপেইবা সপ্তম নরাধিপ হইলেন? আমি নিশ্চয় জানি প্রভু ভগবান লোক পূজিত যোগাত্মা শুকদেব তদীয় দুহিতা কীর্ত্তিমতী কৃত্বীকে মন্দবীর্য্য ব্যক্তির হস্তে কখন সম্প্রদান করেন নাই। অতএব এই সকল বিষয় এবং মহারাজ ব্রহ্মদত্তের চরিত বিশেষতঃ শোনকাত্মজ দ্বিজাতিগণের বিষয় মহামুনি মার্কণ্ডেয় আপনার নিকট যেরূপ বলিয়াছেন তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বিস্তারিত রূপে উহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! আমি শুনিয়াছি আমার পিতামহ প্রতীপ রাজর্ষির সমকালে মহাভাগ যোগীশ্বর রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন। তিনি প্রাণিমাত্রেরই শব্দ বুঝিতে পারিতেন এবং সর্ব্ব প্রকার জীবের হিতকর কার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন। মহাযশাঃ যোগাচার্য্য গালব ইহাঁর পরম সখা। ইনি তপোবলে শিক্ষা উৎপাদন করিয়া উহার ক্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যোগাত্মা কণ্ডরীক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জন্মান্তরে তাঁহার যে সকল অমিত তেজা সহচর ছিলেন তাঁহারা ইহাঁর সপ্তজন্মেই সহায়তা করিয়াছেন। এক্ষণে পুরুবংশীয় মহাত্মা ব্রহ্মদত্তের বংশ পরম্পরা মহাভাগ মার্কণ্ডেয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমি তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

বৃহৎক্ষত্রের সুহোত্র নামে এক ধর্ম্মশীল পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম হস্তী। সেই হস্তিনামা নৃপতি কর্ত্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম হস্তিনাপুর হইয়াছে। মহারাজ হস্তীর পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র হয়। ইহাদের নাম অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরমীঢ়। তম্মধ্যে অজমীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী পত্নীতে বৃহদিষুনামা এক পুত্র জন্মে, বৃহদির পুত্র বৃহদ্ধনুঃ। ইনি বৃহদ্ধর্ম্মা নামে বিখ্যাত কীর্ত্তিমান্ পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ। এই বিশ্বজিতের সেনজিৎ নামে পৃথিবীপতি এক পুত্র ছিলেন। মহারাজ সেনজিতের লোকরঞ্জন চারি পুত্র হয়। রুচির, শ্বেতকেতু, মহিম্নার ও বৎস। অবন্তিকায় বৎসের রাজধানী ছিল। ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণ পরিবৎস নামে বিখ্যাত। রুচিরের পুত্র মহাযশাঃ পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্রের নাম পার, তৎপুত্র নীপ। হে রাজেন্দ্র! নীপের একশত পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই অতি তেজস্বী শস্ত্রবিদ্যা বিশারদ শূর ও বিলক্ষণ বাহুবল সম্পন্ন এবং সকলেই নীপনামে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। কাম্পিল্য নগরে সমর নামে ইহাঁদেরই এক বংশধর রাজা ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সময় প্রিয়। সমরের পর, পার ও সদশ্ব নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। পার পুত্র পৃথু, পৃথুর সুকৃতের ফলস্বরূপ সর্ব্বগুণান্বিত সুকৃতনামক এক পুত্র হয়। তৎপুত্র বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় মহারাজ অনূহ। এই অনূহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইনি শুকদেবের জামাতা, কৃত্বী

ইহার ভার্য্যা।–ব্রহ্মদত্ত নামে যে রাজর্ষির কথা পূর্ব্বে বলিয়া ছিলাম সেই যোগাত্মা ইহাঁরই পুত্র। ব্রহ্মদত্তের পুত্র পরন্তপ বিষ্বক্সেন। বিভ্রাজ মহীপতি স্বীয় কর্ম্ম ফলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই বিভ্রাজ নৃপতিই ব্রহ্মদত্তের দ্বিতীয় পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বসেন নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজন! এই ব্রহ্মদত্তের গৃহে বহুকাল হইতে পূজনীয়া নামে এক পক্ষিণী বাস করিত; সে সর্ব্বসেনের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে। অনন্তর ইহাঁর আর এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বিষ্বক্সেন ইনি অত্যন্ত বলশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। বিষ্বক্সেনের পুত্র মহীপতি দণ্ডসেন। দণ্ডসেনের ভল্লাট নামে এক পুত্র জন্মে, এই মহাত্মা অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ও কুলবর্দ্ধন ছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তিনি রাধেয় কর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন। হে যুধিষ্ঠির! এই ভল্লাটের নষ্টমতি দুরাচার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া নীপবংশের কাল স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ইহাঁরই জন্য উগ্রায়ুধ সমুদায় নীপবংশের সমূলে উচ্ছেদ করে। ঐ দর্পিত অভিমানী সতত অবিনয়ী মদোন্মত্ত উগ্রায়ুধ আমা কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! উগ্রায়ুধ কাহার সন্তান কোন বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিল, কিজন্যই বা আপনি তাহাকে নিহত করিলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। অজমীঢ়ের পুত্র যবীনর। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি। সত্যধৃতির অতিপ্রতাপশালী দৃঢ়নেমি নামে এক পুত্র জন্মে, দৃঢ়নেমির পুত্র মহারাজ সুধর্ম্মা। সুধর্ম্মার পুত্র প্রজাপতি সার্ব্বভৌম। ইনি সসাগরা ধরায় অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া স্বকীয় নামের যথার্থতঃ সার্দ্ধকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার-মহৎবংশে পৌরবংশের আনন্দকর মহান্ নামে এক পুত্র জন্মে। মহানের পুত্র রুক্মরথ, রুক্মরথের পুত্র সুপার্শ্বনামে রাজা ছিলেন।

সুপার্শ্বের পুত্র ধার্ম্মিক সুমতি, তৎ পুত্র সন্নতি, ইনি বীর্য্যবান ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সেই সন্নতির পুত্র মহাবল কৃত। ইনি কোশলাধিপতি মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য। তিনি সপ্রাচ্য বেদসংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করেন। কৃতকর্ত্তৃক প্রাচ্য সামবেদ বিভক্ত হইল বলিয়া তদধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ প্রাচ্যসামা ও কার্ত্তি নামে প্রখ্যাত হইলেন। পুরুবংশরঞ্জন মহাবীর উগ্রায়ুধ কৃতের পুত্র। ঐ মহাবীর স্বীয় অদ্ভুত পরাক্রমে পৃষত পিতামহ মহাতেজা পাঞ্চালরাজ নীপ মহীপতিকে বিনাশ করেন। উগ্রায়ুধের পুত্র মহাযশা ক্ষেম, সুবীর নামা নৃপতি ক্ষেম্যের বংশধর, সুবীর হইতে নৃপঞ্জয়ের জন্ম হয়। নৃপঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ, ইহাঁদিগকেই পুরুবংশীয় বলে।

বৎস! পূর্ব্বে উগ্রায়ুধের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ উগ্রায়ুধ স্বীয় পরাক্রমে সমর ভূমিতে নীপবংশ ও অন্যান্য রাজন্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া রাজ্য বিস্তার করে, দুর্ব্বুদ্ধি উগ্রায়ুধ এই কার্য্যে বলদর্পে দর্পিত হইয়—পরিশেষে আমার পিতার পরলোকান্তে অশ্রোতব্য পাপ বৃত্তান্ত আমাকে শ্রবণ করাইবার জন্য দূত প্রেরণ করে।

যখন আমি পিতৃ বিয়োগে কাতর হইয়া অমাত্য পরিবৃত ধরণীতলে শয়ান রহিয়াছি সেই সময়ে উগ্রায়ুধের দূত আসিয়া কহিল, হে কুরুনন্দন ভীষ্ম! মহারাজ উগ্রায়ুধ আমাকে

আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তোমার জননী যশস্বিনী গন্ধকালী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্ন স্বরূপ তাঁহাকে আমায় ভার্য্যার্থে প্রদান কর। তাহা হইলে তোমার রাজ্য বর্দ্ধিত হইবে এবং অভিলাষানুরূপ প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও তোমাকে প্রদান করিব। আমি পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী। হে ভারত! পৃথিবীতে ধন ও রত্ন যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আমার অধিকৃত, আমার দুর্জ্জয় প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য। চক্র দেখিলে অথবা উহার কথা শুনিবামাত্র যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক শত্রুগণ ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। অতএব যদি রাজ্য, প্রাণ ও বংশের মঙ্গল ইচ্ছা থাকে তবে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, নতুবা কোনরূপে তোমার নিস্তার নাই। এই সময়ে আমি প্রস্তর শয়নে শয়ন করিয়াছিলাম। দূতমুখগত—প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দুরাত্মার এই অতি দারুণ জুগুপ্সিত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর উদ্দীপ্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রচার করিলাম, সমুদায় সেনাপতি স্ব স্ব সৈন্য সামন্তের সহিত আমার আদেশে যুদ্ধার্থ এখনই প্রস্তুত হউক। তৎকালে বিচিত্র বীর্য্য নিতান্ত বালক ও অনন্য শরণ, সুতরাং আমিই যুদ্ধার্থ! প্রস্তুত হইলাম। আমাকে যুদ্ধার্থী মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় দেখিয়া মন্ত্রণাকুশল সচিবগণ দেবকল্প পুরোহিতবর্গ, অর্থদর্শী সুহৃদগণ শাস্ত্রজ্ঞ প্রিয় পণ্ডিতগণ, ইহাঁরা সকলেই সমবেত হইয়া আমায় যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন এবং উহার কারণও প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মন্ত্রীরা কহিলেন, প্রভো! দুরাত্মার চক্র অতি ভীষণ, আপনার ও অশৌচকাল উপস্থিত হইয়াছে এ অবস্থায় কদাচ যুদ্ধ করা বিধেয় নহে। আমরা সাম দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় প্রয়োগ করিব ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অশৌচান্তে আপনি পবিত্র হইয়া দেবতাদিগের অভিবাদনপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিয়া এবং বিপ্রগণকর্ত্তৃক অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহাদের ও অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক জয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবেন। প্রাচীণগণের অনুশাসন এই যে অশৌচকাল মধ্যে অস্ত্র প্রয়োগ অথবা সমরে প্রবেশ করিবে না। অতএব অগ্রে সামাদি ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করতে চেষ্টা করুন তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি না হইলে তখন আপনি বিক্রম প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র যেমন শম্বরকে নিহত করেন সেইরূপে দুরাত্মার বধ সাধন করিবেন। নরনাথ! যথা সময়ে বিপ্রাদিগের, বিশেষতঃ বৃদ্ধগণের বাক্য অবশ্য শ্রোতব্য এইজন্য তাঁহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইলাম। তদনন্তর সেই শাস্ত্রকোবিদ বিজ্ঞগণ সামাদি উপায় সমুদায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এদিকে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দেবকৃত্যও আরম্ভ হইল, এইরূপ বিবিধ উপায় দ্বারা অনুনীয়মান হইলেও দুরাত্মার দুরভিসন্ধি কিছুতেই অপনীত হইল না। ইতোমধ্যে সেই পাপাশয়ের দুরন্ত চক্রও মদ্বিনাশার্থ প্রযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু পাপিষ্ঠের পরদারাভিলাষরূপ অসদভিপ্রায় বশতঃ চক্র স্বতঃই তৎক্ষণাৎ প্রতি নিবৃত্ত হয়। আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। পূর্ব্বে সাধুগণ যাহার ভূয়সী নিন্দা করিয়া ছিলেন, কার্য্যতঃ সেই সাধুচক্র দুরাত্মার স্বকর্ম্ম দোষে নিস্ফল হইয়া গেল। যাহা হউক অতঃপর অশৌচান্ত হইলে বিপ্রবর্গ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইলাম এবং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে যুদ্ধার্থ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। অনন্তর উভয় দল সন্নিহিত হইলে যুদ্ধারম্ভ হইল। তিন দিবস দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় অবিশ্রান্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

আমি এই যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরিশেষে আমারই অস্ত্র-প্রতাপে নির্দগ্ধ ও হতজীবন হইয়া দুরাত্মা উগ্রায়ুধ রণক্ষেত্রে আমার সম্মুখেই পতিত ও ধরাশায়ী হইল।

হে অরিন্দম! ইত্যবসরে পৃষত মহীপতি কাম্পিল্য নগর হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নীপ মহীপতি ও মহাবীর উগ্রায়ুধ উভয়েই গতাসু হইয়াছে দেখিয়া দ্রুপদ রাজার পিতা মহাপ্রতাপশালী পৃষত আমার আদেশানুসারে স্বকীয় পিতৃরাজ্য অহিচ্ছত্র, পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। অনন্তর তৎপুত্র দ্রুপদ রাজা হইলেন। ইনি দ্রোণকে নিরাকৃত করেন। পরে অর্জ্জুন স্বীয় বাহুবলে দ্রুপদকে রণস্থলে পরাভূত করিয়া অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য এই উভয় নগরই দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করেন। বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যও উহা প্রতিগ্রহ করিয়া কাম্পিল্য নগর দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করিলেন, ইহা তোমার অজ্ঞাত নাই। বৎস! এক্ষণে আমি তোমার নিকট দ্রুপদ, ব্রহ্ম দত্ত নীপ ও উগ্রায়ুধের বংশ পরম্পরা সম্যক রূপে কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্টির কহিলেন, হে বিভো গাঙ্গেয়! আপনি কহিলেন পূর্ব্বকালে পূজনীয়া নাম্নী পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের গৃহে বহু কাল বাস করিয়াছিল। তথাপি কি জন্য সেই মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অন্ধ করিয়া তাদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিল, এই পূজনীয়া কে, কিরূপেই বা ব্রহ্মদত্তের সহিত তাহার সখিতা জন্মিল এই সকল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিয়াছে আপনি উহার যথাযথ বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মদত্তের ভবনে পূর্ব্বে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজন! কোন শকুন্তিকার সহিত ব্রহ্মদত্তের সৌহার্দ্দ ছিল। এই পক্ষিণীর পক্ষ, পৃষ্ঠদেশ ও উদর শুক্লবর্ণ, মস্তক ইহার লোহিত বর্ণ! কাল ক্রমে ইহারা উভয়েই সুদৃঢ় সৌহৃদ্য পাশে বদ্ধ হইলে পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের ভবনে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিল। সে প্রতিদিন রাজ সদন হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতীর, পল্বল সরোবর, নদী, পর্ব্বত, বন, উপবন কুঞ্জ এবং সুশীতল বায়ুসেবিত, বিকশিত কুমুদ-কহলার কমলকিঞ্জল্করভীকৃত, হংসসারসকারণ্ডবকলকূজিত তড়াগ প্রভৃতি প্রদেশে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে কাম্পিল্য নগরে প্রত্যাগমন করিত। অনন্তর ধীমান্ ব্রহ্মদত্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা বিচিত্র কথার অবতারণা করিত। নানা স্থানে চরিতে চরিতে যাহা কিছু অপূর্ব্ব দর্শনীয় অশ্রুত পূর্ব্ব ঘটনা জানিয়া আসিত তৎসমুদায় মহারাজের নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিত। হে রাজশার্দ্দূল! একদা নৃপতি ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র জন্মিল। উহার নাম সর্ব্বসেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে ঐ পক্ষিণী পূজনীয়াও তাহার কুলায়ে এক অণ্ড প্রসব করে। ঐ অণ্ড কালক্রমে প্রস্ফুটিত হইল, হে পৃথিবীপতে! ঐ ডিম্ব স্ফূটিত হইয়া, বাহুপাদ ও মুখাবয়ব সংযুক্ত হইয়া, চক্ষুহীন পিঙ্গলবক্ত্র, মাংসপিণ্ড মাত্র বহির্গত হইল। কালক্রমে উহার চক্ষু স্ফুটিত হইল এবং পক্ষদ্বয় ও ঈষৎ উদ্ভূত হইতে লাগিল। অনন্তর তুল্য স্নেহ বশতঃ ঐ পক্ষিণী রাজপুত্র ও নিজপুতে দিন দিন প্রীতিমতী হইতে লাগিল। পক্ষিণী প্রতিদিন সায়ংকালে অমৃতায়মান দুইটা ফল চঞ্চুপুট দ্বারা আনয়ন করিয়া শিশুদ্বয়কে এক একটা প্রদান করিত। উহারাও ঐ অমৃত স্বাদোপম ফল ভোজন করিয়া পরম পুলকিত হইত। রাজন্! পূজনীয়া এইরূপে প্রতিদিনই বিচরণার্থ রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে সর্ব্বসেনের ধাত্রী ঐ চটক শিশুকে লইয়া রাজপুত্রের ক্রীড়ার্থ প্রদান

করিত। রাজপুত্র প্রতিদিন ঐ পক্ষিশিশুকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে কালাতিপাত করিত। একদা সর্ব্বসেন পূজনীয়া নির্ম্মিত নিলয় হইতে পক্ষিশাবককে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহার গ্রীবাদেশ এরূপ দৃঢ়মুষ্টিতে নিগ্রহ করিল যে তদ্বারাই সে মুখব্যাদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইল। রাজা এই ব্যাপার অবলোকনে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রের দুর্ভেদ্যমুষ্টি মোচন করিয়া তাহার ধাত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। পক্ষিশাবক একবারে বিবৃতাস্যা হইয়া ধরাতলে পতিত রহিল। তদ্দর্শনে রাজা ব্রহ্মদত্ত সাশ্রুনয়নে দুর্ব্বহ শোকভরে নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সেই বন বিহারিণী পক্ষিণীও চঞ্চুপুট দ্বারা ফলদ্বয় গ্রহণ করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। আগমন মাত্রেই তাহার বালবৎসকে গতাসু দেখিয়া একেবারে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিল। তখন সে আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগা বলিয়া শাবক উদ্দেশে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

পক্ষিণী কহিল, হা পুত্র! হা বৎস! তুমি দূর হইতে আমার শব্দ শুনিয়া আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছি মনে করিয়া অব্যক্ত কলস্বরে চাটুশত উচ্চারণ করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইতে এবং আমার কতই আনন্দ বর্দ্ধন করিতে। হা পুত্র! তুমি ক্ষুধার্ত্ত, তবে কিজন্য এখনও তোমার পীতবর্ণ মুখব্যাদান করিয়া শোণবর্ণ তালু প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইতেছ না; আমি তোমাকে পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিয়াছি শব্দ করিতেছি তথাপি তোমার সেই মধুর চীচী ও কুচী শব্দ শুনিতে পাইতেছি না কেন? হা হৃদয়নন্দন! আমার অভিলাষ হইতেছে, তুমি বিবৃতাস্য হইয়া আমার নিকট বারি প্রার্থনা কর পক্ষ বিস্তার করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হও আমি তোমাকে সস্পৃহলোচনে এক বার অবলোকন করিব। হায়! আমার সে বাসনা চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া গেল। তুমি অকালে কালকবলে কবলিত হইলে!

এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া পূজনীয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ক্ষত্রিয়াধম! তুমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা, সনাতন ধর্ম্ম তুমি অবশ্য পরিজ্ঞাত আছ, তবে কিজন্য তুমি ধাত্রী দ্বারা আমার পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিলে? কি জন্যই বা স্বকীয় পূত্র দ্বারা আমার শিশুসন্তানকে আকর্ষণ করিয়া অকারণে নিহত করিলে বল। আমার নিশ্চয় দোধ হইতেছে তুমি অঙ্গিরা শ্রুতি কখন শ্রবণ কর নাই। অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শরণাগত, ক্ষুধার্ত্ত অথবা শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত আর যে চিরদিন আশ্রয়ে বাস করে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। যিনি এই সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ তিনি কুম্ভীক নামক ঘোর নরকে পতিত হইবেন তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। দেবগণ ঈদৃশ দুরাত্মার আহুতি কেন গ্রহণ করিবেন পিতৃগণই বা তাহার স্বধা স্বীকার করিবেন কেন? মহারাজ! এই কথা বলিয়া সেই কোকার্ত্তা পক্ষিণী নির্ম্মম হইয়া রাজপুত্রের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিল। এইরূপে সে রাজপুত্রকে অন্ধীভূত করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল।

অনন্তর রাজা পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পূজনীয়াকে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যাহা করিমাছ আমি তাহার অণুমাত্র দোষ দিব না, তোমার সহিত আমার সখ্য পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ থাকুক, সখি! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আমার আবাসে সুখে বাস কর। তুমি আমার পুত্রকে নিগ্রহ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র রাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করিব না, তুমি দুঃসহ শোকভরে আমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছ এক্ষণে নিবৃত্ত হও।

পূজনীয়া কহিল, রাজন! আমি আত্মদৃষ্টান্তানুসারে তোমারও পুত্রস্নেহ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি অতএব তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের পর আমি এখানে আর বাস করিতে অভিলাষ করি না। এই বিষয়ে উশনার কয়েকটী গাথা বলিতেছি শ্রবণ কর। কুমিত্র, কুৎসিতদেশ, কুরাজা, কুসৌহার্দ্দ, কুপত্র আর কুভার্য্যা দূরতঃ পরিহার করিবে। কুমিত্রে সৌহার্দ্দ কোথায়, কুভার্য্যায় প্রীতি কোথায়, কুপুত্রে পিণ্ডের আশা নাই, কুরাজার সত্য রক্ষা হয় না। কুসৌহৃদে বিশ্বাস কোথায়, কুদেশে সর্ব্বদাই প্রাণসংশয় ঘটে, হরিবংশ কুরাজার নিকটে থাকিলে সর্ব্বদা ভয়ের সম্ভাবনা, কুপুত্রে সর্ব্বতোভাবে অসুখ। যে নরাধম অপকারীর প্রতি বিশ্বাস করে তাহাকে অল্পকালের মধ্যেই অনাথ ও দুর্ব্বল হইয়া হত জীবিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি একবার অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে তাহাকে আর কদাচ বিশ্বাস করিবে না। আর বিশ্বস্ত হইলেও তাহাকে অতি বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ বিশ্বাস হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়, ভয় হইতে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। যে মূঢ় রাজসেবাপর অথবা গর্ভসঙ্কর ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে কদাচ দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। হে রাজন্! এতাদৃশ লোক যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন সে অচিরে বিনষ্ট হয় তাহার আর সংশয় নাই। বুদ্ধিমান শত্রু ঘনিষ্ট সম্পর্ক অর্থাৎ কপটমিত্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রথমতঃ শত্রুকে আয়ত্ত করে অনন্তর বল্লী যেরূপ মহাবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে ধ্বংস করে সেইরূপ ঐ দুর্ব্বুদ্ধিদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। বনস্পতি শরীরে বাল্মীকের ন্যায়—শত্রুসকল, মৃদু স্নিগ্ধ ও ক্ষীণ হইয়া শত্রুশরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। ভগবান ইন্দ্র ও এক সময়ে মুনিগণের নিকট ‘আমি আপনাদের কিছুমাত্র বিদ্রোহাচরণ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ও পশ্চাৎ সলিল ফেনদ্বারা নমুচির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। হে রাজন্! শত্রু সুপ্ত, মত্ত অথবা প্রমাদাপন্নই হউক, বিষপ্রয়োগ, বহ্নিদান, শস্ত্রচালনা অথবা মায়া প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্যগণ উহাদিগকে নিহত করিবে। পুনর্ব্বার বৈরভয় উপস্থিত হইতে পারে এই শঙ্কায় সকলেই শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। কারণ মহর্ষিগণ বলিয়া গিয়াছেন শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ ও অগ্নির শেষ থাকিলে পুনরায় মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। শত্রু বিপক্ষের সহিত হাস্য পরিহাস করে এক পাত্রে ভোজন করে, একাসনে উপবেশন করে কিন্তু পূর্ব্বকৃত বিপ্রিয় কদাচ বিস্মৃত হয় না। শত্রুর সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেও কদাচ বিশ্বাস করিবে না। দেখ শতক্রতু জামাতা হইয়াও পুলোমাকে নিহত করিয়াছিলেন। মৃগ যেমন ব্যাধ সমীপে কদাচ গমন করিবে না সেইরূপ অন্তরে গূঢ়বৈর কিন্তু মিষ্টভাষী লোকের নিকট প্রাজ্ঞব্যক্তির কখনই গমন করা বিধেয় নহে। বৈরভাবাপন্ন শত্রু বর্দ্ধিত হইলে কদাচ তাহার নিকটে বাস করিবে না। নদীবেগ যেমন তীরবর্ত্তী মহাবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে—ঐ বর্দ্ধিত শত্রুও

আসন্ন বিপক্ষকে সেইরূপ বিনাশ করে। শত্রু হইতে আমি উন্নত হইলাম ইহা কদাচ বিশ্বাস্য নহে। বস্তুতঃ কোনরূপে কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও উদ্‌গত পক্ষ পিপীলিকার ন্যায় আত্ম বিনাশার্থই হইয়া থাকে। এই সকল গাথা মহর্ষি উশনা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ইহা পণ্ডিতমাত্রেরই আত্মরক্ষার্থ হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমি তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, অতএব আর তোমারে বিশ্বাস করিব না, এই কথা বলিয়া সেই পক্ষিণী আকাশমর্গে উড্ডীন হইল। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মদত্তের ভবনে পূর্ব্বে পক্ষিণীকর্ত্তৃক যাহা ঘটনা হইয়াছিল তৎসমুদায় তোমার নিকট কথিত হইল। হে মহামতে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি আমাকে শ্রাদ্ধ বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ এবং মহামুনি মাকাণ্ডেয় সমীপে বিভু সনৎকুমার যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেই পুরাতন ইতিহাস আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব শ্রবণ কর। আর সপ্তজাতির মধ্যে শ্রাদ্ধের ফল ও সুকৃতকে উদ্দেশ করিয়াও যাহা বলিয়াছেন ও গালব, কণ্ডরীক ও ব্রহ্মদত্ত এই তিন যোগাচার্য্য ব্রহ্মচারীর চরিতও কীর্ত্তন করিতেছি অবধান কর।

২১তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! শ্রাদ্ধ দ্বারা লোকস্থিতি রক্ষা হয়, শ্রাদ্ধ হইতে যোগ প্রবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মদত্ত সপ্তজন্মেই যাহার ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ গোহত্যারূপ ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মপীড়া জন্মাইলেও কেবল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ করিয়াছিল, আর যাহা হইতে ধর্ম্ম বুদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাদৃশ শ্রাদ্ধের ফলের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিভু সনৎকুমার যে সকল অধর্ম্মরত অথচ পিতৃভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের কথা কহিয়াছিলেন, দিব্য চক্ষু দ্বারা আমি হাদিগকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বাগদুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, খসৃম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহারা যেমন ঐ সকল নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল কায্যতঃও স্ব স্ব নামের অর্থতা সম্পাদন করে। ইহারা কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সন্তান গর্গমুনির শিষ্য। পিতার পরলোকান্তে ইহারা সকলেই ব্রতধারী হইয়া গুরু গর্গমুনির আদেশে তাঁহার গোচারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তখন ইহার এক সবৎস! দুগ্ধবতী কপিলাকে প্রতিদিন চরাইবার জন্য বনে লইয়া যাইত এবং ন্যায়তঃ রক্ষণাবেক্ষণ ও করিতে লাগিল। একদা তাহারা পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাল্যবশত অথবা অজ্ঞান বশতঃই হউক দুর্ব্বদ্ধি উপস্থিত হওয়াতে সেই গাভীকে হিংসা করিতে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে কবি ও খস্বম ইহারা উভয়ে ঐরূপ অধর্ম্ম কার্য্য হইতে নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যখন ভ্রাতৃগণ কিছুতেই উহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না তখন শ্রাদ্ধানুরক্ত পিতৃবর্ত্তী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল যদি তোমরা নিতান্তই ইহাকে বধ করিবে সিদ্ধান্ত করিয়াছ তবে এস আমরা সকলে সমাহিত হইয়া পিতৃ উদ্দেশে ভক্তি সহকারে ইহার বধসাধন করি। ধর্ম্মবুদ্ধিতে পিতৃলোককে অর্চ্চনা করিয়া ইহার বধসাধন করিলে আমাদের অধর্ম্ম হইবেনা, পয়স্বিনীরও সদ্গতি হইবে। এই প্রস্তাবে ভ্রাতৃগণ তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইল। অনন্তর পিতৃগণ উদ্দেশে মন্ত্রপূত সলিলদ্বারা গাভীকে

প্রোক্ষণপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া ভোজন করিল। অনন্তর গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনার ধেনু শার্দ্দূলকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে এই তাহার বৎস গ্রহণ করুন। গর্গ নিতান্ত সরল ও উদার প্রকৃতি ছিলেন সেইজন্য উহাদের দুষ্টাভিসন্ধির আর কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিলেন না। অতর্কিত হৃদয়ে বৎস প্রতিগ্রহ করিলেন। কিন্তু এইরূপে গোহত্যা ও অন্যায় আচরণ দ্বারা গুরুকে প্রতারণা করতে আয়ুক্ষয় হইয়া অল্পকালের মধ্যে দুরাত্মাদিগকে কালকবলে পতিত হইতে হইল। ইহারা গোহত্যারূপ কার্য্য ও গুরু সমীপে অনার্য্য ব্যবহার করাতে সকলেই ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু ইহারা যে পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত গাভীকে উৎসর্গ করিয়াছিল সেই পুণ্যফলে ব্যাধ কুলোচিত উগ্র ও হিংসাপরয়ণ হইলেও জ্ঞানোন্মেষ ও জন্মান্তরীয় স্মৃতির উপলব্ধি করিতে লাগিল। ইহারা দশর্ণ প্রদেশে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, সকলেই স্বধর্ম্মনিরত লোভ পরিশূন্য হইয়া মিথ্যাকে বর্জ্জন করিয়াছিল। অধিক কি প্রাণধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ হিংসা করিয়া কঞ্চিৎ কালক্ষেপ করিত। অবশিষ্ট কাল কেবল ধ্যান পরায়ণ হইয়া ব্যাধগণের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, ইহাদের নাম-নির্ব্বের নির্বৃতি ক্ষান্ত নির্ম্মন্যু, কৃতি, বৈঘস ও মাতৃবর্ত্তী।

উহারা হিংসাধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও সেবা শুশ্রূষা ও অর্চ্চনা দ্বারা বৃদ্ধা মাতা ও পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। যখন ইহাদের মাতা পিতা কালধর্ম্মে লোকান্তর গমন করিলেন, তখন ইহারা বন প্রস্থানপূর্ব্বক কালানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। ইহারা শুভ কর্ম্ম ফলে পুনরায় রমণীয় কালাঞ্জর পর্ব্বতে সপ্তমৃগ রূপে জন্ম গ্রহণ করিল। ইহারা এ জন্মেও জাতিস্মর হইয়াছিল সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে যদি কোনরূপে কাহার ভয়েৎপাদন করিত তজ্জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইত। ইহাদের নাম উন্মুখ, নিত্যবিত্রস্ত, স্তব্ধ কর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত ঘস্মর ও নদী। জাতিস্মরত্ব নিবন্ধন মৃগগণ জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত অনুধ্যান করিয়া সর্ব্বদা দান্ত নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া বনে বনে বিচরণ করিত। এইরূপে শুভকর্ম্মা ধর্ম্মপরায়ণ বনেচর হইয়া যোগধর্ম্ম অনুধ্যান করত বনবিহার করিয়া বেড়াইত। অবশেষে তপস্বিসদৃশ আহার লাভ করিয়া মরুশাধন অর্থাৎ মরু পর্ব্বতে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে ভারত! শুনিতে-পাই তাহাদের মরুসাধন সময়ে কালঞ্জর পর্ব্বতে যে সকল পদ চিহ্ন হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। বৎস! তাহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভ কর্ম্মদ্বারা ক্রমে অশুভ বর্জ্জিত হইয়া শুভতর চক্রবাক যোনি লাভ করিল। তখন তাহারা সহচরীধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক মুনি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মচা জলচররূপে রমণীয় শরদ্বীপে বাস করিতে লাগিল। চক্রবাক্ জন্মে ইহাদের নাম সুমনা শুচিবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চম, ছিদ্রদর্শন, সুনেত্র ও স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম সপ্ত জন্মেই পঞ্চম হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, ষষ্ঠ কণ্ডরীক প্রতিজন্মেই ষষ্ঠ, সপ্তম সপ্তজন্মেই সপ্তম হইয়া অবতীর্ণ হন। এইরূপে সপ্তজন্মকৃত তপোবলে অশুভ নাশ করিয়া যোগের পুনরাবৃত্তি ও শুভ কর্ম্ম প্রতিস্ফুরণ হেতু পূর্ব্বজন্মে গুরুকুলে যে বেদ শ্রবণ করিয়াছিল, এক্ষণে বিহঙ্গাবস্থাতেও সে জ্ঞান অব্যাহত রহিল। তখন তাহারা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মবাদী হইয়া যোগধর্ম্ম অনুধ্যানপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। একদা তাহারা সপ্তভ্রাতা সমবেত হইয়া কোন বনে বিচরণ করিতেছে, তৎকালে পুরুবংশীয় নীপেশ্বর বিভ্রাজনামা

মহীপতি অন্তঃপুর চারিগণে পরিবৃত হইয়া শরীর সৌন্দর্য্যে বনভূমি উদ্ভাসিত করিয়া ঐ বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অত্যুজ্জ্বল রূপ সম্পন্ন রাজাকে ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করতে দেখিয়া স্বতন্ত্রনামা চক্রবাক্ ঐ রূপ অবস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ করিল। কহিতে লাগিল, যদি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও সুকৃত, তপোৰল অথবা সংযম থাকে তবে যেন আমি এই রাজার ন্যায় অবস্থাপন্ন ও রূপবান হই। উপবাসসাধ্য নিষ্ফল তপস্যা দ্বারা আমি নিতান্ত খিন্ন হইয়াছি।

২২তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর তাহার সহচর অপর দুইটা চক্রবাক্ স্বতন্ত্রকে কহিল, ভ্রাতঃ তুমি রাজা হইবে আমরাও তোমার সচিব হইব এবং সর্ব্বদা হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব। স্বতন্ত্র 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলে তখন তাহার যোগবুদ্ধি প্রাদুর্ভুত হইল। পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সুচিবাক্ স্বতন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিল, ভ্রাতঃ তুমি যখন যোগধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগ বাসনায় এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ তখন তুমি কাম্পিল্য নগরে অবশ্য রাজা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তার ইহারাও উভয়ে তোমার পরম সখা থাকিয়া সচিব কার্য্য সম্পাদন করিবে। এইরূপে সপ্তচক্রবাকের মধ্যে চারিজন, ঐ রাজ্যাভিলাষী সহচর পক্ষিয়কে অভিসম্পাত করিয়া যোগভ্রষ্ট করিল। উহারা শাপগ্রস্ত ও যোগভ্রষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ হতচেতন হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে উহারা যোগরত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অনন্তর সুমনা কহিল, ভ্রাতৃগণ! আমরা তোমাদের বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমরা অবশ্য শাপ মুক্ত হইবে এবং তির্য্যগ্‌যোনি ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য জন্মে পুনরায় যোগধর্ম্ম লাভ করিবে। স্বতন্ত্র! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ভাষাও বুঝতে পারিবে, তোমাকর্ত্তৃকই আমরা পিতৃ প্রসাদ লাভ করিয়াছি, তুমি পিতৃ উদ্দেশে পয়স্বিনী গাভীকে প্রেক্ষণ করতে উপদেশ দিয়াছিলে। সেই জন্যই আমরা জ্ঞান যোগ লাভ করিয়াছি। যোগসাধনের উপায় স্বরূপ বাক্যসন্দর্ভগত একটা শ্লোক এই স্থলে উদাহৃত হইবে পুরুষান্তর হইতে উহা শ্রবণ করিয়া তোমরা যেগলাভ করিবে।

২৩তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভীষ্ম! তাহার এক্ষণে সপ্ত হংসরূপে মানস বিহারী হইয়া পুনরায় যোগ ধর্ম্ম আশ্রয় করিল। ইহাদের নাম পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সুলোচন, উরুবিন্দ, সুবিন্দু ও হৈমগর্ভ। ইহারা বায়ু ও জলমাত্র আহার করিয়া শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ বিভ্রাজমান অন্তঃপুর চারিবর্গে পরিবৃত হইয়া নন্দন বন বিহারী ইন্দ্রের ন্যায় সেই রমণীয় কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মোগধর্ম্মরত হংসগণকে দেখিয়া নির্ব্বিন্ন হৃদয়ে তাহাদেরই বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে পুর প্রবেশ করিলেন। রাজার পরম ধার্ম্মিক অনূহনামা এক পুত্র ছিল। নিরন্তর ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান ও তর্ক করিত বলিয়া উহার নাম অনূহ হইয়াছিল। শুকদেব, সুলক্ষণাক্রান্ত,

সত্ত্বশীলগুণোপেতা যোগধর্ম্মরতা স্বীয় কন্যা কৃত্বীকে ভার্য্যাস্বরূপে এই অনূহকে প্রদান করেন। পূর্ব্বে সনৎকুমার ইহাকে পিতৃকন্যা বলিয়া আমার নিকট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি যোগধর্ম্মচারিণীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, এমন কি আত্মদর্শী মহাত্মারাও ইহাঁকে জানিতে পারে না। আমিও তোমাকে পিতৃকল্পে বলিয়াছি, ইনি যোগাত্মা, যোগপত্নী ও যোগমাতা। মহারাজ বিভ্রাজ পুত্র অনূহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া পৌরগণকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক, বিপ্রবর্গ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া প্রীত মনে যথায় হংসগণ যোগধর্ম্মাচরণ করিতেছিল সেই মানস সরোবরে তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলেন। সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কামনা পরিহারপূর্ব্বক বায়ুমাত্রোপজীবী হইয়া ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই হংসগণের অন্যতমের পুত্রত্ব লাভ করিয়া আমিও মহাযোগী হইব এই তাহার তপস্যার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশে অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিভ্রাজ এইরূপ মহৎ তপোবল সম্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিভ্রাজ মহীপতি এই স্থানে তপস্যা করিলেন বলিয়া বন ও সরোবর উভয়েই বৈভ্রাজ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই হংসগণের মধ্যে চারিজন যোগধর্ম্মী অপর তিন জন যোগভ্রষ্ট হইয়া দেহত্যাগানন্তর কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদাদি নামে পাপ পরিশূন্য হইয়া মানবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিল। ইহাদের মধ্যে চারিজন ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা ও বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়া জাতিস্মর হইলেন। অপর তিন জনের জাতিস্মরত্ব রহিল না। স্বতন্ত্র পক্ষি জন্মের সানুরূপ অনূহ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহা যশস্বী ব্রহ্মদত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। ছিদ্রদর্শী ও সুনেত্র ইহারা উভয়ে বাভ্রব্য ও বৎসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রোত্রিয় দায়াদ (বেদপাঠসমাধ্যায়ী) হইলেন। ইহারা বেদ বেদাঙ্গে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া, জন্মান্তরীণ সহবাসও সঙ্কল্প নিবন্ধন এজন্মেও ব্রহ্মদতের পরম সখা হইলেন, তন্মধ্যে পঞ্চম (জন্মান্তরে কবি) পাঞ্চাল নামে অপর ষষ্ঠ (খস্বম) কণ্ডরীক নামে সপ্তম জন্মে বিখ্যাত হইলেন। পাঞ্চাল ঋক্‌বেদী আচার্য্য ছিলেন। কণ্ডরীক দুই বেদে অধিকারী ছিলেন বলিয়া ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যু উপাধি লাভ করেন। অনূহনন্দন ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বপ্রাণীর শব্দজ্ঞ হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের সহিত রাজার বিলক্ষণ মিত্রতা জন্মিল। ইহারা তিন জনে কামবশবর্ত্তী সংসারধর্ম্মানুরক্ত হইলেও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজ অনূহ ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মদত্তের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং পরমগতি লাভ করিলেন। অসিত দেবলের দুহিতা তেজস্বিনী সন্নতি ইহাঁর মহিষী ছিলেন। সন্নতি যোগধর্ম্মানুচারিণী হইয়া অবিকৃত ভাবে বিণীত হইয়া স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেন, এইরূপে সপ্তজন্মেই পঞ্চম পাঞ্চিক, কণ্ডরীক ষষ্ঠ ও ব্রহ্মদত্ত সপ্তম ছিলেন।

অবশিষ্ট বিহঙ্গমগণ কাম্পিল্য নগরে শ্রোত্রিয়কুলে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের নাম ধৃতিমান, সুমনাঃ, বিদ্বান ও তত্ত্বদর্শী। ইহারা পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃত বলে সকলেই যোগধর্ম্ম নিরত তত্ত্বদর্শী হইয়া সংসার বন্ধন মোচনপূর্ব্বক প্রস্থান করেন। প্রস্থানকালে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, পিতা তাহাদিগকে কহিলেন, পুত্রগণ! আমি তোমাদের পিতা, আমাকে এই অবস্থা রাখিয়া গমন করিলে তোমাদের অধর্ম্ম হইবে। পিতার দারিদ্র্যমোচন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, এত দ্ব্যতীত

পিতৃ শুশ্রূষা প্রভৃতি পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মও অনেক অসম্পাদিত রহিয়াছে, তাহা না করিয়া তোমরা কিরূপে গমন করিবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিল, পিতঃ! আপনি যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন আমরা তাহার উপায় বিধান করিতেছি। যৎকালে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত মন্ত্রিপরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন, তখন আপনি সেই নিষ্পাপ মহীপতির নিকটে গমন করিয়া এই মহার্থ শ্লোকটী শ্রবণ করাইবেন। এই শ্লোক শ্রবণে প্রীত হইয়া রাজা আপনাকে যথেষ্ট ভোগ্যবস্তু ও গ্রাম প্রভৃতি প্রদান করিবেন এমন কি আপনি তাঁহার নিকট যাহা কিছু অভিলাষ করিবেন তৎসমুদায়ই প্রদান করিতে পারেন। অতএব আপনি এক্ষণে যথেপ্সিত প্রদেশে গমন করুন। এই কথা বলিয়া পিতৃদেবের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় প্রস্থান করিলেন, যথাকালে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

২৪তম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভীষ্ম! মহারাজ বিভ্রাজ ব্রহ্মদত্তের তনয়রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি পরম যোগী তপস্যানুরক্ত হইয়া বিশ্বসেন নামে প্রখ্যাত হইলেন। একদা মহারাজ ব্রহ্মদত্ত পত্নী সহকৃত হইয়া শচীসহচর ভগবান পুরন্দরের ন্যায় প্রীতমনে বনবিহার করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পিপীলিকার শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। মহারাজ প্রাণিমাত্রেরই শব্দ বুঝিতে পারিতেন সুতরাং এক পিপীলিকা তাহার ক্ষুদ্র ভার্য্যার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছে এবং তাহার ভার্য্যাও স্বামীর প্রার্থনায় ক্রুদ্ধ হইয়া যে রূপে চীৎকার করিতেছে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া ও বুঝিতে পারিয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বরবর্ণিনী মহিষীসতি স্বামীর ঈদৃশ অকস্মাৎ হাস্যের কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া আপনাকেই অপয়া মনে করিয়া দুঃখিতা ও লজ্জিত হইলেন এবং তদবধি আহার পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তখন রাজা প্রিয়তমার তাদৃশ ভাবান্তর ও ক্ষীণতার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া বিবিধ বিনয় বাক্যে মহিষীকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহিষী এই রূপে প্রসাদমান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে উপহাস দ্বারা অবজ্ঞা করিয়াছেন অতএব এই অবজ্ঞাত জীবন আমি আর রাখিতে ইচ্ছা করি না। রাজা প্রিয়তমার বাক্য শুনিয়া তদীয় হাস্যের প্রকৃত কারণ জানাইলেন, কিন্তু মহিষী উহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন মানুষের এরূপ শক্তি কদাচ থাকিতে পারে না যে তাহারা পিপীলিকার শব্দ বুঝিতে পারিবে। দেবপ্রসাদ কিম্বা পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃত, তপোবল অথবা তাদৃশ বিদ্যাব্যতীত কোন মনুষ্য পিপীলিকার শব্দ বুঝিতে পারে? যদি সত্য সত্যই আপনার তাদৃশ সামর্থ্যই থাকে যে আপনি সর্ব্ব প্রাণীর শব্দ বুঝিতে পারেন তবে যে উপায়ে আমি উহা জানিতে পারি ও প্রত্যয় করি তাহার উপায় বিধান করুন নতুবা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি কখনই এ জীবন রাখিব না। মহিষীর এই পরুষ বাক্য শুনিয়া আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন মনে করিয়া ভক্তিভাবে দেবশ্রেষ্ঠ ভূতভাবন প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ছয়রাত্রি অনাহারে সমাহিত চিত হইয়া আরাধনা করিলে প্রভু নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। সর্ব্ব ভূতানুকম্পী ভগবান

নারায়ণ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মদত্ত! কল্য প্রভাতে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে, এই বলিয়া ভগবান সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

এ দিকে সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ের পিতা পুত্রগণের নিকট হইতে শ্লোক অধিগত হইয়া আপনাকে কৃত কৃত্যের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন আর কি উপায়ে মন্ত্রিসহকৃত রাজাকে উহা শ্রবণ করাইবেন তাহারই অবসর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এক্ষণে ঘটনাক্রমে তাঁহার সেই মনোরথ সিদ্ধ হইবার সময় উপস্থিত হইল। রাজা ভগবান্ নারায়ণ হইতে বরলাভ করিয়া জ্ঞানান্তে প্রীত মনে হিরন্ময় রথারোহণে পুর প্রবেশ করিতেছেন, দ্বিজবর কণ্ডরীক্ তাঁহার রথরশ্মি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, বাভ্রব্য চামর ব্যজন করিতেছেন, এই সময়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিসহচারী মহারাজকে পুত্রচতুষ্টয়দত্ত শ্লোক শ্রবণ করাইলেন। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে-"যাহারা দশার্ণপ্রদেশে সপ্ত ব্যাধরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, যাহারা কালঞ্জর গিরিতে সপ্তমৃগরূপে বিচরণ করে, যাহারা শরদ্বীপে চক্রবাক ও মানস সরোবরে হংস রূপে অবতীর্ণ হয়, যাহারা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চারিজন অনেক দূর অগ্রসর হইল। কিন্তু তোমরা এখনও তাহাদিগের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া অবসন্ন হইতেছ।"

শ্লোক শ্রবণমাত্র নরাধিপ ব্রহ্মদত্ত, তাঁহার সচিব পাঞ্চাল ও কণ্ডরীক ইহারা তিন জনেই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন মন্ত্রিদ্বয়ের হস্ত হইতে রথরশ্মি ও ব্যজন স্খলিত হইয়া পড়িল। পৌরজন ও সুহৃদ্ধ তদ্দর্শনে অসুস্থ ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মুহুর্ত্তকাল ঐ অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুর মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সেই সরোবর ও যোগের কথা স্মরণ হইতে লাগিল তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বিপুল অর্থ ও ভোগ্যবস্তু প্রদানপূর্ব্বক প্রীত করিলেন। অতঃপর রাজা ব্রহ্মদত্ত তদীয় পুত্র বিশ্বকসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন। অনন্তর দেবলদুহিতা বিদুষী সন্নতি পরম আহ্লাদিত হইয়া যোগার্থ বনপ্রস্থিত রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কামাসক্ত হইয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, আপনার যে পিপীলিকার শব্দজ্ঞতা আছে তাহা আমি জানিলেও ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এই ক্রোধ হইতেই আমরা এক্ষণে সেই অভীপ্সিত পরম গতি লাভ করিতে পারি। যোগধর্ম্ম আপনি এক বারেই বিস্মৃত হইয়া ছিলেন আমি ক্রোব প্রদর্শন দ্বারাই উহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। রাজা মহিষীর এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া যারপর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সেই বনেই দুর্লভ গতি লাভ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কণ্ডরীকও অত্যুত্তম সাংখ্যযোগ আশ্রয় করিয়া স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পূত ও সিদ্ধ হইয়া যোগগতি লাভ করিলেন। মহাতপা পাঞ্চালও বেদসিদ্ধক্রম আশ্রয় করিয়া কেবল শিক্ষাবলে যোগাচার্য্যগতি ও পরম যশ প্রাপ্ত হইলেন। এই সমুদায় পুরাবৃত্ত আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে গাঙ্গেয়! তুমি ইহা অবহিত হইয়া হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে। অন্য ব্যক্তিও যদি এই মহাত্মাদিগের চরিত হৃদয়ে ধারণ করেন তাঁহাদিগকেও কদাচ তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে না। হে ভারত! এই মহদর্থযুক্ত উপাখ্যান ও মহাত্মাদিগের গতি শ্রবণ করিলে যোগধর্ম্ম আসিয়া হৃদয়ে অনুক্ষণই

স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ঐরূপ স্ফূর্ত্তিবশতঃ সে কোন না কোন সময়ে শান্তিলাভ করিবে এবং পরিশেষে এই পৃথিবীতে সিদ্ধগণের দুর্লভ যোগগতি লাভ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে ধীমান্ মার্কণ্ডেয় শ্রাদ্ধের ফল উদ্দেশ করিয়া সোমদেবের প্রীতিসাধনার্থ এইরূপ ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান সোমদেবই লোকের পরমারাধ্য। অতএব বৃষ্ণিবংশবর্ণন প্রসঙ্গে সোমদেবের বংশ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

২৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া মানস হইতে ভগবান অত্রিমহর্ষিকে সৃষ্টি করিলেন। ইনিই সোমদেবের পিতা। মহর্ষি অত্রি স্বীয় তনয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রাণীর হিতকামনা করিয়া অবস্থান করিতেন। কথিত আছে ঐ মহাত্মা অত্রি হিংসা বিরত হইয়া মোনাবলম্বনপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু কাষ্ঠকুড্য ও শিলার ন্যায় নিস্পন্দভাবে অনুত্তর নামক অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই তিনসহস্র দিব্য বৎসর এই ভাবে তপস্যা করেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ। যৎকালে এই মহাবল উর্দ্ধবেতাঃ মহর্ষি অত্রি অনিমিষ লোচনে তপস্যা করিতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ নিঃসৃত হইয়া উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইল এবং নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল, ঐ অশ্রু হইতে দশদিক আলোকময় হইয়া উঠিল। তৎকালে দশদিক দেবীয়া মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ অত্রিনেত্র সমুদ্ভূত তেজঃপুঞ্জ গর্ভস্বরূপে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ প্রখর জ্যোতি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। অনন্তর জগদাহ্লাদিকর তেজোময় গর্ভ সহসা দশদিকদেবীর সহিত সমস্ত জগৎ আলোকময় করিয়া হিমাংশুরূপে ধরাতলে পতিত হইলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা সোমদেবকে ভূপতিত দেখিয়া লোকহিত কামনায় রথোপরি আরোপিত করিলেন। সোমদেব বেদময় ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। আমি শুনিয়াছি সোম দেবের রথ শুভ্রবর্ণ সহস্র ঘোটকে বহন করিয়া থাকে। পরমাত্মারূপী ভগবান সোমদেব পতিত হইলে ব্রহ্মার সপ্তমানস পুত্র, অঙ্গিয়া, পুত্রসহকৃত মহামুনি ভৃগু সামাদি চতুর্ব্বেদদ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া অধিকতর বিবৃদ্ধ জ্যোতিঃ হইয়া ত্রিলোককে জ্যোতির্ম্ময় ও আপ্যায়িত করিলেন। অনন্তর যশোমূর্ত্তি সোমদেব সেই পরম রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া সাগরা পৃথিবীকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে হিমাংশু হইতে নিঃসৃত হইয়া যে তেজ পৃথিবীতে পড়িয়াছিল তারাই জ্যোতির্ম্ময়ী ঔষধি সকল উৎপন্ন হয়। ঐ ওষধি দ্বারা নিখিল জগৎ ও চতুর্ব্বিধ প্রজা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে জগতীপতে! ভগবান্ সোমদেবই জগতের পোষণ কর্ত্তা। এই ভগবান সোমদেব লব্ধতেজা হইয়া দশগুণিত দশপদ্ম পরিমিত কাল স্তবাদি দ্বারা তপস্যা করিলেন। যে রজতবার্ণা জলময়ী দেবীসকল এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, সোমদেব স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের নিধস্বরূপ হইলেন। তদ্ব্যতীত বেদবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাকে বীজ, ওষধি, বিপ্রবর্গ ও জলরাশির আধিপত্য প্রদান

করিলেন। হে মহারাজ! সোমদেব এইরূপে বিশাল রাজ্যের অধিরাজ পদে অভিষিক্ত হইয়া লোকত্রয় ও গগনাঙ্গণকে আলোকময় করিলেন। প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ নক্ষত্রনামধেয়া ব্রতধারিণী সপ্তবিংশতি কন্যা তাঁহাকে ভার্য্যাত্বে প্রদান করিলেন। অতঃপর সোমদেব অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যাহাতে সহস্রশত গো দক্ষিণ প্রদান করিতে হয়, তাদৃশ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে ভগবান অত্রি হোতা, ভৃগু, অধ্বর্য্যু (ঋকবেদগাতা) হিরণ্যগর্ভ উদগাতা, [সামবেদ পাঠক] হইলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন, প্রভু নারায়ণ, সনৎকুমার প্রভৃতি আদ্য মহর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং সদস্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! আমি শুনিয়াছি সোমদেব সেই ব্রহ্মর্ষি সদস্যগণকে যজ্ঞের দক্ষিণ স্বরূপ ত্রিলোক দান করিয়াছিলেন। সিনী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, এই নয়দেবী তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদেবর্ষি পূজিত সোমদেব অবভৃথ [যজ্ঞস্নান] প্রাপ্ত হইয়া দশদিক প্রভাময় করিয়া স্থিরভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিসংস্তুত অন্য দুর্লভ প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভে মত্ত হইয়া তাঁহার মতিভ্রম জন্মিল, তখন তিনি অবিনীত হইয়া উঠিলেন, একদা তিনি অঙ্গিরা তনয়গণকে অবমাননা করিয়া বৃহস্পতিভার্য্যা যশস্বিনী তাহাকে অপহরণ করেন। এই ঘটনা শ্রবণে সমস্ত ঋষিগণের সহিত দেব আসিয়া তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলো, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই উহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পার্ষ্ণিগ্রাহী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতি পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরুপুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা, রুদ্রদেব অক্ষশিরনামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরশি একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতি তীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেব দানব সমরে প্রভূত লোককক্ষ হইতে লাগিল। তখন তুষিত নামক সুশীল দেবগণ দেবাদিদেব সনাতন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্যও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত করিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্য জনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না, তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভপুত্র দস্যুহস্তমধ্যে প্রসব করি শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃ প্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীর কান্তিতে দেবশরীরকেও তিরস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর প্রধান প্রধান দেবগণ সংশয়পন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? তারা দেবগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন সেই অচিরজাত দস্যুহস্তম স্বীয় জননী তারাকে সাপপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া সংশয় নিরাসার্থ স্বয়ং পুনবার তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এই পুত্র কাহার? তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদুবচনে কহিলেন, এই মাহাত্মা কুমার দস্যুহস্তম ভগবান্ সোমদেবের তনয়।

এইকথা শ্রবণমাত্র প্রজাপতি সোমদেব স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং মস্তক আগ্রাণ করিয়া তাহার নাম বুধ রাখিনেন। এই বুধ গগনাঙ্গণে অদ্যাপি চন্দ্রের প্রতিকূলদিকে উদিত হইয়া থাকেন। বুধ রাজপুত্রী ইলার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম পুরুরবা। মহারাজ পুরুরবার উর্ব্বশীর গর্ভে সপ্ত পুত্র জন্মে।

অনন্তর সোমদেব সহসা রাজযক্ষ্মা রেগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমগুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি উহার প্রশমনার্থ স্বীয় পিতা ভগবান্ অত্রির শরণাপন্ন হইলেন। মহাতপা অত্রি তাহার পাপ শান্তি করিলেন। এইরূপে রাজযাক্ষ্মা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমগুল হইয়া উঠিলেন। এই কীর্ত্তিবর্দ্ধন সোমদেবের জন্মবৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ! সোমদেবের জন্মবৃত্তান্ত এবং করিলে প্রশংসা আরোগ্য দীর্ঘায়ু ও পুণ্যলাভ হয়। অবশেষে পাপ বিমুক্ত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

২৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! বুধের পুত্র পুরুরবা বিদ্বান্, তেজস্বী, অতিবদান্য, যাগশীল, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রম এবং শত্রুকর্ত্তৃক অপরাজেয় ছিলেন। এই মহীপতি যথাসময়ে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং অদ্ব্যতিরিক্ত অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতেন। কদাচ মিথ্যা কথা বলিতেন না, পুণ্যকার্য্যে ইহাঁর বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল, এই কান্তমূর্ত্তি মহারাজ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ফলতঃ তৎকালে ত্রিলোক মধ্যে তাহার তুল্য যশস্বী রাজা আর দ্বিতীয় ছিলেন না। যশস্বিনী উর্ব্বশী তাঁহার গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইয়া আত্মাভিমান পরিহারপূর্ব্বক, ব্রহ্মবাদী, ক্ষমাশীল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী সেই মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ উর্ব্বশী সহচারী হইয়া দেবসেবিত বিবিধ রমণীয় বনে এবং মহর্ষিগণপ্রশংসিত নানা পুণ্যতম প্রদেশে পরমহ্লাদ সহকারে বহুকাল পর্য্যটন করেন। রমণীয় চৈত্ররথ নামক বনভাগে পাঁচ বৎসর, মন্দাকিনী তীরে ছয় বৎসর, অলকানগরীস্থ নন্দনবনে সাত বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া অবশেষে অভীষ্ট ফলপ্রদবর্ব্বক্ষস্বরূপ উত্তর প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আট বৎসর অতিবাহিত করেন। অনস্তর গন্ধমাদন পর্ব্বতের পাদদেশে দশ বৎসর বিহার করিয়া উত্তর মেরুশৃঙ্গে উপস্থিত হন, তথায় মনের সুখে উর্ব্বশীকে লইয়া আট বৎসর বাস করিলেন। অনন্তর প্রয়াগে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। রাজার দেবতনয় সদৃশ সাত পুত্র হয়। পুত্রগণ স্বর্গে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। ঐ সমুদায় মহাত্মা উর্ব্বশী পুত্রের নাম আয়ু, ধীমান —অমাবসু, বিশ্বায়ুঃ, ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ুঃ, দৃঢ়ায়ু, বনায়ুঃ ও শতায়ুঃ।

জনমেজয় কহিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! গন্ধর্ব্বপত্নী উর্ব্বশী দেবী হইয়া দেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিজন্য মনুষ্য রাজা পুরুরবাকে পতিত্বে ভজনা করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

বৈশপায়ন কহিলেন, মহারাজ! উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মহারাজ পুররবা সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার পত্নীত্ব, স্বীকার করিয়া শাপ মোচনার্থ কহিলেন, রাজন! যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি আপনাকে নগ্ন দেখিব না, যাবৎ অকামা পত্নীতে

আপনি সঙ্গত হইবেন না, ইহা ভিন্ন আমার শয্যা সমীপে দুইটা মেষ চিরদিনের জন্য যাবৎ বন্ধ থাকিবে এবং আপনি যৎকাল পর্য্যন্ত এক সন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করিবেন, ততদিন আমি ভার্য্যাভাবে আপনার গৃহে বাস করিব অতএব আপনি দৃঢ়তার সহিত এই নিয়ম প্রতিপালন করুন, ইহার অন্যথা হইলে আমার শাপ মোচন হইবে,সুতরাং তৎক্ষণাৎ আমি অন্তর্হিত হইব আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া সেই সমুদায় নিয়ম সম্যকরূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীও প্রীত মনে তাঁহার আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে শাপ মোহিত হইয়া সেই উর্ব্বশী একোনষষ্টি বৎসরকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। এদিকে মানুষ অবস্থায় উর্ব্বশী পৃথিবীতে বহুকাল যাপন করিতেছেন স্মরণ হওয়াতে গন্ধর্ব্বগণ নিতান্ত চিন্তান্বিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন।

হে মহাতাগগণ! সেই বরাঙ্গনা, মহাভাগা স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ উর্ব্বশী যাহাতে পুনরায় স্বর্গে আগমন করেন এবং দেবগণের সেবায় নিযুক্ত হন তাহার চিন্তা করুন। এই প্রস্তাবের পর বিশ্বাবসু নামা গন্ধর্ব্ব বাকপটুতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি শুনিয়াছ, উর্ব্বশী কতিপয় নিয়ম বন্ধনে রাজাকে বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন সেই নিয়মের কিঞ্চিম্মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আসিতে পারিবেন, সেই নিয়মও আমার অপরিজ্ঞাত নহে, সমস্তই শুনিয়াছি অতএব আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি সসহায় হইয়া তথায় গমন করিতেছি, এই কথা বলিয়া মহাযশাঃ বিশ্বাবসু প্রয়াগে গমন করিলেন, রাত্রিযোগে রাজার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পুর্ব্বক শয্যাসমীপদ্ধ একটা মেষ অপহরণ করিলেন। চারুহাসিনী উর্ব্বশী পুত্র নির্ব্বিশেষে মেষদ্বয়কে প্রতিপালন করতেন। এক্ষণে তাহার অন্যতর মেষ অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া গন্ধর্ব্বের আগমন এবং নিজের শাপাবসান সময় বুঝিতে পারিয়া রাজাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র মেষকে কে অপহরণ করিল। রাজা তৎকালে নগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়া ছিলেন, এ অবস্থায় গাত্রোত্থান করিলে পাছে প্রিয়তমা তাঁহাকে তাদৃশ উলঙ্গ দেখিয়া নিয়ম ভঙ্গ বোধে পরিত্যাগ করেন, এই শঙ্কায় উঠিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎকাল পরেই দ্বিতীয় মেষটাও অপহৃত হইল। তখন দেবী উর্ব্বশী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, রাজন! নিতান্ত অনাথার ন্যায় আমার দ্বিতীয় পুত্রও কে অপহরণ করিল, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নগ্নবস্থাতেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মেষাপহারীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে সমস্ত রাজভবন প্রদীপ্ত করিতে লাগিলেন সুতরাং নৃপতিকে নগ্ন দেখিয়া কামরূপা অপ্সরা উর্ব্বশী অন্তর্হিত হইলেন। উর্ব্বশীকে অন্তর্হিত দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। রাজাও মেষদ্বয়কে পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু প্রিয়তমা উর্ব্বশীকে আর দেখিতে পাইলেন না। বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারই দোষে হৃদয়হারিণীকে হারাইলেন, তখন নিতান্ত শোকাকুল ও দুঃখে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবল পরাক্রান্ত পৃথিবীপতি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় প্লক্ষ তীর্থে হৈমবতীনাম্নী পুষ্করিণীতে সুন্দরী উর্ব্বশী অবগাহন করিতেছেন এবং অন্যান্য পাঁচটী

অপ্সরার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিবা মাত্র শোকে ও দুঃখে অধীর হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, উর্ব্বশীও দূর হইতে মহারাজকে দেখিতে পাইয়া সহচরী সখীগণকে কহিলেন, দেখ, সখীগণ; আমি যাঁহার ভবনে এত কাল বাস করিয়াছি সেই মহাপুরুষ ঐ আসিতেছেন; এইকথা বলিয়া মহারাজকে দেখাইলেন। হে নরাধিপ! তাঁহারা সকলে নৃপতিকে দেখিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন সখি! ইহাকে দেখিয়া ইচ্ছা হইতেছে আমরাও মানব জন্ম গ্রহণ করি। সখি! তুমি ইহাঁর বাক্য শুনিয়া ইহাঁর মনের প্রসন্নতা সম্পাদন কর। অতঃপর উর্ব্বশী ইলা নন্দন মহারাজ পুরুরবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি তোমাকর্ত্তৃক গর্ভধারণ করিয়াছি অতএব সংবৎসরান্তে কতিপয় কুমার ভূমিষ্ঠ হইবে। এই সন্তানগুলি প্রসূত হইলে আমি তোমার ভবনে পুনরায় এক রাত্রি যাপন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই, এক্ষণে আপনি যথেচ্ছ প্রদেশে গমন করুন। অনন্তর মহাযশাঃ নরপতি উর্ব্বশী বাক্যে হৃষ্ট হইয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। সংবৎসর কাল অতীত হইলে উর্ব্বশী পুনরায় রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মহারাজ তাঁহার সহবাসে এক রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী নৃপতিকে কহিলেন, রাজন্ গন্ধর্ব্বগণ আপনাকে বর দান করিবেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করুন এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণের সহিত তুল্যতা প্রাপ্তির জন্যও প্রার্থনা করুন। মহারাজ উর্ব্বশীর বাক্যানুসারে অভীপিত বর প্রার্থনা করিলেন, গন্ধর্ব্বগণও তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ একটী স্থালী অগ্নিপূর্ণ করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি এই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে আমাদের সালোক্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। রাজা সেই অগ্নি ও উর্ব্বশী গর্ভসম্ভূত পুত্রগণকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, গমনকালে ঐ অগ্নিকে অরণ্যমধ্যে রক্ষা করিয়া পুত্রগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করেন। পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া অগ্নিসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় আর অগ্নি নাই একমাত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার দেখিতে পাইলেন ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষ শমীরূপে পরিণত হইল। এই ব্যাপার অবলোকনে রাজা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া অগ্নিনাশের কথা যথাযথ বর্ণন করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া অরণী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। রাজাও তাঁহাদের আদেশানুসারে একটী অরণী নির্ম্মাণ করিয়া তদ্বারা ঐ বৃক্ষ হইতে অগ্নিমন্থনপূর্ব্বক উহাকে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। এই যজ্ঞে মহারাজ গন্ধর্ব্বগণের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র অগ্নিছিল গন্ধর্ব্বগণের বরপ্রসাদে মহারাজ ইলানন্দন তাহাকে ত্রিধাবিভক্ত করেন।

হে পুরুষোত্তম! এইরূপে মহাপ্রভাবশালী হইয়া রাজা পুরুরবা মহর্ষি সেবিত পবিত্র প্রয়াগ নগরীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নগর জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহার অপরনাম প্রতিষ্ঠান।

২৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উৰ্ব্বশী গর্ভে মহাত্মা পুরুরবার দেবকুমার তুল্য সাতপুত্র জন্মে। ইহারা ধীমান্ আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, ধর্ম্মাত্মা শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু বনায়ু ও শতায়ু এই সাত নামে বিখ্যাত ছিল। স্বর্গে ইহাদের জন্ম হয়, অমাবসুর পুত্র ভীম ও রাজা নগ্নজিৎ। শ্রীমান্ ভীমের পুত্র কাঞ্চনপ্রভ, ইনি সৰ্ব্বশাস্ত্র পারদশী রাজা ছিলেন, তৎপুত্র মহাবল সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু; ইনি কেশিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ জহ্নু, সৰ্ব্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ আহরণ করেন, ইহাকে পতিলাভ করিবার জন্য গঙ্গা স্বয়ং অভিসার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার সমস্ত সভাস্থল জলপ্লাবিত করেন। তদ্দর্শনে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে কহিলেন, গঙ্গে! তুমি যে কাৰ্য্য করিয়াছ এখনই তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইবে, আমি এই জলরাশি পান করিয়া তোমার চেষ্টা বিফল করিয়া দিব, এই কথা বলিয়া গৰ্ব্বিতা গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। তখন মহর্ষিগণ রাজর্ষিপীত গঙ্গাকে জাহ্নবীনামে কল্পনা করিলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের দুহিতা কাবেরীর পাণিগ্রহণ করেন। এই অনিন্দিতা সবিদরা জহ্নু, ভার্য্যা কাবেরী যুবনাশ্ব শাপে গঙ্গার শরীরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। কাবেরী গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামা এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র অজক অজকের পুত্র, মহীপতি বলাকাশ্ব তৎপুত্র কুশ, ইনি অতিশয় মৃগয়াশীল ছিলেন। কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ভ ও মুৰ্ত্তিমান এই দেবতুল্য তেজস্বী চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কুশিক বনেচর পহ্নবগণের সহিত প্রবৃদ্ধ হইয়া ইন্দ্র সদৃশ পুত্র লাভের বাসনায় অতি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সেই অতি কঠোর তপশ্চরণ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া স্বয়ংই অংশরূপে তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। কুশিক পত্নী পৌরকুৎসীর গর্ভে ভগবান্ মঘবা স্বয়ং কুশিকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার নাম গাধি, মহারাজ গাধির পরমাসুন্দরী ভাগ্যবতী সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা হয়। গাধি তদীয় কন্যা ভৃগুপুত্র ঋচীককে প্রদান করেন। ঋচীক ভার্য্যার প্রতি প্রীত হইয়া আপনার ও মহারাজ গাধির পুত্র কামনা করিয়া চরু প্রস্তুত করিলেন এবং তদীয় ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কল্যাণি! তুমি এই চরু ভোজন কর এবং অপর ভাগ তোমার মাতাকে প্রদান করিবে, এই চরু ভোজনে তোমার মাতার ক্ষত্রিয় প্রধান অতি তেজস্বী এক পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র সমস্ত অরিমণ্ডলকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে অথচ সে সকলের অজেয়। তোমার দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শমগুণালম্বী ধৈর্য্যশালী এক মহাতপা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। ভৃগুনন্দন মহর্ষি খাচীক ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া নিত্য তপস্যা অরণ্য প্রবেশ করিলেন। গাধি ও তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে কন্যাকে দেখিবার জন্যি ঋচীকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সত্যবতী ঋষিপ্রদত্ত চরু গ্রহণ করিয়া যত্ন পূৰ্ব্বক মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। দৈবনিৰ্ব্বন্ধ বশতঃ মাতা উহার ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং স্বকীয় চরু দুহিতাকে প্রদান করেন, দুহিতার চরু স্বয়ং উপযোগ করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্তকর গর্ভ ধারণ করিলেন, তখন শরীরকান্তিতে ঐ গর্ভ ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে মহাত্মা ঋচীক যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! চরুর বিপর্য্যয়হেতু

তুমি তোমার মাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার গর্ভে অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র প্রকৃতি এক পুত্র জন্মিবে। তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মপরায়ণ তপস্যানুরক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। কারণ, আমি উহাতে সমস্ত বেদ নিহিত করিয়াছি।

ভাগ্যবতী সত্যবতী স্বামীর বাক্য শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইলেন এবং বিবিধ অনুনয়-বিনয় দ্বারা স্বামীকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, প্রভো! যাহাতে আপনা হইতে আমার ঐরূপ দুরাত্মা ব্রাহ্মণ পুত্র না হয় তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। মুনি কহিলেন ভদ্রে! তোমার একটী দুবৃত্ত সন্তান হইবে ইহা আমার কদাচ অভিপ্রেত নহে কিন্তু মাতা পিতার দোষেই তাদৃশ উগ্রকর্ম্মা পুত্র হয়, তোমারই অপরাধে এরূপ ঘটনা হইয়াছে। সুতরাং যাহা হইয়াছে তাহার আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কথা শুনিয়া দেবী সত্যবতী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, দেব! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক সৃষ্ট করিতে সমর্থ, এসামান্য বিষয়ের কথা আর কি বলিব অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমগুণাবলম্বী আর্জ্জব স্বভাব সম্পন্ন একটী পুত্র প্রদান করুন। হে ভগবন্! যদি নিতান্তই আপনার! অভিলষিত হয় যে, আপনি উহা অন্যথা করিবেন না তবে যেন আমাদের পৌত্র ঐরূপ গুণশালী হয়, পুত্র নহে। ঋষি দেবীবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বরবর্ণিনি পুত্র ও পৌত্রে আমার কিছুই বিশেষ নাই অতএব তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে।

অনন্তর সত্যবতীর গর্ভে ভৃগুবংশাবতংস জমদগ্নির জন্ম হইল। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তপোনিষ্ঠ দান্ত ও শমপর হইয়া স্বীয়কুল সমুজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রুদ্র ও বিষ্ণুর অংশগত চরুর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল এক্ষণে মহামুনি ঋচীক দেব যজনাদি দ্বারা তাহার সংশোধন করায় বৈষ্ণবাংশেই জমদগ্নির জন্ম হইল। সেই সত্য ধর্ম্মপরায়ণা সত্যবতী এই মহানদী রূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে কৌশিকী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহারাজ! ইক্ষাকু বংশে-রেণু নামে এক নরপতি ছিলেন, তাহার কন্যা কামলী ইহার অপর নাম রেণুকা জমদগ্নি ঐ কামলীর গর্ভে তপোবলসম্পন্ন বিদ্বান এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনি সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ, বিশেষতঃ ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ছিলেন, ক্ষত্রিয়ারণ্যে প্রদীপ্ত দাবানলস্বরূপ রাম নামে বিখ্যাত হন। অতঃপর সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি ঋচীকের অপর দুই পুত্র জন্মে মধ্যমের নাম শুনঃশেফ, কনিষ্ঠের নাম শুনঃপুচ্ছ।

এদিকে কুশিকনন্দন গাধির বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র জন্মে, বিশ্বামিত্র তপস্যা, বিদ্যা ও শমগুণ দ্বারা ব্রহ্মর্ষি সমতা লাভ করিয়া অবশেষে সপ্তর্ষিমধ্যে গণনীয় হইলেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের অপর নাম বিশ্বরথ। এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি ত্রিলোক বিখ্যাত যে সকল পুত্র জন্মে তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শালাবতীর গর্ভে দেবশ্রবা, কতি ও হিরণ্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। কতি হইতে কাত্যায়ন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, রেণু হইতে রেণুমান্ নামে একপুত্র জন্মে। এতড়িন্ন সাঙ্কতি গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ,জয়, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপও হারিত ইহারাও বিশ্বামিত্রের তনয়। এই সকল পুত্রদ্বারাই মহাত্মা কুশিকের বংশ বিশেষ বিখ্যাত। পাণিন্ বভ্রু ধ্যানজপ্য পার্থিব, দেবরাত, শালস্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, অদৃত, কারীষি, সৌশ্রুত, কৌশিক সৈন্ধবায়ন, দেবল, বেণু যাজ্ঞবল্ক্য অঘমর্ষণ, ঔডুম্বর অভিগ্লাত তারকায়ন, চুঞ্চুল ইহারাও বিশ্বামিত্রের বংশ। ইহারা শালাবতী, হিরণ্যাক্ষ সাঙ্কৃতি ও গালবের সন্তান। এতড়িন্ন বিশ্বামিত্রের আর দুই বংশধর

ছিল তাহাদের নাম নারায়ণি ও নর। হে মহারাজ! এই বংশে বহুঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুবংশীয় মহাত্মাদিগের সহিত কুশিক বংশীয় ব্রহ্মর্ষিদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই জন্যই এই উভয় বংশ হইতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগের মধ্যে শুনঃশেফ সকলের অগ্রজ, এই মুনিসত্তম শুনঃশেফ ভার্গব হইলেও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি হরিদশ্বের যজ্ঞে পশুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ ইহাকে পুনরায় বিশ্বামিত্র হস্তে প্রত্যর্পণ করেন সেই জন্য ইহার নাম দেবরাত হইয়াছে। দেবরাতাদি সাত জন এবং দৃষদ্বতীর পুত্র ইহারা সকলেই বিশ্বামিত্রের পুত্র। অষ্টকের পুত্র লৌহি, ইহাঁরাই জহ্নুগণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইহার পর আয়ুর বংশ পরম্পরা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

২৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! আয়ুর পাঁচ পুত্র, ইহারা সকলেই মহারথ ও ঘোরতর যোদ্ধা ছিলেন। রাহু দুহিতা প্রভার গর্ভে ইহাদের জন্ম হয়। ত্রিলোক বিখ্যাত এই পুত্রগণের মধ্যে প্রথমে নহুষ অনন্তর বৃদ্ধ শর্ম্মা অতঃপর যথাক্রমে রম্ভ রজি ও অনেনা এই পাঁচ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রজির পাঁচ শত পুত্র হয়। ইহারা ভগ বান্ ইন্দ্রের ত্রাসোৎপাদন করিয়া রাজেয় নামে। অভিহিত হইয়াছিলেন। একদা দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইহারা উভয়দলেই পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের উভয় দলের মধ্যে কাহারা যুদ্ধে জয় লাভ করিবে, আপনি বলুন। হে ভূতেশ! আমরা আপনার বাক্যশুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে পক্ষে অতি প্রভাবশালী মহারাজ রজি অস্ত্রধারী হইয়া সমর ভূমিতে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইবেন তাহারাই জয়লাভ করিবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে পক্ষে রজি সেই পক্ষেই ধৃতি, ধৈর্য্য শালী লোকই শ্রীকে লাভ করে। যাহাদের স্মৃতি ও শ্রী এই উভয়ই আছে সেই স্থানেই ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। দেবাদিদেব ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদানবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া জয়াভিলাষী উভয় দলেই নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রজির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই স্বর্ভাণু দৌহিত্র প্রভানন্দন পরমতেজস্বী সোম বংশ বিবর্দ্ধন রাজাকে যুদ্ধে বরণ করিবার অভি প্রায়ে কহিতে লাগিলেন আপনি আমাদের জয়ের নিমিত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ করুন। অনন্তর অর্থ শাস্ত্রজ্ঞ রজি স্বীয় স্বার্থ ও যশকে লক্ষ্য করিয়া সেই দেবদানবগণকে কহিলেন।

প্রথমতঃ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাসব! যদি আমি বীর্য্যবলে সমুদায় দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারি তবে আমিই ইন্দ্র হইব ইহা তোমার অনুমোদিত হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। দেবগণ সেই বাক্য শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই সম্পন্ন হইবে, তখন নৃপতি রজি অসুরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ যাহাতে সম্মত হইলেন, তোমরাও যদি উহাতে সম্মত হও তবে বল

আমি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। দানবগণ স্বভাবতঃই দর্পিত তাহাতে আবার উহাদের স্বার্থ বুদ্ধিও বিলক্ষণ বলবর্ত্তী, সুতরাং সাহঙ্কার বাক্যে নৃপতিকে কহিল, রাজন্! আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ আমরা তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিব আপনি দেবগণেরই পক্ষাবলম্বন করুন। রাজাও তথাস্তু বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। তখন দেবগণ রাজাকে পুনর্ব্বার কহিলেন আপনি দৈত্যগণকে জয় করিয়া আমাদিগের ইন্দ্র হইবেন।

অনন্তর মহারাজ রজি বজ্রপাণি দেবরাজের অবধ্য সমুদায় দানবগণকে সমরে পরাভূত ও নিহত করিলেন। এইরূপে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীমান্ জিতেন্দ্রিয় প্রভু রজি দেবগণের অপহৃত শ্রী পুনরুদ্ধার করিলেন। অনন্তর শতক্রতু দেবগণের সহিত সেই মহাবীর্য্য রজির সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তাত! আপনি সমুদায় দেবগণের ইন্দ্র তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। আমি আপনার পুত্র, আমি কর্ম্ম দ্বারা আপনারই পুত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিব। ইন্দ্রের ঈদৃশ প্ররোচন বাক্যে মুগ্ধ ও প্রতারিত হইয়া মহারাজ রজি প্রীতমনে তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র বাক্যের প্রত্যুত্তর করিলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই দেব সদৃশ মহীপতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্রগণ সমবেত হইয়া ইন্দ্র হইতে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য বলিয়া সমুদায় স্বর্গ অধিকার করিল। তাহারা পঞ্চশত ভ্রাতা, সুতরাং স্বর্গও পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত করিয়া লইল। দেবরাজ এইরূপে হৃত রাজ্য ও যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু কাল অতীত হইলে মহাবল সুরগুরু বৃহস্পতি সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মবৃতান্ত নিবেদন করিলেন।

কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! রজির পুত্রগণ আমার রাজ্য, ভোজ্য, তেজ এমনি কি মন পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে সুতরাং দুর্ব্বল কৃশ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্ত বদরীমাত্র পুরোডাস্ [ভক্ষ্য] বিধান করুন তাহা হইলেও আমি কঞ্চিৎ সবল হইতে পারি।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে শক্র! তুমি এ সমুদায় বৃত্তান্ত আমাকে পূর্ব্বে জানাও নাই, হে অনঘ! তুমি আমাকে পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত করিলে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ আমার অকরণীয় কিছুই থাকিত না। যাহা হউক এক্ষণে তোমার মঙ্গলার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব তাহার আর সংশয় নাই। বৎস! তোমার মন নিতান্ত বিক্লব দেখিতেছি এখন হইতে উহাকে প্রকৃতিস্থ কর আর তুমি বিমনা হইয়া থাকিবে না। আমি অচিরকালের মধ্যে তোমার রাজ্য ও যজ্ঞভাগ প্রদান করিব, এই কথা বলিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি দৈত্যগণের তেজ হ্রাস করিবার এমন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে তারা আপনা হইতেই দানবগণ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া সমস্ত সম্পদ হারাইল। এ দিকে দেবযজনাদি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি উহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত এক নাস্তিকবাদ শাস্ত্রের রচনা করিলেন। উহাতে সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ মাত্রও নাই প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি উহার বিদ্বেষেই পরিপূর্ণ। উহাতে তর্ক শাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল সুতরাং দুর্ব্বৃত্ত রজিপুত্রগণের একান্ত রুচিকর হইয়া উঠিল। কথাপ্রসঙ্গে যদি কখন ধর্ম্ম প্রধান শাস্ত্রের কথা উত্থাপিত হইত তাহা তাহাদের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইতে লাগিল। লঘুচেতা রাজেয়গণ বৃহস্পতিকৃত এই নূতন তর্ক প্রধান শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ঘোর ধর্ম্মদ্বেষ্টা হইয়া উঠিল। তখন তাহারা ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল এবং ঐ সকল মতই

অতীব স্পৃহণীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এইরূপে অধর্ম্মরত হইয়া পাপিষ্ঠগণ সকলেই একবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রও দেবগুরু প্রসাদে দুর্লভ ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন।

রজি নন্দনগণ বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্র বলে নিতান্ত সংমূঢ়চেতা হইয়া রাগোম্মত্ত, বিধর্ম্মী, ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া হত বীর্য্য ও নষ্ট পরাক্রম হইয়াছিল সেইজন্য দেবরাজ কাম ক্রোধপরায়ণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া স্বীয় সুরৈশ্বর্য্যরূপ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! যিনি এই ইন্দ্রদেবের স্থানচ্যুতি ও পুনরায় তাঁহার স্বস্থান প্রাপ্তির কথা শ্রবণ বা ধারণ করেন তাহাকে আর কোন রূপ দৌরাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে হয় না।

২৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! রম্ভ অনপত্য ছিলেন। এক্ষণে আমি অনেনার বংশকীর্ত্তন করিব। অনেনার পুত্র মহাযশা রাজা প্রতিক্ষণ। প্রতিক্ষণের শৃঞ্জয় নামা ত্রিলোক বিখ্যাত এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র কৃতি, তৎপুত্র হর্য্যত্বত্- হর্য্যত্বতের পুত্র প্রতাপশালী রাজা সহদেব, সহদেবের নদীন নামে ধর্ম্মাত্মা এক পুত্র জন্মে। নদীন নন্দন জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের পুত্র সঙ্কৃতি। সঙ্কৃতির পুত্র ধার্ম্মিকবর মহা যশস্বী ক্ষত্রধর্ম্মা। ইহারাই অনেনার বংশ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন। ক্ষত্র বৃদ্ধের পুত্র মহাযশাঃ শুনহোত্র। সুনহোত্রের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে প্রথম পুত্রের নাম কাশ দ্বিতীয় পুত্রের নাম শল তৃতীয় প্রভু গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র সুনক, সুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতেই বিভক্ত হইয়াছিল। শলের পূত্র আৰ্ষ্টিসেন, তৎপুত্র কাশ্য। কাশ্যের পুভ্র কশ্যপ ও দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র ধন্ব, তৎপুত্র ধন্বন্তরি, ধন্ব বহুকাল তপস্যা করিয়া অবশেষে এই পুত্র লাভ করেন। দেব ধন্বন্তরি মনুষ্য রূপে মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করেন।

জনমেজয় কহিলেন। মহাত্মন্! দেব ধন্বন্তরি কি জন্য ইহলোকে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইলেন, আমি জানিতে অভিলাষ করি আপনি উহা যথা যথ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ধন্বন্তরির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে অমৃত মন্থন সময়ে সমুদ্র হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উত্থানকালে ইহার তেজঃপুঞ্জে দিক্ সমুদয় বিভাসিত হইতে লাগিল। তখন ইনি সিদ্ধিকার্য্যোদ্দেশে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন সম্মুখে ভগবান বিষ্ণুকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎকালে বিষ্ণু তাঁহাকে অজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এই জন্যই তিনি অজ বলিয়া বিখ্যাত হন। অজ বিষ্ণুকে কহিলেন প্রভো! আপনি লোকনাথদিগেরও ঈশ্বর জগতের বিধাতা। আমি আপনার পুত্র আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাগ কল্পনা ও স্থান নির্দ্দেশ করুন। বিষ্ণু কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয়দেবগণই যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন আর মহর্ষিগণ দেবগণমধ্যে সেই বিধিহোত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি তোমার জন্য হোমভাগ বিধান করিতে

আমার শক্তি নাই। তুমি এজন্মে দেবতাদিগের পুত্র হইয়াছ, দ্বিতীয় জন্মে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হইবে। বৎস! তুমি সেই শরীর দ্বারাই দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। তখন দ্বিজাতি বর্গ চরু, মন্ত্র, ব্রত ও জপাদি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবেন। তুমিই আয়ুর্ব্বেদ আটভাগে বিভক্ত করিবে। এই সকল অবশ্যম্ভাবী বিষয় অজযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্বেই জানিয়া রাখিয়াছেন। অতএব দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে তোমার পুনরুদ্ভব হইবে তাহার আর সংশয় নাই। ভগবান বিষ্ণু তাহাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে সুনহোত্র বংশাবতংস কাশীরাজ ধন্ব পুত্রকামনা করিয়া দীর্ঘকাল অতি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে উপাস্য দেবতা আমায় পুত্র প্রদান করিবেন তিনিই যেন আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই অভিপ্রায়ে কাশীরাজ অজ দেবের আরাধনা করেন। অনন্তর ভগবান্ অজ তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নৃপতিকে কহিলেন হে সুব্রত! তোমার যে বর অভিলষিত হয় প্রার্থনা কর আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, ভগবন। যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনিই আমার কীর্ত্তিমান পুত্র হউন। অজদেব তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেব ধন্বন্তরি ধন্বের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বরোগ প্রণাশন মহারাজ কাশীরাজ নামে অভিহিত হইলেন। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনির নিকট অধিগত হইয়া আয়ুর্ব্বেদকে ভিষক্ ক্রিয়ার সহিত অষ্টধা বিভক্ত করেন। ঐ বিভক্ত ধনুর্ব্বেদে শিষ্যগণকে শিক্ষাদেন। ধন্বন্তরির তনয় কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র মহাবীর ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র প্রজানাথ দিবোদাস। এই ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। ইহার আধিপত্য সময়ে ক্ষেমক নামা রাক্ষস ঐ পুরী একবারে শূন্য করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। মতিমানমহাত্মা নিকুম্ভের শাপে বারাণসী নগরী সহস্র বৎসর কাল শূন্য হইয়াছিল। বারাণসী এইরূপে অভিশপ্ত হইবা মাত্র প্রজানাথ দিবোদাস রাজ্য প্রান্তে গোমতী তীরে এক রমণীয় নগর স্থাপন করেন। পূর্ব্বে বারাণসী ভদ্রশ্রেণ্যনামা কোন মহীপতির অধিকৃত ছিল ঐ ভদ্রশ্রেণ্যের একশত পুত্র। তাহারা সকলেই অসাধারণ ধনুর্দ্ধারী। বলীয়ান নৃপতি দিবোদাস ঐ পুত্রশতকে সমরে নিহত করিয়া তাহার সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! নিকুম্ভ কি জন্য বারাণসীকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন। আমার বোধ হইতেছে নিকুম্ভ সামান্য প্রভাবশালী নহে, যিনি তাদৃশ সিদ্ধিক্ষেত্রকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর ঐ নিকুম্ভই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! পৃথিবীপতি রাজর্ষি দিবোদাস মহাসমৃদ্ধিশালী বারাণসী নগরী প্রাপ্ত হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাদেব দারপরিগ্রহ করিয়া দেবীর প্রীতি সম্পাদনার্থ শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মহাদেবের আজ্ঞানুসারে অভিরূপ পারিষদগণ বিবিধ উপায়ে ভগবতী পার্ব্বতীর প্রীতিসাধন করিতে লাগিল, পার্ব্বতী যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার জননী মেনকা কিছুমাত্র আহ্লাদিত হইতেন না, বরং অনেকবার তাঁহাদের উভয়েরই নিন্দাবাদ করিতেন, কহিতেন, পার্ব্বতি! তোমার স্বামী পারিষদগণের সহিত নিতান্ত আচার ভ্রষ্ট, এবং দরিদ্র, শীলতা

তাহার কিছুমাত্র নাই। মাতাকর্ত্তৃক স্বামীর এইরূপ নিন্দাবার্ত্তা শ্রবণে বরদাত্রী পার্ব্বতী স্ত্রী স্বভাব বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন কিন্তু মাতার নিকট উহা প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাস্যমাত্র করিয়া রোষভরে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিষণ্ন বদনে কহিলেন, দেব! আমি আর এখানে বাস করিব না আমাকে স্বীয় ভবনে লইয়া চলুন। তখন পার্ব্বতীনাথ মহাদেব ত্রিলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন অবশেষে পৃথিবীতেই বাসস্থান নির্ণয় করিয়া সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসী নগরী বাসার্থ মনোনীত করিলেন। কিন্তু ঐ নগরী দিবোদাসের অধিকৃত মনে করিয়া পার্শ্বস্থ নিকুম্ভকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বারাণসী পুরীতে গমন করিয়া কৌশলক্রমে উহাকে জনশুন্য কর কিন্তু দেখিও তত্রত্য মহীপতি দিবোদাস অত্যন্ত পরাক্রান্ত।

অনন্তর নিকুম্ভ বারাণসী নগরে গমন করিয়া কণ্ডূক নামক একজন নরপতিকে স্বপ্ন প্রদর্শন করাইলেন, যে হে অনঘ! তুমি এই নগরীর প্রান্তভাগে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর, আমি তোমার শ্রেয়োবিধান করিব, রাত্রিযোগে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই মহারাজ দিবোদাসকে জানাইয়া কণ্ডূক নগরীদ্বারে যথাবিধি নিকুম্ভের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল, এবং নগর মধ্যে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল। অনন্তর গন্ধ মাল্য ধূপ নৈবেদ্য অন্নপানাদি বিবিধ বস্তুজাত দ্বারা মহাসমারোহে অত্যদ্ভুতরূপে প্রতিদিন নিকুম্ভের পূজা হইতে লাগিল। এইরূপে অর্চ্চিত হইয়া গণেশ্বর সকলকেই ভূরি ভূরি বর প্রদান করিতে লাগিলেন। পুত্রার্থীকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আয়ুঃ প্রার্থীকে আয়ুঃ এমন কি যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিত তাহাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে পতিব্রতা নারীকুলশ্রেষ্ঠ রাজ মহিষী সুযশা নৃপতি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুত্র কামনায় বিবিধ উপচার দ্বারা গণপতির পূজা করিলেন এবং পূজান্তে পুত্রার্থ বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি তথায় পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া যথাবিধি ভূতনাথের অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুত্র কামনা করিতে লাগিলেন কিন্তু নিকুম্ভ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বর প্রদান করিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদি কোন রূপে রাজা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন তাহা হইলেই আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে রাজার ক্রোধাবেশ হইল, তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, এই ভুতটা আমারই নগরের সিংহদ্বারে অবস্থিতি করে, নাগরিকদিগের উপর প্রীত হইয়া শত শত বর প্রদান ও করিতেছে কিন্তু কি জন্য আমাকে পুত্রার্থ বর প্রদান করিতেছে না? আমারই নগরীতে সর্ব্বকাল বাস করিয়া আমারই লোকদ্বারা নিত্য নিয়মিত অর্চ্চিত হইতেছে, আমি প্রেয়সী মহিষী দ্বারা ব্যর্থ হইয়া পুত্র প্রার্থনা করিলাম কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৃতঘ্ন কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না। অতএব ইহার আর পূজা বিধেয় নহে, বিশেষতঃ আমার অধিকারে আর কিছুতেই পূজা পাইবে না। আমি দুরাত্মাকে স্থান ভ্রষ্ট করিব। এই রূপ নিশ্চয় করিয়া দুরাত্মা দুর্ম্মতি রাজাধম দিবোদাস ভূতনাথের সেই প্রতিষ্ঠান স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। অতি প্রভাবশালী নিকুম্ভ স্বীয় আবাসস্থান ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, যে, তুমি যখন নিরপরাধে আমার স্থান নষ্ট করিলে তখন তোমার এই পুরী নিশ্চয়ই এখনই শূন্য হইয়া যাইবে। এই শাপেই তৎকালে বারাণসী একবারে জনশূন্য হইয়া গেল। নিকুম্ভ পুরীকে শাপ প্রদান করিয়া মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলেন। এদিকে

শাপ শ্রবণে নগরবাসী সমস্ত লোক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর শুন্য নগরীতে মহাদেব তদীয় আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেবী সহবাসে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী গৃহ বিপর্য্যাস হেতু তথায় প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহাদেবকে কহিলেন এই পুরীতে আমি বাস করিতে পারিতেছি না।

ভগবান ত্রিপুরান্তকারী ত্রিলোচন হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অবিমুক্ত গৃহ। আমি তথায় আর গমন করিব না, তুমি একাকিনী গমন কর। মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত বলিয়াছিলেন সেই জন্য উহা অবিমুক্ত নামেও অভিহিত হইয়াছে, এই স্থানে সর্ব্বদেব পূজিত ধর্ম্মাত্মা দেব মহেশ্বর কৃতাদি যুগত্রয়ে দেবীর সহিত পরমসুখে বাস করেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে ঐ পুরী অন্তর্হিত হইবে বটে কিন্তু দেব উহাকে পরিত্যাগ করিবেন না, তিনি সর্ব্বদাই সন্নিহিত থাকিবেন। বারাণসী এইরূপে লোক শূন্য হইয়াছিল শাপাবসানে আবার তথায় অধিবসতি হয়।

ভদ্র শ্রেণ্যের দুর্দ্দম নামক এক পুত্র ছিল, উহাকে বালক বলিয়া দিবোদাস করুণাবশতঃ পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে দুর্দ্দম হৈহয় মহীপতির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি দিবোদাস হইতে অপহৃত স্বকীয় পিতৃরাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ভদ্র শ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম দিবোদাসকে পরাভূত ও পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্প সফল করিলেন। অনন্তর দৃশদ্বতীর গর্ভে দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামে মহাবীর পুত্র জন্মে। প্রতর্দ্দন বাল্যাবস্থাতেই দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বীয় পিতৃরাজ্য প্রত্যাহরণ করিলেন, প্রতর্দ্দনের বৎস ও ভাগ নামে দুই বিখ্যাত পুত্র জন্মে। বৎসের পুত্র অলর্ক, তৎপুত্র সন্নতি। অলর্ক সত্য প্রতিজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। পুরাতন লোকেরা বলিয়া থাকেন, অলর্ক ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শতবর্ষ যৌবনাবস্থায় ছিলেন। লোপামুদ্রার প্রসাদেই তিনি এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপক যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপযৌবনশালী মহারাজ অলর্কের রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই মহাত্মাই শাপাবসানে ক্ষেমক নামক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া পুনরায় বারাণসী নগরীকে প্রতিষ্ঠিত ও পরম রমণীয় বেশে সজ্জিত করিলেন। সন্নতির পুত্র ধর্ম্মাত্মা সুনীথ। সুনীথের পুত্র মহাযশা ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র কেতুমান, তৎপুত্র সুকেতু। সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর মহাবীর সত্যকেতু নামে এক পুত্র জন্মে। সত্যকেতুর পুত্র মহারাজ বিভু, তৎপুত্র সুবিভু। সুবিভুর পুত্র সুকুমার, সুকুমার নন্দন ধার্ম্মিকবর ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র প্রজানাথ বেণুহোত, তৎপুত্র ভর্গ। বৎস (অলর্কের পিতা ও প্রতর্দ্দনের পুত্র) হইতে বৎস বংশের ও ভার্গব হইতে ভৃগুবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারাই ভার্গব বংশীয় অঙ্গিরার পুত্র। এই বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ জাতীয় সহস্র সহস্র পুত্র জন্মে। ইহারা কাশিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সকলেই কাশি নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে মহারাজ নহুষের বংশ পরম্পরা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

৩০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাতেজা নহুষের বিরজা নাম্নী পিতৃ কন্যাতে ইন্দ্র সদৃশ তেজস্বী ছয়পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের নাম যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, পঞ্চম ভব, ষষ্ঠ সুযাতি। তন্মধ্যে যযাতি রাজা হন। যতি সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যযাতি দ্বিতীয় ছিলেন। এই পরম ধার্ম্মিক রাজা ককুৎস্থের গো নাম্নী কন্যাকে পত্নীত্বে লাভ করেন। যতি মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাত্মরূপে মুনি হইলেন। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যযাতি পৃথিবী জয় করিয়া উশনার পুত্রী দেব যানীকে ভার্য্যাত্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর বৃষপর্ব্বা নামক অসুরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পাণি গ্রহণ করেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু, শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য অনু ও পূরু জন্ম প্রহণ করেন, দেরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া মহারাজ যযাতিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল একখানি দিব্য রথ প্রদান করেন। এই রথ কাঞ্চনময় মনোজব তুল্য বেগগামী শুভ্র অশ্বযুক্ত হইয়া চালিত হইত। মহারাজ যযাতি এই রথে আরোহণ করিয়া অমিত পরাক্রমে ছয় দিনে সমস্ত পৃথিবী ও স্বর্গ লোক জয় করিয়াছিলেন।

এই রথ যাবতীয় পুরুবংশের অধিকারে ছিল। অনন্তর চেদিরাজ বসুর হস্তগত হয়। অবশেষে কুরুবংশের রাজা জনমেজয়ের হস্তে পড়িয়া উহার ধ্বংস হইল। হে রাজেন্দ্র! একদা রাজা জনমেজয় গর্গমুনির পরুষভাষী বালক পুত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্ম হত্যা পাতকে লিপ্ত হন তাহাতে ধীমান গর্গ তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই শাপে তিনি বিরথ ও লৌহ গন্ধযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পৌরগণ ও জনপদবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি কুত্রাপি আর শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে মহামুনি শৌনক ইদ্রোতের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শৌনক ইদ্রোত রাজার পাপক্ষালনার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। যজ্ঞের অবভৃথ (যজ্ঞান্তস্নান) দ্বারা রাজার লৌহগন্ধ অপনীত হইল। কিন্তু তাঁহার সেই দিব্য রথ আর পাইলেন না। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া উহা চেদিরাজ বসুকে প্রদান করেন। বসু আবার বৃহদ্রথকে প্রদান করেন। বৃহদ্রথ তাঁহার পুত্রের হস্তে অর্পণ করেন। হে কৌরব নন্দন! অনন্তর ভীম জরাসন্ধকে নিহত করিয়া সেই রথ কৃষ্ণকে প্রদান করেন। নহুষতনয় যযাতি সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী পুত্রগণের নিমিত্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, মতিমান যযাতি দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে স্থাপন করিলেন, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্য, উত্তর দিকে অনুকে মধ্যে পূরুকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারাই এই সপ্তদ্বীপা সপত্তন পৃথিবীকে স্ব স্ব প্রদেশে থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে অদ্যাপি পরিপালন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার সন্ততি বর্গের বিষয় বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন।

রাজা যযাতি পঞ্চ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল তখন তিনি যদুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার জরা প্রতিগ্রহ কর। আমি তোমার রূপ যৌবন সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী ভোগ করিব।

যদু কহিলেন, রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণকে অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, উহা অসম্পাদিত রাখিয়া আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যাবস্থায়

পান ভোজন বিষয়ে অনেক দোষ জন্মে অতএব আপনার জরা গ্রহণে আমি উৎসাহী নহি। হে রাজন! আমা অপেক্ষা আপনার অনেক প্রিয়তর পুত্র আছে অতএব জরা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অন্যতম পুত্রের নিকট প্রার্থনা করুন। মহারাজ যযাতি যদুর বাক্যে কুপিত হইয়া পুত্রকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, হে দুর্ব্বদ্ধে! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমার কোন আশ্রম আছে? ধর্ম্মাচরণই বা কি হইতে পারে? আমি তোমার যেরূপ গুরু তাহাতে আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম জগতে আর কি হইতে পারে? এই কথা বলিয়া রোষভরে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া কহিলেন, হে মূঢ়! তুমি যেমন আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া আমায় অনাদর করিলে সেই রূপ তোমারও সন্তান সন্ততিবর্গ রাজ্যহীন হইবে।

অনন্তর রাজা তুর্ব্বসু দ্রুহ্যয ও অনুর সমীপেও ঐ রূপ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সকলেই উহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, হে রাজর্ষি সত্তম! তখন সেই অপরাজিত নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সকলকেই শাপ প্রদান করিলেন। যাহাকে যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। অনন্তর পূরুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎস পূরো! যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমাতে জরা আধান করিয়া তোমার যৌবনে তরুণাবস্থা লাভ করিয়া রাজ্য ভোগ করি। প্রতাপশালী পূরু পিতৃ বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা যযাতিও পূরুর যৌবন লাভ করিয়া পরম রাজ্যভোগসুখ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

হে ভরতসত্তম! মহারাজ যযাতি কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা বাসনার তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত উহার সীমা অনুসন্ধিৎসু হইয়া চৈত্ররথ নামক অরণ্যে বাস করিয়া বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত বহুকাল বিহার করিলেন। যখন সেই নৃপতি তাদৃশ কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তখন তিনি পূরুর সমীপে আসিয়া স্বীয় জরা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! সে সময়ে রাজা যযাতি যে কয়েকটী গাথা গান করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে কুর্ম্মশরীরের ন্যায় বাসনার সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। “কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা বাসনা কখনই শান্তি পায় না বরং ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। পৃথিবীতে যে কিছু ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু অথবা স্ত্রী আছে তৎসমুদায় এক ব্যক্তির হইলেও তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে এই মনে করিয়া ভোগাভিলাষে কাহারও মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। ঐরূপ মুগ্ধ হইলেই শরীর মন অথবা বাক্য দ্বারাই হউক কোন প্রাণীতে আর পাপভার উপস্থিত হইবে না; তখন তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাবে হিতকামনা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবেন। যখন লোকে অন্য হইতে ভয় পায় না অথচ স্বয়ং ও অন্যের ভীতির আস্পদ নহে, আর যখন কোন বস্তুতেই রাগ দ্বেষ উপস্থিত হয় না তখনই তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। যে ধনাশা দুর্ম্মতিদিগেরও দুস্ত্যাজ্য যাহা জরাগ্রস্ত লোকেরও জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণ নাশক রোগস্বরূপ উহা ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায় দন্ত পংক্তি স্খলিত হইয়া পড়ে কিন্তু তাদৃশ জরা জীর্ণ লোকের ধনাশা ও জীবিতাশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না। এই জগতে যাহা কিছু কাম্য বা দিব্য সুখ আছে তৃষ্ণাকুল দুরাকাঙ্ক্ষ লোকে তাহার যোড়শ ভাগ সুখ ভোগেও সমর্থ নহে।” এই কথা বলিয়া কামনা পরিহার পূর্ব্বক সেই রাজর্ষি যযাতি সকলত্র হইয়া বন প্রবেশ করিলেন। তথায় বহুকাল অতি বিপুল

তপশ্চরণ করিলেন। অনন্তর ভৃগু পর্ব্বতে তপঃ সমাপ্তি করিয়া অনশনে দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিলেন। তাঁহার বংশে সাধুতম পাঁচ জন রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারাই সমস্ত পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়াছেন। রাজন্! যে বংশে ভগবান্ বৃষ্ণিকুলোদ্ভব নারায়ণ হরি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই রাজর্ষি সৎকৃত যদু বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি মহারাজ যযাতির পবিত্র চরিত্র পাঠ অথবা শ্রবণ করেন তিনি সুস্থ, পুত্রবান্, আয়ুষ্মান ও কীর্ত্তিমান্ হইবেন।

৩১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাত্মা পূরু, দ্রুহ্য, অনু, যদু ও তুর্ব্বসু, ইহাদের সকলেরই বংশপরম্পরা আমি পৃথকরূপে শুনিতে অভিলাষ করি এবং বৃষ্ণিবংশ প্রসঙ্গে আমার পূর্ব্বতন বংশ বৃত্তান্ত ও আপনি বিস্তারক্রমে যাথার্থতঃ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই অসামান্য পুরুষ কায়সম্পন্ন মহাত্মা পূরুর বংশ আমুলতঃ বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিব এবং দ্রুহ্য, অনু, যদু ও তুর্ব্বসুরও বংশ বৃত্তান্ত বর্ণন করিব শ্রবণ করুন। পূরুর জনমেজয়নামা এক মহাবীর্য্য পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রচিন্বৎ, ইনি স্বকীয় ভুজবলে সমগ্র পূর্ব্বদিক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র রাজা সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র বহুগব, তাঁহার আত্মজ সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহম্পাতী, তৎসুত রৌদ্রাশ্ব সম্পাতি। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে দশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে ঋচেয়ু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অনন্তরকৃকণেয়ু, কক্ষেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু, সন্নতেয়ু, দশার্ণেয়ু, জলেয়ু মহাবল স্থলেয়ু, বননিত্য ও বনেয়ু এই দশটী পুত্র। ইহাঁর কন্যাও দশটী। তাহাদের নাম রুদ্রা, শূদ্র, ভদ্রা, মলদা, মলহা, স্বলদা, সুরসা, নলদা, গোচপলা ও স্ত্রীররত্ন কূটা। অত্রিবংশজাত ঋষিবর প্রভাকর ইহাদের ভর্ত্তাছিলেন। প্রভাকর রুদ্রার গর্ভে যশস্বী সোমদেবকে উৎপাদন করেন। যৎকালে দিবাকর রাহু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া গগনাঙ্গণ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছিলেন তমোরাশি সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিল, তখন ঐ মহর্ষি অত্রিই প্রভাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইনি সূর্য্যকে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'তোমার মঙ্গল হউক।' এই কথা বলিমাত্র দিবাকর আর ভূতলে পতিত হইলেন না। ইনিই অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্রসমুদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। দেবগণ যজ্ঞস্থলে ইহাঁর যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ইনিই দশপুত্রিকাতে মহাবল পরাক্রান্ত অত্যুগ্র তপস্বী স্বনামক দশপুত্র উৎপাদন করেন। হে রাজন্! তাঁহারাই বেদপারগ গোত্র প্রবর্ত্তয়িতা ঋষি তাঁহারাই স্বস্ত্যাত্রেয় নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা অধিন লাভ করিতে পারেন নাই। কক্ষেয়ুর মহারথ তিন পুত্র ছিলেন। ইহাদের নাম সভানর, চাক্ষুষ ও পরমস্যু। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ কালানল, কালানলের পুত্র ধর্ম্মাত্মা সৃঞ্জয় তৎপুত্র মহাবীর রাজা পুরঞ্জয়। হে মহারাজ! এই পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, দেবলোকপরিজ্ঞাত প্রথিতকীর্ত্তি রাজর্ষি মহাশাল জনমেজয়ের পুত্র ছিলেন। তৎপুত্র মহামনা, ইনি পরম ধার্ম্মিক শৌর্য্যশালী সুরগণ পূজিত উদারচেতা ছিলেন। হে ভরতকুল ধুরন্ধর! সুমনার ধর্ম্মজ্ঞ উশীনর ও মহাবল তিতিক্ষু নামে

দুই পুত্র জন্মে। উশীনরের রাজার্য্য বংশসম্ভূতা পত্নী ছিলেন ইহাদের নাম নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা, পঞ্চমী, দৃশদ্বতী। উশীনরের বৃদ্ধ বয়সে তপোবল প্রভাবে ঐ পঞ্চপত্নীতে পাঁচটী কুলভূষণ পুত্র জন্মে। নৃগার পুত্র নৃগ, কৃমির পুত্র কৃমি, নবার পুত্র নব, দর্ব্বার পুত্র সুব্রত, দৃশদ্বতীর পুত্র শিবি, শিবির অধিকৃত রাজ্যের নাম শিবি, নৃপের রাজধানী যৌধেয়, নবের নবরাষ্ট্র, কৃমির কৃমিলা, সুব্রতের অম্বষ্ঠা নামে রাজধানী ছিল। এক্ষণে শিবির পুত্রদিগের বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। শিবির লোক-বিখ্যাত চারিপুত্র জন্মে। প্রথম পুত্রের নাম বৃষদ, দ্বিতীয় সুবীর, তৃতীয়ের নাম কৈকেয়, চতুর্থ মদ্রক।

অতিসমৃদ্ধ কৈকেয় ও মদ্র, বৃষদর্ভ ও সুবীর, স্ব স্ব নাম প্রসিদ্ধ এই চারি জনপদে তাঁহাদের রাজধনী ছিল। এক্ষণে তিতিক্ষুর বংশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। হে ভারত! তিতিক্ষুর নন্দন মহারাজ উষদ্রথ ইনি পূর্ব্বদিকে রাজা ছিলেন। হে মহারাজ! উষদ্রথের পুত্র ফেন, তৎপুত্রের নাম সুতপা। সুতপার পুত্র বলি, ইনি পূর্ব্বকালে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত ইষুধি (তূনীর) ব্যবহার করিতেন এবং পরম যোগী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র জন্মে প্রথমতঃ অঙ্গ, অনন্তর বঙ্গ, সুহ্ম,পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান কিন্তু তাঁহার ঐ বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এক সময়ে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া বলিকে বরপ্রদান করেন যে তুমি মহাযোগিত্ব লাভ করিয়া কর্ম্মপরিমিত আয়ু প্রাপ্ত হইবে। সংগ্রামে অজেয়তা, ধর্ম্মে প্রাধান্য, ত্রিলোক পরিদর্শন শক্তি ও পুত্রবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে। বলে অপ্রতিম ও ধর্ম্মতত্ত্বার্থের দর্শক হইবে। বর্ণচতুষ্টয়ের স্থাপয়িতা হইবে। এইরূপে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া মহারাজ বলি পরম নিবৃতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ বলির যে পুত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি উহারা সকলেই তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র তাঁহার পত্নী সুদেষ্টার গর্ভে মহামুনির ঔরসে তাহাদের জন্ম হয়, এই পাঁচ পুত্রই অতি তেজস্বী ও মহা তপস্বী ছিলেন। ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহাত্মা বলি যোগাশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অধৃষ্য ও কালাপেক্ষী হইয়া ঋষিরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে স্বকীয় অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জনপদ সমুদায় পঞ্চপুত্রের নামানুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছিল যেমন অঙ্গের অধিকৃত স্থান অঙ্গ, বঙ্গের অধিকৃত স্থান বঙ্গ, ইত্যাদি এক্ষণে অঙ্গের পুত্রগণের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

অঙ্গের পুত্র মহারাজ দধিবাহন, দধিবাহনের পুত্র রাজা দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ। ইনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ছিলেন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। ধর্ম্মরথ বিষ্ণু পদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ সমাধান করিয়া মহাত্মা ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র দশরথ, ইনি লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইহার কন্যার নাম শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে মহারাজ লোমপাদের মহাযশা চতুরঙ্গ নামা কুলবর্দ্ধন এক পুত্র জন্মে। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষসুত কীর্ত্তিমান্ চম্প। চম্পের পুরীর নাম চম্পা, পূর্ব্বে ইহাকে মালিনী বলিত। মুনিবর পূর্ণভদ্রপ্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মে। ইহার জন্য বিভাণ্ডক সুত মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ মন্ত্রবলে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়া ছিলেন। হর্য্যঙ্গের পুত্র রাজা ভদ্ররথ, ভদ্রথের পুত্র প্রজানাথ বৃহৎ কর্ম্মা, তংপুত্র বৃহদ্দর্ভ, বৃহদ্দর্ভ হইতে বৃহন্মনার জন্ম হয়। বৃহম্মনা জয়দ্রথ নামক এক

বীরপুত্র উৎপাদন করেন, জয়দ্রথের পুত্র দৃঢ় রথ। হে জনমেজয়! এই দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র কর্ণ, কর্ণের নন্দন বিকর্ণ। বিকর্ণের অঙ্গকুল বর্দ্ধন শত সংখ্যক পুত্র ছিলেন।

মহারাজ! বৃহদ্দর্ভের রাজা বৃহন্মনা নামক যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার দুই পত্নী। একের নাম যশোদেবী অন্যের নাম সত্যা, ইহাঁরা উভয়েই বৈনতেয় সুতা, ইহাঁদের বংশধর পুত্রও রহিয়াছেন। যশোদেবীর গর্ভে জয়দ্রথের জন্ম হয় । সত্যার পুত্র বিজয়। এই বিজয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র মহাযশা সত্যকর্ম্মা। সত্যকর্ম্মার পুত্র সূত অধিরথ। এই সূত কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে লোক সূতজ বলিত। মহাবল কর্ণের কথা পূর্ব্বে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। তৎপুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র বৃষ। এই অঙ্গমহীপতির বংশ জাত রাজন্যগণের বিষয় আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহাঁরা সকলেই সত্য ব্রত পুত্রবান্ মহাত্মা ও অদ্বিতীর ধনুর্দ্ধারী ছিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই রৌদ্রাশ্বতনয় ঋচেয়ুর বংশীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

৩২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একরাট্ নামক মহীপতির পুত্র রাজর্ষি ঋচেয়ু অতি দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট ছিলেন। ঋচেয়ু তক্ষক নন্দিনী জ্বলনা নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঐ মহিষীর গর্ভে রাজর্ষি মহীপতি মতিনারের জন্ম হয়। মতিনার নৃপতির তংসু, প্রতিরথ ও সুবাহু নামক পরম ধার্ম্মিক তিনপুত্র এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা হয়, এই কন্যা মান্ধাতার জননী। পুলগণ সকলেই বেদার্থদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, বলবান্ অস্ত্রধারী ও যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। প্রতিরথের পুত্র নৃপতি কম্ব, কম্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কম্ব নৃপতির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। ইহাঁর ইলিনী নামে এক কন্যা ছিলেন। ইলিনী ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তংসু ইহাঁর পাণি গ্রহণ করেন। তংশুর পুত্র সুরোধ। সুরোধ ধর্ম্মপরায়ণ প্রতাপশালী, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রান্ত রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা উপদানবী। উপদানবীর গর্ভে দুস্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ এই চারি পুত্র জন্মে। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত। ভরত শকুন্তলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বীর্য্যবান্ অযুত হস্তি তুল্য বলশালী হইয়া পৃথিবীকে একচ্ছত্রীকৃত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদমন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই ভরত হইতেই তদীয় বংশ পরম্পরা ভারত নামে অভিহিত হইয়াছে। একদা রাজা দুষ্মন্তের প্রতি আকাশ বাণী হয় যে, হে নর দেব! মাতা কেবল পুত্রকে প্রসব করেন, বস্তুতঃ পুত্র পিতারই, পুত্র যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। পুত্র পিতাকে যমসদন হইতে উদ্ধার করে অতএব হে দুষ্মন্ত! তুমি তাদৃশ পুত্রকে ভরণ পোষণ কর। শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না। শকুন্তলা যাহা বলিতেছেন উহা সত্য, তুমিই এই গর্ভের আধান করিয়াছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে মাতৃগণের কোপে মহীপতি ভরতের পুত্রগণ বিনষ্ট হয়। হে রাজন! অনন্তর দেবগণকর্ত্তৃক যজ্ঞবলে মহামুনি বৃহস্পতি নন্দন ভরদ্বাজ এই বংশে সংক্রামিত হইলেন। ধীমান্ ভরদ্বাজের সংক্রমন বৃত্তান্ত এইস্থলেই উদাহৃত হইয়া থাকে। ভরতের হিত কামনায় ভরদ্বাজ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সংক্রমণ করাইলেন, কিন্তু পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে প্রথমে সমুদায় ক্রিয়া বিতথ অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায়। তদনন্তর ঐ ভরদ্বাজ হইতেই ভরতের পুত্র জন্মিল, উহার নাম বিতথ রাখিলেন। এই বিতথ জন্ম গ্রহণ করিলেই ভরত ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজও বন প্রস্থান করেন। অনন্তর বিতথের সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল এই পাঁচ পুত্র জন্মে। সুহোত্রের দুই পুত্র হয়, প্রথম পুত্র মহাবল কাশিক দ্বিতীয় নৃপতি গৃৎসমতি গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কাশির পুত্র কাশয় ও দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র শাস্ত্রজ্ঞ ধন্বন্তরি তৎপুত্রের নাম কেতুমান। কেতুমানের পুত্র বিদ্বান্ ভীমরথ। ইনি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়া সমুদায় রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

হে রাজন! এই সময়ে মহাত্মা মতিমান নিকুম্ভের শাপে সহস্র বর্ষ ব্যাপক দিবোদাসের রাজধানী বারাণসী নগরী একবারে জন শূন্য হইয়া যায়, তৎকালে ক্ষেমক নামা রাক্ষস ঐ শূন্যা বারাণসীতে নিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। দিবোদান ঐ শাপ শ্রবণ মাত্র গোমতী তীরে

ভদ্র শ্রেণ্যের শত পুত্রকে নিহত করিয়া এক পরম রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। দিবোদাসের পুত্র মহাবল রাজা প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দনের বংস ও ভার্গব নামে দুই পুত্র জন্মে। বংসের পুত্র অলর্ক তৎপুত্র সন্নতিমান্। এই মহীপতিই হৈহয়ের রাজ্য বল পূর্ব্বক অপহরণ করেন। এক সময়ে দিবোদাস যাহাকে বালক বলিয়া করুণা বশতঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম দিবোদাস কর্ত্তৃক অপহৃত স্বকীয় পিতৃরাজ্য এক্ষণে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ভীমরথের পুত্র অষ্টারথ নামে এক নৃপতি ছিলেন। হে মহারাজ! ঐ অষ্টারথ ক্ষত্রিয়োচিত বৈর নির্য্যাতন বাসনায় দুর্দ্দমের বালকপুত্রগণকে নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করিলেন। কাশিরাজ অলর্ক ব্রহ্মপরায়ণ সত্যসঙ্গর ও রূপ-যৌবনশালী হইয়া ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বৎসর বিশাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি লোপামুদ্রার প্রসাদ বলে ঐরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করেন। মহাবাহু অর্ক বারাণসীর শাপাবসানে ক্ষেমক রাক্ষসকে নিহত করিয়া পুনরায় তথায় অতি রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। অলর্কের পুত্র ক্ষেমক, ইহার অপর নাম সুনীথ। সুনীথের পুত্র মহাযশা ক্ষেম্য, তৎপুত্র কেতুমান ও বর্ষকেতু। বর্ষকেতুর পুত্র প্রজানাথ বিভু, বিভুর আনর্ত্ত নামে এক বংশধর জন্মে, তৎপুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র মহারথ সত্যকেতু। এই সত্যকে অতি তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। বৎস হইতে বৎসভূমি ও ভার্গব হইতে ভৃগুভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই অঙ্গিরার পুত্র ভৃগু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! সুহোত্রের বৃহৎ নামে এক পুত্র জন্মে। বৃহতের অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও বীর্য্যবান্ পুরুমীঢ় এই তিন পুত্র জন্মে। অজমীদের পরমা সুন্দরী কীর্ত্তিমতী তিন পত্নী ছিলেন ইহাদের নাম নালী, কেশিনী ও ধূমিনী। কেশিনীর গর্ভে অতি প্রতাপশালী জহ্নু, নামা এক পুত্র জন্মে। এই জহ্নু সর্ব্বমেধ নামক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভাগীরথী গঙ্গা ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষে স্বয়ং অভিসার করিয়াছিলেন কিন্তু রাজর্ষি উহা অস্বীকার করায় গঙ্গা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমুদায় যজ্ঞীয় সভা জলপ্লাবিত করিলেন। হে ভরতসত্তম! এইরূপে সমুদায় যজ্ঞ ভূমি প্লাবিত হইল দেখিয়া মহারাজ জহ্নু, ক্রোধ পরবশ হইয়া গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গঙ্গে! এই দেখ আমি তোমার ত্রিলোকব্যাপ্ত সমুদায় জল পান করিতেছি, তাহা হইলে তুমি তোমার গর্ব্বোচিত ফল এখনই প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা মুনিগণ জহ্নু, সমীপে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক গঙ্গার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে ভাগীরথীকে দুহিতৃত্বে কল্পনা করিয়াছিলেন এই জন্য গঙ্গাকে জাহ্নবী বলিয়া থাকে। জহ্নু, যুবনাশ্ব পুত্রী কাবেরীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার শাপে কাবেরীর শরীরার্দ্ধ নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। জহ্নুর পুত্র বীর্য্যবান অজক, অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব, তৎপুত্র কুশিক, ইনি বনের পাহ্লবগণের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া বিলক্ষণ মৃগয়াশীল হইয়াছিলেন। মহারাজ কুশিক ইন্দ্রসদৃশ মহাবীর্য্য পুত্র কামনা করিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবান মঘবা ভীত হইয়া স্বয়ং ইহার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পুত্রই মহারাজ গাধি নামে বিখ্যাত হন। গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বজিৎ এই তিন পুত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা হয়। এই সত্যবতীর

গর্ভে মহর্ষি পাচকের যমদগ্নি নামে এক পুত্র হইল বিশ্বামিত্রের ত্রিলোক বিখ্যাত দেবরাত প্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান জন্মে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করতেছি শ্রবন করুন।

রাজন্! দেবশ্রবা, কতি ও হিরণ্যাক্ষ এই তিনজন শালাবতীর গর্ভজাত। এই কতি হইতে কাত্যায়ন বংশ সমুদ্ভুত হইয়াছিল। রেণু হইতে রেণুমান্ জন্ম গ্রহণ করিলেন। সাংকৃতির পুত্র গালব ও মৌদ্‌গল্য। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা কৌশিকের বংশ বলিয়া বিখ্যাত; পানিন্, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, সৌশ্রব, লৌহিত্য, যমদূত ও কারীষি প্রভৃতি এবং সৈন্ধবায়নগণ ইহারা সকলেই কৌশিক বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধ অন্যান্য ঋষিবর্গের সহিত সম্পাদিত হইত। হে মহারাজ! পুরু বংশীয় রাজন্যগণ ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ এই দুই ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকুলের সম্বন্ধ বিলক্ষণ বিখ্যাত আছে। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে শুনঃশেফই সকলের অগ্রজ ছিলেন। মুনিসত্তম ভার্গব ভৃগু বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও কৌশিককত্ব লাভ করিয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পুত্র ছিলেন। দৃশদ্বতীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের অষ্টক নামে এক পুত্র জন্মে। অষ্টকের পুত্র লৌহি। ইহাঁরা জহ্নুগণ বলিয়া বিখ্যাত।

এক্ষণে অজমীঢ়ের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে ভরতবংশাবতংস। নীলিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের সুশান্তি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, তৎপুত্র বাহ্যাশ্ব। বাহ্যাশ্বের দেবতুল্য পাঁচ পুত্র হয়, ইহাদের নাম মুদগল, সৃঞ্জয়, রাজা বৃহদিষু, বিক্রমশালী যবীনর ও পঞ্চম কৃমিলাশ্ব। শুনিয়াছি ইহারা পাঁচজনই সমস্ত দেশ শাসন ও প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলেন, এই জন্যই ইহাঁদের অধিকৃত দেশ সমুদায়কে পাঞ্চাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তৎকালে এই পাঞ্চাল দেশে ভূরি ভূরি অতি সমৃদ্ধ জনপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুর্গলের পুত্র মহাযশা, মৌদগল্য। ইহারা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী দ্বিজাতি ছিলেন, ইহারা কন্ব ও মুদ্‌গলবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন, মৌদগল্যের পুত্র সুমহাযশা ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেনা, ইন্দ্রসেনার বধ্রস্ব নামে এক পুত্র জন্মে। বধ্রস্ব হইতে মেনকার গর্ভে দুই যমজ সন্তান জন্মে। একটী পুত্র, অপরটী কন্যা। পুত্রের নাম রাজর্ষি দিবোদাস, কন্যা যশস্বিনী অহল্যা। এই অহল্যার গর্ভে শরদ্বানের পুত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সত্যধৃতি, ইনি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ও অতীব যশঃশালী ছিলেন। একদা সম্মুখে অপ্সরাবিশেষকে দেখিয়া সত্যধৃতির ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়াতে রেতঃস্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হয়। ঐ পতিত বীজ দ্বারা একটা পুত্র আর একটা কন্যা যুগপৎ উৎপন্ন হইল। ঐ সময়ে মহারাজ শান্তনু মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সদ্যঃ প্রসূত ঐ যমজ সন্তানদ্বয়কে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া কৃপার সঞ্চার হওয়াতে তাহাদিগকে রাজধানী লইয়া যান। এই জন্যই পুত্রের নাম কৃপ ও কন্যার নাম কৃপী হইল। ইহাঁরাই শারদ্বত ও গৌতম নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতঃ পর দিবোদাসের সন্ততিবর্গের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু নামে এক রাজা ছিলেন। এই বংশ মৈত্রায়ণ-সোমনামা নৃপতি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহা হইতেই মৈত্রেয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রগুণোপেত ভার্গব। মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পঞ্চজন নামা এক পুত্র ছিলেন, তৎপুত্র মহীপতি সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র মহাযশা সহদেব, এই সহদেবের এ রাজা সোমক।

এই বংশ বিলয় প্রাপ্ত হইলে অজমীঢ়ের ঔরসে পুনরায় সোমক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোমকের জন্তু নামা এক পূত্র হয়, ইহাঁ হইতেই শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত, ইনি দ্রপদ মহীপতির পিতা ছিলেন। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্ট্যদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। এই সোমক বংশীয়গণ আজমীঢ় নামে অভিহিত হইয়াছেন। হে পৃথিবীপতে! অজনীঢ়ের ধূমিনী নাম্নী যে তৃতীষা মহিষী ছিলেন তিনিই তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণের জননী। দেবী ধূমিনী পুত্র কামনা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর অতিদুশ্চর তপক্ষরণ করিয়াছিলেন। তপস্যা কাল তিনি যথাশাস্ত্র হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন, পবিত্র ও মিতভোজিনী হইয়া অগ্নিহোত্র বেদিকায় কুশশয়নে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এই সময়ে একদা মহারাজ অজমীঢ় তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় তপস্বিনী ধূমিনীর সহিত সহবাস লাভ করিলেন। তদ্বারাই ইহাঁর গর্ভে ধূম্রবর্ণ রূপবান্ ঋক্ষ নামক এক পুত্র জন্মে। ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ, তৎপুত্র কুরু। মহাত্মা কুরু প্রয়াগ অতিক্রম করিয়া অতি রমণীয় সাধুসেবিত কুরুক্ষেত্র নামে এক অতি পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করেন। অতি বিস্তৃত ও সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত তদ্বংশীয়েরা এই কুরু হইতেই কৌরব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। সুধন্বা, সুধনু, মহাবাহু পরিক্ষিৎ ও অরিমেজয় এই চারিজন কুরুর পুত্র। সুধন্বার পুত্র মতিমান্ সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন। ইনি ধর্ম্ম ও অর্থ নীতি বিষয়ে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। চ্যনের পুত্র কৃতজ্ঞ, ইনি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী জগদ্বিখ্যাত এক পুত্র লাভ করেন। ইহাঁর নাম চৈদ্যোপরিচর, অপর নাম বসু, মহাত্মা বসু অসাধারণ বীর ছিলেন এবং স্বেচ্ছানুসারে গগনাঙ্গণে বিচরণ করিতে পারিতেন। চৈদ্যোপারিচর হইতে গিরিকার গর্ভে সাত পুত্র হয়। পুত্রগণ, মহারথ (ইনি মগধের অধিপতি ছিলেন) লোকপ্রসিদ্ধ বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ (ইহাঁকে লোকে মণিবাহন বলিত) মারুত, যদু ও মৎস্যকালী এই সাত নামে বিখ্যাত। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র বৃষভ। বৃষভ শাস্ত্রার্থদর্শী ও বীর্য্যবান ছিলেন। বৃষভের পূত্র ধার্ম্মিক পুষ্পবান, তৎপুত্র পরাক্রান্ত রাজা সত্যহিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। উর্জ্জ নামক তাঁহার এক পুত্র হয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, উর্জ্জের পুত্র সম্ভব, সম্ভব হইতে জরাসন্ধের জন্ম হয়, জরাসন্ধ অর্দ্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভুমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। অনন্তর ঘটনাক্রমে যদৃচ্ছা গতা জরা নাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম জরাসন্ধ রহিল। জরাসন্ধ সমুদায় ক্ষত্রগণের জেতা মহাবল রাজা ছিলেন। জরাসন্ধের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব, সহদেবের পুত্র মহাযশা শ্রীমান উদাপু। উদাপুর শ্রুতশর্ম্মা নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। ইনি অতি প্রভাবশালী মগধের রাজা ছিলেন। পরিক্ষিতের (কুরুর অন্যতম পুত্রের) পুত্র, জনমেজয়; জনমেজয় হইতে তিন মহারথ পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ্যের নাম শ্রুতসেন, দ্বিতীয় উগ্রসেন, কনিষ্ঠ ভীমসেন।

ইহারা সকলেই সৌভাগ্যশালী পরাক্রান্ত ও বলশালী ছিলেন, জনমেজয়ের অপর দুই পুত্র জন্মে, একের নাম সুরথ, অপরের নাম মতিমান্। সুরথের পরাক্রমশালী বিদূরথ নামে এক পুত্র হয়। বিদূরথের পুত্র মহারথ ঋক্ষ। ইনি দ্বিতীয় ঋক্ষ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মহারাজ! আপনার বংশে দুই ঋক, দুই পরিক্ষিৎ, তিন ভীমসেন ও দুই জনমেজয় জন্মপরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয় ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, ভীমসেন হইতে প্রতীপের জন্ম

হয়। প্রতীপের শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক এই তিন মহারথ পত্র জন্মে। রাজন্! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই এই শান্তনুর বংশ! হে নরেশ্বর! মহীপতি বাহ্লিকের রাজ্য সপ্তাঙ্গ সংযুক্ত ছিল। বাহ্লিকের পুত্র মহাযশা সোমদত্ত, সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল এই তিন পুত্র জন্মে। দেবাপি মুনিব্রত আশ্রয় করিয়া দেবগণের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি চ্যবনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পুত্ররূপে প্রতিগৃহীত হইয়াছিলেন। হে পার্থিব! আপনার বংশীয় মহারাজ শান্তনু কুরু বংশ ধুরন্ধর রাজা ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বংশ বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন। প্রভু শান্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামা এক পুত্র উৎপাদন করেন, ইনি কৌরবগণের পিতামহ ভীষ্ম নামে সর্ব্বত্র প্রখ্যাত ছিলেন। গন্ধকালীর গর্ভে ইহাঁর আর এক পূত্র জন্মে তাঁহার নাম বিচিত্রবীর্য্য। এই নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য শান্তনুর প্রিয় পুত্র ছিলেন। তাঁহারই ক্ষেত্রে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের প্রভ্রু ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় হইতে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। আপনার পিতা পরিক্ষিত এই অভিমন্যুর আত্মজ।

রজন্! আপনি যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন সেই এই পৌরব বংশ কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অণু ও যদুর বংশ পরম্পরা বন করিব শ্রবণ করুন। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির গোভানু নামা এক পূত্র হয় তৎপুত্র ত্রৈসানু, ইনি অপরাজিত রাজা ছিলেন। ত্রৈসানু হইতে করন্ধমের উৎপত্তি হয়। করন্ধমের পুত্র মরুত। এই আবিক্ষিত মরুত্ত নৃপতির কথা আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই যজ্ঞ শীল ভূরিদক্ষিণ রাজা অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সম্মতা নাম্নী এক মাত্র কন্যা হয়। রাজা সেই কন্যা সন্মতাকেও দক্ষিণা মহাত্মা সম্বর্ত্তকে প্রদান করেন। সম্মতার গর্ভে পুরুবংশীয় পুণ্যাত্মা দুষ্মন্তের জন্ম হয়। হে রাজন! মহারাজ যযাতির জরা সংক্রমণকালে তদীয় অভিসম্পাত বশতঃ তুর্ব্বসুর বংশ ও পুরুবংশে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। দুষ্মন্তের পুত্র প্রজানাথ রুরুত্থাম, রুরুত্থাম হইতে আক্রীড় নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার চার পুত্র তাঁহারা পাণ্ড্য, কেরল কোল ও চোল নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইহাঁদের অধিকৃত সুসমৃদ্ধ জনপদও পাণ্ড্য চোল ও কেরল নামে অভিহিত ছিল। দ্রুহ্যুর বভ্রু ও সেতু নামে দুই পুত্র জন্মে। সেতুপুত্র অঙ্গার। ইনি মরুৎ পতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই বলিষ্ঠ অঙ্গার যৌবনাশ্ব সমরে চতুর্দ্দশ মাস অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিহত হইলেন। অঙ্গারের পুত্র রাজা গান্ধার, ইহাঁ হইতেই তাহার রাজ্য গান্ধার নামে বিখ্যাত হইল। এই দেশীয় অশ্ব অতি উৎকৃষ্ট।

অণুর পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ঘৃত নামক এক পুত্র জন্মে। তৎপুত্র দুদুহ, দুদুহের পুত্র প্রচেতা, প্রচেনেন্দন সুচেতা। এই অণুবংশ কথিত হইল, এক্ষণে মহাতেজা জ্যেষ্ঠ যদুর বংশ বিস্তার ক্রমে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

৩৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুর দেবতনয় তুল্য পাঁচ পুত্র হয়। ঐ সকল পুত্রের নাম সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিকা। সহস্রদের হৈহয়, হয় ও বেণুহয় এই তিন পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মনেত্রের পুত্র কার্ত্ত, কার্ত্ত তনয় সাহঞ্জ। এই নৃপতি সাহঞ্জ কর্ত্তৃক সাহঞ্জনী নামে এক পুরী নির্ম্মিত হয়। তাঁহার পুত্র মহা রাজ মহিষ্মান, মহিষ্মানের পুত্র অতি প্রতাপশালী ভদ্রশ্রেণ্য। ইনিই বারাণসী ক্ষেত্রের অধিপতি ছিলেন একথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিআছি। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র রাজা কনক। কনকের জগদ্বিখ্যাত চার পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম কৃতবীর্য্য দ্বিতীয় কৃতৌজা, তৎপরে কৃতবর্ম্মা, চতুর্থ কৃতাগ্নি। ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে কৃতবীর্য্যের সন্তান অর্জ্জুন। ঐ মহা বীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন প্রখর প্রভাকর প্রভাতুল্য রথে আরোহণ করিয়া একেশ্বর সহস্রবাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সপ্ত দ্বীপের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। ইনি দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে অত্রিনন্দন দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেন। দত্তাত্রেয় পরম প্রীত হইয়া ইহাঁকে চারিটী বর প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম বরে তাঁহার প্রার্থিত সুমৎ বাহুসহস্র প্রদান করেন। দ্বিতীয় বরে বাহুবল দ্বারা অধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তি বর্গকে দমন শক্তি, তৃতীয় বর উগ্রতেজ দ্বারা নিখিল জগৎ পরাভূত করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন, চতুর্থ বরে সমঃ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া জয়লাভ ও সহস্র সহস্র অরিবধপূর্ব্বক প্রবলকর্ত্তৃক সমরক্ষেত্রে আত্মবিনাশ। অনন্তর যেমন যোগেশ্বরগণ যোগবলে বিবিধ মায়ার আবির্ভাব করিতে পারেন তাহার ও তদ্রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সহসা সহস্র বাহু প্রাদুভূত হইত। তখন তিনি সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। হে জনমেজয়! শুনিয়াছি মহীপতি কার্ত্তবীর্য্য সপ্তদ্বীপে সপ্ত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সহস্রশত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল এবং সমুদায় যজ্ঞ ভূমিতেই কাঞ্চনযূপ আহিত ও কাঞ্চনময় বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবগণ বিমানযানে আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণও প্রতিদিন আগমন করিয়া যজ্ঞীয় সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। এই যজ্ঞে বরীদাসের পুত্র গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি নারদ শ্রুতিগাথা সকল গান করিয়াছিলেন।

দেবর্ষি নারদ ইহাঁর মহিমাদ্বারা বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিক্রম অথবা শাস্ত্রজ্ঞান ইহার কোন বিষয়েই কোন রাজা কোন কালে এই কার্ত্তবীর্য্যের অনুকরণ করিতে পারিবেন না। সপ্তদ্বীপস্থ প্রকৃতি পুঞ্জ ইহাঁকে কখন রথারোহণে খড়্গ চর্ম্ম শরাসনধারী হইয়া কখন বা পরম যোগীবেশে বিচরণ করিতেছেন দেখিতে পাইত। প্রভাবশালী মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের ধর্ম্ম ও শাসনগুণে তৎকালে রাজ্য মধ্যে অপচয়, শোক বা মতিভ্রম কিছুই ছিল না। ইনি পঞ্চাধিক অশীতি সহস্র বৎসর, সর্ব্বরত্নের অধীশ্বর হইয়া সম্রাট ও রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন। যোগবলসামর্থে ইনিই পশুপাল, ইনিই ক্ষেত্রপাল, বর্ষণকার্য্যে ইনিই পর্জ্জন্য ছিলেন। যৎকালে তাঁহার জ্যাঘাত কঠিন বাহুসহস্র বহির্গত হইয়া সমরক্ষেত্রে দিক্ সমুদায় ব্যাপ্ত করিত। তৎকালে তিনি শরৎকালীন সহস্র কিরণাবৃত ভাস্করেরন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিতেন। এই মহাদ্যুতি রাজা কর্কোটক সুত নাগগণকে জয় করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে মনুষ্য লোকের সহিত একত্র বসতি করাইয়াছিলেন। ইনি যখন জল ক্রীড়ার্থ সমুদ্রসলিলে

প্রবেশ করিতেন তৎকালে তাঁহার ভুজসহস্রবললাদ্বিগ্ন সমুদ্রবেগ বর্ষাকালেও প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইত। তটিনী নর্ম্মদা ইহাঁর ভয়ে ভীত হইয়াই যেন ফেনমালা উদ্গিরণ পূর্ব্বক চঞ্চলোর্ম্মি বিস্তার করিয়া সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়াছেন। যখন তিনি বাহু সহস্র দ্বারা মহোদধিকে ক্ষুভিত ও আলোড়িত করিতেন তখন পাতালস্থ মহাসুরগণও ভীত হইয়া নিস্পন্দভাবে স্তব্ধ হইয়া তন্মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকিত। দেবাসুরগণ সমবেত হইয়া মন্দর পর্ব্বত দ্বারা ক্ষীর সমুদ্রকে মথিত করিলে সমুদ্রের যেরূপ ভীষণ উদ্বেগ ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, ইনিও সেইরূপ আপনার সহস্র বাহুর অসাধারণ বলদ্বারা ফেনায়িত ও তরঙ্গিত সাগরের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া মৎস্যরাজ মহাতিমিকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালে রসাতলবাসী মহোরগগণ পুনরায় বুঝি সমুদ্র মন্থন উপস্থিত হইল মনে করিয়া অমৃতের উৎপত্তিশঙ্কায় উৎপতিত হইল কিন্তু সেই মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিশ্চলভাবে নতশিরা হইয়া রহিল। বায়ুও তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, যারা সায়ংকালে কদলী তরুপল্লব অল্প অল্প সঞ্চালিত হয় তৎপরিমাণেই প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি পাঁচটী মাত্র শর দ্বারা অতি দর্পিত লঙ্কেশ্বরকে মোহিত করিয়া বলপূর্ব্বক শরাসন মৌর্ব্বীতে বন্ধন করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে আনিয়া দৃঢ়শৃঙ্খলে বন্ধন করিযা রাখিয়া ছিলেন। অনন্তর মহামুনি পুলস্ত্য তদীয় পুত্র দুর্জ্জয় রাবণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক মহারাজ কাত্তবীর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিবিধ অনুনয় সহকারে পুত্রের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি মহর্ষি পুলস্ত্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া রক্ষকুলপতি রাবণকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাঁর বীরত্বের কথা আর কি বলিব যখন তিনি সেই সহস্র ভুজাবলম্বী শরাসনের জ্যাশব্দ করিতেন তখন বোধ হইত যেন প্রলয়কালীন ঘনঘটা হইতে অশনি সকল স্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে এবং রসাতল বিদীর্ণ করিতেছে। হায়! সেই মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যেরও হেমময় তালবন সদৃশ ভুবন ভার্গব তেজে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

অনন্তর একদা বহ্নি বুভুক্ষিত হইয়া রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন বিভাবসুকে সপ্তদ্বীপ ভিক্ষা দিয়াছিলেন। বহ্নিও ভিক্ষালব্ধ পুর গ্রাম-পল্লী প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য দগ্ধ করিবার বাসনায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরুষ শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে কি শৈলশ্রেণী কি অটবীরাজি সমস্তই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সেই কার্ত্তবীর্য্যের সহায়তার বরুণাত্মজের রমণীয় শূন্য আশ্রমপর্য্যন্ত বনের ন্যায় ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বকালে বরুণদেব যাঁহাকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আপব নামে বিখ্যাত ভাস্কর মূর্ত্তি ইনিই সেই বশিষ্ঠ দেব।

মহা প্রভাবশালী আপব বশিষ্ঠ ক্রোধবশতঃ কার্ত্তবীর্য্যকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে হৈহয়! যখন তুমি আমার এই ক্ষুদ্র বনটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পার নাই তখন অন্য এক ব্যক্তি তোমার এই দুষ্কর কার্য্য সমুদায় বিনষ্ট করিবে। অতি প্রতাপশালী মহাবাহু জমদগ্নিতনয় পরশুরাম বলপূর্ব্বক তোমার সহস্র বাহু ছেদন করিবেন, এবং সেই ভৃগুবংশাবতংস তপস্বীব্রাহ্মণই তোমাকে বিনাশ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অমিত্র কর্ষণ! যে মহীপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শাসনগুণে রাজ্য মধ্যে দ্রব্যাপচয়ের কথা মাত্রও ছিল না, বশিষ্ঠ

শাপে পরশুরাম হস্তে তাঁহারই নিধন প্রাপ্তি হইল। হে কুরুনন্দন! এই মহাবল রাজা পূর্ব্বে স্বয়ংই এই রূপ বর প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার এক শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে শূরসেন, শূর, ধৃষ্ণোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ নামে পাঁচটী মাত্র পুত্র অবশিষ্ট ছিল। ইহারা সকলেই অস্ত্র কুশল বলবান্ শৌর্য্যশালী ধর্ম্মাত্মা যশস্বী ও মহাবীর্য্য ছিলেন। তন্মধ্যে জয়ধ্বজ অবন্তীদেশীয় নরপতি ছিলেন। জয়ধ্বজের পুত্র মহাবল তালজঙ্ঘ, তাঁহার একশত পুত্র জন্মে উহারা সকলেই তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত ছিলেন। হে মহারাজ! ইহাদেরই কুলে বীতিহোত্র, সুজাত, ভোজ, অবন্তি, তৌণ্ডিক ও তালজঙ্ঘগণ সমুদ্ভুত হইয়া স্ব স্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ভরত ও সুজাতগণের বংশ অতিবিস্তৃত সেই জন্য উহার আর কীর্ত্তন করিলাম না। বৃষ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মাগণ যদুবংশীয়। তন্মধ্যে বৃষই ঐ বংশের বংশধর। তৎপুত্র মধু, মধুর শত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে একমাত্র বংশধর বৃষণ। এই বৃষণ হইতে সমগ্র বৃষ্ণিবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। আর মধু হইতে মাধব, যদু হইতে যাদব ও হৈহয় উৎপন্ন হইয়াছে।

হে রাজন! যে ব্যক্তি এই কার্ত্তবীর্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত প্রতি নিয়ত কীর্ত্তন করিবেন তাহার আর বিত্ত নাশ নাই, নষ্ট হইলেও তাহা প্রতিলব্ধ হইবে। হে নরপতে! এই আমি আপনার নিকট যযাতির পঞ্চ পুত্রের বংশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যিনি পঞ্চ মহাভূত সদৃশ এই পঞ্চ পুত্রের বিষয় শ্রবণ বা ধারণ করিবেন তিনি সমস্ত জগতের রাজা ও ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ সমর্থ এবং আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও ভূমি এই দুর্লভ পঞ্চবর লাভ করিবেন।

হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে অত্যুৎকৃষ্ট পৌরুষ সম্পন্ন কোষ্টুর বংশ সম্ভূত যাগশীল ও পূণ্যকর্ম্মা বংশ বিবর্দ্ধন যদুর বংশ শ্রবণ করুন। এই বংশে ভগবান হরি বৃষ্টিকুলধুরন্ধর রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উহা শ্রবণ করিলে লোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

৩৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ক্রোষ্টুর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। গান্ধারী অনমিত্র নামা এক মহাবল পুত্র প্রসব করেন। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ষ নামক দুই পুত্র জন্মে। এই কুলবর্দ্ধন তিন পুত্র দ্বারা বৃষ্ণি বংশ ত্রিধাবিভক্ত হইয়াছে। মাদ্রীর পুত্রদ্বয় বৃষ্ণি ও অন্ধক নামে বিখ্যাত ছিলেন, বৃষ্ণির দুই পুত্র শফল্ক ও চিত্রক। মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা শ্বফল্ক যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন তথায় ব্যাধি ভয় কিম্বা অনাবৃষ্টি ভয় থাকিত না। কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিভু কাশিরাজের রাজ্যে তিন বৎসরকাল বারিবর্ষণ করেন নাই! এই নিমিত্তই কাশিরাজ তাঁহাকে লইয়া পরম সমাদরে স্বরাজ্যে বাস করাইলেন। তখন মেঘকুলস্বামী ইন্দ্রও আর থাকিতে পারিলেন না বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শফল্ক কাশিরাজ নন্দিনী গান্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন ইনি প্রতি দিন বিপ্রবর্গকে গোদান করিতেন। গান্দিনী বহুকাল মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। ইনি যখন গর্ভস্থ থাকিয়া আর কিছুতেই প্রসূত হইতেছেন না তখন পিতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে? তুমি ভূমিষ্ট হও, তোমার মঙ্গল হউক কি জন্য তুমি প্রসূত হইতেছ না? তখন গর্ভস্থ দুহিতা

কহিলেন, যদি আমি প্রতি দিন গো দান করিতে পাই তাহা হইলেই ভূমিষ্ট হইব। অনন্তর পিতা তথাস্তু বলিয়া কন্যার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর এই গান্দিনী গর্ভে শ্বফল্ক হইতে অক্রূর নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি দাতা, যজ্ঞশীল, বীর, বিদ্বান, অতিথি প্রিয় ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। অতঃপর উপমদ্গু, মদ্গু, মুদর, অরিমেজয় অরিক্ষিপ, উপেক্ষ শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্ম ধৃক্ যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজা, আবাহ, প্রতিবাহ এবং পরম সুন্দরী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। হে কুরুনন্দন! অক্রূরের উগ্রসেনা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দেবতুল্য তেজস্বী দুই পুত্র জন্মে।

চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু সুপার্শ্বক গবেষণ, অরিষ্ট নেমি, অশ্ব, ধর্ম্মাত্মা সুধর্ম্মা, সুবাহু; বহুবাহু এই কয়েকটী পুত্র এবং শ্রবিষ্টা ও শ্রবণা এই দুই কন্যা জন্মিয়াছিল। অশ্মকী গর্ভে দেব মীঢুষেরশূর নামা এক পুত্র জন্মে। মহিষী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে শূরের দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বসুদেব সর্ব্বজ্যেষ্ট, ইহাঁর অপর নাম আনক দুন্দুভি। ইনি যৎকালে জন্ম গ্রহণ করেন সেই সময়ে স্বর্গলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও পুটহ নিনাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহার ভবনে মহৎ পুষ্প বৃষ্টিও পতিত হয়। মর্ত্ত্যলোকে ইহাঁর রূপের তুলনা ছিলনা, এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ শূরের শরীর কান্তি চন্দ্রমার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। এই মহাত্মা শূরের দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাবৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম, শ্যাম, সমীক ও গণ্ডুষ এই কয়েকটী পুত্র ও পাঁচটী বরাঙ্গনা কন্যা হয়। কন্যাগণের নাম পৃথুকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রুবা ও রাজাধিদেবী। ইহাঁরা সকলেই বীরমাতা ছিলেন। হে কুরুনন্দন! ভোজরাজ কুন্তি পৃথাকে দুহিতারূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে পূর সেই পূজ্য বৃদ্ধ কুন্তিভোজকে কন্যা প্রদান করিলেন, এই জন্যই পৃথা ভোজাত্মজা কুন্তি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অস্ত্য হইতে শ্রুতদেবার গর্ভে জগৃহ নামা এক পুত্র জন্মে। চেদি রাজ দমঘোষের শ্রুতশ্রবা মহিষীর গর্ভে শিশুপাল নামক এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়। ইনিই পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপুনামে দৈত্যরাজ ছিলেন। পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে বৃদ্ধশর্ম্মার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র মহাবীর পরাক্রান্ত দন্তবক্র নামে করুষের অধিপতি ছিলেন। কুন্তিভোজ যে পৃথাকে কন্যা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই কুন্তির গর্ভে ধর্ম্ম হইতে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। বায়ু হইতে ভীমসেন ও ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, এই ধনঞ্জয় অর্জ্জুন জগতে অপ্রতিরথ বীর এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত ছিলেন। কনিষ্ঠ বৃষ্টিনন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনির পুত্র সত্যক, তৎপুত্র যুযুধান সাত্যকি।

দেবভাগের পুত্র মহাভাগ উদ্ধব। উদ্ধব পরম পণ্ডিত ও দেবশ্রবা নামে কীর্ত্তিত হইতেন। অনাবৃষ্টি অশ্বকীর গর্ভে যশস্বী-নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। নিনর্ত্তশত্রু, শত্রুঘ্ন দেবশ্রবার পুত্র। শ্রুতদেবার পুত্র একলব্য, ইনি নিষাদগণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া নৈষাদি নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হন। বৎসবান অপুত্রক ছিলেন, মহাপ্রতাপশালী শূরনন্দন বনুদেব ইহাঁকে স্বীয় ঔরস পুত্র কৌশিককে প্রদান করেন। বিষ্বক্সেন কৃষ্ণও অপুত্রক গণ্ডুষ মহীপতিকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পঞ্চাল ও কৃতলক্ষণ এই চারি পুত্র দান করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর গর্ভসম্ভূত কনিষ্ঠ পুত্র মহাবাহু সুদেষ্ণা সংগ্রাম ব্যতীত কখন থাকিতে পারিতেন না। ইনি যখন যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়া বহির্গত হইতেন

তৎকালে সহস্র সহস্র বায়স মৃদুমাংস লোভে তাঁহার অনুসরণ করিত। কনবকের তন্ত্রিজ ও তন্ত্রিপাল নামে দুই পুত্র হয়। গৃঞ্জিনের পুত্র বীর ও অশ্ব হনু। শ্যাম পুত্র শমীক। ইনি যথাকালে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি ভোজবংশের সম্মান রক্ষার্থ নির্বিঘ্ন হৃদয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অজ্ঞাত শত্রু যুধিষ্ঠির তাঁহার শত্রু বিনাশ করিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে বীর বসুদেব তনয়গণের বংশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! এই বহুশাখা বিশিষ্ট অতি বীর্য্য বা ত্রিধা বিভক্ত বৃষ্ণিবংশ যিনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করেন তাঁহার বংশে কদাচ অনর্থোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

৩৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বসুদেবের বরবর্ণিনী চতুর্দ্দশ পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম পৌরবী, দোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী ভদ্রা, সুনাম্নী সহদেবা, শান্তিদেবা, সন্দেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও দেবকী। সুতনু এবং বড়বা এই দুই জন পরিচারিকা বেশধারিণী। পুরু বংশীয়া রোহিণী বাহ্লিকের কন্যা ছিলেন। ইনিই বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী। ইহার গর্ভে রাম, শারণ, শঠ দুর্দ্দম, দমন, শ্বভ্র, পিণ্ডারক উশীনর, এই কয়েকটী পুত্র এবং চিত্রা ও কুমারী নামে দুই কন্যা সর্ব্বশুদ্ধ দশটী সন্তান জন্মে। এই চিত্রা পরে সুভদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বসুদেবের দেবকী গর্ভে মহাযশা কৃষ্ণের জন্ম হয়। রেবতী গর্ভে রামের নিশঠ নামে এক প্রিয় পুত্র জন্মে। অর্জ্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে মহারথ অভিমন্যুর জন্ম হয়। অক্রূরের পুত্র সত্যকেতু কাশি কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে বসুদেবের সৌভাগ্যবতী সাত পত্নীতে যে সকল বীর্য্যবান পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভোজ ও বিজয় এই দুইটী শান্তিদেবার গর্ভজাত পুত্র। সুদেবাতে বৃকদেব ও গদ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃকদেবী মহাত্মা অগাবহকে প্রসব করেন। ইনি ত্রিগর্ত্ত রাজের কন্যা। একদা যাদবকুল-পুরোহিত এই ত্রিগর্তরাজ পুরোহিত শিশিরায়ণ গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষার্থী হইয়া তদনুরূপ কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেও অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাকে পুরুষত্ব হীন স্থির করিলেন এবং তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। মহামুনি গার্গ্য সেই মিথ্যাপবাদ শ্রবণে ক্রোধে অধীর ও লৌহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুরুষত্ব খ্যাপনার্থ দ্বাদশ বৎসর এক গোপ কন্যার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইনি গোপকন্যাবেশধারিণী অপ্সরা বিশেষ, ইহাঁর নাম গোপালী। গোপালী শূলপাণি মহাদেবের নিয়োগ বশতঃ গার্গ্য সমাগমে গর্ভবতী হইয়া একপুত্র প্রসব করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সদ্যপ্রসূত শিশু কোন অপুত্রক যবন কর্ত্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া উহারই অন্তঃপুরে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল সেই জন্যই ইহার নাম কাল যবন হইল। কালক্রমে ইনি মহাল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। যে সকল অশ্বের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ বলীবর্দ্ধের ন্যায় কালবন সেই সকল অশ্বে আরোহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। একদা নৃপতি যুদ্ধকামী হইয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণবর্গকে ডাকিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি নারদ ঐ

উভয় বংশের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দেন। অনন্তর যবনরাজ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধাস্পর্দী হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট দূতও প্রেরিত হইল। দূত মুখে এই সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ মহামতি কৃষ্ণ ও সচিবগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পলায়নই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তখন তাঁহারা ভগবান্ মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া কুশস্থলীতে দ্বারবতী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। যিনি পর্ব্ব দিবসে সংযত হইয়া কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন তিনি অনৃনী হইয়া চিরজীবন সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন।

৩৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্রোষ্টুর মহাযশা বৃজিনিবান্ নামে এক পুত্র হয়। বৃজিনীবতের এক পুত্র, ইনি স্বাহাকৃত অর্থাৎ সাগ্নিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া স্বাহি নামে অভিহিত হইতেন। স্বাহির পুত্র বাগ্মির রাজা উষদগু, তৎপুত্র কর্ম্মঠ চিত্ররথ । চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভূরি পরিমাণে দক্ষিণ প্রদান করিতেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের সাধু চরিত অবলম্বন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। শশবিন্দুর পুত্র প্রথিত কীর্ত্তি রাজা পৃথুশ্রবা। পৌরাণিকগণ পৃথুশ্রবার পুত্রকে উভয় নামে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তরের পুত্র সুযজ্ঞ, তৎপুত্র যজ্ঞশীল উষত। উষতের পুত্র অরিন্দম শিনেয়ু, শিনেয়ুর রাজর্ষি মরুত্ত নামা একপুত্র জন্মে। মরুত্ত বিপুল ধর্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় কম্বলবর্হিকে প্রাপ্ত হন। কম্বলবর্হির শত প্রসূতি নামে এক পূত্র হয়, তৎপুত্র রুক্মকবচ। রুক্মকবচ সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া শত শত কবচধারী ধনুর্দ্ধরকে নিহত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ছিলেন। রুক্মকবচের শত্রুহন্তা পরাজিৎ নামে একপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পরাজিতের পাঁচ পুত্র রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। তন্মধ্যে পালিত ও হরি এই দুইটী সন্তান পিতা বিদেহ রাজকে প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ রুক্মেষু পৃথুরুক্মের সহিত মিলিত হইয়া পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। জ্যামঘ ঐ উভয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অরণ্য বাস আশ্রয় করেন। ইনি কখন শান্ত কখন অপ্রশান্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইতেন। একদা তিনি অন্য দেশ জয় করিবার জন্য ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি নর্ম্মদাকূলে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকাবতী নগরীকে অধিকার করেন। অনন্তর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতকে জয় করিয়া তথায় শুক্তিমতী নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই জ্যামঘ নৃপতির শৈব্যা নামে এক প্রগল্‌ভা পতিপরায়ণা ভার্য্যা ছিলেন। রাজা অপুত্রক হইলেও অন্য দারপরিগ্রহ করিলেন না। তিনি যেসময়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তৎকালে একটী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সসম্ভ্রম হৃদয়ে মহিষীকে কহিলেন এটী স্নূষা (পুত্রবধূ)। রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার স্নূষা? রাজা পুনরায় কহিলেন তোমারই, তোমার পুত্র জন্মিলে তাহারই সহিত ইহার বিবাহ দিব। ইহার নাম উপদানবী। কন্যা এই কথা শুনিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। কন্যার

তপস্যা বলে বৃদ্ধ বয়সে মহিষী শৈব্যার এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম বিদর্ভ। বিদর্ভ যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে পতিরতা শৈব্যা উপদানবীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। এই উপদানবীর গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই বিদ্বান ও রণ বিশারদ ছিলেন। অনন্তর বিদর্ভের আর এক পুত্র জন্মে তাহার নাম ভীম, ভীমের পুত্র কুন্তি, কুন্তির রণদুর্দ্ধর্ষ অতি প্রতাপশালী ধৃষ্ট নামা এক পুত্র হয়। ধৃষ্টের আবন্ত, দশার্হ ও বিষহর এই তিন পরম ধার্ম্মিক মহাবীর্য্য পুত্র জন্মে। দশার্হের পুত্র ব্যোম, ব্যোমের পুত্র জীমূত, তৎপুত্র বৃকতি, শকুনি দশরথের বংশধর। দশ রথ হইতে করম্ভের জন্ম হয়। করম্ভের দেবরাত নামক এক পুত্র সমগ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের মধুরভাসী বিপুল কীর্ত্তি সুরসদৃশ এক পুত্র জন্মে। হে কুরুনন্দন! ইনি পুরুবংশোদ্ভবা ভদ্রবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মাধবগণের বংশধর মধু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মধু নৃপতির পত্নী বৈদর্ভীর গর্ভে পুরুষোত্তম পুরুদ্বান্ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর ইক্ষাকুকুল সম্ভবা অপর এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সাত্বতগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন সর্ব্বগুণোপেত সত্বান্ নামে এক পুত্র জন্মে।

মহারাজ! এই মহাত্মা জ্যামঘের উৎপত্তি বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলে প্রজাবান হইয়া পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।

৩৭ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্বগুণাবলম্বী সাত্বতগণকে কৌশল্যা প্রসব করেন। ইহাঁরা ভজমান, দেবাবৃধ অন্ধক ও বৃষ্টি এই চারি নামে অভিহিত ছিলেন, ভজমান ভজনশীল, মহারাজ দেবাবৃধ পরম মনোহর রূপবান্, মহীপতি অন্ধক মহা বাহু, বৃষ্টি বিবিধ গুণে যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছিলেন। ভজমানের বাহ্যকসৃঞ্জরী ও উপবাহ্যকসৃঞ্জরী নামে দুই ভার্য্যা। এই উভয় ভার্য্যা হইতে ভজমানের বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে কৃমি, ক্রমণ, ধৃষ্ণ, শূর ও পুরঞ্জয় এই কয়েকটী বাহ্য সৃঞ্জরীর গর্ভজাত। আর অযুতাজিৎ সহস্রজিৎ শতাজিং ও দাসক, এই কয়েকটী উপবাহক সৃঞ্জরীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পুত্র কামনা করিয়া মহারাজ দেবাবৃধ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবশেষে দুশ্চর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলেন। তিনি প্রতি দিন পর্ণাশায় নির্ম্মল সলিল স্পর্শ করিতেন তাহাতে অবগাহন করিতেন, এবং তদ্বারা আচমনও করিতেন। এই জন্য পর্ণাশা প্রসন্ন হইয়া ঐরূপপুত্র জননক্ষম একটী কন্যার অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। চিন্তারত চিত্তে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও এমন কোন নারী তাঁহার নয়ন গোচর হইল না যাহার গর্ভে নৃপতি অভীপ্সিত পুত্র লাভ করিতে পারেন। তখন তিনি স্বয়ংই রাজাকে পতিত্বে বরণ করিবেন স্থির করিলেন। অনন্তর পর্ণাশা পরম মনোহর রূপধারণ করিয়া কুমারীবেশে মহারাজ দেবাবৃধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার অর্ধাঙ্গ ভাগিনী হইলেন। নৃপতিও তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইল। অনন্তর যথা সময়ে তিনি তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহার নাম বভ্রু। বভ্রু বয়োবৃদ্ধি সহকারে সর্ব্বগুণের আধার হইয়া

উঠিয়াছিলেন। পুরাণজ্ঞ মহাত্মারা এই মহীপতি দেবাবৃধের গুণগ্রাম বর্ণনাবসরে কহিয়া থাকেন 'মহারাজ দেবাবৃধ দূরেই থাকুন অথবা নিকটে থাকুন আমরা তাঁহাকে অনুক্ষণ সম্মুখে দেখিতে পাইতাম।' দেবতুল্য পিতার অনুরূপ নরনাথ বভ্রুর হস্তে সমরক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ষট্ ষষ্ট্যধিক সপ্ত সহস্র পুরুষ ও অমরত্ব লাভ করে। ইনি যজ্ঞশীল অতিবদান্য সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ব্রহ্মবাদী অস্ত্রকুশল নৃপতি ছিলেন। ইহাঁর বংশ অতি বিস্তীর্ণ।

মহারাজ! মৃত্তিকাবত নগরীতে যে সকল রাজণ্যগণ বাস করেন তাঁহারা ভোজ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বংশে কাশ্য দুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শম ও কম্বলবর্হি নামে চারি পুত্র জন্মে। কুকুর তনয় ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র কপোতলোমা। তাঁহার পুত্র তৈত্তিরি, তৈত্তিরির পুত্র পুনর্ব্ব, পুনর্ব্বর পুত্র অভিজিৎ, অভিজিতের দুই যমজ সন্তান হয়। যমজ সন্তানদ্বয় কীর্ত্তিমান্ লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আহুক ও আহুকী নামে বিখ্যাত ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে তরুণবয়স্ক অশ্বের ন্যায় উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া মহারাজ আহুক বিশুদ্ধ অনুজীবিগণে পরিবেষ্টিত অশীতি সংখ্যক ফলকধারী দ্বারা অনুসৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার অনুগামী হইত তাহারা সকলেই পুত্রবান শত দক্ষিণ, শত সহস্র অস্ত্রধারী, পবিত্র চরিত ও যাগশীল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকলদিকেই তাঁহার আদেশে রোপ্য ও কাঞ্চন শৃঙ্খলযুক্ত একবিংশতি সহস্র হস্তী এবং উপাসঙ্গ, অনুকর্ষ ধ্বজ ও বরূখশালী মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষ দশ সহস্র রথ নিয়ত অবস্থান করিত। ভোজগণ কিঙ্কিণীযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া আহুকের অনুগত থাকিতেন। অন্ধকগণ আহুক ভগিনী আহুকীকে অবন্তিনাথের সহিত বিবাহ দেন। আহুকের কাশ্যা নাম্নী পত্নীতে সুর কুমার সদৃশ দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দেবকের দেবানুপ, দেব, সন্দেব ও দেবরক্ষিত এই চারি পুত্র হয়। এতদ্ভিন্ন সাতটী কুমারীও ছিল, ঐ সাত কুমারী বসুদেবকে প্রদান করেন। উহাদের নাম দেবকী, শান্তিদেবা সন্দেবা, দেবরক্ষিতা, বুকদেবী ও সুনাম্নী। উগ্রসেনের নয় পূত্র, তন্মধ্যে কংস সকলের অগ্রজ, অপর ভ্রাতৃ গণের নাম ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি ও পুষ্টিমান্। ইহাদিগের পাঁচ ভগিনী, ইহাদের নাম কংসা, কংসবতী সুতনু, কষ্ট্রপালী ও কঙ্কা। ইহারা সকলেই বিলক্ষণ রূপবতী ছিলেন। রাজন্! কুকুর বংশীয় উগ্রসেন ও তাহার অপত্যগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, যিনি এই অমিততেজা কুকুর বংশ শ্রবণ করেন তাঁহার বংশ বিলক্ষণ বিস্তৃতি লাভ করে।

৩৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভজমানের পুত্র মহারথ বিদূরথ। বিদূরথের রাজাধিদেব ও শূর নামে দুই পুত্র জন্মে, রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত (ইহারা দুইজনে বিলক্ষণ বলবান্ ছিলেন) শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দত্তশর্ম্মা, দত্তশত্রু ও শত্রুজিৎ এই কয়েকটী অতিবীর্য্য পুত্র এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের পুত্র স্বয়ং ভোজ, স্বয়ং ভোজের পুত্র হৃদিক। তাঁহার যে কয়েকটী পুত্র জন্মে তাহারা সকলেই নিরতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। ঐ সকল পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা,

শতধন্বা মধ্যম। দেবর্ষি চ্যবন প্রসাদে শতধন্বার ভিষক্, বৈতরণ, সুদত্ত, অতিদত্ত এই চারিটী পুত্র, কামদা ও কামদত্তিকা নামে দুই কন্যা হয়। কম্বলবর্হির দেববান্ ও দত্তক নামে দুই পুত্র, দত্তকের অসমৌজা ও নাসমৌজা নামে দুই পুত্র জন্মে। অসমৌজা অপুত্রক বলিয়া অন্ধক তাঁহাকে সুদংষ্ট্র, সুচারু ও কৃষ্ণ এই তিন পুত্র প্রদান করেন।

ক্রোষ্টূর গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। গান্ধারীর গর্ভে মহাবল অনমিত্র উৎপন্ন হন। মাদ্রী যুধাজিৎ ও দেবমীঢুষের জননী। অনমিত্র অমিত্রগণের জেতা স্বয়ং অপরাজিত ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের দুই পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিৎ। প্রসেন দ্বারবতীতে অবস্থিতি কালীন পরমরমণীয় স্যমন্তক নামক মহামনি সমুদ্র হইতে লাভ করেন। সূর্য্য সত্রাজিতের প্রাণসম পরমসখা ছিলেন। মহারথ সত্রাজিৎ একদা নিশাবসানে অবগাহন ও সূর্য্যোপস্থান করিবার জন্য রথারোহণে সমুদ্রকূলে গমন করেন। তথায় সূর্য্যকে উপাসনা করিবামাত্র অস্পষ্ট মূর্ত্তি ভগবান দিবাকর তেজোমণ্ডলধারী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা অতঃস্থিত সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জ্যোতিষ্পপতে! আমি আপনাকে আকাশে যেরূপ দেখিতে পাই, সম্প্রতি সম্মুখবর্ত্তী হইলেও সেই জ্যোতি মণ্ডলধারী অস্পষ্ট মূর্ত্তি একরূপই দেখিতেছি। তবে আপনার সহিত সখিতা লাভ করিয়া আমার বিশেষ কি ফল হইল? এই কথা শুনিয়া ভগবান বিভু স্বকণ্ঠ হইতে মণিরত্ন স্যমন্তককে উন্মোচন করিয়া একান্তে ন্যস্ত করিলেন। অনন্তর নৃপতি তাঁহাকে মূর্ত্তিধারী দেখিয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে মুহূর্ত্ত কাল কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভগবান্ বিবস্বান্‌কে প্রস্থানোম্মুখ দেখিয়া সত্রাজিৎ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি যদ্দারা এই সমস্ত লোককে সতত উদ্ভাসিত করিতেছেন ঐ মণিরত্নটী আমাকে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করুন। সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উহা প্রদান করিলেন। মহীপতি মণিরত্নকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া নগরাভিমুখে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতিবর্গ ঐ সূর্য্য যাইতেছে বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রাজা পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি পৌরজন কি অন্তঃপুরচারী নারীবর্গ সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। অনুন্তর নরপতি সত্রাজিৎ সেই পরম রমণীয় অত্যুৎকৃষ্ট মণিরত্ন স্যমন্তক ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করেন। বৃষ্ণন্ধক নিকেতনে ঐ মণি হইতে সুবর্ণ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তৎকালে ব্যাধি ভয় আর তথায় রহিল না, যথাকালে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। পরে গোবিন্দ উহা গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছিলেন কিন্তু সামর্থ্য সত্ত্বেও অপহরণ করিলেন না। একদা প্রসেন ঐ মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া মৃগয়ার্থ বন গমন করেন। তথায় এক সিংহ মণি দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বধ সাধনপূর্ব্বক যেমন ধাবমান হইল পথিমধ্যে অমনি এক মহাবল ঋক্ষরাজ সিংহকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্নিহিত বিল মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ সকলেই 'কৃষ্ণ এই মণিরত্ন গ্রহণে লোলুপ ছিলেন, অতএব তিনিই ইহার বধের কারণ' মনে করিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ এইরূপ লোককর্ত্তৃক শঙ্ক্যমান হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে পারি মণি আহরণ করিব। অনন্তর প্রসেন মৃগয়ার্থ যথায় গমন করিয়াছিল কৃষ্ণও সেই বনোদ্দেশে আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। প্রসেনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া প্রথমে

ঋক্ষবান্ অনন্তর পরম রমণীয় বিন্ধ্যগিরি অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন প্রসেন অশ্বের সহিত নিহত হইয়া ভূপতিত রহিয়াছে কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। তদনন্তর প্রসেন শরীরের অনতিদূরে পদচিহ্ন সূচিত ঋক্ষ নিহত এক মহা সিংহ দেখিয়া স্থির করিলেন এই সিংহই প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, সিংহও আবার ঋক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তখন মাধব ঐ ঋক্ষপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে এক গুহাদ্বার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ প্রকাণ্ড ঋক্ষবিলে প্রবেশ করিবামাত্র প্রমদা সমীরিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। জাম্ববতের পুত্র রোদন করিতেছিল, ধাত্রী তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ঐ স্যমন্তক মণি লইয়া ক্রীড়া করাইতেছে, কহিতেছে 'সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, তোমার পিতা সেই সিংহকে বধ করিয়া এই মণিরত্ন আনিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি আর রোদন করিও না এই যে তোমার স্যমন্তক।'

এইরূপ সুস্পষ্ট শব্দ ও স্যমন্তক মণির নাম শ্রবণ করিয়া বিল দ্বারে হলায়ুধ বলদেব নায়ক যদুগণকে রাখিয়া শার্ঙ্গধন্বা ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ সেই বিল মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাম্ববতের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র উভয়ে ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। একবিংশতি দিবস অনবরত বাহু যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব সহচর যদুগণ সেই বিল দ্বারে থাকিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু বহু বিলম্ব হওয়াতে আর তাঁহারা তথায় প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্বারবতীতে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। এদিকে বাসুদেব মহাবল জাম্ববতকে পরাভূত করিয়া ঋক্ষরাজ দুহিতা জাম্ববতীর সহিত আত্ম দোষ ক্ষালনার্থ স্যমন্তক গ্রহণ করিলেন এবং ঋক্ষরাজ সমীপে বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বিল মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। তথায় সহচরগণের কেহই নাই দেখিয়া একাকীই দ্বারবর্ত্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে মণি আহরণপূর্ব্বক কৃষ্ণ আত্ম বিশুদ্ধি খ্যাপন করিয়া সাত্বতগণের সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে সেই মণি সত্রাজিৎকে প্রদান করিলেন। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ সেই বিষম জনপরিবাদ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন।

সত্রাজিতের দশটী ভার্য্যা তাঁহাদের গর্ভে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তিনটী পুত্রই অধিক বিখ্যাত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভঙ্গকার, দ্বিতীয় বীর বাত-পতিত তৃতীয় উপস্বাবান্। হে নরাধিপ! ইহাঁর সর্ব্বদেশ বিখ্যাত তিনটী কন্যাও ছিলেন। তাঁহাদের নাম সত্যভামা ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী। সত্যভামা বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়া প্রমদাগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ব্রতিনী ব্রত পরায়ণা ছিলেন। এই তিন কন্যা সত্রাজিৎ কৃষ্ণকে সম্প্রদান করেন। ভঙ্গকারের রূপ-গুণশালী সভাক্ষ ও নারেয় নামে দুই নরশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মে। যুধাজিতের পুত্র প্রশ্নি, ইনি মাদ্রীর গর্ভসম্ভূত। শ্বফল্ক ও চিত্রক এই দুই পুত্র প্রশ্নির। শ্বফল্ক কাশিরাজ দুহিতা গান্দিনীকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করেন। ঐ গান্দিনী প্রতিদিন বহু সংখ্যক গোদান করিতেন। গান্দিনীর গর্ভে বিখ্যাত মহাবাহু শ্রুতবান্, ভূরিদক্ষিণ যাজ্ঞিক অক্রূর, উপমদ্‌গু, মদ্‌গু, মুদর, অরিমর্দ্দন, গিরিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুতাপন অরিমেজয়, ধার্ম্মিক যতিধর্ম্মা গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, আবাহ, প্রতিবাহ এই কয়েকটী পুত্র, আর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক কন্যার জন্ম হয়। এই রূপযৌবন সম্পন্ন সর্ব্বজন মনোহারিণী বসুন্ধরা নাম্নী কন্যা শাম্বের বিখ্যাত মহিষী ছিলেন। উগ্রসেনীর গর্ভে অক্রূরের দুই পুত্র জন্মে, ইহারা উভয়েই দেবতুল্য তেজস্বী,

সুদেব ও উপদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বসেন, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ, এই ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অরিষ্টনেমির পুত্র সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ সুবাহু ও বহুবাহু। ইহাঁর শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা নামে দুই কন্যাও ছিল।

হে কুরুনন্দন! যিনি কৃষ্ণের এই মিথ্যাপবাদ অবগত হন। মিথ্যাপবাদ তাঁহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না।

৩৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ যে মণিরত্ন স্যমন্তক সত্রাজিৎকে প্রদান করিয়াছিলেন, অক্রূর শতধন্বার সাহায্যে উহা আত্মসাৎ করেন। অক্রর ছিদ্রান্বেষী হইয়া অনিন্দিতা সত্যভামার নিকট সততই ঐ মণি প্রর্থনা করিতেন। একদা মহাবল শতধন্বা সত্রাজিতকে নিহত করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রিযোগে অক্রূরকে প্রদান করেন। হে ভরতর্ষভ! অক্রূর সেই মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া শতধন্বাকে শপথ করাইলেন, যে তুমি কখন এবিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না, যদি কখন কৃষ্ণ তোমাকে আক্রমণ করেন আমরা সকলেই তোমার সাহায্যার্থ গমন করিব। এখন দ্বারকানিবাসী সমস্ত লোকই আমার বশীভূত রহিয়াছে জানিবে।

এদিকে মনস্বিনী সত্যভামা পিতৃ বিয়োগে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রথারোহণে বারণাযত নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত স্বামী সমীপে কীর্ত্তন করিলেন এবং শতধন্বাই এই নিদারুণ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া নিতান্ত শোকভরে স্বামী পার্শ্বে থাকিয়া অনবরত অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং পরলোকগত পাণ্ডবদিগের উদকক্রিয়া সমাধা করিয়া সাত্বকির প্রতি তৎকার্য্যের ভারাপণপূর্ব্বক ত্বরিত গমনে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন অগ্রজ হলায়ুধকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বিভো! সিংহ প্রসেনকে নিহত করিলে আমি যে রূপে মণিরত্ন প্রত্যাহরণ করিয়াছিলাম তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। তদনন্তর শতধা সত্রাজিৎকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে ঐ স্যমন্তকের আমিই অধিকারী। অতএব আপনি শীঘ্র রথারোহণ করুন,মহাবল ভোজপতি শতধন্বাকে নিহত করিলে স্যমন্তক আমাদেরই অধিকারে আসিবে।

অনন্তর শতধন্বার সহিত কৃষ্ণের তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত অক্রূরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া শতধন্বা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভোজ ও জনার্দ্দনের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শক্তি সত্ত্বেও শঠতাপূর্ব্বক অক্রূর ভোজপতির আনুকূল্যার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন না। ভোজপতিও আপনাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া ভয়াকুল হৃদয়ে পলায়নই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। রাজন! শতধন্বার হৃদয়া নামে বিখ্যাত শত যোজন গামিনী এক বড়বা ছিল! ইনি একাল পর্য্যন্ত ইহারই সাহায্যে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক্ষণে পলায়ন মানসে ঐ অশ্বকে প্রধাবিত করিলে সে শত যোজন পথে উপনীত হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল, তখন কৃষ্ণের রথও সন্নিহিত হইয়াছে দেখিয়া বড়বা ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে কৃষ্ণও রথারোহণে শতধন্বার অনুসরণ করিয়াছিলেন। অতি দূর পথ গমন করাতে তাঁহার অশ্বগণও ক্লান্তি বশতঃ গমনে অনিচ্ছুক ও উল্লম্ফন করিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! অশ্বগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে অতএব আপনি এই স্থানেই অবস্থিতি করুন। আমি পদব্রজে গমন করিয়া মণিরত্ন আহরণ করি। এই কথা বলিয়া সেই পরমাস্ত্রবিৎ ভগবান কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। শতধন্বা প্রাণ ভয়ে মিথিলাভিমুখে গমন করিতেছিল, কৃষ্ণ দ্রুতপদে গমন করিয়া তাঁহার বধসাধন করিলেন। এইরূপে মহাবল

ভোজকে নিহত করিলেন বটে কিন্তু স্যমন্তক দেখিতে পাইলেন না। তখন প্রতি নিবৃত্ত হইয়া রথসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, বলরাম তাঁহার নিকট মণি প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন আমি উহা পাই নাই। রাম কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে শত শত ধিক্কার দিয়া কহিলেন, তুমি আমার ভ্রাতা সুতরাং সহ্য করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক আমি চলিলাম। দ্বারকায় আমার কি কাজ, তুমি কিম্বা বৃষ্ণিগণেও আমার প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া অরিমর্দ্দন রাম মিথিলায় প্রবেশ করিলেন। মিথিলাবাসী প্রকৃতি পুঞ্জও তাঁহাকে নানা উপায়ন দ্বারা সৎকৃত করিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিল।

এই সময়ে অতিমান অক্রূর অবিচ্ছেদে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ দীক্ষাময় কবচও ধারণ করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইলে কেহ আর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবেন না সুতরাং স্যমন্তকও রক্ষা পাইবে। মহাযশা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গান্দী তনয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ষষ্টি বৎসর ভূরি ভূরি রত্ন, ধন, বিবিধ ভোজ্য ও পানীয় এবং বহু দক্ষিণা প্রদান করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাই এই যজ্ঞে প্রার্থিগণ যিনি যাহা প্রার্থনা করিতেন তাহাই তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইত। ইহার যজ্ঞ সমুদায় অক্রূর যজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

এই সময়ে অতি প্রভাবশালী রাজা দুর্য্যোধন মিথিলায় আগমন করিয়া বলরাম সমীপে গদা শিক্ষা আরম্ভ করেন। অনন্তর কিছু দিন অতীত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় বিবিধ অনুনয়াদি দ্বারা অগ্রজের ক্রোধ শান্তি করিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। হে পুরুষর্ষভ! অনন্তর অক্রূম অন্ধকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল সত্রাজিৎকে সবান্ধবে যুদ্ধে নিহত করিয়া দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে কৃষ্ণ কেবল জাতিভেদ ভয়েই উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অক্রূর বহির্গত হইলে ইন্দ্র তথায় বারিবর্ষণ রহিত করিলেন। অনাবৃষ্টি বশতঃ রাজ্যের ঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন কুকুর ও অন্ধকগণ তাহাকে প্রসন্ন করিয়া দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর দ্বারবতীতে উপস্থিত হইবা মাত্র সহস্র লোচন ইন্দ্র সমুদ্রের উপকূল ভাগে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনিও দ্বারকায় আগমন করিয়া কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে স্বকীয় কন্যা ও সুশীলা ভগিনী প্রদান করিলেন।

একদা কৃষ্ণ ঘটনাক্রমে জানিতে পারিলেন যে স্যমন্তক অক্রূরের নিকটেই রহিয়াছে, তখন তিনি সভাসীন সেই অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি শুনিয়াছি মণিরত্ন আপনারই হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে উহা আমাকে প্রদান করুন, আর অপহ্নব করিবেন না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমার যে রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল উহা কালক্রমে নির্ব্বাণ প্রায় হইলেও অদ্য আবার প্রধূমিত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া মহামতি অক্রূর তৎক্ষণাৎ সাত্ত্বত সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে মণি আনিয়া কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর অরিন্দম বাসুদেবও তাঁহার ঈদৃশ মৃদুতা ও সৌজন্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া উহা তাহাকেই পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন গান্দিনী নন্দন অক্রূর কৃষ্ণ হস্ত হইতে মণিরত্ন স্যমন্তক প্রাপ্তি মাত্রেই গলদেশে ধারণ করিয়া দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

৪০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্ম! আমি পুরাণ বক্তা সাধুগণের নিকট অমিততেজা বিষ্ণুর বরাহ অবতারের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু তাহার চরিত, বিধি, কিম্বা ক্রিয়াকলাপ কিছুই অবগত নহি। তিনি কি প্রকার বরাহ তাঁহার মূর্ত্তিই বা কীদৃশ এবং তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে, আচার ব্যবহার ও সামর্থ্যই বা কিরূপ তৎকালে কি কি অনুষ্ঠানই বা করিয়াছিলেন এ সমুদায় বিষয়ও আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। কেবল যে সমুদায় বিপ্লবর্গ যজ্ঞ দর্শনার্থ সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই মুখে এবং ব্যাস বর্ণিত মহাবরাহ চরিতে শ্রবণ করিয়াছি যে অরিসূদন নারায়ণ বরাহরূপধারণ করিয়া প্রলয় পয়োধি জল-নিমগ্না বসুন্ধরাকে বিশাল দশনাগ্র ভাগ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই ধীমান্ রিপুমর্দ্দন ভগবান্ হরির বরাহাবতারের কার্য্য সমুদায় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহার আবির্ভাব, তাৎকালিকী ক্রিয়া ও ব্রাহ্মী প্রকৃতি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

হে মহাত্মন! যিনি সমস্ত দেবের অধীশ্বর সেই রিপুকুল নিসূদন ভগবান্ ধীমান বিষ্ণু কিজন্য বসুদেবকুলে বাসুদেবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিজন্যই বা অমরগণ বেষ্টিত পুণ্যজনালঙ্কৃত পবিত্রধাম দেবলোক পরিহার করিয়া মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রণেতা যে বিভু হইতে ভুর্ভুব সমুদ্ভূত হইয়াছে সেই প্রভু নারায়ণ কি জন্য স্বকীয় দিব্য আত্মাকে মানুষ লোকে নিয়োগ করিলেন। যে চক্রী একাকী মনুষ্য চক্রের অনাময় বিধান করিতেছেন যিনি জগতীতল সমুদায় জীবের রক্ষা করিতেছেন, যিনি ভূতাত্মারূপে নিখিল মহাভূতের সৃজন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি শ্রীগর্ভ স্বরূপ ও দেবগণের প্রার্থনানুসারে তাহাদেরই হিত কামনায় ত্রিবর্গ দ্বারা ত্রিবিধ লোক পরাজয় করিয়া ত্রিবর্গ প্রভব জগতের ত্রিবিধমার্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। যিনি প্রলয় কালে দৃশ্য ও অদৃশ্য এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া তোয়ময় শরীর ধারণপূর্ব্বক অখিলব্রহ্মাণ্ড একার্ণবীকৃত করিয়া থাকেন। যে পুরাণ পুরুষ বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দশনাগ্রভাগ দ্বারা এই বসুধার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত এই অক্ষয় ত্রিলোক জয় করিয়া তাঁহাকেই প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত নরসিংহ বপু ধারণ করিয়া মহাবীর্য্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন, যে ভগবান হরি পূর্ব্বকালে ঔর্ব্ব ও সংবর্ত্তক নামে অনলরূপধারণ করিয়া পাতাল-তলে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য সমুদায় জলময় অর্ণব পান করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! যিনি সর্ব্বযুগেই সহস্র শীর্ষ, সহস্রার সহস্রদ, সহস্রচরণ দেব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, একার্ণবকালে যাঁহার নাভিনাল সমুৎপন্ন অপঙ্কজ পদ্ম লোক পিতামহ ব্রহ্মার গৃহরূপে পরিণত হইয়াছিল, যিনি তারকার সংগ্রামে সর্ব্বদেবময় সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক গরুড় বাহনে দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন। বলদর্পিত কালনেমির নিপাত সাধন করিয়াছেন এবং দৈত্যরাজ মহাসুর তারকাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন। যিনি ঘোর তিমির রূপ শাশ্বত যোগাবলম্বন করিয়া মহাসমুদ্র ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর প্রান্তে শয়ন করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যার ফলে যাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন,

গর্ভাবসানে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি ত্রিলোকব্যাপী পদ দ্বারা দৈত্যগণকে পাতাল বাসী এবং দেবগণকে পুনরায় স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত করিয়া দিশাধিপত্যে দৈত্যাবরুদ্ধ, ইন্দ্রকে পুনঃস্থাপন করেন। যাহা হইতে যজ্ঞের পাত্র, দক্ষিণা, দীক্ষা, চমস, উলুখল, গার্হপত্য, অন্বাহার্য্য আহবনীয় অগ্নি, বেদি, কুশ, শ্রুব, প্রোক্ষণীয় পাত্র, যজ্ঞান্ত স্নান সামগ্রী সুধাদি ত্রিবিধ দ্রব্য, হব্য-কব্যপ্রদ ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইয়াছে। যিনি সুরগণকে হব্যভূক, পিতৃগণকে কব্যাদ করিয়াছেন। যিনি যজ্ঞ কার্য্যবিভাগার্থ বৈধমন্ত্রপূত যূপ, সমিৎ, স্রুব, সোম, পবিত্র পরিধেয়, বহ্নি স্থাপন স্থান, সদস্য, যজমান, অশ্বমেধাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যজ্ঞ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে পিতামহ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যদ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যুগপর্য্যন্ত সংখ্যা করিবার জন্য ক্ষণ, লব, কলা, কাষ্ঠা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিবিধ কাল, মুহূর্ত্ত, তিথি মাস, পক্ষ, সংবৎসর, ঋতু, কালযোগ, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধকার্য্য, শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টাচাররূপ ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, স্থাবর জঙ্গ মাত্মক শরীর, উপচয়, দ্বিপদাদির লক্ষণ, রূপ, সৌন্দর্য্য, ত্রিবিধ বর্ণ, লোকত্রয়, ত্রিবিধ বিদ্যা, অগ্নিত্রয় কালত্রয় ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ অপায়, গুণত্রয়, অনন্ত লোকত্রয়, পঞ্চভূতগুণাত্মকসর্ব্ব ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি মানব কুলের জন্ম মৃত্যু বিধান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্তা হইয়া জীব রূপে পুনরায় ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় সুখ উপভোগ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, যিনি ধর্ম্মাত্মাদিগের উপায় ও পাপাত্মাদিগের অপায় স্বরূপ, যিনি বর্ণচতুষ্টয়ের বিধাতা এবং চাতুর্হোত্রের রক্ষিতা, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা চতুষ্টয়ের পরিজ্ঞাতা, যিনি চতুর্ব্বিধ আশ্রমের আশ্রয়দাতা, যিনি দিগবকাশরূপ এবং আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য্যের জ্যোতিস্বরূপ, যিনি যোগীশ্বর ও নিশাবসানের হেতু, যিনি পরম জ্যোতি অথচ ঘোরতিমির রূপ, যিনি পর, অপর ও পরাৎ পর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদ সমুদায়, বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ, তজ্জনিত ধর্ম্ম ও গতি যে এক মাত্র বিভু নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সত্য, তপস্যা মুক্তি ও পরম পদ প্রভৃতি যাহার আয়ত্ত, যিনি দ্বাদশ আদিত্য ও দৈত্যকুল ধ্বংসকারী, যিনি যুগান্ত কালে অন্তক এবং অন্তকেরও অন্তক, যিনি লোক নিয়ন্তাদিগের নিয়ন্তা, পাবনের পাবন, বেদবাদিগের বেদ্য, প্রভুদিগের প্রভু, প্রিয় দর্শনগণের প্রিয়দর্শন, অগ্নিময়দিগের অগ্নি মনুষ্যগণের মনোরথ, তপস্বীদিগের তপস্যা, বিনয়ীদিগের বিনয়, তেজস্বীদিগের তেজ, সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের সৃষ্টি এবং জগতের অদ্বিতীয় কারণ, দেহিগণের দেহ এবং উপায়বান লোকের উপায়স্বরূপ, সেই অতি প্রভাবশালী বিষ্ণু কি জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া গোপত্ব স্বীকার করিলেন, কিরূপেই বা সামান্য স্ত্রীলোক তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিল, পৃথিবীতে তাঁহার আগমন বুদ্ধির আবশ্যকতাই বা কি?

বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্নির জীবন রূপে পরিণত হইতেছে সেই অগ্নিদেবগণের জীবন, মধুসূদন আবার সেই অগ্নিরও জীবন। রস হইতে শোণিতের উৎপত্তি, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি জন্মিয়া থাকে। অস্থি

হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, শুক্র হইতে গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে, অতএব সেই গর্ভের মূল কারণ বলিতে হইবে। ঐ গর্ভে জলময় বিকার অর্থাৎ শুক্র প্রথম ভাগ, উহা সোমাত্মক রাশি বলিয়া কথিত হইয়াছে। গর্ভের উষ্ণ সম্ভব যে অগ্নি উহা দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ শোণিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, উহা পাবকাত্মক। বস্তুতঃ রসাদি বস্তু সমুদায়ের সারাংশই শুক্র শোণিত। তন্মধ্যে কফাংশ হইতে শুক্র, পিতাংশ হইতে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফের স্থান হৃদয়, পিত্তের আধার নাভি। দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়ই মনের আবাস স্থান, নাভির যে অন্য প্রকোষ্ঠ আছে তাহাতেই দেব হুতাশন অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে মন প্রজাপতিরূপ, কফ সোমদেবতাস্বরূপ পিত্ত অগ্নিরূপ। সুতরাং সমস্ত জগতই অগ্নীষোমাত্মক প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে অর্ব্বুদাকৃতি গর্ভ অন্নাদি রস পরিপাকে প্রবর্দ্ধিত হইলে পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হইয়া প্রাণ বায়ু তাহাতে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ সমুদায়ের নির্ম্মাণ ও পোষণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ বায়ু শরীরস্থ হইয়া প্রথমতঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে অনন্তর প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণ উহার প্রথম স্থান অর্থাৎ হৃদয়, অপান বায়ু পশ্চিমাঙ্গ অর্থাৎ জঘন হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত, উদান বায়ু ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ ঊরু হইতে শরীরের সমস্ত উপরিভাগ পরিবর্দ্ধিত, ব্যান বায়ু অঙ্গ সমুদায়কে সবল, সমান বায়ু সমস্ত অঙ্গ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। অনন্তর পৃথিব্যাদির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

অতঃপর পৃথিবী, বায়ু, আকাশ অপ্‌ও জ্যোতি ইহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যারম্ভ করে। তন্মধ্যে শরীর পার্থিব বিকার, প্রাণ বায়ু বিকার শরীরছিদ্র সমুদায় আকাশ বিকার জলাংশ সকল জল বিকার এবং চক্ষু জ্যোতির্ব্বিকার মাত্র। এই সমুদায়ের মধ্যে তেজঃস্বভাব মন ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা। এই মনের বীর্য্যবলেই গ্রাম নগরাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

হে ব্রহ্ম! সেই পরম পুরুষ ভগবান বিষ্ণু এই সমস্ত সনাতন লোক সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং উপায়বানদিগের উপায়স্বরূপ হইলেও কি জন্য এই নিধন স্বভাব মর্ত্যলোকে মানবদেব ধারণ করিলেন। এই বিষয়ে আমার বিষম সংশয় ও মহান বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি আমার বংশের সকলের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছি। দেব ও দৈত্যগণ যাঁহাকে পরম দেব বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এক্ষণে সেই নারায়ণের অত্যদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত এবং বৃষ্ণির বংশোপাখ্যান শুনিতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। অতএব আপনি সেই প্রখ্যাত বলবীর্য্য অমিততেজা প্রথিত কীর্ত্তি বিষ্ণুর যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন করুন।

৪১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার প্রতি গুরুতর প্রশ্ন ভার সমুদায় সমর্পণ করিলেন। ঈদৃশ প্রশ্ন সকলের ভাগ্যে সমুদিত হয় না। সৌভাগ্য বলেই অদ্য আপনার কৃষ্ণ কথা শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। অতএব আমিও এক্ষণে সেই ভগবান কৃষ্ণ লীলা চরিত যথাশক্তি বর্ণনা করি শ্রবণ করুন।

বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সহস্রাস্য, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রশীর্ষ সহস্রবাহু, সহস্রমুকুট, সহস্রদ ও সহস্রাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যিনি অব্যয় হবন, সবন, হব্য, হোতা, পবিত্রপাত্র, বেদী, দীক্ষা, চরু স্রুব, স্রুক্, সোম, শূর্প, মুষল, প্রোক্ষণীপাত্র ও দক্ষিণায়ন; যিনি যজুর্ব্বেদী ও সাম বেদাধ্যায়ী বিপ্র; যিনি সদস্য সদন, যূপ, সমিধ্, কুশ, দর্ব্বী, চমস, উলূখল এবং প্রাগবংশ, যজ্ঞভূমি, ঋত্বিক্ ও স্থণ্ডিল; যিনি রহস্য প্রমাণস্বরূপ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক, প্রায়শ্চিত্ত, অর্ঘ্য ও কুশ; মন্ত্র, যজ্ঞবহ, বহ্নিভাগ ও ভাগ-বহ; যিনি অগ্রেভুক্, সোমভুক, হুতার্চ্চি ও উদায়ুধ এবং যাঁহাকে যজ্ঞ স্থলে শাশ্বত বিভু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ধীমান্ দেবদেব বিষ্ণু বহু সহস্রবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রজাপতি বলিয়া থাকেন তিনি পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন।

মহারাজ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন উহা অতি পবিত্র, শুভ ফলপ্রদ এবং উৎকৃষ্ট। ভগবান বিষ্ণু যে জন্য বসুদেবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন উহা আমি সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাদ্যুতি বাসুদেবের মাহাত্ম্য ও যে সকল চরিত শুনিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়ই সুরলোক ও মর্ত্যলোকের হিত সাধনার্থ। তিনি সর্ব্বজগতের হিতকামী হইয়া বারম্বার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আপনি শুদ্ধ ও প্রয়ত হইয়া সেই অতি পবিত্র অলৌকিক গুণসম্পন্ন তদীয় আবির্ভাব বিষয়িণী কথা শ্রবণে অবধান করুন। বিষ্ণু চরিত শ্রবণ পরম পবিত্র পুরাণ ও বেদ সদৃশ পুণ্য ফলপ্রদ। হে ভারত! যখনই ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! তাঁহার এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি স্বর্গস্থ হইয়া নিরন্তর দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিতেছে, অপর এক মুক্তি প্রজা সংহারার্থ শয়ান থাকিয়া নিদ্রাযোগ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহার সঙ্গে তুলনা করিলে অধ্যাত্ম চিন্তন পর সমাধিমান লোক কিছুই নহে। এইরূপে যুগ সহস্র কাল সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া সেই দেব দেব জগৎপতি প্রভু নারায়ণ নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক সৃষ্টি কার্য্যে মনঃ সমাধান করেন। তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, কপিলদেব, দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মহাযশা ত্র্যম্বক, বায়ু সমুদ্র, শৈলশ্রেণী, মহানুভব সনৎকুমার মহাত্মা ভগবান্ প্রজাকর মনু তাহার দেহ হইতে সমদ্ভূত হইতে থাকেন। তখন সেই প্রদীপ্ত হুতাশনতুল্য অমিত তেজা পুরাণ পুরুষ গ্রাম নগরাদিও সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। প্রলয় কালে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, দেবতা, অসুর, উরগ ও রাক্ষুস ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অর্ণবস্থিত অতি দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যপতি মধু ও কৈটভ যুদ্ধকামী হইয়া উপস্থিত হইলে সেই প্রভাবশালী ভগবান হরিই তাহাদিগকে নিহত করিয়া মুক্তিকর বর প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যখন সেই কমলনাভ বিষ্ণু একার্ণব-সলিলে যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন তৎকালে ইহার পুষ্কর অর্থাৎ নাভিপদ্ম হইতে দেবগণ ও ঋষিগণ সমুদ্ভূত হন, সেই জন্য ইনি পৌষ্করাবতার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মহারাজ! মহাত্মা ভগবান বিষ্ণুর বরাহাবতার অতি শ্রবণ রঞ্জন। এই অবতারে সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ লোক হিত কামনায় বারাহী মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া প্রলয় পয়োধি সলিল নিমগ্না মেদিনীকে বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধার করেন। বরাহাবতারের মূর্ত্তি অতি অদ্ভুত। উহা যজ্ঞবরাহ বিগ্রহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদ চতুষ্টয় ইহাঁর পাদরূপে পরিণত হয়, যূপ দশনপংক্তি, ক্রতু হস্ত, চিতি অর্থাৎ অগ্নি স্থান ইহার মুখ, অয়ি জিহ্বা, দর্ভ নোমাবলী, দিবা

রাত্রি দিব্য চক্ষুর্দ্বয়, বেদাঙ্গ কর্ণ ভূষণ, আজ্য নাসা, শ্রুব তুণ্ড, সামগান মহৎ কণ্ঠস্বর, ধর্ম্ম ও সত্যই শরীর সৌন্দর্য্য, কর্ম্মবিক্রম ক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত ঘোর নখরাবলী, যজ্ঞীয় পশু জানু, উদ্গাতৃগণ অস্ত্র, হোম লিঙ্গ ও মহৌষধি সকল বৃষণান্তর্গত ফলোন্মুখ বীজরূপ বীর্য্য, বায়ু অন্তরাত্মা, বেদস্ফিক্, বিকৃতসোমরস শোণিত, বেদি স্কন্ধ, হবি গন্ধ, হব্য কব্য বেগতিশয়, প্রাগবংশ শরীর, দক্ষিণা হৃদয়, উপাকর্ম্ম (বেদাধ্যয়ন) ওষ্ঠ রুচি, ধর্ম্মসন্তাপনার্থ মহাবীর রূপে পরিবর্ত্তন ভূষণ, বিবিধ ছন্দ গমন পথ, গুহ্য উপনিষদ আসন, ছায়া পত্নীরূপ সহায় হইল। তখন ইহার সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় শরীরের উন্নতি হইল। এইরূপে লোকহিতকামনায় মহাযজ্ঞ বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিবিধ দীক্ষায় অর্চ্চিত হইয়া যোগনিরত মহা যোগী ভগবান্ বিষ্ণু সাগরাম্ভ হইতে পৃথিবীর সমুদ্ধার করেন। এই বরাহাবতারের কথা কথিত হইল, এক্ষণে নরসিংহাবতারের বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! এই অবতারে ভগবান্ নারায়ণ নৃসিংহ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করেন। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে বলদর্পিত সুরলোক শত্রু, দৈত্যগণের আদি পুরুষ হিরণ্যকশিপু জলমাত্রোপজীবী, অবশেষে উপবাসপর হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর সুদৃঢ় আসনবন্ধ ও মৌনব্রতালম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযমন দ্বারা অতি কঠোর তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যা ও নিয়মাদি দ্বারা প্রীত হইয়া আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বসহায়ভূত রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিক, বিদিক, নদী, সাগর, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, খেচর, মহাগ্রহ, দেবর্ষি, তপোবৃদ্ধ সিদ্ধগণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, পুণ্যতম গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যসম অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিশালী হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া চরাচর গুরুলোক পিতামহ বেদবিদগ্রগণ্য শ্রীমান প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, ভক্ত! আমি তোমার এই তপস্যাদ্বারা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার নিকটে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে দেবাগ্রগণ্য লোক পিতামহ! আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন দেবতা অসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ উরগ রাক্ষস ও মানুষগণ আমাকে বিনাশ করিতে না পারে। তপস্বী ঋষিগণও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিতে না পারেন। আর অস্ত্র শস্ত্র কিম্বা গিরি ও পাদপ অথবা শুষ্ক ও আর্দ্র ইহার অন্যতম বস্তু দ্বারাও যেন আমার বধসাধন না হয়। যিনি বলপূর্ব্বক এক চপেটাঘাতে একবারেই আমাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন তিনিই আমার অন্তক হইবেন। আমি সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই বায়ু, আমিই হুতাশন, আমিই সলিল, আমিই অন্তরীক্ষ, নক্ষত্র ও দশদিক, আমিই ক্রোধ, কাম, বরুণ, ইন্দ্র, যম, ধনাধ্যক্ষ কুবের, যক্ষ ও কিংপুরুষগণের অধিপতি হইব।

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! আমি তোমাকে এই সমস্ত অদ্ভুত বরই প্রদান করিলাম। তুমি সমস্ত অভিলষিত লাভ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান্ প্রজাপতি তথা হইতে আকাশমার্গে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত বৈরাজ নামক ব্রহ্ম সদনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মুনিগণ ব্রহ্মার তাদৃশ অদ্ভুত বরপ্রদান শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন! আমারা শুনিলাম আপনি দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বর প্রদান করিয়াছেন সে সেই বর প্রভাবে দর্পিত হইয়া

আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে, অতএব আপনি আমাদের উপর প্রসন্ন হউন এবং উহার বধোপায়ও চিন্তা করুন। হে ভগবন্! আপনি স্বয়ম্ভু, আপনা হইতেই এই সমস্ত জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং আপনিই সকলের নিদান, হব্যকব্যের স্রষ্টা ও অব্যক্ত প্রকৃতি অতএব আপনার তত্ত্ব কে বুঝিবে! অনন্তর দেবগণের লোকহিতকর সেই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ প্রজাপতিদেব কহিতে লাগিলেন, দেবগণ! সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অবশ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ফল ভোগান্তে ভগবান্ বিষ্ণুই তাহার বধ সাধন করিবেন। এই কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ প্রীত হইয়া দেবগণ স্ব স্ব দিব্য ধামে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বর প্রাপ্তি মাত্রেই অতি দর্পিত হইয়া সমস্ত প্রজাবর্গের উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। প্রথমেই সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ ব্রতধারী মহাভাগমুণিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদেরই উপরে নানা উপদ্রব আরম্ভ করিল, অতঃপর স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া সেই মহাবল দৈত্যরাজ ত্রিলোক সমস্ত অমরগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া ত্রিলোক স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া স্বর্গ রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। এই বর মদোন্মত্ত দৈত্যপতি যৎকালে স্বর্গরাজ্যে বসতি করে তখন সমুদায় দৈত্যগণকেই যজ্ঞভাগী করিল, দেবগণ বঞ্চিত হইলেন। তখন আদিত্য, রুদ্র, বিশ্ব ও বসুগণ সমবেত হইয়া ত্রিলোক শরণ্য মহাবল ব্রহ্মরূপ দেব যজ্ঞময় ভূত ভব্য ভবিষ্য স্বরূপ সর্ব্বলোক নমস্কৃত সনাতন বিভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, দেবেশ! আপনি আমাদের পরম দেব, আপনি আমাদের পরম গুরু, আপনি আমাদের ধাতা। হে বিকশিত কমললোচন! হে শত্রুকুল ক্ষয়কারিন্। সুরনাথ! দিতি বংশ বিনাশার্থ অদ্য আমারা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন অমরগণ! ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি। তোমরা সকলেই অচিরকালের মধ্যেই স্ব স্ব অধিকার লাভ করিতে পারিবে। প্রজাপতির বর প্রভাবেই সেই দানবেন্দ্র ইন্দ্রেরও অবধ্য হইয়া এত দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে আমি শীঘ্রই উহাকে সগণে বিনাশ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ হরি এই রূপে দেবগণকে বিদায় করিয়া স্বয়ং অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ সিংহাবয়ব ধারণ করিয়া নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর সভা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তখন তাহার শরীর ঘোর ঘনঘটা সদৃশ নীলিমায় অলঙ্কৃত হইল স্বয়ং অভ্রবৃন্দের ন্যায় গভীর গর্জ্জন, করিতে লাগিলেন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ নিবিড় মেঘাবলীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল এবং মেঘবৎ বেগবান্ হইয়া নরসিংহ দেব দৈত্যপতির সভায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তথায় উপস্থিত হইয়াই সেই বলদর্পিত রক্ষিবর্গে সুরক্ষিত দুর্দান্ত সিংহ বিক্রান্ত অতি দর্পিত সভাসীন হিরণ্য কশিপুকে দেখিয়া হস্ত ধারণপূর্ব্বক এক চপেটা ঘাতেই তাহার প্রাণ সংহার করিলেন।

এই আমি নৃসিংহ অবতারের কথা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বামন অবতারের বিষয় পুনরায় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে এই অবতারে ভগবান বিষ্ণু দৈত্য বিনাশন বামন রূপ আশ্রয় করিয়া বলবান্ বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা অতি দুর্দ্দান্ত অক্ষুব্ধ যে সমুদায় মহাসুরগণকে বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন আমি উহাদের নাম

নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, বেগবান, কেতুমান, উগ্র, মহাসুর সোগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, সাশ্ব, অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, অশ্বশিরা, কুম্ভ সংহ্রাদ, গগণ প্রিয়, অসুহ্রাদ, হরি, হর, বরাহ, সংহর, রুজ, শরভ, শলভ, কুপন, কোপন, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি মহাজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গবিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক কালকেয়, বৃত্র, ক্রোধ, বিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্বন, নরক, ইন্দ্রতাপন, বলদর্পিত কেতুমান্ বাতাপী, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, শালবদন, করাল, কৌশিক, শর, একাক্ষ, চন্দ্রহন্তা রাহু, সংহার ও মৃদুস্বন। এই সকল দৈত্যগণের মধ্যে কেহ শতী, কেহবা চক্র, কেহবা পরিঘ, কেহ অশ্মযন্ত্র, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ শূল, কেহবা উলূখল, কেহ, পরশ্বধ, কেহ পাশ, কেহবা মুগ্দর হস্তে করিয়া আসিয়াছিল। কাহার কাহার হস্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ছিল, কেহ ভূষণপাণি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপে দানবগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া নানা বেশে অতি ঘোরদর্শন হইয়াছিল। ইহারা সকলেই মহা বেগ শালী এবং ইহাদের আকৃতি বিভিন্ন রূপ। ইহাদের কাধ্যে কাহার মুখ কুর্ম্ম, কাহার কুক্কুট, কাহার কাক, কাহার উলূক, কেহ খরমুখ, কেহ উষ্ট্র বদন, কেহবা বরাহ বদন, কেহ ভীষণ মকরবক্ত্র, কেহবা শৃগাল মুখ। কাহার মুখ মূষিক, কাহার দর্দ্দুর, কাহার ভয়ঙ্কর বৃক, কাহার মার্জ্জার, কাহার শশ, কাহার নক্র, কাহার মেষ, কাহার গো, কাহার অশ্ব, কাহার মহিষ, কাহার গোধা, কাহার শল্যক, কাহার ক্রৌঞ্চ কাহার গরুড়াস্য, কেহ খড়্গমুখ, কেহবা ময়ূর বদন। ইহাদের পরিচ্ছদও বিবিধ রূপ। কেহ কেহ গজ চর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহবা কৃষ্ণাজিন ধারী, কেহবা চীর সংযুক্ত গাত্র, কেহবা বল্কল পরিধান করিয়া আসিয়াছে। কেহ উষ্ণীষ, কেহ মুকুট, কেহ কুণ্ডল, কেহবা কবচ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর কতকগুলি লম্বশিখ, কতকগুলি কম্বুগ্রীব অসুরও তথায় উপস্থিত ছিল।

এইরূপ নানা বেশধারী অতি তেজস্বী দৈত্যগণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা স্ব স্ব শরীর অলঙ্কৃত করিয়া এবং স্বীয় অস্ত্র শস্ত্রের প্রখর তেজঃপুঞ্জে সেই সভাস্থল উদ্ভাসিত করিতেছিল। এই সময়ে ভগবান হৃষীকেশ সভা প্রবিষ্ট হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া ঐ দৈত্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তখন তিনি অতি ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পদ প্রহারে ও চপেটাঘাতে দৈত্যকুল বিমর্দ্দিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূভার হরণ করিলেন। কথিত আছে এই অতুল বীর্য্য ভগবান বিষ্ণু যখন বিরাট মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইলেন তৎকালে চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার স্তনদেশে, যখন তিনি আকাশে তখন নাভিতে আর যখন তদূর্দ্ধভাগে উঠিলেন তখন জানুদেশে অবস্থিত ছিলেন। এই মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত বলদর্পিত প্রধান প্রধান অসুরগণকে নিহত করিয়া সমস্ত পৃথিবী স্বায়ত্ত করিলেন এবং হৃত সর্ব্বস্ব ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিদিব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বেদবিৎ দ্বিজাতিবর্গ যাঁহার বহুল যশোগান করিয়া গিয়াছেন সেই বামনাবতারের বিষয় আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কৃপাবতার মহাত্মা ভগবান ভূতভাবন বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় অবতারের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! একদা দুর্দান্ত অসুরগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া দেবগণ পলায়ন পর হইলে পৃথিবীতে বেদবিহিত ক্রিয়া সমুদায় একবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল, যজ্ঞের নাম গন্ধও

রহিল না, চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ সঙ্কীর্ণ হইল, ধর্ম্ম শিথিলতা প্রাপ্ত হইল, অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, সত্য এক বারেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল, অসত্য আসিয়া সমস্ত জগৎ আক্রমণ করিল। তখন ধর্ম্মবিপ্লববশতঃ প্রজাগণ বিশীর্ণ প্রায় হইলে ভগবান বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে বেদবিহিত ক্রিয়া, যজ্ঞ ও অসঙ্কীর্ণ চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন, সেই বরপ্রদ ধীমা দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া এই কথা বলিয়া দেন, যে, রাজন আমার বর প্রভাবে তোমার এই বাহুদ্বয় সমরভূমিতে সহস্র বাহু হইবে। হে বসুধাধিপ! তুমি সমস্ত বসুধা সম্যক পালন করিবে। যুদ্ধস্থলে তুমি ঈদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য হইবে যে শত্রুগণ তোমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপও করিতে পারিবে না। মহারাজ! আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, মহাত্মা বিষ্ণুর দত্তাত্রেয় অবতারের বৃত্তান্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মহা প্রভাবশালী জমদগ্নিতনয় পরশুরামরূপী বিষ্ণুর আবির্ভাব উল্লেখ করিতেছি অবধান করুন।

মহারাজ! এই অবতারে প্রভু নারায়ণ জমদগ্নিনন্দন রাম রূপধারণ করিয়া সহস্রবাহু রণ দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে সমরে নিপাতিত করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে সমরক্ষেত্রে সৈন্যসামন্ত পরিবৃত রথ মেঘ গর্জ্জিত পৃথিবীপতি অর্জ্জুনকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত কুঠার দ্বারা তাঁহার ভুজবন ছেদন করেন। তিনি একমাত্র পরশু সহায় হইয়া কোটি কোটি ক্ষত্রিয় পরিবৃত হইয়া মেরুমন্দর ভূষিতা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। অতিবলশালী ভৃগুনন্দন পরশুরাম এইরূপে পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া সর্ব্বপাপ বিনাশার্থ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে তিনি প্রীত হইয়া মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত বসুন্ধরা দক্ষিণা প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন হস্তী, শ্বেতাশ্ব, রথ, প্রভূত স্বর্ণ, ধেনু প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুজাত প্রদান করিলেন। সেই মহাযশা ভৃগুনন্দন লোকহিতকামনায় অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্ট মহেন্দ্র পর্ব্বতে দুশ্চর তপশ্চরণ করিতেছেন। এই আমি শ্রীবৎস লাঞ্ছিত দেবদেব ভগবান্ জামদগ্ন অবতারের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহারাজ! অনন্তর চতুর্ব্বিংশতি যুগে সেই পদ্মপলাশলোচন মহাবাহু প্রভু পরমেশ্বর আত্মাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই অবতারে তিনি রাক্ষসগণের নিগ্রহ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার নিমিত্ত অতি প্রতাপশালী সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জ লোকরঞ্জন কলেবর ধারণ করিয়া রাম নামে প্রখ্যাত হইলেন। সর্ব্বভূত পতি রামের এই শরীরকে লোকে মানবেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ধীমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইহাঁকে সুরবৈরি রাক্ষস কুল বিনাশার্থ দেব দুর্লভ কতিপয় পরমাত্র প্রদান করেন। মহাত্মা রাম বাল্যাবস্থাতেই ধ্যাননিরত মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্নকর মহাবল মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয়কে শরবর্ষণ প্রভাবে বিদূরিত করিয়া মহাত্মা জনক মহীপতির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে অতি প্রকাণ্ড হর-কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পিতার নির্দ্দেশক্রমে লক্ষণানুচর হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করেন। চিরসহবাস সংস্কার বশতঃ ভগবতী লক্ষ্মী সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহাঁর পার্শ্বচারিণী ও বনবাস সহচরী হইলেন। সর্ব্বলোক হিতাকাঙ্ক্ষী রামচন্দ্র বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর জনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক দেবগণের কার্য্যসাধন করেন। যৎকালে পুরুষসিংহ রাম-লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন তখন মহাবল পরাক্রান্ত বিরাধ ও কবন্ধ

নামে রাক্ষসকে নিহত করেন। ইহারা জন্মান্তরে গন্ধর্ব্ব ছিল, অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়া রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হয়। রামের হুতাশন সূর্য্য তড়িৎসন্নিভ, প্রতপ্ত কাঞ্চন খচিত, চিত্র পুঙ্খ, মহেন্দ্র বজ্র সদৃশ সাবৎ শরনিকরে নিহত হইয়া পুনরায় উহারা গন্ধর্ব্বলোক লাভ করিল। সুগ্রীবের নিমিত্ত মহাত্মা রাম বানরেন্দ্র মহাবল বালীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। যে যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসপতি রাবণ - দেবতা অসুর, রাক্ষস ও পক্ষিগণেরও অবধ্য, যাহাকে কোটি রাক্ষসে নিয়ত রক্ষা করিত, যাহার শরীর কান্তি ঘোর নীলাঞ্জন ও নিবিড় জলধর তুল্য, দেবগণ যে দুর্দ্ধর্ষ মহাকায় রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও কদাচ সাহস করিতে পারিতেন না, ভুতপতি রাম নেই ত্রৈলোক্য বিদ্রাবণ ক্রূরমতি দুরাচার শার্দ্দূল বিক্রম বলদর্পিত অপরাধী পুলস্ত্যতনয় সময় দুর্জ্জয় দশাননকে সমরাঙ্গণে ভ্রাতা, পুত্র, সচিব ও ক্রূরকর্ম্মা সৈন্যগণের সহিত সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। বর প্রসাদ দর্পিত মহাসুর মধুপুত্র লবণও অন্যান্য রাক্ষসগণ সমর ভূমিতে রণপণ্ডিত রাম কর্ত্তৃক নিহত হয়। ধার্ম্মিকবর রাম এইরূপ বিবিধ কার্য্য সমাধা করিয়া, অযোধ্যায় রাজসিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক অবাধে দশ-অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শুনিতে পাই মহারাজ রামচন্দ্রের শাসন সময়ে রাজ্য মধ্যে কে কখন কোন অশুভ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, বায়ু কখন প্রতিকূল ভাবে প্রবাহিত হয় নাই। পরধনাপহরণের কথাও ছিল না। রমণীগণ কখন অনাথ কিম্বা বিধবা হইয়া অশ্রু মোচন করিতেন না। রাম রাজ্যে প্রজাবর্গ নিতান্ত শান্ত ও বিনীত হইয়া পরম সুখে বাস করিত, তৎকালে রাজ্য মধ্যে জীবগণ কখন জল বায়ুর কষ্ট নিবন্ধন প্রপীড়িত হয় নাই। বৃদ্ধেরা কখন বালকের প্রেত কার্য্য করেন নাই। ক্ষত্রগণ ব্রাহ্মণের বৈশগণ ক্ষত্রিয়ের এবং শুদ্রগণ নিরহঙ্কৃত হৃদয়ে বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিত। ভার্য্যার প্রতি পতি, পতির প্রতি ভার্য্যা কখন অপ্রিয় আচরণ করিতেন না। তখন নিখিল জগৎ দস্যু তস্করাদি দ্বারা অনুপদ্রুত থাকিয়া শান্তি সুখ অনুভব করিতেছিল। একমাত্র রামই তখন রাজা ও পালয়িতা ছিলেন। লোক সমুদায় সহস্র বৎসরজীবী হইয়া সহস্র পুত্র লাভ করিত। রাম রাজ্যে রোগ শোকের কথাও ছিলনা। দেবতা ঋষি পুরাণবিৎ ও অন্যাদৃশ লোক সমুদায় সমবেত হইয়া রামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও গুণগান করিত। শ্যাম কলেবর যুবা আরক্তিম লোচন প্রসন্নবদন মিতভাষী রামচন্দ্র আজানুলম্বিত বাহু সিংহ স্কন্ধ ও সর্ব্বলোকাধিগম্য ছিলেন। ইনি একাদশ সহস্র বৎসরকাল অযোধ্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার রাজত্ব কালে নগর মধ্যে ঋক্ যজু ও সাম বেদই সংঘোষিত হইত এবং দীয়তাং ভুজ্যতাং ধ্বনিই নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সত্ত্বগুণাবলম্বী অতি তেজস্বী রঘুকুলধুরন্ধর রাম স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে চন্দ্র সূর্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভূরিদক্ষিণ শত সংখ্যক পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অযোধ্যা পরিহারপূর্ব্বক ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহাবল রাঘবেন্দ্র এইরূপে দশ বদন রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক মর্ত্য লীলা সম্বরণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ মাথুরকল্পে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত মহাত্মা কেশব নামে বিখ্যাত হইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই অবতারে ভগবান্ কৃষ্ণ শাল্ব, সৈন্দ, কংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, বৃষভ, কেশী, দৈত্যদারিকা পুতনা, কুবলয়াপীড়নাগ, চানূর, মুষ্টিক ও মানুষরূপী বহুতর দৈত্যের সংহার করিয়া অদ্ভুত যোদ্ধাবাণ দৈত্যের সহস্র

বাহু ছেদন করেন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহাবল যবন ও নরকাসুরকে নিহত করেন। তৎকালে পৃথিবীতে যে সমুদায় অধর্ম্মমতি দুরাচার রাজা অবস্থান করিত তিনিই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের সমস্ত ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর নবম অবতার সময়ে জাতুকর্ণের পর ভগবান্ বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই সত্যবতী নন্দন মহাত্মা ব্যাসই একমাত্র বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁ হইতেই ভরত বংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

রাজন্! আমি আপনার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লোকহিতকর অতীত অবতারের বৃত্তান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভবিষ্যদবতারের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবান বিষ্ণু দশম অবতারে লোক হিতকামনায় সম্ভল গ্রামে বিষ্ণু যশা নামক ব্রাহ্মণের আলয়ে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কী নামে বিখ্যাত হইবেন। এই অবতারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক সহচর থাকিবেন। এই অবতারে ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট পাষণ্ড নাস্তিকগণের সহিত প্রথমতঃ বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পরে রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি প্রদেশে সগণে বিশ্রাম সুখ সেবা ও শান্তিসুখ অনুভব করিবেন। অতঃপর রাজা, প্রজা, অমাত্য ও সৈনিকগণ সকলেই পরস্পরের অহিতাচরণ করাতে ঘোরতর গৃহ বিরোধ উপস্থিত হইয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যাইবে। অরাজকতা নিবন্ধন সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কলির সন্ধ্যাংশে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্লেশে পতিত হইয়া যেমন কলির অবসান হইবে অমনি তাহাদেরও শেষ হইয়া যাইবে। এইরূপে কলিযুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। তখন স্বভাবতঃই লোকে ন্যায় পথ আশ্রয় করিবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত এবং অন্য দিব্য গুণযুক্ত অনেক আবির্ভাব বৃত্তান্ত পুরাণে ব্রহ্মবাদি কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন সময়ে দেবতারাও বিমোহিত হন এবং শ্রুতি সমাহিত পুরাণ সমুদায়ও এই নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমি তাঁহার অবতার বৃত্তান্ত কেবল উদ্দেশমাত্রে সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিলাম। দ্বিজাতিগণ বলিয়া থাকেন যে যাঁহারা সেই সর্ব্বলোক গুরু অমিত বীর্য্য কীর্ত্তনীয় প্রভু নারায়ণের প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন পিতৃলোক তাঁহাদের প্রতি প্রাত এবং যিনি সমাহিতচিত্তে যোগেশ্বর প্রভুর যোগমায়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবৎ প্রসাদে সর্ব্ব সম্পত্তি ও বিপুল ভোগের অধিকারী হইতে সমর্থ হন।

৪২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি ভগবান্ বিষ্ণুর বিশ্বময়ত্ব, সত্যযুগে হরিত্ব, দেবলোকে বৈকুণ্ঠত্ব মর্ত্যলোকে কৃষ্ণত্ব ও তদীয় ঈশ্বরত্ব এবং তাঁহার অতীত ও অনাগত দুরধিগম্য কর্ম্ম সমুদায়ের বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি স্বয়ং অব্যক্ত অথচ সমুদায় জগতেই তিনি ব্যক্তরূপ অনন্তাত্মা, যিনি অবিনশ্বর অথচ নশ্বর জগতের স্রষ্টা সেই ভগবান প্রভু নারায়ণ সত্যযুগে শরীর ধারণপূর্ব্বক হরি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সোম, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই শুক্র, তিনিই বৃহস্পতি।

তিনিই অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি সুরশত্রু দৈত্য দানব ও রাক্ষসকুল বিনাশের নিমিত্ত যে অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহা কেবল তাঁহার প্রসন্নতা মাত্র। পূর্ব্বকালে সেই প্রধান পুরুষ প্রভু নারায়ণই লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। সেই আদিপুরুষ প্রজাকল্পে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকেও সৃষ্টি করেন। ঐ, প্রজাপতিগণ পরবর্ত্তী কপাদি-মহর্ষি শরীর ধারণ করিয়া অত্যুত্তম ব্রহ্মবংশ বিস্তার করিয়াছেন। ঐ মহাত্মাদিগের হইতেই শাশ্বত বেদ বহুধা বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বেদই বিষ্ণুর অলৌকিক গুণ সমুদায়ের কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সুতরাং বেদ পাঠই সেই সনাতন বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন মাত্র বলিয়া জানিবেন।

হে মহারাজ! এক্ষণে তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তনীয় বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রিয় দর্শন! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে বৃত্রাসুর বধ সমাপ্ত হইলে তারকাময় নামক ত্রিলোক বিখ্যাত এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ঐ যুদ্ধে অতি ঘোরদর্শন সংগ্রাম দর্পিত দানবগণ, দেবতা, যক্ষ রাক্ষস ও উরগগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দৈত্য শর প্রহারে প্রহৃত ও ক্ষীণাস্ত্র হওয়াতে রণ পরাঙ্মুখ হইয়া দেবগণ ঐকান্তিক চিত্তে ত্রাণকর্ত্তা প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে নির্ব্বাণ অঙ্গার বর্ণ নিবিড় ঘনঘটায় চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের সহিত গগনাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন হইল। মেঘাবলীর পরস্পর সংঘর্ষণ বশতঃ ঘোতর গভীর ধ্বনি মুহুর্ম্মুহু শ্রুত হইতে লাগিল, চঞ্চল চপলাবলী অনবরত স্ফূর্তি পাইয়া লোক লোচনকে চকিত করিতে লাগিল সপ্তবিধ বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নিরন্তর বজ্রাঘাত, অত্যুষ্ণ বৃষ্টি পাত ও সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে আরম্ভ হইল, তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ সমুদায় ঘোর উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে অম্বরতল দহমান ও বিদীর্ণ বক্ষ হইয়াই রসিত হইতেছে। আকাশগামী বিমান সমুদায় কখন অধোমুখ কখন উর্দ্ধমুখ হইয়া একবার অত্যুচ্চ গগণাবলম্বী আবার তৎক্ষণাৎই প্রতিকূল বায়ুবশে রসাতলশায়ী হইতে লাগিল। অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন করিল; তখন কি দিঙ্মণ্ডল কি নভোমণ্ডল কিছুই আর লক্ষিত হয় না। বোধ হইতে লাগিল যেন অমাবস্যায় তামসী নিশা ঘোর তিমিরবর্ণ মেঘাবগুণ্ঠিতা হইয়া উপস্থিত হইল। চতুর্যুগাবসানে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে লোকের যাদৃশ ভয় সঞ্চার হয় ঐ সকল উৎপাত দর্শনে ও অবিকল তাহাই ঘটিল।

এই সময়ে ভগবান্ প্রভু নারায়ণ স্নিগ্ধ শ্যামল শরীর ধারণপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা তিমির সহকৃত জলদাবলীকে নিঃসারিত করিয়া স্বীয় দিব্য মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার শরীরকান্তি ও রোমরাজি জলধর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, উজ্জ্বল পীতবসন পরিধান অঙ্গযষ্টিতপ্তকাঞ্চন ভূষণে ভূষিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ধূমরাশি সমাবৃত যুগান্তবহ্নি সমুত্থিত হইতেছে তাহার অংসদ্বয় অষ্টগুণ স্থূল, কিরীটাচ্ছন্ন কেশকলাপ এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল চামীকর কিরণের ন্যায় প্রতিভাত হওয়াতে চন্দ্র সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত উচ্ছ্রিত গিরি কূটের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, হস্তে আনন্দকর খড়্গ, ভীষণ আশীবিষ সদৃশ শরনিকর, অদ্ভুত শক্তি, উদগ্র হলযন্ত্র এবং শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতেছিল, এই ক্ষমামূল শ্রীবৃক্ষ, শার্ঙ্গ-শৃঙ্গ-বিষ্ণুশৈল স্বরূপ ভগবান্ হরি এক অতি রমণীয় রথে আরূঢ় ছিলেন, ঐ রথ সুন্দর হরিদ্বর্ণ অশ্বে সংযোজিত এবং উহার ধ্বজোপরি সুপর্ণ সমাসীন ছিল; উহার চক্র সমুদায় চন্দ্র সূর্য্য, মন্দর গিরি উহার

অক্ষ, অনন্ত উহার রশ্মি, অত্যুজ্জ্বল সুমেরু উহার কূবর, তারকারাজি উহার বিচিত্র কুমুদমালা, গ্রহ নক্ষত্র সমুদায় উহার বন্ধন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তিনি যখন আকাশে অবস্থান করিয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিলেন, তৎকালে দৈত্য পরাজিত মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দিব্য রথারূঢ় ভগবান বাসুদেবকে দেখিতে পাইয়া জয়ধ্বনিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাগত হইলেন। অনন্তর সেই গগনবিহারী দেবপ্রিয় পুরুষোত্তম বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারণে দৈত্যকুল বিনাশ করিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! আর ভয় নাই এখন তোমরা শান্তি লাভ কর,—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এখনই দৈত্যগণকে পরাভূত করিব, তোমাদের ত্রিলোক রাজ্য তোমরা পুনরায় গ্রহণ কর। পূর্ব্বকালে অমৃত প্রাপ্তিতে দেবগণ যাদৃশ প্রীত হইয়াছিলেন এক্ষণে সেই সত্যসন্ধ বিষ্ণুর অমৃয়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া তাদৃশ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। এই সময়ে সমস্ত অন্ধতমস একবারে নিঃসারিত হইল মেঘের আর চিহ্ন ও রহিল না, তখন সুন্দর সমীরণ-মৃদু মন্দ সঞ্চারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক সমুদায় প্রসন্ন এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সমুজ্জ্বল হইয়া তারপতিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সূর্য্যমণ্ডল স্বীয় উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিলেন। গ্রহগণের আর বিগ্রহ রহিল না। সরিৎ সমুদায় প্রসন্নসলিলা স্বর্গাদি লোকয়পদবী পরিষ্কৃত হইল। স্রোতোবেগ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে, পুনঃ প্রধাবিত হইল। সমুদ্র অক্ষুব্ধ, মানুষগণ নিঃশঙ্ক হৃদয় হইল। মহর্ষিকুল নিরাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞীয় পাবক নির্ব্বিঘ্নে স্বাদু হবির্ভোজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিল এবং দেবদেব বিষ্ণুর শত্রু নিপাত সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদে পুলকিত হইতে লাগিল।

৪৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বিষ্ণু স্বয়ং অভয় প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া দুর্জ্জয় দৈত্যবর্গ যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। প্রথমেই ময়দানব দ্বাদশ শত হস্ত বিস্তৃত, চতুশ্চক্র, সহস্র অক্ষযুক্ত, শত্রুরথ বিনাশক, আকাশগামী অবিনাশী দিব্য কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ তূনীর ও গদা পরিঘ প্রভৃতি বিপুল মহাস্ত্রে পরিশোভিত, কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত দ্বীপিচর্ম্মে আবৃত, রত্নরাজিখচিত সুবর্ণজাল দ্বারা মণ্ডিত, বিবিধ কৃত্রিম প্রাণী ও স্বর্ণকেয়ূর বলয়ে পরিশোভিত হইয়া বহির্গত হইল। ইহার কূবর স্বর্ণমণ্ডলে মণ্ডিত হওয়াতে পরমশোভা ধারণ করিয়াছিল। যখন ঐ ভল্লুকবর্ণ রথ ধ্বজাপতাকাদি দ্বারা সুশোভিত ও মহারথী ময়দানবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া মেঘ গভীর ধ্বনিতে সমরক্ষেত্রে সাক্ষাত অর্ণব ও আদিত্য সমাযুক্ত মন্দরগিরির ন্যায় রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইল, তখন উহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দিবাকর সুমেরু পর্ব্বতে অধিরোহণ করিয়াছেন। তারক নামক মহাসুরও ক্রোশ বিস্তৃত বায়সধ্বজ, শৈলসমাকীর্ণ, গাঢ় অঞ্জন বর্ণ, লৌহময় অষ্টচক্র, ঈশা ও কূবর সমাযুক্ত তিমিররশ্মিসমুদ্গারী মেঘবৎ গভীর গর্জ্জিত, লৌহজালজড়িত গবাক্ষযুক্ত, লৌহময় পরিঘ, শূল, ক্ষেপণীয়, মুদ্গর, প্রাশ, বিস্তৃত পাশ, অতি ভীষণ তোমর ও পরশ্বধ দ্বারা সুশোভিত লৌহময় সহস্র অশ্বতর সংযুক্ত রথে

আরোহণ করিল। ঐ রথ দেখিলে বোধ হয় যেন শক্রকুল বিনাশের নিমিত্ত দ্বিতীয় মন্দরগিরি উপস্থিত হইল। বিরোচন ক্রোধে মত্ত হইয়া গদাধারণ পূর্ব্বক উচ্ছ্রিত শৃঙ্গ শৈলের ন্যায় সৈন্যগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। হয়গ্রীব শত্রু বিমর্দ্দক সহস্র অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বরাহ নামক বীরও এই সময়ে বাহুসহস্রধৃত ধনুঃ সহস্র বিস্ফারিত করিয়া বৃক্ষ লতাদি পরিবৃত অচলের ন্যায় সেনামুখে উপস্থিত হইল। বলদর্পিত ক্ষর রোষাশ্রু বর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধে দন্ত, ওষ্ঠ ও বদন বিকম্পিত করিতে করিতে সমর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অতিবীর্য্য ত্বষ্টা অষ্টাদশ বাজিবাহিত যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্যূহীকৃত দানবদলে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্বেত কুণ্ডলধারী বিপ্রচিত্তিতনয় শ্বেত নামক মহাবীর যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শ্বেতাচল হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইল। বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র অরিষ্ট শিলাস্ত্রধারী হইয়া শিলাবর্ষী ধরাধরের ন্যায় যুদ্ধ কামনায় প্রস্তুত হইল। কিশোর রণহর্ষাতিশয় বশতঃ উন্মুক্ত অশ্বশাবকের ন্যায় সমর প্রেরিত হইয়া দানব সৈন্যমধ্যে সমুদিত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইল। লম্বমান বসনা বগুণ্ঠিত, লম্বমান মেঘ সন্নিত প্রলম্বাসুর দৈত্য ব্যূহমধ্যে নীহারাচ্ছন্ন অংশুমালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বক্রযোধী রাহু দশন ওষ্ঠ ও দৃষ্টিমাত্র অস্ত্র সহায় করিয়া হাসিতে হাসিতে দৈত্যগণ মধ্যে মহৎ উৎপাতস্বরূপ উপস্থিত হইল। অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ অশে, কেহ গজস্কন্ধে, কেহ সিংহে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বরাহে, কেহবা ভল্লুক পৃষ্ঠে, কেহ অশ্বতরে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ মেঘবাহনে, কেহবা পক্ষিবাহনে, কেহ পবনবাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধভূমি অলঙ্কৃত করিল। পদাতিগণ মধ্যে কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ ছিল। উহারা বিকৃতানন ও ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া রণোৎসাহবশতঃ সমর ভূমিতে নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ বা বাহ্বা স্ফোটনপূর্ব্বক দৃপ্তশার্দ্দূল ঘোষে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। কেহ বা অত্যুগ্র গদা পরিঘ ও শরাসনধারী হইয়া পরিঘাকৃতি বাহুদ্বারা দেবগণকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। অপর সৈন্যগণ প্রাণ, পাশ, খড়্গ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, তীক্ষ্ণধার শতঘ্নী, মুদ্গর, গণ্ডশৈল, শৈল, পরিঘ ও চক্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দৈত্যবল মহা আনন্দিত হইল। এইরূপে অসংখ্য দৈত্যসেনা সমাকুল যুদ্ধ মদোন্মত্ত বায়ু, অগ্নি, জল ও শৈলতুল্য অদ্ভুত বলরাজি উদ্ধত ভাবে মেঘ সৈন্যের ন্যায় দেবগণের সম্মুখীন হইয়া রণকাঙ্ক্ষায় উম্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

৪৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সমরক্ষেত্রে যে সমুদায় দৈত্যসৈন্য আগমন করিয়াছিল তাহাদের বিষয় আপনি বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে দেব সৈন্য ও বিষ্ণুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বিণীকুমারদ্বয় স্ব স্ব বল ও বাহন লইয়া যথাক্রমে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। ইহাঁদের পুরোভাগে দিক্‌পালাগ্রগণ্য সহস্রলোচন ইন্দ্র সুরগজ ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে পক্ষিরাজ গরুড় তুল্য বেগশালী, সুচারু চক্রচরণ, সুবর্ণ

হীরকখচিত, সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ কর্ত্তৃক অনুগত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর সদস্য মহর্ষিগণ যাহার স্তব করিয়া থাকেন, বজ্রনিষ্পেষ সম্ভূত বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ সমন্বিত কামচারী ভূধরের ন্যায় ধারাধরগণ যাহাকে ধারণ করিয়া থাকে, যাহাতে আরোহণ করিয়া ভগবান্ মঘবা জগৎ পরিভ্রমণ করেন, যজ্ঞক্ষেত্রে স্থণ্ডিলোপরি সমাসীন হইয়া যাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ গান করিয়া থাকেন, স্বর্গে নির্য্যান সময়ে দেবতূর্য্য সকল নিনাদিত হইলে অঙ্গরোগণ যাহার পুরোভাগে নৃত্য করিতে থাকে সেই বংশকেতু বিরাজিত সহস্র অশ্ব সংযুক্ত মনোমারুতসম বেগবান্ ইন্দ্ররথ স্থাপিত হইল। উহা মাতলি সনাথ হইয়া দিবাকরকরোদ্ভাসিত সুমেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যম কালদৈবত মুদ্গর ও স্বকীয় দণ্ড উদ্যত করিয়া সিংহনাদে দৈত্যগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক দেবসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদ্র চতুষ্টয় ও লোলজিহ্ব নাগলোকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, শঙ্খ, মুক্তাময় অঙ্গ, ও শ্বেতদুকূলধারী, প্রবাল রুচিরাধর, নীলকান্তমণির ন্যায় শ্যামাঙ্গ, অত্যুত্তম হার বিভূষিত, পাশাস্ত্রধারী বরুণদেব সলিলময় শরীর ধারণ ও হস্তে কালপাশ গ্রহণপূর্ব্বক শশধর ময়ূখতুল্য শ্বেতকান্তি ফুৎকার যুক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া উদ্বেলতরঙ্গ অর্ণবের ন্যায় যুদ্ধাস্পর্দ্ধী হইয়া দেবসেনার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অপরদিকে নীলকান্তমণির ন্যায় সমুজ্জল শ্যামবর্ণ, শঙ্খপদ্মধারী গদাপাণি যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, সমুদায় নিধির অদ্বিতীয় প্রভু বিত্তপতি শ্রীমান বিমানযোধী রাজরাজেশ্বর ভগবান কুবের পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। তৎকালে ঐ শিবসখা ধন পতিকে দেখিলে দৈত্যগণপুনরাবর্ত্তী রণোৎসাহী সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। এইরূপে সহস্রলোচন ইন্দ্র পুর্ব্বদিক, যম দক্ষিণ দিক, বরুণ পশ্চিমদিক ও কুবের উত্তর দিকে থাকিয়া দেবসৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বাদশাত্মা দিবাকরও পরমশোভা সম্পন্ন, স্বকীয় রশ্মিজাল প্রদীপ্ত, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত পরিবেশধারী, সুমেরুগামী, ত্রিদিবদ্বারশোভী, সর্ব্বলোক প্রকাশক, সপ্তাশ্ব ও সহস্র রশ্মিযুক্ত আকাশগামী দিব্যরথে আরোহণ করিয়া দেবগণ মধ্যে বিরাজমান হইলেন। দৈত্যগণ দেখিল অপরদিকে তারকারাজি বিরাজিত, ভূচ্ছায়লাঞ্ছিত বিগ্রহ, তিমির বিনাশন, জ্যোতিরীশ্বর, রসসমুদায়ের রসদাতা ওষধিনাথ, সুধানিধি, জগতের অন্নময় রস স্বরূপ, হিম প্রহরণ, প্রভু দ্বিজরাজ হিমাংশু শ্বেতাশ্বপরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া সুশীতল কিরণ বর্ষণ দ্বারা জগৎ আপ্লাবিত করিতেছেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছেন, যিনি সপ্তস্কন্ধরূপে সমস্ত চরাচর বিশ্বধারণ করিতেছেন, যিনি অগ্নির নিয়ন্তা, শব্দ মাত্রানুমেয়, সপ্তস্বরগতা গীতি যাঁহার উৎপত্তি মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাঁহাকে সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, শরীর পরিশূণ্য শব্দযোনি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে সেই গগণবিহারী বেগশালী সর্ব্ব ভূতায়ু বায়ু উদ্ধূত ও জলদজালে মণ্ডিত হইয়া দৈত্যগণকে উৎপীড়িত করিয়া প্রতিকূলভাবে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। দেব গন্ধর্ব্বগণ বিদ্যাধরগণের সহিত সমবেত হইয়া নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগের ন্যায় কোষ নিষ্কাষিত অসিগ্রহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সর্পরাজগণ রোষময় বিষ উদ্গিরণপূর্ব্বক দেবগণের শররূপে মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আকাশ পথে বিচরণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতগণও শতশাখাবচ্ছিন্ন পাদপকুল-সমাকুল শৃঙ্গ নিবহদ্বারা দানব বল বিদলন করিবার জন্য সুরগণ সমীপে উপস্থিত হইল।

যিনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, পদ্মনাভ, যাঁহার একপদক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিলোক আক্রান্ত হইয়াছিল, যিনি যুগান্তকালীন সমুজ্জ্বল অগ্নি, চরাচর বিশ্বের একমাত্র প্রভু, সমুদ্রযোনি, মধুহন্তা হব্যভোজী, যজ্ঞেশ্বর। যিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, আত্মা ও শান্তিস্বরূপ। যিনি শান্তিকর শত্রু বিনাশী, জগতের বীজস্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের এক গুরু ও উদারমতি। যাহার করতলে নবোদিত পরিবেষধারী সূর্য্যমণ্ডল ও প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অতি প্রদীপ্ত তেজোময় করাল চক্র, যাঁহার বামহস্তে অসুর কুলঘাতিনী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা শত্রুগণের কালরাত্রিরূপা ভীষণগদা, অবশিষ্ট বাহুনিকরে শার্ঙ্গধনুঃ প্রভৃতি অতি প্রদীপ্ত বিবিধ আয়ুধ ধৃত হইয়াছে। যিনি বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ গগন বিক্ষোভণ, ভুজঙ্গ ভুক, মহর্ষি কশ্যপের নন্দন, যাহার মুখমণ্ডল বৃহদাকার ভুজগেন্দ্রদ্বারা পরিশোভিত যিনি অমৃত মন্থনাবসনে উন্মুক্ত মন্দর গিরির ন্যায় সমুন্নত। দেবাসুর সমরে যাহার পরাক্রমের শত শতবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অমৃত আহরণের নিমিত্ত যাঁহার শরীর বাসবাস্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়াছে, যিনি শিখা কেশ ও অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ এবং বিচিত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক ধাতু সমুদ্ভাসিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করেন, যিনি অন্ধকবলিত বক্ষস্থলাবলম্বী ভোগীর ভোগাবসক্ত সুধাংশুসমোজ্জল শিরোমণির দ্বারা বিভুষিত, প্রলয়কালীন ইন্দ্রচাপ বিচিত্রিত জলধরপটল সমাবৃত অম্বরতলের ন্যায় যাহার পক্ষ বিস্তারে সমস্ত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, যাহার ভয়ঙ্কর শরীর নীল লোহিত ও পীতাদি বিবিধ বর্ণ পতাকায় অলঙ্কৃত, সেই অরুণানুজ খগরাজ সুবর্ণ পক্ষ সুপর্ণ বাহনে আরুঢ় হইয়া গদাচক্রধারী মহাযশা গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বাসুদেব অসুর বিনাশার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতে লাগিলেন। পশ্চাদভাগে দেবগণ ও ঋষিগণ সমাহিতচিত্তে পরম মন্ত্রযুক্ত বাক্যে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন দেবসেনাগণ জয়শীল প্রদীপ্ততেজা সহিষ্ণু বিষ্ণুর তেজে সমর মদোন্মত্ত ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কুবের, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রদীপ্ত হুতাশন প্রভৃতি লোকপালগণ সেনাগণের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগুরু বৃহস্পতি দেবপক্ষে, অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্য পক্ষে জয়োচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

৪৫মে অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবতা ও অসুরগণ এই উভয় সৈন্য পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সম্মুখীন হইলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ অসুরগণ বিবিধ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া দেবগণের প্রতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল। বোধ হইল যেন পর্ব্বত সকল পর্ব্বতগণকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। যেমন ধর্ম্ম অধর্ম্মের সহিত, বিনয় দর্পের সহিত সেইরূপ দেবতা অসুরগণের সহিত সমবেত হওয়াতে যুদ্ধ অতি বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন উভয় দলের রথ সমুদায় বেগে চালিত হইল, বাহন বাহনের প্রতি প্রধাবিত হইল, যোদ্ধৃবর্গ অসিহস্তে গগনমার্গে উল্লম্ফন আরম্ভ করিল, ধানুকগণ ধনুর্ব্বিস্ফারণপূর্ব্বক যুগপৎ অসংখ্য শরক্ষেপ, মুষলী মুষল নিক্ষেপ, মুদ্গরধারী মুদ্গর নিপাত আরম্ভ করাতে যুদ্ধক্ষেত্র অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। এমন কি তৎকালে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত

হইয়াছে ভাবিয়া সমস্ত জগৎ ত্রস্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দানবগণ রণক্ষেত্রে স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত পরিঘ ও বেগচালিত পর্ব্বতপাত দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ বলদর্পিত, জয় মদোন্মত্ত অসুরাস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বিষণ্নহৃদয়ে সমরভূমিতে কঞ্চিৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দানবাস্ত্র প্রমর্দ্দিত দেবগণের মধ্যে পরিঘপ্রহারে কাহার মস্তক ভগ্ন হইল কাহার বা বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া অরিবত রুধিরধারা বহিতে লাগিল। এইরূপে দেবগণ ব্যথিত পরিশেষে পাশজালে সংযত হইয়া জড়ের নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। দানবীমায়া উচ্ছেদ করিতে কাহার আর শক্তি রহিল না। তখন তাঁহারা নিষ্প্রভ হতজীবিতের ন্যায় স্তম্ভিত ও চিত্রার্পিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহাদের অস্ত্রজাত দানবীমায়ায় নিষ্ক্রিয় হইয়া স্বকীয় অসারতা প্রমাণ করিতে লাগিল।

তখন সহস্র লোচন ইন্দ্র স্বকীয় বজ্রাস্ত্রদ্বারা দানবগণের মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন ও শরজাল সংহার করিয়া ঘোর দৈত্যবলে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ পুরোবর্ত্তী অত্যুগ্র দৈত্যবল নিহত করিয়া তামসাস্ত্র দ্বারা সমস্ত রণক্ষেত্র ঘোরতিমিরে আচ্ছন্ন করিলেন। রণস্থল ঘোরতর তিমিরাব্ধি সলিলে মগ্ন হওয়াতে এরূপ সঙ্কুল হইয়া উঠিল যে তখন আর স্বপক্ষ বিপক্ষ বলিয়া উপলব্ধি করিবার বিবেক রহিল না। তখন দেবসেনা ইন্দ্রতেজে মায়াপাশ বিমুক্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক দৈত্যবল নিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দৈত্যগণ ঐ তমঃপ্রভাবে নীলকান্তি হইয়া নিতান্ত ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য কলেবরে ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে দৈত্যবল সেই ঘনীভূত অন্ধকার মহার্ণবে প্রবিষ্ট ও ভয়াকুল হইয়া পতিত হওয়াতে সমস্তই গাঢ় তিমিরময় হইয়া পড়িল।

অনন্তর, যুগান্তকালীন যে লোকদহনী ঔর্ব্বানলময়ী মায়া সৃষ্ট হইয়াছিল, দৈত্যপতি ময়দানবও সেই মহামায়ার সৃষ্টি করিয়া দেবরাজের তমোময় মায়াকে একেবারে উচ্ছেদ করিল। তখন দৈত্যগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেরর ধারণ করিয়া সমভূমি হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। এদিকে দেবগণ সেই ময় কল্পিত মায়াময় ঔর্ব্বানল তেজে দগ্ধকলেবর হইয়া শৈত্য সেবার নিমিত্ত শীতাংশু সুশীতল সলিলপূর্ণ চন্দ্রবিষয় নামক হ্রদ তীরে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ঔর্ব্বানলে নিতান্ত নিস্তেজ ও দহ্যমান হইয়াছিলেন, সুতরাং রক্ষা প্রাপ্তি বাসনায় দেবেন্দ্র সমীপে নিবেদন করিলেন। তখন দেবরাজকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া বরুণ দেব সেই অসুরমায়ানলদগ্ধ সন্তপ্তহৃদয় সমস্ত সুরসৈন্যকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

দেবরাজ! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মর্ষিতনয় ঊর্ব্ব অতি কঠোর তপস্যা করেন, তপস্যাবলে তিনি ব্রহ্মার সদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তপঃ প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডল সূর্য্যপ্রভার ন্যায় সন্তপ্ত করিলে মুনিগণ, দেবতা, দেবর্ষি, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ইহারা সকলেই সমবেত হইয়া সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর উগ্রতপস্বী মুনি সমীপে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম সংহিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ভগবন্! মহর্ষিকুলের মধ্যে আপনার বংশ একেবারে ছিন্নমূল বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। আপনি একাকীমাত্র, আপনার পুত্রও নাই, যদ্বারা বংশ রক্ষা পায়, তদনুকুল কোন চেষ্টাও দেখিতেছি না, আপনি চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া চিরদিনই ক্লেশ অনুভব করিলেন; ধ্যানপরায়ণ মুনিগণের মধ্যে বিপ্রকুল প্রায়ই এক একটা মাত্র পুত্র দ্বারা অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে। সন্তানোৎপত্তি

ব্যতীত আমাদের সেই উচ্ছিন্ন প্রায় কুলের আর অস্তিত্বের আশা কি? আপনি তপোবলে প্রজাপতি সম দ্যুতিশালী হইয়া সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি বংশ রক্ষা ও আত্মবর্দ্ধনার্থ যত্নবান হইয়া রেতঃ সমাধানপূর্ব্বক আত্মসদৃশ পুত্র লাভ করুন।

ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে মহামুনি ঊর্ব্ব একান্ত ক্ষুণ্নহৃদয়ে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; মহর্ষিগণ! পূর্ব্বকালে বন্যফলমূলমাত্রজীবী মুনিগণের ইহাই শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলপ্রসূত ব্রাহ্মণগণ সদাচার নিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মাকেও বিচলিত করিতে পারেন। গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণবর্গের নিমিত্ত যাজনাদি ত্রিবিধ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বনাশ্রমবাসী আমাদের নিমিত্ত একমাত্র বন্যবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাদের জল ও বায়ু ভক্ষণীয়, দন্ত অথবা প্রস্তরখণ্ড যাঁহাদের উদূখলের কার্য্য করে, অনাহার ও অতি ভীষণ পঞ্চতপাই যাঁহাদের নিত্যব্রত, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দুশ্চর ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তপস্বী বেশে পরম গতিই প্রার্থনা করিবেন। ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্মচর্য্যই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও পরলোকে ব্রহ্মণ্য লাভের একমাত্র সাধন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ধৈর্য্য ও তপস্যা উভয়ই রক্ষা পায়; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপর হইয়া অবস্থান করেন তাঁহারাই স্বর্গবাসের যোগ্য। ইহলোকে যোগ ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না, সিদ্ধিলাভ না হইলেও যশোলাভের সম্ভাবনা নাই। আর সেই যশোমূল ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত জগতে আর শ্রেষ্ঠতর তপস্যাও কিছু নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও পঞ্চভূতকে নিগ্রহ কবিয়া ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? যোগ ব্যতীত কেশমুণ্ডন, সঙ্কল্প না করিয়া ব্রতানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটীই কেবল দম্ভ প্রকাশমাত্র। যৎকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানসী প্রজাসমুদায় সৃষ্টি করেন তখন কলত্রকুল কোথায় ছিল? কোথায় সেই স্ত্রীসংযোগ, কোপ্রায়ই বা সেই কামার্ত্ত লোকের চিত্ত বিকার? অতএব যদি ভবাদৃশ অমিততেজা মহাত্মাদিগের তপোবীর্য্য বিদ্যমান থাকে তবে সেই প্রজাপতির ন্যায় মানস পুত্র সকল সৃষ্টি করুন। মনঃকল্পিত যোনিতে মনঃকল্পিত বীজের আধান করাই তপস্বিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দারসংযোগ ও তাহাতে বীর্য্যাধান করা তাঁহাদের ব্রতোচিত কার্য্য নহে। যদিও আপনারা ধর্ম্ম লোপ ভয়ে নির্ভীকহৃদরে সাধুজনোচিত উপদেশ সমুদায় প্রদান করিলেন, কিন্তু উহা আমার পক্ষে সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না, এই দেখুন আমি দারসংযোগ ব্যতীতও আশরীর দ্বারা মানসে এক প্রদীপ্ততেজা পুত্র সৃষ্টি করিতেছি। সেই আমার আত্মাই আবার বন্যবৃত্তি বিধানে লোকদহনক্ষম দ্বিতীয়াত্মস্বরূপ পুত্র উৎপাদন করিবে।

এই কথা বলিয়া মহর্ষি ঊর্ব্ব তপঃপ্রভাবে হুতাশনোপরি উরুদেশ আধান করিয়া কুশদ্বারা পুত্র জননক্ষম অরণি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তারা ত্রিভুবন দহনাকাঙ্ক্ষী জ্বালামালী নিরিন্ধন এক অগ্নি তদীয় উরু নির্ভেদ করিয়া উদ্ভূত হইল। জামাত্রেই যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল এবং সক্রোধবচনে ঐ ঔর্ব্ব নামা মহানল পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, পিতঃ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা, অনুমতি করুন আমি জগৎ দাহ

করিব। এই কথা বলিয়া সেই জগদন্তকারী বহ্নি ত্রিদিবগামিনী প্রজ্বলিত শিখাবলী দ্বারা দশ দিক্ উদ্দীপিত ও জীবগণকে দগ্ধ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্বলোক হিতাকাঙ্ক্ষী প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন সুতাগ্নিদ্বারা উর্ব্বের উরুদেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঔর্ব্ব কোপানল! সমস্ত ঋষি ও জগৎকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। অনন্তর তিনি মহামুনি উর্ব্বকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া কহিলেন হে মহর্ষে! তুমি ত্রিলোকের প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক এই তেজঃপুঞ্জ পুত্রকে আপাততঃ রক্ষা কর। পরে আমিই ইহার বাসস্থান নির্দ্দেশ ও অমৃত তুল্য অশন ব্যবস্থা করিব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই তুমি আমার বচন শ্রবণ কর।

উর্ব্ব কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন আমার শিশুর প্রতি ঈদৃশ দয়া প্রকাশ করিলেন তখন আমি নিতান্ত অনুগৃহীত ও ধন্য হইলাম। আমার এ সন্তান এখন নিতান্ত বালক; ইহার যৌবন কাল উপস্থিত হইলে তদনুরূপ ভোগাভিলাষও বর্দ্ধিত হইবে, তৎকালে আপনি ইহার কিরূপ হব্য ব্যবস্থা করিবেন? ইহার নিবাসস্থানই বা কোথায় দিবেন? অনুরূপ ভোজ্যপদার্থই বা কি প্রদান করিনে?

ব্রহ্মা কহিলেন, ঋষিবর! বড়বামুখাকৃতি সমুদ্র মুখে তোমার পুত্রের বসতি হইবে। সে বিপ্র! যাহা আমার উৎপত্তিস্থান তাহাই আমার তোয়ময় দ্বিতীয় শরীর। তথায় তোমার পুত্রের বাসস্থান এবং সেই বারিময় হবিই অশনরূপে নির্দ্দেশ করিলাম, অতঃপর যখন যুগান্তকাল উপস্থিত হইবে তৎকালে তোমার এই পুত্র ও আমি উভয়ে মিলিত হইয়া সমস্ত জগৎ গ্রাসার্থ বিচরণ করিব। আমি এই সলিল ভোজী তোমার পুত্রকে প্রলয়াগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করিলাম। এই অগ্নিই দেবতা অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমস্ত জীবের দহনস্বরূপ হইবে। তখন সেই ঔর্ব্বানল তথাস্তু বলিয়া প্রদীপ্ত জ্বালাবলী সংহারপূর্ব্বক স্বকীয় যশোময় প্রভাকে পিতাতে নিহিত করিয়া স্বয়ং অর্ণব মুখে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা তথাহইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং মহর্ষিগণ ও ঔর্ব্বানলের প্রভাব জানিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক ঊর্ব্বকে কইলেন; ভগবন্! আপনার তপঃপ্রভাবে এই লোকপ্রত্যক্ষীভূত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রতি লোকপিতামহ ব্রহ্মাও পরিতুষ্ট হইলেন। এক্ষণে যদি আপনি ও আপনার পুত্র উভয়েই আমাকে কার্য্যদ্বারা পুত্ররূপে অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে আমি আমার আত্মাকে শ্লাঘ্য ও চরিতার্থ মনে করি। আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত এবং আপনারই আরাধনায় একান্ত অনুরক্ত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ইহাতে যদি আমাকে অবসন্ন হইতে হয় তবে ভবাদৃশ সাধু জনেরই কলঙ্ক ঘোষিত হইবে।

উর্ব্ব কহিলেন, হে সুব্রত! তুমি যখন আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে তখন আমিও ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, অদ্য হইতে আমার প্রসারে তোমার আর কোন ভয়ই থাকিবেনা। তুমি আমার পুত্রকৃত এই মায়া গ্রহণ কর। ইহা নিরিন্ধন অগ্নিরূপা, ইহাকে অগ্নিও স্পর্শ করিতে পারে না। এই মায়া তোমারই বংশপরম্পরার অনুবর্ত্তিনী, থাকিবে। অরি নিগ্রহ কালে ইহা আত্মপক্ষের রক্ষা ও পরপক্ষের সংহার করিবে। মুনিবচনাবসানে

দানবের সেই মায়াগ্রহণ পূর্ব্বক পরম পুলকিত হৃদয়ে মহর্ষি ঊর্ব্বকে প্রণাম ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন।

হে দেবরাজ! পূর্ব্বকালে ঊর্ব্বতনয় পাবক যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই এই দেব দুরাসদ মায়া। যাঁহার তেজঃপ্রভাবে এই মায়ার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই ঊর্ব্বই আবার ইহাকে সৃষ্টি সময়ে অভিসম্পাত প্রদান করেন যে দৈত্যপতি হিরণ্য কশিপুর জীবিতকাল পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব সমভাবে থাকিবে। অতঃপর আর ইহার তাদৃশ শক্তি থাকিবে না। এক্ষণে যদি ইহাকে প্রতিহত করিয়া আপনাকে সুখী করিতে হয় তবে তোয়জম্মা নিশাপতি আমার সহায় হউন। আমি চন্দ্রমা ও যাদোগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার প্রসাদে এই মায়া বিনাশ করিতে পারিব তাহাতে আর সংশয় নাই।

৪৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ত্রিদশানন্দ বর্দ্ধন দেবরাজ হাতে সম্মত হইয়া শিশিরায়ুধ চন্দ্রমাকে সম্মুখে আহবান করিয়া কহিলেন, সোমদেব! অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের জয়লাভার্থ তুমি বরুণ দেবের সহায়তাকর। তুমি অপ্রতিম বীর্য্য এবং জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর ঈশ্বর। রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমাকেই সর্ব্বলোকের রসাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তোমার ক্ষয়বৃদ্ধি মহাসমুদ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তুমি জগন্মণ্ডলে দিবা রাত্রিরূপ কালের বিধান করিয়া স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকারপথে পরিভ্রমণ করিতেছ। জগতের ছায়াময় চিহ্ন যে তোমার অঙ্কে থাকিয়া শশ সংজ্ঞালাভ করিয়াছে, তাহা কি দেব কি নক্ষত্র কি যোগিগণ কেহই অবগত নহেন, তুমি আদিত্য পথেরও ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপরিভাগে থাকিয়া সমস্ত জগতীতলস্থ তিমির রাশি বিনাশপূর্ব্বক এই নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছ। তুমি শুক্লমরীচিমালী, হিমজ্যোতি, সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের অধিপতি শশাঙ্ক। তোমা হইতেই বৎসরের সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং তুমিই কাল যোগাত্মা। তুমি যজনীয়, তুমি যজ্ঞরস, তুমি নিত্য। তুমি ওষধিপতি, ক্রিয়ামূল ও ছন্দোযোনি। তুমি শীতল, শীতাংশু ও অমৃতের আধার। তুমি চপল ও শ্বেত বাহন। তুমি কান্তিমান্ লোকদিগের কান্তি, সোমপায়ীদিগের সোমরস। তুমি সৌম্য, সর্ব্বজগতের তিমির নাশক এবং তুমিই ঋক্ষরাজ অতএব তুমি এই মহারথী বরুণের সহিত মিলিত হইয়া গমন কর। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে আসুরীমায়া সমস্তলোক দগ্ধ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে উহার শান্তি বিধান কর।

চন্দ্রমা কহিলেন, হে বরপ্রদ দেবরাজ! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন তদনুসারে আমি এখনই সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দৈত্য মায়াপকর্ষক শিশির বর্ষণ করিতেছি। আপনি এখনই দেখিতে পাইবেন ঐ রণোন্মত্ত দৈত্যগণ আমার শিশিরাস্ত্রপাতে হিমজড়ীকৃত হইয়া গর্ব্ব পরিহারপূর্ব্বক মায়াহীন হইয়া পড়িবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নিশাপতি নিঃসৃত ভীষণ হিমবৃষ্টি বাষ্পসমাকুল হইয়া মেঘবৃন্দের ন্যায় সেই ঘোর দৈত্যগণকে বেষ্টন করিল। পাশ ও শুক্লাস্বুধারী বরুণ ও নিশাকর উভয়ে সেই মহা সমরে অনবরত পাশ ও হিমাস্ত্রপাতে দৈত্যগণকে প্রহার করিয়া, অজস্র জল নির্গম বিক্ষোভিত মহা সমুদ্রের ন্যায় সমর ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তখন সম্বর্ত্তকাদি মেঘবৃন্দ যেমন বৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ প্লাবিত করে ইহারাও উভয়ে সেইরূপ অস্ত্র বর্ষণ করিয়া রণস্থল আপ্লাবিত ও দৈত্যগণকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শশাঙ্ক ও বরুণদেব উভয়ে মিলিত হইয়া হিম ও পাশাস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সেই দৈত্য মায়ার সংহার করিলেন। তখন দৈত্যগণ উভয়াস্ত্রে জড়ীভূত ও বদ্ধ হইয়া ছিন্ন শিখর অচলগণের ন্যায় গতিশক্তি বর্জ্জিত হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিল। হিমপাত নিবন্ধন সর্ব্ব শরীর অবশ হওয়াতে উত্তাপরহিত অগ্নির ন্যায় ভুতলে পতিত হইয়া গেল। তাহাদের প্রভাশূন্য বিচিত্র বিমান সমুদায় একবার উৎপতিত একবার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল।

তৎকালে মায়াবী দানবপতি ময়দানব স্বপক্ষীয়গণকে পাশজালে জড়িত ও শীত রশ্মিতে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া স্বপুত্র ক্রৌঞ্চ নির্ম্মিত কামচারী পর্ব্বতময় মায়াস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ মায়া পর্ব্বতের অগ্রভাগ শিলাজাল, গণ্ডশৈল, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগ দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়াতে যেন অট্টহাস্য করিয়া প্রধাবিত হইল। উহার শিখরভাগ পাদপ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, গুহামুখ কাননে আকীর্ণ, দৈত্যপতিকর্ত্তৃক সেই পার্ব্বতী মায়া নিক্ষিপ্ত হইলে উহার উপরিস্থিত বৃক্ষ সমুদায় বায়ুবেগে ঘূর্ণিত হইতে হইতে মহা শব্দে পতিত হইতে লাগিল অজস্র শিলাপাতও আরম্ভ হইল। তদ্বারা দেবসৈন্য সমুদায় নিহত ও দৈত্যসৈন্যগণ পুনরুর্জ্জীবিত হইতে লাগিল। তখন নিশাকর ও বরুণের মায়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। লৌহবৎ সুদৃঢ় শিলাবর্ষণ দ্বারা দেবগণ ব্যতিব্যস্ত ও আকুল হইয়া পড়িলেন। রণভূমি শিলাখণ্ড গণ্ডশৈল ও পাদপ পাতে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পর্ব্বতকুল সঙ্কুল পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া পড়িল। তথায় দেবসেনার মধ্যে কেহ অশ্মলোষ্ট্র নিক্ষেপণে কেহবা শিলাবর্ষণে, কেহ কেহবা বৃক্ষপাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। কেহই আর অক্ষুন্ন রহিলেন না। একমাত্র ভগবান্ গদাধর— ভিন্ন সমুদায় অমর সৈন্যই ভ্রষ্ট কার্ম্মুক ও ভগ্নায়ুধ হইয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেবলমাত্র শ্রীমান হরিই উহাতে বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত সহিষ্ণুতা বশতঃ তাঁহার ক্রোধাবেশও উপস্থিত হইল না। সেই অবসরজ্ঞ নীল-নীরদ-শ্যাম ভগবান্ জনার্দ্দন দেবাসুর বিমর্দ্দন রণস্থল সন্দর্শনে পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন ময়দানব সৃষ্ট মায়া অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল তখন আমি ও মারুতকে সম্বোধন করিয়া উহার উপশমনার্থ আদেশ করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই তাঁহারা উভয়ে হৃষ্টচিত্তে সেই দৈত্যমায়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনিল অনল সংযোগে, অনল অনিল সহায়তায় নিতান্ত প্রসারিত হইয়া যুগান্তকালের ন্যায় দৈত্যসেনা দগ্ধ করিতে লাগিল। অগ্রে বায়ু তৎপশ্চাৎ অগ্নি ধাবমান হইয়া ক্রীড়া কৌতুকে দানবসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দানবগণের বিমান সমুদায় পাবক প্রভাবে ভস্মসাৎ হইল এবং মারুতবেগে অধঃপতিত হইয়া চুর্ণীকৃত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দৈত্যগণ একবারে হতাশ হইয়া পড়িল। ত্রিলোক বন্ধন মুক্ত হইল। এইরূপে দৈত্যমায়া ধ্বংস হইলে দেবগণ পরমাহ্লাদসহকারে চতুর্দ্দিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের জয়, ময়দানবের পরাজয় হওয়াতে দিক সমুদায় প্রসন্ন, ধর্ম্মকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত, চন্দ্রের পথ বিমুক্ত, সূর্য্য অয়নসঞ্চারী, সাধুগণ প্রকৃতিস্থ, মৃত্যু সময়ানুগত, হুতাশন আহুত, দেবগণ যজ্ঞভাগী হইলেন। দিক্পালগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন। পুণ্যাত্মাদিগের অভ্যুদয়, দুরাত্মাদিগের ক্ষয়

আরম্ভ হইল। দেবপক্ষ আহ্লাদিত, দৈত্যবর্গ পরাজিত হইল। ত্রিপাদ অধর্ম্ম, এক পাদ অধর্ম্ম প্রচলিত হইল। সৎপথের দ্বার উন্মুক্ত হইল। বর্ণ ও আশ্রম সমুদায় স্ব স্ব ধর্ম্মানুরক্ত, রাজা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইলেন। দেবগণের স্তুতি পাঠার্থ শ্রুতিগাথা সকল গীত হইতে লাগিল। লোক সকল পাপ শূন্য এবং গাঢ় তিমির একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এইরূপে অগ্নিমারুত সংগ্রাম শেষ হইলে লোকত্রয় একবারে তন্ময় হইয়া উঠিল এবং মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবভয়, সম্প্রতি মারুতাগ্নিকৃত এই বিষম ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মন্দরগিরির ন্যায় বৃহদাকার সম্পন্ন, রজতসংবৃতদেহ, কালনেমি নামে প্রতি শতানন ও শতশীর্ষ মহাসুর বাহুশত বিস্তার করিয়া শতশৃঙ্গ অচলের ন্যায় নিদাঘকালীন দাবদাহসংবর্দ্ধিত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সমরভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহার মস্তকে ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল মুকুট, অঙ্গে শব্দায়মান অঙ্গভূষণ, শত হস্তে নিশিত শত অস্ত্র, কেশ ইহার ধূম্রবর্ণ হরিণদ্বর্ণ শ্মশ্রু, দন্তাবলী ওষ্ঠবহির্ভাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুখবিবর ত্রিলোক ব্যাপী, চক্ষু বক্র, আয়তও রক্তবর্ণ। দেখিয়া বোধ হইল যেন সেই মহাসুর শরীর ভারে পৃথিবীকে নমিত, বাহুশত দ্বারা অম্বরতলকে উৎক্ষিপ্ত, পদপ্রহারে মহীধরগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত, নিশ্বাসভরে সলিলবর্ষী মেঘবৃন্দকে চালিত ও দশদিক্ আচ্ছাদন করিয়া দেবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে তাঁহাদিগকে তর্জ্জনা করিতে করিতে সাক্ষাৎ তৃষিত কালান্তকের ন্যায় আগমন করিল। যৎকালে সেই দৈত্যপতি বিশাল অঙ্গুলিপর্ব্বশোভিত প্রসারিত-তলপ্রদীপ্ত মাল্যাভরণভূষিত অগ্রহস্ত দ্বারা দেবনিহত দানবগণকে গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা করিতে লাগিল তখন দেবগণ সাক্ষাৎ কালান্তকরূপ সেই ভীষণ মূর্ত্তি কালনেমিকে দেখিয়া ভয়চকিত লোচনে পুনঃ পুনঃ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। জীবগণ তাহাকে উগ্র মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ ত্রিবিক্রম নারায়ণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অনন্তর অসুররাজ কালনেমি দক্ষিণচরণ উৎক্ষেপণপূর্ব্বক অমরগণকে ত্রাসিত করিয়া যখন সমভূমিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তৎকালে তাহার অস্ত্র মারুতবেগবশে ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিলে উহাকে গাত্র সংসক্ত করিয়া বিষ্ণুসনাথ মন্দরগিরির শোভা ধারণ করিয়াছিল। দেবগণ তৎকালে তাহাকে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ভয়াবহ মনে করিয়া ভয়াকুলচিত্তে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

৪৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহানুর কালনেমি দানবগণের প্রীতিসাধনোদ্দেশে নিদাঘাবসানে নবোদিত ধারাধরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দানবগণ তাহার সেই ত্রিলোক ব্যাপক আকৃতি দেখিয়া সুধাস্বাদনে শ্রান্তি পরিহার করিয়াই যেন উত্থিত হইতে লাগিল। ময়, তারক প্রভৃতি দৈত্যগণ তখন নির্ভীকচিত্তে জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠিল। যে সকল যুদ্ধাস্পর্দ্ধী দানবসৈন্য অস্ত্র অভ্যাস ও ব্যূহমধ্যে বিচরণ করিতেছিল তাহারা কালনেমিকে দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। ময়দানবের যুদ্ধ বিশারদ প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ শঙ্কা পরিহারপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন ময়, তারক, বরাহ, বীর্য্যবান হয় গ্রীব, বিপ্রচিত্তি নন্দ শ্বেত, খর, লম্ব, বলি পুত্র অরিষ্টকিশোর, উষ্ট্র, মুখযোধী মহাসুর রাহু এবং অন্যান্য তপোরত অস্ত্রকুশল দানবগণ কালনেমির সমীপে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে কেহ গুরুগদা, কেহ চক্র, কেহ পরশু, কেহ কালান্তক মুষল, কেহ ক্ষেপণীয় মুগর, কেহ শিলাখণ্ড, কেহ ভীষণ গণ্ডশৈল, কেহ পট্টিশ, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট পরিঘ, কেহ লোকনাশিনী অতি গুরুতর শতঘ্নী, কেহ যুগ, কেহ যন্ত্র, কেহ সূক্ষ্মাগ্র নির্ম্মুক্ত অর্গল, কে পান, কেহবা প্রাস, কেহ লেলিহ্যমান বিচরণশীল সর্প সদৃশ সায়ক, কেহ বজ্র, কেহ দীপ্যমান তোমর, কেহ কোষ নিষ্কাসিত তীক্ষ্ণ অসি, কেহ শাণিত নির্ম্মল শূল প্রভৃতি উত্তমোত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া কালনেমিনায়ক সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন দৈত্য সেনাগণ বর্ষাকালীন জলদ পটল সমাচ্ছন্ন নিমীলিতনক্ষত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভামান হইল।

এদিকে দেবেন্দ্র নায়ক, নারায়ণপরায়ণ ভীষণ দেবসৈন্যগণও শীতোষ্ণরূপধারি-চন্দ্র-সূর্য্যকর প্রদীপ্ত, বায়ুবেগ সমন্বিত, নক্ষত্র পতাকাযুক্ত, জলধর বসনাবলম্বী, গ্রহ নক্ষত্রহাযুক্ত এবং যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অমি ও বায়ু সুরক্ষিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যক্ষগন্ধর্ব্বগণে মিলিত হইয়া সাগর প্রবাহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই সময়ে ঐ উভয় দল সমাগত হওয়াতে অতি ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হওয়াতে ভূলোক ও দ্যুলোক একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। দৈত্যগণ দৃপ্ত হইলে, দেবগণ ক্ষমা, দেবগণ বিনীত হইলে, দৈত্যগণ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব ও অপর সাগর হইতে সমুদগত মেঘবৃন্দের ন্যায় উভয় সৈন্য হইতে সেনাদল বহির্গত হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কুসুমিত পার্ব্বতীয় নিবিড় অরণ্য মধ্যে হস্তিযূথ যেমন সচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকে সেইরূপ দেব দানবগণও হৃষ্টান্তঃকরণে উভয় সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে ভেরীসকল নিনাদিত ভূরি ভূরি শঙ্খ আধ্মাত হইতে লাগিল। সেই শব্দে পৃথিবী, আকাশ ও দিক সমুদায় পরিপূর্ণ হইল। জ্যাস্ফালন ধনুষ্টঙ্কার ও দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা দৈত্যদিগের সিংহনাদ একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। আর কতকগুলি পরস্পর দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একের বাহুদ্বারা অপরের বাহু ভগ্ন করিতে লাগিল। দেবগণ লৌহ নির্ম্মিত ঘোর, পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। দানবগণও গুরুগদা ও

নিস্ত্রিংশ নিক্ষেপে অমনগণকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কথায় শরীর গদাঘাতে ভগ্ন, কাহায় শরীর শর প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইল। কেহ রণস্থলে নিপতিত, কেহ ন্যুজীকৃত হইয়া রহিল।

অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথিপণ আশুগামী অশ্ব সংযুক্ত রথ ও বিমানযানে আরোহণ করিয়া ক্রোধ ভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে সমরোৎসাহী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, কেহবা যুদ্ধ পরাঙ্মুখ ও পলায়নপর হইল। একপক্ষীয় রথ অপর পক্ষীয় রথ দ্বারা, পদাতি পদাতিদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। নভোমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মহাশব্দে একের রথ অপরের রথে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল, কেহবা রথ চাপে দলিত হইয়া পড়িল, কেহবা রথ লইয়া বেগে গমন করিতেছিল। কিন্তু সম্মুখে সেনা সম্বাধ পাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কোন কোন দর্পিত বীর অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া বাহু উৎক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের বাহুসংসক্ত আভরণ সমুদায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। কেহ অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কাহারো শরীর হইতে মেঘ নির্গলিত জলধারার ন্যায় রুধির ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রপ্রহার, গদা উত্তোলনদ্বারা রণস্থল অতি সঙ্কুল হইয়া ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দানবগণ নিবিড় মেঘ, দেবাস্ত্র সকল বিদ্যুতরূপ, তাহাতে আবার অনবয়ত অস্ত্র বৃষ্টি হওয়াতে যুদ্ধস্থল রণ-দুর্দ্দিন শ্রী ধারন করি।

এইসময়ে মহাসুর কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র সলিলবর্দ্ধিত-মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চঞ্চল বিদ্যুম্মানালাপরিশোভিত অশণিবর্ষী পর্ব্বতাকৃতি মেঘবৃন্দ ইহার গাত্রে সংলগ্ন হইবামাত্র ছিন্ন, ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, ভ্রুভঙ্গীযুক্ত স্বেদবর্ষী মুখ হইতে পবনাকুলিত অগ্নিস্ফূলিঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত-শিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাহার বাহু সমুদায় বক্র ও উর্দ্ধভাবে বর্দ্ধিত হইয়া লোলজিহ্ব পঞ্চাস্য কালসর্পের ন্যায় দেবগণকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় হস্তে বিবিধ অস্ত্র, শরাসন ও পরিঘ ধারণ করাতে উচ্ছ্রিত পর্ব্বতের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। যখন ঐ মহাসুর কালনেমির গাত্রাবরণ পবনোদ্ধূত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তৎকালে সন্ধ্যাতপে রঞ্জিতশীর্ষ সাক্ষাৎ সুমেরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া সমরভূমি অলঙ্কৃত করিল। উরুবেগপরিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গও বৃহৎ বৃহৎ পাদপপ্রহারে দেবগণ বজ্রাহত মহাগিরির ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। বাহুচালিত অস্ত্র ও খড়্গ প্রহারে দেবগণের মস্তক ও বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কাহার আর চলৎশক্তি রহিল না। যক্ষ, উরগ ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তাহার মুষ্টি প্রহারে কেহ নিহত কেহ বিদলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দেবগণ কালনেমির ভয়ে ত্রাসিত হইয়া সাধ্যসত্ত্বেও বিচেতন হইয়া পড়িল। সহস্রলোচন ইন্দ্রও তাহার শরজালে জড়িত হইয়া ঐরাবত পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত থাকিলেও সমরভূমিতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বরুণ পাশশূন্য হইয়া নির্জ্জল জলদের ন্যায় ও শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। লোকপাল শ্রেষ্ঠ বৈশ্রবণ-কুবের তাহার কালরূপী পরিঘ প্রহারে বিলাপ করিতে করিতে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে, যম সকলের প্রাণহর হইলেও ইহার অস্ত্র প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া স্বাধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলেন।

এইরূপে সেই মহান কালনেমি সমস্ত লোকপালকে পরাভূত করিয়া এবং তাঁহাদের কার্য্য ভারও স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী স্বকীয় শরীর চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিল। অনন্তর সেই দৈত্যপতি রাহুনির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রপথে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া সোমদেবের শোভা ও সর্ব্বস্ব হরণ করিল এবং প্রদীপ্তরশ্মি সূর্য্যদেবকে স্বর্গদ্বার হইতে সঞ্চালিত করিয়া তাঁহার অয়ন, অধিকার ও দিন কর্ম্ম-সমুদায় স্বয়ং গ্রহণ করিল, অগ্নিকে দেবমুখে দেখিয়া স্বমুখে আনয়ন করিল। বায়ুকে পরিভূত করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিল। স্বকীয় অসাধারণ বীর্য্যবশতঃ বলপূর্ব্বক সমুদ্র হইতে আকর্ষণ করিয়া নদী সকলকে আপনার আজ্ঞাবহ করিল। কি স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ সমস্ত জলরাশিকে স্ববশে আনিয়া মহীধররক্ষিত ধরাতলে স্থাপিত করিল। তৎকালে সর্ব্বলোকাধিপত্য লাভ করিয়া সেই মহাসুর কালনেমি ভূতপতি ভগবান্ স্বয়ম্ভূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং সেই দৈত্যপতিই সর্ব্বলোকময়, সর্ব্বলোভয়াবহ, সমস্ত লোকপালের অদ্বিতীয় অবয়বস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহাত্মক পাবক ও অনিলরূপী হইয়া অদ্বিতীয় অধীশ্বররূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল। এইরূপে কালনেমি লোকদিগের সৃষ্টি ও স্থিতি সাধন পরমেষ্ঠীপদে আরূঢ় হইলে দৈত্যগণ দেবগণ যেমন লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্তব করিয়া থাকেন তদ্রূপ তাহারও স্তব করিতে লাগিল।

৪৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণাশ্রিত এই পাঁচটাই কেবল অনুষ্ঠান বৈপরীত্যবশতঃ তাহার অনুবর্ত্তন করিল না। এইজন্য দানবেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-পদপ্রাপ্তির আশয়ে নারায়ণ সমীপে উপস্থিত হইল। দেখিল নবীন-নীরদ-শ্যাম বিদ্যুৎ সদৃশ পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ হরি সুবর্ণপক্ষ-শিখাধারী কশ্যপতনয় খগরাজ গরুড়াসনে আসীন হইয়া দানব বিনাশার্থ নির্ব্বিকার চিত্তে উৎকৃষ্ট গদা ঘূর্ণন করিতেছেন। দানবেশ্বর কালনেমি সেই অক্ষুব্ধচিত্ত বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিবামাত্র ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কহিতে লাগিল, ইনিই আমাদের পূর্ব্বতন দানবর্ষিদিগের শত্রু। ইনিই অর্ণববাসী মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া আমাদের দুর্দ্দম রিপু নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনিই অদ্য আমাদের সংগ্রাম স্থলে অস্ত্রধারী হইয়া বহু দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। যিনি দানবসীমন্তিনীদিগের সীমন্ত উদ্ধরণ করিয়া নির্লজ্জভাবে স্ত্রী-বালক-হন্তা নামে পরিচিত হইয়াছেন, ইনিই সেই দেবগণের বিষ্ণু ও স্বর্গবাসীদিগের বৈকুণ্ঠ। ইনিই কি ভুজঙ্গগণের অনন্ত ও স্বয়ম্ভুরও স্বয়ম্ভু। ইনিই সেই আমাদের বিপ্রিয়কারী দেবগণের আশ্রয়। ইনিই দুর্জ্জয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। ইহারই ছায়া আশ্রয় করিয়া দেবগণ যজ্ঞস্থলে মহর্ষিদত্ত ত্রিধাহুত আজ্য ভোজন করিয়া থাকে। ইনিই আমাদের দেব বিদ্বেষী সমুদায় দানবগণের বিনাশ মূল। যে চক্রধারায় আমাদের কুল একবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। ইনি সুরগণের নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই সূর্য্যতেজসমাযুক্ত চক্র অদ্যাপি শত্রু-ব্যূহ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি সকলের অন্তকরূপে বিদ্যমান থাকিতেও ইনি দৈত্যগণের কালরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক অদ্য আমি ইহার সমস্ত কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিব।

ভাগ্যক্রমেই অদ্য সেই দুর্ম্মতি বিষ্ণু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এখনই আমার শরনিকরে নিষ্পিষ্ট হইয়া ইহাকে আমার নিকট প্রণত হইতে হইবে। অদ্য সৌভাগ্য বশতঃই রণস্থলে দৈত্যভয়াবহ নারায়ণকে বিনাশ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ঋণমুক্তিলাভ করিব। ইহার আশ্রিতগণকেও এখনই বিনাশ করিতেছি। ইনি জন্মান্তরেও যুদ্ধস্থলে দানবগণকে নিপীড়িত করিয়া থাকেন। এই অনন্তদেবই পূর্ব্বকালে পদ্মনাভ নামে অভিহিত হইতেন। ইনিই সেই ঘোর একার্ণব সমরে দানবেশ্বর মধুকৈটভকে স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া নিহত করিয়াছিলেন। ইনিই পূর্ব্বে আত্ম শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নরসিংহ আকার ধারণপূর্ব্বক একাকী আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবমাতা অদিতি ইহাকে শুভক্ষণেই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ইনিই বলির যজ্ঞ সময়ে বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটীমাত্র পদ বিক্রমে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনিই আবার সম্প্রতি তারকময় সমরে উপস্থিত হইয়া আমার হস্তেই দেবগণের সহিত নিহত হইবেন।

হে নরপতে! অসুরপতি কালনেমি রণস্থলে ভগবান নারায়ণকে এইরূপে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া যুদ্ধোদ্যম করিতে লাগিল। কিন্তু গদাধর তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত ক্ষমাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! দর্প বল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ক্রোধের বশবর্ত্তী না হইয়া যে ব্যক্তি বল প্রকাশ করিতে পারে তাহারই প্রকৃত বল। তুমি যখন ক্ষমাকে অতিক্রম করিয়া এই বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ তখন তুমি নিশ্চয়ই স্বীয় দর্পজনিত দোষেই নিহত হইলে। আমার মতে তোমাকে অধম ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিনা। অতএব তোমার ওরূপ বাঙ্মাত্র বলকে ধিক্। পুরুষশূন্য স্থানে স্ত্রীজনের তর্জ্জন গর্জ্জন শোভা পায়। হে দৈত্য! আমি তোমাকে আগম বিরোধী পুরাতন পদবীর কণ্টক স্বরূপ অবলোকন করিতেছি। প্রজাপতিকৃত বন্ধন ছেদ করিয়া কোন ব্যক্তি সুখী হইতে পারে? তুমি দেবগণের নিতান্ত ব্যাহন্তা অতএব অদ্যই তোমাকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান জনার্দ্দন রণস্থলে এইরূপ বাক্যে তিরস্কার করিলে দৈত্যরাজ কালনেমি হাস্য করিয়া ক্রোধ ভরে সমুদায় হস্তে আয়ুধ ধারণ করিল এবং একবারে শতহস্ত উদ্যত করিয়া ক্রোধে দ্বিগুণিত রক্ত চক্ষু হইয়া বিষ্ণুর বক্ষোদেশে সর্ব্ববিধ অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। ময় তার প্রভৃতি দানবগণও খড়্গ উদ্যত করিয়া বিষ্ণুর অভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং মহাবলপরাক্রান্ত সমস্ত দৈত্যগণ একবারে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ভগবান্ হরি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। বরং অচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর মহাসুর কালনেমি বাহুসমষ্টি দ্বারা অতি প্রকাণ্ড গদা উত্তোলন করিয়া গরুড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। দৈত্যপতির এই ব্যাপার অবলোকনে বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া রহিলেন। পতগরাজ গরুড় এইরূপ আঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বৈকুণ্ঠনাথ গরুড়কে ব্যথিত এবং স্বকীয় শরীরও ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া ক্রোধরক্তনয়নে চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সুপর্ণের সহিত স্বীয় শরীরও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহু সমুদায় বর্দ্ধিত হইয়া দশদিক আচ্ছন্ন করিল। তাঁহার শরীরও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে দিক্ বিদিক্ আকাশ ও পৃথিবী সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন বীর্য্যবলে অখিলব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার

বৃদ্ধি পাইতেছেন। সুরশ্রেষ্ঠ দেবগণের জয়ের নিমিত্ত নভস্থল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ঋষিগণ মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকস্থিত কিরীট দ্বারা স্বর্গ, অম্বর দ্বারা মেঘসমন্বিত আকাশ, পাদদ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া ভুজবনদ্বারা দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন, সূর্য্যরশ্মি তুল্য প্রভাসম্পন্ন সহস্র সরযুক্ত অরিঘাতক প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য ঘোরদর্শন যে সুদর্শন চক্র তাহার হস্তে ছিল উহা অতি সুদর্শন, বজ্রসার ও ভয়াবহ। উহার ধার সুবর্ণময়। ঐ চক্র দানবদিগের মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রুধির দ্বারা লিপ্ত, প্রহার বিষয়ে অদ্বিতীয়। ইহার প্রান্তভাগ ক্ষুরাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং স্রগ্‌দাম-মালায় বিস্তৃত। এই কামরূপী, সর্ব্বত্রগামী চক্র বিধাতা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শত্রুপক্ষীয় লোক যতই প্রভাবশালী ও বীর্য্যবান হউক না কেন সকলকেই ইহার নিকটে ভীত হইতে হয়। এই চক্র মহর্ষিগণের রোষনিষ্ঠ এবং নিত্য রণদর্পে দর্পিত। ইহা প্রযুক্ত হইলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার নিক্ষেপ দেখিলে শোণিত পিপাসু রাক্ষস ও ভূতনিচয়ের আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। ভগবান লক্ষ্মীপতি গদাধর ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া সেই অপ্রতিমকর্ম্মা সূর্য্যসম প্রখর তেজোরাশি সম্পন্ন চক্র উদ্যত করিয়া স্বকীয় তেজঃদ্বারা দানবতেজ অপহরণপূর্ব্বক কালনেমির বাহু এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদগারী অট্টহাস্যসমাযুক্ত ঘোরদর্শন শত মস্তক ছেদন করিলেন। দানবপতি ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়াও কিছুমাত্র কম্পিত হইল না, সমর ভূমিতে ছিন্নশাখ-পাদপের ন্যায় কবন্ধবেশেই দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর গরুড় তদীয় বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া বায়ুসম বেগে উরস্তাড়ন দ্বারা কবন্ধরূপী কালনেমিকে পাতিত করিল। তখন সেই কালনেমির ছিন্নমূর্দ্ধা বাহুশূন্য কবন্ধ শরীর ঘূর্ণিত হইতে হইতে পৃথিবীকে বিকশিত করিয়া আকাশমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। দৈত্যরাজপতিত হইলে দেবতা ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরম পুলকিত চিত্তে বৈকুণ্ঠনাথকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দৈত্যগণ যাহারা বিষ্ণুর পরাক্রম দর্শন করিতেছিল তাহারা তদীয় বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া রণস্থলে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন নারায়ণ কাহার কেশাকর্ষণ, কাহার কণ্ঠ নিপীড়ন, কাহার মুখোৎপাটন, কাহারবা মধ্যদেশে ধারণ করিয়া নিহত করিলেন। তাহারা হতবীর্য্য ও গতাসু হইয়া গগনবর্ত্ম হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে সমস্ত দৈত্য নিহত হইলে ভগবান গদাধর ইন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়ে তারকাময় সংগ্রাম নিবৃত্ত হইল দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক দেব দেব হরিকে অর্চ্চনা করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে ভগবন। আপনি অদ্য অতি গুরুতর কার্য্যসম্পন্ন করিলেন। এই দৈত্য বিনাশে দেবতাগণের বিষম শল্য উদ্ধৃত হইল আমরাও পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। হে বিষ্ণো! আপনি একাকীমাত্র যে কালনেমিকে বিনাশ করিলেন, উহার হন্তা আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই ছিল না। এই দুরন্ত দৈত্য নিখিল চরাচর জগৎ ও দেবলোককে পরাভূত এবং ঋষিগণকে উদ্বেজিত করিয়া আমার উপর পর্য্যন্ত গর্জ্জন করিতেছিল। অতএব আপনার এই মহৎ কার্য্যে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়াছি। জগতের কালস্বরূপ কালনেমি নিহত হইল। এক্ষণে আপনার ভদ্র হউক, আসুন আমরা স্বর্গে প্রস্থান করি । তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ সভাসীন হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, হে অচ্যুত!

আপনি সেই সভায় উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ ও আমি বিধিপূর্ব্বক দিব্য বাক্যেতে আপনার স্তোত্র পাঠ করিব। হে বরদ! আপনি কি সুরশ্রেষ্ঠ, কি অসুররাজ সকলকেই বর প্রদান করিয়া থাকেন, তবে আমি আর আপনাকে কি বর প্রদান করিব; এক্ষণে ত্রিলোক আনন্দময় ও নিষ্কণ্টক হইল। অতএব মহাত্মা ইন্দ্রকে উহা প্রদান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে ইন্দ্র প্রভৃতি ত্রিদশগণ! আপনারা সকলেই এখানে সমাগত হইয়াছেন। অতএব অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পুরন্দর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিক্রান্ত কালনেমি প্রভৃতি দানবদল অদ্য আমাদের এই সমরে নিহত হইয়াছে। কেবল বিরোচন সুত বলিও মহাগ্রহ রাহু এই দুইজন মাত্র দৈত্য অদ্যকার সমরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ইন্দ্র ও বরুণ স্বাভিলষিত দিক্ অধিকার করুন। যম দক্ষিণ দিক্, ধনাধিপকুবের উত্তর দিক পালন করুন। চন্দ্র তারাগণের সহিত মিলিত হইয়া যথাকালে পরিভ্রমণ করুন। সূর্য্য অয়নের সহিত ঋতু ও অব্দের বিধান করুন। আজ্যভাগ প্রবর্ত্তিত হউক। বিপ্রবর্গ দেববিধানে সদস্য সৎকৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। দেবগণ বলি ও হোমদ্বারা, মহর্ষিগণ স্বাধ্যায় দ্বারা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোজী হইয়া যথাসুখ তৃপ্তিলাভ করুন। বায়ু স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করুন। অগ্নি ত্রিধাবিভক্ত হইয়া প্রজ্বলিত হউন। বর্ণত্রয় স্ব স্ব সদ্গুণদ্বারা জগত্রয়কে অনুরঞ্জিত হউন। যজ্ঞদীক্ষাক্ষম দ্বিজাতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত হউন। যাজকগণকে যথার্থ দক্ষিণা প্রদত্ত হউক। সূর্য্য লোকলোচনের, চন্দ্র রস সমুদায়ের, বায়ু জীবগণের জীবনের স্ব স্ব শুভকর্ম্ম দ্বারা তৃপ্তি সাধন করুন, ইন্দ্র বৃষ্ট সলিল হইতে যে সমুদায় নদীর সৃষ্টি হইয়াছে সেই ত্রৈলোক্য জননী স্রোতস্বতীগণ স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট পথে পূর্ব্বের ন্যায় সাগরে গমন করুন। হে দেবগণ! তোমাদের আর দৈত্য ভয় নাই এক্ষণে সুখশান্তি লাভ কর। তোমাদের স্বস্তিলাভ হউক। আমি সনাতন ব্রহ্মলোকে চলিলাম। দৈত্যগণ নিতান্ত প্রবঞ্চক ইহাদিগকে কি গৃহে কি স্বর্গলোকে বিশেষতঃ যুদ্ধস্থলে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। ইহারা ছিদ্র পাইলে আর রক্ষা নাই। মর্য্যাদা বুদ্ধি ইহাদের একবারেই নাই তোমরা সৌম্যমূর্ত্তি ও নিতান্ত সরল স্বভাব। আমি ইহাদের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি, অতএব এই দুরাত্মারা সকলেই তোমাদের প্রতি অযোগ্য ব্যবহার করিবে, যখনই তোমরা উহাদিগের হইতে ভীত হইবে, তখনই আমি আগমন করিয়া তাহার প্রতিবিধানপূর্ব্বক তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ সত্যপরাক্রম মহাবল বিষ্ণু দেবগণকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে রাজন! আপনি আমাকে তার সংগ্রাম প্রবিষ্ট যে বিষ্ণু ও দানবগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি সেই আশ্চর্য্যতম ঘটনা এই কীর্ত্তন করিলাম।

৪৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দানব বিনাশের পর দেবগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সেই ভগবান ভূতভাবন নারায়ণ কমলযোনি দেবদেব ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া কি করিলেন? ব্রহ্মলোকে কোন স্থান কোন যোগই বা আশ্রয় করিয়াছিলেন? আর কিরূপ

নিয়মই বা ধারণ করিলেন? কিরূপেই বা তথায় অবস্থান করিয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরার্চ্চিত বিপুল শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন? কিরূপেই বা গ্রীষ্মাবসানে নিদ্রিত, বর্ষাপগমে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন? কিরূপেই বা ব্রহ্মলোকে থাকিয়া সমস্ত জগতের ভারবহন করিয়া থাকেন? হে বিপ্রেন্দ্র? তাঁহার দিব্য চরিতই বা কি? এই সমুদায় তত্ত্ব আমি বিস্তারক্রমে পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া যে সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাই আমি অগ্রে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন। কিন্তু তাহার ক্রিয়াকলাপ অতিসূক্ষ্ম, দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। তথাপি আমি যথাশক্তি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইনি সর্ব্বলোকময়, ত্রিজগৎও আবার তন্ময়। ইনি স্বর্গীয় দেবতাত্মস্বরূপ, দেবগণও আবার তন্ময়। যাঁহারা অনুক্ষণ পারচিন্তায় রত তাঁহারাও ইহাঁর পারদর্শী বা তত্ত্বদর্শী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত জগতের পার ও তত্ব পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি বাঙ্মনের অগোচর ও দেবগণেরও অন্বেষ্টব্য। তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পৈতামহপদ সন্দর্শনপূর্ব্বক অগ্রেঋষিযোগ্য বিধানে মহর্ষিগণকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর প্রাতর্য্যজ্ঞে মহর্ষিগণ আহুতি প্রদান করিতেছেন দেখিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাধানাতে অগ্নির বন্দনা করিলেন। ঐ অগ্নি ভগবানেরই রূপান্তরমাত্র। তিনিই অগ্নিরূপে মহর্ষিকর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞ ভাগ ভোজন করিতেছিলেন। সেই অচিন্তনীয় ভগবান বিষ্ণু পরম পূজনীয় ব্রহ্মবর্চ্চস ঋষিগণকে বন্দনা করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যজ্ঞস্থলে মহর্ষিকৃত চিহ্ন বিশিষ্ট লৌহবলয়াগ্র বিভূষিত শত শত উচ্ছ্রিত যূপ নিখাত রহিয়াছে। সেই স্থানে উদ্ধূত আজ্যধূম আঘ্রাণ, দ্বিজগণের বেদাধ্যয়ন শ্রবণপূর্ব্বক তদুদ্দেশেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে দেখিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সভাসীন ঋষি, দেবতা ও সদস্যগণ পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র পাণি ও অর্ঘহস্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমরা যে দেবলোকের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকি এবং দেবোদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করি তৎসমুদায়ই আপনার সাহায্যসাপেক্ষ তত্ত্বদর্শী বিদ্বান লোকেরা বলিয়া থাকেন এই জগৎ অগ্নি ও সোম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু লোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই সোম, অগ্নি ও জগৎকে বিষ্ণুময় বলিয়া জানেন। যেমন একমাত্র দুগ্ধ হইতে দধি ও দধি হইতে সর্পি সমুদ্ভূত হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি ভূত-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানলে আপনাকেই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন জীবগণের অগোচর পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতেছে, সেইরূপ আপনি স্বয়ং অগোচর হইলেও কি দেবতা, কি মর্ত্ত্য লোক সকলেই আপনাকে অবগত হইতেছে। যেমন এই পৃথিবীতে পঞ্চভূত হইতে দেহীদিগের ভূতেন্দ্রিয় সম্বন্ধ প্রাপ্তি হয় তদ্রূপ স্বর্গেও বিষ্ণু হইতে দেবগণের বল ও ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে আপনিই যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞ-ফলপ্রদ পবিত্র পরমাত্মরূপ এবং লোকপালক। যেমন মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র উপাস্য হয় সেইরূপ আপনিই আপনার উপাস্য। অনন্তর ঋষিগণ ভগবান বিষ্ণুকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ মহাদ্যুতে! অদ্য আপনি আমাদের সমন্ত্রক যজ্ঞীয় আতিথ্য প্রতিগ্রহ করুন। আপনিই আমাদের যজ্ঞপূত পাদ্য গ্রহণের প্রধান পাত্র, আপনিই যে আমাদের মন্ত্রোক্ত পরম অতিথি তাহাও আমরা পরিজ্ঞাত আছি। আপনি যুদ্ধা গমন করিলে বিষ্ণু রহিত যজ্ঞ নিস্ফল, সুতরাং বিধেয় নহে বলিয়া আমাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যজ্ঞের দক্ষিণান্ত হইলে আপনি তাহার ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অদ্য আমরা আপনার যজ্ঞারম্ভ করিব।

মহারাজ! ভগবান নারায়ণ ব্রাহ্মণগণকে তথাস্তু বলিয়া প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! ব্রহ্মর্ষি সংকৃত ভগবান হরি সভাগত ঋষিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আদিদেব কমলযোনি ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক পুরাণবেদ্য পবিত্র নারায়ণাশ্রয় নামক গুহ্যতম সদনে হৃষ্টান্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন স্বীয় সমুদ্রপ্রতিম বাসস্থান দেবগণ ও শাশ্বত মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ঐস্থান সম্বর্ত্তকাদি মেঘসংশ্লিষ্ট, নক্ষত্রমণ্ডল-সঙ্কুল, ঘোর তিমির সমাচ্ছন্ন সুরাসুরগণের অনধিগম্য। তথায় বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যেও অধিকার নাই। কেবল মাত্র ভগবান পদ্মনাভের স্বীয় তেজ দ্বারাই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া জটাভার ধারণপূর্ব্বক সহস্র শীর্ষ হইয়া শয়নের উপক্রম করিলেন। তৎকালে জগতের অন্তকাল জানিয়া নয়ন বিহারিণী কালরূপিণী তিমিরাবয়বানিদ্রা মহাত্মা ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সেই ব্রত ধরাগ্রগণ্য বিষ্ণু একার্ণব বিধানানুসারে সমুদ্র সলিল শীতল দিব্য শয়নে শয়ন করিলেন। অনন্তর দেবতা ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই শয়ান প্রভুর উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুপ্তাবস্থায় তাঁহার নাভিবিবর হইতে প্রজা পতির উৎপত্তিমূল, সূর্য্যসন্নিভ সুকুমার পরম মনোহর প্রস্ফুটিত সহস্রদল কমল উদ্ভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহামুনি নারায়ণ সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া সমুদ্যত করে ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব জগতের কালপর্য্যায় সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে নিশ্বাসপবনে চালিত হইয়া প্রজাপংক্তি নিঃসৃত হইল ঐ সমুৎপন্ন প্রজা সমুদায় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বেদোক্ত বিৰাৰে স্ব স্ব গতি লাভ করিল। কি ব্রহ্মা কি চিরন্তন ব্রহ্মর্ষিগণ কেহই সেই নিদ্রায় যোগপ্রবিষ্টতমসাচ্ছন্ন বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত নহেন, অধিক কি পিতামহ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ভগবান্ কোথায় সুপ্ত ও কোথায় বা আসীন থাকেন এবং কে প্রবুদ্ধ, কে নিদ্রিত, কেই বা সুপ্তাবস্থায় সর্ব্বপরিজ্ঞাত, কে ভগবান, কে দ্যুতিমান, কেইবা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মমত এসমন্ত অবগত নহেন। দেবগণ দিব্য বুদ্ধিতে তাঁহার বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কি জন্মতঃ তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। তবে তিনি স্বয়ং যে সকল গাথা (মন্ত্র) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদ্বারাই ঋষিগণ তাহার চরিত কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়া পুরাণাদিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব বেদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র

পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। সেই দেবদেবের যে চরিত স্বভাব সিদ্ধ তাহাই কেবল লৌকিক ও বৈদিক শ্রুতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ভূতভাবন ভগবান্ মধুসূদন জীবগণের কাল বিধানার্থই কখন কখন আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং দৈত্য বিনাশার্থই প্রবুদ্ধ হন। গ্রীষ্মবসানে ইনি নিদ্রিত এবং বর্ষাপগমে জাগরিত থাকেন। সুপ্তাবস্থায় দেবগণ ইহাকে দেখিতে পান না সুতরাং মন্ত্রপূত যজ্ঞক্রিয়া সে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। কারণ তিনিই যজ্ঞ, দেবতা, ও সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞাঙ্গ। যিনি যজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য তিনিই এই পুরুষোত্তম। শরৎকাল উপস্থিত হইলে যেমন তিনি জাগরিত হন, তেমনই যজ্ঞানুষ্ঠানও আরম্ভ হইয়া থাকে। ভগবান বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে জলপতি পুরন্দর বিষ্ণুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এই বার্ষিকচক্র ধারণ করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণের যে তিমিররূপা মায়া পৃথিবীতে নিদ্রা নামে অবস্থান করিতেছে তাহা কেবল অমর্থক দ্বন্দ্বকারী ভুপতিদিগের ঘোর কালরাত্রি স্বরূপ। তাঁহার সেই তমোময়ী মায়া দিবসনাসিনী ও নিদ্রারূপে পরিণত হইয়া জগতীতলস্থ জীবগণকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের জীবনার্দ্ধ হরণ করিতেছে। এই নিদ্রায় আবিষ্ট হইলে ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভণ করিয়া মহার্ণব নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় কেহই উহার বেগ সহ্য করিতে পারেন না সুতরাং তাহাতেই লীন হইয়া পড়েন। সেই নিদ্রাই রজনীতে সমস্ত লোকের অন্ন পরিপাক ও শ্রান্তি হরণ করে। রাত্রির অবসান হইলেই ইহারও অবসান হইয়া থাকে। কিন্তু জীবগণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে উহার আর অবসান হয় না, তখন প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করিয়া অপগত হয়। এই নিদ্রা বিষ্ণুর শরীরসম্ভবা এবং মায়াস্বরূপিণী। নারায়ণ ব্যতীত দেবগণের মধ্যে কেহই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। এই ভূতমোহিণী কমল লোচনা নিদ্রা অল্পকাল মধ্যেই জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই লোকহিতকল্প নিদ্রা যখন কৃষ্ণ স্বয়ং ধারণ করিতেছেন, তখন পতিরতা পত্নীর ন্যায় ইহাকে সকলেরই ধারণ ও সেবা করা কর্ত্তব্য। এই নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ভগবান বিষ্ণু জগৎ মুগ্ধ করিয়া স্বীয় আশ্রমে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এই সময়ে শয়ান বিষ্ণুর সহস্রবর্ষ অতীত হইলে সত্য ত্রেতাযুগ অতিক্রান্ত হইয়া গেল দ্বাপর যুগারম্ভে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রবুদ্ধ হন।

ঋষিগণ কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ভুক্তপূর্ব্ব মালার ন্যায় নিদ্রা পরিহার করুন। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবাদী ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার সহিত সমবেত হইয়া আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্ত্রোত্রপাঠ করিতেছে। তুমি তোমার এই আত্মভূত ভূতগণের আত্মা, তুমি পৃথিবী, আকাশ, অগ্নি, অনল ও সলিলের অধিষ্ঠাতা। হে বিষ্ণো! দেবগণের সুন্দর বাক্য শ্রবণ কর। হে দেব! ঐ দেখ মুনিমণ্ডলের সহিত সপ্তর্ষিগণ দিব্য বাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। হে কমলোচন, পদ্মনাভ, মহাদ্যুতে। গাত্রোত্থান, কৃর, দেবগণের কার্য্যগুরুতা বশতঃ তোমার উত্থান সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তখন পরমার্জিত হৃষীকেশ জলময় জগৎ সংক্ষিপ্ত স্বকীয় তেজে তিমিররাশি দূরীভূত করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে যেন কিছু বলিতে অভিলাষ করিতেছেন। তখন সেই নিদ্রা বিশ্রান্ত-লোচন ভগবান হরি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া তত্ত্ব দৃষ্টার্থযুক্ত ধর্ম্মমূলক বাক্য কহিতে লাগিলেন! বেগ দেবগণ! কোথায় বিগ্রহ উপস্থিত কোন

ব্যক্তি হইতেই বা তোমরা ভীত হইয়াছ? কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে? কোন কার্য্যই বা অননুষ্ঠিত রহিয়াছে? কিম্বা দৈত্যগণকর্ত্তৃক কোন অনিষ্ট ঘটনাত হয় নাই? যাহা ঘটনা হইয়া থাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি শীঘ্র বল। এই আমি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, কি করিতে হইবে বল।

৫১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেবের পরম হিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; হে অসুরান্তক মাধব! তুমি যখন দেবগণের সমর মহাসাগরের কর্ণধার এবং অভয়দাতা, তখন আর তাঁহাদের ভয়ের বিষয় কি? দেবরাজ ইন্দ্র শাসনকর্ত্তা, তুমি অরাতিকুলনিসূদন, এবং প্রজাবর্গ ধর্ম্মানুরক্ত থাকিতে দৈত্যভয়ের আর সম্ভাবনা কি? মানবগণ সত্য ও ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত, ব্যাধি ভয় হইতে মুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং অকাল মৃত্যু তাহাদিগকে অবলোকন করিতেও সমর্থ নহে। নরপতিগণও স্ব স্ব প্রাপ্য ষড়্‌ভাগমাত্র গ্রহণ করিতেছেন তাহাদের পরস্পর বিবাদ বিষম্বাদ কিছুমাত্র নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অর্থদ্বারা প্রজাগণের শুভ সাধন করিয়া অবিরোধে স্ব স্ব কোষ ধনপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহারা ক্ষমাপর হইয়া অপরাধীর রূপ দণ্ড বিধানে স্ব স্ব সমৃদ্ধ জনপদবাসী বর্ণচতুষ্টকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিতেছেন। অন্য কোন দুষ্ট সত্বও তাঁহাদের কোন ভয়োৎপাদন করিতেছে না।

তাঁহারা অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও চতুরঙ্গ বল সমন্বিত হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌গুণ উপভোগ করিতেছেন। সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ, সকলেই বেদ পরায়ণ, সকলেই যথাকালে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণের যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের এবং পবিত্র শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। কি বৈদিক কি লৌকিক কি ধর্ম্ম শাস্ত্রোদিত ক্রিয়াকলাপ ইহাদের কিছুই অবিদিত নাই, তাহারা পরাপর বিদ্যার গুঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করাতে রাজন্যবর্গ মহর্ষি সম তেজস্বী হইয়া পুনরায় যেন সত্য যুগ প্রবর্ত্তিত করিতে সমুৎসাহী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাবে দেবেন্দ্র যথাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। মারুতগণ যথানিয়মে সঞ্চরণ করিতেছেন, দিক্‌সমুদায় প্রসন্ন, পৃথিবী নিরুপত রহিয়াছে। গ্রহগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পদবীতে বিচরণ, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সৌম্যভাবে পরিভ্রমণ, সূর্য্য অয়নদ্বয় প্রবর্ত্তিত করিয়া পৃথিবী বেষ্টন করিতেছেন। হুতাশন বিবিধ হব্যে তৃপ্ত হইয়া শুভ গন্ধ বিতরণ করিতেছেন, হে ভগবন্! এইরূপে যথা নিয়মে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হওয়াতে পৃথিবী যখন সম্যক প্রীত রহিয়াছেন তখন আর কালভয় কেন হইবে? কিন্তু সেই প্রজ্বলিতকীর্ত্তি পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন বলদর্পিত রাজন্যগণের বলভরে পৃথিবী নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ঐরূপ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে আসন্ন বিপ্লবা নৌকার ন্যায় বিপন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার পর্ব্বত বন্ধন সকল শিথিল হওয়াতে যুগান্তের ন্যায় জলোচ্ছাসে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত বলিয়া লক্ষিত হইতেছেন। ক্ষত্রিয়গণের শরীর গুরুতা, তেজ, বল ও রাষ্ট্রবিস্তারে বসুধা নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অধিক কি প্রত্যেক

নগরেই কোটি কোটি সৈন্যপরিবৃত এক নরপতি, প্রত্যেক রাজ্যেই শতসহস্র গ্রাম, নৃপতিগণের সহস্র সহস্র বলবান সেনাপতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীর আর কিঞ্চিৎমাত্র নির্ব্বৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই ইনি নিরাময় ও নিশ্চেষ্ট কাল সমভিব্যাহারে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে হে বিষ্ণো! আপনিই ইহার একমাত্র গতি। অতএব যাহাতে ইনি একবারে অবসন্ন না হন তাহার উপায় বিধান করুন। অত্রত্য লোকদিগের ইনিই একমাত্র কর্ম্মভূমি, হে মধুসূদন! ইনি উৎপীড়িত হইলে ক্রিয়াকাণ্ড একবারে লোপ হইয়া যাইবে, জগৎ দূষিত হইবে সুতরাং বিষম অনর্থেরই সম্ভাবনা, হে ভগবন্! ইনি যথার্থই রাজগণে প্রপীড়িত হইয়া শ্রান্তিবোধ করিতেছেন। ইনি অচলা হইলেও স্বাভাবিক ক্ষমা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা ইহাঁর বিষয় যতদূর শুনিয়াছি তাহা তোমারও অজ্ঞাত রহিল না। এক্ষণে ইহাঁর ভারাপনয়নের জন্য তোমার সহিত একটা মন্ত্রণা স্থির করি। রাজন্যবর্গ রাজ্যবর্দ্ধন কামনায় সকলেই সৎপথে অবস্থান করিতেছেন। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ও ব্রাহ্মণদিগের মতানুবর্ত্তন করিতেছেন। সমস্তই সত্যময়, সত্যবাক্যপর। বর্ণমাত্রেই ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রাহ্মণগণ বেদানুরক্ত ও লোক্‌মাত্রেই বিপ্রপরায়ণ। এইরূপে যখন সকল মনুষ্যই ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া রহিয়াছে তখন যাহাতে সেই ধর্ম্মের কোন বাধা না জন্মে তাদৃশ মন্ত্রণা স্থির কর। এই পৃথিবীই সাধুদিগের গতি, পৃথিবীরও আবার ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত গত্যন্তর নাই। কিন্তু পৃথিবীর ভারলাঘব করিতে হইলে নৃপতিদিগকে বধ করাও কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব চল আমরা বসুন্ধরাকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রণার্থ সুমেরুশিখরে গমন করি।

৫২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! তখন সেই নব-নীরদ-শ্যাম-কলেবর ভগবান হরি মেঘাকুলিত অচলের ন্যায় জলধর গর্জ্জিত গভীরস্বরে তথাস্তু বলিয়া দেবগণের সহিত সুমেরুশিখরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন তাঁহার মুক্তাজড়িত মণিবিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ শরীর জটামণ্ডলে আচ্ছন্ন হওয়াতে মেঘান্তরিত চন্দ্রমণ্ডলশোভিত আকাশমণ্ডলের শোভা ধারণ করিল। তাঁহার উদ্যত রোমাজি বিরাজিত বিস্তীর্ণ বলে শ্রীবৎস- পদলাঞ্ছন-স্তনদ্বয়াগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকায় পরমশোভা ধারণ করিতেছিল, সেই লোকগুরু সদাত্মা হরি পীত বসনদ্বয় পরিধান করাতে সন্ধ্যাভ্রযুক্ত ধরাধরের ন্যায়দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। অগ্রে ব্রহ্মা, তৎপশ্চাৎ সুপর্ণবাহনে ভগবান কৃষ্ণ গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার গমন পদবীতে দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই রত্নপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার শিখরদেশে এক অপূর্ব্ব কামরূপিণী সভা সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। উহার স্তম্ভ সকল কাঞ্চনময়, তোরণ হীরক ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা খচিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে নানা প্রকার মনঃ কল্পিত চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে শত শত বিমানে পরিশোভিত এবং উহার বাতায়ন সকল রত্নজালে মণ্ডিত ছিল। এইকাম প্রসারিণী রত্নভূষিত স্বর্ণাদি বিবিধ ধাতু সমাকীর্ণ দিব্য সভা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তথায় সর্ব্বদা সর্ব্ব ঋতু সুলভ কুসুমাবলী বিকশিত হইয়া দেবগণেরও

মনোহরণ করিতেছে। দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে তথায় প্রবেশপূর্ব্বক যথা নিয়মে যথা স্থানে স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। কেহ বিমানে, কেহ ভদ্রাসনে, কেহ পীঠাসনে, কেহ কুশাস্তরণে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভঞ্জন বায়ু দেবগণের কোলাহল নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ হইল। তখন করুণভাষিণী ধরণী আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে ভগবন! তুমি আমাকে এবং সর্ব্ব প্রাণিসমাকীর্ণ জগৎকে ধারণ ও পোষণ করিতেছ। স্বীয় তেজ ও বল দ্বারা ধারণ করিতেছ বলিয়াই তোমার প্রসাদ বলে আমি এই সমস্ত ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তুমি যাহাকে ধারণ কর আমি তাহাকেই বহন করি, নতুবা আমার সাধ্য কি? অতএব এই নিখিল জগন্মণ্ডলে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা তুমি ধারণ করিতেছ না।

হে নারায়ণ! তুমিই প্রতিযুগে জগতের হিতকামনা করিয়া আমার অতি গুরুতর ভারের অপনয়ন করিয়া আসিতেছ। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমারই শরণাপন্ন; আমায় রক্ষা কর। দুরাত্মা দানব ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আমি নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াই তোমার শরণ প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমি শত সহস্রবার দেখিয়াছি, যাবৎকাল মনঃ দ্বারাও তোমার শরণাপন্ন না হই তাবৎ কালই আমার বিলক্ষণ ভয় থাকে।

পূর্ব্বকালে কমলযোনি ব্রহ্মা আমাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই মৃন্ময় মহাসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মহাসুরদ্বয় একমহার্ণবে যোগনিদ্রাবস্থা তোমারই কমল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় বিচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করে। অনন্তর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বায়ু উহাদের শরীরাভ্যরে প্রবেশপূর্ব্বক জীবসঞ্চার করিয়াছিলেন। তখন ঐ অসুরদ্বয় জীবনলাভে বর্দ্ধিত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মা উহাদিগের গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিয়া দেখিলেন একের শরীর নিতান্ত মৃদু, অপরের অতি কঠিন তদনুসারে একেরনাম মধু, অপরের নাম কৈটভ রাখিলেন উহাদের নামকরণ শেষ হইলে বলদর্পিত হইয়া যুদ্ধ কামনায় সেই একার্ণব জগত নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সেই একার্ণব সলিলে অন্তর্হিত হইলেন। পদ্মনাভ তোমাই নাতি হইতে যে পদ্ম সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার গূঢ় আবাস স্থান হইল।

এইরূপে তুমি ও ব্রহ্মা উভয়েই সেই সলিল রাশি মধ্যে শয়ান ছিলে, কিঞ্চিত্র বিচলিত হও নাই। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে যেখানে বক্ষা অবস্থান করিতেছিলেন মধু-কৈটভও তথায় উপস্থিত হইল। সেই মহাকায় দুর্দ্ধর্ষ ঘোরদর্শন অসুরদ্বয়কে আনিতে দেখিয়া ব্রহ্মা তোমাকে পদ্মনালদ্বারা আহত করিলেন। তুমিও আহত হইবামাত্র শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অহররের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলে। সেই একার্ণব সলিলে অসুরদ্বয় সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিয়া ও শ্রান্ত হইল না। তখন সেই যুদ্ধ দুর্ম্মদ মধুকৈটভ অতি দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর পরম প্রীত হইয়া তোমাকে কহিল, আমরা তোমার সহিত যুদ্ধে পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার হস্তে মৃত্যুই আমাদের শ্লাঘ্য। কিন্তু যে স্থান সলিল দ্বারা আপ্লুত নহে তথায় আমাদের

বিনাশ কর। হে সুরোত্তম! যুদ্ধস্থলে যিনি আমাদিগকে পরাভূত করিবেন তিনিই আমাদের পিতা, অতএব তোমার হস্তে নিহত হইলে তোমারই পুত্রত্ব স্বীকার করিব।

এইরূপ অভিহিত হইলে বাহুতে ধরিয়া তুমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে। অসুরদ্বয় নিহত হইয়া সাগর সলিলে মগ্ন হইল। পরে ঐ উভয় শরীর একত্র মিলিত হইলে, জলোর্ম্মিমালায় আহত হইয়া তাহা হইতে মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই মেদরাশিতে সমস্ত জল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন আর তাহাদের শরীরের চিহ্নমাত্রও রহিল না। আপনিও সেই সময়ে পুনরায় প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। দৈত্যদ্বয়ের মেদ পুঞ্জে আমার সৃষ্টি হইল বলিয়া আমি মেদিনী নামে অভিহিত হইলাম। হে ভগবন্! তুমিই আমাকে স্বকীয় প্রভাব দ্বারা শাশ্বত জগৎরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছ। পূর্ব্বকালে তুমিই মার্কণ্ডেয় মুনির সমক্ষে বরাহরূপ ধারণ করিয়া একমাত্র বিশাল বিষাণ দ্বারা সলিল মধ্য হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। আরও একবার তুমি আমাকে ত্রিপাদ বিক্ষেপ দ্বারা বলি দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি জগতের নাথ এবং সকলের একমাত্র শরণ্য; আমি অনাথা ও নিতান্ত খিদ্যমানা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। অগ্নি যেমন সুবর্ণের গুরু, সূর্য্য যেমন মরীচিমালার গুরু, চন্দ্রমা যেমন তারকারাজির গুরু, তুমি নারায়ণও আমার সেইরূপ গুরু। আমি যে একাকিণী এই নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ধারণ করিয়া থাকি, ইহা কেবল তুমি আমাকে ধারণ করিতেছ বলিয়া। নচেৎ তাদৃশ শক্তি আমি কোথা হইতে পাইলাম? জমদগ্নি তনয় পরশুরাম আমার ভার অবতরণের জন্য রোষাবিষ্ট হইয়া একবিংশতি বার আমাকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি বেদিতে সমারোপিত করিয়া নৃপশোণিতদ্বারা, আমার তৃপ্তি সাধন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে মহর্ষি কশ্যপকে আমায় প্রদান করেন। আমি তাৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মাংস, মেদ, অস্থি ও শোণিত ধরা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া ঋতুমতী যুবতীর ন্যায় মহর্ষি সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই ব্রহ্মর্ষি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উর্ব্বি! তুমি বীরপত্নী হইয়া কি জন্য ব্রতধারিণীর ন্যায় বিষ ও অবাঙ্মুখী হইয়া লক্ষিত হইতেছ?'

তখন আমি সেই লোকভাবন কশ্যপকে কহিলাম, হে ব্রহ্ম! মহাত্মা ভৃগুনন্দন পরশুরাম আমার পতিগণকে বিনাশ করিয়াছেন। আমি শস্ত্রজীবী, পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বিহীন হইয়া বিধবা হইয়াছি, আমার নগর সমুদায় শূন্য হইয়া গিয়াছে, আর আমি জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমাকে তাদৃশ ভর্ত্তা প্রদান করুন, যিনি গ্রাম, নগর ও সাগরের সহিত আমাকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিতে সমর্থ হন; ভগবান্ প্রভু মহর্ষি আমার বাক্য শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি আমাকে মনুর হস্তে প্রদান করিলেন। আমি তদবধি সেই মনুপ্রভব পবিত্র মহৎ ইক্ষ্বাকু বংশ পতিত্বে লাভ করিয়া তদ্বংশীয় নৃপতি পরম্পরায় বহুকাল হইতে উপভুক্ত হইয়া আসিতেছি। সেই রাজর্ষিকুলসম্ভূত সহস্র সহস্র রাজন্যগণ আমায় উপভোগ করিয়াছে। বীরাগ্রগণ্য অনেক ক্ষত্রিয় আমাকে জয় করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ কাল-ধর্ম্মে আমাতেই লীন হইয়া গিয়াছেন, আমার নিমিত্তে সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ অনেক বল বা ক্ষত্রিয়গণের অসংখ্য বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে, অদ্যাপি হইতেছে। তৎসমুদায়ই যুষ্মৎ প্রবৃত্ত দৈবেরই পরিণাম। হে ভগবন্! এক্ষণেও ভার শৈথিল্য করিবার জন্য যদি আমার উপর তোমার করুণা থাকে,

তবে জগতের হিতের নিমিত্ত রণস্থলে রাজাদিগের বিনাশের হেতু নির্দ্দেশ কর। হে জগন্নাথ! তুমি আমার অদ্বিতীয় প্রভু, আমাকে অভয় প্রদান কর। আমি নিতান্ত ভারখিন্ন হইয়া তোমার শরণ প্রার্থিনী হইয়াছি। এক্ষণে বল আমার ভারপনয়ন করিবে ত।

৫৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! দেবগণ পৃথিবীর সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাহিচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই এই পৃথিবীর ভার লাঘবের উপায় নির্দ্ধরণ করুন। আপনি সর্ব্ব জগতের শরীর প্রবর্ত্তয়িতা। আপনা হইতেই এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এখানে মহেন্দ্র, যম, বরুণ, ধনপতি কুবের, নারায়ণ, চন্দ্র, ভাস্কর, অনিল, আদিত্যগণ বসুগণ, ভূতভাবন রুদ্রগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, ত্রিদিববাসি সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, উশনা, কালরূপ কলি, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, মহোরগগণ, শৈল প্রধান পর্ব্বতগণ, উর্ম্মিমালা-সঙ্কুল সাগর, গঙ্গা প্রভৃতি দিব্য সরিৎ আমরা সকলেই উপস্থিত আছি। আজ্ঞা করুন কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে? হে বিভো সুরেশ্বর! যদি পৃথিবীর হিতসাধন করা আপনার কর্ত্তব্য হয় তবে বলুন আমাদিগকে কিরূপ অংশেই বা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হইবে? আপনার আদেশ পাইলে কি পৃথিবীতে কি অন্তরীক্ষে, সভ্য বিপ্রকুলে অথবা রাজন্যকুলেই হউক সর্ব্বত্র আমরা অযোনিজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারি। অমরগণ বেষ্টিত লোকপিতামহ সেই ঐকমত্যাবলম্বী দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে দেবগণ! তোমরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছ, উহা আমারও অভিপ্রেত। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে আত্মানুরূপ শরীর ধারণ করিয়া ত্রিভুবনে অবতীর্ণ হও। তোমরা অবতীর্ণ হইলেই ত্রিভুবন শোভিনী পৃথিবীর উদ্ধারসাধন ও শোভাবর্দ্ধন হইবে। ভরতবংশীয়গণ রাজপদ গ্রহণ করিলে পৃথিবী যে নিতান্ত খিন্ন হইয়া পড়িবেন, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া যাহা স্থির করিয়াছি শ্রবণ কর।

একদা আমি সমুদ্রের পশ্চিম তীরে উপবেশন করিয়া স্বীয় পৌত্র কশ্যপের সহিত বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও লোকচরিত বিষয়ক বিবিধ কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলাম। এই সময়ে সমুদ্র গঙ্গা, মেঘ ও মারুতগণের সহিত সমবেত হইয়া অতি বিষম তরঙ্গমালা বিস্তারপূর্ব্বক সত্বর গমনে আমার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহার শরীর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ প্রবাল ও মহার্ঘ মণি সমুদায় ইহার ভূষণ। যাদোগণলাঞ্ছিত সলিলবসনে ইহার শরীর আচ্ছাদিত ছিল। জলনিধি তৎকালে চন্দ্রমাসহযোগে মেঘ গভীর গর্জ্জনে যেন আমাকে পরাভব করিবার জন্যই বেলা অতিক্রম করিয়া চঞ্চল লবণাম্বু দ্বারা নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে আমার বোধ হইল সমুদ্র আমাকে উদ্বেজিত করিবার জন্যই তৎপ্রদেশে আগমন করিয়াছে। যাহা হউক অতঃপর আমি তাহাকে নির্ব্বন্ধাণির্ণয় সহকারে শান্ত হও, এই কথা বলিবামাত্র সাগর আত্মশরীর সঙ্কোচপূর্ব্বক তনুতা লাভ করিল। সুতরাং সে বেগ ও তরঙ্গ একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন তদীয় কলেবরে রাজশ্রী শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর আমি তোমাদের হিতসাধন সঙ্কল্প করিয়া পুনরায় গঙ্গা ও

সমুদ্রকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিলাম, হে সমুদ্র! যখন তুমি রাজবেশে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ তখন তুমি রাজাই হইবে। তুমি ভরতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে নরপতিত্ব লাভ করিবে। শান্ত হও এই কথা শ্রবণ মাত্র যখন তুমি তনুতা প্রাপ্ত হইয়াছ তখন তুমি জগতে শান্তনু নামে বিখ্যাত হইয়া বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিবে। আর এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আয়তাপাঙ্গী সরিদ্বরা গঙ্গামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমার অনুগামিনী হইবেন।

আমি এইরূপ অভিসম্পাত করিলে সমুদ্র নিতান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, হে প্রভো দেবদেব! কি জন্য আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। আমি আপনার নিতান্ত বশ্য পুত্র, আপনার কর্ত্তৃকই আমি সৃষ্ট হইয়াছি আপনিই আমার অদ্বিতীয় উৎকৃষ্ট আশ্রয়। তথাপি কিজন্য আত্মজ আমাকে অসদৃশ বাক্যে অভিশাপ প্রদান করিলেন? হে ভগবন্! আমি আপনারই নিয়োগক্রমে পর্ব্বদিনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকি, যদি সেই অবস্থায় বেগসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিচলিত হই, তাহাতে আমার নিজের দোষ কি? যদি পর্ব্ব দিবসে পবনচালিত হইয়া আমার সলিল আপনাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, হে ভগবন! তাহাই কি আমার ঈদৃশ শাপের কারণ হইবে? উদ্ধূত প্রবল বায়ু, প্রবৃদ্ধ ধরাধর ও ইন্দুযুক্ত পর্ব্বদিন এই তিনটী কারণেই আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ কারণত্রয়ই আপনার কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে ব্রহ্ম! তাহাতেই যদি আমি অপরাধী হইয়া থাকি তবে এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার প্রযুক্ত শাপও নিবর্ত্তিত করুন। হে দেবেশ! শাস্ত্রানুসারে শরণাগতের অপরাধ ক্ষন্তব্য। আমি এক্ষণে নিতান্ত নিরাশ্রয় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আর দেবী ভাগীরথীরও কোন দোষ নাই, ইনি কেবল আমার দোষেই অপরাধিনী হইয়াছেন অতএব আপনি ইহার প্রতিও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর আমি মধুর বাক্যে মহার্ণবকে কহিলাম, হে মহোদধে! তুমি আমার শাপ প্রদানের উদ্দেশ্য ও দেবগণের প্রয়োজনীয়তা ইহার কিছুই পরিজ্ঞাত নহ। সেইজন্যই ভীত হইতেছ, বস্তুত ভয়ের বিষয় কিছুই নাই, শান্তিলাভ কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে সরিৎপতে! এই শাপের ভাবী প্রয়োজন কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই সাগরী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভরত বংশে অবতীর্ণ হও। তথায় স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে রাজশ্রী পরিবৃত পৃথিবীপতি হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিপালন করিবে। আর এই সবিদ্বরা গঙ্গাও মানুষীতনু ধারণ করিয়া তৎকালোচিত রমণীয় বেশে তোমার পরিচর্য্যা করিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি তথায় এই জাহ্নবীর সহবাসে পরমসুখে মনুষ্য জন্ম অতিবাহিত করিতে পারিবে। এমন কি তখন তুমি তোমার এই সলিলময়ী মূর্ত্তিও বিস্মৃত হইয়া যাইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না গঙ্গার সহিত আমার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হও। বসুগণ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের সমুৎপাদনের নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। তোমার সহযোগে এই জাহ্নবী অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিবেন। বিভাবসু সদৃশ গুণসম্পন্ন দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধন বসুগণকে এইরূপে উৎপাদন ও কুরুকুল বিস্তার করিয়া পুনরায় তুমি এই সাগরীয় শরীর পরিগ্রহ করিবে।

হে অমরগণ! পৃথিবী পার্থিব ভারে আক্রান্ত হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তোমাদের হিতসাধনার্থ তৎকালেই পৃথিবীতে শান্তনু বংশের বীজরোপণ করিয়াছিলাম। তদনুসারে ত্রিদিববাসী বসুগণ সেই শান্তনুর বংশে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই সাতজন স্বর্গলোকে প্রত্যাগত হইয়াছেন, অষ্টম বসু গাঙ্গেয় ভীষ্ম অদ্যাপি সেই ভূলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয়া ভার্য্যাতে অতি প্রতাপশালী দ্যুতিমান্ রাজর্ষি বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি বিচিত্রবীর্য্যের পৃথিবীপতি দুই পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মহারাজ পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রীনামে দুই ভার্য্যা। ইহারা উভয়েই সুরকুমারী সদৃশ রূপ-যৌবনশালিনী ও পরম সুন্দরী। নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র পত্নী গান্ধারী। ইনিও অনুরূপ গুণশালিনী ভুবন বিখ্যাত ও পতিপরায়ণা।

এক্ষণে তোমরা সেই শান্তনু বংশ স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ভাবে বিভক্তকর। ঐ উভয় নরপতির পুত্রগণের মধ্যে অতি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। তাহাদের সেই দায়াদ সমরে অসংখ্য নরপতিগণ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে লোকের যাদৃশ ভয় সঞ্চার হয় এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধও তাদৃশ ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। উহাতে নরপতি সকল পরস্পর বিষম সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া বল বাহনের সহিত একবারে উৎসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তখন গ্রাম নগর প্রভৃতি জনপদ সকল শূন্য প্রায় হইলে পৃথিবীর ভার আর তাদৃশ গুরুতর থাকিবে না। আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে দ্বাপর যুগের শেষে পর্থিবগণ শস্ত্রাহত হইয়া বাহনের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এই যুদ্ধে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাও রজনীযোগে সুপ্তাবস্থায় শঙ্করাংশ অশ্বত্থামার প্রদীপ্ত অস্ত্রানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। এইরূপে সেই মহাপ্রলয়কারী যুগান্তকালোপম ক্রূরকার্য্য সম্পন্ন হইলে তৃতীয় যুগ দ্বাপর বৃত্তান্তেরও অবসান হইয়া যাইবে। তখন অতিভয়ানক ঘোরদর্শন কলিযুগের আবির্ভাব হইবে। এই যুগে অধর্ম্মের প্রবলতা ও ধর্ম্মের বিরলতাই লোকমাত্রকে আশ্রয় করিবে। সত্য উৎসন্ন, মিথ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। লোক সমুদায় রুক্ষ ও যশঃ প্রার্থী হইবে। তৎকালে আয়ু পরিমাণও নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িবে। অতএব আমার নির্দ্ধারিত উপায়ই তোমরা অবলম্বন কর। নৃপতিগণ বিনাশের এই পথই প্রশস্ত। আর তোমরা বিলম্ব করিওনা। শীঘ্র স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ধর্মাংশ এবং গান্ধারীর গর্ভে বিগ্রহ মূল কলির অধর্ম্মাংশ নিয়োগ কর। ইহারাই পরস্পর বিরোধী পক্ষদ্বয় সংস্থাপন করিবে। তৎকালে অন্যান্য নৃপতিবর্গও কালপ্রেরিত হইয়া পৃথিবীর নিমিত্ত অনুরক্ত হৃদয়ে যুদ্ধ লালসায় উহার অন্যতর পক্ষ আশ্রয় করিতে থাকিবে। এক্ষণে এই লোক ধারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করুন। আমি নৃপতিগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং অনোঘ লোক বিশ্রুত উপায়ই অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি।

মহারাজ! লোক পিতামহ ব্রহ্মার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী নরপতিগণের বিনাশের নিমিত্ত কাল সমভিব্যাহারে যথাস্থানে গমন করিলেন। ব্রহ্মা দেবদ্বেষীদিগের নিগ্রহার্থ দেবগণকে আদেশ করিলে পুরাণ পুরুষ নারায়ণ, ধরণীধর অনন্ত, সনৎকুমার, সাধ্যগণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, বরুণ, বসুগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয় ইহারা সকলেই স্ব স্ব অংশে অবনিতে অবতীর্ণ হইলেন। আমি আপনাকে

এই অংশাবতারের কথা পূর্বেই (আদিপর্ব্বে) বলিয়া আসিয়াছি। দেবগণ ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে কেহ অযোনিজ কেহবা যোনিজ পুরুষশ্রেষ্ঠরূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্য দানিবদিগের সংহারকর্ত্তা হইয়া পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষীরিকা বৃক্ষের ন্যায় পরিপুষ্ট ও বজ্রের ন্যায় কঠিন হইতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত হস্তীর শক্তিধারী, কেহবা অতিদুর্দ্ধর্ষ সিন্ধুবেগের ন্যায় বলশালী। ঐ সকল পরিঘায়ত বাহু ও পরিঘাস্ত্রধারী বীরাগ্রগণ্য পুরুষগণের শরীর এরূপ দৃঢ় ও সারবান্ হইয়া উঠিল যে গদা, পরিঘ ও শক্তি প্রহারেও তাহারা আপনাকে কিছুমাত্র ব্যথিত মনে করিতেন না। প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই অবলীলাক্রমে গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিতে পারিতেন। শতসহস্র দেবগণ বৃষ্টিবংশ অলঙ্কৃত করিলেন, এবং কুরু, পাঞ্চাল ও সমৃদ্ধ যাজক ব্রাহ্মণদিগের কুলে বহুতর দেবগণ অবতীর্ণ হইয়া সকলেই সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী, বেদ ও ব্রত পরায়ণ, সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি ও গুণ সম্পন্ন, যজ্ঞশীল ও পুণ্যকর্ম্মানুরক্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে শৈলগণকে পরিচালিত, মহীতল বিদারিত, আকাশ উৎপতিত মহোদধি ও বিক্ষোভিত করিতে পারিতেন।

এদিকে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া নারায়ণের প্রতি লোক রক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধন প্রাণের প্রভু প্রভাবশালী নারায়ণ প্রকৃতিপুঞ্জের হিত সাধনের নিমিত্ত যেরূপে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই সময়ে পুণ্যকর্ম্মা যশস্বী প্রভু নারায়ণ যযাতিবংশ সম্ভূত বসুদেবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

৫৪ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যথাসময়ে এবং যথাস্থানে ভরতবংশে দেবগণের অংশাবতরণ সম্পন্ন হইল। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, অর্জ্জুন ইন্দ্রের, ভীমসেন পবনের, নকুল ও সহদেব অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের, কর্ণ সূর্য্যের, বিদুর যমের, দুর্য্যোধন কলির, অভিমন্যু সোমদেবের, শ্রুতায়ুধ বরুণের, অশ্বত্থামা মহাদেবের, কণিক মিত্রের, ধৃতরাষ্ট্র কুবেরের এবং দেবক, অশ্বসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের অংশে অবতীর্ণ হইলেন। আর ইতঃপূর্বেই সুরগুরু বৃহস্পতি ও অষ্টমবর অংশে দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্ম ইহারা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রূপে দেবগণ স্বর্গলোক হইতে অবনীতলে অংশরূপে অবতীর্ণ হইলে নারায়ণাবতার দেবর্ষি নারদ দেবগণের সহায় হইয়া দেবসভাসীন ভগবান নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তাঁহার শরীর জ্যোতি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল, তাঁহার চক্ষু বালার্ক সদৃশ, মস্তকে বামপার্শ্ববনত বিপুল জটাভার, চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুক্ল বসন, কক্ষদেশে প্রিয়তমা সখীর ন্যায় মহতী বীণা, গলদেশে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ও লম্বমান স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন। এই তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি নারদ গূঢ় সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ। সর্ব্বথা মহর্ষি লক্ষণাক্রান্ত, বিদ্বান ও গান্ধর্ব্ব বেদেও বিলক্ষণ পারদর্শী। তিনি এরূপ কলহ প্রিয় যে

কলির দ্বিতীয়াবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাক্‌পটুতা বিষয়ে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বেদচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণরূপ গান করিয়া বেড়াইতেন, বিশেষতঃ তিনি ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে প্রধান উদগাতা। এই ব্রহ্মলোক বিহারী সনাতন নারদ রোষভরে দেবসভা মধ্যে বিষ্ণুকে কহিতে লাগিলেন।

হে মধুসূদন! দেবগণ মহীপতিগণের বিনাশের নিমিত্ত যে অংশাবতার স্বীকার করিয়াছেন তৎসমুদায়ই অনিমিত্ত ঘটনায় পর্য্যবসিত হইল। তুমি স্বর্গে থাকিলে কিরূপে তাঁহারা ক্ষত্রসমরে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি নিশ্চয় জানি তোমার সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল হয় না। হে দেব! তুমি তত্ত্বদর্শী সুতরাং তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। ভুমি জানিয়া শুনিয়াও পৃথিবীর নিমিত্ত এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করা তোমার যোগ্য কার্য্য হয় নাই। তুমি চক্ষুষ্মান্‌দিগের চক্ষু, প্রভাবশালী মহাত্মাদিগের শ্লাঘ্য প্রভু, যোগীদিগের প্রধানতম যোগ ও গতিমানদিগের অদ্বিতীয় গতি। অতএব তুমি কি জন্য অংশাবতীর্ণ দেবগণকে দেখিয়াও পৃথিবীর সমুদ্ধারার্থ অগ্রে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইলে না? তুমি সহায় হইয়া কার্য্যভার প্রদান করিলেই তাঁহারা অর্পিত কার্য্য পরম্পরা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। সেইজন্য অদ্য আমি তোমার এই দেবসভায় উপস্থিত হইয়াছি। তোমাকে প্রেরণ করিবার আরও যে বিশিষ্ট কারণ আছে তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবন্‌! পূর্ব্বে তারকাময় সংগ্রামে তুমি যে সকল দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলে, তাহারা এক্ষণে পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে যে অবস্থা লাভ করিয়াছে তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যমুনানদী তীরে অতি সমৃদ্ধ বহুজনপদাকীর্ণ মথুরা নামে এক অপূর্ব্ব মনোহর নগরী বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে ঐ স্থান বিবিধপাদপসঙ্কুল মহাসমৃদ্ধ মধুবন নামে বিখ্যাত ছিল। তথায় মহাবল পরাক্রান্ত রণদুর্জ্জয় সর্ব্বভূত ভয়াবহ প্রসিদ্ধ মধুনামক দৈত্যপতি বাস করিত। তাহার পুত্র লবণও পিতার অনুরূপ বল বিক্রমশালী হইয়া সেই স্থানেই বাস করিয়াছিল। ঐ লবণ বহুকাল তথায় ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিয়া অতিদর্পে দেবতা ও মানবগণকে উদ্বেজিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে রাক্ষস কুলনিসূদন সূর্য্যবংশাবতংস দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেছিলেন। ঐ ঘোর মধুবনবাসী দুর্ব্বুদ্ধি লবণ বলদর্পন্ধ হইয়া অযোধ্যা নগরী যুদ্ধের অযোগ্য ভূমি মনে করিয়া রামচন্দ্র সমীপে একজন দূত প্রেরণ করিল। ঐ দূত মহারাজ রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পরুষ বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল। রাম! দৈত্যপতি লবণ তোমার আসন্ন শত্রু। মহীপালগণ সামন্ত শত্রুকে বলশালী দেখিতে অভিলাষ করেন না। রাজব্রত অবলম্বন করিয়া যদি প্রজার হিতকামনা ও রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হয় তবে রিপু পরাজয় করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য। বিশেষতঃ প্রজারঞ্জন কামনা থাকিলে অগ্রে ইন্দ্রিয় পরাজয় করা মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজন্যগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ ইন্দ্রিয় পরাজয়ই প্রকৃত জয়। যিনি যথা নিয়মে অবস্থান করিতে বাসনা করেন তাহার বিশেষতঃ মহীপতিগণের পক্ষে লোক ব্যবহার তুল্য নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা আর দ্বিতীয় নাই। যিনি মৃগয়াদি ব্যসন ব্যাপারকে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন, ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে ধর্ম্ম যাঁহার মধ্যবর্ত্তী, বলবত্ত্বা বিষয়ে যিনি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান, সামন্ত জনিত ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে

পারে না। ইন্দ্রিয় সমুদায় লোকের বিষম শত্রু, উহারা সহজ ধর্ম্মে একবার প্রবল হইয়া উঠিলে তখন আর কাহার নিস্তার নাই। যাহারা সেই ইন্দ্রিয় প্রীতিকর মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়েন তাঁহাদের আর ধৈর্য্য থাকে না। তখন তাঁহারা বিবেক বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া একবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। তুমি সামান্য স্ত্রীর নিমিত্ত অসাধারণ বলবান্ রাবণকে যে নিহত করিয়াছ উহা ন্যায়ানুগত মহৎ কার্য্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি না, বরং কুৎসিত কার্য্য বলিয়াই আমার প্রতীতি হয়। তুমি বনবাসপ্রবৃত্তব্রতধারী হইয়া নীচ রাক্ষস শরীরে যে শস্ত্র প্রহার করিয়াছ উহা কি সাধু সম্মত বিধি? ক্রোধ পরিহার করাই সাধুগণের প্রধান ধর্ম্ম। তাহাতেই সাধুদিগের যথার্থ সদগতি লাভ হয়। তুমি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া মোহ বশতঃ যে রাক্ষসকুল নিহত করিলে তাহাতে আশ্রমবাসীদিগেরও কলঙ্কস্পর্শ হইয়াছে। তুমি ব্রতচারী হইয়া গ্রাম্য ধর্ম্মানুসারে সামান্য স্ত্রীর নিমিত্ত যুদ্ধস্থলে যে রাবণকে বিনাশ করিয়াছ, সেই রাবণই ধন্য। রাবণ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ও অজিতেন্দ্রিয়, সেই জন্যই তুমি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশ করিতে পারিয়াছ। যদি সমার্থ থাকে তবে অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর।

রাজন্! রঘুকুল ধুরন্ধর রাম পরুষভাষী দূতের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যগুণে কিঞ্চিন্মামাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং সস্মিত বচনে কহিলেন, দূত! তুমি তোমার প্রভুর গৌরব বশতঃ আমাকে যাহা কিছু কহিতেছ তৎসমুদায়ই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আমি বেদমার্গানুগামী ও স্থিরপ্রকৃতি, সুতরাং আমি তোমার নিন্দাবাদের পাত্র নহি। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন সৎপথ ভ্রষ্ট হইয়া রাবণকে বিনাশ করিয়া থাকি অথবা সে আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া থাকে তাহাতে তোমার প্রভুর মস্তক ঘূর্ণন করিবার আবশ্যকতা কি? সৎ পথাবলম্বী সাধুগণ কাহার বাঙ্মাত্রেই দূষিত হন না। কোন্ ব্যক্তি সাধু কেইবা অসৎ ইহা দেখিবার নিমিত্ত দৈবই জাগ্রৎ রহিয়াছেন। যাহা হউক তোমার দূতকার্য্য সমাধা হইয়াছে এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। মাদৃশ লোক কখন আত্মশ্লাঘাপর নীচপ্রকৃতি লোকের উপর শস্ত্রচালনা করে না। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুতাপন শত্রুঘ্নই সেই দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্যপতিকে যুদ্ধে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন।

অনন্তর মানবেন্দ্র মহাত্মা রাঘবেন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহাবল শত্রুঘ্ন যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। দানবদূতও তাঁহার সমভিব্যহারে প্রস্থান করিল। অবিলম্বেই শত্রুঘ্ন সেই বৃহৎ মধুবন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক যুদ্ধাপেক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যপতি লবণ দূতমুখে শত্রুঘ্নের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া যুদ্ধার্থ বন হইতে নির্গত হইল। অনন্তর ধনুর্দ্ধারী উভয়ে রণস্থলে পরস্পর সম্মুখীন হইলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি শাণিত অতিতীক্ষ্ণ বাণসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বা শ্রান্ত হইল না। অনন্তর দানব সৌমিত্রির শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া শূলাস্ত্র পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বভূতকর্ষণ দেবদত্ত অঙ্কুশ গ্রহণপূর্ব্বক ঘোর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণ বিলম্বেই সেই অঙ্কুশ শত্রুঘ্নের গলদেশে যোজিত করিয়া পুরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন স্বর্ণমুষ্টি অত্যুৎকৃষ্ট শাণিত খড়গ উত্তোলন করিয়া অঙ্কুশের সহিত সেই লবণ দৈত্যের দৃঢ় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধীমান্ সুমিত্রা নন্দন সৌমিত্রি এইরূপে সেই দানবকে নিহত করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাহার মধুবন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

ফেলিলেন। অনন্তর পরম ধার্ম্মিক শত্রুঘ্ন তদ্দেশের মঙ্গল বর্দ্ধনার্থ তথায় পরম মনোহর এক নগর সংস্থাপন করিলেন। উহার নাম মথুরা হইল। এই রূপে ঐ মথুরা নগরী শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে মথুরাপুরী সুবিস্তীর্ণ প্রাকার বেষ্টনে পরিবেষ্টিত, পরম মনোহর দ্বারতোরণে সুশোভিত সমৃদ্ধ গ্রাম, নগর, বন, উপবন, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও অসংখ্যজনগণে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ প্রাণালীও অতি চমৎকার। তাহার চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাচীরসহকৃত পরিখা মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় উহার চয়াট্টালক সমুদায় কেয়ুর, প্রাসাদরাজি কুণ্ডল, সুরক্ষিত দ্বার উহার মুখ, প্রাঙ্গনস্থান উহার হাস্য প্রকাশ করিতেছে। এখানে অসংখ্য বীরপুরুষগণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথের ইয়ত্তা করা যায় না।

ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, যমুনাতীরে শোভা পাইতেছে। ইহার উৎকৃষ্ট আপনশ্রেণী-ঘন-সন্নিবিষ্ট ও বহুদূর বিস্তৃত। রত্ন সঞ্চয় বিষয়েও বিলক্ষণ গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছে, উহার ক্ষেত্র সমুদায় উর্ব্বর। দেবরাজও যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। এখানকার নরনারী সকল সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত। লবণের পর তথায় শূরসেন কিছুকাল রাজত্ব করে। তদনন্তর মহাবীর্য্য কুমার তুল্য পরাক্রম ভোজবংশাবতংস উগ্রসেন নামক মহীপতি উহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। হে বিষ্ণো! তুমি তারকাময় সংগ্রামে যে মহাদৈত্য কালনেমিকে সংহার করিয়াছিলে, সেই মহাসুরই ইহার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কংস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই বিশালস্কন্ধ ভোজবংশ বিবর্দ্ধন সিংহবিক্রান্ত মহীপতি কংস ভূমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত। কিন্তু নিতান্ত অসৎপথগামী। তাহার ভয়ে ভীত হইয়া কি রাজন্যবর্গ কি প্রজাগণ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বাহ্য প্রকৃতি যেরূপ ভয়ানক অন্তরাত্মাও তদনুরূপ ভীষণ। তাহাতে আবার দর্পের যোগ হওয়াতে তাহার নাম শ্রবণে প্রজাদিগের রোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার না আছে রাজধর্ম্ম, না আছে প্রজারঞ্জনের প্রবৃত্তি। সর্ব্বদা উগ্রমূর্ত্তিতে শাসন করাই ইহার একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য। অধিক কি আত্মপক্ষীয় লোকও তাহার নিকটে থাকিয়া সুখী হইতে পারে না।

অন্যস্থানের কথা দূরে থাক আপনার রাজ্যেও শুভানুধ্যান কখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। ভবৎপরাভূত কালনেমি কংসরূপধারণ করিয়া মাংমাশী রাক্ষসের ন্যায় আসুরিকভাবে লোক সমুদায়কে উদ্বেজিত করিতেছে। অশ্বতুল্য পরাক্রান্ত হয়গ্রীব নামে যে দৈত্যছিল, সে এক্ষণে কংসের অনুজের ন্যায় কেশী নামে অশ্ব হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হ্রেষারবপটু দুরাত্মা কেশী কেশরীর ন্যায় একাকী অপ্রতিহত প্রভাবে মানবগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছে। বলিপুত্র অরিষ্ট কামরূপী মহাসুর বিষম ককুদ্‌শালী মহাবৃষভত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোহন্তা হইয়া উঠিয়াছে। দানব শ্রেষ্ঠ দিতির পুত্র রিষ্ট কুঞ্জরত্বলাভ করিয়া কংসের বাহন হইয়াছে। ভীষণ দৈত্য লম্ব প্রলম্ব নামে অবতীর্ণ হইয়া বট ও ভাণ্ডীর বন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। খর নামক মহাসুর ধেনুক নামে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে তালবনে অবস্থানপূর্ব্বক প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। বরাহ ও কিশোর নামে যে দুই দৈত্য ছিল তাহারা এক্ষণে চানূর ও মুষ্টিক নাম ধারণ করিয়া মল্লবেশে কংসের সভায় অবস্থান করিতেছে। হে দানবান্তক! ময় তারক যে দুই মহাসুর ছিল তাহারাও এখন ভূলোকবাসী নরকাসুরের প্রাগজ্যোতিষপুরে বাস করিতেছে।

হে বিষ্ণো! এই সকল দৈত্য পূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিরাকৃত হইয়াছিল। তাহারাই ভূলোকে মানবীতনু ধারণ করিয়া সকলকে নিতান্ত উৎপীড়িত করিতেছে। সর্ব্বদা তোমার দ্বেষ করিয়া থাকে, তোমার ভক্তদিগকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিতেছে। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত উহাদের আর ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। কি ভূলোক কি স্বর্গলোক কি সাগরগর্ভ কোথাও তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না। হে শ্রীধর! তুমি যাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলে ঐ দুরাচারদিগের এজন্মেও নিধন করিতে হলে তুমি ভিন্ন আর উপায়ান্তর দেখিনা। যাহারা সর্গ ভ্রষ্ট তাহাদের পৃথিবী ভিন্ন গতি নাই। আর যাহারা পৃথিবীতে থাকিয়া তোমার দ্বারা নিহত হয় তুমি প্রীত না হইলে তাহাদেরও স্বর্গ গমন দুর্লভ হইয়া উঠে। অতএব হে মাধব তুমি স্বয়ং পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হও, দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে তোমার আত্মাকে নিয়োগ কর। তোমার মূর্ত্তিসকল নিতান্ত অব্যক্ত, সুতরাং বিষ্ণুমূর্ত্তি ব্যতীত দেবলোকেও তোমার অন্য কোন রূপ দেখিতে পান না। তাঁহারা তোমার সেই সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন। এক্ষণে তুমি তথায় অবতীর্ণ হইলে কংসের ধ্বংস হইবে এবং যে কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবী আগমন করিয়াছিলেন তাহাও সিদ্ধ হইবে। হে হৃষীকেশ! তুমি ভারতবর্ষের কার্য্যগুরু, তুমিই চক্ষু, তোমারই উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। অতএব তুমি ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সমুদায় দানবকুল বিনাশ কর।

৫৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবদের প্রভু মধুসূদন এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে নারদকে কহিলেন, নারদ! তুমি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত আমাকে যাহা কিছু কহিলে, তৎসমুদায়ই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে উত্তর বাক্য শ্রবণ কর। দানবগণ দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যে দৈত্য যেরূপ শরীর আশ্রয় করিয়া আপনাকে পোষণ করিতেছে, তৎসমুদায়ই আমি অবগত আছি। আমি জানি, কংস উগ্রসেনের পুত্র, কেশী তুরগরূপধারী দৈত্য, কুবলয়াপীড় নাগ, চানূর ও মুষ্টিক ইহারা দুইজন মল্ল অরিষ্ট বৃষভরূপধারী দৈত্য। তদ্ভিন্ন খর, মহাসুর প্রলম্ব, বলির দুহিতা পূতনা, বৈনতের ভয়ে যে কালিয় যমুনাহ্রদ আশ্রয় করিয়াছে তাহাদের বিষয় ও আমার অজ্ঞাত নাই। রাজমণ্ডল—শিরোমণি মহারাজ জরাসন্ধ, প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুর এবং শোণিতপুরে কুমার তুল্য পরাক্রম বাণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাণ বাহুসহস্রবলে দেবগণেরও অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর ভাবাপনয়ন আমারই উপর নির্ভর করিতেছে, এসমস্তই আমি জানিতে পারিতেছি। কিন্তু কিরূপে কংসাদি দৈত্যগণের বিনাশ ও দেবলোকের সম্মান বৃদ্ধি হইবে তাহারই অনুধ্যান করিতেছি। আমি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে কংসাদি অসুরগণ যে যেরূপে বিনষ্ট হয়, আমি ভূলোকে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সেইরূপে ধ্বংস করিব। আমি যোগবলে আত্মশরীর ও ভূলোকোৎপন্ন অপরাবৃত্তিশীল দেব শরীরে অনুপ্রবেশ করিয়া যুদ্ধস্থলে সুরগণের রিপুকুল সংহার করিব। জগতের হিত কামনা করিয়া দেবতা, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ আমারই অভিপ্রায়ানুসারে যেরূপ অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

নারদ! আমি পূর্বেও তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি যেদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে বেশে তাহাদিগকে বিনাশ করিব এক্ষণে এইলোক পিতামহ ব্রহ্মা তৎসমুদায়ের বিধান করুন এবং আমাকে বলিয়া দিন।

ব্রহ্মা কহিলেন, নারায়ণ! পৃথিবীতে যাহারা তোমার জনক জননী হইবেন, তুমি যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কুলের বংশধররূপে অতিবিস্তৃত যাদবকুল ধারণ করিবে এবং নিখিল দুর্দ্দান্ত দৈত্যবর্গ বিনাশ করিয়া স্বীয়কুলের ময্যাদা সংস্থাপন করিবে, তৎসমুদায়ই আমি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহর্ষি কশ্যপ মহাত্মা বরুণের যজ্ঞে তদীয় যজ্ঞসম্পাদিকা কতকগুলি পয়স্বিনী কামধেনু হরণ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কশ্যপভার্য্যা অদিতি ও সুরভির ইচ্ছা নহে যে ঐ সকল গাভি পুনরায় বরুণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। অনন্তর বরুণ একদা আমার সমীপে আগমন করিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পিতা কশ্যপ আমার ধেনুগুলি অপহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্যসম্পন্ন হইলেও উহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন না। তিনি অদিতি ও সুরভি এই দুই ভার্য্যার মতানুবর্ত্তী হইয়াই এইরূপ করিতেছেন। হে প্রভো? আমার সেই কামধেনুগুলির কিছুতেই বিনাশ নাই। তাহারা স্ব স্ব তেজে রক্ষিত হইয়া সমুদায় সাগরগর্ভে বিচরণ করে। মহর্ষি কশ্যপ ব্যতীত আর কাহার সাধ্য যে তাহাদিগের গাত্র স্পর্শ করে! হে দেব! উহারা আমাকে অতি উপাদেয় অমৃততুল্য দুগ্ধ প্রদান করে। ব্রহ্মন্! প্রভু হউন আর গুরুই হউন অথবা অন্যকেহ হউক ব্যথিত করিলে আপনি তাঁহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। আপনিই আমাদের অদ্বিতীয় গতি, সুতরাং আপনি ব্যতীত আর আমাদের উপায়ান্তর নাই। যদি জগতে প্রভাবশালী লোকদিগের দণ্ডবিধান না হইত, তবে জগৎবন্ধন একবারে শিথিল হইয়া যাইতো। যাহা হউক কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনি আমার একমাত্র প্রভু। আপনি আমার ধেনুগুলি প্রদান করুন, তাহাহ ইলেই আমি সাগরে গমন করি আপনার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে গো আর ব্রাহ্মণই লোকস্থিতির প্রধান সাধন। আপনি অগ্রে সে গোগুলিকে রক্ষা করুন, তাহারাই আবার ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে। এইরূপে গো ব্রাহ্মণ সুরক্ষিত হইলে জগৎও রক্ষিত হইবে।

হে অচ্যুত! জলাধিপতি বরুণ কর্ত্তৃক আমি এইরূপে অভিহিত হইলে উহার তত্ত্বান্বেষণপূর্ব্বক বিশেষরূপে অবগত হইয়া কশ্যপকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলাম যে 'মহাত্মা কশ্যপ যে অংশে গগা সমুদায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন পৃথিবীর সেই অংশে তিনি গোপত্বলাভ করুন। তাঁহার ভার্য্যা সুরভি ও দেবমাতা অদিতি ইহাঁরা উভয়েই তাঁহার অনুগমন করুন। এইরূপে কশ্যপ গোপত্ব লাভ করিয়া ভার্য্যাদয়ের সহিত পৃথিবীতে বিহার করিবেন। এক্ষণে সেই কশ্যপ স্বীয় অনুরূপ অংশে শরীরপরিগ্রহপূর্ব্বক বসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীতে গোপালনে নিযুক্ত হইয়াছেন। মথুরার অদূরে গোবর্দ্ধন নামে যে গিরি বিদ্যমান আছে, বসুদেব সেই স্থানে কংসের করদ হইয়া গোকুলের আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার ভার্য্যাদ্বয় দেবকী ও রোহিণী নাম ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে

মধুসূদন! তুমিও লোকহিতের নিমিত্ত তথায় অবতীর্ণ হও। এই সমুদায় দেবগণ আশীর্ব্বচন দ্বারা তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছেন। তুমি তোমার আত্মনিয়োগ দ্বারা দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন কর। তুমি তথায় প্রথম গোপকুল-সুলভ-লক্ষণ ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হও। তুমি পূর্বে যেমন বামনাবতারে আত্ম গোপন করিয়া পৃথিবীর রক্ষা করিয়াছিলে, এখানেও সেইরূপ গোবেশধারী হইয়া আপনাকে বর্দ্ধিত কর। তথায় তুমি সহস্র সহস্র গোপকামিনীদিগের চিত্তরঞ্জক হইয়া বিহার করিবে। যখন তুমি গোরক্ষণার্থ বনভ্রমণ করিবে তখন বনমালা বিভূষিত তোমার শরীর সন্দর্শন করিয়া মনুজগণ কৃতার্থ হইবে। হে পদ্মপলাশলোচন! তুমি গোপগৃহে অবতীর্ণ হইলে বালক তোমাকে দেখিয়া তোমার তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানতা নিবন্ধন লোক সকল বালকের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িবে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি বনে গোচারণই কর অথবা গোষ্ঠে অবস্থানই কর, সর্ব্বত্র গোপগণ তোমার ভক্ত ও চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া সহায় হইবে। তুমি যখন যমুনায় জলক্রীড়া করিবে তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। তুমি বসুদেবের গৌরবাস্পদ জীবন স্বরূপ হইবে। তুমি পূর্ব্বে যাহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, এখানেও তিনিই তোমাকে পুত্র সম্বোধন করিবেন। কশ্যপ ব্যতীত তুমি আর কাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিবে? অদিতি ভিন্ন কেইবা তোমাকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ; হে মধুসূদন! তুমি এক্ষণে ভূপাল বিজয়ার্থ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে গমন কর। আমরাও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে শূন্য স্বর্গলোকে গমন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং স্বকীয় বাসস্থান ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর প্রদেশে গমন করিলেন। তথায় ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা অঙ্কিত হইয়া অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে যাহা অর্চ্চিত হইতেছে সেই সুমেরু পর্ব্বতের দুর্গম গুহায় পুরাতন শরীর বিন্যস্ত করিয়া বসুদেব গৃহে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

হরিবংশপর্ব্ব সমাপ্ত

বিষ্ণুপর্ব্ব

৫৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং এবং ত্রিদিববাসী অমরগণ স্ব স্ব অংশে পৃথি বীতে অবতীর্ণ হইলেন জানিয়া, দেবর্ষি নারদ কংসকে সংবাদ দিবার জন্য মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। স্বর্গ হইতে তথায় আগমন পূর্ব্বক মধু রার সন্নিহিত উপবনে অবস্থান করিয়া কংস সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত মহারাজ কংস সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি নারদের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। কংস শ্রবণমাত্র স্বীয় ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল পবিত্রাত্মা অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জ কলেবর সুর্য্যকান্তি শ্লাঘ্য অতিথি দেবর্ষি নারদ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন মহীপতি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যথা বিধি সপর্য্যা, এবং উপবেশনার্থ অগ্নিবর্ণ আসন প্রদান করিল। অনন্তর দেবেন্দ্র-সখা মহামুনি নারদ রাজদত্ত আসনে সমাসীন হইয়া সেই উগ্রসেন নন্দন অতি কোপন কংসকে কহিলেন, হে বীরাগ্রগণ্য! তুমি বিহিত বিধানে আমার অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা করিলে। আমিও তোমার ঈদৃশ সৎকার লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি উহা শ্রবণ ও ধারণ কর।

আমি স্বর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক অবশেষে সূর্য্য সন্নিভ বিস্তৃত সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। তথায় নন্দনকানন ও চৈত্ররথোদ্যান অবলোকন করিয়া দেবগণের সহিত নানা পুণ্যতীর্থসলিলে অবগাহন করিলাম। অনন্তর যাঁহার স্মরণমাত্র সকলের সর্ব্ববিধ কলুষ নাশ হয় সেই ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা স্বর্ণদী গঙ্গাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ক্রমে বহু পুণ্যতীর্থে অবগাহন করি। তদনন্তর দেখিলাম ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মসদন দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ। তথা হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা বীণা হস্তে সুমেরু শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অপূর্ব্ব ব্রহ্মসভা সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় শুভ্র উষ্ণীষধারী, নানা রত্ন বিভূষিত বিচিত্র আসনোপবিষ্ট ব্রহ্মাদি দেবগণ মন্ত্রণা করিতেছেন। শুনিলাম তোমাকে সবংশে ধ্বংস করাই ঐ মন্ত্রণার উদ্দেশ্য। এই মথুরা পুরীতে দেবকী নামে যে তোমার পিতৃস্বসা আছেন তাঁহারই অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইবেন। তিনি দেবগণের সর্ব্বস্ব তিনি দেবগণের অদ্বিতীয় গতি, তিনিই দেবগণের শরম রহস্য এবং তোমার মৃত্যু। সেই ভগবান স্বয়ম্ভু সকলের পরাৎপর ব্রহ্ম স্বরূপ। ইনিই তোমার পূর্ব্ব জন্মে অন্তক হইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শ্রবণ করাইলাম। এক্ষণে তুমি তোমার শ্লাঘাকর সেই মৃত্যুকে স্মরণ কর এবং দেবকীর গর্ভকৃন্তনেও যত্নপর হইবে। তোমাতে আমার নিরতিশয় প্রীতি আছে বলিয়াই এই সংবাদ বলিতে আসিয়াছি। তুমি সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধি উপভোগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে কংস ক্ষণকাল ঐ বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দশন বিকাশপূর্ব্বক উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া পুরোবর্ত্তী ভৃত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ, নারদ সর্ব্ব বিষয়েই নিতান্ত অনভিজ্ঞ সুতরাং তাঁহার বচন পরম্পরাও সর্ব্বত্র

উপহাসাস্পদ। আমি কি সমরে, কি মত্ত, কি প্রমত্ত, কিম্বা সুপ্তাবস্থাতেই হউক দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করিতে পারি না। আমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে এরূপ শক্তিধর জগতে আর কে আছে? অদ্য হইতে জীবগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি দেবগণের আনুগত্য বা অনুবর্ত্তন করিবে সে মনুষ্যই হউক, পক্ষী হউক অথবা পশুকুলই হউক, আমার হস্তে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। আমি তাহাকে একবারে সমূলে ধ্বংস করিব। আমার আজ্ঞাক্রমে বলিয়া দেও; হয়, কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, বৃষভ, পূতনা ও কালিয় ইহারা কামরূপী হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করুক এবং যেখানেই আমাদের কোন প্রতিপক্ষ পক্ষ লক্ষিত হইবে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে সংহার করে। নারদ গর্ভস্থ শিশু হইতেও আমাদের ভয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন অতএব গর্ভস্থ প্রাণীকেও উপেক্ষা করা হইবে না, তাহাদেরও গতি প্রবৃত্তি অবশ্য বিজ্ঞেয়। তোমরাও স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে অভিলাষানুরূপ আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ কর। আমি তোমাদের নাথ, সুতরাং দেবগণ হইতে তোমাদের কিছু মাত্র ভয়ের বিষয় নাই। সেই বিপ্র নারদ নিতান্ত কলহপ্রিয় এবং ভেদ সাধনে বিলক্ষণ পটু। এমন কি দৃঢ়বদ্ধ সন্ধিস্থলেও উভয়ের ভেদ করিয়া প্রমুদিত হন। তিনি লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য যেন নিরন্তর অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি নরপতিগণের বৈরানল উদ্দীপ্ত করিবার যন্ত্র। মহারাজ! এই রূপে সেই কংস কেবল বাক্যদ্বারা মহা আস্ফালন করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিল কিন্তু উদ্বেগানলে তাহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল।

৫৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কংস ক্রোধভরে অধীর হইয়া আত্মীয় সচিবগণকে আজ্ঞা করিল; দেখ, সচিবগণ! তোমরা দেবকীর গর্ভকৃন্তনে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে। প্রথম হইতেই দেবকীর সমুদয় গর্ভ ধ্বংস করিবে। কারণ যাহাতে অনর্থোৎপত্তির শঙ্কা হয় তাহার মূল হইতেই উচ্ছেদ করা বিধেয়। দেবকী বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বেচ্ছানুসারে আমার অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করুক। অন্তঃপুর নারীগণকে বলিয়া দেও তাহারা যেন প্রচ্ছন্নভাবে উহাকে রক্ষা করে। গর্ভকাল উপস্থিত হইলে বিশেষ রক্ষার সময় তৎকালে যেন আমার পত্নীরা বিশেষরূপ মাস গণনা করেন। গর্ভের পরিণামাবস্থায় যেন আমি উহার ফল জানিতে পারি। বসুদেবকেও অন্তঃপুর মধ্যে সর্ব্বদা অপ্রমত্তচিত্তে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ দ্বারা রক্ষা করিতে হইতেছে। কিন্তু পুরনারীগণ অথবা অন্তঃপুর রক্ষিবর্গ যেন উহার কারণ উদ্ভেদ করিয়া না দেয়। এ সমুদায়ত মনুষ্যকার্য্য অবশ্যই মনুষ্য দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কিরূপে উহার প্রতীকার করিতে হইবে তাহাও শ্রবণ কর। যদি মন্ত্র, ঔষধ, যত্ন ও আনুকূল্য যথা নিয়মে প্রয়োজিত হয় তবে মদ্বিধ লোকে দৈবকেও অনুকূল করিতে যে সমর্থ হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কংস নারদ মুখে আত্ম বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে দেবকীর গর্ভচ্ছেদন কৃতসঙ্কল্প হইয়া এইরূপে মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে অতিবীর্য্য ভগবান বিষ্ণুও ধ্যান যোগে কংসের দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'ভোজপুত্র কংসত দেবকীর সপ্তম গর্ভ পর্য্যন্ত নষ্ট

করিবে। কিন্তু আমাকে অষ্টম গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মকার্য্য সমাধান করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে পড়িল যে পাতালতলে মহাবল পরাক্রান্ত সুরকুমার সদৃশ প্রদীপ্ত কান্তি ষড়্গর্ভ নামে কালনেমির ছয় পুত্র গর্ভ শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বকালে পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। উহারা সকলেই জটামণ্ডলধারী হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা বর প্রদানার্থ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভো ভো দানব শার্দ্দূলগণ! আমি তোমাদের তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদের যাহার যে বর অভিলষিত হয় প্রার্থনা কর আমি তাহাকে সেই বরই প্রদান করিব। তখন তাহারা সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যেন আমরা দেবতা, মহোরগ, শাপাস্ত্র মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণের বধ্য না হই। অনন্তর ব্রহ্মা সুপ্রীত হৃদয়ে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে তৎসমুদায়ই সফল হইবে। স্বয়ম্ভু ষড়্গর্ভদিগকে এরূপ বর প্রদান করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর হিরণ্যকশিপু রোষবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কহিল, যেহেতু তোমরা আমাকে তাচ্ছীল্য করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট বরপ্রার্থনা করিয়াছ, সেইজন্য তোমাদের উপর আমার স্নেহ একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদিগকে পরম শত্রু স্বরূপ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলাম। যে পিতা তোমাদিগকে ষড়্গর্ভ এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছে, সেই পিতাই তোমাদিগকে গর্ভাবস্থায় বধ করিবে। তোমরা ছয়জনই একাদিক্রমে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। আর কংস তোমাদিগকে গর্ভস্থ অবস্থাতেই বিনাশ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর যড়্গর্ভ নামক অসুরগণ রসাতলের যে স্থানে জলরূপ গর্ভশয্যায় একত্র শয়ান রহিয়াছে, ভগবান বিষ্ণু তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন যড়্গর্ভগণ কালরূপিণী নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া জলগর্ভে নিদ্রা যাইতেছে। তখন তিনি স্বপ্নরূপে তাহাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন আকর্ষণ করিয়া নিদ্রাকে প্রদান করিলেন, এবং সেই সত্য পরাক্রম বিষ্ণু নিদ্রাকে কহিলেন, হে নিদ্রে! তুমি আমার আদেশানুসারে এই ষড়্গর্ভ নামক মহাসুরগণের প্রাণ গ্রহণ করিয়া দেবকী সন্নিধানে গমন কর এবং ইহাদিগকে যথাক্রমে সেই দেবকী গর্ভে সন্নিবেশিত কর। ইহারা ঐ গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যমালয়ে প্রস্থান করিলে কংস বিফল প্রযত্ন হইবে এবং দেবকীরও শ্রম সফল হইবে। তখন আমি তোমার এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ পৃথিবী মধ্যে আমার মত প্রভাব ও সর্ব্বলোকের নিকট সম্মান লাভ করিতে পার তাহার পায় বিধান করিব। দেবকীর সপ্তম গর্ভে যিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন তিনিই আমার অগ্রজ হইবেন। তুমি ঐ গর্ভ সপ্তম মাসে রোহিণী গর্ভে সংক্রামিত করাইবে। এইরূপ গর্ভ সঙ্কর্ষণ নিবন্ধন জন্ম হইবে বলিয়া তাঁহার নামও সঙ্কর্ষণ হইবে। তিনি শীতাংশুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবেন। এদিকে ভয়হেতু দেবকীর সপ্তম গর্ভপাত হইল বলিয়া সর্ব্বত্ত ঘোষিত হইবে। অনন্তর আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইলে কংস আমার বিনাশের নিমিত্ত সর্ব্বদা

সচেষ্ট রহিবে। এই সময়ে বসুদেবাগত নন্দ নামক গোপরাজের পত্নী গোপদুহিতা যশোদার নবম গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করিবে। তথায় তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইবে। এদিকে আমিও অৰ্দ্ধরাত্রে অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে সুখে ভূমিষ্ঠ হইব। এইরূপে আমরা উভয়ে যুগপৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কংস ভয়ে গর্ভব্যত্যাস সংঘটন হইলে আমি যশোদা সমীপে গমন করিব, তুমি দেবকী সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। আমাদের গর্ভব্যত্যাস বশতঃ কংস মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। অনন্তর কংস তোমাকে চরণে ধরিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, তুমি তখন শাশ্বতগগনে প্রস্থান করিবে। তখন তুমি আকাশে থাকিয়া আমার ন্যায় শরীর কান্তি আমার অগ্রজের ন্যায় মুখ সৌন্দর্য্য এবং আমার বাহু তুল্য বিপুল বাহু ধারণ করিবে। ঐ বাহুদ্বয়ে ত্রিশিখ, শূল কণকমুষ্টি খড়্গ, মধুপূর্ণ পাত্র, সুনির্ম্মল পঙ্কজ ধারণ করিবে। তোমার পরিধেয় নীল ঐশ্রেয় বসন এবং পীতাম্বর উত্তরীয় হইবে। তোমার শীতাংশুরশ্মি সমুজ্জ্বল হার দ্বারা এবং দিব্য কুণ্ডলে বিভূষিত হইবে। তোমার ভীষন কান্তি দেখিয়া ইন্দুরও সপত্নভাব উপস্থিত হইবে। তোমার শিরোদেশ অপূর্ব্ব মুকুট ও বিচিত্র কেশবন্ধন দ্বারা শোভিত হইবে। ভুজগসদৃশ তোমার ভীষণ বাহু দর্শনে দশদিক ভীত হইবে। ময়ূরপুচ্ছ শোভিত উন্নত ধ্বজ ও অঙ্গদ দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিবে। অতঃপর ঘোরদর্শন ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার নির্দেশানুসারে কৌমার ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিদিব প্রদান করিবে। তথায় সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার আদেশানুসারে দিব্যানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে দেবতা মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া লইবেন এবং ভগিনী বলিয়া তোমাকে পরিগ্রহ করিবেন। কুশিক গোত্রানুসারে তুমি কৌশিকী নামে অভিহিত হইবে। সেই দেবেন্দ্র বাসবই তোমাকে পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যাচলে শাশ্বত স্থান প্রদান করিবেন। তখন তুমি অসীম জনপদালঙ্কৃত পৃথিবীকে শোভিত করিবে এবং তথায় থাকিয়া আমার অনুধ্যানপূর্ব্বক শুম্ভ নিশুম্ভ নামক পর্ব্বত বিহারী অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিবে। হে মহাভাগে! তুমি যখন স্বেচ্ছানুযায়িনী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিবে তৎকালে তোমার পূজা বিধান করিয়া যে যাহা কামনা করিবে তুমি তাহাকে সেইরূপ অভীষ্ট বর প্রদানেই সমর্থ হইবে। তুমি যখন প্রমথগণ কর্ত্তৃক অসুস্থত হইয়া মাংস ও বলির প্রতি অনুরাগিণী হইবে, তখন মানবগণ প্রতি নবমীতে পশূপহার প্রদানপূর্ব্বক তোমার পূজাকরিবে। যে ব্যক্তি আমার প্রভাব জানিতে পারিয়া তোমাকে প্রণাম করিবে, তাহার আর জগতে সন্তান সন্ততি কি ধন সম্পত্তি কিছুই দুর্লভ হইবে না। মানবগণ দুর্গম কান্তার মধ্যে বিবিধ সঙ্কটে অথবা দস্যু হস্তেই নিপতিত হউক কিম্বা অগাধ সমুদ্র সলিলেই মগ্ন হউক তোমার নাম স্মরণ করিবামাত্র তুমি তাহাদিগকে অনায়াসেই উদ্ধার করিতে পারিবে। হে কল্যাণি! যে ব্যক্তি মৎকৃত এইস্তোত্রপাঠদ্বারা তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে, তাহাকে আমি কদাচ বিস্মৃত হইবনা এবং সেও আমাকে কখন বিস্মৃত হইবেনা।

৫৮ম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যেরূপ আর্য্যায় স্তব করিয়াছিলেন আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে দেবি! তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী নারায়ণী, আমি

তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সিদ্ধি, তুমি শ্রী, তুমি ধৃতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি লজ্জা, তুমি বিদ্যা, তুমি সন্নতি, তুমি মতি, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি নিদ্রা, তুমি কালরাত্রি, তুমি আর্য্যা, তুমি কাত্যায়নী, তুমি দেবী কৌশিকী, তুমি ব্রহ্মচারিণী, তুমি কার্ত্তিকেয় জননী, তুমি অত্যুগ্র তাপসী, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি তুষ্টি, তুমি পুষ্টি, তুমি ক্ষমা, তুমিই দয়া। তুমি যমের জ্যেষ্ঠাভগিনী, নীলকশয়বাসিনী, তুমি বহুরূপা, তুমি বিরূপা এবং অনেক বিধরূপধারিণী। হে মহাদেবি! তুমি বিরূপাক্ষী, বিশালাক্ষী এবং ভক্তগণের সর্ব্বথা রক্ষাকর্ত্রী। তুমি কি ঘোর পর্ব্বত শিখরে, কি স্রোতস্বতীতে, কি গুহামধ্যে, কি বন,কি উপবনে সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছ। শবর, বর্ব্বর ও পুনিন্দগণও তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তুমি ময়ূরপুচ্ছ লাঞ্ছিত হইয়া সর্ব্বলোক আক্রমণ করিয়া থাক। তুমি কুক্কুট, ছাগ, মেষ, সিংহ ও ব্যাঘ্র সমাকুল হইয়া বিন্ধ্যাচলে বসতি কর এবং তোমার চতুর্দ্দিক ঘণ্টা রবে ধ্বনিত হইতে থাকে। ত্রিশূল ও পট্টিশ তোমার অস্ত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পতাকা। তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী ও শুক্লপক্ষের একাদশী। তুমি বলদেবের ভগিনী ও কলহপ্রিয়া রজনী। তুমি সর্ব্বজীবের আবাস, সমস্ত জীবের ভক্তি ও সমস্ত জীবের মুক্তিরূপা। তুমি নন্দগোপসুতা, পূজ্যা ও অপরাজিতা। তুমি চীরবাস, সুবাসা, রৌদ্রী ও তুমিই সন্ধ্যা। তুমি আলুলায়িতকেশী ও সকলের মৃত্যুরূপা সুরা, মাংস ও বলি তোমার বিশেষ প্রিয় বস্তু। তুমি লক্ষ্মী কিন্তু দৈত্য দলনে তুমি অলক্ষ্মীরূপা। তুমি বেদের সাবিত্রী ও ভূতগণের মাতা। তুমি যজ্ঞীয় বেদীমধ্যে ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণা স্বরূপ। তুমি ঋষিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি ও দেবগণের জনয়িত্রী অদিতি। কৃষকদিগের তুমি সীতা ও ভূতগণের ধরণী। হে দেবি! তুমি যাত্রায় সিদ্ধি, সমুদ্রের বেলা, যক্ষগণের প্রথমাযক্ষী, নাগগণের সুরসা, কন্যাদিগের ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রমদাগণের সৌভাগ্য। তুমি ব্রহ্মবাদিনী, তুমি দীক্ষা, তুমিই পরম শোভাস্বরূপ। তুমি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রভা এবং নক্ষত্রবৃন্দের রোহিণী। কি রাজদ্বার, কি দুর্গম স্থান, কি নদীসঙ্গম সর্ব্বত্রই তোমার বিদ্যমানতা আছে। পূর্ণ পূর্ণিমাচন্দ্রে তুমি কলঙ্করূপা, তুমি বাল্মীকির কণ্ঠে সরস্বতী, বেদব্যাসের স্মৃতি, ঋষিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি, দেবগণের মনোবৃত্তি ও ভূতগণের তুমি সুরদেবী স্বরূপ। সকলেই তোমাকে এই রূপে আত্মকর্ম্মানুরূপ স্তব করিয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্রের তুমি চারুদৃষ্টি ও সহস্র নয়নস্বরূপ। সর্ব্বজীবের তুমি ক্ষুধা এবং দেবগণের তৃপ্তি। তুমি দেবতাদের ধৃতি ও বসুগণের বসুমতী। তুমি আশা এবং কৃতকর্ম্মাদিগের সন্তোষ। এবার, তুমি দিক্‌, তুমি বিদিক্‌, তুমি অগ্নিশিখা ও প্রভা। তুমি পূতনা ও সুদারুণ রেবতী। তুমি সর্ব্বভূতমোহিনী নিদ্রা, তুমি ক্ষত্রিয়, বিদ্যাসমূহমধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি ওঙ্কার তুমিই বষট্‌। পুরাণ ঋষিগণ তোমাকে নারীগণের মধ্যে পার্ব্বতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিপরায়ণা নারীগণের মধ্যে তোমাকে অরুন্ধতী বলিয়া প্রজাপতির বাক্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তুমি বিবাদশীল ব্যক্তিবর্গের ভেদ, তুমি ইন্দ্রাণী বলিয়া বিশ্রুত হইয়াছ। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগতে তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছ। কি সংগ্রাম স্থল, কি প্রজ্বলিত হুতাশন, কি নদীতীর, কি চৌরভয়, কি নিবিড় অরণ্য, কি গভীর গুহা, কি প্রবাসস্থান, কি রাজদ্বার, কি শত্রুমর্দ্দন, কি প্রাণাত্যয় সর্ব্বত্রই তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর তাহাতে আর সংশয় নাই। হে দেবি! আমি তোমাতে হৃদয়, বুদ্ধি ও মন সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে কলুষ কলাপ হইতে পরিত্রাণ কর ও আমার

প্রতি প্রসন্ন হও। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র হৃদয়ে এই ইতিহাস সঙ্গত পবিত্র স্তোত্র পাঠ করেন, ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তিন মাস মধ্যে তাঁহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। ছয় মাস পাঠ করিলে তিনি তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান, নয় মাস পাঠ করিলে তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন। অধিক কি একবৎসর পাঠে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন ইহাকে পূজা করিলে সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বধ, বন্ধন, ঘোর সঙ্কট, পুত্রনাশ ধনক্ষয়, ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু এই সমুদায়ই শান্তি লাভ করে।

৫৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! পূর্ব্বে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে দেবতা সদৃশী দেবকী যথাক্রমে সপ্তগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। যখন তাহার এক একটী গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল; কংস তৎক্ষণাৎ লইয়া শিলাতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে একাদিক্রমে ষড়্গর্ভ নিহত করিলে দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন যোগমায়া স্বীয় মায়া বলে আকর্ষণ করিয়া ঐ গর্ভ রোহিণীতে বিনিবেশিত করিলেন। অর্দ্ধরাত্র সময়ে রজস্বলা রোহিণীর গর্ভপাত হইল, অমনি নিদ্রা তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি ধরাতলে শয়ন করিয়া পড়িলেন। তিনি বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না কেবলমাত্র স্বপ্নবৎ গর্ভটী পতিত হইল উপলব্ধি হওয়াতে মুহূর্ত্তকাল ব্যথিত হইলেন। তখন সেই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন ঘোর রজনীতে প্রত্নী রোহিণীর ন্যায় ধীমান বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া সেই গর্ভ তোমার উদরে অর্পিত হইল। এক্ষণে এই গর্ভে তোমার যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম সঙ্কর্ষণ রাখিবে। অনন্তর রোহিণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তখন তিনি পুত্র প্রাপ্তিতে পরম পুলকিত ও কিঞ্চিৎ অবাঙ্মুখী হইয়া সোমপত্নী সুপ্রভা রোহিণীর ন্যায় গৃহ প্রবেশ করিলেন।

এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ কি হইল বলিয়া অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। কংস এইকাল পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে ভীত হইয়া দেবকীর সপ্তগর্ভ বিনষ্ট করিয়াছে এক্ষণে দেবকীর সেই অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল। রক্ষিবর্গ এই সময়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিল। ভগবান হরি যৎকালে স্বেচ্ছানুসারে দেবকীর গর্ভবাস আশ্রয় করিলেন, সেই সময়েই যশোদাও বিষ্ণু-শরীর-সম্ভবা এবং তন্নিদেশবর্ত্তিনী যোগনিদ্রাকে গর্ভরূপে ধারণ করিলেন। অনন্তর গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইতেই অষ্টম মাসে তাঁহারা উভয়ে যুগপৎ পুত্র ও কন্যা প্রসব করিলেন। সেই এক রাত্রিতে ভগবান্ প্রভু নারায়ণ বৃষ্ণিকুলে দেবকীর গর্ভ হইতে এবং যোগনিদ্রাও গোপবধূ যশোদার গর্ভ হইতে প্রসূত হইলেন। একজন নন্দগোপের ভার্য্যা, অপর একজন দেবকীপত্নী ইহারা উভয়েই সমকালে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন আবার এক সময়েই উভয়ে অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎলগ্নে পুত্র ও কন্যা প্রসব করিলেন। ভগবান বিষ্ণু জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র সাগর সকল কম্পিত হইয়া উঠিল পর্ব্বত বিচলিত হইল, অগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। বায়ু অনুকূল হইয়া বহিতে আরম্ভ করিল। ধূলি বিদূরিত, জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ জনার্দ্দন যে মুহূর্তে

জন্মগ্রহণ করিলেন তৎকালে অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের যোগ হওয়াতে রাত্রি জয়ন্তী, যোগ উহার বিজয় নামে অভিহিত হইয়াছে; ঐ মুহূর্তে অব্যক্ত, শাশ্বত, পাপহর ভগবান প্রভু নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে জগৎ মুগ্ধ হইল। তৎকালে স্বর্গে দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আকাশ হইতে তথায় পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ শুভবাক্য দ্বারা স্তবপাঠ আরম্ভ করিলেন। হৃষীকেশ জন্মগ্রহণ করিলে নিখিল জগৎ আনন্দে মগ্ন হইল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বসুদেব সেই রাত্রিতে সমুৎপন্ন পুত্রকে শ্রীবৎস লাঞ্ছিত ও দিব্যলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া সাক্ষাৎ অধোক্ষজ স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো! এরূপ সংহার কর। আমি কংস ভয়ে নিতান্ত ভীত, সেই জন্যই বলিতেছি। হে অম্বুজলোচন! তোমার অগ্রজাত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রগুলি কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ বসুদেব বাক্যে স্বীয়রূপ সংহার করিয়া কহিলেন পিতঃ! গোপপতি নন্দকে আমার পিতৃত্বে অনুমোদন করিয়া তাঁহার গৃহেই আমাকে লইয়া চলুন, সুতবৎসল বসুদেব সেই রাত্রিতেই সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া দ্রুতপদে যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায় যশোদার অজ্ঞাতসারে স্বীয় পুত্র স্থাপন করিয়া, তদীয়া কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীশয্যায় অর্পণ করিলেন। এইভাবে দেবকীর গর্ভ বিপর্য্যয় করিয়া বসুদেব আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সিই রাত্রিতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর কংসসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমার একটা কন্যা হইছে। এই কথা শুনিবামাত্র বীর্য্যবান কংস রক্ষবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর গমনে বসুদেব দ্বারে উপস্থিত হইল এবং কর্কশস্বরে তাহাকে তর্জ্জনা করিয়া কহিল কি হইয়াছে আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। কংসের তৎকালোদিত বাক্য শুনিয়া তদীয় অন্তঃপুরিকাবর্গ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। দেবকী বাষ্প গদ গদ স্বরে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এবারে আমার একটা কন্যা জন্মিয়াছে। হে বিভো? তুমি যখন আমার সৌভাগ্য সম্পদ সপ্তপুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, তখন এ তো কন্যা, এ যে তোমার হস্তে নিহত হইবে তাহাতে আর কথা কি? যদি ইচ্ছা হয় তবে আসিয়া দেখ; এই কথা বলিয়া দেবকী সেই গর্ভ শয়নক্লিষ্টা গর্ভলাল-ক্লিন্নকেশা অচিরজাত কন্যাকে কংসের সম্মুখে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্ম্মতি কংস হৃষ্টান্তঃকরণে কন্যার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে শিলাতলে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে সেই রক্তপিণ্ড শিলা পৃষ্ঠে নিষ্পিষ্ট হইবামাত্র সহসা গর্ভতনূ পরিহারপূর্ব্বক দিব্য লাবণ্য সম্পন্ন এক অপূর্ব্ব কন্যারূপ ধারণ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল। তখন দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পরিধান নীল ও পীতবর্ণ বসন, স্তনদ্বয় গজকুম্ভের ন্যায়, জঘনদেশ রথের ন্যায় বিস্তীর্ণ, মুখকান্তি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ উজ্জ্বল, বর্ণ বিদ্যুৎ সন্নিভ বিস্পষ্ট নয়ন বালার্ক সদৃশ এবং কণ্ঠরব জলধরের ন্যায় গভীরমুক্তাকেশী দিব্য মাল্যানুলেপনা সেই চতুর্ভুজা ভূতগণ সমাকীর্ণ রাত্রিতে যে ঘোরতিমিরবর্ণ জলধর সমাবৃত মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যার ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কখন নৃত্য ও কখন হাস্য করিতে করিতে গগন বিহারিণী হইয়া মধুপান করিতে লাগিলেন এবং বিকট হাস্য করিয়া রোষভরে কংসকে কহিতে লাগিলেন, কংস! তুই আত্ম বিনাশের নিমিত্ত সহসা আমাকে যে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ দ্বারা আহত

করিয়াছিল, এই অপরাধে তোর বিনাশকাল উপস্থিত হইলে যখন শত্রু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইবি তখন আমি এই ভুজবলে তোর দেহ বিপাটিত করিয়া তোর উষ্ণ শোণিত পান করিব।

মহারাজ! সেই কন্যা এইরূপ ঘোরতর বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপপদবী অনুসরণপূর্ব্বক সগণে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই কন্যা দেবদেব নারায়ণের আজ্ঞানুসারে বৃষ্ণিভবনে পরম সমাদরে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই কন্যা ভগবান্ প্রজাপতির অংশ সম্ভূত। যদুবংশীয়গণ কেশবকে রক্ষা করিবার জন্য প্রসন্নচিত্তে এই দেবী যোগকন্যাকে পূজা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই যোগকন্যা কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া দিব্য শরীর ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে কংস তাঁহাকে স্বীয় মৃত্যু স্বরূপ স্থির করিয়া লজ্জিত ভাবে দেবকী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পিতৃস্বসঃ! আমি মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যত্নপর হইয়া তোমার অন্যান্য শিশু সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছি। কিন্তু হে দেবি আমার মৃত্যু অন্য মুক্তি হইতে উপস্থিত হইল। আমার সমুদায় যত্নই বৃথা হইল, প্রত্যুত আত্মীয় জনেরই উচ্ছেদ করিলাম। পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না. এক্ষণে তুমি সেই পুত্রদিগের নিমিত্ত চিন্তা পরিহার করিয়া শোক সন্তাপ দূর কর, কালবিপর্য্যয় বশতঃ আমি তাহাদের বিনাশের হেতু হইলাম বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, কালই মনুষ্যগণের শত্রু, কালই মনুষ্যদিগের পরিণাম ফলদায়ক, কালেই সকলে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাদৃশ লোক নিমিত্তমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, হে দেবি! অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টাপাত কখনই প্রতীকার্য্য নহে। সুতরাং তোমার পুত্রগণের অপ্রতিবিধেয় যে অনিষ্ট সংঘটন হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্যই ঘটিত, তাহার আর সংশয় নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমি উহাদের নিধনের হেতু ও শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইলাম। আর তুমি সেই পুত্রদিগের জন্য চিন্তা করিও না, শোক ও বিলাপ পরিত্যাগ কর। মনুষ্যদিগের গতি প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে, কারণ কালের নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য নহে। হে দেবকি! আমি পুত্রের ন্যায় তোমার চরণে পতিত হইলাম, আমার প্রতি ক্রোধ পরিহার কর। আমি নিশ্চয় জানি যে আমার দ্বারা তোমার যৎপরোনাস্তি অপকার সাধিত হইয়াছে।

দেবকী কংসের এইরূপ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অপূর্ণ লোচনে কাতরস্বরে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মাতার ন্যায় কহিতে লাগিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর। তুমি কালস্বরূপ হইয়া আমার সমক্ষেই যে আমার পুত্রগণকে নিহত করিয়াছ তাহাতে আমি তোমার অণুমাত্র দোষ দিব না। কৃতান্তরূপী কালই তাহার প্রধান কারন। গর্ভকৃন্তন জনিত তোমার এই অপরাধ আমি ক্ষমা করিলাম। তুমি আর আমার পদতলে পড়িয়া স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের নিন্দাবাদ করিও না। কি গর্ভ শয্যা, কি বাল্যাবস্থা, কি তারুণ্য, কি বার্দ্ধক্য কোন অবস্থাতেই মৃত্যু প্রতিনিবৃত্ত হয় না, এ সমস্তই কালের পরিপাক সুতরাং তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র তাহাতে আর সংশয় কি? পুত্র না হইলে হয় নাই বলিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলাম না এই একমাত্র ক্ষোভ; কিন্তু হইয়াও যে না হওয়া হইল ইহা কেবল

বিধিবিলসিত ভিন্ন আর কি বলিব। অতএব হে পুত্র! তুমি গমন কর, আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছি ইহা আর মনে করিও না, প্রাক্তন কর্ম্মফল ও মাতা পিতার দোষেই পুত্র জাতমাত্রেই বিপন্ন হয়, ইহাতে আর কাহার দোষ দিব।

কংস দেবকীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু স্বানুষ্ঠিত কার্য্য বিফল হইল ভাবিয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হৃদয়ে গমন করিল এবং তৎকালে চিন্তানলও প্রদীপ্ত হইয়া তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

৬০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বসুদেব ইতঃপূর্ব্বেই রোহিণীকে নন্দালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন তথায় রোহিণী পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর মুখকান্তি এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছেন। অতঃপর একদা গোপপতি নন্দ মথুরা নগরে আগমন করিলে বসুদেব তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন গোপবর! তুমি যশোদার সহিত ব্রজে প্রতিগমন করিয়া এই শিশুদ্বয়ের যথাবিধি জাতকর্ম্মাদি সমাধা কর এবং যাহাতে ইহারা উভয়েই সুখ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত ও বুদ্ধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে। ঘশোদা নন্দনের ন্যায় আমার পুত্র রোহিণী তনয়কেও তুল্য স্নেহ ও সমযত্নে প্রতি পালন করিবে। আমি এই পুত্র হইতেই পিতৃ লোকের নিকট পুত্রবান্ বলিয়া অভিহিত হইব। আমি একাল পর্য্যন্ত একটা পুত্রেরও মুখ দর্শন করিতে পারি নাই। আমি বিজ্ঞ হইলেও এই নির্দ্দয় শিশুঘাতী কংস ভয়ে নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। হে গোপরাজ নন্দ! তুমি বিশেষ সাবধান হইয়া যাহাতে আমার এই শিশু সন্তানটী রক্ষা পায় তাহার উপায় বিধান করিবে। শিশু পালনে অনেক বিঘ্ন ও বিপত্তি উপস্থিত হয়। আমার পুত্র জ্যেষ্ঠ, তোমার এটী কনিষ্ঠ, এই উভয়কেই সমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। এই সমবয়স্ক বালকদ্বয় কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যাহাতে সকলের প্রীতি বর্দ্ধন ও গোষ্ঠের শোভা সম্পাদন করিতে পারে তাহাতেও অবহিত থাকিবে। সকলেই বাল্যকালে ক্রীড়াসক্ত, অজ্ঞান, উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তুমি এসকল বিষয়েও মনোযোগ রাখিবে। তুমি বৃন্দাবনে ঘোষপল্লীতে কদাচ বাস করিবে না। তথার পাপাত্মা কেশী সরীসৃপ, কীট ও শকুনি হইতে বিলক্ষণ ভয় আছে। আর গোষ্ঠেও গো ও বৎসগণ হইতে সর্ব্বদা ইহাদিগকে রক্ষা করিবে। হে নন্দ! রাত্রি শেষ হইয়াছে আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র প্রস্থান কর। ঐ দেখ তোমাকে সতর্ক করিবার জন্যই যেন পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলরব করিয়া উঠিল।

অনন্তর নন্দ মহাত্মা বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট ও অনুজ্ঞাত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যশোদার সহিত দিব্য যানে আরোহণ করিলেন। এবং কুমারকে ও কুমারস্কন্ধ বাহ্যশিবিকাতে সমাহিতচিতে আরোহণ করাইলেন। অনন্তর যমুনাতীর সন্নিহিত সলিল ভূয়িষ্ঠ সুশীতল বায়ু সেবিত নির্জ্জন প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন অদূরে গোবর্দ্ধন গিরি কাননোপকণ্ঠে যমুনা পুলিনোপরি এক পরম রমণীয় জনপদ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান হিংস্র শ্বাপদশূন্য লতাগুল্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকাতে শীতল, মন্দমারুত হিল্লোল সম্পর্কে স্নিগ্ধ ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পয়স্যন্দিনী পয়স্বিনীগণ তথায় তৃণভক্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে অপূর্ব্ব জলাশয় সমসোপান পরম্পরায় পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা বৃষভগণের স্কন্ধাঘাতে ও বিষাণ সঙ্ঘর্ষণে পাদপশ্রেণীর ত্বক্ সমুদায় উন্মথিত হইয়া গিয়াছে উহার বনভাগ আমিষভোজী শ্যেন প্রভৃতি পক্ষি সমাকীর্ণও শৃগাল সিংহ প্রভৃতি বিবিধ বসা মাংসভুক দুষ্ট সত্ত্বদ্বারা পরিপূর্ণ। কোথাও শার্দ্দূলগণের ভীষণ শব্দে বনস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার অন্যত্র কত কত পক্ষী বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা স্বাদুফলভরে

অবনত হইয়া বিটপিরাজি বিরাজ করিতেছে, কোন স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণাস্তরণ দ্বারা ভূভাগ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানের নাম গোব্রজ। ইহার চতুর্দ্দিকে গোবৎস সকল হম্বারব করিয়া বেড়াইতেছে এবং গোপগণও শুভ শব্দে তাহাদিগকে শান্ত করিতেছে। স্থানে স্থানে গোপনারীগণ সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে পরম কৌতুকে কালাতিপাত করিতেছে। কোন স্থানে শকট সমুদায় গোলাকারে স্থাপিত রহিয়াছে। শস্য ক্ষেত্র সমুদায় কণ্টকাবৃতিদ্বারা বেষ্টিত এবং উহার প্রান্তভাগে বৃহৎ বৃহৎ বনপাদপ সকল পতিত রহিয়াছে। কোথাও বৎস বন্ধনোপযোগী রজ্জুসমাযুক্ত কীলক সকল প্রোথিত কোথাও বা করীষরাশি প্রকীর্ণ রহিয়াছে। কুটী ও মঠ সমুদায় কটদ্বারা আচ্ছন্ন। তত্রত্য জনগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ সকলেই প্রফুল্ল হৃদয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সকল পতিত, কোথাও বা মন্থনদণ্ডের ঘর্ঘর শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে। কোথাও তক্র প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া তত্রত্য ভূপৃষ্ঠ আর্দ্র করিয়া ফেলিয়াছে এবং গোপাঙ্গনাদিগের মন্থান বলয়ের শব্দে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছে। অন্য স্থানে কাক পক্ষধারী গোপবালকগণ ক্রীড়াসক্ত হইয়া কোলাহল করিতেছে। গোরক্ষণ বাটীর দ্বার সমুদায় অর্গল রুদ্ধ ও তন্মধ্যে গোস্থান অতি পরিপাটী লক্ষিত হইতেছিল। কোথাও ঘৃতপাক আরম্ভ হওয়াতে তত্রত্য বায়ুসুরভিত হইয়া গৃহাঙ্গণ আমোদিত করিয়াছে। তরুণীগণ কেহ নীল, কেহ পীত বসন পরিধান করিয়া জনপদের অপূর্ব্ব শোভ সম্পাদন করিতেছে, আর কতকগুলি সখীভাবাপন্ন গোপকন্যা বনপুষ্পভরণে সুশোভিত হইয়া স্তনাবরণ পরিধানপূর্ব্বক যমুনাতীর দিয়া জলকলস মস্তকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে। মহামতি নন্দ হৃষ্টান্তঃকরণে সেই গোব্রজে প্রবেশ করিবামাত্র গোপবৃদ্ধগণ এবং বর্ষীয়সী গোপনারীগণ তাঁহার প্রত্যুদগমন করিল। অনন্তর বসুদেব রমণী দেবী রোহিণী যথায় অবস্থান করিতেছিলেন তথায় এক রমণীয় গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। বসুদেবও অবিলম্বে রোহিণী সুন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তদীয় নবোদিত দিবাকর তুল্য কৃষ্ণকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

৬১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গোপপতি নন্দ পূর্ব্বে এই স্থানে বাস করিতেন না বলিয়া তথায় গোপত্ব সম্পাদন করিতে তাঁহার বহুকাল অতিক্রান্ত হইল। যথা সময়ে বালকদ্বয়ের নামকরণ সম্পাদন করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম সঙ্কর্ষণ, কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ রাখিলেন। বালকদ্বয় কৃতনামধেয় হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নবনীরদ-শ্যাম-কলেবর ভগবান্ হরি এই দেহান্তরগত কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়া সাগরস্থিত অম্বুদের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। একদা কৃষ্ণ শকটের নিম্নদেশে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে যশোদা তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া স্নানার্থ যমুনায় গমন করিলেন। অনন্তর তিনি জাগরিত হইয়া হস্ত পদ বিক্ষেপ দ্বারা শৈশব সুলভ ক্রীড়া করিতে করিতে মধুরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে পাদদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক একপদ প্রহারে শকট উলটাইয়া ফেলিয়া স্তন্যপানাকাঙ্ক্ষায় রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে যশোদা স্নান সমাধানান্তে আর্দ্র শরীরে বদ্ধবৎসা সুরভির ন্যায় দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন কিঞ্চিন্মাত্রও

বায়ুর সঞ্চার নাই অথচ শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি ভরবিহ্বলচিত্তে হাহাকার শব্দ করিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি এইকাণ্ড করিল তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন বালক কুশলে আছে উহার কোন অনিষ্টপাত হয় নাই তখন তাঁহার হর্ষ ও ভয় যুগপৎ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন বৎস! তোমার পিতা নিতান্ত কোপন স্বভাব তিনি এ কথা শুনিলে আমায় কি বলিবেন! আমি কি জন্য তোমাকে শকটের নিম্নে নিদ্রিত দেখিয়া সহসা যমুনায় গমন করিলাম। আমার এ দুষ্ট স্নানের কি প্রয়োজন ছিল? নদী গমনেরই বা আমার আবশ্যকতা কি? আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই যে আমি তোমাকে কুশলী দেখিলাম।

এই সময়ে কাষায়বস্ত্রযুগলধারী নন্দ বন হইতে গোধন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন তাহার চক্রমৌলী শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, যুগ কাষ্ঠ দূরে নিক্ষিপ্ত এবং অক্ষ সমুদায় ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত ভীত ও ত্বরিত পদে আসিয়া বাষ্পকুল লোচনে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার পুত্র আমার বালক কুশলে আছেত? উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বাসভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন পুত্র নির্ব্বিঘ্নে স্তনপান করিতেছে। তখন তিনি সুস্থ হইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন। বৃষ উদ্ধত হয় নাই তবে কে আমার এ শকট বিপর্য্যস্ত কারিল? তখন যশোদা শঙ্কিত হৃদয়ে গদগদ স্বরে কহিলেন, কে ঐ শকট ঐরূপে উল্টাইয়া ফেলিয়াছে তাহার আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। আর্য্য! আমি বস্ত্র প্রক্ষালনার্থ যমুনায় গমন করিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিলাম শকট ঐভাবে পড়িয়া আছে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে কয়েকটী বালক বলিয়া উঠিল—কেন, আমরা এইখানে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছিলাম দেখিলাম তোমার বালকই একপদ প্রহারেই শকট উল্টাইয়া ফেলি। এই কথা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগ্নচক্রের অক্ষ সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশপূর্ব্বক শকট সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

৬২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে ভোজপতি কংসের ধাত্রী পূতনা সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্কর ঘোর শকুনি বেশধারণ করিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে ক্রোধে পক্ষদ্বয় বিধূনন করিতে করিতে নন্দালয়ে উপস্থিত হইল। সেই ব্যাঘ্র নির্ঘোষনাদিনী পূতনা তথায় আসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শকটাক্ষ ক্ষীর প্রস্রবণে সিক্ত করিয়া নখর দ্বারা চক্র বিলিখন করিতে লাগিল। সে সময়ে ব্রজবাসী সমস্ত লোক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। পূতনা অবসর বুঝিয়া কৃষ্ণকে স্তন পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণও স্তন পান করিতে করিতে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিয়া ফেলিলেন। অনতি বিলম্বেই সেই পূতনা ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। সেই শব্দে সমস্ত জনপদবাসীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গোপপতি নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপগণ শব্দ শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শব্দানুসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল পূতনা চেতনা শূন্য ও ছিন্ন পয়োধরা হইয়া বজ্রবিদারির ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে

ভীত ও বিস্মিত হইয়া এ কি কাণ্ড! কেইবা একাজ করিল! কি আশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত ও আকস্মিক ঘটনাতো আমরা আর কখন দেখিনাই এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ সকলেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত কারণ কেহই অবধারণ করিতে পারিল না। অবশেষে কেবল কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য এই কথা বলিতে বলিতে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

অনন্তর নন্দও বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া সসভ্রমে যশোদাকে কহিতে লাগিলেন, কি কাণ্ড হইতে লাগিল আমি ত' ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিষম বিস্ময় ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হে ভীরু! আমার শঙ্কা হইতেছে পাছে এই পুত্রটীর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যশোদা নিতান্ত ভীতচিত্তে কহিতে লাগিল, নাথ! আমিওত ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই, বালককে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রিত ছিলাম, বিষম শব্দে আমাকে জাগরিত করিয়াছে। যখন এইরূপ নানা তর্কবিতর্কেও কি নন্দ, কি যশোদা, কি অন্যান্য বন্ধু বান্দবগণ কেহই উহার কিছু অবধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন কংস হইতে ভয় সম্ভাবনা মনে করিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

৬৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ্ অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে সৌম দর্শন বালকদ্বয় জানুদ্বারা ইতস্ততঃ গমণ করিতে শিখিলেন। তখন তাহাদের বালকত্ব নিবন্ধন সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এক ইইয়া উঠিল। উভয়েরই একরূপ শরীর সৌন্দর্য্য, একরূপ শয্যা, একরূপ উপবেশন, একরূপ অশন, এক রূপ বেশভূষা, এবং শরীর পুষ্টিও একরূপ হইতে লাগিল। বালকদ্বয়কে দেখিলে বোধ হয় উভয়েই এক আধার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং একমাত্র দেহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। উহাদের কি কার্য্য কি বীর্য্য উভয়ই সমান। এই বালকদ্বয় সেই বাল্যাবস্থাতেই নবোদিত চন্দ্র ও বালার্কসদৃশ তেজঃপুঞ্জ শরীরকান্তি অবলম্বন করিয়া কখন দেবভাব, কখন বা মনিষীভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক জনগণকে মোহিত করিতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান নারায়ণ দেবকার্য্যার্থ পৃথিবীতে গোপবালক রূপে অবতীর্ণ হইয়া অম্বরতলে চন্দ্র সূর্য্য কিরণ, সূর্য্য চন্দ্র কিরণেগ্রস্ত হইয়াই যেন পরস্পরাসক্ত ক্রীড়া করিতে মনোনিবেশ করিলেন। ভুজঙ্গ ভোগতুল্য ভীষণ ভুজ সমাযুক্ত বালকদ্বয় কখন পাংশু দিগ্ধাঙ্গ হইয়া দৃপ্ত করি শাবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন ভস্মানুলিপ্ত কখন বা করীষ, কখন গোময় লিপ্ত শরীরে কুমার বেশধারী অগ্নির ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে জানু ঘর্ষণপূর্ব্বক বৎসশালা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলে: তদ্দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কখন তাঁহারা সমীপাগত ব্যক্তি বিশেষকে উদ্বেজিত করিয়া অনুদিত হইতেন। কখন বা মস্তকাবলম্বী কেশগুচ্ছ তাঁহাদের নেত্রোপরি নিপতিত হইয়া দৃষ্টি পথ আকুলিত করিত; কিন্তু কিছুতেই সেই চন্দ্রবদন সুকুমার কুমারদ্বয়ের গতি রোধ করিতে পারিত না। তাঁহারা পরম কৌতুহলে স্বেচ্ছানুরূপ ব্রজের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন, এইরূপে বালকদ্বয় এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন যে পিতা তাহাদিগকে আর নিবারণ করিতে পারেন না। অনন্তর একদা যশোদা নিতান্ত

ক্রুদ্ধ হইয়া কমললোচন কৃষ্ণকে শকট সমিধানে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার কটিদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া বারম্বার ভৎসনা করিতে করিতে উলূখলে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কহিলেন, বৎস! তুমি এইবারে যাও দেখি কেমন করিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া পুনরায় গৃহ কৰ্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। যশোদা যেমন অনন্যমনা হইয়া গৃহ কার্য্যে আসক্ত হইলেন, কৃষ্ণও অমনি বাল্য লীলা প্রখ্যাপন এবং ব্রজবাসিগণের বিস্ময়োৎপাদনের নিমিত্ত বন্ধনাবস্থায় উলূখলের সহিত গৃহাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহের অনতিদূরে যমলার্জ্জুন নামে দুই বৃক্ষ ছিল। কৃষ্ণ উলূখল আকর্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সহসা উলূখল ঐ বৃক্ষে রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গতি রোধ করিল। তখন তিনি বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিঞ্চিৎদূর হইতে ঐ বৃক্ষমূল রুদ্ধ উলূখল বলপূর্ব্বক আকর্শণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার

সেই আকর্ষণবেগে ক্ষণকাল মধ্যে বৃক্ষদ্বয় সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল এবং তাহার শাখা সমুদায় একবারে পূর্ণ হইয়া গেল। কৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। গোপগণকে স্বকীয় বল প্রদর্শন করাই তাঁহার এরূপ কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার বন্ধন রজ্জু আকর্ষণ প্রভাবে বিলক্ষণ দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছিল, যমুনাতীর পথবাহিনী গোপনারীগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে যশোদার নিকট উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিল, ‘যশোদে! শীঘ্র আইস শীঘ্র আইস বিলম্ব করিও না, দেখ কি ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে! ব্রজে যে দুই যমল অৰ্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, যাহাকে আমরা পূজা করিয়া কত অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতাম, সেই বৃক্ষ দুইটাই তোমার পুত্রের উপর নিপতিত হইয়াছে। আহা! বাছা দৃঢ়বদ্ধ বংসের ন্যায়, তাহার মধ্যে বন্ধনাবস্থায় থাকিয়া এখনও হাসিতেছে। অয়ি পণ্ডিত মানিনি! তুমি আপনাকে বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে কর কিন্তু তোমার মত বুদ্ধি শূন্য স্ত্রীলোক আর আমরা জগতে দেখি না। তুমি তোমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া কোন প্রাণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ আহা! বাছা কোথায় গিয়াছে তাহা তোমার মনেও পড়ে না। আহা বাছা মৃত্যু মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন উঠ, শীঘ্র যাও বাছাকে লইয়া আইস।

যশোদা সহসা এই কথা শুনিবামাত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতে করিতে তথার উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন সেই বিশাল বৃক্ষদ্বয় পতিত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বকীয় শিশু বন্ধনাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া উলূখল আকর্ষণ করত হাস্য করিতেছে, এদিকে সেই সংবাদ শ্রবণে গোপগণের মধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল, ব্রজবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেই আচর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য! ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, বজ্রপাত নাই, হাওয়ার সংঘর্ষণ নাই, তবে এই একটা পল্লী সমান আয়তন বৃক্ষদ্বয়কে কে পাতিত করিল? কিরূপেই বা ইহারা এরূপে উন্মোলিত হইল? হায় এই বৃক্ষ দুইটী উৎপাটিত হওয়ায় এস্থানের আর সে শ্রী নাই। আহা এই বৃক্ষ দুইটা যেন তোয়শূন্য জলদের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ কহিল আহা এই বৃক্ষ দুইটাই আমাদের এই ঘোষ পল্লীর কেমন শোভা সম্পাদন করিত। অন্য আর একজন গোপপতি নন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল দেখ নন্দ! এই বৃক্ষ দুইটী তোমার উপর কেমন সদয়, উহারা উভয়েই সমুলে পতিত হইয়াছে কিন্তু

তোমার পুত্রের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে নাই। এই ঘোষ পল্লীতে দেখিতেছি বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল। প্রথমে শকট ভঙ্গ, তাহার পর পূতনা বিনাশ, এই দুই মহোৎপাত পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি এই অর্জ্জুন বৃক্ষ পতনরূপ তৃতীয় উৎপাতও সামান্য নহে। ফলতঃ এস্থানে আর বাস করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ উৎপাত শুভ লক্ষণ নহে।

তখন গোপপতি নন্দও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃষ্ণকে উলূখল হইতে মুক্ত করিয়া ক্রোড়ে করিলেন। যেমন মৃত ধন পুনরাগত হইলে পুনঃ পুনঃ অবলোকনেও লোকের তৃপ্তি হয় না সেইরূপ নন্দও কমলোচন কৃষ্ণকে বহুক্ষণ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার নয়নদ্বয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। অনন্তর যশোদাকে ভৎসনা করিতে করিতে পুত্র লইয়া গৃহাভিমূখে গমন করিলেন। তখন অন্যান্য গোপগণ সকলেই স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিল, এই সময়ে ভগবান কৃষ্ণ উদরে দাম বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তত্রত্য গোপীগণ তাঁহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান করিত। সুতরাং তদবধি তিনি জগতে দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ যখন নিতান্ত শিশু তৎকালে ঘোষ পল্লীতে তাহার এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

৬৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়ের বাল্যাবস্থা উংক্রান্ত হইলে ক্রমে বয়ঃক্রম সপ্তবর্ষ পূর্ণ হইল। তখন সেই কাকপক্ষধারী গোপবালকদ্বয় নীল ও পীত বসন পরিধানপূর্ব্বক শ্বেত ও পীত চন্দনে দিগ্ধাঙ্গ হইয়া গোবৎস চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাঁহারা গোচারণে প্রবৃত্ত হইয়া সুমধুর পর্ণ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহারা পন্নগরাজ ত্রিশীর্ষের ন্যায় শোভমান হইতেন। উভয়েই কর্ণে ময়ূর পক্ষ, মস্তকে পল্লব ও অরবিন্দ ভূষণ, বক্ষঃস্থলে বনমালা ধারণ করাতে অচিরজাত কুসুম পরিশোভিত বনস্পতির শোভাহরণ করিলেন এবং গলে রজ্জু যজ্ঞোপবীত, করে তুম্ব ধারণ করিয়া বেণু বাদনপর হইয়া কোথায়ও হাস্য পরিহাস কোথায়ও ক্রীড়া, কোথায়ও বা পর্ণশয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৎস পরিচারণপূর্ব্বক বনস্থলীকে শোভিত করিয়া চঞ্চল অশ্বশিশুর ন্যায় মনের অনুরাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীমান্ দামোদর অগ্রজ বলরামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এবনে গোপালগণের সহিত আর আমাদের ক্রীড়া করা বিধেয় হইতেছে না। এ সমুদয় কাননই আমাদের কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া এখন নিতান্ত হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। দেখুন আর সে তৃণ নাই, সে কাষ্ঠ নাই, পাদপও নাই। গোপগণ প্রায় ইহার সমস্ত বৃক্ষই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার যে সমুদায় অংশ ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপসমূহে পরিপূর্ণ থাকাতে পূর্ব্বে দৃষ্টি গোচর হইত না এখন তথায় অনায়াসে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় সুখে দৃষ্টি সঞ্চার হইতেছে। গোষ্ঠে ও বৃতিবেষ্টনে, যে সমুদায় বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল, তৎসমুদায়ই অক্ষয়কান্তি গোপগণের গোষ্ঠাগ্নিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে

তৃণকাষ্ঠ সকল নিকটেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এখন উহা অতি দূর হইতে নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া আহরণ করিতে হয়, আর এ বনে জলাশয় ও নিতান্ত অল্প এবং বনস্পতি সকল এরূপ বিরল হইয়া উঠিয়াছে যে বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে আর বিশ্রাম স্থান পাওয়া যায় না। বৃক্ষ সকল অকর্ম্মণ্য হওয়াতে পক্ষিগণ এ বন পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং যেখানে তৃণকাষ্ঠ জলাশয় ও আশ্রয় স্থান সমুদায়ই এরূপ বিরল হইয়া উঠিল তথায় আর কিরূপে অবস্থান করা যায়। এখানে আর সে আনন্দ নাই, সে অনুরাগ নাই, সে সুখস্পর্শ মারুত সঞ্চার নাই, সে বিহঙ্গকুলও নাই। এস্থান এখন নিব্যঞ্জন অন্নের ন্যায় শূন্য ও অতৃপ্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। এই বনজাত তৃণকাষ্ঠ নিরন্তর বিক্রীত হওয়াতে সমুদায় অরণ্য উৎসন্ন প্রায় হইয়া ঘোষপল্লী এখন নগর হইয়া উঠিল। শৈলের ভূষণ ঘোষ, ঘোষের ভূষণ বন, বনের ভূষণ গোধন, ঐ গোধনই আমাদের একমাত্র উপায়। অতএব যেখানে প্রভূত পরিমাণে তৃণকাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় চলুন আমরা সেই স্থানেই গমন করি। ধেনুগণ নবতৃণাস্বাদনে নিতান্ত উৎসুক। অতএব ধনবান্ ব্রজবাসীদিগের নবতৃণবহুল প্রদেশে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট গৃহক্ষেত্র, দ্বার অথবা প্রাচীর বেষ্টনাদি কিছুই নাই। চক্রচারী পক্ষিকুলের ন্যায় ব্রজবাসীরা যখন যেখানে বাস করেন সেই স্থানই ব্রজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানকার শষ্পজাত গোময় ও গোমূত্রদ্বারা সিক্ত হইয়া ক্ষারবৎ বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে। ধেনুগণ আর এ তৃণ ভোজন করিতেছে না, ভোজন করিলেও উহা দুগ্ধের অনুকূল নহে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে নবতৃণদলাচ্ছন্ন বিবিধ বনপাদপ পরিশোভিত রমনীয় সমতলক্ষেত্রে গোধন লইয়া প্রস্থান করি এবং শীঘ্র এস্থান পরিবর্ত্তন করি। শুনিতে পাই অনতিদূরে যমুনাতীরে এক অতি পরম রমণীয় বৃন্দাবন নামে বন আছে। তথায় পর্য্যাপ্ত তৃণ, স্বাদু ফল ভারাবনত বৃক্ষশ্রেণী পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঝিল্লি অথবা কণ্টকের নামও নাই। কদম্ব বৃক্ষে সমুদায় বন আছন্ন। তথায় সুশীতল বায়ু সতত সঞ্চরণ করাতে বনস্থলী স্নিগ্ধ ও সুখ সেব্য হইয়াছে, ঋতু সমুদায়ই যুগপৎ বিরাজ করিতেছে। উহার চারুচিত্র বনান্তরও গোপীগণের সুখসঞ্চার স্থান হইতে পারিবে। বনের অনতিদূরে অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন নামক একটী পর্ব্বত আছে। ঐ অত্যুচ্চ শিখর গোবর্দ্ধনগিরি নন্দনকাননস্থ মন্দরগিরির ন্যায় পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার মধ্যে উর্দ্ধে যোজন বিস্তৃত প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ এবং গাগনাবলম্বী নীল মেঘ সন্নিভ ভাণ্ডীর বন শোভা পাইতেছে। ঐ উভয়ের মধ্যদিয়া কলিন্দনন্দিনী যমুনা সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধহয় নন্দনবনের মধ্যদিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, ঐ স্থানে বিচরণ ও রমণীয় কালিন্দী সন্দর্শনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতা লাভ হইবে। ফলতঃ ঐ স্থান সে সর্ব্বাবয়বে আমাদের যোগ্য বাসস্থান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব সেই স্থানই ঘোষদিগের বাসস্থান হউক। এ নির্গুণ স্থান পরিত্যাগ করুন। এক্ষণে কোন একটা বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া উহাদিগের ভয়োৎপাদন করিতে হইতেছে।

হে মহারাজ! ধীমান বাসুদেব বলরামকে এই কথা কহিতে কহিতে ক্ষণকাল চিন্তা করিবা মাত্র তাহার শরীর হইতে রক্তমাংসবসালোলুপ শত শত ঘোর দর্শন বৃক প্রাদুর্ভুত হইল। ঐ সমুদায় ভয়ঙ্কর বৃক দেখিয়া ব্রজবাসী, কি ধেনু, কি বৎস, কি গোপবৃদ্ধ, কি

গোপাঙ্গন সকলেরই অন্তঃকরণে অতি বিষম ভয় সঞ্চার হইল। তাহারা কোন দলে পাঁচ, কোন দলে দশ, কোন দলে বিংশতি কোন দলে ত্রিংশৎ, কোন দলে পঞ্চাশৎ কোন দলে শত প্রভৃতি মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শ্রীবৎস লক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণ শরীর সম্ভূত কৃষ্ণ বদন, গোপকুল বিত্রাসক বৃক সমুদায় বৎস ভক্ষণ, রজনীতে বালক হরণ প্রভৃতি উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল এবং ব্রজধামবাসীদিগকে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলিল। তখন গোপগণের মধ্যে ঘোরতর ভয় সঞ্চার হওয়াতে কেহ আর বনে প্রবেশ কি গোচারণ, কি বন হইতে কিছু আহরণ অথবা নদী মজ্জন প্রভৃতি কোন কার্য্য করিতেই সাহস করিতে পারিল না। তাহাদিগের ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত ব্রজবাসী একবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। সকলেই সমবেত হইয়া এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।

৬৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এইরূপে বৃকগণ নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে ব্রজবাসী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। পরস্পর কহিতে লাগিলেন, যে বৃকগণ এখনও আমাদের সর্ব্বনাশ করে নাই। সেই পিঙ্গলকায় কৃষ্ণবক্ত্র বিশাল দশন নখকর্ষী বৃকগণ রাত্রিযোগে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। আমার পুত্র আমার ভ্রাতা, আমার বৎস, আমার গোধন বৃকে বিনাশ করিল বলিয়া ব্রজবাসীরা গৃহে গৃহে রোদন করিতেছে। তাহাদিগের রোদনধ্বনি এবং ধেনুগণের হম্বারবে এখানে বাস করাই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অদ্যই আমরা গোধন সমভিব্যাহারে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি। এক্ষণে যে স্থান আমাদের ও ধেনুগণের সুখসেব্য সেই স্থান মনোনীত করাই বিধেয়। মহৎ বন বৃন্দাবনই আমাদের সেই যোগ্য বাসস্থান হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অতএব আমরা সকলে সেই স্থানে গমন করি।

অনন্তর গোপপতিবৃন্দ বৃন্দাবনে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে গোপগণ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন শুনিয়া বৃহস্পতির ন্যায় মহৎ বাক্যে কহিলেন, যদি আমাদের বৃন্দাবনে গমন করাই শ্রেয়ঃসাধন হয় তবে আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র সকলকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ কর। অদ্যই আমাদের তথায় গমন করা স্থির সিদ্ধান্ত। অনন্তর ঘোষপল্লীতে এইরূপে ঘোষিত হইল যে তোমরা ধেনু ও বৎসগণকে শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রেরণ কর এবং তীণ্ড ও সমারোপিত শকট সকল যোজিত করিয়া সত্বর প্রস্তুত হও। এস্থান হইতে বৃন্দাবনে উপনিবেশ স্থাপনার্থ গমন কর। মহামতি নন্দের এই সাধুভাষিত শ্রবণ করিয়া সকলেই বৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য মহাব্যগ্র হইয়া পড়িল। তখন উঠ, চল, আমরা চলিলাম, কেন বসিয়া আছ, যাও শকট যোজনা কর—এইরূপে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। সেই সাগর নির্ঘোষের ন্যায় উত্থান কোলাহলে ঘোষপল্লী পরিপূর্ণ হইল। গোপীগণ যখন গর্গরী ও ঘট মস্তকে ব্রজ হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহির্গত হইতে লাগিল তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে তারাবলী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের স্তনাবরণ নীল, পীত ও অরুণ বর্ণে রঞ্জিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পথিমধ্যে ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়াছে। পথগামী গোপগণের মধ্যে কাহার কাহার স্কন্ধে দামভার লম্বিত থাকাতে সঞ্চারশীল মঞ্জরিত বটবৃক্ষের ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরম সুন্দর দীপ্তিশালী শকট নিবহে ব্রজপদবী আকীর্ণ হইলে সমুদ্রসলিলে বায়ুবেগচালিত পোতসমূহের শোভা ধারণ করিল। এইরূপে ক্ষণকালেরমধ্যেই সেই ব্রজভূমি জনশূন্য হওয়াতে মরুভূমি তুল্য হইয়া উঠিল। কেবলমাত্র দ্রব্য সমূহের কণা সমুদয় প্রকীর্ণ থাকাতে কাকনিচয়ে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে ক্রমে ক্রমে ঘোষবৃন্দ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ধেনুগণের হিত সাধনার্থ তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। শকট রক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উহার মধ্যভাগ একযোজন প্রশস্ত এবং দুইযোজন দীর্ঘ। ঐ স্থানের পর্য্যন্তভাগে শকট সমুদায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত হইল।

চতুর্দ্দিকে কণ্টকাকীর্ণ শাখাসঙ্কুল দ্রুম এবং সকণ্টক বল্লী রোপণ দ্বারা সম্যক্ রক্ষিত হইল। মন্থন রজ্জু সমাযুক্ত মন্থন দণ্ড, জলপ্রোক্ষিত মন্থন ভাণ্ড, রজ্জু সমাকীর্ণ কীলক স্তম্ভ সংযত পরিবর্ত্তনশীল শকট, গর্গরী মধ্যবর্ত্তি মন্থনদণ্ডের উপরিভাগে পাশ, তদুপরি মনভাণ্ড প্রচ্ছাদনার্থ ছিন্ন শাখাবলম্বী তৃণ নির্ম্মিত কট সমুদায়, পবিত্র ধেনুরক্ষণ স্থান, উদূখল, পূর্ব্বমুখস্থিত দীপ্যমান হুতাশন, বস্ত্র ও চর্ম্মাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক এই সমুদায় যথা স্থানে স্থাপিত হইল। গোপাঙ্গনারা জলানয়নার্থ গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বৃন্দাবনের শোভা পর্য্যবেক্ষণ এবং পাদপসমূহের শাখা সমাকর্ষণ করিতে লাগিল। কি যুবা, কি বৃদ্ধ সমস্ত গোপগণ মহা ব্যগ্র হইয়া কুঠার হস্তে বন প্রবেশ পূর্ব্বক কাষ্ঠাহরণ ও বৃক্ষচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। এই সুস্বাদু ফল মূল পরিশোভিত জলাশয় বিশিষ্ট রমণীয় কাননে গোপগণের উপনিবেশ সংস্থাপিত হওয়াতে ঐ স্থান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। গাভীগণ নন্দনকানন সদৃশ বিবিধ বিহগকুলকূজিত বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইয়া কামদুঘা হইয়া উঠিল। ধেনু হিতাভিলাষী কৃষ্ণ পূর্ব্বেই এই স্থান মানসনেত্রে অবলোকন করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তথায় স্বয়ং বিচরণ করিয়া পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন। মহামতি কৃষ্ণ যে সময়ে ব্রজাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তৎকালে ঘোর গ্রীষ্মের সময় বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র দেবগণ যেন অমৃতবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নব নব তৃণ সমুদায় বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ যেখানে স্বয়ং মধুসূদন লোক হিতার্থ বিরাজ করিতেছেন, তথায় মনুষ্য, ধেনু ও বৎসগণের অনিষ্টের সম্ভাবনা কি? সকলেই সেই কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

৬৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সেই পরম সুন্দর বসুদেব তনয় কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনে গমন করিয়া বৎসযূথচারণে প্রবৃত হইলেন। তথায় গোপালগণের সহিত বনবিহার যমুনায় অবগাহন ও জলকেলি করিতে করিতে ক্রমে তাহাদিগের গ্রীষ্ম সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর কামোদ্দীপনী বর্ষা সমুপস্থিত হওয়াতে শক্রধনু-সমলঙ্কৃত হইয়া মহা মেঘ সমুদায় বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ভূমি হইতে শষ্পাঙ্কুর সকল উদ্ভূত হইল। প্রবল মেঘ বায়ু নবনীর শীকরে আর্দ্র হইয়া নবযৌবনশালিনী কামিনীর ন্যায় পৃথিবীতল পরিষ্কৃত করিল। নববর্ষা জলে সিক্ত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট বনের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বন মধ্যে দাবানলের আর সম্পর্ক রহিল না। নব মেঘ দর্শনে কলাপধারী ময়ূর ময়ূরীগণ আহ্লাদে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কেকা রব করিতে আরম্ভ করিল। নব বর্ষাগমে কমনীয় কদম্বকুল বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিকের শোভা বিস্তার করিল। মধুপগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। কুটজ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বনস্থলীর হাস্য বিকাশ, কদম্বকুলের সৌরভে চতুর্দ্দিকে আমোদিত করিল। উষ্ণতা বিদূরিত বসুন্ধরা পরিতৃপ্ত হইল। পর্ব্বত শ্রেণী প্রখর সূর্য্য কিরণে ও দাবাগ্নিসন্তাপে নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে ধারাধর নিঃসৃত সলিলপাতে যেন উষ্ণোচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহামারুত সমুদ্ধৃত ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশতল অসংখ্য

রাজসদনাবৃত পৃথিবীতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোথাও কন্দলী কুসুম হাস্য, কোথাও বা শিলীন্ধ্র পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রফুল্ল কদম্বকুসুমে বৃন্দাবন আলোকময় হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে নব জলধারা পতিত হওয়াতে পার্থিবগন্ধ সমুদ্ভূত ও বায়ু বেগবশে ইতস্ততঃ সঞ্চরিত হইয়া মানব হৃদয়ে অনঙ্গবিকার অঙ্কুরিত করিল। ভ্রমরগণের গুঞ্জন, ভেকগণের চীৎকার ধ্বনি, ময়ূরকুলের কেকারবে বসুন্ধরা পূর্ণ হইয়া উঠিল। নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিষম স্রোতোবেগ ও স্থানে স্থানে ঘোরতর আবর্ত্ত উপস্থিত করিল এবং তীরস্থিত বৃক্ষ সমুদায়কে পাতিত করিয়া সুদূর বিস্তৃত হইয়া উঠিল। নিরন্তর ধারা বর্ষণে পক্ষিগণ জড়প্রায় হইয়া আর্দ্রপক্ষে বৃক্ষ কোটরে নিস্পন্দভাবে নিলীন হইয়া রহিল। তোয়গর্ভ গগনাবলম্বী জলদাবলী ভীষণ শব্দে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলে, দিবাকর যেমন তাহার উদরে মগ্ন হইয়া রহিলেন। নূতন বৃক্ষের উদগম, সলিলপ্লাবন ও তৃণ সমুদয়ের পরিবর্দ্ধন বশতঃ গমনপদবী নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল। বৃক্ষরাজি পরিশোভিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত, শিখর স্রোতোবেগে বজ্রাহত প্রায় বিদীর্ণ হইয়া অধঃপতিত হইতে লাগিল। জল স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখী, তদনুসারে মেঘ হইতে বৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ পর্ব্বতে পশ্চাৎ ধরাতলে নিপতিত হইয়া পল্বল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় প্রপূরিত করিয়া বনরাজি প্লাবিত করিল। বন্য মাতঙ্গগণ শুণ্ডাদণ্ডের সহিত ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মেঘধ্বনিতুল্য শব্দ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘবৃন্দই অতিবৃষ্টির নিমিত্ত ধরাতলে নিপতিত হইয়াছে।

মহারাজ! এইরূপ প্রাবৃট প্রবৃত্তি ও নিবিড় জলদাবলী অবলোকন করিয়া রোহিণীনন্দন বলরাম কৃষ্ণকে কহিলেন, দেখ কৃষ্ণ, কেমন বলাকা বিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল যেন তোমারই গাত্র বর্ণ অপহরণ করিয়াই গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়াছে। এই কাল তোমার নিদ্রার সময়, এই সময়ে আকাশ তোমার গাত্রের উপমা ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রও এই সময়ে মেঘাবৃত হইয়া তোমার ন্যায় অজ্ঞাতবাস আশ্রয় করিয়াছেন। এই সময়ে নবনীরদ শ্যামবর্ণ নীলোৎপলকান্তি গগনমণ্ডল মেঘাকুলিত হওয়াতে কেমন ঘনতর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। এ দিকে দেখ গোবর্দ্ধন গিরির শিখরদেশ নীল নীরদ-সংযোগে যেন পৃথিবীকে বর্দ্ধিত করিতেছে। নদ নদীগণ যেন মদান্ধ হইয়াই অতি দর্পে মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। কৃষ্ণ-সারঙ্গগণ মদোন্মত্ত হইয়া কাননের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। এই সমুদায় হরিদ্বর্ণ কোমল শষ্পাবলী নববারি লাভে সন্তুষ্ট হইয়াই যেন শত শত পত্র উদিগরণপূর্ব্বক ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। ফলতঃ এই ঘনাগম সময়ে কি শৈলশ্রেণী, কি কানন, কি শস্যক্ষেত্র, সকলেই সমশোভা ধারণ করিতেছে। হে দামোদর! প্রবল বায়ুবেগে উদ্ধূত হইয়া নব নীরদশ্রেণী প্রবাসীদিগকে ব্যাকুল করিবার জন্যই যেন প্রগল্‌ভতা সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। হে ত্রিবিক্রম! ঐ দেখ বাণ ও জ্যাবন্ধ রহিত ইন্দ্রধনু বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তোমার মধ্যম পদে (আকাশ) কেমন সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। এ শ্রাবণ মাসে নভশ্চক্ষু ভগবান্ সূর্য্য আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছেন বটে কিন্তু আর তাদৃশ প্রভা নাই। সহস্ররশ্মি হইলেও এখন মেঘমণ্ডলে বীতরশ্মি হইয়া পড়িয়াছেন। চতুর্দ্দিকে বিশাল সমুদ্র সদৃশ মেঘমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়া অজস্র ধারাপাতে পৃথিবী আকাশ যেন পরস্পর সংযোজিত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে বৃষ্টি সহকৃত বায়ু নীপ, অর্জ্জুন ও কদম্ব কুসুমে পরিমল হরণ করিয়া মানব মনের অনঙ্গপীড়ার উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। মহা বর্ষা উপস্থিত, মেঘ

সমুদায় যেন লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, আকাশমণ্ডল অসীম অগাধ সমুদ্র সমন্বিত হইয়াই যেন শোভা পাইতেছে। আকাশ বারিধারারূপ নির্ম্মল নারাচ, বিদ্যুৎরূপ কবচ, শক্রচাপরূপ উৎকৃষ্ট শরাসন ধারণ করিয়া যেন যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। কি শৈলশ্রেণী, কি বনরাজি, কি বৃক্ষাবলী এ সমুদায়েরই শীর্ষদেশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অম্বরতল হস্তি সেনার ন্যায় জলবর্ষী মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সাগররূপ ধারণ করিয়াছে। দেখ এই সময়ের জললববাহী শীতল সমীরণ সমুদ্র সংক্ষোভ ও তৃণদলের উৎকম্পন বিধান করিয়া কেমন উদ্বেগকর হইয়া উঠিয়াছে। কি দিন, কি রাত্রি সমভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে অম্বরতলে চন্দ্র ও সূর্য্য একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছেন, দশ দিক ঘোর তিমিরে কবলিত সুতরাং দিনরাত্রির আর কিছুই বিভিন্নতা নাই। চতুর্দ্দিকে বায়ুচালিত শব্দায়মান মেঘ-সাহায্যে অম্বরতল যেন সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাগণ দিনকে রাত্রির ন্যায় মনে করিতেছে। দেখ, কৃষ্ণ! বৃন্দাবনে গ্রীষ্মজনিত ক্লেশ আর অনুভূত হইতেছে না, এখন এই কানন মেঘ শোভায় অলঙ্কৃত হইয়া নন্দনকাননের ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মহারাজ! এইরূপে বলবান শ্রীমান বলরাম কৃষ্ণের নিকট বর্ষাগুণ বর্ণনা করিতে করিতে ব্রজ ধামে গমন করিলেন। তথায় জ্ঞাতিজন সংসর্গে পরম সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

৬৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা কাকপক্ষধারী কামরূপী শ্রীমান্ কৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত অন্যান্য রাখালগণের সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই শ্যাম কলেবর পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসমণি দোদুল্যমান থাকাতে সাক্ষাৎ শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জল শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণের প্রভা বিকশিত সুকুমার কমলদলের ন্যায় তাম্রবর্ণ, তাহাতে আবার নূপুর সংসক্ত ছিল। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁহার বিক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মকিঞ্জল্ক সদৃশ পীতবর্ণ জন-মনোহর সূক্ষ্ম বসন পরিধান করাতে সন্ধ্যাকালীন জলদজালের শোভা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সুগোল অমরগণ প্রশংসিত হস্তদ্বয় দণ্ডরজ্জু লইয়া বৎস-বন্ধনার্থ সর্ব্বদা ব্যগ্র। বালসুলভ রমণীয় ওষ্ঠপুট সমাযুক্ত তাঁহার মুখমল পদ্মগন্ধে সুবাসিত। তাঁহার মস্তকস্থিত শিখা নির্ম্মুক্ত হইয়া বদনকমলে লম্বভাবে পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পদ্মমণ্ডলে ভ্রমরপংক্তি সমাসীন হইয়াছে। তাঁহার মস্তক অর্জ্জুন, কদম্ব ও নীপ প্রভৃতি কুসুমরচিত মাল্যাভরণে অলঙ্কৃত হওয়াতে নক্ষত্রমালা পরবেষ্টিত অম্বরতলের ন্যায় শোভ ধারণ করিল। তদ্দ্বারা সেই নিবিড় মেঘ বর্ণ শ্যামতনু কৃষ্ণ তৎকালে সাক্ষাৎ ভাদ্রপদের শোভমান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কণ্ঠাবসক্ত মালায় একটা ময়ূরপুচ্ছ ও একটী নির্ম্মল পল্লব সংলগ্ন ছিল। উহা মন্দ মারুতহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে পরম শোভা ধারণ করিল। তিনি কোথায়ও গান, কোথায়ও ক্রীড়া, কোথাও বা শ্রুতি সুখকর পর্ণবাদ্য বাদন, কোথাও ধেনুগণকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কামোদ্দীপক সুমধুর বেণু বাদন করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মেঘশ্যাম দ্যুতিমান প্রভাবশালী কৃষ্ণ কি গোকুলে, কি রমণীয় চিত্রবনে সর্ব্বত্র বিহার করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বনের চতুর্দ্দিকে মেঘ গর্জ্জিত শ্রবণে ময়ূরগণ আনন্দে কামোদ্দীপক কেকারব করিতে আরম্ভ করিল। বনপথ সমুদায় নব নব তৃণরাজিতে সমাচ্ছন্ন, শিলীন্ধ্র, কন্দলী ও দন্তী প্রভৃতি পুষ্প বিকসিত, নব জলধারা অনর্গল নিম্মিলিত এবং মদনিশ্বাস সদৃশ কেশর-গন্ধ নিরন্তত বাহিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন যোষিদ্‌বৃন্দের ন্যায় বন যোষিৎও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। পরম সুদৃশ্য বনরাজি মধ্যে মারুতপ্রবাহ মহীরুহ স্কন্ধে আহত এবং তথা হইতে মৃদুমন্দ সঞ্চারে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণকে সেবা করিতে লাগিল। কৃষ্ণও সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে পুলকিত হইয়া মনের আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি গোধন লইয়া বন ভ্রমণ করিতে করিতে এক অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। উহার পত্র সমুদায় ঘনসন্নিবিষ্ট থাকাতে যেন মেঘাবলী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের অত্যুচ্চ শিরোভাগ, গগনার্দ্ধভাগ এবং ইহার শাখা প্রশাখা সকল সমস্ত-পবন-পথ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। বহুবিধ বিচিত্র বর্ণ বিহগকুলসেবিত সেই বিশাল বৃক্ষ, ফল, পুষ্প ও বনপল্লবে আকীর্ণ হওয়াতে ইন্দ্রচাপ বিভূষিত জলধরের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষটী লতা পুষ্পে মণ্ডিত, উহার নিম্ন দেশও বিস্তৃত, তথায় নিরন্তর বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকাতে অপূর্ব্ব ভবন শ্রী ধারণ করিয়াছে। উহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ বৃক্ষবর সমস্ত বনরাজির উপর আধিপত্য করিতেছে। উহার নিম্ন দেশে বৃষ্টিপাত বা আতপ সংসর্গের লেশ মাত্রও নাই, সুতরাং বনচরিগণ উহার তলে বসিয়া শ্রমাপনোদন ও বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ঐ পর্ব্বত প্রমাণ বটবৃক্ষের নাম ভাণ্ডীর। সেই ভাণ্ডীর বট অবলোকন করিবামাত্র প্রভু কৃষ্ণ তথায় বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর সমবয়স্ক গোপবালকগের সহিত মিলিত হইয়া তথায় পরম সুখে দিবাভাগ অতিবাহিত এবং পূর্ব্বকালীন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যখন ভাণ্ডীর তলে অবস্থা করিয়া তৎকালোচিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গোপ বালকগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ ক্রীড়া সামগ্রী আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরমাহ্লাদে নানা প্রকার গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা কৃষ্ণানুরাগ বশতঃ কৃষ্ণ কেই উদ্দেশ করিয়া মধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান কৃষ্ণও তন্মধ্যবর্ত্তী হইয়া কখন বেণু, কখন পার্ণবাদ্য, কখন তুম্বীবীণা বাদনপূর্ব্বক গোপগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা সতর্ক নয়নে গোচারণ করিতে করিতে ভগবান কৃষ্ণ যমুনা তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তীরদেশ পরম রমনীয় লতালঙ্কৃত পাদপসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। যমুনা তরঙ্গরূপ অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া কুটিল গমনে প্রবাহিত হইতেছে। তদুপরি সলিলকণাবাহী সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। কোথায়ও পদ্মোৎপল ও অন্যান্য জলজ পুষ্প বিকসিত, কোথাও বা জলজন্তু ও বিবিধ জলজ পদার্থে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উহার স্থানে স্থানে রমণীয় তীর্থ এবং জল অতি সুস্বাদু। কোন স্থানে গভীর হ্রদ বিদ্যমান আছে। বর্ষার আতি শয্য বশতঃ যমুনা অতি বেগে প্রবাহিত হওয়াতে স্থানে স্থানে তীরস্থিত বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া জল মধ্যে পতিত হইয়াছে। কোন স্থানে হংস, কারণ্ডব ও সারস প্রভৃতি জলচর দ্বন্দ্বচারী পক্ষি মিথুনগণ শ্রুতিসুখাবহ কলরব করিতেছে। সেই কলরবে যমুনা নিরন্তর মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। স্রোত উহার চরণ,

পুলিনদেশ নিতম্ব, আবর্ত্ত গভীর নাভি, পঙ্ক রোমাবলী, তটচ্ছেদ ক্ষীণ মধ্যদেশ তরঙ্গ-নিচয় মনোহর ত্রিবলী, চক্রবাক মিথুন স্তনদ্বয়, তীরপার্শ্ব আয়ত আনন, ফেনপুঞ্জ বিশদ দশনাবলী, হংস নির্ম্মল হাস্য, রক্তোৎপল দশনচ্ছদ, নিম্নাভিমুখতা নতভ্রূ, পদ্ম নেত্র, হ্রদ প্রশস্ত ললাট, রমণীয় শৈবল কেশরাশি, দীর্ঘস্রোত ভূজলতা, উভয় পার্শ্বস্থ স্থলভাগ আয়তকর্ণ, কারণ্ডব কুণ্ডল, হংসধবলিত-কাশকুসুম শুভ্র বসন, অন্যান্য তীরতরু সুন্দর ভূষণ, শ্রেণীবদ্ধ মীনদল নির্ম্মল মেখলা, জলসম্পৃক্ত পদ্মপত্রাদি দুকূল, সারসরব নূপুর, মৎস্য, কুম্ভীর ও কচ্ছপ অনুলেপন, মনুষ্যগণ এবং নিপানহিত শ্বাপদগণ ইহার শুন্য স্বরূপ জল পান করিতেছে। সুতরাং যমুনা যেন নবকামিনী বেশ ধারণ করিয়া চলিতেছেন।

রাজন্! মতিমান কৃষ্ণ শ্বাপদকুল-সেবিত আশ্রম সন্নিকৃষ্ট সমুদ্রমহিষী যমুনাকে সন্দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা নদীরও শোভা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ সেই যমুনা তটে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড হ্রদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। উহা যোজন পরিমিত বিস্তীর্ণ এবং দেবলোকেরও দুস্তার্য্য। তৎকালে তথায় বায়ু সমাগম না থাকায় হ্রদ নিষ্কম্প গভীর সাগরের ন্যায় স্থির ভাবে রহিয়াছে। তাহাতে জলজন্তু কি জলচর পক্ষীর সম্পর্কও নাই। কেবল অগাধ জলে পূর্ণ হইয়া মেঘপূর্ণ গগনতলের ন্যায় গভীরভাবে অবস্থান করিতেছে। তীরদেশে অসংখ্য সর্পবিল বিদ্যমান থাকাতে ঐ স্থান নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া রহিয়াছে। বিষারণি সম্ভূত অগ্নিধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঋষিগণ যজ্ঞান্ত স্নানের নিমিত্ত তথায় প্রবেশ করা দূরে থাকুক, পশুপক্ষিকগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইলেও তীরজাত তৃণদল অথবা নদীর সলিলকণা স্পর্শ করিতেও পারে না। গগনবিহারী পক্ষিকুলও তাহার উপর দিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ নহে। অধিক কি সেই জলে তৃণ সকল পতিত হইবামাত্র যেন তেজে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। উহার তীরদেশও চতুর্দ্দিকে সার্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত বিষম দুর্গম ঘোর বিষানলে জল প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রজধাম হইতে উত্তর দিকে ক্রোশ মাত্র পরিমিত স্থান কেবল নিরাপদ। তৎপরেই এই ভীষণ বিস্তীর্ণ হ্রদ দেখিয়া কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অগাধ বিষম প্রজ্জ্বলিত হ্রদ কাহার? ক্ষণকাল পরেই স্থির করিলেন, পূর্ব্বকালে পন্নগাশন পতগরাজ গরুড়ের ভয়ে যে কালিয় সমুদ্র বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই নীলাঞ্জনপ্রভ অতি ভীষণ উরগপতি কালিয় এই হ্রদে বাস করিতেছে। সেই জন্যই এই সাগর গামিনী যমুনা সর্ব্বাবয়বে দূষিত হইয়াছে। এই উগপতির ভয়েই মানবগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই জন্য এই অরণ্যও শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বনপাদপ ও বিবিধ লতা বিতানে সমাকীর্ণ হইয়াছে। সর্পরাজ কালিয়ের বনচারী সচিব ও বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছে। সেই জন্য এই বন নিতান্ত দুর্নিরীক্ষা এবং বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় অস্পর্শ হইয়া উঠিয়াছে। হ্রদের উভয় তট শৈবাল দ্বারা নিতান্ত মলিন এবং বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলেও পথ প্রবর্ত্তন এবং সর্পরাজ কালিয়কে নিগ্রহ করিয়া যাহাতে নদীর জল সকলের উপভোগ্য ও সুস্বাদু হয়, আর যাহাতে এই স্থানে ব্রজবাসীর সুখে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ ও সর্ব্বতীর্থের কুশলাশ্রয় হয় তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উন্মার্গ প্রস্থিত দুরাত্মাদিগের নিগ্রহ করিবার জন্য আমি ব্রজে বাস ও গোপজন্ম স্বীকার করিয়াছি। অতএব এখন আমি এই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক বাল্যলীলানুসারে হ্রদে

পতিত হইয়া কালিয়কে দমন করিব। ইহা দ্বারা আমার বাহুবীর্য্য জগতে প্রথিত হইয়া উঠিবে।

৬৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! তখন তিনি তীরে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধপরিকর হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে কদম্বশিখরে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে সেই বনমালা-বিভূষিত পদ্মপলাশলোচন মেঘবর্ণ কৃষ্ণ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মহাশব্দে হ্রদ মধ্যে নিপতিত হইলেন। তাঁহার পতন দ্বারা যমুনা নিতান্ত বিক্ষোভিত হওয়াতে ভিদ্যমান মেঘাবলীর ন্যায় জলরাশি অতি বেগে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পতন শব্দে সর্পভবন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মেঘরাশি সমঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালিয় রোষকষায়িত নেত্রে জল হইতে উত্থিত হইল। উত্থানকালে সে ঘোরদর্শন অতিভীষণ পঞ্চবদন প্রসারিত করিয়া অনললাদ্গিরণ করিতে করিতে লোলরসনাদ্বারা যেন বিষম তর্জ্জনা করিতে লাগিল। তাহার অনলোদ্গারী ফণামণ্ডলে যেন সমুদয় হ্রদ পূর্ণ হইয়া উঠিল, রোষানলে শরীর স্ফীত এবং তেজঃপুঞ্জে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। মহাক্রোধে যেন যমুনার সমস্ত বারি প্রবাহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যমুনা ভীত হইয়াই যেন প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ স্বেচ্ছানুসারে সেই হ্রদ মধ্যে শিশুর ন্যায় স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া ক্রোধনলপূর্ণ তাহার মুখপরম্পরা হইতে শ্বাস মারুত সহকৃত সধূম অগ্নিশিখা সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে তাহার সেই উদ্দীপ্ত রোষানল যুগান্ত হুতাশনের ন্যায় সমীপবর্ত্তী তীরজাত বৃক্ষ সমুদায় একবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল, তাহার পুল, কলত্র, ভৃত্য প্রভৃতি মহোরগগণ ঘোরতর বিষানল উদ্গিগরণ করিতে করিতে আসিয়া অমিততেজা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং তৎক্ষণাৎ শরীর বেষ্টনদ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং নিস্পন্দভাবে অক্ষুব্ধ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সর্পগণ, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে তীব্র বিষপূর্ণ তীক্ষ্ণ দশনদ্বারা দংশন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বীর্য্যবান কৃষ্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না।

এদিকে গোপালগণ এই ব্যাপার অবলোকনে নিতান্ত ভীত হইয়া বাষ্পকুললোচনে রোদম করিতে করিতে ব্রজে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে কহিল, কৃষ্ণ কালিয়হ্রদে নিমগ্ন হইয়া বিচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, তোমরা শীঘ্র এসো, কালিয় তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, আর বিলম্ব করিও না। নন্দকেও শীঘ্র সংবাদ প্রদান কর যে, তোমার কৃষ্ণ কালিয়হ্রদে পতিত হইয়া বিষম সর্প কালিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। নন্দ তাহাদের সেই বজ্রপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ভয়বিহ্বল হৃদয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া সেই হ্রদোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন, প্রতিপদেই তাহার পদ স্খলিত হইতে লাগিল। সেই সংবাদ শ্রবণে বলরাম ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত ব্রজবাসিগণ যেখানে সলিলগর্ভে প্রবিষ্ট

হইয়া কৃষ্ণ পন্নগরাজ কালিয়ের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপবর্গ সকলেই বাষ্পকুললোচনে হাহাকার করিতে করিতে হ্রদ তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। সকলেই লজ্জিত বিস্মিত ও শোকার্ত্ত হইয়া কেহ কেহ হা পুত্র, কেহ কেহ হা ধিক্, কেহ কেহ বা হা হতোস্মি বলিয়া নিতান্ত দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিল। গোপনারীগণ যশোদাকে উদ্দেশ্য করিয়া আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল। হা যশোদে! হা মন্দভাগিনি! তোমাকে আজ প্রিয় পুত্র কৃষ্ণকে কালিয় বশবর্ত্তী মৃতের ন্যায় সর্পবন্ধনে বদ্ধ দেখিতে হইল। হে যশোদে! তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়, নতুবা হৃদয়সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? হায় গোপপতি নন্দ কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে! দেখ হ্রদতীরে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ লোচনে পুত্র মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিচেতন প্রায় অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণকে না পাইলে আর আমরা গৃহে প্রবেশ করিব না এখনই এই সর্পনিবাস হ্রদে যশোদার অনুপ্রবেশ করিব। যেমন সূর্য্য শূন্য দিন, চন্দ্রমা শূন্য রজনী, বৃষ শূন্য ধেনু সেইরূপ কৃষ্ণ শূন্য ব্রজে আমাদের প্রয়োজন কি? বিবৎসা ধেনুর ন্যায় আমরা কখনই কৃষ্ণকে ছাড়িয়া ব্রজে গমন করিতে পারিব না।

ব্রজবাসীদিগের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। নন্দ ও যশোদা বিষম শোকভরে বিলাপ করিতে করিতে অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শরীর মাত্রে ভিন্ন, বস্তুতঃ অভিন্নাত্মা রাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! গোপকুল নন্দন! শীঘ্র বিষায়ুধ সর্পরাজ কালিয়কে দমন কর। এই মানুষ বুদ্ধি আমাদের বন্ধুবর্গ তোমাকে মানুষ বিবেচনা করিয়া বিপন্ন বোধে করুণস্বরে কতই বিলাপ করিতেছেন। রোহিণী নন্দন বলরামের সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সর্প বন্ধন ছিন্ন করিলেন, এবং বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক বিষম সর্প কালিয়কে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর অবলীলাক্রমে জলের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত উত্থিত তাহার ফণারাজি অবনত করিয়া মধ্য মস্তকে আরোহণ করিলেন। আরোহণ করিয়াই তদুপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। উরগপতি তাহার সেই নৃত্যে বিমর্দ্দিত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, হে কৃষ্ণ! আমি অজ্ঞান বশতঃই তোমার উপর ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছি। হে বরানন! আমি এক্ষণে বিষহীন ও নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। পুত্র কলত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত আমায় কি করিতে হইবে, কাহারই বা বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে বল। আমাকে জীবন দান কর। তখন সর্পকুল নিসূদন ভগবান্ কৃষ্ণ উরগপতিকে অবনত দেখিয়া ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক কহিলেন, সর্পরাজ! তোমাকে আমি এই যমুনা হ্রদে থাকিতে দিব না। তুমি ভার্য্যা ও বন্ধুবর্গের সহিত সমুদ্র সলিলে প্রবেশ কর। যদি আমি পুনর্ব্বার এই যমুনার জলে অথবা স্থলেই হউক, তোমাকে কিম্বা তোমার পুত্র, ভৃত্য অথবা কোন আত্মীয়কেই হউক দেখিতে পাই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিব। এ হ্রদের জল এখন নির্ম্মল হউক, তুমি মহার্ণবে গমন কর। তথায় সর্পান্তকারী গরুড় হইতে তোমার বিলক্ষণ শঙ্কা আছে বটে, কিন্তু হে সর্পরাজ! তোমার মস্তকস্থিত এই আমার পদ চিহ্ন তাহাকে দেখাইলেই সে আর তোমাকে সংহার করিবে না।

তখন উরগ পুঙ্গব কালিয় কৃষ্ণের এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গোপগণের সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। কৃষ্ণও কালিয়কে দমন করিয়া হ্রদতীরে উত্তীর্ণ হইলেন। গোপগণ তাহাকে পাইয়া বিস্মিত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গোপপতি নন্দকে কহিতে লাগিল, গোপবর! তোমার পুত্র যখন এমন, তখন তুমিই ধন্য, তুমি সকলের প্রিয়পাত্র। হে অনঘ! আজ হইতে কি গোপকুল, কি ধেনুগণ, কি গোষ্ঠ, যাহার যে কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, আয়তলোচন কৃষ্ণই তাহা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। এখন হইতে এই যমুনা পবিত্রসলিলা হইয়া মুনিজনসেবিতা হইল। ইহার তীরভূমিতে আমাদের ধেনুগণ এখন পরমসুখে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিবে। আমরা বাস্তবিকই ধন্য, কৃষ্ণ আমাদের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এরূপ ক্ষমতাপন্ন তাহা আমরা এতদিন কিছুই জানিতে পারি নাই। সেই পরম বিস্মিত গোপগণ এইরূপে কৃষ্ণগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে, দেবগণ যেমন চৈত্ররথ প্রদেশে গমন করেন, তদ্রুপ ব্রজধামে গমন করিল।

৬৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কালিয় দমন সংহিত হইলে রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যমুনা তীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা তাঁহারা উভয়ে গোধন লইয়া বিচরণ করিতে করিতে রমণীয় গোবর্দ্ধনগরির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তর দিকে যমুনা তীরে এক বৃহৎ রমণীয় তালবন দেখিতে পাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই তালপর্ণাচ্ছন্ন রমণীয় বনে তাঁহারা উভয়ে পরম প্রীতমনে বৃষভ শিশুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থান সমতল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশ সমাকীর্ণ। উহার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, আরও তথায় লোষ্ট্র বা পাষাণ খণ্ডের সম্পর্কও নাই। তত্রত্য তাল বৃক্ষ সমুদায় বিশাল স্কন্ধ, অত্যুন্নত শ্যামপর্ব্ব, ফল পরিপূর্ণ হইয়া অতুচ্চ হস্তিহস্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বাগ্মিবর দামোদর বলরামকে কহিলেন, আর্য্য! এই বনস্থলী পক্ক তালফলের গন্ধে কেমন সুবাসিত হইয়াছে। আসুন আমরা ইহার সুগন্ধি, সুস্বাদু রসস্ফীত শ্যামবর্ণ পক্ক তাল পাতিত করি। যখন ইহার গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এত তৃপ্তিকর, তখন আমার বোধ হয় এ ফলও অবশ্যই অমৃত তুল্য রসপূর্ণ হইবে। বলরাম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হাস্য করিতে করিতেই যেন তালফল পাতিত করিলেন। উহার পতন শব্দে বৃক্ষ সমুদায় কম্পিত হইয়া উঠিল। এই তালবন মনুষ্য সমাগম শূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। এমন কি উহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিলে বোধ হয় কেবল নরমাংসলোপ রাক্ষসের আবাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। গর্দ্দভরূপধারী অতি দুর্দ্দান্ত প্রভূত বলশালী ধেনুক নামে দৈত্য তথায় বাস ও সতত খরযূথে পরিবৃত হইয়া মনুষ্য, পশু ও পক্ষীদিগকেও ত্রাসিত করিয়া অতি দর্পে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। করতালী শ্রবণে হস্তী যেমন মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তদ্রূপ সেই তাল পতনের ভীষণ শব্দ শ্রবণমাত্র ধেনুকও ক্রোধে অধীর হইয়া শব্দানুসারে ধাবমান হইল। দর্পবশতঃ তাহার কেশর সমুদায় উদ্ধূত হইয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ হইল, হ্রেষারবে বন পূর্ণ হইয়া উঠিল

এবং খুরক্ষেপে পৃথিবীতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, রোহিণীনন্দন বলরাম তথায় ধ্বজার ন্যায় তালতলে অক্ষুব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র সেই দশনায়ুধ দুরাত্মা ধেনুক তাঁহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মুখ বিবর্ত্তন করিয়া পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা নিরস্ত্র বলরামের বক্ষোদেশে আঘাত করিতে লাগিল। বলরামও তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে করতে তালবৃক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতেই তাহার ঊরু, কটী, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হওয়াতে নিতান্ত জঘন্যাকৃতি হইয়া তাল ফলের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতিত ও গতাসু হইল। তদ্দর্শনে রাম তাহার অন্যান্য জাতিগণকেও সেইরূপে নিহত করিলেন। তৎকালে সেই গর্দ্দভশরীরও ভূপতিত পক্ক তালসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতল যেন শরৎকালীন জলদাবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এইরূপে সেই গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক সগণে বিনষ্ট হইলে পুনরায় সেই রমণীয় তালবনের শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আর তথায় ভয়ের নাম গন্ধও রহিল না, সমস্ত বন পবিত্র ও শুভদর্শন হইয়া উঠিল। ধেনুগণ পরম সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। গোপগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় বিহার ও নির্ভীকচিত্তে সুখ সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ধেনু সকল যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে দেখিয়া নাগেন্দ্রবিক্রম রাম ও কৃষ্ণ দ্রুমপর্ণ দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে সুখে শয়ন করিলেন।

৭০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পুলকিতচিত্তে সেই তালবন পরিত্যাগ করিয়া ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবৃদ্ধ নব তৃণাচ্ছন্ন বনভাগ সন্দর্শন করিয়া বিচরণার্থ ধেনুগণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন বাহ্বাস্ফালন, কখন সঙ্গীত, কখন বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন, কখন ধেনু ও বৎসগণের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই স্কন্ধে নিয়োগপাশ, বক্ষে বনমালায় বিভূষিত হওয়াতে উদ্গত শৃঙ্গ বৃষভশিশুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। একের বস্ত্র সুবর্ণবর্ণ, অপরের বস্ত্র অঞ্জনবর্ণ; উভয়ের বস্তুশোভা পরস্পরের শরীরে প্রতিভাত হইয়া উভয়েরই বস্ত্র যেন একবিধ হইয়া উঠিল। উভয়েই যেন ইন্দ্রচাপভূষিত শুক্ল ও কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কুশাগ্র কুসুম দ্বারা মনোহর কর্ণভূষণ রচনা করিয়া কর্ণে পরিধানপূর্ব্বক বনমার্গে বন্যবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা অনুচর সমভিব্যাহারে গোবর্দ্ধন সন্নিধানে লোক প্রসিদ্ধ বাহ্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াও জয়লাভ করিতে লাগিলেন। যাহাদিগকে দেবগণ সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আর মানুষী লীলা অবলম্বন করিয়া তদীয় জার্চিগুণানুসারিণী ক্রীড়ায় অনুরক্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাণ্ডীর বনে ক্রীড়াসক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড় শাখাসঙ্কুল এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ তরুমূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্যন্দোলিকা দ্বারা শিলাখণ্ড বিক্ষেপ এবং সমবয়স্ক গোপালগণের

সহিত বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধবিশারদ সিংহ বিক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় পরমাহ্লাদে স্বেচ্ছানুরূপ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ছিদ্রানুসন্ধায়ী প্রলম্ব নামক মহাসুর তাঁহাদিগের অন্যতরকে হরণ করিবার মানসে বন্যপুষ্পে বিভূষিত হইয়া গোপালবেশ ধারণপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়াদ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কেই প্রলোভিত করিতে লাগিল। দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব অমরগণের বিষম বিপক্ষ হইলেও যখন মানবীয় আকার ধারণ করিয়া গোপালবেশে গোপদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন আর তাহার প্রতি সংশয় করিবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং বলরাম ও কৃষ্ণ তাহাকে গোপবালক বলিয়াই স্থির করিলেন এবং সবান্ধবে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুরাত্মা প্রল ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের প্রতিই তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিল। সে তখন কৃষ্ণের অদ্ভুত বিক্রম নিতান্ত অসহ্য মনে করিয়া বলরামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ সকলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ আজ আমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইব, দেখা যাউক কে কাহারে পরাস্ত করিতে পারে? এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামের সহিত, বলরাম প্রলম্বের সহিত এবং অন্যান্য গোপবালকও ঐরূপে দুই দুই জন করিয়া যুগপৎ দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিবার জন্য প্রভূত বিক্রমে ধাবমান হইল। এইরূপে কৃষ্ণ শ্রীদামকে, বলরাম প্রলম্বকে এবং অন্যান্য কৃষ্ণপক্ষীয় বালক অন্যান্য গোপবালককে পরাস্ত করিলেন। ক্রীড়ায় এইরূপ পণ হইয়াছিল, যে যিনি পরাভূত হইবেন, জেতাকে স্কন্ধে করিয়া তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তদনুসারে পরস্পর পরস্পরকে স্কন্ধে আরোপিত করিয়া মহা আহ্লাদে পুনরায় ভাণ্ডীর বটমূলে বেগে প্রত্যাগত হইল। কিন্তু প্রলম্ব প্রত্যাগত না হইয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত মেঘের ন্যায় বলরামকে স্কন্ধে আনোপণ করিয়া অতি বেগে বিপরীত দিকে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বলরামের ভার তাহার নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। তখন সে মহেন্দ্রাধিষ্ঠিত জলদের ন্যায় স্বকীয় শরীর পরিবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর ভাণ্ডীর বট ও নীলাঞ্জন গিরির ন্যায় বিশাল হইয়া উঠিল, তাহার মস্তক দিবাকর করের ন্যায় সমুজ্জ্বল পঞ্চস্তবকযুক্ত মুকুটে উদ্ভাসিত হইল। প্রকাণ্ড মুখ, গ্রীবা অতি দীর্ঘ, চক্ষু শকট চক্রের ন্যায় গোল এবং ভীষণ দর্শন হওয়াতে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাহার পদভরে পৃথিবী যেন অবনত হইতে লাগিল। তাহার বসন ভূষণ ও মাল্যদাম সমস্তই তোয়ভারাবলম্বী জলদজালের ন্যায় লম্বিত হইয়া দুলিতে লাগিল। প্রলয়কালীন সর্ব্বলোকজিহীর্ষু অন্তক যেমন অর্ণব প্লাবিত সর্ব্বজগতের সংহার করিতে উদ্যত হয়, তদ্রূপ ভীষণাকৃতি প্রলম্বও রোহিণীনন্দনকে লইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনতলে ঘোর তিমিরবর্ণ মেঘ চন্দ্রমাকে লইয়া প্রস্থান করিতেছে।

তখন শ্রীমান্ বিভুসঙ্কর্ষণ দৈত্যস্কন্ধে সমাসীন থাকিয়া সন্দিগ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! এই পর্ব্বতপ্রমাণ দৈত্য মানুষীমায়া প্রদর্শন করিয়া আমাকে হরণ করিতেছে। এখন এই দুরাত্মাকে আমি কিরূপে দমন করিব? দর্পবলে ইহার শরীর দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত ও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণ বলরামের স্বভাব ও বল বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সেই জন্য তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্নিগ্ধ মধুরস্বরে প্রফুল্লবদনে কহিলেন, আর্য্য! কি আশ্চর্য্য আপনাতে মানুষীভাব দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি জগন্ময় এবং সকলের অনুসন্ধেয় পরম পদার্থ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। প্রলয়কালের আপনার সেই নারায়ণাত্মক মূর্ত্তি একবার স্মরণ করুন। মনে করিয়া দেখুন, তৎকালে আপনার আত্মা হইতেই ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরাতন দেবগণ ও সলিল প্রভৃতি সমস্তই উদ্ভূত হইয়াছিল, আর ইহাও যেন একবার আপনার স্মৃতিপথে উদিত হয়, যে এই সমুদায়ই আপনার মূর্ত্তন্তর মাত্র। আকাশ আপনার শীর্ষ, জল মূর্ত্তি, ক্ষমা পৃথিবী, হুতাশন মুখ, জগৎ-প্রাণবায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস, মন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে পরিণত হইয়াছে। আপনি সহস্রানন, সহস্রাঙ্গ, সহস্রচরণ, সহস্রলোচন, সহস্রপদ্মনাভ, আপনিই সহস্রকিরণমালী এবং শত্রুন্তপ। আপনিই আপনাকে যেরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, দেবগণ তাহাই দেখিতে পান। যাহা আপনি পূর্বে কখন প্রকাশ করেন নাই, তাহা কোন ব্যক্তি অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইবেন? এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তৎসমুদায়ই আপনা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র আপনার যাহা কিছু পরিজ্ঞাত আছে তাহা দেবতারাও জানিতে পারেন নাই। আপনার শরীর আত্মসম্ভূত, উহা দেবগণেরও প্রত্যক্ষ করিবার সাধ্য নাই। তবে আপনার যে কৃত্রিম রূপ আছে, তাহাই তাঁহারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। দেবগণও আপনার অন্ত দেখিতে পান না সেই জন্য আপনি অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি সূক্ষ্ম, আপনি স্থূল, আপনি অদ্বিতীয়। অধিক কি যাঁহারা সূক্ষ্ম বলিয়া পরিগণিত, আপনি তাহাদেরও অনধিগম্য। আপনিই এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের স্তম্ভস্বরূপ, সুতরাং আপনাতেই এই শাশ্বত জগৎ অবস্থান করিতেছে। আপনিই এই সমস্ত জীবপ্রবাহের মূল কারণ, আপনিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন, অসীম চতুঃসমুদ্র আপনার শরীরের আয়তন। চাতুর্ব্বর্ণের বিভাগও আপনা কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়াছে। আপনি চতুর্যুগের ঈশ্বর এবং চাতুর্হোত্র যজ্ঞের ফলভোক্তা। লোকদিগের পক্ষে আপনাতে ও আমাতে কিছুই বিশেষ নাই। আমরা উভয়েই একাত্মা, কেবল জগতের হিতসাধনার্থই পৃথক্ শরীর ধারণ করিয়াছি। আমি শাশ্বত কৃষ্ণ, আপনি সনাতন অনন্ত। আমরা উভয়ে শরীরমাত্রে ভিন্ন হইয়া এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছি। আমি যাহা, আপনিও তাহা, সুতরাং আপনাতে ও আমাতে কিছুই বিশেষ নাই। আমরা উভয়েই সমবলশালী এবং অভিন্নশরীর। তবে কি জন্য আপনি আপনাতে মুগ্ধ হইতেছেন? হে দেব! বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহারে ঐ দুরাত্মা দেবশত্রুর মস্তক চূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আত্মবৃতান্ত স্মরণ হওয়াতে রাহিণীনন্দন বলরাম স্বকীয় ত্রিলোকব্যাপী বল সাশ্রয় করিয়া বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা দুরাত্মা, প্রলম্বের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই এক আঘাই তাহার মস্তক ছিন্নকপাল হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর সে পদাঘাতে হতজীবিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তৎকালে তাহার প্রকাণ্ড শরীর ধরাতলে নিপতিত হইয়া গগনভ্রষ্ট ছিন্ন ভিন্ন ধারা ধরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার গাত্র হইতে অজস্র শোণিতধারা প্রস্রুত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন শৈলশৃঙ্গ হইতে গৈরিকাক্ত সলিলপ্রবাহ বহির্গত হইতেছে। এইরূপে সেই প্রলম্বকে সংহার করিয়া স্বীয় বল সংহার করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ সমীপে সমাগত

হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ, গোপগণ ও দেববৃন্দ জয়োচ্চারণ ও আশীর্ব্বচন দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই অশ্রান্ত কর্ম্মা বালক বলপূর্ব্বক দৈত্যকে নিহত করিলেন বলিয়া দেবগণ ইহাঁকে বলদেব নামে অভিহিত করিলেন। সেই দেবদুর্জ্জয় দৈত্য নিহত হইলে লোকেও তদবধি তাহার বলের পরিচয় প্রাপ্ত হইল।

৭১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এইরূপে কৃষ্ণ ও বলদেব বনবিচারী হইয়া বর্ষাকালের দুই মাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ব্রজধামে আগমন করিয়া শুনিলেন, ব্রজে শক্রমহোৎসব উপস্থিত। উৎসবে গোপগণ মহাব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, তদ্দর্শনে কৃষ্ণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে শক্র মহোৎসবে এত আনন্দ অনুভব করিতেছ, উহার ব্যাপারটা কি? তৎশ্রবণে একজন বৃদ্ধতম গোপ কহিলেন, বৎস! আমরা যে জন্য এই শক্রধ্বজ অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর। শক্র দেবগণের ঈশ্বর এবং মেঘ সমূহেরও অধিপতি। হে অরিসূদন কৃষ্ণ! ইহা তাহারই চিরন্তন উৎসব। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মেঘগণ আয়ুধ সহকারে আগমনপূর্ব্বক নবসলিলবর্ষণ দ্বারা প্রভূত শস্যোৎপাদন করিয়া থাকেন। পুরন্দর ইন্দ্রই ঐ সমুদায় মেঘের জলদাতা এবং তাহারাও ইন্দ্রের আজ্ঞাকর ভৃত্য। সেই ভগবান্ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত জগতকে প্রীত করিয়া থাকেন। তাহা হইতে শস্য সম্পাদিত হয়, সেই শস্যে অন্যান্য দেহিগণ ও আমরা জীবন ধারণ করি। সেই জন্য আমরাও আবার দেবগণকে প্রীত করিয়া থাকি। তাঁহারা প্রীত হইয়া বারিবর্ষণ করিলে শস্য বর্দ্ধিত হয়, তখন পৃথিবী তর্পিতা হইলে জগৎ অমৃতময় বলিয়া লক্ষিত হইতে থাকে। বৎস! সেই তৃণ ভক্ষণে বৃষভাদি সমস্ত গোধন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। তখন ধেনুগণ দুগ্ধবতী ও বৎসবতী হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে থাকে। যেখানে মেঘগণ বৃষ্টিবর্ষণ করে, তথায় বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ ও তৃণাচ্ছন্ন হইবে। তথায় লোকসকল কখন বুভুক্ষায় কাতর হয় না। ইন্দ্র সূর্য্যকিরণ বা রস আকর্ষণ করিয়া মেঘবৃন্দকে দিব্য পয়োযুক্ত করেন। সেই মেঘ হইতে নূতন পবিত্র ক্ষীরসদৃশ জল ক্ষরিত হয়। ঐ জল মেঘরূপে পরিণত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইলে বিষম গর্জ্জন করিতে থাকে। বায়ুমুক্ত মেঘ উহাকে বহন ও যেগে চালিত করিয়া থাকে, সেই জন্যই উহার শব্দ পর্ব্বতবিদারক ঘোর বজ্রধ্বনিতুল্য শ্রুত হইতে থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল গগনবিচারী বস্ত্র নিষ্পেষযুক্ত স্বেচ্ছাবিহারী ভৃত্যের ন্যায় মেঘগণকে পরিচালিত করিয়া জলবর্ষণ করেন। ইন্দ্রের নির্দেশক্রমেই মেষসমুদায় সমগ্র আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দুর্দ্দিনের অবতারণা করিয়া থাকে। কখন বা উহার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, কখন সান্দ্র অঞ্জনের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে, কখন বা জলকণা বর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে ভগবান্ দেবেন্দ্র মেঘমণ্ডল দ্বারা সমস্ত নভোমণ্ডলকে বিভূষিত করিয়া থাকেন এবং সূর্য্যরশ্মি সম্ভূত সলিলরাশিও সমস্ত জীবের হিতের নিমিত্তই পৃথিবীতে বৃষ্ট হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! ইন্দ্রপ্রসাদে এই প্রাবৃটকালের অবতারণা হইয়াছে বলিয়া সমুদায় রাজন্যবর্গ পরমাহ্লাদ সহকারে ইন্দ্র মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তদুপলক্ষে সেই সুরপতির উৎসব সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

৭২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ দেব রাজের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত থাকিলেও গোপবৃন্দের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, আমরা বনচারী গোপ, গোধনই আমাদের জীবিকার প্রধান সাধন; অতএব ধেনুগণ, গিরি ও অরণ্যই আমাদের দেবতা। যেমন কৃষকদিগের বৃত্তি কৃষি, বিপণিজীবীদিগের বৃত্তি পণ্য, তদ্রূপ গোপ আমরা, গোধনই আমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এইরূপ বৃত্তি বিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে, যে বিদ্যা সম্পন্ন, তাহার তাহাই পরম দেবতা। তাহাই তাহাদিগের অর্চ্চনীয়, তাহাই তাহাদের মহোপকারিণী বিদ্যা। যে একের ফল ভোগ করিয়া অন্যের আরাধনা করে, তাহার কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই অভীষ্ট লাভ হয় না, প্রত্যুত অনর্থেরই কারণ হইয়া উঠে। কৃষিকার্য্যের সীমা ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের সীমা বন, বনের সীমা গিরি, সেই গিরিই আমাদের অদ্বিতীয় গতি। শুনিতে পাই, আমাদের এই সম্মুখবর্ত্তী বনে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহারা ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ব স্ব গহ্বরে বিহার করিয়া থাকে। তাহারা কখন সিংহ, কখন বা নখায়ুধশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া বনচ্ছেদোদ্যত লোকদিগকে ত্রাসিত করিয়া বনরক্ষা করে। যদি কখন কোন দুর্ব্বৃত্ত ঐ বনালয়জীবীদিগের উপর দৌরাত্ম করিতে উদ্যত হয়, পর্ব্বতগণ তৎক্ষণাৎ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া সেই দুর্ব্বত্তগণকে সংহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রই যজ্ঞ, কৃষকদিগের সীতা, আমাদিগের যজ্ঞ গিরি। অতএব গিরিযজ্ঞ করাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এক্ষণে গোপগণ সেই গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয় এই আমার একান্ত অভিলাষ। পর্ব্বতে অথবা বৃক্ষমূলে সুন্দর যজ্ঞভূমি নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ কর এবং পবিত্র যীয় পশু হনন করিবার জন্য সকলে সমবেত হও। আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন কি? ধেনুগণ শরৎকুসুমে বিভূষিত হইয়া গিরিবরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনমধ্যে প্রবেশ করুক। সম্প্রতি শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে কি জল কি শষ্পাবলী সমস্তই ধেনুগণের পক্ষে সুস্বাদু হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ অপগত, জলাশয় সমুদায় স্বচ্ছ হওয়াতে রমণীয় শরৎ যেন আহ্লাদে হাস্য করিতেছে। বনভূমি কোথায়ও পুষ্পিত কদম্ব নিবহে শুভ্রীকৃত, কোথায়ও বা ঝিন্টিগুচ্ছে শ্যামবর্ণ, কোথায়ও বা কর্কশ তৃণরাশিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ময়ুরধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। জলধরগণ আকাশতলে জল, অশনি, বিদ্যুৎ ও বলাকা শূন্য হইয়া দন্তশূন্য কুঞ্জরের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নদী সমুদায় নূতন জল, বৃক্ষ পত্র, মেঘ ও বায়ু প্রভৃতি দ্বারা নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রসন্ন সলিলা হইয়াছে। শুভ্রমেঘ উষ্ণীষ, হংসশ্রেণী চামর এবং নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র শ্বেতচ্ছত্র রূপ ধারণ করাতে গগনমণ্ডল যেন রাজশ্রী লাভ করিয়াছে। জলদকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে হংসের উচ্চহাস্য এবং সারস শ্রেণীর আক্রোশ শব্দে জল সমুদায় নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তটস্থিত চক্রবাকমিথুন যাহার স্তনদ্বয়, পুলিনদেশ যাহার নিতম্ব, হংসরাজি যাহার মধুর হাস্য সেই স্রোতস্বতীগণ পতি সমুদ্র উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। জলাশয় বিকসিত কুমুদকুলে পরিশোভিত এবং অম্বরতলও তারকা রাজিতে অলঙ্কৃত হইয়া যেন রাত্রিকালে পরস্পর স্পর্ধা করিতেছে। ধান্য সকল পরিপক্ক হওয়াতে ক্ষেত্র সমুদায় পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে;

তথায় মত্ত ক্রৌঞ্চগণ কলধ্বনি করিতেছে। এই সময়ে বৃষ্টির সম্পর্ক না থাকায় সমস্ত দিক্ অতি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে মনের আর স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। পুষ্করিণী, বাপী ও তড়াগ প্রভৃতিতে কমলকুল বিকসিত হইয়াছে। নদী, ক্ষেত্র ও সরোবরের শোভার আর পরিসীমা নাই। পদ্ম, রক্তোৎপল শ্বেতাজ ও নীল নলিনী প্রভৃতি জলজ কুসুম সকল বিকসিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ময়ুর ময়ূরীগণ স্ব স্ব মত্ততা পরিহার করিতেছে, বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ অভ্রশূন্য হইয়া গভীর সমুদ্রের ন্যায় ধীরভর আশ্রয় করিয়াছে। বর্ষাবসান বশতঃ ময়ুরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করাতে তাহাদের উদ্গত পুচ্ছ একবারে ভূতলে পতিত হইয়াছিল তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন বনভূমি অসংখ্য নেত্রে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যমুনার পঙ্কসলিল তীরভূমি কাশকুসুম ও লতাবিতানে পরিব্যাপ্ত এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে আকীর্ণ হওয়াতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। শস্যক্ষেত্র, বন ও উপবন প্রভৃতি সর্ব্বত্র শস্য সমুদায় পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। বিহঙ্গমগণ মৎস্য ও শস্যের লোভে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া মধুর নিনাদে শব্দ করিতেছে। জলদগণ বর্ষাকালে যে সমুদায় শস্য জলসিক্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে পরিপক্কাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই সময়ে চন্দ্রমা মেঘাবলুণ্ঠন পরিত্যাগপূর্ব্বক শরৎ সুলভ সমুজ্জ্বল শোভায় শোভিত হইয়া নির্ম্মল আকাশে অবস্থান করিলেন। ধেনুগণ দ্বিগুণ দুগ্ধবতী, বৃষভগণ দ্বিগুণ মত্ত এবং বনভাগের শোভাও দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী মেঘনির্ম্মুক্ত, জল পদ্মযুক্ত হওয়াতে মানব মনও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সূর্য্যও জলদজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শরৎসময়োচিত অত্যুজল তীক্ষ্ণ রশ্মি দ্বারা জলাশয়ের সলিলরাশি শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিজিগীষু মহীপতিগণ সৈন্যগণের নীরাজনবিধি সমাধা করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রোদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করিতেছেন। বন্ধুজীব কুসুম প্রস্ফুটিত হইল, তদ্বারা বনভূমি ঈষৎ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। সর্জ্জ, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বাণাসন, নিকুম্ভ, প্রিয় ও স্বর্ণপর্ণ। প্রভৃতি বনকুসুম বিকসিত হইয়া বনস্থলীর চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়াছে। সৃমর (মৃগ) ও পেচকবধূর শব্দে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল। শরৎ কামিনী যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া গর্গর শব্দ সমাকুল ব্রজধামের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। বর্ষাকালে দেবরাজ ইন্দ্র সমুদায় দেবগণের সহবাসে পরমসুখে বাস করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারাই সেই পতত্রিকেতন ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করুন। এক্ষণে বর্ষাকাল বিগত এবং শরং সময় উপস্থিত হইয়াছে। নীল লোহিত ও শুভ্রবর্ণ পক্ষিনিকরে এবং বিবিধ ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া পর্ব্বত ইন্দ্রচাপ সমাযুক্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তদুপরি লতামণ্ডপ মণ্ডিত প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা সকল বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মারুতহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইয়া ভবনশোভা বিস্তার করিতেছে। এখন আমাদের এই গিরি বর ও ধেনুগণকে অবিশেষে পূজা করা বিধেয় হইতেছে। অতএব ধেনুগণের শৃঙ্গ ও কর্ণ প্রভৃতিতে কর্ণভূষণ, ময়ূরপুচ্ছ, ঘণ্টা ও শরৎকালসুলভ বিবিধ পুষ্পে পরিশোভিত করিয়া মঙ্গল কামনায় তাহাদেরই অর্চ্চনা আরম্ভ কর। এদিকে গিরি যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হউক। স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রের পূজা করুন, আমরা গিরিদেবের আরাধনা করি। যদি আমার প্রতি তোমাদের প্রীতি থাকে, অথবা আমি তোমাদের যথার্থ সুহৃৎ হই, তবে আমি বলপূর্ব্বকই তোমাদিগকে গোযজ্ঞ করাইব, তাহাতে

আর অণুমাত্র সংশয় নাই। গোধনই যে সতত সকলের পূজ্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি স্ব স্ব মঙ্গলার্থ এই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রীতিপূর্ব্বক স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে, তবে অবিচারিতচিতে যজ্ঞারম্ভ কর। আমি যাহা বলিলাম তৎসমুদায়ই সত্য, ইহার কিছুমাত্র মিথ্যা হইবার নহে।

৭৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! গোপগণ কৃষ্ণের সেই সমুদায় অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিঃশঙ্কহৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, কৃষ্ণ! তোমার এই সমুদায় সারগর্ভ বাক্য গোপগণের নিতান্ত আনন্দ বর্দ্ধক। উহা আমাদের সককেই প্রীত করিতেছে। আর তোমার বাক্য আমাদের হিতকর ও জ্ঞানপ্রদ; বিশেষতঃ গোধনের হিতসাধন ও বৃদ্ধি ব্যতীত অনিষ্টের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমরা জানি তুমিই আমাদের গতি, তুমিই আমাদের পরম শ্রদ্ধার ভাজন, তুমিই আমাদের অবস্থা পরিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ্য। তুমি আমাদের সর্ব্বথা অভয়প্রদ, তুমিই আমাদের পরম সুহৃৎ। বৎস! আমরা তোমা হইতে অশেষ কুশল প্রাপ্ত হইতেছি এবং গোকুলেরও আনন্দের সীমা নাই। আমরা হৃষ্টচিত্তে তোমারই জন্য স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি। জন্মাবধি তোমার দুষ্কর কার্য্য, প্রভূত বলবিক্রম, সর্ব্বদিগব্যাপিনী কীর্ত্তি ও শৌর্য্যে আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। যেমন অত্যুগ্র প্রতাপ, দীপ্তি ও পূর্ণতা দ্বারা সূর্য্য অমরবৃন্দের মধ্যে প্রধান, তদ্রূপ তুমিও মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রূপ, লাবণ্য, প্রসন্নতা ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্তে তুমি নিশাকর তুল্য। কি বল, কি শরীরসৌন্দর্য্য, কি বাল্যলীলা, সকল বিষয়েই তুমি কার্ত্তিকেয়ের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছ। মর্ত্ত্যলোকে কেহ তোমার প্রতিযোগী নাই। হে বিভো! তুমি গিরিযজ্ঞানুষ্ঠনার্থ আমাদিগকে যাহা কিছু কহিলে, সমুদ্রবেলার ন্যায় কে উহার লঙ্ঘন করিতে পারিবে? অতএব ইন্দ্রমহোৎসব এই পর্য্যন্তই রহিল, এক্ষণে তুমি যাহার উল্লেখ করিতেছ, সেই গিরিযজ্ঞই আরম্ভ হউক। উহাদ্বারাই আমাদের এবং গোকুলের যথার্থ মঙ্গল হইবে। এই কথা বলিয়া সেই গোপবৃদ্ধ অন্যান্য গোপগণকে কহিল, অহে, তোমরা উৎকৃষ্ট দুগ্ধপাত্র সমুদায় আহরণ কর। উদপানের নিমিত্ত সুন্দর কুম্ভ সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। কল্পিত নদী ও বিস্তৃত দ্রোণী সমুদায় দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করা যাউক। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ, পেয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভোজ্যদ্রব্য এবং মাংস, ভাজন ও অপাত্র সমুদায় আহরণ কর। ঘোষপল্লীতে তিন দিনের মধ্যে যাহা কিছু দুগ্ধ হইবে তৎসমুদায়ই গ্রহণ কর, কেহ যেন উহা বিক্রয় না করে। যে সকল পশুর মাংস আমাদের ভোজনীয় তাহাই বলি প্রদান করা যাউক। গোপগণ সকলে সমবেত হইয়া এই গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। গোকুলবাসীরা হৃষ্টচিত্তে আনন্দকোলাহল করুক। তূর্য্যনিনাদ, বৃষভগণের গর্জ্জিত, বৎসের হম্বারব, ব্রজধামের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। দধির হ্রদ, শরাবর্ত্ত, দুগ্ধের কুল্যা, রাশীকৃত মাংস, পর্ব্বতাকার অন্ন স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হউক।

এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ পরম পুলকিত হইয়া মহাসমারোহে গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে গোপ, গোধন ও নারীদ্বারা যজ্ঞস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। যজ্ঞক্ষেত্রে

বহ্নিস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, চরুস্থালী, বিবিধ ভোজ্যবস্তু, গন্ধমাল্য ও ধূপদীপাদি উপকরণ সামগ্রী যথাস্থানে স্থাপিত হইল। গোপগণ পর্য্যাপ্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সমবধানপূর্ব্বক বিপ্রবর্গদ্বারা গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ যজ্ঞাবসানে মায়াপ্রভাবে গিরিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় অন্ন, দধি, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি উত্তমোত্তম বস্তু সমুদায় ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপ্রবর্গও আহ্লাদ সহকারে সম্পূর্ণ ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণও সেই দিব্য মূর্ত্তিতে ইচ্ছানুরূপ ভোজন ও দুগ্ধপান করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতরূপধারী স্রগদাম ভূষিত, চন্দনানুলিপ্ত গিরিশিখরাসীন ভগবান কৃষ্ণ সমিধানে প্রধান প্রধান গোপগণ গোপবালক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণও নম্রভাবে তাহাদের সহিত আপনি আপনাকে বন্দনা করিলেন। তখন গোপগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই পর্ব্বতস্থিত দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবন্! আমরা আপনার বশবর্ত্তী দাস। এক্ষণে আমাদিগকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর গিরিবেশধারী কৃষ্ণ পর্ব্বতানুরূপ বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, গোপগণ! যদি তোমাদের ধেনুগণের প্রতি অনুকম্পা থাকে, তবে অদ্য হইতে আমার পূজার বিধান কর। আমি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী পরম দেবতা এবং অভীষ্ট ফলদাতা। আমার প্রভাবে তোমাদের গোধন সমুদায় সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহাদের লইয়া পরমসুখে বনে বনে পর্য্যটন করিতে পারিবে। আমার ভক্তদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি তোমাদের সহিত পরমসুখে স্বর্গবাসের ন্যায় এই বনে পর্য্যটন করিব। তোমাদের মধ্যে এই যে নন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত গোপগণ আছেন, আমি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বিপুল ধন দান করিব। এক্ষণে তোমরা আমার সমীপে সবৎসা ধেনুগণকে শীঘ্র আনয়ন কর তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইব।

তদনন্তর অসংখ্য ধেনুগণ বৃষভদিগের সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত গিরিবরকে বেষ্টন করিল। শত সহস্র গাভী মস্তকে পুষ্পস্তবক শৃঙ্গে কুসুমমালা পরিধান করিয়া আহ্লাদে ধাবিত হইতেছে গোপালগণ উহাদিগকে দমন করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। তাহারা স্বেচ্ছানুসারে স্ব স্ব অঙ্গে বিবিধ গন্ধ দ্রব্য অনুলিপ্ত করিয়া কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ বা শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছে। সকলেরই হস্ত ময়ূরপুচ্ছ ও ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত সুন্দর অঙ্গদ এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রে শোভা পাইতেছে। এইরূপে গো, বৃষভ ও অসংখ্য গোপগণ তথায় সমবেত হইয়া পর্ব্বতের অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। গোপগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃষভ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, কেহ বা মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, কেহ বা দ্রুতবেগে গমন করিয়া বেগপলায়িত গাভিকে ধরিয়া আনিতেছে। এইরূপে ধেনুগণের নীরাজন মহোৎসব সমাধা হইলে গিরিবরের তৎকালোচিত মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অতঃপর কৃষ্ণও গোপগণ সমভিব্যাহারে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত এই গিরিযজ্ঞ প্রদর্শনে আবালবৃদ্ধ বনিতা গোপগণ একবাক্যে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এইরূপে ইন্দ্র মহোৎসব প্রতিরুদ্ধ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধভরে সংবর্ত্তক নামক মেঘপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ দামোদর পরায়ণ নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া আমার উৎসবদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। যদি তোমাদের রাজভক্তি থাকে এবং আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমাদের অভিমত হয়, তবে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। গোপগণের গোধনই প্রধান জীবনোপায় ও গোপত্ব সংস্থাপক। অতএব ঝড় ও বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকেই অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাল নিপীড়িত কর। আমিও স্বয়ং ঐরাবত বাহনে তথায় গমন করিয়া ঘোর বজ্রধ্বনি তুল্য শব্দায়মান ঝড় ও বৃষ্টির অবতারণা করিতেছি। তোমরা অত্যুগ্র বর্ষণ ও নিদারুণ বায়ু সঞ্চালন দ্বারা সেই ধেনুগণকে আহত কর। তাহা হইলেই উহারা মৎসগণের সহিত অচিরে প্রাণত্যাগ করিবে।

কৃষ্ণ গোপগণের চিরাভ্যস্ত শক্রমহোৎসব নিষেধ করিলে, পাকশাসন ইন্দ্রও জলদগণকে আহ্বান করিয়া এইরূপে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ পর্ব্বতাকার মেঘ সমুদায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ প্রকাশ দ্বারা লোকলোচন চকিত করিতে লাগিল, ইন্দ্রধনু উদিত হইয়া মেঘমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিল। সমস্ত গগনাঙ্গন একবারে তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল। মেঘ সমুদায় হস্তী, মকর ও সর্পের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া অতি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা এই রূপে শত সহস্র গজযুথের ন্যায় পরস্পর গাত্র ঘর্ষণপূর্ব্বক নভস্তল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোরতর দুর্দ্দিনের অবতারণা করিল। কোথায়ও মনুষ্য হস্তাকৃতি, কোথায়ও হস্তিহস্ত, কোথায়ও বা বংশের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিয়া অজস্র বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। মনুষ্যদৃষ্টিতে বোধ হইতে লাগিল যেন দুরবগাহ অসীম অগাধ সমুদ্র আকাশপথে অধিরোহণ করিয়াছে। সেই পর্ব্বত প্রমাণ জলধর দল আকাশের সর্ব্বত্র গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে বিহঙ্গগণের আর সঞ্চার রহিল না, মৃগগণ ভয় চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। নিবিড় মেঘা বরণে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। দুর্দ্দিনের পরিসীমা রহিল না। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন গোপগণের শরীরও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আকাশ মণ্ডল নিরন্তর মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে কি তারা, কি গ্রহগণ সমুদায়ই অদৃশ্য। এমন কি চন্দ্র সূর্যের অংশু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া সমস্তই নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। মেঘ হইতে অনবরত বারি বর্ষণ হওয়াতে ব্রজধামের সর্ব্বত্র যেন প্রবল স্রোতস্বতী বহিতে লাগিল। ময়ুর প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের আর সে কলকূজিত রহিল না। নারী সমুদায় পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভেক সমুদায় পুনঃ পুনঃ উল্লম্ফন করিতে লাগিল। মেঘগর্জ্জন ও বজ্রধ্বনিতে তর্জ্জিত হইয়া যেন তৃণ ও কম্পিত হইতে লাগিল। গোপগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে কহিতে লাগিল, কি সর্ব্বনাশ! সমস্ত পৃথিবী একাণবীকৃত হইয়াছে, বোধ হয় প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। সেই বৃষ্টিবর্ষণরূপ বিষম উৎপাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধেনুগণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল এবং মধ্যে মধ্যে হম্বারবে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের জঙ্ঘা ও চরণ নিষ্কম্প, খুর ও আনন ক্রিয়া রহিত, শরীর কন্টকিত এবং উদর ও পয়োধর একবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। কোন কোন ধেনু একবারে প্রাণ বিসর্জ্জন

করিল, কেহ বা অতি শ্রান্ত ও কাতর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল, কোন কোনটী জল বর্ষণোৎপাতে উদ্বেজিত হইয়া বৎসের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটী অচির প্রসূত বালবৎসকে ক্রোড়ে করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। এইরূপে বর্ষাপ্রভাবে গোধন সমুদায় বিকলাঙ্গ, আহার বর্জ্জিত কৃশোদর হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল। বালবৎসগণ ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তৎকালে তাহাদের সেই কাতরতা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা 'হে কৃষ্ণ! আমাদিগকে পরিত্রাণ কর এই কথা বলিবার নিমিত্তই ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কৃষ্ণ তখন সমুদায় গোধনের তাদৃশ বিপৎপাত এবং গোপগণের আসন্ন মৃত্যু সন্দর্শন করিয়া বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর আপনা আপনিই বলিয়া উঠিলেন; এইত ইহার সুন্দর উপায় দেখিতেছি। এই সকানন পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণার্থ ইহার নিম্নদেশে গোধনদিগের বাসস্থান কল্পনা করি। আমি এই পর্ব্বতকে ধারণ করিলে উহা দ্বিতীয় পৃথিবীরূপ গৃহ হইয়া সমুদায় ব্রজবাসী ও গোধনগণের রক্ষা করিতে পারিবে এবং পর্ব্বতও আমার বশবর্ত্তী থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিয়া সত্যপরাক্রম কৃষ্ণ স্বীয় ভুজবল প্রদর্শনার্থ দ্বিতীয় অচলের ন্যায় প্রভূত বিক্রমসহকারে সন্নিহিত পর্ব্বতকে হস্ত দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করিলেন। উহার শিখরদেশে ধারাবর্ষী জলধরগণ বিরাজ করিতেছিল, কৃষ্ণ সেই উৎপাটিত ভূধর বামহস্তে ধারণ করিলে গুহাকৃতি গৃহরুপে পরিণত হইল। ভূমি হইতে উৎপাটন সময়ে উহার উপরিস্থিত শিলাখণ্ড ও পাদপ সমুদায় বিচলিত এবং গুহার উপর নিপতিত হইতে লাগিল। উহার শিখর সমুদায় ঘূর্ণমান হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে শিলাখণ্ড সকল অতিবেগে উৎক্ষিপ্ত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য বিহঙ্গম প্রাণ ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। পার্শ্বদেশে গিরিনির্ঝরিণী সকল মেঘের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ প্রবাহে শিলাভঙ্গ করিতে লাগিল, পর্ব্বতও কম্পিত হইতে লাগিল। তত্রত্য জনগণ ঘোরতর বৃষ্টিপাত, শিলাপতন ও বায়ুপ্রবাহের শন শন শব্দ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। শৈলাকৃতি মেঘ সমুদায় পার্শ্বস্থ গিরি-প্রস্রবণের সহিত মিলিত হওয়াতে পর্ব্বত যেন পক্ষযুক্ত হইয়া উঠিল। তখন বিদ্যাধর, উরগ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কহিয়া উঠিল, দেখ দেখ পর্ব্বত পক্ষবান্ হইয়াছে; সেই পৃথিবী হইতে উন্মূলিত পর্ব্বত কৃষ্ণের করতলে বিন্যস্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কাঞ্চন, রৌপ্য ও অঞ্জনের এক সমাবেশ হইয়াছে। বৃষ্টি প্রভাবে পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুদায়ের মধ্যে কোন কোনটী শিথিল হইয়া পড়িল, কোন কোনটা অর্দ্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। গিরিবর কম্পিত হইলে তত্রত্য পাদপ সকল কম্পিত হইয়া চতুর্দ্দিকে কুসুম বিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ডশীর্ষ সর্পসকল ক্রোধভরে পর্ব্বতগুহা হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল, পক্ষীদিগের দুর্গতির আর সীমা রহিল না, তাহারা বৃষ্টিতে উদ্বেজিত এবং ভয়ে আকুল হইয়া এক একবার উর্দ্ধে উত্থিত আবার অধোমুখে পতিত হইতে লাগিল। সিংহ সকল ক্রোধে আস্ফালনপূর্ব্বক জলবর্ষী নিবিড় ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শালগণ মধ্যমান দুগ্ধভাণ্ডের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বত পৃষ্ঠ সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল, উহার যে সকল স্থান সমতল ছিল, তাহা বিষমতল ও নিতান্ত দুর্গম এবং যেস্থান

বিষম ছিল, তাহা সমতল হইয়া উঠিল। তখন ঐ মেঘাকুলিত পৰ্ব্বত অতিবৃষ্টিতে পর্য্যাকুল হইয়া রুদ্রদেবস্তম্ভিত ত্রিপুরপুরের ন্যায় আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল।

নীলজলধরপটলাচ্ছন্ন সেই বৃহৎ পৰ্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ড দ্বারা ধৃত হইয়া ছত্রের আকার ধারণ করিল। পৰ্ব্বতের গুহামুখ সমুদায় জলদজালে আবৃত হইয়া নিমীলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল পৰ্ব্বত যেন বাহু-উপাধানে গগনাঙ্গনে শায়িত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। পৰ্ব্বতের উপ রিস্থিত বৃক্ষ সমুদায় পক্ষিরবশূন্য বনভূমিও ময়ূরগণের কেকারব বৰ্জ্জিত হইয়া খেচরাবৃত গিরি যেন নিরবলম্ব বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

পৰ্ব্বতগুহা সমুদায় ঘূর্ণিত, কম্পিত ও বিপর্য্যস্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল গিরিকানন ও শিখরাবলী যেন সজ্বরভাব ধারণ করিয়াছে। পবনবাহন মেঘ বৃন্দ গিরিশিখরে অবস্থান করিয়া মহেন্দ্রের আদেশে অজস্র বৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই ঘনসংবৃত ভূধর কৃষ্ণের ভুজাগ্রে লম্বমান হইয়া নৃপতি নিপীড়িত চক্রারূঢ় জনপদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মেঘ সমুদায়ও গিরিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন একটা বৃহৎ জনপদ অপর একটী নগরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

অনন্তর দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় গোপগণের রক্ষাকৰ্ত্তা কৃষ্ণ শৈল উত্তোলনপূৰ্ব্বক হস্তে ধরিয়া সস্মিতবচনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, গোপগণ! আমি দৈববলে দেবগণেরও অসাধ্য গিরিগৃহ রচনা করিয়াছি, ইহাতে ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি কোন উৎপাতেরই সম্ভাবনা নাই, ধেনুগণ ইহাতে স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করিতে পারিবে। এক্ষণে তোমরা সত্বর গোধন সমুদায় যথাস্থানে স্থাপিত কর। উহাদের যথানুসারে ও জ্যেষ্ঠানুক্রমে বল ও আকৃতি বিবেচনা করিয়া স্থান নির্দ্দেশ কর। আমি শৈলোৎপাটন করিয়া যে বৃহৎ স্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি, এখন ব্রজের কথা দূরে থাকুক, ত্রিলোকও অবকাশ পাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া সেই গিরিগৃহের মধ্যে যেমন গোপগণ কলরব করিয়া উঠিল এবং ধেনুগণ হম্বারবে নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল, তেমনি পৰ্ব্বত বহির্ভাগেও তুমুল মেঘগৰ্জ্জন আরম্ভ হইল। গোপগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে গোধন সমুদায় গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করাইল। কৃষ্ণও উচ্ছ্রিত স্তম্ভের ন্যায় এক হস্তে শৈলমূল আশ্রয় করিয়া প্রিয় অতিথির ন্যায় গিরিবরকে ধারণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর গোপগণের ভাণ্ড ও শকটাদি যাহা কিছু ছিল,! তৎসমুদায়ই বর্ষণভয়ে উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইল। তখন বজ্রধারী ইন্দ্র কৃষ্ণের দেবদুঃসাধ্য সেই কাৰ্য্য দেখিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, “আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইল, কখনই উহা আর সফল হইবে না।’ এই ভাবিয়া জলদগণকে নিষেধ করিলেন। এইরূপে সপ্তাহ পরে দেবরাজ ইন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া মেঘগণকে, লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। আকাশ নিৰ্ম্মল হইল, সূর্য্য প্রদীপ্ততেজা হইয়া দিঙ্মণ্ডল পূৰ্ব্ববৎ আলোকময় করিলেন। ধেমুগণ বিগতক্লম হইয়া যে পথ দিয়া পৰ্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়াছিল সেই পথ দিয়া পুনরায় নির্গত হইল। ঘোষগণ তখন বিশ্বস্তচিত্তে পুনরায় স্ব স্ব স্থান অধিকার করিল। কৃষ্ণও অবিচলিতহৃদয়ে প্রীতি পূৰ্ব্বক গিরিবরকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

৭৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! কৃষ্ণ গোবৰ্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলেন, দেখিয়া ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি নির্জ্জলজলদাকৃতি মদজলসিক্ত মত্ত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন মহাত্মা অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ গোবৰ্দ্ধন গিরির একদেশে শিলাতলে আসীন রহিয়াছেন। পরস্পর সেই গোপবেশধারী তেজঃপুঞ্জ: কলেবর বালক সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তখন তিনি সেই নীরভারাবলম্বী নবনীরদ-শ্যাম, শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত কৃষ্ণকে অনিমিষ সহলোচনে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল সন্দর্শন করিয়া অবশেষে লজ্জিত হইতে লাগিলেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণ সেই বনমধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া লোকবৃত্তান্ত অনুধ্যান করিতেছেন, পন্নগাশে পতগরাজ গরুড় প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া তদুপরি ছায়া বিধান করিতেছে। অনন্তর তিনি ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহার গলদেশে দিব্য মাল্য, গাত্রে দিব্য অনুলেপন, হতে বাজ্রায়ুধ শোভা পাইতেছিল। মস্তকে বালার্ক সমুজ্জল বিদ্যুদ্বিকাশ কিরীট এবং কর্ণে হীরকখচিত কুণ্ডল মুখ বৃদ্ধি করিতেছিল। বক্ষঃস্থলে সহস্রদল পদ্মসদৃশ কমনীয় পঞ্চস্তবক হার বিদ্যমান থাকাতে সমস্ত শরীর অলঙ্কৃত করিতেছিল। ইন্দ্র কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন; হে মহাবাহো! হে গোপকুলানন্দবৰ্দ্ধন! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কারী মেঘগণকেবর্ষণ করিতে আদেশ করিলে, তুমি যে প্রীতিপূর্ব্বক ধেনুগণকে রক্ষা করিয়াছ, উহা অমানুষিক কার্য্য তাহার সংশয় নাই। তদ্বারা আমিও পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি হিরণ্য গর্ভ ধারণের ন্যায় শূন্যপথে যে গিরিবরকে ধারণ করিয়াছ, উহাতে কে না বিস্মিত হইবে? তুমি আমার মহোৎসব প্রতিষেধ করিলে আমি রুষ্ট হইয়া সপ্তরাত্রিকাল এরূপ ঘোরতর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। তুমি ব্যতীত কি দেবতা, কি অসুর কাহার সাধ্য আছে যে উহা নিবারণ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! তুমি মনুষ্যদেহধারী হইয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইলেও যে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবশক্তি গোপন করিয়াছ, উহাতে আমি পরম প্রীতি ও মহোপকার লাভ করিয়াছি। আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি মানবমূৰ্ত্তি আশ্রয় করিয়া যখন এইরূপ শক্তি ধারণ করিতেছ, তখন দেবকার্য্যও যে সম্যক সাধিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে বীর এক্ষণে আমাদের যে কিছু গুরুতর কার্য্য আছে, তৎসমুদায়ই সুসম্পন্ন হইবে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তুমি দেবগণের নেতা, সর্ব্বপ্রকার দুরূহ কার্য্য সাধনে তুমিই অগ্রবর্ত্তী। তুমি কি দেবলোক, কি মর্ত্ত্যলোক সকলেরই অদ্বিতীয় প্রভু। আমাদের সমস্ত ভার বহন করিতে পারে, তোমার মত এরূপ আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। যেমন স্বয়ং অসমর্থ হইলে বৃষভকে ভার বহনে নিযুক্ত করে তদ্রূপ দেবগণের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে তুমি তাহা বহন করিয়া থাক। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই শরীরাভ্যন্তরে লীন রহিয়াছে। ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বর্ণ যেমন সমস্ত ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ট তুমিও সেইরূপ আমদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পঙ্গু যেমন দ্রুতগামী লোকের অনুগমন করিতে অসমর্থ, লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেইরূপ কি জ্ঞান, কি বয়স কোন বিষয়েই তোমার অনুগমন করিতে সমর্থ নহেন। যেমন পৰ্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, হ্রদের মধ্যে বরুণালয়, এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ দেবগণের

মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। জলের নিম্নদেশে পাতাললোক, তদুপরি পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতের উপরে পৃথিবী, পৃথিবীর উপর মর্ত্ত্যলোক, তদুপরি পক্ষিগণের বিহায়ভূমি আকাশ; সেই আকাশের উপর স্বর্গেরদ্বার স্বরূপ সূর্য্যলোক, তাহার উপর বিমানচারী দেবগণের আবসভূমি দেবলোক বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই লোকে তুমিই আমাকে ইন্দ্র পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। স্বর্গলোকের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক। তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। ঐ স্থানই সোমদেব প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর বিহারভূমি। তাহার উপর গোলোক, তথায় সাধ্যগণ গোগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই মহাকাশগত অতি মহান গোলোক সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তোমার তপোময় গতি তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছে। আমরা পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও উহার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই। দুষ্কৃতকারী অধার্ম্মিক লোকেরা অতি দারুণ নাগলোকাশ্রয় পাতালতলে অবস্থান প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মশীল-সর্ব্ব-লোকের বাসস্থান পৃথিবী। যাহারা বায়ু সদৃশ অস্থিরকর্ম্মা তাহাদের বাসভূমি আকাশ। যাহারা শমদমাদিগুণে বিভূষিত এবং সুকৃতিকর্ম্মা স্বর্গ তাদের সুখপ্রদ স্থান। ব্রহ্মমাত্রপরায়ণ লোকদিগের ব্রহ্মলোকই অত্যুৎকৃষ্ট বাসস্থান। তদুপরি গোলোক কেবল গোগণেরই আশ্রয়, উহা অন্যের নিতান্ত দুরারোহ, তপশ্চরণাদি যে কোন উপায়ে তাহাতে আরোহণ করিবার কাহার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সেই গোলোক পৃথিবীতে তোমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল; তাহাদের উপদ্রব সকল নিবারণ করিয়া তুমিই তাহাদের রক্ষা করিয়াছ। হে মহাভাগ! আমি গোধন ও ব্রহ্মার আদেশানুসারে তোমার সম্মানার্থ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; আমি ভূতপতি দেবরাজ ইন্দ্র। মাতা অদিতির গর্ভে জন্ম অনুসারে আমি তোমার অগ্রজ আমি বারিবর্ষণদ্বারা তোমার উপর যে তেজঃ প্রদর্শন করিয়াছি, উহা স্বীয় ধৈর্য্যগুণে ক্ষমা কর। এইরূপে সৌম্যমূর্ত্তি কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া ইন্দ্র পুনরায় কহিলেন, স্বর্গস্থ গোগণ ও ব্রহ্মা আমাকে যাহা আদেশ করিযাছে, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

তাঁহারা কহিয়াছেন, "তোমার এই গোরক্ষণ কার্য্য দ্বারা আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। তোমা কর্ত্তৃক অতি মহৎ ভূলোক ও গোলোক রক্ষিত হইয়াছে। বৎস ও বৃষভগণ পরিবর্দ্ধিত হইল। অধুনা হলবাহী বৃষগণ দ্বারা কৃষীবলগণ, পবিত্র ঘৃতদ্বারা অমরগণ এবং গোময় ব্যবহার দ্বারা লক্ষ্মীর তৃপ্তি সাধন হইবে। হে মহাবল! তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের প্রাণদাতা, অদ্য হইতে তুমি আমাদের রাজা ও ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত হও"। সেই জন্যই আমি দিব্য জলপূর্ণ এই কাঞ্চনঘট স্বহস্তে লইয়া আসিয়াছি, ইহা দ্বারা তুমি অভিষিক্ত হও। আমি দেবগণের ইন্দ্র, তুমি গোগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছ এই জন্য এখন হইতে সমস্ত লোক তোমাকে গোবিন্দ নামে স্তব করিবে। গোগণ আমার উপরেও তোমারে ইন্দ্রত্ব স্থাপন করিয়াছেন সেই জন্য তোমাকে দেবতারা স্বর্গে উপেন্দ্র নামে কীর্ত্তন করিবেন। এই সময়ে আমি যে চারি মাসকে বর্ষাকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, উহার শেষ দুই মাস শরৎকাল বলিয়া কল্পনা করিয়া তোমাকেই উপহার প্রদান করিলাম। আজি হইতে লোকে প্রথম দুই মাস বর্ষা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। ঐ দুই মাস শেষ হইলে লোকে আমার উদ্দেশে যে ধ্বজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এখন হইতে উহা তোমার পূজার্থ হইবে। এই এই সময় মৎপ্রেরিত জলদগণকে দেখিয়া ময়ূরগণ যে সদর্পে নৃত্য করিত, উহা এখন হইতে পরিত্যাগ করিবে। অন্যান্য যাহারা এই সময়কে বর্ষাকাল মনে করিয়া মত্ততা বশতঃ

অল্প পরিমাণে মেঘনাদের অনুকরণ করিত, তাহারাও এখন হইতে নীরব ও শান্তভাব ধারণ করিবে। অগস্ত্যও ত্রিশঙ্কুর অধিষ্ঠিত দিক্ আশ্রয় করিবেন। তখন সহস্ররশ্মি সূর্য্য স্বকীয় তেজ দ্বারা সমস্ত দিক, সন্তপ্ত করিয়া বিচরণ করিবেন। ময়ুরগণ নীরব, চাতক জলপ্রার্থী হইবে। নদীতট হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী দ্বারা আকীর্ণ এবং শব্দায়মান বকশ্রেণীতে ব্যাপ্ত হইবে। বৃষভগণ মত্ত, ধেনুগণ হৃষ্ট ও দুগ্ধবতী, মেঘ সকল বারিবর্ষণে নিবৃত্ত, শস্ত্র সদৃশ নীল ও ভাস্বর নভলে হংসগণ বিচরণপ্রবৃত্ত, বাপী তড়াগ ও সরোবরে নলিনীকুল প্রস্ফুটিত এবং সমস্ত জলাশয়ের সলিল নির্ম্মল, ক্ষেত্র সমুদায় অবনতশীর্ষ-পরিপক্ক-ধান্যাবলীতে বিভূষিত, সলিল সমুদায় নদীগর্ভে প্রবিষ্ট হইবে এবং শস্যক্ষেত্র সমুদায় বিবিধ শস্যে ও ইক্ষুযষ্টিতে পরিপূর্ণ হইয়া মুনিজনেরও মন হরণ করিবে। সমৃদ্ধ জনপদপরিপূর্ণ পৃথিবী যেন বিশাল হইয়া উঠিবে। শ্রেণীবদ্ধ ওষধি সকল ফলশালিনী হইয়া পরম শোভা ধারণ করিবে। সর্ব্বত্র যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। এইরূপে শরৎ প্রবৃত্ত হইলে তুমিও তখন সুপ্তোত্থিত হইবে। স্বর্গে দেবলোকের ন্যায় পৃথিবীতেও মানবগণ ধ্বজাকার যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক তোমার আমার অর্চ্চনা করিয়া নিরাময় লাভ করিবে।

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র দিব্যতীর্থোদকপূর্ণ ঘট সমুদায় গ্রহণ করিয়া গোবিন্দকে অভিষেক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে স্বর্গীয় গাভিগণ তাঁহার মস্তকোপরি দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকাশ মেঘগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। বনস্পতি সকল চতুর্দ্দিক হইতে সুধাংশু কিরণের ন্যায় পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করিল। আকাশপথে দেবগণ তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। মন্ত্রপরায়ণ মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী যেন একার্ণব মুক্ত হইয়া রমণীয় আকৃতি ধারণ করিলেন। সাগর সমুদায় প্রসন্ন, জগতের শুভশংসী মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সমুদায় স্ব স্ব কক্ষ হইয়া উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিল। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সমুদায় উপশমিত, রাজন্যবর্গের বৈরভাব একবারে তিরোহিত হইল। পাদপশ্রেণী নবপল্লব ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইল। হস্তিগণ মদস্রাব করিতে লাগিল; বনে মৃগগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না; পর্ব্বত সমুদায় মহীরুহ ও গৈরিকাদি ধাতু সমূহে বিভূষিত হইল। ভূলোক দেবলোকের ন্যায় যেন অমৃতরসে তৃপ্ত হইল। অনন্তর মন্দাকিনী সলিলে কৃষ্ণের অভিষেকক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে দেবদেব ইন্দ্র সেই দিব্য মাল্যাম্বরধারী কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোধনদিগের রক্ষার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছ উহা আমার প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন আমার আগমনের আর একটা কারণ আছে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কংস, তুরগাধমকেশী ও সতত অনিষ্টকারী অরিষ্টকে বিনাশ কর। অতঃপর রাজোচিত রাজ্যপালন করিবে। তোমার পিতৃষাসা কুন্তীরগর্ভে আমার অংশে মৎসদৃশ পরাক্রান্ত এক পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার নাম অর্জ্জুন। তোমার উপরেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বহিল। তুমি বন্ধুত্ব সংস্থাপন দ্বারা তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে তোমার ন্যায় স্বভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং সতত তোমার বশবর্ত্তী থাকিয়া বিপুল যশ লাভ করিতে পারিবে। সেই অর্জ্জুনই ভরতবংশের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী হইয়া তোমার অনুবর্ত্তন করিবে। তুমি ভিন্ন জগতে তাহার আর প্রীতিস্থান থাকবে না। ভারতযুদ্ধ তুমি ও তাহারই সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তোমাদের উভয়ের যোগ হইলে সমস্ত নৃপতি নিধন প্রাপ্ত হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি ঋষি ও

দেবতাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি যে, কুন্তীর গর্ভে অর্জ্জুন নামে আমার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া সংগ্রাম প্রবিষ্ট রণদুর্ম্মদ অসংখ্য নরপতি ও বহু অক্ষৌহিণী সেনাগণকে একাকী ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিবে। তাহার অস্ত্র কৌশল ও ধনুর্ব্বিদ্যায় ক্ষিপ্রহস্ততায় অন্যান্য নৃপতিগণের কথা আর কি বলিব, তুমি ভিন্ন দেবগণও উহার অনুসরণ করিতে পারিবে না। সংগ্রামস্থলে সেই অর্জ্জুন যেমন তোমার বন্ধু ও সহায় হইবে, তুমিও সেইরূপ সহায়তা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। আর আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাহাকে অজ্ঞাত বিষয় সমুদায় জ্ঞাত করিয়া দিবে। তুমি আমাকে যে ভাবে দেখ তাহাকেও সেই ভাবে দেখিবে। তুমি রক্ষা করিলে মৃত্যু কখন তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। হে কৃষ্ণ! আমি যেমন তোমার প্রাণভূত, অর্জ্জুনকেও সেইরূপ মনে করিবে; তুমি পূর্ব্বকালে ত্রিপাদবিক্রম দ্বারা সকল ভুবন পরাজয় করিয়া বলির হস্ত হইতে ত্রিলোক গ্রহণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মানুসারে আমাকে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলে, দেবগণ তোমাকে সত্যময়, সত্যসঙ্ক, সত্যবিক্রম জানিয়া শক্রপরাজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই অর্জ্জুন আমার তনয় ও তোমার পিতৃসার পুত্র। সে যাহাতে তোমার সহচর হইয়া তোমার সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারে তাহা করিবে। স্বস্থানে কি গৃহে কি রণস্থলে সর্ব্বত্র তুমি তাহার ভার বহন করিবে। তুমি অবশ্যই ভবিষ্যদর্শী, সুতরাং তোমাকে আমি আর অধিক কি বলিব, তুমি কংসকে নিহত করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নৃপতিগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। ঐ সমুদায় যুদ্ধে অর্জ্জুন সমস্ত বীরাগ্রগণ্য অদ্ভুতকর্ম্মা যোদ্ধৃবর্গকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিবে,তোমারও যশের সীমা থাকে না। হে কৃষ্ণ! আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তৎসমুদায়ই তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে যদি আমি, দেববর্গ ও সত্য তোমার প্রিয় হয়, তবে আমি যাহা কিছু কহিলাম তৎসমুদায়ই তুমি প্রতিপালন কর।

ভগবান কৃষ্ণ ইন্দ্রের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোরক্ষণ বশতঃ গোবিন্দ নামের অধিকারী হইয়া পরম প্রীতমনে কহিতে লাগিলেন, হে শচীপতে! তোমার দর্শন প্রাপ্তিতেই আমি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিলে তাহার কিছুই অসম্পাদিত থাকিবে না। আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি; মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী আমার পিতৃষাসা কুন্তীর গর্ভে তোমা হইতে অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মতনয়, পবন হইতে ভীমসেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব এবং কন্যাবস্থায় সূর্য্য হইতে কর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া সূত লাভ করিয়াছেন, সমস্তই আমি পরিজ্ঞাত আছি। অভিসম্পাত বশতঃ মহাত্মা পাণ্ডু উপরত হইলে ধৃতরাষ্ট্রয়ের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, ইহাও আমার অজ্ঞাত নাই। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণকে সুখী কর। আমার সমক্ষে শক্র হইতে কখন অর্জ্জুনের পরাভব হইবে না; প্রত্যুত অর্জ্জুনের নিমিত্তই অন্যান্য পাণ্ডবগণও যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষত শরীরে অবস্থান করিবে। ভারতযুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই অর্জ্জুনকে কুন্তী সমীপে প্রেরণ করিব। হে দেবরাজ! তোমার তনয় অর্জ্জুন আমায় যাহা কিছু বলিবে, আমি তোমার প্রীতির নিমিত্ত তৎসমুদায় ভৃত্যের ন্যায় প্রতিপালন করিব।

সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রীতিযুক্ত ভগবান কৃষ্ণের এই সমুদায় প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তথা হইতে স্বর্গলোকে প্রদান করিলেন।

৭৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র স্বর্গ লোকে প্রস্থান করিলে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীমান কৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের সহিত সমবেত হইয়া ব্রজে উপস্থিত হইলেম। তত্রত্য বৃদ্ধ গোপগণ এবং তৎসহচারী সমবয়স্ক বালকগণ পরমাহ্লাদসহকারে কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ! তোমার স্বভাব ও ন্যায়পরতা সন্দর্শনে আমরা সকলেই নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। কৃষ্ণ! তোমার পরাক্রম দেবতুল্য, তোমার প্রসাদে ধেনুগণ বর্ষভয় হইতে পরিত্রাণ পাইল, আমরাও বিষম ভয় হইতে রক্ষা পাইলাম। হে গোবিন্দ! তোমার অমানুষিক কার্য্যকলাপ বিশেষতঃ গোবর্দ্ধন ধারণ সন্দর্শনে আমরা তোমাকে দেবতা বলিয়া বোধ করিতেছি। হে মহাবল! তুমি রুদ্র, কি মরুৎ না হয় দেবগণের অন্যতম হইবে। তুমি কি জন্য বাসুদেবকে পিতৃত্বে স্বীকার করিয়াছ; তোমার বল, বাল্যক্রীড়া, আমাদিগের মধ্যে গর্হিত গোপজন্মগ্রহণ ও তোমার অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া আমাদের মনে বিলক্ষণ শঙ্কা হইতেছে। তুমি লোকপাল সদৃশ হইয়া কি জন্য আমাদের সহিত অযোগ্য আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইলে? কি জন্যই বা শোধনচারণে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি দেব কি দানব কি যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব ইহাদের মধ্যে যে কেহ হও না কেন আমাদের পরম বন্ধু, অতএব আমরা তোমাকে নমস্কার করি। যদি তুমি কোন কার্য্যব্যপদেশেই যদৃচ্ছাক্রমে আমাদের মধ্যে বাস করিয়া থাক, তবে আমরা তোমার অনুগত ও নিতান্ত বশীভূত জানিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! সেই কমললোচন কৃষ্ণ গোপগণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্মিতবচনে কহিতে লাগিলেন, হে গোপগণ! আপনাদেরও পরাক্রম অসাধারণ, আপনারা আমাকে যাহা মনে করিতেছেন বস্তুতঃ আমি তাহা নহি। আমি আপনাদেরই স্বজাতীয় বন্ধু। অতঃ পর যদি আপনাদের আমার বিষয় কিছু শ্রোতব্য থাকে, তবে কাল প্রতীক্ষা করুন। কালক্রমে আমার সমস্ত বিষয় শুনিতে এবং আমার স্বরূপও অবগত হইতে পারিবেন। যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দেসসন্নিভ শ্লাঘ্যবন্ধু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহাই যথেষ্ট, অন্য বিষয় আর জানিষার আবশ্যকতা কি?

বসুদেবনয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া গোপগণ যৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আবৃতবদনে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণ চন্দ্রমার নবযৌবন এবং শরৎকালীয় সুধাধবলিত মনোহর নিশা অবলোকন করিয়া রতিক্রীড়ায় অভিলাষী হইলেন। অনন্তর সেই বীর্য্যবান কৃষ্ণ করীষলাঞ্ছিত ব্রজপথে দর্পিত বৃষভগণের এবং বলবান গোপবালকদিগের পরস্পর যুদ্ধযোজনা করিয়া দিলেন। স্বয়ং গ্রাহকগণের ন্যায় যে সকলকে গ্রহণ করিয়া অশেষ কৌতুক দেখাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে যুবতী গোপকন্যাদিগকে আহ্বান করিয়া নিজের শৈশবাবস্থাবশতঃ কেহ কিছু মনে করিবে না বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। সুকুমারী গোপনারীগণও গগননাদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তদীয় বদনকান্তি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ আদ্র হরিতালবৎ পীতবর্ণ রমণীয় কৌশেয়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিলেন। বিচিত্র বনমালারচিত কেয়ূর পরিধান করাতে অত্যুজ্জ্বল শোভায় সমস্ত বন সুশোভিত হইল। গোপাঙ্গনারা পূর্ব্বেই কৃষ্ণের অদ্ভুতচরিত সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার

মধুরালাপে পরম প্রীত হইয়া কেহ কেহ দামোদর বলিয়া শ্লেষ করিতে লাগিল, কোন বরাঙ্গনা পীনপয়োধর যুক্ত বক্ষঃস্থলে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে গোপকামিনীগণ প্রতিদিন রাত্রিযোগে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণ নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, প্রত্যুত তাহারা কখন শ্রেণী বদ্ধ হইয়া সান্ত্বনাকারে তাহাকে বেষ্টন করিত, কখন বা দুই দুই জনে সমস্বরে কৃষ্ণচরিত গান করিত, কখন তাহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত, কখন তাঁহার অনুকরণ, কখন বা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। আর কয়েকটা গোপ সেই বন ভাগে হস্তাগ্র দ্বারা তালপ্রদান পূর্ব্বক কখন কৃষ্ণের ন্যায় নৃত্য, কখন গান, কখন বা মৃদুমধুর হাস্যে, কৃষ্ণের ন্যায় কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রজবালাগণ প্রথমে হৃষ্টচিতে কৃষ্ণের অনুকরণ, পরে তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক, অনন্তর তাঁহার ভাবে আর্দ্র হইয়া মনের অনুরাগে কৃষ্ণগুণগান এবং তদাসক্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণের অনুধ্যান শরীরে কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিত। আর কোন কৃষ্ণসারনয়না গোপাঙ্গনা প্রফুল্লবদনে ভাবব্যঞ্জক নেত্র দ্বারা কৃষ্ণকে পুনঃপুন অবলোকন করিতে লাগিল যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইল না। তাঁহার মুখপদ্ম যতই অবলোকন করিতে লাগিল ততই তাহাদের দর্শনলালসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রজনীযোগে রতিলালসায় অধরসুধাপান করিতে লাগিল। যখন আবার কৃষ্ণ কাহারও নিমিত্ত বিরহভাব প্রকাশ করিয়া হায় কি হইল বলিয়া অনুনয় করিতেন তখন তাহাদের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না। তাহারা দিবাভাগে বেণী বন্ধন ও উৎকৃষ্ট বেশবিন্যাস করিত কিন্তু রজনী যোগে কৃষ্ণসহবাসে সমস্ত আকুলীকৃত ও বেণী আলুলায়িত হইয়া স্তনাগ্রে পতিত হইত। এইরূপে কৃষ্ণ গোপীচক্রে বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে চন্দ্রমালঙ্কৃত শারদীয় নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

৭৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা প্রদোষ কালে ভগবান কৃষ্ণ ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে অঙ্গারবর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বলচক্ষু বৃষরূপধারী অরিষ্ট, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় গোধনদিগকে ত্রাসিত করিয়া গোষ্ঠে উপস্থিত হইল। ইহার সম্মুখস্থিত চরণদ্বয়ের খুর অতি তীক্ষ্ণ, লোল জিহ্বা ওষ্ঠপ্রান্ত পুনঃপুন লেহন করিতেছে। অতিদর্পে লাঙ্গল ঘূর্ণিত হইতেছে। স্কন্ধলগ্ন ককুদ্ অত্যুন্নত ও নিরতিশয় কঠিন। তাহার অঙ্গ সমুদায় বিষ্ঠা মূত্র দ্বারা অনুলিপ্ত, তাহাকে দেখিলে ভয়ে ধেনুগণের শরীর কম্পিত হইতে থাকে। কটিদেশ অত্যন্ত বিশাল, মুখ অতিশয় স্থূল, জানু সুদৃঢ় এবং উদর অতি বৃহৎ। আগমন সময়ে শৃঙ্গদ্বয় কম্পিত ও গলকম্বল দোদুল্যমান হইতেছিল। সম্মুখে কোন ধেনু উপস্থিতমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আরূঢ় এবং নিতান্ত উদ্ধতভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। তরুদলন-চিহ্ন মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষাণাগ্রভাগ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, তৎকালে যদি কোন বৃষভ বিপক্ষভাবে তাহার সম্মুখীন হইত তবে আর তাহার

নিস্তার নাই। এইরূপ সেই ভীষণাকৃতি গোগণের সাক্ষাৎ বিঘ্নস্বরূপ অরিষ্ট বৃষভরূপে গোষ্ঠে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তথায় গর্ভিণী ধেমুগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের গর্ভপাত এবং নবপ্রসূতা গাভিগণকে আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শৃঙ্গায়ুধ অতি দুর্দ্ধর্ষ ভীষণমূর্ত্তি অরিষ্ট ধেনুগণকে প্রহার করিয়া বিনা যুদ্ধে তৃপ্ত হইল না, অবশেষে বৃষভগণকে আক্রমণ করিয়া গোষ্ঠ একবারে বৎস ও বৃষশূন্য করিয়া ফেলিল। এই দুরাত্মা অরিষ্ট ক্রমশঃ কৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া মেঘবৃন্দের ন্যায় অশনিপাত শব্দে ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া ধেনুগণের বিষম ভয়োৎপাদন করিতে করিতে ক্রমশঃ সমাগত হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ সেই মহাকায় শব্দায়মান বৃষভকে আসিতে দেখিয়া করতালি প্রদান ও সিংহনাদ করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। বৃষরূপধারী সেই অরিষ্টও তদ্দর্শনে লাঙ্গল উত্তোলনপূর্ব্বক নেত্রঘূর্ণন করিতে করিতে মহাক্রোধভরে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে আর অগ্রসর হইলেন না, পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই অরিষ্ট কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিধন বাসনায় দ্রুতপদে আগমন করিতে লাগিল। নীলাঞ্জন পর্ব্বত সদৃশ সেই দুর্ম্মদ বৃষ অতিবেগে সন্নিহিত হইবামাত্র কৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষের ন্যায় তাহার মুখাগ্রভাগ ধারণ করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহাবৃষ অরিষ্ট মুখ হইতে ফেন উদগীরণ এবং সশব্দে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অবরোধ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন বর্ষাকালে উভয় দিক হইতে আসিয়া প্রকাণ্ড মেঘদ্বয় পরস্পর সংসক্ত হইয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণ তাহার দর্পবল হনন করিয়া শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে পদার্পণপূর্ব্বক আর্দ্রবস্ত্র নিস্পীড়নের ন্যায় গলদেশ বিমর্দ্দিত করিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় তাহার বামশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া তদ্বারা তাহার মুখে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই দুরাত্মা দানব উৎপাটিত শৃঙ্গ ভগ্নাস্য ও ভগ্নস্কন্ধ হইয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় রুধির বমন করিতে করিতে হতচেতন হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল।

সেই বলদর্পিত অরিষ্ট দানব এইরূপে নিহত হইল দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সকলে কৃষ্ণকে সাধু বাদ প্রদান এবং তাঁহার কার্য্যকলাপের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বৃষ বিনাশ করিলে দিবা অবসান হইল সন্ধ্যা সমাগমে চন্দ্র সমুদিত হইলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ পুনরায় ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। স্বর্গে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের উপাসনা করেন গোপগণও সেইরূপ কৃষ্ণের নানা প্রকার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

৭৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কৃষ্ণ ব্রজে অবস্থান করিয়া দিন দিন অনলের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন শুনিয়া মথুরাধিপতি কংস ভয়বিহ্বলচিত্তে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পূতনা নিহত, কালিয় পরাজিত, ধেনুক কালগর্ভে লীন, প্রলম্ব নিপাতিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন ধারণ দ্বারা ইন্দ্রের মনোরথ বিফলীকৃত, অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা ধেনুগণ পরিত্রাত, ককুদ্বান অরিষ্টিও নিহত হওয়াতে গোপগণ আনন্দিত, রজ্জুর আকর্ষণে মহাবৃক্ষ নিপতিত এবং শকটভগ্ন

হইয়াছে। এই সমুদায় কৃষ্ণের অচিন্ত্যকার্য্য শ্রবণ করিয়া কংস আসন্নমৃত্যু বিবেচনায় বিকলেন্দ্রিয়, হতবুদ্ধি এবং মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন কেবল আপনাকে ঘোর বিপৎসাগরে মগ্ন ব্যতীত তাহার আর বুদ্ধির বিষয় রহিল না। অনন্তর একদা রাত্রিকালে সমস্ত মথুরাবাসী নিদ্রায় অভিভূত জনপদ নিস্তব্ধ কেবল অলজ্ঘ্য শাসন মথুরাধীশ্বর কংস প্রাণভয়ে ব্যাকুল ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পিতা, জ্ঞাতিবর্গ, দেবপ্রতিম বসুদেব, যদুবংশীয় কঙ্ক, সত্যক, কঙ্কানুজ দারুক, ভোজ, বৈতরণ, মহাবল বিকদ্রু, রাজা ভয়েসখ, ধনশালী বিপৃথু, বভ্রু, দানপতি অক্রূর, কৃতবর্ম্মা এবং অতি তেজস্বী ক্ষোভরহিত ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যাদবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাত্মগণ! আপনারা সকলেই সর্ব্বকার্য্য পারদর্শী, বেদশাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত, ন্যায়বৃত্তাভিজ্ঞ, ত্রিবর্গের প্রবর্ত্তক, কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সাক্ষাৎ দেবতুল্য এবং সদাচার নিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বদা অচলের ন্যায় ধৈর্য্যশালী, গর্ব্ব বিবর্জ্জিত এবং গুরুকুলে বাস করিয়া রাজাদিগের মন্ত্রণা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারগামী হইয়াছেন। আপনাদিগের যশঃপ্রদীপ সমস্ত জগৎ আলোকময় করিয়া রাখিয়াছে। বেদার্থ সমুদায় আপনারা সম্যক অবগত আছেন। আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রকৃতি, বর্ণচতুষ্টয়ের ক্রমও আপনাদের অবিদিত নাই। আপনারা নিয়ম সমুদায়ের বক্তা, নয়দর্শীদিগের নেতা, পররাষ্ট্রের ভেদকর্ত্তা, শরণাগতের রক্ষাকর্ত্তা। আপনাদিগের অস্খলিত চরিত্র, সম্পদ ও অভ্যুদয়দ্বারা স্বর্গলোকও অনুগৃহীত হয়, পৃথিবীর কথা আর কি বলিব। আপনাদিগের চরিত ঋষির ন্যায় প্রভাব প্রভঞ্জনের ন্যায়; ক্রোধ রুদ্রগণের ন্যায় এবং দীপ্তি মুনিবর অঙ্গিরার ন্যায়। আপনাদিগের পবিত্র কীর্ত্তির তুলনা জগতে আর নাই; যেমন সর্ব্বদিগবর্ত্তী কুলাচলসমুদায় পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে বীরধর্ম্মাক্রান্ত আপনারা সেইরূপ এই যদুকুল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে ভবাদৃশ মহাত্মগণ আমার অনুকূল পরমসখা বিদ্যমান থাকিতে একটা বিষম শত্রু ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, কি জন্য উহা উপেক্ষিত হইতেছে? এই শত্রু ব্রজে নন্দগোপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ নামে খ্যাত হইয়াছে। সে দেখিতে দেখিতে মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া আমার মূল হইতে উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি অত্যন্ত প্রণিধিবর্জ্জিত হইয়া নিতান্ত শূন্যহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি; আমারই অনবধান বশতঃ বসুদেব তাহাকে নন্দ গোপগৃহে গোপন করিতে পারিয়াছে; এক্ষণে সে দুরাত্মা উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় পূর্য্যমান অম্বুধির ন্যায়, গ্রীষ্মবসানে গর্জ্জিত মেঘের ন্যায় বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; আমি না জানি তাহার গতি প্রকৃতি, না জানি তাহার প্রকৃত তত্ত্ব, না জানি তাহার পরাক্রম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিতে পাই সে নন্দ গোপের পুত্র হইয়া অত্যদ্ভুত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিতেছে; সে কি দেবতনয় না কি? তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না; কিন্তু তার যে সমুদায় অমানুষিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সে যেন দেবলোককেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

দেখুন মহাত্মগণ! সে যখন নিতান্ত শিশু, তৎকালে পূতনা রাত্রিযোগে শকুনীবেশে তাহাকে স্তন দান করিতে আরম্ভ করিলে সে স্তন্যপাননেচ্ছু হইয়া সেই দুর্জ্জয় পূতনার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিয়া ফেলিল। বহুকাল হইতে যমুনা হ্রদে কালিয় বাস করিত, ক্ষণকালের মধ্যে তাহাকে দমন করিয়া রসাতলে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত নাগপাশ ছিন্ন করিয়া

পুনরায় উত্থিত হইয়াছে। ধেনুককে তালশিখর হইতে পাতিত করিয়া তাহার জীবন হরণ করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাকে দেবতারাও পরাভব করিতে পারে না সেই প্রলম্বাসুরকে বালক সে এক মুষ্টি প্রহারেই সামান্য লোকের ন্যায় যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে। বাসসের উৎসব ভঙ্গ করাতে তিনি ক্রোধভরে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রতি দৃকপাতও করিল না, বরং গোধনদিগের রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিল। বৃষরূপী বলদর্পিত অরিষ্টের শৃঙ্গোৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। সে কখনই বালক নহে, তবে বাল্যাবস্থা অবলম্বন করিয়া কেবল বাল্যলীলা প্রদর্শন করিতেছে। নতুবা এইরূপ দুরুহ ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন করা কি বালকের কার্য্য? ফলতঃ সে যে আমার ও কেশীর অদুরবর্ত্তী ভয়ের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সে নিশ্চয়ই আমার জন্মান্তরীয় মৃত্যু ছিল; নতুবা এ জন্মে আমারই অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করিবে কেন? কি জন্যই বা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সামান্য গোপত্ব স্বীকার করিবে? কেনই বা দেবপ্রভাবশালী হইয়া আমার ব্রজমধ্যে ক্রীড়া করিবে? অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কোন দেবতা স্বীয় প্রকৃত রূপ আচ্ছাদন করিয়া শ্মশানস্থ অনলের ন্যায় ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছে। শুনিতে পাই পূর্ব্বকালে দেবতাদিগের নিমিত্ত বিষ্ণু বামনাবতার হইয়া এই পৃথিবী হরণ করিয়াছিলেন। প্রভাবশালী সেই নারায়ণই সিংহরূপ ধারণ করিয়া দানবদিগের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন। হিমালয়শিখরে অচিন্ত্য রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরার ও তৎসংসর্গী দানবদিগের প্রাণসংহার করিয়াছেন। বৃহস্পতি তনয় কচরূপে শুক্রাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ করিয়া দার্দুরী মায়া প্রভাবে দানবদিগের মধ্যে অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সহস্রশীর্ষ অবিনাশী শাশ্বত অনন্তদেব বরাহ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সাগরনিময় পৃথিবীর উদ্ধার করেন। আর এক সময়ে অমৃতের নিমিত্ত দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইলে সেই বিষ্ণু না কি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক পৃষ্ঠে করিয়া মন্দর গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনিই আবার অমৃত উত্থিত হইলে মোহিনীমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে পরস্পর অতি নিদারুণ যুদ্ধ যোজনা করিয়া দেন। অতি কুৎসিত বামনমূর্ত্তিতে ত্রিপাদবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক হরণ করেন। দশরথগৃহে চতুরংশে বিভক্ত হইয়া রামরূপে রাবণকে নিহত করেন। সেই ভগবান নারায়ণ এইরূপে দেবকার্য্য সাধনার্থ নানা রূপ ধারণ করিয়া আত্মকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন অতএব আমার বোধ হয় নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য। এই বালক হয় সেই ভগবান বিষ্ণু অথবা দেবপতি ইন্দ্রই হইবেন। আমারই বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাসুদেবের প্রতিই আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে, বসুদেবের বুদ্ধিকৌশলেই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে।

এক সময়ে খট্টাঙ্গ বনে আমি দেবর্ষি নারদের সহিত সঙ্গত হইলে তিনি আমায় কহিলেন, "কংস তুমি দেবকীর গর্ভ কৃন্তনে যে যত্ন করিয়াছ, তাহা বসুদেব রজনীযোগে বিফল করিয়া দিয়াছে। তুমি বসুদেবতনয়া মনে করিয়া যাহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে সে যশোদার কন্যা, বসুদেবের নহে। বসুদেবতনয় কৃষ্ণ। তোমার মিত্ররূপী শত্রু বসুদেবই তোমার বধের নিমিত্ত রাত্রিযোগে ঐ উভয় গর্ভের ব্যত্যাস করিয়াছে। সেই

যশোদা কন্যা এক্ষণে পর্ব্বতবিহারী শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয়কে নিহত করিয়া ঘোররূপী দস্যুগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত এবং বলি প্রদানে অর্জিত হইয়া প্রমথগণের সহিত গিরিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছে। দস্যুগণ সতত তাহাকে ময়ুরপুচ্ছে সুশোভিত করিয়া সুরা ও মাংসপূর্ণ পাত্র প্রদানে আরাধনা করিতেছে। সেই কন্যা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে বিন্ধ্যাচলের যে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে উহা দর্পিত কুক্কুটাদি শব্দে প্রতিধ্বনিত, বায়স নাদে সতত নিনাদিত, ছাগযূথ ও অবিষম্বাদী পক্ষিকুল দ্বারা ব্যাপ্ত, সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ শব্দে প্রতিনাদিত, নিবিড় বনবৃক্ষ দ্বারা আচ্ছ, চতুর্দ্দিক মনোহর কান্তার দ্বারা পরিবেষ্টিত। দিব্য ভৃঙ্গার, চমর ও দর্পণ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত। তথায় শত শত দেবতুর্য্য নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। অমরগণ তাহাকে পূজা করিতেছেন। সেই শত্রু বিত্রাস জননী সীমন্তিনী তথায় পরম সুখে বাস করিতেছে। আর নন্দগোপের তনয় যে কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই, বসুদেবের পুত্র, তোমার সহজ বন্ধু এবং মৃত্যু স্বরূপ।”

সেই বলিষ্ঠ বসুদেবতনয় কৃষ্ণ আমার সহজ বন্ধু বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নিদারুণ শত্রু। যেমন বায়স যাহার মস্তকে উপবিষ্ট হয় আমিষলোলুপ চক্ষুদ্বারা তাহারই নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করে, এই বসুদেবও পুত্রকলত্র ও বন্ধু বান্ধবের সহিত আমার সম্বন্ধে তদ্রূপ। ইনি আমারই অঙ্গে প্রতিদিন প্রতিপালিত, আবার আমারই মুলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোবধ করিয়াও লোকে নিস্তার পাইতে পারে, কিন্তু বন্ধু কৃতঘ্ন হইলে তাহার আর কোন কালেই উদ্ধার নাই। যে কৃতঘ্ন কার্য্যানুরোধে অত্যন্ত প্রীতি প্রদর্শন করে, তাহাকে অচিরকালের মধ্যে পতিতদিগের পদবী অনুসরণ করিতে হয়। যে পাপিষ্ঠ নিরপরাধের প্রতি অনিষ্টাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ঘোর নরক পথের অনুসরণ করিতে হয়। আমিই শ্লাঘ্য আত্মীয়জন হই অথবা তোমার পুত্রই শ্লাঘ্যতর হউক, বন্ধুত্ব ধর্ম্মে চলিতে গেলে উভয়কেই সান্ত্বনা করিতে হয়। নতুবা হস্তিদ্বয়ের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যেমন মধ্যবর্ত্তী তরুলতারই ধ্বংস হইয়া যায়, যুদ্ধাবসানে আবার উভয় মাতঙ্গে, মহারণ্যে একত্র অশনাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপপ আত্মীয় অথবা অন্যই হউন আত্মীয়ের ভেদ সাধন করিতে গেলে, ঘিনি মধ্যস্থ থাকিয়া ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হন, হয়ত তাঁহাকেই সমূলে উৎসন্ন হইতে হইবে। হে বসুদেব! তুমি সতত দুরভিসন্ধিতে শঠতাপূর্ব্বক অসূয়া ও বৈরভাব আশ্রয় করিয়া যে, বংশের বিরোধ সংঘটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা আমি জানিয়াও আত্মবিনাশের নিমিত্তই কালস্বরূপ তোমাকে পোষণ করিতেছি। রে মূঢ়! তোমা কর্ত্তৃকই যদুকুল শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইল। আমি একাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া তোমাকে বৃথা সম্মান করিয়া আসিয়াছি। বয়ঃক্রম শত বৎসর কেশ সমুদায় শুভ্রবর্ণ হইলেই বৃদ্ধ হয় না। যাহার বুদ্ধি পরিণত হইয়াছে মনুষ্যমণ্ডলীতে তাহারাই বাস্তবিক বৃদ্ধ। তোমার স্বভাব নিতান্ত কর্কশ ও জ্ঞানও অতি সামান্য। শরৎকালের মেঘের ন্যায় তুমি কেবল মাত্র বৃদ্ধই হইয়াছ। তুমি মনে করিতেছ, কংস নিহত হইলে আমার পুত্র মধুরার রাজা হইবে; কিন্তু সেরূপ আশা করা তোমার দুরাশামাত্র, আর সেরূপ চিন্তাও তোমার বৃথা ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিপক্ষভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় তাদৃশ জিজীবিষু লোক জগতে কে আছে? তোমার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই তুমি আমার নিধন কামনা করিতেছ। কিন্তু দেখ আর আমি উপেক্ষা

করিব না, তোমার সমক্ষেই তোমার পুত্রদ্বয়ের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। আমি কখনও বৃদ্ধ, স্ত্রী বা ব্রাহ্মণের বধ সাধন করিনাই, করিবও না, বিশেষতঃ বন্ধুজনের প্রতি নিষ্ঠরাচরণ করা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তুমি এইস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমার পিতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ। তুমি আমার পিতৃস্বসার ভর্ত্তা এবং যদুকুলে তুমি একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছ। তুমি রাজচক্রবর্ত্তীদিগের বিখ্যাত মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং ধর্ম্ম বুদ্ধি সাধু যদুবংশীয়েরা তোমার বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন, তুমি যদুবংশীয়দিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, কিন্তু কি করি; নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে হইতেছে তোমার এ কি ব্যবহার? আমার জয়ই হউক অথবা বিনাশ হউক সে জন্য আমি তত দুঃখিত হইব না, কিন্তু বসুদেবের দুর্নীতি দ্বারাই এরূপ ঘটনা হইল ইহা সাধুমণ্ডলীমধ্যে কীর্ত্তিত হইলে যাদবগণ যে লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিবে ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, তুমি আমার বধোপায় চিন্তা করিয়া নিতান্ত অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছ এবং এতদ্বারা যদুকুলও নিন্দার ভাজন হইল। কৃষ্ণ ও আমি আমাদের এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ অনাসাধ্য বৈর উপস্থিত হইয়াছে, একতরের বিনাশ ব্যতীত উহার আর শান্তি নাই, যদুকুলও সুখী হইতে পারিতেছে না। এই কথা বলিয়া কংস দানপতি অক্রূরকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, যাহা হউক এক্ষণে অক্রূর আমার নির্দ্দেশক্রমে শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া তথা হইতে গোপপতি নন্দ এবং আমার করদ অন্যান্য গোপগণকে আনয়ন করুন। নন্দ গোপকে এই কথা বলিতে হইবে সে যেন বার্ষিক করগ্রহণ করিয়া সমস্ত গোপগণের সহিত শীঘ্র এখানে উপস্থিত হয়। আমি ভৃত্য ও পুরোহিতের সহিত বসুদেবনয় কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়কেই দেখিতে বাসনা করি। আমি শুনিতে পাই তাহারা উভয়েই কালোচিত যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ ও বিলক্ষণ যোদ্ধা এবং তাহাদেয় আকৃতিও বিলক্ষণ দৃঢ় ও যুদ্ধার্থ পরম কৌতূহলী। আমারও এখানে যুদ্ধপটু দুইজন মল্ল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে। তাহাদিগের সহিত উহাদিগকে যুদ্ধে যোজনা করিয়া দিব। তাহারা নাকি আমার পিতৃস্বসার পুত্র, অমরগণের ন্যায় বীর, ব্রজে বাস করিয়া বনবিহার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে আমি একবার দেখিব, আর সেই ব্রজবাসীদিগকে বলিতে হইবে যে রাজা ধনুর্য্যজ্ঞ নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তোমরা তথায় উপস্থিত হইবে। আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে যথেচ্ছ প্রদান ও ভোজনের নিমিত্ত দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর প্রভৃতি কোন বস্তুরই যেন অপ্রতুল না হয়। অক্রূর! তুমি শীঘ্র গমন কর রাম ও কৃষ্ণকে লইয়া আইস। আমি তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাহাদিগকে আনিতে পারিলে আমি পরম সুখী হইব। সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া যাহা কর্ত্তব্য ও হিতকর বলিয়া বিবেচনা হয় তাহাই করিব। যদি আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাকালে আগমন না করে তবে আমি তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। অথবা তাহার বালক, বালকের উপর ওরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবার আবশ্য কতা নাই। মধুর বাক্যদ্বারাই তুমি তাহাদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর। অক্রূর! যদি তুমি বসুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট না হইয়া থাক তবে আমার এই পরম দুর্লভ প্রীতি সম্পাদন কর। যাহাতে তাহারা উভয়েই এখানে আগমন করে তাহা তোমাকে করিতে হইবে।

এইরূপে অদূরদর্শী কংস কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বাক্যজালে ব্যথিত হইয়াও বসুতুল্য বসুদেব ক্ষমাগুণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। প্রত্যুত গভীর সাগরের ন্যায় স্তিমিত ভাব অবলম্বন করিলেন। যাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবনতবদনে ও অনুচ্চস্বরে কংসকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। মহাতেজা অক্রূর দিব্যচক্ষু দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়া পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে জলনয়নার্থ প্রেরণ করিলে জলদর্শনে সে যেমন প্রীত হয় তদ্রূপ কৃষ্ণকে দর্শন করিতে পাইব এই আহ্লাদে পরম পুলকিত হইয়া অর তৎক্ষণাৎ মথুরা হইতে নির্গত হইলেন।

৭৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! সভাসীন যদুবংশীয় মহাত্মগণ কংসকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কর্ণে হস্তার্পণপূর্ব্বক মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই কংসের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। সভামধ্যে অতি তেজস্বী বাগ্মিবর অন্ধক উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অশঙ্কচিতচিত্তে অবিকৃতস্বরে কংসকে সম্বোধন করিয়া ধীরভাবে কহিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা প্রশংসনীয় হয় নাই। বিশেষতঃ আত্মীয় লোকের প্রতি ওরূপ বাক্যব্যয় সাধু বিগর্গিত ও অযুক্ত। হে বীর! যদি তুমি যাদব হইতে ইচ্ছা না কর তবে যদুবংশীয়েরা তোমাকে বলপূর্ব্বক যাদব করিতে চাহেন না। বৎস! তুমি শাসনকর্ত্তা হওয়াতে বরং বৃষ্ণিবংশীয়গণ আপনাদিগকে নিতান্ত অশ্লাঘ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। আমাদের বংশপ্রবর্ত্তয়িতা তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমঞ্জাই ফিরিয়া আসিয়াছে। তুমি ভোজ হও, যাদব হও অথবা কংসই হও যে কোন ব্যক্তিই হও, তোমার মস্তক কেশযুক্তই হউক, জটাযুক্তই হউক অথবা মুণ্ডিতই হউক, কুলপাংসন উগ্রসেন তোমারদ্বারাই শোচনীয় হইতেছে। কারণ তুমি যাহার পুত্র তাহাকে দুর্জ্জন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। মনীষী ব্যক্তিরা কখন আত্মগুণ গরিমা প্রখ্যাপন করেন না। গুণ সমুদায় পরমুখে কথিত হইলেই প্রকৃত গুণপদ বাচ্য হইয়া থাকে। তুমি বালক, কুলনাশন ও মূর্খ ; সুতরাং তুমি যাহাদিগের শাসনকর্ত্তা, সেই যদুবংশ পৃথিবীস্থ ভূপালগণের মধ্যে যে নিন্দনীয় হইবে তাহার আর কথা কি? তুমি তোমার কথিত যে সমুদায় বাক্য সাধু বলিয়া মনে করিতেছ বস্তুতঃ উহা ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাপূর্ণ হওয়াতে অসাধু। উহা দ্বারা ফল কিছুই নাই, কেবল আত্মনীচতাই প্রকাশ হইল। ব্রহ্ম হত্যার ন্যায় নিরহঙ্কার পূজ্যতম গুরুলোকের অথবা অন্য কোন মহাত্মারই হউক অধিক্ষেপ কোন ব্যক্তি ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে? বৎস! বৃদ্ধগণ অগ্নিতুল্য; সম্মান প্রদর্শন করিলে তাহারা অবশ্য অধিগম্য হইবেন নচেৎ কোনরূপে ক্রোধোৎপাদন করিলে ইহলোকের কথাই নাই তাঁহারা লোকান্তর পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে পারে। বৎস! যে দান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তি আপনার অভ্যুদয় কামনা করেন, জলমধ্যে মীনগতির ন্যায় ধর্ম্মের গতি অন্বেষণ করা তাঁহার অগ্রে কর্ত্তব্য। মন্ত্রশূন্য আহুতি যেমন অগ্নির অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করে। তদ্রূপ তুমি অতি দর্পে অগ্নিতুল্য বৃদ্ধদিগকে মর্ম্মান্তিক বাক্য দ্বারা ব্যথিত করিলে। তুমি বসুদেবকে পুত্রের নিমিত্ত

যে প্রকার নিন্দা করিলে উহা তোমার বৃথা প্রলাপমাত্র, আমি উহাকে অনুচিত মনে করিয়া নিন্দাই করিতেছি। পুত্র দুর্জ্জন হইলে পিতা কখন তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারেন না, বরং পিতাকেই পুত্রের জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে বসুদেব যদি স্বীয় পুত্রকে প্রচ্ছন্নভাবে গোপন করিয়া থাকেন আর তাহাই যদি অকর্ত্তব্য বলিয়া তোমার মনে হয় তবে একবার তোমার পিতাকে স্মরণ কর। তুমি বসুদেব ও যদুবংশের নিন্দা করিয়া যাদবদিগের বৈরজনিত অগ্নি উৎপাদন করিলে। যদি পুত্রের নিমিত্ত বসুদেবের অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তবে উগ্রসেন কি জন্য তোমাকে বাল্যাবস্থাতেই নিহত করিলেন না। পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে সেই জন্য ধার্ম্মিক লোকেরা সন্তানকে পুত্র নাম প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ ইহারা উভয়েই যদুবংশীয় যুবা, তুমি ইহাদের জন্মাবধি যেমন বৈর ভাব ধারণ করিয়াছ, তাঁহারাও সেইরূপ তোমার প্রতি মনে মনে বৈরভাব আশ্রয় করিয়াছেন। আর তুমি বসুদেবকে ভৎসনা করাতে যদুবংশীয় লোক সমস্তই কম্পিত, কৃষ্ণও কুপিত হইয়াছেন। তুমি কৃষ্ণের দ্বেষ, বসুদেবের নিন্দা করিলে, বোধ হয় এই জন্যই এত অশুভ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া ত্রাসোৎপাদন করিতেছে। রাত্রির শেষভাগে স্বপ্নে ভয়ঙ্কর সর্প দর্শনই বলিয়া দিতেছে মথুরা বিধবা। ক্রূর গ্রহ স্বাতি নক্ষত্রের সহিত সংসক্ত হইয়া আকাশে কিরণ বিতরণ করিতেছে। ঘোরদর্শন মঙ্গলগ্রহ চিত্রাতে বাক্রাতিচারে সংযুক্ত হইয়াছে। বুধ গ্রহ ঘোর তেজঃপ্রভাবে পশ্চিম সন্ধ্যা ব্যাপ্ত করিয়াছে। শুক্র সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া অগ্নির পথে বিচরণ করিতেছে। ধূমকেতুর পুচ্ছে ভরণ্যাদি ত্রয়োদশ নক্ষত্রের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর সে পূর্ব্ববৎ নিশাকরের অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। তদ্বারা সূর্য্যেরও গতি রুদ্ধ হইয়া উঠি য়ছে। ভয়ঙ্কর শিব সমুদায় শ্মশান হইতে বহির্গত হইয়া নিশ্বাসভরে যেন অঙ্গারবর্ষণ করিতে করিতে সায়ং ও প্রাতঃকালে বিকট নাদ করত নগরমধ্যে বিচরণ করিতেছে। উল্কা সমুদায় ভীষণ শব্দে পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। অকারণ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। মৃগ ও পক্ষিগণ চীৎকার ধ্বনি করিয়া প্রতিকূলগতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হওয়াতে দিন যেন রাত্রিরূপে পরিণত হইয়াছে। দিক সমুদায় ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন, বৃষ্টিপাত নাই কিন্তু ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। মেঘকুল বজ্র কঠোরস্বরে রক্তবৃষ্টি করিতেছে। দেবগণ স্থানভ্রষ্ট, বিহগকুল পর্ব্বতাবাস পরিত্যাগ করিতেছে। ফলতঃ দৈবজ্ঞগণ রাজ্যবিনাশের যে সমুদায় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সমুদায় দুর্নিমিত্তই উপস্থিত হইল দেখিতে পাইতেছি। তুমিও স্বজনদ্বেষী, রাজধর্ম্ম পারাঙ্মুখ, অকারণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছ, সুতরাং তোমার মৃত্যুভয়ও প্রত্যাসন্ন। হে দুর্ব্বদ্ধে! তুমি যখন মোহবশতঃ দেবতুল্য বৃদ্ধ বসুপ্রতিম বসুদেবের অপমাননা করিলে, তখন আর তোমায় শান্তিলাভ কোথায়? তোমার প্রতি আমাদের যে স্নেহ নিহিত ছিল তাহাও অদ্য হইতে আমরা পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাদের বংশের অহিতকারী কণ্টক, সুতরাং আমরা তোমার আনুগত্য করিতে আর প্রস্তুত নহি। হায়! তোমারই নিমিত্ত যদুকুল এতদিনে ছিন্নমূল হইয়া পড়িল। সেই দানপতি অক্রূরই ধন্য। তিনি এখন ব্রজে গমন করিয়া পদ্মপলাশলোচন, অক্লিষ্টকর্ম্মা বন বিহারী কৃষ্ণকে দেখিয়া পরম পুলকিত হৃদয়ে আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিবেন। কৃষ্ণও জ্ঞাতি সমাগমলাভে তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিবেন। তোমার কাল নিকটবর্ত্তী, এ

সময়ে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই বসুদেবকে বলিতে পার। বুদ্ধিমান্ বসুদেব তোমার এ সমস্তই সহ্য করিবেন। কিন্তু হে কংস! যদি তোমার প্রকৃত কল্যাণ কামনা থাকে, তবে আমার মতে এখনই তুমি এই বসুদেবকে সহায় করিয়া কৃষ্ণের আবাসে গমন কর এবং তাহাতেই প্রীতি স্থাপন কর।

৮০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কংস অন্ধকের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিল না; প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে স্বগৃহে প্রবেশ করিল। সভাসীন যাদবগণও আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক কংসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 'আর ইহার নিস্তার নাই, মৃত্যু নিতান্ত আসন্নতর' এই কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এ দিকে অক্রূর কংসের আদেশানুসারে মনোবতুল্য বেগগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণদর্শনলালসায় নগর হইতে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণেরও অঙ্গগত শুভ নিমিত্ত সকল পিতৃতুল্য বান্ধবসমাগম সূচনা করিয়া দিল।

উগ্রসেনতনয় মথুরাধিপতি কংস ইতঃপূর্ব্বেই কৃষ্ণের বিনাশ সাধনোদ্দেশে কেশীনামক দুর্জ্জয় দৈত্যের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিল। সেই নরহান্তা দুর্দ্ধর্ষ কেশী দূতমুখে নৃপতির আদেশ শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক গোপগণের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি সে যখন কামচারী হইয়া ব্রজের সর্ব্বত্র উদ্ধতভাবে বিচরণ করিত, তখন তাহাকে নিবারণ করা দূরে থাকুক, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে অগ্রসর হয়। সে ক্রোধভরে নিতান্ত দুর্দ্দান্ত তুরগমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গোপালগণ ও ধেনুগণকে নিহত ও তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। সে বৃন্দাবনের যে অংশে অবস্থান করিত, ক্রমে ক্রমে উহা মানবগণের অস্থিতে পূর্ণ হইয়া শ্মশানবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। তাহার খুরদ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ, বেগে মহীরুহ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। হ্রেষারবে বায়ুকেও স্পর্দ্ধা এবং লম্ফ প্রদানে নভোমণ্ডল লঙ্ঘন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দুষ্ট অশ্ব ক্রমে ক্রমে মত্ত হইয়া স্বীয় শরীর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাহার কেশর উদগত, ব্যবহার কংসের অনুরূপ হইল। দুরাত্মা তুরগরূপী দৈত্য গোপগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিয়া বনস্থলী একেবারে কম্পিত করিয়া তুলিল। তৎকালে তাহার ভয়ে সে বনে কি ধেনুগণ, কি বনজীবী মানবগণ কাহার আর প্রবেশ রহিল না। এমন কি নগরবাসীরা সেই বনপ্রবেশের দূরবর্ত্তী পথ পর্য্যন্তও স্পর্শ করিত না। একদা সেই মদোন্মত্ত নরমাংসলোলুপ কেশ কালপ্রেরিত হইয়া মনুষ্য শব্দানুসারে ভীষণমূর্তিতে ঘোষপল্লীতে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র গোপ গোপীগণ স্ব স্ব শিশুসন্তান লইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় পলায়ন করিলে জীবন রক্ষা হয় ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে জগদাশ্রয় কৃষ্ণ সন্নিধানেই উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে ঐরূপ রোদন করিতে দেখিয়া অভয়প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। কেশীও উর্দ্ধমুখে বিস্তৃত নয়নে দশনবিকাশপূর্ব্বক শ্রুতিকঠোরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কৃষ্ণের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। তখন তিনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া, জলধর যেমন

শশাঙ্কের প্রত্যুদ্গমন করে, তদ্রূপ উহার প্রত্যুগগমন করিলেন। এ দিকে মনুষ্য বুদ্ধি কৃষ্ণহিতাকাঙ্ক্ষী গোপগণ কৃষ্ণকে কেশীর সমীপবর্ত্তী দেখিয়া কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি বালক, সহসা উহার নিকটে গমন করিও না। ঐ পাপাত্মা হয়াধম নিতান্ত দুর্দ্দম্য, কংসের বহিশ্বর প্রাণতুল্য সহোদর অশ্বদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধস্থলে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই। শত্রুসৈন্য উহাকে দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়। ওটা সকলের অবধ্য এবং পাপকর্ম্মাদিগের অগ্রগণ্য। অরাতিঘাতী মধুসূদন গোপগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর হয়দৈত্য কখন দক্ষিণাবর্ত্তে, কখন বা বামাবর্ত্তে কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পদপ্রহারে সমিহিত বৃক্ষ সমুদায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তাহার কেশরায় মুখে এবং নিবিড় কেশাবৃত স্কন্ধদেশে ক্রোধজনিত স্বেদজল অনবরত বিশ্রুত হইতে লাগিল। শীতকালে চন্দ্রমণ্ডল নিঃসৃত নীহার যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ইহার মুখ হইতে ধূলিমিশ্রিত ফেনসমাকুল বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

হে ভরতবংশাবতংস! তাহার সেই চীৎকার ধ্বনিতে মুখবিবর হইতে ফেনসমাযুক্ত যে জলশীকর নির্গত হইতেছিল, তদ্দ্বারা কমললোচন কৃষ্ণের সর্ব্বশরীর আর্দ্র হইয়া উঠিল। ধূলি সমুদায় তাহার খুরদ্বারা উদ্ধূত হইয়া মধূক পুষ্পের রেণুর ন্যায় কৃষ্ণের কেশরাশি একবারে পিঙ্গলবর্ণ করিল। লম্ফন, উল্লম্ফন ও খুরাস্ফালন দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিল এবং দন্তদ্বারা দন্ত নিষ্পেষ করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। সে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবা মাত্র সম্মুখস্থ চরণদ্বয় উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা একবারে তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অনন্তর তাঁহার পার্শ্বদেশেও পুনঃ পুনঃ নিদারুণ পদপ্রহার করিতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বেই মহা ক্রোধভরে আবার তীক্ষ্ণ দশনাস্ত্র দ্বারা তাঁহার হস্তাগ্রভাগ দংশন করিতে লাগিল। এই সময়ে উভয়ে পরস্পর সংসক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিরণমালী মেঘের সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতেছে। কেশী স্বভাবতঃই অদ্বিতীয় বলবান, তাহাতে আবার ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দ্বিগুণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। তখন সে স্বীয় উরস্তাড়নে কৃষ্ণের বক্ষোদেশ ভগ্ন করিতে মানস করিল। অমিততেজা কৃষ্ণও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহু প্রসারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তখন সে আর উহা চর্ব্বণ বা বিদারণ করিতে পারিল না। অবশেষে দশনমূল পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া পড়িল এবং ফেনযুক্ত রুধির বমন হইতে লাগিল। ওষ্ঠবিপাটিত, গণ্ডদ্বয় বিদলিত এবং চক্ষুদ্বয় বিকৃত হইয়া যেন স্ফুটিত হইয়া পড়িল। হনুদেশ একেবারে নিলীন হইয়া পড়িল; চক্ষু রক্তবর্ণ, কর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও চেতনা শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। অনবরত শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল, পাদদ্বারা পুনঃ পুনঃ উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই পারিল না। অজস্র মলমূত্র বিসর্জন করিতে লাগিল। তখন সে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে নিতান্ত শ্রান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। আর চরণচেষ্টা রহিল না। কেশীর বক্ত্রমধ্যে বিলগ্ন থাকাতে, কৃষ্ণবাহু অর্দ্ধচন্দ্রাবৃত বর্ষাকালীন বক্রমেঘের শোভা ধারণ করিল। কেশীর শরীর কৃষ্ণের গাত্রে লম্বমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নিশানাথ রাত্রির অবসানে শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া সুমেরুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তাহার দন্তাবলী কৃষ্ণভুজদ্বারা উৎপাটিত ও ভূতলে পতিত হইয়া শারদীয় জল শূন্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

রাজন্! অষ্টিকর্ম্মা কৃষ্ণ এইরূপে স্বকীয় ভুজদ্বয় বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দুরাত্মা কেশীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। তখন সে বিবৃতা, নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। শয়ন করিয়া মহাশব্দে চীৎকার ও অঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে রক্ত উদগার আরম্ভ হইল। ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়া আসিল। সেই মহা ভয়ঙ্কর অসুর কৃষ্ণ বাহুতে বিবৃতাস্য হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে অন্ধবিচ্ছিন্ন পর্ব্বত, দ্বিধা বিভক্ত হস্তী অথবা পিনাকি বিমর্দ্দিত মহিষাসুরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তাহার চরণ, পুচ্ছ, কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকাদি সমস্ত অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিল। এদিকে মহাত্মা কৃষ্ণের ভুজদণ্ড কেশীর দন্ত প্রহারে অঙ্কিত হইয়া অরণ্যে গজেন্দ্র দশঙ্কিত প্রবন্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ পদ্মপলাশলোচন কেশব কেশীকে নিহত ও তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। গোপ গোপীগণ সকলেই এই ব্যাপার অবলোকনে আপনাদিগকে নিরাপদ ও নিরুপদ্রব মনে করিয়া পরমাহ্লাদে মগ্ন হইল এবং স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রিয়বাক্যে কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

গোপগণ কহিল, বৎস কৃষ্ণ! তুমি ক্ষিতিচর হয়রূপী দৈত্যপতি কেশীকে নিহত করিয়া জগতের কণ্টক নিরাকৃত করিলে। বৃন্দাবন নিরাপদ হইল। এখন এখানে মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলেই পরম সুখে বিচরণ করিতে পারিবে। এই দুরাত্মা আমাদিগের অনেক গোপ, গোধন ও বৎস এবং অন্যান্য জনপদবাসীদিগকেও নিহত করিয়াছে। এই পাপাত্মা নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল যে, সমস্ত ভূলোক নির্লোক করিয়া স্বয়ং পরম সুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। যাহার জীবনেচ্ছা আছে, এমন কোন ব্যক্তি ইহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত? মনুষ্যলোকের কথা দূরে থাকুক দেবগণের মধ্যেও কেহ ইহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া নিস্তার পাইতে পারিতেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে আকাশচারী দেবর্ষি নারদ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ভগবান কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেব! আপনি কেশীকে নিহত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইহা আপনি ব্যতীত কি স্বর্গ কি ত্র্যম্বক-নিবাস কুত্রাপি ইহার আর মৃত্যু ছিল না। হে প্রভো! আমি কেবল আপনার উপর গাঢ় অনুরাগ বশতঃই নিতান্ত উৎসুক হইয়া এই যুদ্ধ দর্শনার্থ স্বর্গ হইতে সমাগত হইয়াছিলাম। আমি আপনার পূতনাবধ প্রভৃতি সমস্ত অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু হে গোবিন্দ! এই কেশীর নিধন দর্শনে যে কতদূর প্রীতিলাভ করিলাম তাহা আর বলিবার নহে। এই দুরাত্মা যখন স্বকীয় শরীর সম্যক সম্বর্দ্ধিত করিয়া অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত তখন বলসূদন দেবরাজ ইন্দ্রও ইহার সম্মুখে গমন করিতে নিতান্ত ভীত হইতেন। আপনি যে আয়তপর্ব্ব ভুজদণ্ডে ইহার কলেবর বিপাটিত করিলেন, বিশ্ববিধাতা ইহার বিনাশের উপায় স্বরূপ কেবল ঐ হস্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমার নিতান্ত অভিলাষ এবং সেই জন্যই বলিতেছি আপনি যখন কেশীকে বিনাশ করিয়াছেন তখন আপনি অদ্য হইতেই সমস্ত জগতীতলে কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য মধ্যে যা কিছু অবশিষ্ট রহিল উহা অচিরকালের মধ্যেই সম্পন্ন করিতে

পারিবেন। আপনি অতঃপর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলে নরলোকও আপনার বল আশ্রয় করিয়া দেবগণের ন্যায় পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে পারিবে। ভারত মহাযুদ্ধের কাল সন্নিহিত হইয়াছে। ক্ষিতিপতিগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গবাস আশ্রয় করিবেন, সেই জন্য এখন হইতেই বিমানচারী দেবগণ আকাশপথ পরিশোধিত করিতেছেন। স্বর্গেও তাঁহাদের নিমিত্ত যথাযোগ্য বাসস্থান সমুদায় কল্পিত হইতেছে।

হে কেশব! উগ্রসেনতনয় কংসকে নিহত করিয়া আপনি রাজ্যপদ গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে রাজ্যগণ ঘোর সমরের অবতারণা করিবে। তখন পাণ্ডবগণ অপ্রতিমকর্ম্মা আপনাকে আশ্রয় করিবে। আপনিও নরপতিগণের ভেদকাল উপস্থিত হইলে যথাসময়ে পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিবেন। আপনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইলে আপনার প্রভাবে অন্যান্য ভূপালগণের আর সে প্রভুতা থাকিবে না, তাহাদের রাজলক্ষ্মী তখন আপনাকেই আশ্রয় করিবে। হে জগৎপতে! আমার এই সকল বার্ত্তা শ্রুতি পরম্পরায় কি স্বর্গ, কি ভূলোক সর্ব্বত্রই প্রথিত হইয়া পড়িবে। হে কৃষ্ণ! আমি আপনার কার্য্য সমুদায় ও আপনাকে সন্দর্শন করিলাম। এখন চলিলাম, কংস নিহত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করিয়া আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিব। দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণও দেবসঙ্গীতাস্পদ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ সমভিব্যাহারে ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন।

৮১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর দিবসনাথ সূর্য্য স্বকীয় উজ্জ্বল কিরণমালা সংহার করিয়া ক্রমে ক্রমে অস্তাচল শিখরাবলম্বী হইলেন। সন্ধ্যারাগে আকাশমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া আকাশের অপর দিকে সমুদিত হইলেন। বিহঙ্গমগণ সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া স্ব স্ব নীড়াবাসে বিলীন, সাধুগণ অগ্নিহোত্র বেদিকায় অগ্নি প্রজ্বালন করিতে সমুদ্যত, দিক্ সমুদায় অল্প অল্প অন্ধকারে আবৃত, ঘোষ পল্লীস্থ সকলেই সুপ্ত, শিবাবুল শব্দায়মান, মাংস ও আমিষ লোলুপ নিশাচরগণ আনন্দে পুলকিত হইল। রাত্রিকাল সমাগত দেখিয়া ইন্দ্রগোপ নামক কীট সমুদায় তস্করের ন্যায় প্রমুদিত, গৃহস্থগণের পাক সময় সমুপস্থিত, বনবাসী বানপ্রস্থগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ধেনুগণ ব্রজে প্রত্যাগমন করিলে দোহনকার্য্য আরম্ভ হইল। দোহনা বসানে বৎস সকল রুদ্ধ হইলে তাহারা পুনঃ পুনঃ হম্বারব করিতে লাগিল। গোপগণ গোবন্ধন রজ্জু বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান এবং বন্ধনার্থ দমন করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে স্তুপাকার করীষ রাশি সঞ্চিত ছিল, উহাতে অগ্নি প্রদত্ত হইলে জ্বলিয়া উঠিল। গোপগণের মধ্যে যাহারা কাষ্ঠাহরণার্থ বনগমন করিয়াছিল, তাহারা কাষ্ঠ ভারে অবনত স্কন্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দিনের অবসান ও রজনীর সমাগমে সূর্য্যকিরণ মন্দীভূত এবং জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উদয়াচল ও অস্তাচল উভয়েই যেন যুগপৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া আকাশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে দুই একটা নক্ষত্র নিত্যন্ত ক্ষীণজ্যোতিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিহগণ স্ব স্ব আবাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময়ে দানপতি অক্রূর রথারোহণে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই কৃষ্ণ বলরাম ও গোপপতি নন্দ গৃহে আছেন কি না ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুলোচনে প্রীতিপ্রফুল্লবদনে গৃহ ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণ গোদোহন স্থানে বৎস পরিবৃত হইয়া সবৎস বৃষের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। দেখিবামাত্র অর হর্ষ গদগদবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! নিকটে আইস। অনন্তর বটপত্রশায়ী, নিখিল শোভার আধার অব্যক্ত যৌবন সেই মহাত্মা কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই কি সেই পদ্মপলাশলোচন সিংহশাল সদৃশ বলশালী নবজলধশ্যাম কৃষ্ণ। ইহার আকৃতি অত্যুন্নত ভূধরের ন্যায়। ইঁহারই বক্ষঃস্থলে রণ বিজয়ী শ্রীবৎসহার লম্বমান। ঐ ভুজদ্বয়ই কি শত্রুকুল নিধনে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ইনিই সেই পরমাত্মরূপী অব্যক্ত পুরুষ। ইহাকেই লোকে সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়া থাকেন। ইনিই গোপবেশধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইহার মস্তক উৎকৃষ্ট কিরীট এবং শেতচ্ছত্র দ্বারা পরিশোভিত কর্ণ ইহাঁর উজ্জ্বল কুণ্ডলে বিভূষিত থাকে। ইহাঁর বিস্তীর্ণ পীন বক্ষঃস্থল উৎকৃষ্ট হারের এবং আজানুলম্বিত সুগোল বাহুদ্বয়শালী ইহাঁরই শরীর কন্দর্পাসক্ত সহস্র সহস্র কামিনীর উপচর্য্যার যোগ্য। ইনিই সেই পীত বসনধারী সনাতন বিষ্ণু যে চরণযুগলে সমস্ত জগৎ আক্রান্ত হইয়াছিল ধরণীর আশ্রয়

স্বরূপ সেই পদদয়ে ইনি ভূতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহার মনোহর দক্ষিণ হস্তাগ্রভাগ সুদর্শনের এবং বামহস্ত গদা ধারণের যোগ্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। ইনিই জগতের হিত কামনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই অদ্য ত্রিদশগণের ধুরন্ধররূপে মর্ত্ত্যলোকে শোভা পাইতেছেন। ভবিষ্যকুশল মানবগণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন যে এই গোপ বালকই ভবিষ্যৎকালে ক্ষয়োম্মুখ যদুবংশ বিস্তৃত করিবেন। প্রবাহ যেমন সমুদ্রকে পূর্ণ করে তদ্রূপ ইহারই প্রভাবে শতসহস্র যদুবংশীয়গণ স্বকীয় বংশ বিস্তার করিবে। সত্যযুগের ন্যায় সমস্ত অরিমণ্ডল ও সামন্তচক্র নিহত হইয়া পুনরায় এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ইহারই শাসনে অবস্থান করিবে। ইনি এই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিয়া সমস্ত জগৎ বশীভূত করিবেন। এবং সমুদায় রাজন্যবর্গের উপর প্রভুতা ও একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। পূর্ব্বকালে ত্রিপাদ বিক্রমদ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়া যেমন স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন তদ্রূপ অধুনাপি সমস্ত অরিমণ্ডল জয় করিয়া উগ্রসেনকে রাজা করিবেন। ইহা হইতেই সমস্ত বৈরভাব উৎসাদিত হইয়া থাকে। ইনিই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহু তর্ক বিতর্ক দ্বারা শ্রুতি প্রতিপাদ্য পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বলোকের পূজনীয় হইবেন তাহার আর সংশয় নাই; আমি অদ্য ইহাঁর আলয়ে থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি সেই ইহাঁর আদি বিষ্ণুমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ইহার পূজা করিব। ইনি মনুষ্যলোকেই অবতীর্ণ হউন আর গোপজাতিত্ব স্বীকার করুন কি আমি কি তত্ত্বদর্শী অন্যাদৃশ লোক সকলেই ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবে। আমি অদ্য রাত্রিতে ইহাঁর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইলে যদি মনস্থ করেন, তবে ব্রজবাসীদিগের সহিত ইহাঁকে লইয়া মধুরায় গমন করিব। পুণ্যাত্মা অক্রূর কৃষ্ণকে পাইয়া এইরূপে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তৎসমভিব্যাহারে গোপপতি নন্দের সভায় প্রবেশ করিলেন।

৮২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অক্রূর কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে নন্দালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক গোপবৃদ্ধদিগকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, গোপগণ! মহারাজ কংস মহাসমৃদ্ধ ধনুর্য্যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন, অতএব তাঁহার আদেশানুসারে তোমাদের সকলকেই যথাযোগ্য বার্ষিক কর লইয়া তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। অনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! কল্যই মথুরায় গমন করিতে হইবে। তথায় গমন করিয়া সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ এবং তোমার সেই পুত্রশোকাকুল নিতান্ত দীনভাবাপন্ন পিতা বসুদেবকে সন্দর্শন করিবে। সেখানে তোমার পিতা বসুদেব নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছেন। দুষ্টবুদ্ধি কংস তাহাকে সতত নিগ্রহ করিতেছে। বিশেষতঃ তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত। এ সময়ে দুঃখ শোক নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কংসভয়ে নিরন্তর উদ্বিগ্ন, তাতে আবার তোমাদের অদর্শনে দিবারাত্রি অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতেছেন। বৎস গোবিন্দ! তথায় দেবাঙ্গনা সদৃশ তোমার মাতা দেবকীকেও দেখিতে পাইবে। তিনি একাল পর্য্যন্ত পুত্রকে স্তনদান করিতে পান নাই। তিনি তোমার শোকে নিতান্ত ক্ষীণা, মলিনা ও হতপ্রভা হইয়া

পড়িয়াছেন। বিবৎসা সুমুভির ন্যায় তোমার বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। তাঁহার সেই মলিন বসন অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন চন্দ্রকান্তি রাহুগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি তোমার দর্শনলালসায় নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া নিরন্তর তোমার গমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি কেবল তোমার শোকেই নিতান্ত অবসন্ন ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। জন্মাবধি তিনি তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তুমি তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, সুতরাং তোমার শৈশববাচিত প্রলাপবাক্য শ্রবণও অদ্যাপি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। হে বৎস! যদি দেবকী তোমাকে প্রসব করিয়া চিরদিন এইরূপ দুঃখভোগ করিলেন, তবে আর এ জগতে কোন ব্যক্তি পুত্র প্রার্থনা করিবে? নারীদিগের একমাত্র অনপত্যতা দুঃখ বিষম শোকাবহ বটে, কিন্তু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া যদি স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার সে পুত্র জন্মে ধিক্কার দিয়া মাতা কেবল দুঃখভাগিনী হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ তুমি তাঁহার ইন্দ্র সদৃশ পুত্র, তোমার তুল্য গুণবান্ আর দ্বিতীয় নাই, লোক বিপন্ন হইলে তুমি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাক, কিন্তু তুমি যাহার পুত্র তাহার এরূপ দুঃখভোগ করা নিতান্ত যুক্তি ও বিধিবিরুদ্ধ।

তোমার মাতা পিতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্যের ভৃত্যভাবে কালযাপন করিতে হইতেছে, আবার তোমার নিমিত্ত অদীর্ঘদর্শী সেই কংস কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন। এক্ষণে পৃথিবীর ন্যায় যদি তোমার গর্ভধারিণী দেবকীকে পূজনীয় মনে কর, তবে সেই শোকসলিলমগ্না দেবকী এবং সুতবৎসল, দুঃখসাগরনিমগ্ন বৃদ্ধ বসুদেবকে পরিত্রাণ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বৎস কৃষ্ণ! তুমি তাঁহাদের পুত্র, তুমি তাঁহাদের সহিত পুত্রধর্ম্মে যুক্ত হইলে ধর্ম্মও লাভ করিতে পারিবে। যেমন যমুনাহ্রদে দুর্ব্বৃত্ত কালিয় নাগকে দমন করিয়া প্রকাণ্ড মহীধর সমূলে উৎপাটন করিয়া দর্পবনোন্মত্ত অবিষ্টের বিনাশ সাধন এবং পরপ্রাণহত্যা দুরাত্মা হয়রূপী কেশীর নিধন করিয়া যেরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছ, তদ্রূপ তোমার সেই নিতান্ত দুঃখিত বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে উদ্ধার করিয়া যাহাতে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পার তাহারই উপায় চিন্তা কর। তাঁহাদের দুঃখের কথা অধিক কি বলিব, দুরাত্মা কংস যখন সেই সভামধ্যে সর্ব্বজন সমক্ষে তোমার পিতাকে তিরস্কার করে, তৎকালে সভাস্থ সমুদায় লোককে তৎশ্রবণে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে হইয়াছিল। তোমার মাতা দেবকীও নিতান্ত পরাধীনা হইয়া গর্ভকৃন্তনজনিত বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে তনয়মাত্রেই জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিবে অতএব তুমিও তাঁহাদের প্রতি সদয়ভাবে একবার দৃষ্টিপাত কর। তাহা হইলে তাঁহারা সেই দুস্তর শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এবং তুমিও মানুষঙ্গিক পরমধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অতিতেজস্বী কৃষ্ণ পিতৃব্য অক্রূরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উদারবাক্যে তাঁহার আদিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিঞ্চিন্মাত্রও কোষ প্রকাশ করিলেন না। নন্দ অতি গোপবর্গও অক্রূর মুখে কংসের আদেশ শ্রবণ করিয়া মথুরায় গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, বৃষ, মহিষ ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার সামগ্রী এবং বার্ষিক করসংগ্রহ করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন দ্বারা সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর সুবিমল প্রাতঃকাল উপস্থিত

হইল; পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলরব করিতে আরম্ভ করিল, রজনীর অবসান হওয়াতে চন্দ্ররশ্মি ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী অস্তমিত, নভোমণ্ডল অরুণরাগে রঞ্জিত, সুশীতল বিভাতবায়ু সর্ব্বতঃ সঞ্চরিত, তারকারাজি ক্রমে ক্ষীণকান্তি ও অদৃশ্য এবং নৈশরূপ অন্তর্হিত হইল। একদিকে দিবাকর সমুদিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, অপরদিকে নিশানাথ ক্ষীণজ্যোতি ও ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। ব্রজভূমি ধেনুগণে ব্যাপ্ত হইল, মন্থনভাণ্ড সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইল, গর্গরশব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিল। তরুণবয়স্ক বৎসগণ রজ্জুবদ্ধ হইল। ঘোষপল্লীর সমস্ত পথ গোপগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গোপগণ বিবিধ দ্রব্যজাতপূর্ণ গুরুভাণ্ড সকল শকটে আরোপিত করিয়া স্বয়ং রথারোহণে সত্বরগমনে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শকট সমুদায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কৃষ্ণ বলরাম ও অক্রূর ইহাঁরা তিনজনে অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া তিনটী লোকপালের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যমুনা তীরে উপস্থিত হইলে অক্রূর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থানে রথবেগ সংবরণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান কর। অশ্বগণকে রথরশ্মি হইতে উন্মুক্ত করিয়া তৃণ প্রদান কর এবং হয়ভূষণ রথেরও সংস্কার করিয়া আমার নিমিত্ত ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবে। আমি এই স্থানে যমুনাহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক দিব্য বৈষ্ণব মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বলোকগুরু ভুজগেশ্বর অনন্তদেবের স্তোত্র পাঠ করিয়া এবং সেই ভগবান ভূতভাবন সহস্রশীর্ষ নীলবসনধারী শ্রীমান্ ভোগিপতিকে প্রণাম করিয়া আসিতেছি। সেই ধর্ম্মদেবের মুখ হইতে যে গরল নির্গত হইবে সেই অমৃত তুল্য গরল আমি দেবগণের ন্যায় পান করিব। অদ্য সর্পকুলের মঙ্গলের নিমিত্ত তথায় পরম মঙ্গলালয় দ্বিজিহ্ব ফনিপতি সমীপে এক সভা হইবে, উহা সন্দর্শন করিয়া আমি যাবৎ প্রত্যাগমন না করি, সেই কাল পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা কর।

তখৰ কৃষ্ণ হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, ধার্ম্মিক বর! আপনি গমন করুন। যাবৎ আপনি ভুজগেন্দ্র হ্রদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছেন, তাবৎ আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অধিক বিলম্ব করিবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা এখানে অধিক কাল থাকিতে পারিব না। অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা অক্রূর যমুনাহ্রদে নিমগ্ন হইলেন। হ্রদ পদবী দ্বারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, তথায় মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় পরম সুদৃশ্য নাগলোক বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে সহস্র বদন হেমতালবৎ উচ্ছ্রিতধ্বজ, লাঙ্গলপাণি, মুষলবেষ্টিতোদর, নীলাম্বরধারী, এককুণ্ডলভূষিত, পাণ্ডুবর্ণ ধরাধারী অনন্তদেব, স্বদেহ কুণ্ডলিত শুভ্র আসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার হস্তদ্বয় স্বস্তিকচিহ্নযুক্ত বরপ্রদানে সমুদ্যত, চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায, মস্ককস্থিত স্বর্ণমুকুট বামদিকে ঈষৎ বক্র, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণময় পদ্মমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত, বাহু সুদীর্ঘ, নাভি পদ্মের ন্যায় আয়ত, শরীর কান্তি জলশূণ্য মেঘের ন্যায় শুভ্র এবং প্রভামণ্ডলে সমুজ্জ্বল। বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণ একার্ণবাধীশ্বর সেই সমাজকে পূজা করিতেছেন। কম্বল ও অশ্বতর নামক নাগদ্বয় চামর বীজন করিতেছে। পন্নগেশ্বর বাকি সন্নিহিত, কর্কোটক প্রভৃতি সচিব মুখ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি একার্ণব জলপূর্ণ পঙ্কজশীর্ষ দিব্যকাঞ্চন ঘটদ্বারা স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাজোচিত বেশ ধারণ করিলেন। অতঃপর দেখিতে পাইলেন নবনীরদ-শ্যামবর্ণ, শ্রীবৎসপদলাঞ্ছিতবক্ষ, পীতবসনধারী কৃষ্ণ ও তৎপার্শ্বে প্রভু সঙ্কর্ষণের ন্যায় শশাঙ্ক সদৃশ

শুভ্র বিগ্রহ ধারণ করিয়া অপর এক দিব্য পুরুষ তৎসন্নিধানে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি সহসা কৃষ্ণকে কিছু বলিবার নিমিত উপক্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে তাঁহার বাকশক্তি স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে ভগবৎপরায়ণ অব্যয় ভুজগপতি মনে করিয়া বিস্মিতহৃদয়ে জল হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই অদ্ভুতরূপধারী রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই রথোপরি আসীন থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অনন্তর পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অক্রূর পুনরায় সেই জলে নিমগ্ন হইলেন। যথায় সেই নীলাম্বরধারী সহস্রশীর্ষ শ্বেতবক্ত্র অনন্তদেব উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান কৃষ্ণ সে স্থানেও সন্নিহিত রহিয়াছেন। তখন তিনি বৈষ্ণব মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে সহসা জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পথে রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেশব তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন! আপনি যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়া নাগ লোকের বৃত্তান্ত কিরূপ দেখিয়া আসিলেন? আপনি যেরূপ বিলম্বে আসিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া থাকিবেন, অতএব যাহা দেখিয়াছেন তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

অক্রূর কহিলেন, বৎস! এই চরাচর বিশ্ব সংসারে তুমি ব্যতীত আশ্চর্য্য বস্তু আর কি আছে? হে কৃষ্ণ! সেখানেও যে সর্ব্বলোকদুর্ল্লভ আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন করিয়াছি, এখানে তাঁহাকেই দেখিয়া পরম সুখানুভব করিতেছি। আমি এখানে সর্ব্বলোকবিস্ময়কর যাহার সহিত সঙ্গত রহিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক দর্শনীয় ও আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। এখন এস আমরা কংসের রাজধানীতে গমন করি; দিবাকর অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই আমাদের মথুরায় উপস্থিত হইতে হইবে।

৮৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনন্তর উদারমতি অক্রূর রথারোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিলেন, ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, দিবাকর রক্তবর্ণ আকার ধারণ করিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা কংসপালিত নমণীয় মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যসম তেজস্বী অক্রূর তাহাদের উভয়কে লইয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা এখন তোমাদের পিতৃগৃহে গমনাভিলাষ পরিত্যাগ কর। তিনি তোমাদের নির্ম্মিত বৃদ্ধ বয়সে কংস কর্ত্তৃক দিবারাত্র তিরস্কৃত হইতেছেন। আমি তোমাদের এখানেও অবস্থান করিতে বলিতেছি না। এক্ষণে তোমাদের সেই পিতা যাহাতে সুখ লাভ করিতে পারেন, তাহারই উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সাধো! যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমরা উভয়েই নগর ও রাজবর্ত্ম সন্দর্শন করিতে করিতে অতর্কিতভাবে কংসের গৃহে গমন করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অতঃপর বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও রাম মহাত্মা অক্রূরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া নগর সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। যেমন মত্ত কুঞ্জর আলানমুক্ত হইলে

যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, ইহাঁরাও তদ্রূপ অভিতঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক জন রজককে দেখিয়া তাহার নিকট অভিমত বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। রজক সেই কথা শ্রবণ মাত্র কহিল, কি হে, তোমরা কি বনেচর, নতুবা তোমাদের এত মূর্খতা কেন? তোমরা কি বুদ্ধিতে নির্ভয়ে এই সমুদায় রাজবস্ত্র প্রার্থনা করিতেছ। দেখিতে পাইতেছ আমি মহারাজ কংসের নানা দেশাহৃত বিবিধ বিচিত্র বসন লইয়া যাইতেছি, বিশেষতঃ ঐ সমুদায় বস্ত্রজাত উত্তমরূপে রঞ্জিত করিয়াছি। তোমরা কোন বনে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুগণের সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছ? সেই জন্য এই রঞ্জিত বস্ত্র দর্শনে নিতান্ত লোলুপ হইয়া পরিধানার্থ প্রার্থনা করিলে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমরা নিতান্ত মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি, তাহাতেই এই নগরে উপস্থিত হইয়া রাজবস্ত্র প্রার্থনাতে স্ব স্ব জীবিত ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছ। দুর্ব্বুদ্ধি রজক এইরূপে কালপ্রেরিত হইয়া বিষতুল্য বাক্য প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া অশনিকল্প গরু চপেটাঘাতে মূর্খের মস্তকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারেই রজক ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত ও গতাসু হইল। তখন তাহাকে নিহত দেখিয়া তদীয় পত্নীগণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে লোদন করিতে করিতে আলুলায়িতকেশে ত্বরিতগমনে কংসালয়ে উপস্থিত হইল। এদিকে তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া গন্ধলোপ হস্তীর ন্যায় মাল্য গ্রহণার্থ মালাকারদিগের আপনশ্রেণীতে গমন করিলেন। তথায় গুণক নামে প্রিয়ভাষী এক মালাকার বাস করিত। সেই সৌভাগ্যশালী প্রিয়দর্শন মাল্যজীবীর আপনে প্রভুত মাল্যদাম সজ্জিত ছিল। কৃষ্ণ মধুরবাক্যে অকাতরে তাহার নিকট মাল্যপ্রার্থনা করিলে সে পরমাহ্লাদ সহকারে এ সমস্তই তোমাদের এই কথা বলিয়া প্রচুর মাল্য প্রদান করিল। কৃষ্ণ পরম প্রীতমনে মাল্য পরিধানপূর্ব্বক তাহাকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! তোমার লক্ষ্মী অচলা হইবে। মাল্যজীবী তাঁহার বাক্য শ্রবণে অবনতমস্তক হইয়া বর গ্রহণ করিল। সহসা ভয়োদ্বিগ্ন হওয়াতে পুনরায় আর কিছুই কহিতে পারিল না। বরং মনে মনে তাহাদিগকে যক্ষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিল।

অনন্তর তাঁহারা পুনরায় রাজমার্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক কুব্জা অনুলেপন হস্তে ঐ পথে গমন করিতেছে। তখন কৃষ্ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অম্বুজপত্রাক্ষি। তুমি কাহার জন্য এই অনুলেপন লইয়া চলিয়াছ? আমায় বলিতে হইতেছে। তখন বিদ্যুৎ সদৃশ কুটিলগামিনী কুব্জা ঈষৎ হাস্য করিয়া অম্বুজলোচন কৃষ্ণকে জলদগম্ভীরস্বরে কহিল, আমি অনুলেপন লইয়া রাজার স্নানগৃহে গমন করিব। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কেমন এক প্রীতি উপস্থিত হইতেছে, অতএব আমি এই স্থানে দাঁড়াইলাম, তুমি আসিয়া অনুলেপন গ্রহণ কর। হে সৌম্য! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি মহারাজ কংসের অনুলেপন দানে নিযুক্ত আছি এবং রাজার প্রিয়পাত্রও বটে। তখন কৃষ্ণ সেই সুহাসিনী কুব্জাকে তথায় দাণ্ডায়মানা দেখিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমাদের উভয়ের গাত্রানুলেপন প্রদান কর। আমরা বিদেশী মল্ল, তোমাদের এই নগরে অতিথি। মহারাজ কংসের এই সমৃদ্ধ নগর ও ধনুর্যজ্ঞ সন্দর্শনার্থ এখানে আগমন করিয়াছি। অনন্তর কুব্জা পুন রায় কহিল, বৈদেশিক! তোমার দর্শন আমার নিতান্ত প্রীতিকর হইয়াছে, অতএব এই রাজোচিত অনুলেপন প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে কুব্জাদত্ত অনুলেপন! সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া যমুনা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। পরে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য বিধানজ্ঞ কৃষ্ণ হস্তাগ্রভাগ দ্বারা কুব্জার পৃষ্ঠস্থিত মাংসপিণ্ড ঈষৎ নিপীড়িত করিলে কুব্জা স্বীয় পৃষ্ঠের স্ফীততা অপগত হইয়াছে শরীর-যষ্টিও সরলায়ত বল্লীর ন্যায় আয়ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল এবং প্রণয়রে কামোন্মত্তা কামিনীর ন্যায় কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়া কহিল, কান্ত! আমি তোমাকে এই অবরোধ করিয়া রহিলাম কোথায় যাইবে। দাঁড়াও আমাকে সঙ্গে লও। তদ্দর্শনে তাঁহারা পরম সন্তুষ্ট হইয়া করতালি প্রদানপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন এবং কুব্জার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মধুর বাক্যে তাহাকে বিদায় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা কুব্জার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া রাজ সদনে গমন করিলেন। অনন্তর সেই ব্রজবির্দ্ধিত গোপবেশধারী বালকদ্বয় স্ব স্ব হৃদ্গত ভাব গোপন করিয়া হিমালয় বন-প্রসূত বলোন্মত্ত সিংহশাবকের ন্যায় অতর্কিতভাবে একবারে ধনুর্গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই গন্ধমাল্য বিভূষিত বিখ্যাত ধনুর দর্শন লালসায় আয়ুধপালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে আয়ুধপাল! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। হে সৌম্য! যে ভীষণ ধনুর নিমিত্ত এই যজ্ঞ মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে, তবে উহা কিরূপ ও কোথায় আমাদিগকে প্রদর্শন কর। এই কথা শুনিয়া আয়ুধপাল তাহাদিগকে সেই স্তম্ভ সদৃশ প্রকাণ্ড শরাসন প্রদর্শন করিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহার বিদারণ বা জ্যা রোপণ করিতে পারেন না। কমললোচন অতিবীর্য্য কৃষ্ণ সেই দৈত্যপূজিত শরাসন দেখিবামাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে হস্ত দ্বারা গ্রহণ ও উত্তোলন করিয়া অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া সেই উরগ সদৃশ গন্ধমাল্য সুশশাভিত বিষম ধনু দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। কৃষ্ণ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া আর তথায় অবস্থান করিলেন না, সত্বরগমনে বলরামের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে বায়ু নির্ঘোষের ন্যায় সমস্ত অন্তঃপুর বিচলিত ও দিক্ সমুদায় প্রপূরিত হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার অবলোকনে আয়ুধপাল নিতান্ত ভীত হইয়া কম্পিকলেবরে নৃপতি গোচরে সদর উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! এই মাত্র ধনুর্গৃহে অতি বিস্ময়কর সর্ব্বলোকভয়াবহ যে বিষম কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, উহা আমি নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। রাজন! বলিতে পারি না কোথা হইতে কাহার সমভিব্যাহারে নীল পীতাম্বরধারী, শ্বেত পতানুলেপনে দিগ্ধকলেবর শিখাশোভিতশীর্ষ সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় সুরকুমার সদৃশ বীরলক্ষণাক্রান্ত দুই বালক আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই সৌম্যদর্শন বালকদ্বয় সহসা ধনুর্গৃহে উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন তাহারা আকাশমার্গ হইতে তথায় অবতীর্ণ হইলেন। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম তাহাদের উভয়েরই দিব্য বস্ত্র পরিধান এবং গলদেশে অপূর্ব্ব মাল্য শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে এক জন পদ্মপলাশলোচন শ্যামতনু পীতাম্বর ও দিব্য মাল্যধারী ছিলেন, তিনিই আপনার দেবদুর্গ্রাহ লৌহসার ধনুরক্ত গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যানরোপণপূর্ব্বক নমিত করিলেন। অনন্তর সেই বাহুশালী মহাপুরুষ শরসংযোগ না করিয়াই আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আকর্ষণ করিবামাত্র মুষ্টি প্রদেশে ভীষণ শব্দ করিয়া সেই ধনু দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। তৎকালে পৃথিবী

বিচলিত হইয়া ছিল; সূর্য্য প্রভাশূন্য হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বোধ হইল যেন সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে নভস্তল ঘূর্ণমাণ হইতেছে। আমি সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। হে শত্রুকুলভয়প্রদ! আমি ভয়বিহ্বল হইয়াই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। হে মহারাজ! অমিতবিক্রম তাঁহারা দুই জন কে, তাহার আমি কিছুই জানি না। একজন কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অপরটা অঞ্জন গিরি সন্নিভ। হস্তী যেমন, স্বীয় বন্ধন স্তম্ভ ভগ্ন করিয়া যথেচ্ছ গমন করে, তদ্রূপ সেই প্রভূত বলবিক্রমশালী দ্বিতীয় বালক শরাসন ভঙ্গ করিয়া অনুচর সমভিব্যাহারে বায়ুবেগে কোথায় চলিয়া গেলেন বলিতে পারিনা। মহারাজ কংস আয়ুধ পালের মুখে ধনুর্ভঙ্গ বার্ত্তা শ্রবণে তাহাকে বিদায় দিয়া চিন্তা করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন।

৮৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর ভোজপতি কংস গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত ও বিমনায়মান হইয়া ধনুর্ভঙ্গ বিষয়ে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! একজন সামান্য বালক নির্ভীকহৃদয়ে আসিয়া আমার মহাবল পরাক্রান্ত রক্ষিবর্গকে অগ্রাহ্য করি সকলের সমক্ষে সেই ভীষণ ধনু ভঙ্গ করিয়া কিরূপে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল? আমি যাহার নিমিত্ত লোকগর্হিত নিষ্ঠুর কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃষ্বসার বংশধর ষড়গর্ভ বিনষ্ট করিলাম, আমার ভাগ্যে সেই ভয়ই উপস্থিত হইল? অতএব বুঝিলাম পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য। মহর্ষি নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য আমার সম্বন্ধে তাহাই উপস্থিত হইল। মহারাজ কংস এইরূপ চিন্তার পরেই সেই গৃহোত্তম হইতে নির্গত হইয়া যজ্ঞ সভাস্থিত মঞ্চসজ্জা অবলোকনের নিমিত্ত সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সভামণ্ডপে সুদৃঢ় মঞ্চ সমুদায় পরস্পর সংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। তাহার উত্তর দিকেই সুন্দর বড়ভিযুক্ত একৈক স্তম্ভ বিভূষিত উন্নত গৃহাবলী পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে উত্তমোত্তন বস্তুজাত প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে। মঞ্চে আরোহণার্থ প্রশস্ত সোপান সকল সংলগ্ন হইআছে। মধ্যস্থিত সিংহাসন সমুদায় পরম, সুদৃশ্য আস্তরণে আস্তৃত। মঞ্চের চতুর্দ্দিকের বিচরণ পদবীও বিলক্ষণ প্রশস্ত। উহার চতুর্দ্দিকে বেদি সকল কল্পিত হইয়াছে। মঞ্চগুলি এরূপ ভারসহ যে, বহুতর মানবের সমাগম হইলেও ভগ্ন হইবার নহে। রাজন্। যজ্ঞস্থান এইরূপে বিভূষিত দেখিয়া ধীমান্ কংস সচিবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সচিবগণ! কল্য তোমরা এই সকল মঞ্চে চিত্রিত প্রতিকৃতি, মাল্য, পতাকা, গন্ধদ্রব্য ও চিত্রপুত্তলিকালাঞ্ছিত আস্তরণ সকল, সংযোজনা কর। মঞ্চান্তর্গত পদবী ও গৃহচুড়া সমুদায়ও ঐরূপে সুসজ্জিত করিবে। মল্লগণের মঙ্গলার্ধ সভা পার্শ্বে করীষ রাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, ঘণ্টাযুক্ত বলয়াকৃতি তোরণেরও অনুরূপ শোভা বর্দ্ধন করিবে। সুদৃঢ় উদকপূর্ণ পানকুম্ভ সমুদায় শ্রেণীবদ্ধরূপে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি কাঞ্চনময় ঘট সমুদায় স্থাপন কর। সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন কর, কুম্ভমাত্রেই সুগন্ধ দ্রব্য সমুদায় প্রদত্ত হউক। পুরবাসী ও রণবিশারদ বীরগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি বর্গকে নিমন্ত্রণ কর। মল্ল ও

দর্শকমণ্ডলীতে ঘোষণা করিয়া দিবে, তাঁহারা আসিয়া মঞ্চশোভা বর্দ্ধিত করিবেন। মহারাজ কংস সভার শোভা বর্দ্ধনার্থ এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অপ্রমিত বলশালী চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে অহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সেই মহাবীর্য্য বলশালী দীর্ঘবাহু মল্লদ্বয় মহারাজের আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণমাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ কংস তাহাদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলে, যে চাণূর! হে মুষ্টিক! তোমরা উভয়েই এই ধরাতলে আমার শ্রেষ্ঠ মল্ল বলিয়া বিখ্যাত। বিশেষতঃ আমি তোমাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমার দ্বারা যদি সেই সৎকার লাভ ও উপকার প্রাপ্তি তোমাদের স্মরণ থাকে, তবে তোমাদের স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে আমার একটা মহৎ উপকার সাধন করিতে হইবে। আমার পরম শত্রু কৃষ্ণ ও বলরাম নামে দুই গোপবালক একাল পর্য্যন্ত ব্রজে বৃদ্ধি পাইয়া বিলক্ষণ সমরদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তোমরা সভামধ্যে সেই বনেচর বালকদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। তাহারা উভয়েই বালক, চপলস্বভাব ও সর্ব্বথা ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জিত বটে, কিন্তু তাহা বলিয়াই উপেক্ষা করিবে না এবং বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। এই গোপবালকদ্বয় যদি সভামধ্যে নিহত হয়, তাহা হইলে এখন কি পরেও মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, নতুবা আর কোন রূপেই শ্রেয়োলাভের আশা নাই।

মহারাজ। সেই চাণূর ও মুষ্টিক কংসের স্নেগপূর্ণ বাক্য শ্রৰণ করিয়া যুদ্ধ মদোন্মত্ত হইয়া মহা আহ্লাদে কহিতে লাগিল, রাজর্! যদি সেই গোপাধম বালকদ্বয় প্রতিযোদ্ধৃবেশে আমাদের উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহারা প্রেতরূপ ধারণ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে ইহা আপনি জানিয়া রাখুন। এইরূপ বাক্যপূর্ব্বক নৃপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিল।

তদনন্তর কংস হস্তিজীবী মহামাত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহামাত্র! কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে সভাদ্বারে রক্ষা কর। ঐ কুবলয়াপীড় অত্যন্ত বলবান, মদোন্মত্ত, চপল ও মনুষ্যের উপর নিতান্ত ক্রোধ পরবশ এবং প্রতিদ্বন্দী হস্তী পাইলে নিতান্ত উগ্রতাব ধারণ করে। যখন সেই বনেচর নীচাশয় বসুদেবতনয় রাম কৃষ্ণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহাদের বিনাশের নিমিত ঐ হস্তীকে সঞ্চালিত করিবে। যদি তুমি এই গজেন্দ্র দ্বারা গোজীবী বালকষয়কে নিহত করিতে পার, তাহা হইলে আর আমায় তাহাদিগের মুখ দর্শন করিতে হয় না। বসুদেবও উহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া ছিন্নমূল ও নিরালম্ব সবান্ধবে ভার্য্যার সহিত আত্মবিনাশ করিবে। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণপরায়ণ মহামূর্খ যাদবগণও কৃষ্ণকে নিহত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িবে এবং সহজেই সকলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ হস্তী দ্বারাই হউক, অথবা মল্ল দ্বারাই হউক উহাদিগকে নিহত করিতে পারিলে আমি তখন পুরীকে যাদব করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিব। আমি কৃষ্ণপক্ষীয় যাদবগণ অধিক কি পিতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি। নারদমুখে শুনিয়াছি, আমি তাদৃশ অল্পবীর্য্য উগ্রসেনের পুত্রও নহি, আমি অন্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

তখন মহামাত্র কহিল, রাজন্! পূর্ব্বকালে মহর্ষি নারদ কি জন্য এরূপ কথা কহিলেন? হে অমিল! আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, ইহা অতীব আশ্বর্য্য, আপনি পিতা উগ্রসেন

ব্যতীত অন্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। একজন সামান্যা স্ত্রীও যখন এরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন আপনার মাতা তাদৃশ দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিরূপে অগ্রসর হইলে উহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল হইয়াছে, অতএব বিস্তাক্রমে কীর্ত্তন করুন।

কংস কহিল, হে মহামাত্র! যদি তোমার উহা শ্রবণ করিতে এত কৌতূহল উপস্থিত হইয়া থাকে তবে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমি যথাযথ বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবেন্দ্রসহ মুনিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মলোকবিচারী দেবর্ষি নারদ সুধাংশুর অংশুবৎ শুভ্রবসন পরিধান, মস্তকে জটামণ্ডল, গলদেশে কাষ্ণাজিনের উত্তরীয় ও স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া অপর প্রজাপতির ন্যায় সমস্ত বেদগান করিতে করিতে আগমন করিলেন। সেই ঋষিকে সমাগত দেখিয়া আমি তাঁহাতে পাদ্য অর্ঘ দ্বারা পূজা করত আসন প্রদানপূর্ব্বক উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে আমিও তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। তখন তিনি প্রীত মনে আমার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অবহিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে বীর! আমি তোমা কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক পূজিত হইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যাহা বলিব উহা শ্রবণ ও ধারণ কর।

একা আমি সুমেরুশিখরে দেবসভায় গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম তথায় সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন। শুনিলাম, সবান্ধবে তোমার বধোপায় চিন্তা করাই ঐ মন্ত্রণার উদ্দেশ্য। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ভগবান বিষ্ণু দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। হে কংস! যিনি দেবগণের সর্ব্বস্ব ও একমাত্র গতি এবং পরম রহস্য, তিনিই এই দেবকীর অষ্টমগর্ত্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমার অন্তক হইবেন; অতএব এখন হইতে দেবকীর গর্ভ সমুদায় বিনষ্ট করিতে যত্ন কর। শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবল! এই উগ্রসেনও তোমার পিতা নহেন। মহাবীর্য্য সৌভপতি দ্রুমিল নামক দৈত্যপতি তোমার পিতা। আমি তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্রহ্মন! আমার মাতার সহিত দ্রুমিল দৈত্যপতি, কিরূপে সমাগম হইল ইহা আমি শুনিতে অভিলাষ করি। হে তপোধন! উহা আপনি বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, মাজ! তোমার মাতার সহিত দ্রুমিলের সমাগম বৃত্তন্ত যথাযথ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা সখীগণ সমভিব্যাহারে রজস্বলাবস্থাতেই তোমার মাতা বনদর্শন-কুতুহল বশতঃ সুষামুন নামক পর্ব্বতে আরোহণ করেন। তথায় তিনি পরম মনোহর দ্রুম-সনাথ সানুপ্রদেশে শিখর, কন্দর, নদী প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিচরণ করিতে করিতে শ্রবণমনোহর কিন্নরীদিগের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার অনঙ্গ পীড়ার আবির্ভাব হইল। ঐ সময় কামোদ্দীপক সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কদম কুসুমের গন্ধে বনস্থলী সুরভিত হইয়া উঠিল। মধুপগণ এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিতে লাগিল। বকুলপুষ্প বৃক্ষ হইতে অনবরত ক্ষরিত হইতে লাগিল; কদম্বকুল প্রস্ফুটিত হইয়া দীপশোভা ধারণ করিল; পৃথিবী নবশষ্পাবলী ও ইন্দ্রগোপকীট দ্বারা আকীর্ণ হইয়া নবযৌবনা রমণীর ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল।

অন্তর দানবপতি শ্রীমান দ্রুমিল সূর্য্য সঙ্কাশ কামচারী রথে আহোরণ করিয়া তথায় উপনিত হইল। এবং সেই সুষামুন গিরি-সন্দর্শন লালসায় তথায় অবরোহণপূর্ব্বক সারথি সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। গৈরিকাদি বিবিধ বিচিত্র বর্ণ ধাতু সংসৃষ্ট ও স্বর্ণ রৌপময় গিরিশিখা নানাবিধ ফল পুষ্প শোভিত পাদপশ্রেণী, ঋষি, সিদ্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধর, ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ বানর, শরভ, শশক, সৃমর, চারমরী, ঙক্ষ, রক্ষোগণ পর্য্যবেশণ করিয়া নদী, পর্ব্বত, কন্দর প্রভৃতি পরম রমণীয়স্থান সমুদায়ে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ করিতে করিতে দূর হইতে দেখিতে পাইল, সুরকামিনীর ন্যায় দিব্য লাবণ্যসম্পন্ন পরম রূপবতী তোমায় জননী সখীসহচরী হইয়া বনদেবীর ন্যায় কুসুমাচয়ন করিতেছেন। দেখিবা মাত্র বিস্মিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, সারথে। অনঙ্গপত্নী রতি অথবা দেবেন্দ্রগৃহিণী শচীর ন্যায় এই অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন বন বিহারিণী কামিনী কে? এ কি স্বর্গাঙ্গনা তিলোওমা না ভগবান লক্ষ্মীপতির উরুদেশসম্ভবা পুরুরবা ভার্য্যা স্ত্রীললামভূত উর্ব্বশী? শুনিতে পাই যৎকালে সুরাসুরগণ সমবেত হইয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করে, তখন তথা হইতে লোকরঞ্জনী লক্ষ্মীর উৎপত্তি হইয়াছিল; ইনি কি সেই নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী? অথবা মেঘান্তর্ব্বর্ত্তিনী সৌদামিনীই বনবিহারিণীবেশ ধারণ করিয়াছে? দেখ উহার রূপে সমস্ত বন যেন আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। আমি উহার রূপে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কন্দর্পের বশীভূত হইয়া পড়িলাম। মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল, মন্মথ-শরে শরীর নিতান্ত বিফল হইয়া পড়িল। মাহুতিপ্রাপ্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় কামানল আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। এখন উহার নির্ব্বাণের উপায় কি? কি রূপেই বা এই হৃদয়গ্রাহিণীকে গ্রহণ করিতে পারিব।

রাজন! অতঃপর সেই দৈত্যপতি দ্রুমিল নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সারথে। তুমি কিয়ৎক্ষণ এইস্থানে থাকিয়া অপেক্ষা কর, আমি একবার দেখিয়া আসি, ঐ কামিনী কে? যতক্ষণ আমি প্রত্যাগমন না করিব, ততক্ষণ তুমি এই স্থানেই আমার আগমন প্রতীক্ষা করিবে। সারথি সম্মত হইল, তখন সেই কামনানলদগ্ধ দৈত্যরাজ অসিতাপাঙ্গী কামিনীকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু এভাবে গমন করিলে কদাচ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া পবিত্র জলে আচমনপূর্ব্বক ধ্যান যোগ অবলম্বন করিল। তদ্বারা দেখিতে পাইল যে ঐ কামিনী মহারাজ উগ্রসেনের পত্নী, তখন সে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া পরমাহ্লাদের সহিত তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। বীর্য্যবান দৈত্যপতি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তোমার মাতাকে আলিঙ্গন করিলে, তিনিও পতিজ্ঞানে সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার বীর্য্যাতিশয় দর্শনে শঙ্কিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সভয়চিতে কহিতে লাগিলেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি আমার পতি নহ। তুমি কোন দুরাত্মা নীচাশয় হইবে, নতুবা আমার পাতিব্রত্য দূষিত করিয়া এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমায় কলঙ্কিত করিবে কেন? হায়! আমি আজ কলঙ্কিনী। বন্ধুবান্ধবগণ আমায় কি বলিবেন? পতি পক্ষীয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ঘোর নিন্দায় নিন্দিত হইয়া চিরজীবন যাপন করিতে হইবে। তুমি এমন কুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে যে ঈদৃশ ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও অসহিষ্ণু

হইয়া এত অবিশ্বাসের কার্য্য করিলে, তোমার পরদারাভিলাষ যখন এত প্রবল, তখন তোমার মত অসাধু আর দেখিতে পাই না তোমাকে ধিক্।

এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া দানবেন্দ্র তোমার মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, অয়ি পণ্ডিতাভিমানিনি মূঢ়ে! আমি সৌভপতি বলবান দ্রুমিল। কেন আমাকে রোষভরে এত তিরস্কার করিতেছ? অবলাগণ মনুষ্য পতি আশ্রয় করিয়া যদি এইরূপে ব্যভিচারিণী হয় তবে তাহারা দূষণীয় বা কলঙ্কিত হয় না, বরং শুনিতে পাই এইরূপ ব্যভিচারদ্বারা অনেক কুলকামিনীরা অতি বীর্য্য দেবতুল্য তনয় সফল লাভ করিয়াছে। তুমি পতিধর্ম্মরতা হইয়া কেশবিধূননপূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা হয় তাই বলিতেছ। যাহা হউক তুমি যখন আমাকে "কস্যত্বং" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ তখন তোমার কংস নামে এক অরিন্দম পুত্র হইবে এই বর আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া তোমার মাতা পুনরায় সরোষে ঐ বর প্রদানের নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধে। তোমাকে ধিক! তুমি সমস্ত কামিনীকুলে কলঙ্কারোপ করিতেছ? নারীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যভিচারিণী ও অনেকেই পতিপরায়ণা। দেখ অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিপরায়ণা কামিণীগণ পাতিব্রত্যবলে ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন। আর তুমি আমাকে যে অরিবিনাশন পুত্র পাইবার কথা বলিলে তাহাও আমার অভিমত নহে। আর তোমার বর প্রভাবে আমার পতিকূলে যে পূত্র জন্মগ্রহণ করিবে সে তোমারই মৃত্যুরূপ হইবে।

দ্রুমিল এইরূপে কথিত হইয়া সেই অত্যুত্তম আশুগামী দিব্য রথে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিল এবং তোমার মাতাও নিতান্ত দীনভাবে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহামাত্র! সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর তপোবলসম্পন্ন সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল ভগবান দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া সপ্তস্বরে বীণাবাদন ও সংগীত আলাপন করিতে করিতে ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। সেই ত্রিকালজ্ঞ ধীমান নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য। এক্ষণে কি বল কি বীর্য্য কি মদ কি নীতি কি প্রভাব কি ঐশ্বর্য্য কি তেজ কি পরাক্রম কি দান কোন বিষয়ে কোন পুরুষ আমার তুল্য হইতে পারে? দেখ আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র মাত্র। আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও কেবল স্বীয় তেজঃপ্রভাবেই সর্ব্বত্র বিহার করিতেছি। আমি পিতামাতা ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের নিতান্ত বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই গোপনিকৃষ্ট বলকদ্বয়কে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অন্য সকলকে বিনাশ করিব। তুমি এখন মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক আঙ্কুশ, প্রাস ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সভাদ্বারে অবস্থান কর। আর বিলম্ব করিওনা।

৮৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পরদিন প্রভাত হইবামাত্র যুদ্ধদর্শন লালসায় পৌরগণ আসিয়া সভাগৃহ পূর্ণ করিল। সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিক সচিত্র অষ্টকোণ স্তম্ভ, অর্গলযুক্ত বেদিকা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির গবাক্ষ ও ঋৎকৃষ্ট শয়নাদিদ্বারা পরিশোভিত হইয়া মেঘমালাধিষ্ঠিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। মাল্যদামবিভূষিত সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র সমাস্তীর্ণ প্রাঙ্মুখীন

মঞ্চাগার সকল শরৎকালীয় মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিবিধ শিল্পি সমাহৃত পতাকাসমুদায় নিরন্তর উড্ডীন হইতে লাগিল। সভামণ্ডপের অপর পার্শ্বে শুদ্ধান্তচারিণী রমণীগণের সভা সন্দর্শনার্থ রক্তজালখচিত পতাকাযুক্ত যে সমুদায় গৃহাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল, উহাতে যবনিকা নিক্ষেপ করাতে তৎসমুদায় যেন গগনবিচারী পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় শোভা ধারন করিল। চামর বীজন উপলক্ষে অলঙ্কার ধ্বনি ও তত্তন্নিষ্ঠ মণিসমূহের প্রভা প্রতিভাত হইতে লাগিল। বার বনিতাগণ বিমান সদৃশ অত্যুৎকৃষ্ট আস্তরণালঙ্কৃত মঞ্চ সমুদায়ের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া অপুর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে স্বর্ণকুম্ভ, পানপাত্র ও জম্বীরাদি উপদংশপূর্ণ পানরস সমুদায় স্থাপিত হইল। আরও বিচিত্র আস্তরণ সমাযুক্ত কাষ্ঠাসন যে কত সজ্জিত ছিল, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। উপরি স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবাক্ষযুক্ত কামিনীগণের দর্শনগৃহ সমুদায় অম্বরতল হংসাবলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মধ্যস্থলে স্বর্ণস্তম্ভোপরি বিবিধ রত্নখচিত সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র সমাবৃত সুমেরু শৃঙ্গ সদৃশ কংসের সভামঞ্চ মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া পূর্ব্বদিক সমুজ্জ্বল করিতে লাগিল। অনন্তয় নানাদিগেশাগত বহুজনাকীর্ণ যজ্ঞসভা সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে নিস্তব্ধ হইলে মহারাজ সভার দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় মাতঙ্গকে স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং রাজোচিত শুভ্রবস্ত্র পরিধান ও মুকুট ধারণপূর্ব্বক দর্শনাগারে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপবেশন করিতে পরিচারিকাগণ শুভ্র চামর দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ধবলগিরিতে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে। অপঃপর সভামধ্যে সিংহাসনে সমাসীন হইলে তৎকালীয় তাহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে পুরকামিনীগণ জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে মল্লগণও কক্ষত্রয় অতিক্রম করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে তুর্য্যধ্বনি, বাহ্বাস্ফালন ও সৈন্যঘোষ সমুত্থিত হইতে লাগিল। বসুদেবনয় কৃষ্ণ ও বলরামও ঐ সমুদায় শব্দ শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদে সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় আগত হইবামার মহামাত্র দ্বারস্থিত হস্তীকে সঙ্কেত করিল। হস্তীও ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশবাসনায় শুণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া তদভিমূখে ধাবিত হইল। তখন কৃষ্ণ দুরাত্মা কংসের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন দুর্ব্বুদ্ধি কংস হস্তীর সহায়তায় আমায় বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে, তখন আর উহার পরিত্রাণ নাই; শীঘ্রই উহার নিপাত হইবে। ইত্যবসরে হস্তীও মেঘবৎ বিষম গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। কৃষ্ণও অমনি তৎক্ষণাং করতালি প্রদান করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হলেন এবং তাহার শীকরযুক্ত কর গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বৈনতেয়ধৃত ভূধর বিবপ্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া হলায়ুধ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষণকাল পরেই আবার উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কখন তাহার দন্তমধ্যে থাকিয়া কখন বা পাদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় তাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ কখন শুণ্ডাকর্ষণ, কখন দন্তমধ্যে প্রবেশ ও নির্গমন, কখন বা পাদদ্বয়ের মধ্য হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার সেই

মদমত্ত হস্তী কৃষ্ণকে বিনাশ করিবে কি স্বয়ং প্রাণ ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তখন শরীর ব্যথায় চীৎকার করিয়া অবিলম্বেই জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল। পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষিতিলে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। গ্রীষ্মাবসানে নবনীরদ নিঃসৃত বারি প্রবাহের ন্যায় রোষভরে তাহার মুখ হইতে মদবারি নিঃসৃত হইতে লাগিল। ভগবান কৃষ্ণ এইরূপে ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া বৈরনির্য্যাতন অভিপ্রায়ে হস্তীকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনতিবিলম্বেই তাহার মুখ ও কুম্ভে পদদ্বয় আধান করিয়া দন্ত দুইটী বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া লইলেন এবং তদ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে সেই বজ্রতুল্য প্রহারেই বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনন্তর রণমত্ত কৃষ্ণ ও বলরাম সেই গজদন্ত প্রহারে তাহার পৃষ্ঠ রক্ষকদিগকেও বিনাশ করিলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই যেন উভয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদিগের সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফালন ও করতালি শ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; কংস তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ন হইল। এদিকে পদ্মপলাশলোচন কষ্ট গজরাজকে বিনাশ করিয়া অগ্রজের সহিত সাভাস্থলে উপনীত হইলেন।

৮৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ যখন করি দন্ত হস্তে এবং কেয়ুর সদৃশ গজরুধির ও গজমদরেখাঙ্কিত কলেবরে বলদেবের সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন উগ্রসেনতনয় কংস সেই আজানুলম্বিতবাহু বীরাগ্রগণ্য বসুদেবনন্দন কৃষ্ণকে রঙ্গমধ্যে বাহ্বাস্ফালনপূর্ব্বক পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া ভ্রমমাণ মৃগেন্দ্রের ন্যায়, সঞ্চরণশীল ধারাধরের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে মলিনবদনে রোষাবিষ্ট হইয়া খরতর অবলোকনে অবলোকন করিতে লাগিল। কৃষ্ণের বাহুদণ্ডে গজদন্ত লম্বিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতের একশৃঙ্গ চন্দ্রমার অর্দ্ধকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণের সিংহনাদ ধ্বনিতে সমস্ত সভাস্থল কলরবপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধস্বভাব কংস রোষায়িতলোচনে মহাবল চাণূরকে কৃষ্ণের সহিত এবং ভীষণাকৃতি মায়াবল মুষ্টিক বলরামের সহিত সমরে প্রবৃত্ত। হইবার নিমিত্ত আদেশ করিল। আদেশপ্রাপ্তি মাত্র চাণূর বিষম ক্রোধভরে অরুণনেত্র হইয়া সজল জলধরের ন্যায় যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। সভাস্থ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যাদবগণ কহিতে লাগিলেন, এই বাহুযুদ্ধে মভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে বিনা অস্ত্রে কার্য্যবলেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সলিলদ্বারা ইহার শ্রমাপনয়ন এবং অঙ্গে করীষমর্দ্দন ইহার ব্যবস্থা। তুল্যকক্ষ লোকের সহিত অর্থাৎ দণ্ডায়মানে, ভূমিস্থ ভূমিস্থে, বালকের সহিত বালকে, মধ্যাবস্থ মধ্যাবস্থে, কৃষ কৃশে, স্থবির স্থবিরে, বলিষ্ঠ বিলষ্ঠে যুদ্ধ ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে! ইহাতে অন্যতর পরাভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে আর কোনরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। সম্প্রতি কৃষ্ণ ও

অন্ধ্রকে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ইহা নিতান্ত অসদৃশ হইল, একজন বালক অপর বৃহদাকার ; সুতরাং এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

অনন্তর সভামধ্যে তুমুল কলরব হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ তম্মধ্যে বিচরণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি বালক, অন্ধ্র পর্ব্বত প্রমাণ শরীরধারী। মল্লযুদ্ধ সমান সমান বলশালীর সহিত হইলেই বাস্তবিক প্রীতিকর হয়। যাহা হউক উপস্থিত যুদ্ধে আমাকর্ত্তৃক কিছুমাত্র নিয়মের বিপর্য্যয় হইবে না। বাহুযোধীদিগের মত দূষিত করা আমার কদাচ অভিপ্রেত নহে। মল্লদিগের নিয়ম এই যে প্রথমতঃ অঙ্গে করীষ মর্দ্দন করিয়া জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে, অতঃপর রঙ্গভূমির মৃতিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। যুদ্ধতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে সংযম অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে হাস্তাদি দ্বারা ধারণ, স্থিরতা ধারণ করিয়া ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন, শৌর্য্য অর্থাৎ পরাক্রম প্রদর্শন, ব্যায়াম-অঙ্গসঞ্চালনাদি, সৎক্রিয়া অর্থাৎ মর্ম্মস্থানে আঘাত না করা; অতঃপর বলপরিচয় এই ছয়টী রঙ্গভূমিতে জয়লাভের প্রধান কারণ। বৈরভাব প্রদর্শন করা এ যুদ্ধের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু এই অন্ধ্র যখন বৈরতা সহকারে আমার সহিত বাহু যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমাকে প্রহার করিতে হইবে। সেই প্রহারে আমি জগৎ পরিতৃপ্ত করিব। এই বাহুযোধী চাণূর করুষদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার যেমন শরীর কর্ম্মও তদনুরূপ। এই দুরাত্মা অনেকবার যুদ্ধে নিপাতনের পরেও রঙ্গভূমিতে প্রতাপ প্রদর্শনার্থ অনেক মল্লকে নিহত করিয়া মল্লবৃত্তি দূষিত করিয়াছে। যাহারা শস্ত্রযোধী তাহারা শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে পারিলেই জয় লাভ করিল। মল্লযোদ্ধৃবর্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লকে পাতিত করিলেই জয়লাভ হইল। রণে জয়লাভ করিলে বিজয়ী যেমন শাশ্বতী কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। যুদ্ধে শস্ত্রাত ব্যক্তিও সেইরূপ স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। অতএব রণে জয়লাভই হউক, অথবা নিহতই হউক, উভয়থাই প্রশংসনীয়। মল্লযুদ্ধে বল ও কৌশল প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। উহাতে নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয় না, বরং নিন্দনীয়ই হইতে হয়। পণ্ডিতাভিমানী নৃপতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তাহাদের প্রতাপ রক্ষার্থ যে অল্প স্বীয় দোষে নিহত হয়, তাহার বধ জনিত পাপভাগী সেই নৃপতিকেই হইতে হয়। কৃষ্ণ এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের অতি ভীষণ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কবচযুক্ত বাহুদ্বারা একজন প্রহার করে, আর একজন তাহার প্রতিকার করিতে লাগিল। উভয়েই ভূপতিত হইয়া বক্ষঃসংশ্লেষ দ্বারা বৃহৎ শৈলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে মথিত করিতে আরম্ভ করিল। কখন মুষ্টিপ্রহার, কখন বা একজন অন্যকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ; কখন জানুদেশে, কখন বা কুক্ষিদেশে অঙ্গুলি নিষ্পেষ করিয়া ঘোরতর বজ্রকঠোরস্বরে পাদবিক্ষেপ ও জানু আস্ফালন এবং কখন কখন শিরোঘর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে অস্ত্র নাই কিন্তু বাহুতেজ ও বাহুবল সন্দর্শনে ও পরস্পর আস্ফালন ধ্বনিতে সভাস্থ সমুদায় লোক গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অপরাপর মঞ্চস্থিত জনগণ তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে কগিল। অনন্তর কংস ম্লানবদনে কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বামহস্ত দ্বারা তৌর্য্যত্রিকগণকে নিষেধ করিল। এদিকে মৃদঙ্গ ও তুর্য্য প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম নিষিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ হৃষীকেশ স্বয়ং মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া আকাশে

দেবতূর্য্য সমুদায় স্বয়ংই চতুর্দ্দিকে বাজিয়া উঠিল। কামরূপ দেবগণ কৃষ্ণের জয় বাসনা করিয়া বিমান যানে আরোহণপূর্ব্বক বিদ্যাধরগণের সহিত প্রচ্ছন্নবেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। সপ্তর্ষিগণ আকাশে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! মল্লরূপী দানব চাণূরকে শীঘ্র জয় কর।

এদিকে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ অনেকক্ষণ চাণূরের সহিত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে যখন স্বকীয় বীর্য্য আশ্রয় করিলেন তখন কংস চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল, মঞ্চ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল। কংসের মুকুট হইতে অত্যুজ্জ্বল মণি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন কৃষ্ণ আসন্ন মৃত্যু চাণূরকে হস্ত দ্বারা অবনত করিয়া তাহার বলে জানুপাতপূর্ব্বক মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই হারে গৃহ ভিত্তিতে সমান কাঞ্চনময় ঘন্টান্বয়ের ন্যায় তাহার চক্ষুর্দ্বয় রুধিরাক্ত হইয়া বহির্গত হইল। এইরূপে সেই স্ফুটিতাক্ষ চাণূর হতজীবিত এবং জীবনান্তে রঙ্গমধ্যে ভূতলে পতিত হইল। তাহার সেই মৃত শরীর পতিত হইযা রঙ্গস্থল রুদ্ধ করিয়া ফেলল, উহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে বৃহৎ পর্ব্বত পতিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে বলদর্পিত চাণূর নিহত হইলে রোহিণীনন্দন বলরাম মুষ্টিককে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণও পুনরায় তোষলক নামক মল্লকে গ্রহণ করিলেন। মুষ্টিক ও তোষলক উভয়েই প্রথমে ক্রোধে অধীর হইয়া রাম ও কৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া মহা আস্ফালনে বিচরণ করিতে লাগিল। বলরাম কৃষ্ণ পর্ব্বতশিখরসদৃশ তোষলককে উত্তোলন করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে শত গুণ বল প্রয়োগপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে নিদারুণ! ব্যথিত ও মুমূর্ষু দশাপন্ন হইয়া অতি বেগে রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহাবল সঙ্কর্ষণ অন্ধ্রক মল্লের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাকে মহামল্লবেশে গতিবিশেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বজ্র যেমন বৃহৎ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ বজ্র নিষ্পেষঘোষে বলরাম একমাত্র মুষ্টি প্রহারেই তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহার মস্তিক বহির্গত হইয়া পড়িল, নয়ন ও বদন লম্বমান হইল। সে এইরূপে নিহত হইয়া ঘোর শব্দে পতিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম অন্ধ্রক ও তোষলককে এইরূপে নিহত করিয়া ক্রোধরক্ত নয়নে রঙ্গমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন মল্ল শূন্য হইয়া ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। এই সময় নন্দ প্রভৃতি যে সমুদয় পোপগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাহারা, সকলেই ভয়চকিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীর নেত্র দ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বহুদেবও কৃষ্ণকে তাদবস্থ দেখিয়া বাষ্পাকুলিত নেত্রে স্নেহাধিক্য বশতঃ যেন জরা পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় যৌবন লাভ করিলেন। বারবিলাসিনীগণ কৃষ্ণের তৎকালীন মুখপঙ্কজ নিমেষশূন্য-নেত্র-ভ্রমরদ্বারা পান করিতে লাগিল। কংস কৃষ্ণকে দেখিয়া ক্রোধে বিচলিত ও তার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ভ্রূমধ্য হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। কেশবের কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে পূর্ব্বেই কংসের হৃদয়ানল ধূমায়িত হইতেছিল, সম্প্রতি রোষ-নিশ্বাস-বায়ুতে সন্ধুক্ষিত ও বিষম প্রজ্বলিত হইয়া অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন ক্রোধে ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল, মুখও রক্তবর্ণ হইয়া তাহা হইতে অজস্র স্বেদ নির্গত হওয়াতে বালার্ক-ময়ুখযুক্ত সলিল নিম্বন্দী বৃক্ষপত্রে শোভা ধারণ করিল। অনন্তর কংস প্রবৃদ্ধামর্ষ হইয়া অধিকৃত ভীষণাকার

পুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা এই বনের গোপবালকদ্বয়কে শীঘ্র সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও। আমি আর এই বিকৃত দর্শন পাপাত্মাদিগের মুখ দর্শন করিতে চাহি না। আর গোপগণের মধ্যে যেন কেহই আমার রাজ্যে অবস্থান না করে। দুর্ব্বুদ্ধি পাপিষ্ঠ নন্দকে লৌহনিগড়ে বন্ধ করিয়া নিগ্রহ কর। দুর্ব্বৃত বসুদেব আমার ভবনেই অবস্থান করিতেছে, উহাকে এখনই সমুচিত শাস্তি প্রদান কর। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণপরায়ণ যে সকল অন্যান্য গোপগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছে, উহাদের যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, তুৎসমুদয় হরণ করিয়া লও।

কংস এইরূপে অধীনস্থ লোকদিগের উপর আজ্ঞা প্রচার ও বসুদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের উপর তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে সত্য পরাক্রম কৃষ্ণ ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তাহার প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পিতা তিরস্কৃত, জ্ঞাতিগণ ব্যথিত, দেবকীকে জ্ঞানশূন্য দেখিয়া মহাবাহু কৃষ্ণ সিংহের ন্যায় মহাবিক্রম সহকারে কংসের বিনাশার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রঙ্গমধ্য হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিগণ কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল এইমাত্র দেখিতে পাইল যে, কৃষ্ণ কংসের সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কংস কৃষ্ণকে পার্শ্বস্থ দেখিয়া কাল নিতান্ত আসন্নতর ভাবিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে মনে করিতে লাগিলেন এই বিভু গোবিন্দ বুঝি আকাশ হইতে এখানে আগমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার পরিঘসন্নিত হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক কংসের কেশে ধরিয়া যজ্ঞসভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। কেশকর্ষণে তাহার মস্তক স্থিত হীরক খচিত স্বর্ণ মুকুট স্খলিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ যেমন তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন, অমনি সে নিস্পন্দ ও হতচেতন হইয়া নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন সে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গতাসুপ্রায় হইল। আর কৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণও করিতে পারিল না। তাহার কর্ণ কুণ্ডলশূন্য, বক্ষ হারশূন্য, লম্বমান বাহুদ্বয় ভূষণশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ তাহার গলদেশে উত্তরীয় প্রদানপূর্ব্বক মঞ্চ হইতে অধঃপাতিত করিয়া সমাজ মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই আকর্ষণে কংসশরীরদ্বারা সমাজভূমি পরিখাকারে অঙ্কিত হইল। এইরূপে মহাদ্যুতি কৃষ্ণ ভোজপতিকে লইয়া ক্রীড়া করত তাহাকে নিহত করিয়া রঙ্গভূমির অদূরে তাহার মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন। তাহার সেই সুখোচিত রাজদেহ স্বকার্য্যদোষে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পাংশুপূরিত হওয়াতে নিতান্ত বিবর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিল। তখন তাহার নিমীলিতনেত্র শ্যাম বদন মুকুটশূন্য হইয়া নিষ্পত্র পদ্মের ন্যায় শৌভমান হইল। যুদ্ধ হইল না, বাণ-প্রহার-চিহ্ন গাত্রে নাই, কেবল সে কণ্ঠগ্রহ বশতঃই নিহত হইয়া বীরগণনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সহসা তাহার শরীরে সেই জীবিতাপহারী কৃষ্ণের সখর চিহ্ন সমুদায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। পদ্মশালাশলোচন কৃষ্ণ কংসকে এইরূপে নিহত করিয়া নিষ্কন্টক হওয়াতে আনন্দে দ্বিগুণিত প্রভাশালী হইয়া পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে কৃষ্ণকে পাইয়া আনন্দাশ্রুসেকে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অন্যান্য

যাদবগণকে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুক্রমে সম্ভাষণ করিয়া সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা বলদেবও কংস ভ্রাতা পরাক্রান্ত সুনামাকে স্বীয় বাহুবলে নিহত করিলেন। এইরূপে সেই জিতক্রোধ রাম ও কৃষ্ণ চিরপ্রবাসের পর শত্রুমণ্ডলকে পরাভূত করিয়া প্রীত মনে পিতা বসুদেবের আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

৮৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনন্তর ভর্ত্তা কংস সিহত ও ক্ষীণপূণ্য গ্রহের ন্যায় ভূপাতিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ আসিয়া চুতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। এবং মৃগপতি উদ্দেশ্যে রোরুদ্যমানা মৃগীর ন্যায় শোকভরে হা হতোস্মি বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কহিল হা নাথ! তুমি নিহত হইলে আমরা তোমার বীরপত্নী হইয়া একবারে হতাশ ও বান্ধবহীন হইয়া পড়িলাম। হে রাজশার্দ্দূল! আজ তোমার এই শেষাবস্থা দেখিয়া আমারা সবান্ধবে বিলাপ করিতেছি। হে বিভো! তুমি স্বর্গধামে গমন করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করাতে আজ আমরা ছিন্নমূল ও একান্ত অশরনা হইয়া পড়িলাম। হা নাথ! আমরা তোমার সংসর্গ লালসায় প্রণয়কোপ প্রদর্শন করিয়া লতার ন্যায় বিচেষ্টমানা হইলে এখন আর কে আমাদিগকে শয্যায় উঠাইয়া লইবে? হে সৌম্য! জল শূন্য পঙ্কজের ন্যায় তোমার সুগন্ধ নিশ্বাস মারুত সংযুক্ত কমনীয় মুখকমলকে সূর্য্য দগ্ধ করিতেছে, ইহাই কি যুক্ত? হে নাথ! তুমি সতত কুণ্ডল ধারণ করিতে ভালবাসিতে। তোমার কুণ্ডলদ্বয় লম্বমান হইয়া স্কন্ধে আসিয়া পড়িত। অদ্য সেই কর্ণদ্বয় কুণ্ডলশূন্য হইয়া একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। হে বীর! তোমার যে অর্কসদৃশ তেজঃপুঞ্জ মুকুট মস্তকের পরম শোভা সম্পাদন করিত, সে বিবিধ রত্নখচিত উজ্জ্বল মুকুট কোথায় গেল? তুমি বিদ্যমান থাকিতে যাহারা তোমার অন্তঃপুরকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি লোকান্তর গমন করিয়া এখন সেই তোমার কলত্রগণ না হইয়া কি করিবে? পতিপরায়ণা পত্নীদিগের স্বামীই একমাত্র সুখভোগের নিদান; সুতরাং স্বামী কখন তাদৃশ রমণীকে পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু তুমি আমাদিগকে পরিত্যাহ করিয়া গিয়াছ। হায়! কালের কি মহিয়সী শক্তি। যিনি সমুদায় শত্রুদিগের কাল স্বরূপ, সেই তোমাকেই আবার কালে সংহার করিল। হা নাথ! আমারা দুঃখ কাহাকে বলে তাহা কখনও জানিতে পারি নাই, চির দিনই সুখে বিহার করিয়া আসিতেছি, এখন বিধবা হইয়া কিরূপে সেই দুঃখভোগ সহ্য করিব? পতিব্রত্যানুলম্বিনী রমণীগণের পতিই একমাত্র গতি। তুমি আমাদের সেই গতি ছিলে। এক্ষেণে বলবান্ কৃতান্ত সেই তোমাকে হরণ করিল। ঘোর বৈধব্য আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, শোক ও সন্তাপ হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। হায়! জীবমাত্রকেই এই দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। আমরা এখন তোমার অভাবে রোদন করিতে করিতে কোথায় যাইব। কাল যেমন তোমার সহিত অতীত হইয়াছে আমাদের জীবনের আমোদ আহ্লাদও তাহার সহিত একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। হায়! মনুষ্য জীবন কি অনিত্য ও অসার! এই ছিলে, এখনই তোমায় হারাইলাম! হে মানদ! তোমার বিপদেই আমরা বিপন্ন। বৈধব্যদশাগ্রস্ত অবলারা সকলেই সমান অপরাধিনী। তুমি আমাদিগকে স্বর্গসুখে প্রতিপালন করিয়াছ। আমরা

সকলেই তোমার নিতান্ত অনুরক্ত। তবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ। হে দেব! আমরা অনাথা, তুমি আমাদের নাথ, আমরা কুররীর ন্যায় বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও কি জন্য আমাদের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না? আমাদের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বন্ধুজনোচিত শান্তি বিধান করাই তোমার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যখন তুমি গমন করিলে, তখন হে মহারাজ! তুমি নিশ্চিই নিদারুণ কার্য্য করিলে। কান্ত! তুমি গৃহস্থিত প্রিয় পরিজন পরিহার করিয়া লোকান্তরে গমন কিরলে, কখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে তথায় আমাদিগের অপেক্ষাও অধিক প্রীতিভাজন প্রিয়জন আছে। হে বীর! তোমার তি আর করুণার লেশমাত্রও নাই? থাকিলে আমরা তোমার এতগুলি ভার্য্যা আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছি তথাপি তোমার চৈতন্য হইতেছে না কেন? হায়! মনুষ্যদিগের পরলোক যাত্রা কি নিষ্ঠুর ব্যাপার। উহাতে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া কলত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে গমন করে। স্ত্রীগণের পক্ষে বরং পতি না হওয়াও শ্রেয়স্কর, কিন্তু বীর পতি যেন কাহার হয় না। বীর হইলেই দেবকামিনীগণের স্পৃহনীয় হইয়া উঠেন, বীরগণও সুরবালাদিগকে পাইবার আশা করেন। হায়! কৃতান্ত অদৃশ্যভাবে রণপ্রিয় তোমাকে হরণ করিয়া আমাদের সকলের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। হে জগতীপতে! তুমি জরাসন্ধ-বলকে বিনাশ করিয়াছ, সমরভূমিতে যক্ষগণকে পরাভূত করিয়াছ, তবে কি জন্য সামান্য মনুষ্যহস্তে নিহত হইলে? তুমি ইন্দ্রের সহিত বাণ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে কখন পরাভূত করিতে পারেন নাই, এখন কি নিমিত্ত সামান্য এক মানব হস্তে তোমার নিধন হইল? তুমি শরবর্ষণ দ্বারা অক্ষোভ্য অগাধ জলধিকে বিক্ষোভিত করিয়া পাশভৃৎ বরুণের নিকট হইতে তাহার রত্ন সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনিয়াছিলে। ইন্দ্র মন্দবর্ষণ (অনাবৃষ্টি) আরম্ভ করিলে তুমি পৌরজনের হিত কামনায় সায়ক বর্ষণ এরা জলদগণকে ভেদ করিয়া, বলপূর্ব্বক বারিবর্ষণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলে। তোমার প্রতাপে অবনত হইয়া রাজন্যগণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন ও উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন সকল উপহার প্রদান করিয়াছে। তুমি দেবতুল্য, শত্রুগণ তোমার বলবীর্য্য বিলক্ষণ অবগত আছে, তবে কিজন্য এরূপ প্রাণান্তকর ভয় তোমার উপস্থিত হইল? হা নাথ! তুমি নিহত হওয়াতে আমরা বিধবা পদবাচ্য হইলাম। আমরা প্রমত্তা নহি, কিন্তু প্রমত্ত কৃতান্ত কর্ত্তৃক নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। নাথ! যদি তুমি নিতান্তই গমন করিবে এবং আমাদিগকে বিস্মৃত হইবে তবে 'আমি চলিলাম' এই কথাটি একবার মুখে বলিতে তোমার কি পরিশ্রম হইল? হে নাথ! প্রসন্ন হও, অমরা একান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি এবং এই আমরা তোমার চরণে পতিত হইলাম। হে মথুরাধিপ! তোমার আর দূর প্রবাসের প্রয়োজন নাই নিবৃত্ত হও। হে বীর! তুমি কিজন্য, পাংশুণাচ্ছন্ন ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিলে? ভূমিশয়নে শয়ন করিয়া কি তোমার শরীরের কষ্ট বোধ হইতেছে না? কে তোমাকে সহসা এই সুপ্তপ্রহার প্রদান করিয়া নারীকুলে দারুণ আঘাত করিল? ভর্ত্তৃমরণে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহাদেরই জন্য রোদন, বিলাপ ও পরিতাপ নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা এখনই তোমার অনুগমন করিব, আমাদের রোদনের প্রয়োজন কি?

এই সময়ে দীনা, কম্পিতকলেবরা, কংস জননী 'কোথায় আমার বৎস, কোথায় আমার পুত্র' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া দেখিলেন, পুত্র প্রভাশূন্য

চন্দ্রমার ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে। দেখিবা মাত্র হৃদয়ে করাঘাত, করিয়া হা হতোস্মি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বধুগণের আর্ত্তনাদের সহিত বিষম শোকভরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পুত্রের মিলন বদন ক্রোড়ে লাইয়া কহিতে লাগিলেন, হা পুত্র! তুমি শূরব্রতে ব্রতী হইয়া জ্ঞাতিকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে, কি জন্য তুমি এত শীঘ্র প্রস্থান করিলে? হে পুত্র! তুমি কিজন্য এরূপ অনাচ্ছাদিত ও অনিয়মিত স্থানে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছ? তোমার মত লোকেরা ত কখনও এরূপ ভূমিশয্যায় শয়ন করে না, একদা অদ্বিতীয় বলবান রাবণ রাক্ষস সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি বীর্য্যবলে সমস্ত অমরগণকে পরাস্ত করিয়াছি, সুতরাং তাহাদিগের হইতে আমার আর ভয় নাই, কিন্তু জ্ঞাতিগণের নিকট হইতে যে ঘোরতর ভয় সম্ভাবনা আছে তাহা নিতান্তই অনিবার্য্য। আমার ধীমান্ পুত্রের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। এই শরীরান্তকর বিষম ভয় কেবল জ্ঞাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর তিনি বিবৎসা হরিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে পতি বৃদ্ধ-নৃপতি উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন! একবার আসিয়া দেখুন, তোমার পুত্র মহীপতি কংসের কি দশা হইয়াছে। বজ্রাহত অচলের ন্যায় আজ তোমার পুত্র বীরশয়নে শয়ান রহিয়াছে। মহারাজ! আজ আমাদের পরলোকগত পুত্রের প্রেতকার্য্য করিতে হইবে। পৃথিবী বীরভোগ্যা, আমরা এখন পরাভূত হইয়াছি। সুতরাং, কৃষ্ণই এখন সর্ব্বময় প্রভু; বলুন, কৃষ্ণ আমার পুত্রের সৎকার করুন। মরণ পর্য্যন্ত লোকের বৈরভাব বদ্ধমূল থাকে। এখন মরণ হইয়াছে সুতরাং বৈরভাবেরও শান্তি হইয়া থাকিবে। এখন তিনি আসিয়া ইহার প্রেতকার্য্য করুন, কারণ মৃতের আর অপরাধ কি? পতি ভোজরাজকে এই কথা বলিয়া কংসমাতা পুত্রের মুখদর্শনে পুনরায় শোকবিহ্বলচিত্তে কেশ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে নরপতে! তোমার এই ভার্য্যাগণ তোমাকে সুপতি লাভ করিয়া চিরদিন সুখে কালক্ষেপ করিয়াছে, এখন তোমাকে হারাইয়া কিরূপে ভগ্নমনোরথে কালযাপন করিবে? তোমার এই বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণের বশবর্ত্তী হইয়া সরোবর সলিলের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকিবেন, তাহাই বা আমি কিরূপে চক্ষে দেখিব? হে পুত্র! আমি মোতার জননী, কি জন্য আমার সিহত সম্ভাষণও করিতেছ না। তুমি এই সমুদায় পরিজন পরিত্যাগ করিয়া কোন্ দূরপথে প্রস্থান করিলে? হে বৎস! তুমি বীর ও নরপণ্ডিত। আমি নিতান্ত হতভাগিনী, নতুবা অনিবার্য্য কৃতান্ত আমার ক্রোড় হইতে আক্ষেপপূর্ব্বক তোমায় লইয়া গেল। হে কুরধুরন্ধর! তোমার দান মানাদি প্রভূত সদ্‌গুণ দ্বারা ভৃত্যগণ পরম পরিতুষ্ট ছিল, তাহারা এখন তোমার জন্য রোদন করিতেছে। হে নৃপশার্দ্দূল! হে মহাবাহো! হে মহাবল! একবার গাত্রোত্থান কর। কি পুরবাসী, কি অন্তঃপুরবাসী সকলেই তোমার নিমিত্ত দীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তুমি উঠিয়া ইহাদিগকে পরিত্রাণ কর। মহারাজ কংসের মাতা ও পত্নীগণ এইরূপে বিলাপ করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী দিনকর ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন।

৮৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর বিষম দুঃখভারগ্রস্ত উগ্রসেন পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া বিপান্নীর ন্যায় স্খলিতপদে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থি হইয়া দেখিলেন কৃষ্ণ যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কংসনিধন অনুধ্যানপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন এবং কংসপত্নীগণের সকরুন বিলাপ শ্রবণে ব্যথিত হইয়া সভামধ্যে আত্মভৎসনাপূর্ব্বক স্বকৃত কার্য্যের পরীবাদ করিতেছেন। কহিতেছেন, হায়! আমি নিতান্ত বালচাপল্যবশতঃ ক্রোধপরবশ হইয়া এক কংসকে নিধন করিয়া সহস্র সহস্র অবলাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা-নলে পতিত করিলাম। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! আমাকর্ত্তৃক পতিবিরহিত হইয়া ইহারা যেরূপ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে, উহা শুনিলে অতি নীচাশয় লোকেরও হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হয়। কৃতান্ত চরিতানভিজ্ঞ সরলা কামিনীগণের বিলাপবাক্য শ্রবণে কারুণ্যরসসম্ভূত শোকানল কাহার হৃদয় না আক্রমণ করে। এই কংস সাধুগণের একান্ত পরিপন্থী ও অধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। এই জন্য আমি পূর্ব্বেই মনে করিয়া রাখিয়া ছিলাম যে, এরূপ দুরাত্মা কংসের নিধনই শ্রেয়োজনক। যাহারা পাপাসক্ত নিষ্ঠুর দুর্ব্বুদ্ধি ও লোকবিদ্বিষ্ট জগতে তাহাদের জীবিত থাকা অপেক্ষা এরূপ অনায়াস মৃত্যুই শুভকর। কংস পাপকার্য্যে সতত লিপ্ত ও সাধুসমাজে বিলক্ষণ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাহার তাদৃশ ধিক্কারাস্পদ জীবনে কিরূপে দয়া থাকিতে পারে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গবাস। ইহলোকেও তারা অনেক কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাহার রাজ্যমধ্যে প্রজারা সুখী, স্ব স্ব কর্ম্মে আসক্ত এবং ধর্ম্মপরায়ণ, তাদৃশ রাজাকে দুর্নীতি কখন স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু লোক দুর্ব্বৃত হইলে কৃতান্ত তাহাকে স্বয়ংই নিগ্রহ করিয়া থাকে। যারা ধর্ম্মপরায়ণ এবং পারলৌকিক কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, সেইসমুদায় ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগকে দেবতারাই রক্ষা করিয়া থাকেন। জগতে দুষ্কৃতকারী লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। দুষ্কৃতকারীদিগের বধ সাধন করা আপনাদিগের অনতিমত নহে, বরং সাধুকার্য্য বলিয়া অভিনন্দিত হইবে ভাবিয়া আমি এই দুরাত্মা কংসকে বিনাশপূর্ব্বক অসদনুষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ করিয়াছি। এক্ষণে আপনারা এই শোকাকুল নারীকুল, পুরবাসিবর্গ ও অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা করুন।

রাজন! মহাত্মা গোবিন্দ এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে উগ্রসেন পুত্রের অসদাচরণবশতঃ শঙ্কিতহৃদয় হইয়া অবনতবদনে যাদবগণ সমভিব্যাহারে সভা প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া বাষ্পগদগদস্বরে কাতরবচনে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় ক্রোধোপশান্তির নিমিত্ত আমার পুত্রকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মানুচারিণী কীর্ত্তিলাভ ও স্বকীয় নাম প্রথিত করিয়াছ। সাধুসমাজে মাহাত্ম্যলাভ এবং শত্রুমণ্ডলকে ত্রাসিত করিলে। যদুকুল রক্ষা এবং তোমার বন্ধুবর্গকে গর্বিত করিলে। সামন্ত চক্র মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রকাশিত হইল। এখন সুহৃদ্বর্গ ও অনেক নরপতি তোমাকে আশ্রয় করিবে। প্রজাপুঞ্জ তোমার অনুগত থাকিবে, দ্বিজাতিগণও তোমার স্তোত্র পাঠ করিবে। সন্ধি বিগ্রহ মুখ্য মন্ত্রি সমুদায় তোমায় নিকেট প্রণত থাকিবে। হে কৃষ্ণ! তুমি এখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সেনাসঙ্কুল কংসের অখণ্ড রাজ্য গ্রহণ কর। আর ইহাতে ধন, ধান্য, রত্ন, আচ্ছাদন, স্ত্রী, হিরণ্য যান ও অন্যান্য বস্তু যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তোমার নিযুক্ত পুরুষেরা রক্ষা করুক। কৃষ্ণ তোমার যুদ্ধকার্য্য স্বচ্ছন্দে

সমাহিত হইয়াছে, এখন তুমিই যদুবংশীয়দিগের শত্রুহন্তা, তুমিই তাহাদের গতি, তুমিই তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন; ফলতঃ তুমিই যাদবদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। হে বীর! এক্ষণে আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। তেুমি প্রসন্ন হইলে তোমার কোপানলদগ্ধ সেই দুষ্কৃতকর্ম্মা কংসের প্রেতকার্য্য সমাধা কর। আমি সেই লোকান্তরগত নরপতির ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ভার্য্যা ও বধুগণ সমভিব্যাহারে মৃগের সহিত বনে বিচরণ করিব। সম্প্রতি যথাবিধি চিতা প্রস্তুত ও তাহাতে অনল প্রদান অতঃপর প্রেত উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে পারিলেই আমি অনৃণী হইতে পারি, ইহাই আমার বিজ্ঞাপ্য; এ বিষয়ে তুমি আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। তাহা হইলেই তাহার সদগতি লাভ হইবে।

কৃষ্ণ তাঁহার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে তাত। আপনি যা কিছু কহিলেন, তৎসমুদায়ই সময়োচিত। হে রাজশার্দ্দূল! আপনার যেরূপ চরিত্র ও যে বংশে জন্ম এই দুরতিক্রমণীয় বিষয়ে আপনার বাক্যও তদনুরূপ। কংস লোকান্তর গমন করিয়াও রাজসম্মান লাভ করিবে। আপনি যেরূপ মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার অজ্ঞাত বিষয় কি আছে? তথাপি নিয়তি যে দুরতিক্রমণীয়, এ বিষয়ে আপনি অনভিজ্ঞ হইতেছেন কেন? সময় উপস্থিত হইলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম ভূতমাত্রকেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। বিদ্বান্, অর্থদান, দাতা, রূপবান্, ব্রহ্মবাদী, নীতিজ্ঞ, লোকপালসদৃশ ও মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত নৃপতিগণও কালের করাল হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। ধর্ম্মপরায়ণ, লোকচরিতাভিজ্ঞ, প্রজাপালনতৎপর, ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মানুরক্ত দান্ত মহীপতিগণও কালকবলে নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন। শুভই হউক, আর অশুভই হউক যিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, সময় উপস্থিত হইলে দেহীমাত্রকেই তাহার তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। কালের এ মায়া অতি দুরধিগম্য; এমন কি উহা দেবগণেওর অবোধ্য। ইহাতে লোকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। এই কালসহকৃত কর্ম্মই সকলের কারণ। অতএব কংস পূর্ব্বকৃত কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া সেই কাল কর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমি কারণ নহি; কাল ও কম্মই উহার নিদান। এই সূর্য্যময় নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড কালবলে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে, আবার কলধর্মে সমুৎপন্ন হইতেছে। কালই সর্ব্বভূতের নিগ্রহানুগ্রহের কর্ত্তা। অতএব ভূতমাত্রেই কালের বশবর্ত্তী। হে নরাধিপ! আপনার পুত্র কংস আত্মদোষেই দগ্ধ হইয়াছে; আমি উহার কারণ নহি, একমাত্র কালই প্রধান কারণ। অথবা আমিই উহার কারণ তাহার আর সংশয় কি? কারণ কাল অন্য কারণকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ং কি করিতে পারে? রাজন! যাহাই হউক ফলতঃ কালই বলবান্, কালের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ক সূক্ষ্মাতত্ত্বজ্ঞ সমদর্শী মোক্ষতত্ত্বাভিজ্ঞ সিদ্ধগণই ইহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছেন। তাত! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

রাজন! আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি ইহার আকাঙ্ক্ষাও করি না। রাজ্যলুব্ধ হইয়া আমি কংসকে নিহত করি নাই। কেবল লোকহিতকামনায় ও কীর্ত্তিলাভের প্রত্যাশায় আমি আপনার কুলকলঙ্ক পুত্র কংসকে সহোদরের সহিত বিনাশ করিয়াছি। আমি স্বেচ্ছাবিহারী করীম ন্যায় প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে সেই বনমধ্যে ধেনুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গোপবৃন্দের সহিত

বিচরণ করিব। আমি শত শত বার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহা বলিলাম তাহাই সত্য—আমার রাজ্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি আপনি তাহাই করুন। আপনি আমার মান্য ও যদুবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই রাজা হউন। হে রাজসত্তম। যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, যদি আপনার মনঃকষ্ট না থাকে, তবে আপনিই রাজপদে অতিষিক্ত হউন। আমি চিরকালের জন্য উহা পরিত্যাগ করিতেছি আপনি গ্রহণ করুন, আপনার জয় হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উগ্রসেন মহা কৃষ্ণের এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে লজ্জিতের ন্যায় অধোমুতে অবস্থান করিলেন, কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দ উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন সেই মুকুটধারী শ্রীমান মহীপতি উগ্রসেন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া কংসের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেইরূপ কৃষ্ণের আদেশানুসারে প্রধান প্রধান যাদবগণ পুরপ্রবেশ পদবীতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে কংস ও তার অনুজ সুনামাকে শিবিকায় আরোপন করিয়া, যমুনার উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। কথায় বিধিপূর্ব্বক প্রজ্বলিত চিতানলে উভয়ের শরীর ভষ্মসাৎ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যাদবগণ প্রেতোদ্দেশে অক্ষয় স্বর্গকামনায় পুন পুনঃ জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। এইরূপে সলিলক্রিয়া সমাপন করিয়া উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পুরীপ্রবেশ করিলেন।

৮৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ এখন রোহিণীনন্দন বলরামের সহিত মিলিত হইয়া যাদবকুল সমাকীর্ণ মথুরা নগরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়ে রাজশ্রী এবং যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া বিহার করিতে আরম্ভ করিলে মথুরা রত্নাকরভূষিতা হইয়াই যেন শোভিত হইতে লাগিল। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তাঁহারা উভয়ে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কাশী প্রদেশান্তর্গত অবন্তি নগরে সন্দীপনি সমীপে উপস্থিত হইলেন। সদাচারনিরত রাম ও কৃষ্ণ কিনীতভাবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয় বংশপরিচয় ও অধ্যয়ন প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। অতঃপর গুরু-শুশ্রূষায় অভিনিবিষ্ট হইলে, ভগবান্ সন্দীপনি অহ্লাদসহকারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বিদ্যাদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরাগ্রগণ্য শুতিধর বালকদ্বয় কতিপয় দিবসের মধ্যে চতুঃষষ্টি কলাপূর্ণ সাঙ্গ বেদ আয়ত্ত করিলেন। অচিরকালের মধ্যে গুরু তাহাদগিকে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ ও সমন্ত্রক অস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করাইলেন। তাঁহাদের অমানুষী মেধা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় ইঁহারা চন্দ্র ও সূর্য্যদেব হইবেন, মানুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন, এই দুই মাহাত্মা প্রতি পূর্ব্বেই দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তর কৃষ্ণ কৃতকার্য্য হইয়া গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, গুরো! আমাদিগের কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে? গুরু সন্দীপনি ইহাদের উভয়ের প্রভাব পূর্ব্বেই বিলক্ষণ অবগত

হইয়াছেন। এক্ষণে গুরুদক্ষিণার কথা হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, বৎস! আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছির। সেই পুত্রটী লবণ সমুদ্রে প্রভাস তীর্থে তিমি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছে, তুমি তাহাকেই আনিয়া গুরুদক্ষিণা দেও।

কৃষ্ণ অগ্রজের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী কৃষ্ণ সমুদ্রে গমন করিযা তাহার জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হিইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমুদ্র! ভগবান সন্দীপনির পুত্র কোথায়? সমুদ্র কহিলেন, পঞ্চজন নামক এক মহাদৈত্য তিমিরূপগ্রহণ করিয়া সেই বালককে গ্রাস করিয়াছে। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই পঞ্চজন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন কিন্তু সেই গুরুপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার নিকট হইতে পঞ্চজন নামক একটী শঙ্খ লাভ করিলেন। দেবতা ও মনুষ্যমণ্ডলীমধ্যে ইহাই পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। অতঃপর সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। যম তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আপনার আগমনের প্রয়োজন কি? আর আমাকেই বা কি করিতে হইবে। তখন ভগবান গোবিন্দ কহিলেন, আমার গুরুপুত্রটী প্রদান করিতে হইতেছে। যম তাঁহার বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন না, সুতরাং উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর গদাধর যমরাজকে পরাভূত করিয়া বালক গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। চিরবিনষ্ট গুরুধন যমসদন হইতে লাভ করিয়া কৃষ্ণ মুনি সমীপে আনিয়া দিলেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যাহার প্রেতত্ব লাভ হইয়াছিল, সে অদ্য অমিত তেজা কৃষ্ণের প্রভাবে পুনরায় শরীর ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া সকলেই নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। জগৎপ্রভু বাসবানুজ কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, রাক্ষসানীত বহুবিধ রত্ন ও তাঁহার পুত্রকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলে মুনি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে গদা, পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়া অচিরকালের মধ্যে ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিলেন।

অনন্ত, সেই ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া বিনীতবেশে গুরুদেবকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তথা হইতে মধুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন শুনিয়া উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সসৈন্যে তাহাদিগের প্রত্যুদগমন করিলেন। তৎকালে শ্রেণী, প্রজা, মন্ত্রী, পুরোহিত আবালবৃদ্ধবনিতাগণে পুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দকয় তুর্য্যধ্বনিতে জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। রাজমার্গের চতুর্দ্দিকে পতাকা সমুদায় উড্ডীন হইয়া পরম শোধা ধারণ করিল। অন্তঃপুর মধ্যে আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। ফলতঃ ইন্দ্র-মহোৎসবে যেমন সকলে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, কৃষ্ণের আগমনেও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। যাদবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী গায়কগণ পুলকিতহৃদয়ে রাজপথে মনের অনুরাগে স্তব ও আশীর্ব্বাদযুক্ত গান করিতে লাগিল। কহিতে লাগিল, হে পুরবাসিগণ! অদ্য লোকবিখ্যাত কৃষ্ণ ও বলরাম স্বপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন 'তোমরা নির্ভয়ে বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ কর'। বস্তুতঃ কৃষ্ণ মথুরায় আগমন করিলে তৎকালে নগরীমধ্যে কাহার আর দৈন্য, মালিন্য অজ্ঞতা রহিল না। পক্ষিগণ মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। গো, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ প্রমুদিত হইল। তত্রত্য নর নারীগণ মনের সুখে বিচরণ করতে লাগিল। সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল, দিক সমুদায়

প্রসন্ন হইল। দেববর্গ সর্ব্বস্থানেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তৎকালে কৃষ্ণের আগমনে যেন পুনরায় সত্যযুগের অবতারণা হইল বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। এই সময়ে অরিমর্দ্দন কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া শুভলগ্নে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাসনুগামী দেবগণের ন্যায় যদুবংশীয়গণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন উদয়াচলে উপস্থিত হন, সেইরূপ যদুনন্দন কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে হৃষ্টান্তঃকরণে বসুদেবগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় মূর্ত্তিমান সূর্য্য ও দেবরাজের প্রখরতেজে প্রদীপ্ত হইয়া স্বগৃহে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় বিন্যাসপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ বিচিত্র কুসুম পরিশোভিত ফলভরাবনত বৃক্ষরাজি বিরাজিত উদ্যানে এবং রৈবতগিরি সন্নিহিত পদ্মসঙ্কুল কারণ্ডবাদি বিবিধ জলচর পক্ষি সমলঙ্কৃত নির্ম্মল সলিলা নদীতীরে যাদবগণ পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অভিন্নত্মা ভ্রাতৃদ্বয় উগ্রসেনের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল মথুরায় অতিবাহিত করিলেন।

৯০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ ও বলরাম যৌবন ও রাজশ্রী লাভ করিয়া যাদবাকীর্ণ বন ও আকরালঙ্কৃত মথুরা পুরীতে বাস এবং উভয়ে সঙ্গত হইয়া পরম সুখে তথায় বিহার করিতে লাগিলেন। রাজন! মহাবল মগধাধিপতি জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে কল্যাণিনী রূপযৌবনশালিনী দুই কন্যা ছিল। মহারাজ জরাসন্ধ ঐ দুই কন্যা কংসকে প্রদান করেন। কংস এই দুই ভার্য্যা লাভ করিয়া শ্বশুরের সাহায্যে পিতা উগ্রসেনকে আবদ্ধ ও যাদবগণকে অনাদর করিয়া পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতেছিল। এ কথা আমি আপনাকে অনেক বার বলিয়াছি। বসুদেব জ্ঞাতিগণের কার্য্য সাধনোদ্দেশে সতত উগ্রসেনের হিতানুষ্ঠানে আসক্ত থাকিতেন। কিন্তু কংসের উহা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক দুরাত্মা কংস নিহত হইলে উগ্রসেন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহীপতি জরাসন্ধ দুহিতৃদ্বয়ের মুখে কংসের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া অনতিবিলম্বে যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া যদুকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে ষড়ঙ্গ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে বীরপত্নীতনয়া কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া বহির্গত হইলে যে সকল জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ও অসামান্য ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধবীর রাজন্যবর্গ ইহার প্রতাপে অবনত ও বশীভূত হইয়া ইহাঁরই হিতসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা সৈন্যসামন্ত লইয়া ইহাঁর অনুসরণ করিলেন। কারুষ, দন্তবক্র, বীর্য্যবান্ চেদিরাজ, কলিঙ্গাধিপতি মহাবল পৌণ্ড্র, আহ্বতি, কৈশিক, নরপতি ভীষ্মক, ভীষ্মকের পুত্র, রুক্মী, এই রুক্মী ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকেও আহ্বান করিয়া স্পর্দ্ধা করিত। বেণুদারি, শ্রুতবর্ব্বা, ক্রাথ, অংশুমান, অঙ্গরাজ, বঙ্গাধিপতি, কাশীরাজ কৌশল্য, দশার্ণাধিপতি, সুক্ষেশ্বর, পরাক্রান্ত বিদেহাধিপতি, বলবান মদ্ররাজ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, বিক্রান্ত শাল্বরাজ, মহাবল দরদ, যবনাধীশ্বর, বীর্য্যশালী ভগদত্ত, সৌবীররাজ, শৈব্য, বলশালী পাণ্ড্য, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল লগ্নজিৎ, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, দরদাধিপতি, ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহাবল দুর্য্যোধনাদি, ইহারা এবং অতিভীষণ বলসম্পন্ন মহারথী নৃপতি সকল জনার্দ্দন কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে করিতে জরাসন্ধের অনুগমন করিলেন। ইহারা সকলে প্রভূত বলশালী সৈন্যগণকে অগ্রে করিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিতে আজ্ঞা করিল।

৯১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই সমুদায় রাজন্যগণ মধুরার সহিত উপবনে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন মনে করিয়া বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ হৃষ্টমনে বলরামকে কহিলেন, প্রভো! নরপতি জরাসন্ধ যখন এত সন্নিহিত হইয়াছেন, তখন দেবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দেখুন বায়ুবেগশালী রথ সমূহের ধ্বজাগ্র সমুদায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখুন বিজিগীষু

নৃপতিবর্গের অত্যুচ্চ শশিপ্রভ শ্বেতছত্র সকল কেমন শোভা পাইতেছে। আরও দেখুন রথোপরিস্থ নির্ম্মল ছত্রপংক্তি আকাশস্থ শুভ্র হংসপংক্তির ন্যায় আমাদিগের অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। উপযুক্ত সময়েই নৃপতি জরাসন্ধ উপস্থিত হইয়াছেন। এই নৃপতিই আমাদের সমরশক্তি পরীক্ষার নিকষ স্বরূপ। ইনিই আমাদের সমরাঙ্গনে প্রথম অতিথি। আর্য্য! এই মহীপতি উপস্থিত হইলে আমরাই উভয়ে অগ্রে ইহার সম্মুখীন হইব এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধারম্ভও করিতে হইবে; এক্ষণে ইহার সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া দেখুন।

সংগ্রামলোলুপ যদুপতি কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সুস্থমনে জরাসন্ধের অভিমুখে গমনোদ্যত হইয়াই যেন ঐ সমস্ত নৃপতি ও উহাদিগের সৈন্য সামন্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া আত্মমনে কহিতে লাগিলেন, এই সমস্ত নৃপতিই বিনাশ ধর্ম্ম পার্থিবপথে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারাই এখন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসারে নিধন প্রাপ্ত হইবে। মৃত্যু যেন এই সকল নরপতিগণের শরীরে সলিল প্রোক্ষণ করিয়াছেন। আর এ সকল শরীর স্বর্গভোগোপযোগী বলিয়াও অনুমিত হইতেছে। এই সমুদায় নরপতিগণ ও উহাদের সৈন্যসামন্তে নিতান্ত নিপীড়িত ও ভারগ্রস্ত হইয়া যে পৃথিবী স্বর্গে ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন উহা সঙ্গতই হইয়াছিল। পৃথিবী ইহাদেরই বল ও রাষ্ট্রদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া একবারে নিরবকাশ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে অচিরকালের মধ্যে শত শত নৃপতি নিহত হইয়া পৃথিবী একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এদিকে সর্ব্বভূপতির অধীশ্বর মহাদ্যুতি রাজা জরাসন্ধ সহস্র সহস্র নরপতি কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া মহাক্রোধ ভরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার সংগ্রামিক রথ সমুদায় আরোহিসংযুক্ত অত্যুন্নত ও আয়ত অশ্বসংযুক্ত। ইহার রণোন্মত্ত মাতঙ্গসকল সুবর্ণশৃঙ্খল ও বৃহৎ ঘণ্টাসংযুক্ত হইয়া মহামাত্রাধিষ্ঠিত মেঘের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। আরোহী সমারূঢ় বল্গিত উল্লম্ফনকারী অশ্বগণ মেঘের ন্যায় বেগে চালিত হইতে লাগিল। খড়্গচর্ম্মধারী অসংখ্য পদাতি সকল বদ্ধপরিকর হইয়া লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক বিষম বিষধরের ন্যায় আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে, কম্পমান জলধরের ন্যায় চতুর্ব্বিধ সৈন্যের পুরোগামী হইয়া মহাবল রাজা জরাসন্ধ মধুরা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মেঘনির্ঘোষ, রথশব্দ, মত্তমাতঙ্গের বৃংহিত, অশ্বকুলের হ্রেষারব, পদাতিগণের সিংহনাদে মথুরা নগরীর দিক্‌সমুদায় ও উপবন সমস্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নগরোপকণ্ঠে, সমুপস্থিত অসীম সৈন্য সামন্ত পরিবৃত জরাসন্ধকে দেখিয়া সাগরের ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। রণদৃপ্ত যোধগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফালন দ্বারা মেঘ সৈন্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। পবনসম বেগশালী রথ, জলদ সদৃশ মাতঙ্গ, বেগবান অশ্ব, পক্ষিগণ সদৃশ পদাতিলে মিশ্রিত হইয়া গ্রীষ্মাবসানে সাগরগত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। জরাসন্ধ প্রভৃতি মহীপালগণ পুরী বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ শিবির সন্নিবেশ সন্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন শুভ্রবর্ণ জলধি পুরীর চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া অবস্থিত হইয়াছে। এইরূপে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন যুদ্ধলালসায় নগর আক্রমণার্থ সকলেই যুগপৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর যমুনার উপকূলে উপস্থিত হইলে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সাগরের ভীষণ শব্দের ন্যায় সৈন্যদিগের তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন মহারাজ জরাসন্ধের আদেশানুক্রমে কুঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী প্রাচীন পুরুষবর্গ বেত্রহস্তে গোল নিবারণার্থ চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদায় সৈন্য স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। সৈন্যকুল নিঃশব্দ ও স্তিমিতভাব অবলম্বন করিলে লীনভুজঙ্গ ও সুপ্ত সুপ্ত মীন উদধির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর জরাসন্ধ বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে লাগিলেন, নরপতিগণের যে সকল সৈন্য আছে, তাহারা শীঘ্র অগ্রসর হউক এবং নগরীর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করুক। অশ্মযন্ত্র, ক্ষেপণীয় ও মুদ্গর সকল প্রয়োগযোগ্য করিয়া লও। নরপাল সমুদায় অন্য জনগণের সহিত যথাস্থানে অবস্থান করুক। লাল ও তোমরাস্ত্র সমুদায় ঊর্দ্ধে স্থাপন কর। টঙ্ক ও খনিত্র দ্বারা শীঘ্র পুরী বিদারণ করিতে আরম্ভ কর। অদূরে যুদ্ধমার্গবিশারদ নৃপতিগণ অবস্থান করুন। অদ্য হইতে যে কাল পর্য্যন্ত বসুদেবতনয় কৃষ্ণ ও বলরাম সমরক্ষেত্রে নিশিত শরদ্বারা নিহত না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সৈন্যগণ পুরী অবরোধ করিয়া অবস্থান করুক। টঙ্কাস্ত্রদ্বারা যাহাতে আকাশ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হয়, ভূপালগণ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আর কলিঙ্গাধিপতি মদ্র, চেকিতান, বাহ্লীক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করুষাধিপতি দ্রুম, কিম্পুরুষ এবং পার্ব্বতীয় দানবগণ ইহারা নগরের পশ্চিম দ্বার শীঘ্র অবরোধ করুন। পুরুবংশীয় বেণুদারি, বৈদর্ভ, সোমক, ভোজাধিপতি রুক্মী, সূর্য্যাক্ষ, মালব, অবন্তীদেশাধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, বীর্য্যবান্ দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, মহীপতি বিরাট, কৌশাম্ব্য, মালব, শতধান্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ, পঞ্চনদ, ইহারা উত্তর দ্বার। উলূক, কৈতবেয়, অংশুমানের পুত্র বীর, একলব্য, বৃহৎ ক্ষেত্র, ক্ষত্রধর্ম্মানুরক্ত জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শল্য, কৌরবগণ, কৈকয়গণ, বৈদিশ বামদেব, সাকেত নিবাসী শিনিপতি, ইহারা পূর্ব্বদ্বারে থাকিয়া বায়ু যেমন মেঘকে বিঘট্টন করে, তদ্রূপ পুরী বিদারণ করিতে ধাবিত হউন। আমি দয়দ ও বীর্য্যবান চেদিরাজ সসজ্জ হইয়া দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করি। এই রূপে এই পুরীর চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করুক। শৌরগণ বজ্রপাত সদৃশ তুমুল শব্দ অনুভব করিয়া ভয়প্রাপ্ত হউক। গদাধারী সৈন্যগণ গদা দ্বারা, পরিঘধারীরা পরিঘ দ্বারা এবং অন্যান্য অস্ত্রধারিগণ স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা পুরী বিদারণ করিতে আরম্ভ করুক। অদ্যই এই সমস্ত নগর ভূমিসাত করিয়া নগরাঙ্গনকে ভগ্নপ্রাসাদ দ্বারা সমভূমি করিতে হইবে।

মহারাজ! এইরূপে রোষাবিষ্ট জরাসন্ধ স্বকীয়বল চতুর্ব্বূহে ব্যবস্থাপিত করিয়া সমস্ত নরপতি সমভিব্যাহারে যাদবগণকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। এদিকে যদুবংশীয়গণও স্বীয় বল ব্যূহীকৃত করিয়া তাহার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। উভয় দলে দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দলের সৈন্যসংখ্যা অনেক অন্য দলের সৈন্য অল্প, সুতরাং অযোগ্য হইলেও যখন বসুদেবতনয় কৃষ্ণ ও বলরাম রথারোহণে নগর হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্র বিক্ষোভকারী বিষম ক্রুদ্ধ মকরস্বয়ের ন্যায় প্রতিপক্ষ

নৃপতিসৈন্যকে ক্ষুভিত ও ত্রস্ত করিয়া সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে এই ব্যাপার অবলোকনে জরাসন্ধ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে বসুদেবতনয় উভয়েরই পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র স্মরণ হইতে লাগিল। স্মরণ করিবামাত্র ঐ সমুদায় দীপ্তিশীল সুদৃঢ় মহাস্ত্র আকাশ হইতে সমরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সকল অস্ত্রই অতি ভীষণ রাক্ষস দ্বারা অনুসৃত মূর্ত্তিমান ও অতি বৃহৎ দিব্যমাল্য যুক্ত নৃপতিদিগের মাংস ভক্ষণে নিতান্ত লোলুপ, পতনকালে অস্ত্র প্রভায় দিক সমুদায় সমুজ্জল করিয়া খেচরগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক বেগে আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে সম্বর্ত্তক হল, সৌনন্দ মুষল, ধনুশ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গ ও কৌমদকী গদা এই চারি তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণবাস্ত্র যাদবসমরে তাঁহাদের উভয় কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বলরাম প্রথমেই দিব্য মালা সমন্বিত বিচরণশীল ভুজঙ্গমের ন্যায় পরম সুন্দর হলাস্ত্র দক্ষিণ হস্তে এবং শত্রু নিরানন্দকর মুষলশ্রেষ্ঠ বাম হস্তে গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণও এক হস্তে দর্শনীয়, লোকবিখ্যাত, মেঘগভীর ধ্বনি, শার্ঙ্গ নামক ধনুক, অপর হস্তে দেবপ্রশংসিত গদা ধারণ করিলেন। ঐ গদা কুমুদাক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কৌমোদকী নামে বিখ্যাত। এইরূপে সাক্ষাৎ বিষ্ণু মূর্ত্তির ন্যায় বীরদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ সশস্ত্র হইয়া বিপক্ষমণ্ডলীমধ্যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্রজ ও অনুজ নামধারী বসুদেবনয় কৃষ্ণ ও বলরাম আয়ুধ প্রহারে শত্রুগণকে প্রপীড়িত করিয়া দেবযুগলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রাম প্রকুপিত সর্পের ন্যায় হলাস্ত্র উদ্যম করিয়া শত্রুগণের অন্তকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে রথিগণের রথ আকর্ষণ করিয়া মাতঙ্গ ও অশ্বগণের উপর লাঙ্গল ও মুষলাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় রোষাবেশের চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেন এবং প্রকাণ্ড অচলের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বর্গ রণক্ষেত্রে বলরাম কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ভয়াকুল চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জরাসন্ধের নিকটে উপস্থিত হইল। তখন জরাসন্ধ ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া কাতরতা অবলম্বন করিতেছ, তখন তোমাদের ক্ষত্রিয় বৃত্তিকে ধিক্! মনীষীরা বলিয়া থাকেন যে ক্ষত্রিয় সমরে বিরথ ও পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে তাহারা অসংখ্য ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। অতএব কিজন্য তোমরা সমরে ভীত হইতেছ? তোমাদের ক্ষত্রিয় জীবনে ধিক! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, প্রতিনিবৃত্ত হও। অথবা রথারোহণে তোমরা আমার যুদ্ধ সন্দর্শন কর। আমি ঐ গোপবালকদ্বয়কে শীঘ্রই যমসদনে প্রেরণ করিতেছি।

অনন্তর ক্ষত্রিয়গণ জরাসন্ধ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পুনরায় শর বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেহ কেহ স্বর্ণালঙ্কার ভুষিত অশ্বে, কেহ বা মেঘগভীরনিস্বন রথে কেহ কেহ মহামাত্রচালিত মেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া সমর ভূমিতে উপস্থিত হইল। নৃপতিবর্গ শরীররক্ষক বর্ম্ম পরিধান, খড়্গ, জ্যা আরোপিত ধনু, তূণীর ও তোমরাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধ্বজা পতাকা চত্র ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া চামর বীজনে বীজিত হইতে হইতে সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিল। রথিগণ সমরানুরাগ বশতঃ গুরুগদা, ক্ষেপণীয় ও মুদ্গর নিক্ষেপ করিতে করিতে সমরার্ণবে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সুপর্ণধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবানন্দবর্দ্ধন

ভগবান কৃষ্ণ জরাসন্ধকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ তদুপরি অষ্ট বাণ, সারথির উপর পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। জরাসন্ধ এইরূপে শর জালে বিদ্ধ হইয়া অশ্বগণকে রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেও বীর্য্যবান কৃষ্ণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তখন মহারথ চিত্রসেন এবং সেনাপতি কৈশিক তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া কৃষ্ণকে শরনিকরে ব্যথিত করিতে লাগিল। কৈশিক বলরামকেও তিন বাণে বিদ্ধ করিল। বলরামও ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার ধনুক ছিন্ন করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং মহাবেগে ধাবিত হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা শত্রুগণকে ব্যথিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। চিত্রসেন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ঐ সময়ে কৈশিক পঞ্চ ও জরাসন্ধ সপ্ত বাণদ্বারা বলরামকে আহত করিল। তদ্দর্শনে জনার্দ্দন কৃষ্ণ তিন তিন নারাচাস্ত্র দ্বারা উহাদিগের তিন জনকেই এবং বলদেবও প্রত্যেককে নিশিত পঞ্চ শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া অবশেষে চিত্রসেনের রথেশা ছেদন করিলেন। এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার ধনুকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বীর্য্যবান চিত্রসেন এইরূপে ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া মহাক্রোধভরে মুষলপাণি বলদেবকে নিহত করিবার মানসে গদা গ্রহণপূর্ব্বক প্রধাবিত হইল। বলদেবও চিত্র সেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নারাচাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইলে মগধেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে তাহার অশ্বগণকে গদাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। পুনরায় সেই মহাবীর্য্য জরাসন্ধ বীরদর্পে বলদেবের প্রতিই ধাবিত হইল। রামও তখন মুষলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের প্রতি অভিধাবিত হইলেন; এইরূপে পরস্পর পরস্পরের বিনাশ কামনা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে চিত্রসেন মগধাধিপতি জরাসন্ধকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া জরাসন্ধকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে গজসৈন্য উপস্থিত হইলে রণসঙ্কুল হইয়া উঠিল; এই সময়ে মহাবল জরাসন্ধ বহু সৈন্য সমাবৃত হইয়া রাম-কৃষ্ণ-পুরোগামী ভোজগণের সম্মুখীন হইল; উভয় সৈন্য একত্র মিলিত হইলে শব্দায়মান ক্ষুভিত মহাসাগরে ন্যায় তুমুল সৈন্যঘোষ আরম্ভ হইল; সহস্র সহস্র বেণু ভেরী মৃদঙ্গ ও শখের ঘোর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে তুমুল সিংহনাদ বাহ্বাস্ফোটন ও আক্রোশ শব্দ আরম্ভ হইল। অশ্বগণের খুরক্ষেপ ও রথচক্রের নিষ্পেষণে ধুলিরাশি উত্থিত করিয়া সেনাদল পরস্পর আক্রোশ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। অথী, অশ্বারোহী, সহস্র সহস্র পদাতি ও পর্ব্বতোপম হস্তি সমুদায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। জরাসন্ধের যোদ্ধৃগণ বৃষ্ণিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। শিনি, অনাধৃষ্ণি, বক্ষ, বভ্রু, বিপৃথু ও আহুক ইহারা সকলে বলদেবকে অগ্রে করিয়া সৈন্যের অর্দ্ধভাগ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া শত্রুসৈন্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিলেন। এইভাগ চেদিরাজ, জরাসন্ধ, উত্তরদেশীয় মহাবীর্য্য শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি নৃপতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল। অগাবহ, পৃথু, কঙ্ক, শতদ্যুম্ন ও বিদূরথ ইহারা হৃষীকেশকে অগ্রগামী করিয়া অপরার্দ্ধ ভাগে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মক, মহাত্মা রুক্মী, দেবক, মদ্রপতি এবং মহাবীর্য্য ও অদ্ভুত বলশালী প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোধগণ কর্ত্তৃক এই ভগ রক্ষিত হইতে ছিল। শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস প্রভৃতি বজ্রনির্ঘোষ শরবর্ষণ দ্বারা উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সাত্যকি, চিত্রক, শ্যাম, বীর্য্যশালী যুযুধান, রাজাধিদেব, মৃদর,

মহারথ শ্বফল্ক, সত্রাজিৎ, চিত্রসেন, ইহারা বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুব্যূহের বামভাগে উপস্থিত হইলেন। মৃদর কৃষ্ণপক্ষের ব্যূহার্দ্ধভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বেণুদারি প্রভৃতি রাজন্যগণ, প্রতীচ্য যোদ্ধৃবর্গ ও বলবান ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ জরাসন্ধ পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিল।

৯২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতসম! অনন্ত মগধরাজ জরাসন্ধের অনুযায়ী নৃপতিবর্গের সহিত বৃষ্ণিবংশষদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রুক্মীর সহিত বাসুদেব, ভীষ্মকের সহিত আহুক, ক্রাথের সহিত বসুদেবের, বভ্রুর সহিত কৌশিক, গদের সহিত চেদিয়াজ, শম্ভুর সহিত দন্তবক্র এবং অন্যান্য বৃষ্ণিগণ অন্যান্য মহাত্মা নরপালের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইলেন। এইরূপে উভয় পক্ষে ক্রমাগত সপ্তবিংশতি দিবস যুদ্ধ চলিল। হস্তী হস্তীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, রথ রথীর সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা জরাসন্ধ রামের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইল। বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইহাঁদের উভয়ের যুদ্ধও সেইরূপ রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে স্মরণ করিয়া রুক্মীকে বিনাশ করিলেন না। কেবল শিক্ষা কৌশলে তাহার অগ্নি, অর্কাংশু, আশীবিষ ও বিষ তুল্য শরনিকরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য সৈন্যবর্গ একবারে নিহত হইতে আরম্ভ হইল। রাজন! ঐ উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মাংস শোণিত দ্বারা যুদ্ধস্থল কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক কবন্ধ উত্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সৈন্যের কথা কি বলিব ঐ সমুদায় কবন্ধেরও ইয়ত্তা করা সহজ ব্যাপার নহে। অনন্তর মহারথী রাম আশীবিষ সদৃশ বাণক্ষেপে জরাসন্ধকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ধাবিত হইলেন। বীর জরাসন্ধও শীঘ্রগামী এক রথে আরোহণ করিয়া বলদেবের দিকে বেগে ধাবিত হইল। বিবিধ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়েই ক্ষীণা, নিহতাশ্ব হতসারথি ও বিরথ হইয়া সবশেষে গদা গ্রহণপূর্ব্বক উভয়ে উভয়ের দিকে ধাবমান হইল। পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। উভয়ে যখন সেই বিষম গদা উদ্যত করিয়া একত্র সমাগত হইলেন, তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন শিখরধারী পর্ব্বতদ্বয় একত্র মিলিত হইয়াছে। সর্ব্বসমক্ষে তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই মহাভুজ, উভয়েই ক্রোধ ভরে যুদ্ধাস্পর্দ্ধী হইয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিখ্যাত, উভয়েই রণপণ্ডিত এবং মহাবল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে দেবগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহর্ষি ও অপ্সরোগণ চতুর্দ্দিক হইতে যুদ্ধ দর্শনার্থ আগমন করিলেন। তদ্বারা আকাশমণ্ডল যেন অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়ে মহাবল জরাসন্ধ বলরামের প্রতি ধাবিত হইল। জরাসন্ধ বামমণ্ডল, বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল আশ্রয় করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন মাতঙ্গদ্বয় পরস্পর দন্তাঘাত করিয়া ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ ইহাঁদিগেরও উভয়ের গদা নিপাত শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রামের গদা-নিপাত-ধ্বনি অশনি শব্দের ন্যায় শ্রুত

হইতে লাগিল। বায়ু বেগবশে যেমন বিন্ধ্য গিরিকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ জরাসন্ধের করনিঃসৃত গদাও বলদেবকে কম্পিত করিতে পারিল না। মগধেশ্বর. বীর্য্যবত্তা, অসামান্য ধৈর্য্য ও শিক্ষাবলে বলদেবের গদানিপাত কঞ্চিৎ সহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত উভয় বীরে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হওয়াতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর আবার পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। উভয়েই সমান যোদ্ধা, বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বলরাম দেখিলেন গদাযুদ্ধে ইহার বিশেষ নৈপুণ্য আছে, সুতরাং এতদ্বারা কখনই ইহাকে পরাভূত করিতে পারা যাইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাক্রোধভরে মুষলাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন ক্রুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক রণস্থলে অতি ঘোরদর্শন অমোঘ মুষল উদ্যত দেখিয়া সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এক আকাশবাণী হইল যে, বলদেব! তুমি ক্ষান্ত হও, এই জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে; অতএব উহাতে তোমার ক্ষোভেরও প্রয়োজন নাই, আমি উহার মৃত্যু উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি অচিরকাল মধ্যেই উহার প্রাণবিনাশ হইবে। এই কথা শুনিয়া জরাসন্ধ নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন, বলদেবও আর প্রহার করিলেন না। কি বৃষ্ণিগণ কি অন্যান্য রাজন্যবর্গ সকলেই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধে নিরস্ত হইল, তাদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম একবারে শেষ হইয়া গেল। হে মহারাজ! এইরূপে দীর্ঘকাল পরস্পর প্রহার করিয়া অবশেষে মহীপতি জরাসন্ধ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ভগবান মরীচিমালী দিনমণিও অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রাত্রিকাল উপস্থিত, সুতরাং আর কেহ কাহার অনুসরণ করিতে পারিলেন না। কেশবরক্ষিত মহাবল যোধগণ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া হৃষ্টচিতে পুরী প্রবেশ করিলেন। আকাশমার্গ হইতে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র কৃষ্ণ ও বলরামের হস্তগত হইয়াছিল, তাহারাও তখন অন্তর্হিত হইল। নরপতি জরাসন্ধ উন্মনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন।

যে সকল নৃপতিবর্গ তাহার অনুগমন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারাও স্বরাষ্ট্র উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন।

হে কুরুশার্দ্দূল! বৃষ্ণিবংশীয়গণ জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়াও আপনাকে বিজয়ী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহারা জানিতেন রাজা জরাসন্ধ, অতিশয় বলশালী, বিশেষতঃ তাঁহার উহার সহিত সংগ্রামে অষ্টাদশবার অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, কিন্তু কোন মতেই উহার বিনাশ সাধন করিতে পারেন নাই। মহারাজ জরাসন্ধের সহিত বিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যসামন্ত আগমন করিত, যাদবদিগের সৈন্যসংখ্যা অল্প সুতরাং ইহারাই পরা ভূত হইতেন। কিন্তু পরিণামে মহারথ বৃষ্ণিগণই সমরে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন।

৯৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বলবান কৃষ্ণ বলদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া যাদবব্যাপ্ত মধুরাপুরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কংস-নিধন-বৃত্তান্ত পুনরায়

প্রবল প্রতাপ মহারাজ জরাসন্ধের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। এই সময়ে অবসয় বুঝিয়া তাঁহার দুহিতৃদ্বয়ও যুদ্ধার্থ তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিলেন। জরাসন্ধ এইরূপে সপ্তদশবার যাদবদিগের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারথ যাদবগণও কোনরূপে ইহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ইন্দ্র সদৃশ, প্রভূত বলশালী রাজাধিরাজ মগধরাজ পুনরায় চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে অষ্টাদশবার কৃষ্ণের বধ সাধনের নিমিত্ত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পুনরায় সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন যাদবগণ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপাততঃ, শান্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা নীতিবিশারদ বিকদ্রু উগ্রসেনের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস গোবিন্দ! প্রকৃত অবসর উপস্থিত, এই অবসরে আমি তোমার নিকটে এই বংশের আমূল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অতঃপর যদি আমার বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তবে তদনুসারে কার্য্য করিও। পূর্ব্বকালে আত্মদর্শী, ভগবান বেদব্যাস এই যদুবংশের উৎপত্তি বিষয়ে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, তাহাই যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। মনুবংশে ইক্ষ্বাকুসমুদ্ভব মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হর্য্যশ্ব নামে এক বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। মধু নামক দৈত্যের দুহিতা মধুমতী তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তাঁহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে আর কেহ ছিলেন না; এমন কি স্বর্গে যেমন ইন্দ্রের শচী, পৃথিবীতে সেইরূপ হর্য্যশ্বের মধুমতী। এই কমলাক্ষী অতিপ্রতিমা নিবিড় নিতম্বিনী কামরূপিণী মধুমতী গগনবিহারিণী রোহিণীর ন্যায় একান্ত পতিপরায়ণা ছিলেন, সুতরাং রাজা তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা মনে করিতেন, কামিনীও কেবল রাজাকেই কামনা করিতেন। হে মাধব! একদা সেই নরপতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অযোধ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিমিত আনুযাত্রিক ও প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত বনবাস আশ্রয় করেন। কালধর্ম্মজ্ঞ মহীপতি বনে থাকিয়া প্রিয়ার সহিত মনের সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

একদা তাঁহার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করুন, আসুন আমরা উভয়ে আমার পিতৃগৃহে গমন করি। আমার পিতার রাজধানী মধুবন অতি রমণীয় স্থান। তথায় পাদপগণ অভিলাষানুরূপ ফলপুষ্পে পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমরা উভয়েই তথায় স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া বিহার করিতে পারি। হে পৃথিবীতে! আপনি আমার পিতা মাতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমার প্রিয়পাত্র বলিয়া ভ্রাতা লবণও আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিয়া থাকেন। অতএব চলুন আমরা তথায় গমন করিয়া নন্দনকাননে অপ্সরাদ্বয়ের ন্যায় স্বরাজ্য নির্ব্বিশেষে ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে পারি। হে মহারাজ! আর আপনার সেই অভিমানী, আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট এবং ধনমদে মত্ত ভ্রাতার বশ্যতা স্বীকার করিবার আর আবশ্যকতা নাই। আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। ওরূপ পরাশ্রয়ে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় গহিত জীবনকে ধিক্। অত এব চলুন আর বিলম্ব করিবেন না, আমরা পিতৃ ভবন মধুবনে গমন করি।

নরপতি হর্য্যশ্ব তাঁহার অগ্রজের প্রতি সম্যক অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু পত্নীর কামার্ত্ততা বশতঃ তাঁহারই বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি ভার্য্য সহকারে মধুপুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দানবেন্দ্র মধু মহারাজ হর্য্যশকে পরমসমাদরে

গ্রহণ করিলেন এবং স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। আমার যে কিছু রাজধন ও সম্পত্তি আছে এক মধু ব্যতীত সমস্ত গ্রহণ কর। আমি তোমাকে যাবতীয় রাজ্য প্রদান করিলাম, তুমি এই বনে পরম সুখে বাস কর। যদি কখন কোন শত্রু তোমায় আক্রমণ করে, তখন এই লবণ তোমায় সহায়তা করিবে। অমিত্রসাগরে লবণ তোমার কর্ণধার স্বরূপ জানিবে। আমার এই সমুদ্র পরম রমণীয় রাজ্য প্রতিপালন কর। আমার এই রাজ্য অসংখ্য গোধন ও গোপগণে পরিবেষ্টিত এবং সৌভাগ্যের আধার। তুমি এখানে বাস করিলে এই গিরি সমুদায় তোমার রাজধানীর দুর্গ হইবে এবং অতি বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠিবে। সমুদ্রপ্রান্তে এই অনূপ (জলবহুল) রাজ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তোমার এই রাজ্য আনর্ত্ত নামে খ্যাত ও কালক্রমে অতি বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে। তুমি এখানে পার্থিব ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া, সময়োপযোগী পরম সুখে বাস কর। তোমার বংশ যযাতি সম্বন্ধে যদু, অনু ও অবশেষে চন্দ্রবংশে পরিণত হইবে। বৎস! এক্ষণে আমি তোমাকে আমার এই সমুদায় বিভব ও রাজ্য প্রদান করিয়া তপশ্চরণার্থ বরুণালয় সমুদ্রে গমন করিব। তুমি লবণের সহিত মিলিত হইয়া আমার নিখিল রাজ্য পালন কর, তোমার বংশের উন্নতি হউক। মহাত্মা হর্য্যশ্ব তাহাই স্বীকার করিয়া তৎসমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিলেন। দৈত্যপতি মধুও তপস্যার্থ বরুণালয়ে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা হর্য্যশ্ব রমণীয় গিরিশিখরে বাস করিবার নিমিত্ত অমরাবতীর ন্যায় এক পরম সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইয়া. অসংখ্য গোধন সমাকীর্ণ সুরাষ্ট্র হইয়া উঠিল এবং সেই বেলাভূমি বিভূষিত অনূপ রাজ্য ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইতে লাগিল; ক্ষেত্র সমুদায় শস্যশালী, গ্রাম নগর প্রভৃতি জনপদ সমুদায় প্রাচীর বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। রাজ্য বন্ধন মহারাজ হর্য্যশ্ব রাজধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক সেই সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁর শাসনগুণে প্রজাবর্গ নিতান্ত অনুরক্ত ও পরমাহ্লাদে নিমগ্ন হইল। সকলেই সর্ব্বত্র, মহারাজের যশোঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা হর্য্যশ্বের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্দ্ধিত রাজ্য ক্রমে ক্রমে দুর্গরথ্যাদি দ্বারা সুদৃঢ় হইয়া উঠিল এবং সদ্বৃত্ত ও রাজনীতি প্রয়োগ দ্বারা কুলোচিত রাজলক্ষ্মীও স্ববশে আনীত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার তনয়-বাসনা উপস্থিত হইলে মধুমতীর গর্ভে যদু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। যদুর জন্মকালীন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজলক্ষণাক্রান্ত যদু ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া শত্রুকুলের দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা হর্য্যশ্বের এই একমাত্র পুত্রই পূর্ব্বতন মহাপুরুষ পুরুর ন্যায় বীর্য্যবান্ ও পৃথিবী পালনক্ষম হইয়া উঠিলেন। নরপতি যথাধর্ম্ম দশ সহস্র বৎসর অখণ্ড রাজ্যপালন করিয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। পিতার পরলোকান্তে উৎসাহ সম্পন্ন শ্রীমান্ যদু প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকান্তে নবোদিত সূর্য্যের স্যায় তেজঃপুরঞ্জ কলেবর ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাহার শাসন সময়ে তস্করাদির হয় একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। এই ইন্দ্রতুল্য যদু হইতেই যাদবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

মহীপতি যদু একদা গুণবতী পত্নীগণের সহিত তারকা পরিবৃত চন্দ্রমার স্থায় সাগরগর্ভে জলক্রীড়া করিতে ছিলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে ক্ষিপ্তের ন্যায় এক একবার সেই সাগরজল উত্তরণ করিতে তাঁহার অভিলাষ হইতেছিল। এই সময়ে সেই বীর্য্যবান নরপতি সর্পরাজ ধুম্রবর্ণ কর্ত্তৃক বেগে আকৃষ্ট হইয়া সর্পনিবাস পাতালপুরে নীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীস্থিত রাজপুরীর ন্যায় এক পরম রমণীয় নাগপুর বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য গৃহদ্বার সমুদায় মণিময় স্তম্ভদ্বারা নির্ম্মিত এবং মুক্তাজালে খচিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে শুক্লবর্ণ অসংখ্য শঙ্খ বিকীর্ণ রহিয়াছে। গৃহ সমুদায় বিবিধ রত্নরাশিতে বিভূষিত এবং নব পল্লব, অঙ্কুর ও শ্যামলপত্রবিশিষ্ট পাদপসমূহে উপশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ পুরী সাগরগর্ভবিহারিণী নাগপত্নীতে পরিপূর্ণ। কোথায়ও বা উজ্জ্বল চন্দ্রমার ন্যায় স্বর্ণস্বস্তিকে শোভমান। সেই মেঘমালা সদৃশ নাগবধূপূর্ণ নাগেন্দ্রভবনে মহীপাল যদু পরম সুখে প্রবেশ করিলেন; নাগগণ তাঁহার উপবেশ নার্থ এক অপূর্ব্ব পদ্মপত্র সমাস্তীর্ণ মৃণাল সূত্রের উত্তরচ্ছদ দ্বারা আচ্ছাদিত মণিময় পদ্মাসন প্রদান করিল। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া তথায় উপবেশন করিলে বিজিপতি ধূম্রবর্ণ প্রশান্তভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি জন্মপরিগ্রহ করিলে তোমার পিতা একমাত্র বংশধর অতি তেজস্বী তোমাকে রাখিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত সমস্ত নৃপতিনিদান তোমার নামেই এই বংশের যাদব নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এই বংশে অনেক দেবকুমার, ঋষিকুমার ও নাগেন্দ্র তনয় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। হে নৃপসত্তম। যৌনাশ্বের ভগিনীর গর্ভে আমার সুশীল সুকুমারী পাঁচটা দুহিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তুমি ধর্ম্মানুসারে বৈবাহিক নিয়মে এই পাঁচ কন্যার পাণিগ্রহণ কর এবং আমি তোমাকে যে বর প্রদান করি তাহাও প্রতিগ্রহ কর। কেন না তুমিই আমার বর প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। তোমা হইতে যে সমুদায় পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিবে, তাহারা ভৌষ, কৌতুর, ভোজ, অন্ধক, যাদব, দাশার্হ ও বৃষ্ণি এই সাত নামে খ্যাতি লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া সর্পরাজ ধূম্রবর্ণ জল সম্পৃক্ত কুশ সংযোগে সেই দেবেন্দ্র সদৃশ মহারাজ যদুকে স্বকীয় পাঁচ কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক কন্যাগণের সমক্ষেই বরপ্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই পাঁচ কন্যাতে পিতৃ মাতৃকুলের প্রভাবানুরূপ মহাতেজী তোমার যে পাঁচ পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিবে, তাহারা সকলেই আমার বরপ্রসাদে সমুদ্রসলিলচারী কামরূপ নরপতি হইবে। অতঃপর যদুবর সেই বর ও কন্যালাভ করিয়া চন্দ্রমার ন্যায় সমুদ্রসলিল হইতে অতিবেগে উত্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহাকে সকলে পঞ্চতারাবেষ্টিত চন্দ্রমা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহারাজ সেই বৈবাহিকবেশে স্রক্ চন্দনানুলিপ্ত শরীরেই পুরপ্রবেশপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে অনল সদৃশ পত্নীগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া পরম প্রীতি সহকারে স্বকীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৯৪তম অধ্যায়

বিকদ্রু কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! বহুকাল পরে সেই পাঁচ নাগকন্যাতে মহারাজ যদুর মহাবল পরাক্রান্ত কুলধুরন্ধর পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উহাদের নাম মুকুল, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও হরিত। অতুল বিক্রম রাজা এই পাঁচ মহাভূত সদৃশ পঞ্চ পুত্রকে অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তারা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে পঞ্চ অদ্রির ন্যায় পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তেজঃ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলদর্পে কহিতে লাগিল, তাত। আমরা এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে বিলক্ষণ বলশালী হইয়া উঠিয়াছি; আপনার আদেশে আমরা কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিব, শীঘ্র আজ্ঞা করুন। আপনার আদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আমরা নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। তখন সেই নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা শার্দ্দূলবিক্রান্ত বীর্য্যাস্পর্দ্ধী পুত্রগণকে পরমাহ্লাদ সহকারে কহিলেন, বৎস মুচুকুন্দ! তুমি বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের উপরিভাগে যত্নপূর্ব্বক দুই পুরী সংস্থাপিত কর। পদ্মবর্ণ! তুমি সহ্য পর্ব্বতের উপরিভাগে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া শীঘ্র এক পূরী নির্ম্মাণ কর। বৎস সারস! তুমিও ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমপারে চম্পক বিভূষিত রমণীয় প্রদেশে পরম সুন্দর এক নগর আপন করিবে। বৎস হরিত! সাগরগর্ভস্থ যে সমুদায় দ্বীপশ্রেণী পন্নগ রাজের অধিকৃত, তুমি তৎসমুদায় প্রতিপালন কর। আর মাধব আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মাত্ম ও সকলের শ্রেষ্ঠ, অতএব ইহাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম, ইনি এই স্থানে থাকিয়া আমার এই পুরী পালন করুন। এইরূপে পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও পৃথক্ পৃথক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দিক্‌পাল সদৃশ পুত্রচতুষ্টয় রাজশ্রী-ছত্র চামর গ্রহণপূর্ব্বক যথাক্রমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্ত রাজর্ষি মুচুকুন্দ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী বিন্ধ গিরির দারুণ উপল-সঙ্কটপ্রদেশে বাসস্থান মনোনীত করিলেন। তত্রত্য গিরি কানন পরিষ্কৃত ও সমতল করিয়া চতুর্দ্দিকে গভীরসলিলা পরিখা ও তাহার উপরিভাগে বিচিত্র সেতু সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া পুরীর পরম শোভা সম্পাদন করিলেন। তদ্ভিন্ন মনুষ্য সমাগমোচিত প্রশস্ত রাজপথ, চত্বর, উপবন, ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই পুরী মহা সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া অলকাপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গোধন, ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ হইল, ধ্বজা পতাকা উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ইন্দ্রপরাক্রম নৃপশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলের মহাশ্মময় প্রদেশে এই পুরী নির্ম্মাণ করিলেন বলিয়া ইহার নাম মাহিষ্মতী রাখিলেন। বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে আর একটা পুরী নির্ম্মিত হইল, উহার নাম পুরিকা। পুরিকা শত শত পরম শোভাকর উদ্যানে বেষ্টিত এবং সমৃদ্ধ আপনশ্রেণী, চত্বরস্থানে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রভা ধারণ করিল। ধর্ম্মাত্মা অতিবীর্য্য মহারাজ মুচুকুন্দ এই দুই নিরাময় পরম সুন্দর মহতী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজধর্ম্মানুসারে উহা পালন করিতে লাগিলেন।

রাজর্ষি পদ্মবর্ণও সহ্যাদ্রির উপরিভাগে তরুলতাচ্ছন্ন বেণানদীতীরে অতি মনোরম এক নগর সংস্থাপন করিলেন। এই রাজ্য স্বল্পায়তন বলিয়া সমস্ত রাজ্য প্রাচীর বেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া লইলেন, ইহার রচনা প্রণালী দেখিলে বিশ্বকর্ম্মার রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই জনপদের নাম পদ্মাবত ও করবীর।

সারস যে অতি বিস্তৃত রমণীয় নগর সংস্থাপন করেন, তাহার নাম ক্রৌঞ্চপুর। এই নগর বহুল অশোক ও চম্পক বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন, ইহার মৃত্তিকা সমুদায় তাম্রবর্ণ এবং সর্ব্বপ্রকার ঋতুসুলভ পাদপশ্রেণীতে পরিবৃত। এই জনপদ বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অবশেষে বনবাসী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

হরিতও সমুদ্রগর্ভস্থ নাগেন্দ্রপালিত দ্বীপ সমুদায় অধিকার করিয়া পালন করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় দ্বীপ রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ এবং সুকুমারী কামিনীজনেও সমাকীর্ণ। তথায় মদ্গুর নামে বিখ্যাত ধীবরগণ সমুদ্রসলিলে নিমগ্ন হইয়া সাগর গর্ভ হইতে শঙ্খ সমুদায় আহরণ করে। কোন কোন ধীবর জলজ প্রবাল ও উজ্জ্বলকান্তি মুক্তা সমুদায় নিরন্তর সঞ্চয় করে। নিষাদগণ ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া বিবিধ রত্ন আহরণপূর্ব্বক বৃহৎ নৌকা পূর্ণ করিয়া লয়। অত্রত্য অধিবাসী মানবগণ সকলেই মৎস্য-মাংসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। রত্নদ্বীপবাসী বণিকগণ বিবিধ পণ্যজাত লইয়া আসিয়া কুবের তুল্য সেই মহারাজ হরিতকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নৌকা পূর্ণ করিয়া দূরদেশে গমন করিয়া থাকে।

এইরূপে ইক্ষ্বাকুবংশ হইতে যদুবংশ নির্গত হইয়াছে। ঐ চারি পুত্র দ্বারা যদুর বংশ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই যদু স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুবংশধুরন্ধর মাধবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন। ঐ মাধবের পুত্র সত্ত্বত। ইনি বিলক্ষণ বীর্য্যবান, সত্ত্বগুণাবলম্বী এবং বিবিধ রাজগুণেও ভূষিত ছিলেন। সত্ত্বতের পুত্র মহারাজ ভীম। ঐ বংশ ভীম হইতে তৈম ও সত্ত্বত হইতে সাত্ত্বত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইনি যে সময় রাজ্য করেন, সেই সময়ে মহারাজ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজাপালন করিতে ছিলেন। তৎকালেই রামানুজ শত্রুঘ্ন লবণ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মধুবনের উচ্ছেদ সাধন করেন। সুমিত্রানন্দন বিভু শত্রুঘ্ন এই বনে এক পরম রমণীয় নগর সংস্থাপন করেন, তাহারই নাম মধু হইল। সেই এই মথুরা, কালবলে সেই রামচন্দ্র, ভরত ও সুমিত্রাতনয়দ্বয় বৈষ্ণবপদ লাভ করিলে লবণ-দৌহিত্র ভীম উত্তরাধিকারিতাবশতঃ ঐ নগর অধিকার করিয়া তথায় পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন রামতনয় কুশ রাজ্যশাসন করেন লব যুবরাজ, তৎকালে ভীমতনয় অন্ধক এই মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অন্ধকের রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। রমণীয় পর্ব্বতশিখরে রেবতের ঋক্ষনামা এক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ সময়ে সাগর সন্নিধানে এক পর্ব্বতও উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য পর্ব্বত রৈবতক নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়। রৈবতক পুত্র রাজা বিশ্বগর্ভ, এই মহাযশা বিশ্বগর্ভ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ মহীপাল বলিয়া বিখ্যাত হন। হে কেশব! তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যবতী তিন ভার্য্যা ছিলেন। ঐ তিন ভার্য্যার গর্ভে বিশ্বগর্ভের লোকপাল সদৃশ চারি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম বসু, বভ্রু, সুষেণ ও সভাক্ষ; ইহাঁরা সকলেই অসাধারণ বীর্য্যশালী ও লোকবিখ্যাত ছিলেন, ইহাঁদের দ্বারাই যদুবংশ বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কুন্তিরাজ্যে বসুর পুত্র বিভু বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার আর দুই সুকুমারী দুহিতার জন্ম হয়। একের নাম কুন্তী অপরের নাম সুপ্রভা। ভূবিহারিণী দেবী সদৃশ কুন্তী

মহাত্মা পাণ্ডুর মহিষী, সুপ্রভা চেদিরাজ দমঘোষের পত্নী। বৎস কৃষ্ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুখে তোমার বংশ বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

হে কুলধুরন্ধরাগ্রগণ্য! তুমি আমাদের এই পরাভূতপ্রায় বংশে আমাদেরই মঙ্গল ও জয়ের নিমিত্ত সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই পৌরজনগণের মধ্যে এমন শক্তি কাহার নাই যে, জরাসন্ধের হস্ত হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিতে পারে; তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং দেবগুহ্য বিষয়েও তোমার অজ্ঞাত কিছু নাই। হে বিভো! জরাসন্ধকে বিনাশ করিতে একমাত্র তুমিই কেবল সমর্থ; আমরা তোমার বুদ্ধির অনুগামী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি। রাজন্যগণের মধ্যে জরাসন্ধই এক্ষণে অপ্রমেয় বলশালী এবং সকলের শ্রেষ্ঠ; আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, এমন কি এ অবস্থায় আর এক দিনও আমাদের এ পুরীর অবরোধ সহ্য করিতে পারিব না। ইহাতে অন্ন ও কাঠের অল্পতা হইয়াছে; দুর্গ জীর্ণ, পরিখা অসংস্কৃত, দ্বার অট্টালিকা ও যন্ত্র ইহার কিছুই নাই, বহু বিস্তৃত প্রাচীর বেষ্টনের আবশ্যক। আয়ুধাগারের সংস্কার করিতে হইবে এবং উহার জন্য আরও ইষ্টকের আবশ্যক; ইতঃপূর্ব্বে কংস স্বীয় প্রতাপে এই নগর রক্ষা করিত, সুতরাং সংস্কারের তত আবশ্যকতা ছিল না। সহসা তাহার বিনাশ হওয়াতে আমাদের হস্তে নূতন অসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ সময়ে যদি ইহা কোন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে আর উহা কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না; প্রত্যুত সৈন্যগণের পদদলিত ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভগ্ন ও নিঃসন্দেহ সমস্ত জনগণের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এই যাদবগণই যাহাদিগের অবরোধ করিয়া পরাভূত করিয়াছে, তাহারাও এক্ষণে রাজ্যলুব্ধ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে ইতস্ততঃ করিতেছে। অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার বিধান কর। যদি আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে নৃপতিমণ্ডলীতে আমরা নিন্দনীয় হইব, অথবা অবরুদ্ধ হইয়া পুরীমধ্যে অবস্থান করিলেও লোকে আমাদিগকে ভীরু বলিয়া কুৎসা করিবে। হে কেশব! এবারে এই বিষম বিপক্ষ বিরোধে আর আমাদের নিস্তার নাই। কৃষ্ণ! বিশ্বাসবশতঃ তোমার কাছে আমার সমস্ত মত ব্যক্ত করিলাম। তুমিও আমার অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইলে, এক্ষণে আমাদের এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে কর তাহারই পরামর্শ স্থির কর। তুমি আমাদের সৈন্যগণের নায়ক, আমারাও তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত রহিয়াছি, আর এ বিরোধের মূলও তুমিই। এক্ষণে আত্মরক্ষা করিয়া যাহাতে আমরা রক্ষা পাই, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

৯৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাযশা বসুদেব বিকল্প সেই বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! এই মহাত্মা বিকদ্রু সন্ধি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ রাজগুণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং মন্ত্রণা কুশল। ইনি যাহা কহিলেন, উহা সত্য, লোক হিতকর এবং রাজধর্ম্মানুস্যৃত।

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ মহাত্মা বিকদ্রুর ও পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে উহার উত্তর বাক্য কহিতে লাগিলেন। আপনাদিগের নিকট যে সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলাম উহা হেতুগর্ভ, ক্রমানুসারী, ন্যায়সঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত এবং কেবল মাত্র দৈবের উপরও নির্ভর

করিতেছে না, আমি উহার উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। যথাক্রমে নীতি অনুসারে কার্য্য করাই রাজাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় এই ছয়টি গুণও রাজারা সর্ব্বদা চিন্তা করিবেন। নীতিপণ্ডিতদিগের বলবানের নিকট বাস করা কদাচ বিধেয় নহে। অবসরজ্ঞ ব্যক্তি নিজের শক্তি বুঝিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, নচেৎ অপসৃত হইবেন। আমি সমর্থ হইলেও অশক্তের ন্যায় এই মুহূর্তেই আর্য্য অগ্রজের সহিত অন্যত্র গমন করিব। অতঃপর সহ্য পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে পরম শোভাকর দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিব। তথায় রমণীয় করবীরপুর ও ক্রৌঞ্চপুর দর্শন করিয়া নগশ্রেষ্ঠ গোমন্ত ভূধয়ে উপস্থিত হইব। আমরা এখান হইতে গমন করিলে বিজয়ী জরাসন্ধ আর মথুরায় প্রবেশ করিবে না, দর্পন্ধ হইয়া আমাদিগেরই অনুসরণ করিবে। তখন তাহাকে সহ্যাদ্রির বনে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই কি পৌরগণ কি পুরী কি দেশ সকলেই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, শত্রুর পরাভব কাল উপস্থিত হইলে তাহাকে বিনাশ না করিয়া বিজিগীষু নরপতিগণ পররাজ্যে বাস কদাচ সহ্য করিতে পারেন না।

মহাবীর ও উদারচেতা কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে এই কথা বলিয়া নির্ভীক হৃদয়ে দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে কামচারী হইয়া শত শত রাজ্য ও জনপদ পরিভ্রমণপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সহ্য পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই উহার প্রান্তবর্ত্তী করবীরপুর লাভ করিলেন। ঐ নগর স্ববংশীয় যাদবগণে অলঙ্কৃত এবং বেণানদীর তীরদেশে অবস্থিত। তথায় প্ররোহালঙ্কৃত এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ তরুমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন দীপ্ততেজা জটাবল্কলধারী স্কন্ধাবসক্তপরশু, অগ্নিজ্বালা সদৃশ গৌরবর্ণ সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর সাগরের ন্যায় অক্ষুবধ প্রকাণ্ড বিগ্রহ ক্ষত্রিয়ান্তকারী এক তপোধন উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে ক্ষীয়মাণ অগ্নি সংস্থাপিত রহিয়াছে, উহাতে যথাকালে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। মুনি আদিদেব দেবগুরুর ন্যায় যজ্ঞান্তে ত্রিকালীন স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহার পার্শ্বে ধেনুকানাম্নী এক কামদুঘা পয়স্বিনী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুনি অব্যয় ও অশ্রান্ত; দেখিলে বোধ হয় মন্দাগিরিশিখরে দিনমণির উদয় হইয়াছে, ইহার নাম ভার্গব পরশুরাম। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ ও বলরাম কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক স্বস্থানস্থি অগ্নিদ্বয়ের ন্যায় তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিলেন, অনন্তর সেই লোকচরিতাভিজ্ঞ বাগ্মিবর কৃষ্ণ ঋষিবরকে সম্বোধন করিয়া বিনয়মধুরবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি; আপনি ভৃগুবংশীয় জমদগ্নিতনয় ঋষিশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম, আপনি সায়ক প্রভাবে সমুদ্র কেও অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। আপনার একমাত্র শরনিপাতে শূর্পারক নামে এক নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা পঞ্চশত ধনু পরিমিত আয়ত এবং উর্দ্ধে পঞ্চশত পঞ্চহস্ত পরিমিত বিস্তৃত, এতদ্ভিন্ন সহ পর্ব্বতের উপরিভাগে যে এক অতিপ্রবৃদ্ধ মহৎ জনপদ ছিল, উহা আপনি উ ক্ষিপ্ত করিয়া সমুদ্রের অপর পারে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আপনি পিতৃনিধনবার্ত্তা স্মরণ করিয়া একমাত্র পরশুসহায়তায় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহুকানন ছেদন করিয়াছেন। এই বসুন্ধরা অদ্যাপি আপনার পরশু অস্ত্র-নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধিরদ্বারা পঙ্কিল হইয়া রহিয়াছে। আপনি রেণুকানন ক্ষত্রিয়বিদ্বেষী

পরশুরাম আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি, আপনি কি এইস্থানে কি সংগ্রামক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই পরশু ধারণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকটে আমাদের কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, আশা করি আপনি অসঙ্কুচিতহৃদয়ে উহার উত্তর প্রদান করিবেন। ব্রহ্মন্ আমরা উভয়ে যমুনাতীরবর্ত্তী মধুরানিবাসী। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন আমরা যদুকুলসম্ভূত। যদুকুলশ্রেষ্ঠ ব্রতপরায়ণ বসুদেব আমাদের পিতা, তিনি আমাদিগকে জন্মাবধি ব্রজে রাখিয়াছিলেন। সেখানেও আমরা কংসভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিতহৃদয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছি। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমরা মধুরায় প্রবেশ করিয়া স্ববলপ্রভাবে দুরাত্মা কংসের প্রাণসংহার করিয়াছি। সেই রাজ্যে তাহার পিতা উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও যেরূপ গোধনজীবী ছিলাম, এক্ষণেও সেইরূপ গোপবৃত্তি আশ্রয় করিলাম। অনন্তর জরাসন্ধ আমাদের পুরী অবরোধ করিলে তাহার সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা দুইজন মাত্রই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছি। আমরা প্রজা ও নগর রক্ষার নিলিপ্ত নিরস্ত্র ও নিরুদ্যম হইয়া নগর হইতে নিঃসৃত হইয়াছি। আমাদের রথ, বর্ম্ম, অস্ত্রশস্ত্র অথবা সৈন্যবল কিছু নাই। জরাসন্ধ ভয়ে ভীত হইয়া পাদচারে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পক্ষে যাহা হিতকর হয় সেইরূপ মন্ত্রণা প্রদান দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন।

ভৃগুবংশীয় রেণুকানন রাম তাঁহাদের উভয়ের এই সমুদায় অনিন্দিত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত প্রত্যুত্তর বাক্য কহিতে লাগিলেন। বৎস কৃষ্ণ! আমি এই মাত্র কেবল তোমাদিগকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্যই শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে না করিয়া একাকী মাত্র সমুদ্রের অপর পার হইতে এখানে আসিয়াছি। হে কমললোচন কৃষ্ণ। তোমার ব্রজে বাস, দানব বিনাশ, দুরাত্মা কংসের নিধন এবং জরাসন্ধের সহিত তোমার বিগ্রহ এই সমুদায় জানিতে পারিয়াই আমি এখানে আসিতেছি।

হে পুরুষোত্তম! তুমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও সনাতন প্রভু তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি; তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তই কেবল এই বালক বেশ ধারণ করিয়াছ। এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি আমি তোমার বাক্যের যাহা উত্তর প্রদান করিতেছি, উহা কেবল আমার প্রতি ভক্তিবশতই শ্রবণ কর। হে গোবিন্দ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক এই করবীর পুর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই নগরও স্থাপিত হইয়াছে। এই নগরে বসুদেবতনয় বিখ্যাতনামা শৃগাল নামে এক মহীপতি বাস করিতেছেন। ইনি অত্যন্ত কোপন স্বভাব, গর্ব্বিত ও বিলক্ষণ মৎসরী। বীরগণের উপর বিদ্বেষবশতঃ ইনি সমস্ত দায়ার্দগণকে নিহত করিয়াছেন। অধিক কি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পুত্রগণের প্রতিও দারুণ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন; অতএব হে নরোত্তম! এই নিতান্ত রাজদূষিত ভয়ঙ্কর করবীর পুরে তোমার, অবস্থান আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে শত্রুতাপন তোমরা উভয়ে যেখানে থাকিয়া সেই বলবীর্য্যশালী জরাসন্ধকে নিপীড়িত করিতে পারিবে তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।

বৎস! অদ্যই আমরা অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য এই পাবনী বেণ্বা নদী উত্তীর্ণ হইয়া রমণীয় যজ্ঞগিরিতে গমন করি। ঐ গিরি অতি দুর্গম, সহ্য পর্ব্বতের অপর শৃঙ্গ স্বরূপ। উহাতে অতি দুষ্কৃতকর্ম্মা মাংসলোলুপ তস্করগণ বাস করে, উহার অধিত্যকাপ্রদেশ

অতি বিচিত্র বিবিধ কুসুম পরিশোভিত বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ, তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক খট্টাঙ্গী নদী পার হইব। ঐ নদী নিকষোপল দ্বারা ভূষিত এবং উহার পাত গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় অতি রমণীয়। খট্টাঙ্গী মহাগিরি হইতে নিপতিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার প্রপাতান্তে অৱণ্যভূষণ তাপসগণ বাস করিতেছেন। আমরা তথায় গমন করিয়া সেই শান্তিমার্গপ্রস্থিত তপোধন বিপ্রগণকে দর্শন করিব, তাঁহারা যথার্থ সম্মানের যোগ্য, কিন্তু তাঁহারা সে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তথায় এই সমস্ত সন্দর্শনপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইয়া রমণীয় অত্যুৎকৃষ্ট কৌঞ্চপুরে গমন করিব। কৃষ্ণ! তথায় তোমারই বংশীয় পরম ধার্ম্মিক মহাকপি নামে বিখ্যাত এক জন নরপতি বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাত করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। আমরা তথায় এক দিন যাপন করিয়া পরদিন আনড়ুহ নামক সনাতন তীর্থে গমন করিব। তথা হইতে বহির্গত হইয়া সহ্য পার্শ্বস্থ বহুশৃঙ্গভূষিত বিখ্যাত গোমস্তগিরিতে গমন করিব। উহার একটা প্রধান শৃঙ্গ এত উচ্চ যে পক্ষিগণও উহাতে স্বচ্ছন্দে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না; ঐ শৃঙ্গ দেবগণের বিশ্রামস্থান এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলে আকীর্ণ, উহা স্বর্গের সোপান স্বরূপ যেন গগনালম্বী অট্টালিকা, উহাতে স্বর্গীয় বিমান সমুদায় সর্ব্বদা অবতরণ করে; উহা দেখিলে অপর একটী সুমেরু বলিয়া প্রতীতি হয়। দেবরূপী তোমরা উভয়ে উহার শীর্ষস্থিত মহাশৃঙ্গে আরোহণ করিলে উদয়াস্ত সময়ে জ্যোতিষ্পতি চন্দ্র সূর্য্য, উর্ম্মিমালা সমন্বিত দ্বীপবিভূষিত সপার সমুদ্র সন্দর্শন করিয়া পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। বনেচরবেশে ঐ গোমস্ত গিরির শিখরদেশে অবস্থান করিলে দুর্গ যুদ্ধোপলক্ষে তোমরাই জরাসন্ধকে জয় করিতে পারিবে। একতঃ তোমরা যুদ্ধদুর্ম্মদ তাহাতে আবার শৈলগত দেখিলে জরাসন্ধ কদাচ তোমাদের সহিত শৈলযুদ্ধে সমর্থ হইবে না; আর তোমরা সেই সুদারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে অচিরকাল মধ্যে দেখিতে পাইবে, দিব্যাস্ত্র সমুদায় তোমাদের নিকট সমাগত হইয়াছে। বৎস কৃষ্ণ! দেবগণও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। এই স্থান যাদবগণ ও অন্যান্য রাজন্যগণের মাংসশোণিত দ্বারা কর্দ্দমময় হইয়া উঠিবে। চক্র, হল, কৌমোদকী গদা, সৌনন্দ মুষল এই সমুদায় বৈষ্ণবাস্ত্রও তৎকালে অতি ভীষণ কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাল প্রেরিত মহীপতিগণের রুধির পান করিতে থাকিবে; দেবগণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন এই সংগ্রাম চক্রমুষল নামে বিশ্রুত হইবে। হে সুর ভাবন! এই সময়ে রিপুকুল ও দেবগণ তোমার সুব্যক্ত বৈষ্ণবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। কৃষ্ণ! তুমি এক্ষণে সুরগণের বিজয়ার্থ তোমার স্বকীয় রূপ আশ্রয় করিয়া চিরবিস্মৃত সেই গদা ও চক্র ধারণ কর, এই বলরামও দেবশত্রু বধের নিমিত্ত ভীষণ হলায়ুধ ও অরিমর্দ্দন মুষল ধারণ করুন। ভূভার-হরণের নিমিত্ত পার্থিবগণের সহিত এই তোমার প্রথম যুদ্ধ পৃথিবীতে বিশ্রুত হইবে। এই যুদ্ধে আয়ুধপ্রাপ্তি, বৈষ্ণবমূর্ত্তি পরিগ্রহ, রাজশ্রী লাভ, তেজঃ প্রদর্শন ও ব্যূহ বিদারণ তোমার কার্য্য। এই অবধি পৃথিবীতে শাস্ত্র মূর্চ্ছিত সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। ইহার পরেই ঘোরতর ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এক্ষণে তোমরা গিরিশ্রেষ্ঠ গোমন্তে গমন কর। জরাসন্ধ তোমাকে জয় করিবার জন্য উপস্থিতপ্রায়। তাহার লক্ষণ সমুদায়ই সূচিত হইতেছে। তোমরা উভয়েই এই হোমধেনুর

অমৃতকল্প দুগ্ধ পান কর, পান করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট পথে গমন কর, আর বিলম্ব করিও না, তোমাদের মঙ্গল হউক।

৯৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে সেই হোমধেনুর দুগ্ধপান করিয়া বলদর্প ভরে মত্ত মাতঙ্গগমনে গোমন্তগিরি সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে. অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বর্গীয় পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে যেমন পথের শোভা সম্পাদিত হয়, সেইরূপ অগ্নিত্রয় তুল্য তাহাদের গমনেও গিরিবর্ত্ম পরম শোভা ধারণ করিল। পথিমধ্যে কয়েক দিবস যাপন করিয়া দেবগণের মন্দর প্রাপ্তির স্যায় তাঁহারা গোমন্ত গিরিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পর্ব্বত বিবিধ বিচিত্র মনোহর লতাপাদপ দ্বারা বিভূষিত। গন্ধপ্রধান অগুরু দ্বারা সমস্ত স্থান আমোদিত, দ্বিরেফ মালায় সমাকীর্ণ, শিলাসঙ্ঘ ও ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপসমূহে নিতান্ত দুষ্প্রেবেশ্য এবং মেঘনিস্বন মত্ত ময়ূরগণের কেকারবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উহার গগনস্পৃক্ শিখরদেশে পাদপগণ জলদজাল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মত মাতঙ্গগণের দশনাঘাতে স্থানে স্থানে উপলখণ্ড সমুদায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বিহঙ্গমকুলের কূজনে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছে। কোন স্থান দরীমুখভ্রষ্ট নদীপ্রপাতের ঝর ঝর শব্দে সমাচ্ছন্ন। কোথায়ও নব নব তৃণ দল, কোথায়ও বা নীলকান্ত মণিপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া বিচিত্রবর্ণ নীল নভস্তলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার সানু সমুদায় গৈরিকাদি ধাতু নিস্রবে দিগ্ধাঙ্গ এবং উহা হইতে প্রস্রবণ সকল ক্ষরিত হইতেছে। গোমন্তের উপরিভাগে সুরগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে পরম রমণীয় কামচারী মৈনাকের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার বিশাল অগ্রভাগ অতিশয় উন্নত। পাদদেশে গিরি-নির্ঝরিণী সকল প্রবাহিত হইতেছে ; দরীমুখ কাননে সমাচ্ছন্ন; শুভ্রবর্ণ অভ্রবৃন্দ তদুপরি লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। পনস, আম্রাতক, আম্র, বেতস, তিনিস, চন্দন, তমাল, এলাচ, মরিচ, শাখোটক, পিপ্‌পলী, বিচিত্র ইঙ্গুদ, সর্জ্জ, অত্যুন্নত শাল, নিম্ব, অর্জ্জুন, পাটলী, হিন্তাল, জম্বূ, কদ্রু, কন্দল, চম্পক, অশোক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃক্ষ রাজিতে চতুর্দ্দিক পরিশোভিত। স্থলে যেমন স্থলজ কুসুম জলেও সেইরূপ জলজ কুসুমে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। কুটজ ও পুন্নাগ প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প দ্বারাও উহার অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। নাগযূথ ও মৃগযূথ, সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পর্ব্বতের শোভা বিস্তার করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ ইহার শিলাতলে উপবেশন ও পর্য্যটন করিয়া পরমসুখানুভব করিতেছেন। কোন স্থান সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদগণের ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাত্রিকালে বারিধারা সদৃশ চন্দ্রকিরণে বনভূমি আলোকময় হইয়া সকলের মন হরণ করিতেছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সকলেই এই পর্ব্বতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দিব্য বনস্পতিদিগের আমূলাগ্র বিকসিত পুষ্প সমূহে গিরিবর

পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই ভূধর কদাচ বজ্র-প্রহার-যাতনা সহ্য করে নাই এবং ইহাতে দাবাগ্নি ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। দেবগণ ইহাতে পরমসুখে বাস করিয়া থাকেন। জলপ্রপাত-সম্ভূত স্রোতস্বতী এবং শিখরদেশস্থ জলশৈবাল দ্বারা পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। আননাকৃতি কানন, মৃগরাজি বিরাজিত বনভূমি শোভার ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে। পার্শ্বদেশে পুঞ্জীকৃত উপলখণ্ডে গোমন্ত মেঘবিভূষিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া পতি যেমন শোভা ধারণ করেন, এই গোমন্তও তদ্রূপ পুষ্পিত পাদপশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া সকলের মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে সুন্দরী দরী ও কন্দরী দ্বারা গিরিবরকে সদার বলিয়া বোধ হইতেছে। উহার শিখর সকল ওষধি দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং উহা বানপ্রস্থগণের আশ্রয় স্থান। ঐ স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন বনস্থলী কৃত্রিম স্বর্ণশলাকা দ্বারা উদ্ভাষিত হইতেছে। উহার পাদদেশ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং শিরোভাগ অতিশয় উচ্চ হওয়াতে আপাততঃ প্রতীত হয় যে, যেন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই উভয়কে উভয়ে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে।

মহারাজ! দেবপ্রতিম কৃষ্ণ, বলরাম ও পরশুরাম ইহাঁরা তিনজনে সেই ভূধরশ্রেষ্ঠ মনোহর গোমন্ত গিরিকে প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিবার জন্য, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পক্ষিগণ যেমন গগন শিখরে আরোহণ করেন, এই পক্ষীন্দ্র-পরাক্রান্ত পুরুষত্রয়ও সেইরূপ পর্ব্বতোপরি বেগে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে আবার দেবগণের ন্যায় উহার অত্যুৎকৃষ্ট শৃঙ্গবিশেষে আরোহণ করিলেন; তথায় মনঃকল্পিতের ন্যায় এক পরম সুন্দর বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। অতঃপর যদুপতি কৃষ্ণ ও বলরাম তথায় পরম সুখে বাস করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ জমদগ্নিতনয় মহামুনি পরশুরাম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় অমিত জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! এখন আমি শূর্পারকপুরে গমন করিতে পারি? এখন আর তোমাদের ভয়ের বিষয় নাই; অন্যের কথা আর কি বলিব সমরক্ষেত্রে দানবগণও যদি তোমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থ আগমন করে, তথাপি তোমাদের পরাভব হইবে না; আমি তোমার অনুগমন করিয়া পথিমধ্যে যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ; দেবগণ তোমাদিগের আয়ুধ সমাগমের যে স্থান ও যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ সেই স্থান ও সেই সময় উপস্থিত; হে দেবাদিদেব! হে বৈকুণ্ঠ! হে বিষ্ণো! হে দেবস্তুত কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি যে সর্ব্বলোকহিতকর তত্ত্ব কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে গোবিন্দ ! তুমি সর্ব্বলোকহিতার্থ যে মানব শরীর পরিগ্রহ করিয়া মানুষিক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছ, জরাসন্ধের সহিত সংগ্রামই উহার প্রথম সূত্রপাত। অতএব তুমি স্বয়ং স্বীয় বল ও রণদুর্ম্মদ মূর্ত্তি বিধান কর। তোমাকে চক্রপাণি, গদাধারী ও অষ্টভুজ দেখিলে দেবরাজ ইন্দ্রেরও মনে ভয়সঞ্চার হইবে। হে সাধো! তুমি দেবগণের হিতকামনা ও স্বকীয় কীর্ত্তি বর্জ্জনার্থ অদ্য হইতে কৃতাস্ত্র হইয়া যে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইতেছ, উহা দ্বারা সমরপ্রবৃত্ত নৃপতিগণের স্বর্গদ্বারই বিমুক্ত হইল। হে মহাবাহো! এক্ষণে ধ্বজা ও বাহন কার্যের নিমিত্ত শীঘ্র বৈনতেয়কে আহ্বান কর। নরপতিগণ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধপ্রার্থী হওয়াতে স্বর্গগমনের নিমিত্তই প্রস্তুত হইতেছে বলিতে হইবে। এদিকে বসুধাও নরপতিগণের নিধন কাল অবগত হইয়া বৈধব্য লক্ষণ এক বেণী ধারণপূর্ব্বক তোমার

প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে অরিসূদন! তুমি মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ সমস্ত নরপতিই সমকামনায় প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সত্বর হও আর বিলম্ব করিও না। তুমি সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে দৈত্য নাশ, নরেন্দ্রগণের স্বর্গলাভ, দেবতাদিগের সুখবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং আমার সৎকার করাতে আমি কি ভূলোক কি দেবলোক সর্ব্বত্রই সৎকৃত হইয়াছি। হে মহাবাহো! এক্ষণে আমি চলিলাম এবং তোমার কার্য্যসাধনেও সর্ব্বদা অবহিত রহিলাম। যখন যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখনি আমাকে স্মরণ করিবে। জামদগ্ন্য এই সমুদায় বলিয়া আক্লিষ্টকর্ম্মা বাসুদেবকে জয় শব্দ ও আশীর্বাদ প্রয়োগ দ্বারা সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

৯৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জমদগ্নিতনয় পরশুরাম তথা হইতে প্রস্থান করিলে, কামচারী যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ ও বলরাম রমণীয় গোমন্ত ভূধরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের বক্ষোদেশ কণ্ঠলগ্ন বনমালায় বিভূষিত, পরিধান একের পীতাম্বর অপরের নীলাম্বর এবং বর্ণ কৃষ্ণ ও শ্বেত। উভয়কে দেখিলে গগনস্থিত ধরাধর বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহারা ধাতুদিগ্ধ কলেবর হইয়া রতি লালসায় শিখস্থিত বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন বা উদয়োন্মুখ জ্যোতিঃপতি চন্দ্রমা এবং গ্রহগণের উদয়াস্ত নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। একদা শৈলসন্নিভ ৰীর্য্যশালী ভগবান শ্রীমান সঙ্কর্ষণ একাকী শৈল শিখরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রফুল্ল কদম্ব তরুর ছায়ায় উপবেশন করিলে মদগন্ধযুক্ত মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চয়ণ করিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রজনীতে মদ্য পান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয় তদ্রূপ মদ পিপাসা বলবতী হইয়া তাঁহার মুখশোষ জন্মাইতে লাগিল। তখন তাঁহার পূর্ব্বতন অমৃত পান স্মরণ হওয়াতে আরও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মদিরান্বেষণে সেই কদম্ব বৃক্ষ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ নিঃসৃত জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিতান্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া আর্ত্তের ন্যায় সেই মদবারি পুনঃপুনঃ পান করিতে লাগিলেন। এই বারি পানেই তিনি মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার শরীর বিচলিত হইল, শরৎকালীন সুধাকর সদৃশ আনন ঈষৎ চঞ্চল লোচনে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দ বিধায়িনী বারুণী কদম্ব কোটরে সমুৎপন্ন হইল বলিয়া উহার নাম কাদম্বরী হইল। ঐ সময়ে প্রভু বলদেবকে কাদম্বরী মদে মত্ত দেখিয়া তিন দেবকন্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাদের নাম প্রিয়ম্বদা মদিরা, শশিপ্রিয়া কান্তি ও বরিষ্ঠা পদ্মাসনা লক্ষ্মী। তন্মধ্যে বারুণী কৃতাঞ্জলিপুটে মদবিহ্বল বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ত্রিদিবনাথ! আপনি শীঘ্র দৈত্যবল সংহার করুন। আমি আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যা বারুণী এই উপস্থিত হইয়াছি। হে বিমলানন! আপনি পাতালতলে অনন্তরূপে বাস করিতেন, তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন এই কথা বড়বামুখে শুনিয়া আমি ক্ষীণপুণ্যার ন্যায় আপনার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। আমি কুসুম কেশর ও

পুষ্প স্তবকযুক্ত মাধবীলতা মধ্যে বাস করি। সম্প্রতি বর্ষাকালে সুখাভিলাষিণী হইয়া এই কদম্ব বৃক্ষে বিলীন হইয়াছিলাম, আপনি তৃষিত, আমিও প্রচ্ছন্নবেশে আপনাকে অনুসন্ধান করিতেছি। হে অনঘ! অমৃত মন্থন সময়ে পিতা বরুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে ভাবে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আজ আমি সেইরূপ পূর্ণ যৌবনা রহিয়াছি। আপনি সাগরতলে থাকিয়া আমাকে যেরূপ উপভোগ করিয়াছেন এখানেও সেইরূপ উপভুক্ত হইতে বাসনা করি। আপনিই আমার গুরু; অতএব হে অনন্ত! আপনা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছি না। হে দেব! আপনি ব্যতীত আমি আর কাহাকেও ভজনা করিতে পারিব না।

হে মহারাজ! মদিরা এই কথা বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মদগলিত শ্রোণী ঈষদ ঘূর্ণিত লোচনাকান্তি সহবাস বাসনায় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম ও জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সস্মিত বদনে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি আপনাকে চন্দ্র অপেক্ষাও প্রিয়তর বলিয়া মনে করি। আপনি সহস্র শীর্ষ এবং আমার উপর আপনারই সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা। মদিরা যেরূপ স্বীয় গুণে আপনার উপর অনুরক্ত, আমিও তদনুরূপ।

অনন্তর ভগবতী পদ্মালয়া লক্ষ্মীও যিনি পূর্ব্বে ভগবান বলরামের বক্ষঃস্থলে অমলা মালার ন্যায় সংলগ্ন থাকিতেন তিনিই এক্ষণে পদ্মহস্ত হইয়া কমলানন রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! আপনি রমণীকুলের রঞ্জন। আপনি বারুণী কর্ত্তৃক যেমন অলঙ্কৃত হইয়াছেন এই কান্তি এবং আমিও চন্দ্রমার ন্যায় আপনাকে সেইরূপে আশ্রয় করিব। আপনার সহস্র শীর্ষ মধ্যে যাহা ভানুর ন্যায় শোভা ধারণ করিত সেই মুকুট আমি বরুণালয় হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। আর এই হীরকখচিত স্বর্ণময় শ্রবণভূষণ, আদিপদ্ম, সমুদ্রার্হ কৌশেয় নীল বসন ও সাগরগর্ভপুষ্ট স্থূল মৌক্তিক হার এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে অলঙ্কৃত করুন। হে মহাবাহো! এই আপনার অলঙ্কার ধারণের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

রাজন! শরচ্চন্দ্রমাসদৃশ কান্তিমান বলদেব সেই অলঙ্কারজাত ও সুরকুমারীত্রয়কে প্রতিগ্রহ করিয়া পরমশোভায় শোভিত হইলেন। অনন্তর সজল জলধর কান্তি কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গ্রহ নির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে একত্র সমাসীন হইয়া বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে যখন পরস্পর আলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে বিনতানন্দন গরুড় মহাবেগে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার শরীর দৈত্যাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত, দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ বশতঃ দেবগণের শ্লাঘার তেজঃপুঞ্জ কলেবরে দিব্য মাল্যানুলেপন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে ক্ষীরোদসাগরে ভগবান্ বিষ্ণু দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে ছিলেন, তৎকালে বিরোচনপুত্র দৈত্যেন্দ্র বলি ইহার মস্তকস্থিত কিরীট অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে। পতগরাজ গরুড় ঐ কিরীটের নিমিত্ত সমুদ্র মধ্যে দৈত্যগণের সহিত বিষম সমরে প্রবৃত হন। পরে বিজয়লাভ দ্বারা সমর শেষ হইলে বৈষ্ণব কিরীট গ্রহণপূর্ব্বক দেবতালয় গগনপথ অতিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন ভগবান বিষ্ণু কার্য্যান্তর বশতঃ মানবমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া মৌলিশূন্য মানুষের ন্যায় শৈল

শিখরে বিহার করিতেছেন। পতত্রিরাজ গরুড় তাঁহার হৃদগতভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন; তদনুসারে আহ্লাদ সহকারে আকাশ হইতেই সেই মুকুট তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত মুকুট কৃষ্ণের মস্তকে সংলগ্ন হইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে মধ্যাহ্নকালে মেরু শিখরাসীন দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইল। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন মুকুট বৈনতেয় কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে। তখন প্রফুল্লবদনে অগ্রজ বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! দেবকার্য্য সিদ্ধির আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। দেখুন ইহাও একটী সংগ্রাম রচনার লক্ষণরূপে প্রতীত হইতেছে। আমি ক্ষীর মহৌদধিতে শয়ান হইলে বৈরোচনি বলি গ্রাহ (হাঙ্গর) রূপে আমার যে মুকুট অপহরণ করে, গরুড় দিব্য মহেন্দ্রতুল্য রূপ ধারণ করিয়া তাহা উদ্ধার করিয়া এই আনিয়াছে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে মহীপতি জরাসন্ধ সন্নিহিত। ঐ দেখুন বায়ুবেগগামী রথেরও ধ্বজা সমুদায় লক্ষিত হইতেছে। আর্য্য! আরও দেখুন ঐ সমুদায় বিজিগীষু রাজন্যবর্গের শশিপ্রভ শুভ্র ছত্র সকল বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। আহা! ইহাদের রথোপরি স্থিত ছত্রবৃন্দের শোভাই বা কত! যেন আকাশমার্গে পরম সুন্দর শুভ্রশোভাধারী হংসাবলী আগমন করিতেছে। আহা! ইহাদের নির্ম্মল অস্ত্রশস্ত্রের প্রভা দিবাকর কিরণে প্রতিফলিত হইয়া যেন দশদিক্ সমুদ্ভাষিত করিতেছে। পার্থিবগণ সমরভূমিতে এই সমুদায় অস্ত্রই আমার উপর নিক্ষেপ করিবে কিন্তু ইহার একটীও কার্য্যকর হইবে না, সমস্তই বিফলীকৃত হইয়া যাইবে। এই মহীপতি জরাসন্ধ যথাসময়েই আমার নিকট উপস্থিত হইতেছে। এই মহীপতিই আমাদের যুদ্ধে নিকষ স্বরূপ এবং সমরাঙ্গণের প্রথম অতিথি। মহারাজ জরাসন্ধ স্বয়ং উপস্থিত না হইলে আমরা যুদ্ধারম্ভ করিতেছি না, আসুন এক্ষণে আমরা ইহাদের সেনাবল বিবেচনা করি।

অনন্তর সমরলোলুপ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া জরাসন্ধের বধ বাসনায় হৃদয়ে সেনাবল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সমুদায় নৃপগণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যদুবর সনাতন মাধব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে স্বর্গধামে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহাদেরই নিমিত্ত মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নৃপতি মৃত্যুপথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহাঁরাই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুসারে আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। মৃত্যু এই সকল নৃপশ্রেষ্ঠদিগের শরীরে জলপ্রাক্ষণ প্রদান করিয়াছেন। আর ইহাদের শরীর ও স্বর্গগত বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবী যে এই সমুদায় নৃপসিংহের বলভারে নিপীড়িত ও গুরুভারশ্রান্ত হইয়া স্বর্গে লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তই হইয়াছিল। বসুন্ধরা ইহাঁদিগেরই বল ও রাষ্ট্রবিস্তারে একবারে নিরবকাশ হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে অল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীতল একবারে জনশূন্য হইয়া উঠিবে এবং নভস্তল নরেন্দ্রগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে।

৯৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সর্ব্ব মহীপতিশ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি জরাসন্ধ অসংখ্য সৈন্য সহকৃত নৃপতিগণ সমভিব্যাহারে গোমন্তগিরি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অত্যায়ত ও অত্যুচ্চ তুরগ সমাহিত সাংগ্রামিক রথ, স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত বৃহৎ ঘণ্টাবসক্তগ্রীব মহামাত্রাধিষ্ঠিত জলধরোপম রণকুশল হস্তী, বায়ু ও বাণবৎ বেগগামী সাদি সমাযুক্ত হ্রেষমাণ বল্গিত অশ্বনিচয়, খড়্গচর্ম্মধারী উৎপতনশীল নির্ম্মুক্ত উরগগণের ন্যায় উল্লম্ফনকারী অসংখ্য অতিবল পদাতি সৈন্য, এই চতুর্ব্বিধ সৈন্য পরিবৃত হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাজ জরাসন্ধ মেঘবৃন্দের ন্যায় আগমন করিতে লাগিলেন। মথনেমির ঘর্ঘর শব্দ, মত্ত মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি, তুরগগণের হ্রেষারব, পদাতিগণের কল কল শব্দে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত এবং গুহাশয় সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদগণকে প্রতিগতি করিয়া সাগরাকারে লক্ষিত হইতে লাগিলেন। রাজন্যগণের যুদ্ধাস্পর্ধী সৈন্য কুলের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটনে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘসৈন্য আগমন করিতেছে। বায়ুবৎ বেগগামী রথ, জলদোপম হস্তী, শুভ্রমেঘাভ অশ্ব ও বিচিত্র বর্ম্মধারী পদাতিদল এই চতুর্ব্বিধ সৈন্য একত্র সমবেত হওয়াতে গ্রীষ্মবসানে সাগরোপরিস্থিত জলধর পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ গোমন্তগিরির চতুর্দ্দিকে উহাকে বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিবির সন্নিবেশ শেষ হইলে পর্ব্বদিবসে পূর্ণচন্দ্রমা সহযোগে পূর্ণজলধির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে দিন এইরূপে রাত্রির অবসান হইলে পরদিন ভূপালগণ যুদ্ধলালসায় পরম কৌতূহলী হইয়া শৈলশিখরে আরোহণার্থ সমবেত হইলেন। সমবেত নৃপতিগণ প্রথমতঃ ঐ গিরি পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া সমনুরাগে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যুগান্তকালীন উদ্বেলিত সাগরধ্বনির ন্যায় ক্ষিতিপালগণের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তখন মহারাজ জরাসন্ধের আদেশানুসারে বেত্রহস্ত উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ কঞ্জুক 'গোল করিও না' বলিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুপ্তমীন বিলীনগ্রহ মহোদধির ন্যায় সকলেই স্তিমিতভাব ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই মহার্ণব সদৃশ শৈল সমুদায় যোগাবলম্বীর ন্যায় নিস্তব্ধভাব আশ্রয়, করিলে মহীপতি জয়াসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে লাগিলেন। মহীপালগণের সৈন্য সমুদায় শীঘ্র অগ্রসর হউক এবং অবিলম্বে পর্ব্বতের চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করুক। অশ্মযন্ত্র ক্ষেপণীয় ও মুদগর সমুদায় যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ কর। প্রাসাস্ত্র ও তোমরাস্ত্র সমুদায় পর্ব্বতোপরি বহন করিয়া লইয়া যাউক। শিল্পিগণ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার জন্য দৃঢ় অথচ লঘু অস্ত্র সমুদায় প্রস্তুত এবং অস্ত্রপাত নিবারণের জন্যও আশু কোন উপায় বিধান করুক। বীরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত হইয়া পড়িলে যাহাতে তাহাদের বাহন সমুদায় নিম্নে পতিত না হয় শীঘ্র তাহারও উপায় কর। ভূরি পরিমাণ টঙ্ক ও খনিত্র দ্বারা এই গিরিকেও বিদারণ করিতে আরম্ভ করুক। যুদ্ধবিশারদ ভূপতিগণ অদূরে বহু বিন্যাস করিয়া অবস্থান করুন। অদ্য হইতে যতদিন পর্য্যন্ত সেই বসুদেবতনদ্বয় নিপাতিত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার সৈন্যগণ এই গিরি রাজকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিবে। এই শিলাযোনি অচলের

চতুর্দ্দিক এবং উহার উপরিস্থিত আকাশ পর্য্যন্ত অজস্র বাণবর্ষণদ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন কর যেন উহা হইতে একটী পক্ষীও অপহৃত হইতে না পায়। ভূপতিগণকে আমি যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি, ইহাঁরা পর্ব্বতের সেই সেই স্থানে আরোহণ করিয়া অবস্থান করুন। মদ্র, চেকিতান, বাহ্লিক, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ, করূষাধিপতি দ্রুম, কিম্পুরুষ ও পার্ব্বতীয় মানবগণ ইহাঁরা শীঘ্র পর্ব্বতের পশ্চিম পাশে আরোহণ করুন, পুরুবংশীয় রেণুদারি, বিদর্ভাধিপতি সোমমক, রুক্মী, ভোজরাজ, সূর্য্যাক্ষ, মানব, পাঞ্চালদেশের অধিপতি নরপতি দ্রুপদ, বিন্দ, অনুবিন্দ, বীর্য্যশালী দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, মহীপতি বিরাট, কৌশাম্ব্য, শতধা, বিদূরথ, ভুরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্ত, বাণ ও পঞ্চনদ ইহাঁরা পর্ব্বতের উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করুন। উল্ক, কৈতবেয়, অংশুমানের পুত্র বীর একলব্য, দৃঢ়াক্ষ, ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথ, উত্তমৌজাঃ, শাল্ব, কেরলদেশীয় কৌশিক, বৈদিশ বামদেব, বীর্য্যবান সুকেতু ইহাঁরা বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতের পূর্ব্বদিক্ বিদারণ করিতে করিতে বায়ু যেমন মেঘের অনুগমন করে, তদ্রূপ অভিমুখে ধাবিত হউন। আমি দরদ ও চেদিরাজের সহিত মিলিত হইয়া বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ বিদারণ করিতে আরম্ভ করিব। এইরূপে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক বজ্রপাতের ন্যায় বিদারিত হউক। এতড্ভিন্ন যাহারা গদাধারী তাহারা গদা, যাহারা পরিঘায়ুধ তাহারা পরিঘ ও অন্যান্য অস্ত্রধারিগণ স্ব স্ব অস্ত্রদ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিতে আরম্ভ করুক। হে বসুধাধিপগণ! তোমরা অদ্যই এই উচ্চ শিলাব্যাপ্ত বিষম ভূধরকে সমভূমি করিয়া ফেলিবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পার্থিবগণ জরাসন্ধের সেই অনুশাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগর যেমন পৃথিবী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ সেই গোমন্ত পর্ব্বতকে পরিবেষ্টন করিলেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সমুদায় ভূপালগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহীপতিগণ! এই বিষম দুর্গস্বরূপ নগশ্রেষ্ঠ গোমন্ত পর্ব্বতে যুদ্ধ করিতে গেলে আমাদের কি ফল হইবে? ইহার অত্যুচ্চ শিখর অত্যন্ত দুরারোহ। তাহাতে আবার বিশাল পাদপ দ্বারা উহা নিতান্ত দুপ্রবেশ্য হইয়া রহিয়াছে। উহার অন্যান্য স্থান বহু তৃণদ্বারা সমাচ্ছন্ন। অতএব আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই এবং অন্য উদ্যোগেরও আবশ্যকতা নাই; আসুন আমরা অদ্যই বহুতর তৃণকাষ্ঠ আহরণ করিয়া এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজালিত করিয়া দিই। সুকুমার ক্ষত্রিয়গণ বাণযুদ্ধেই বিলক্ষণ পটু; ইহাদিগকে অত্যুচ্চ দুরারোহ পর্ব্বতারোহে পাদযুদ্ধে নিযুক্ত করা কদাচ বিধেয় নহে। বিশেষতঃ অবরোধ বা আক্রমণ দ্বারা ইহাকে বিমর্দ্দন করা, দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপ অবরোধ দুর্গযুদ্ধেই শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু যদি নরপতিগণ এইরূপ গিরিসংশ্রিত হইয়াও অবরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হন তবে তাহাদিগকে অন্ন জল ও কাষ্ঠাদি বিহীন হইয়া নিশ্চয়ই নিপতিত হইতে হয়। আর আমাদিগের সংখ্যা অনেক এই মনে করিয়া যুদ্ধ প্রবৃত্ত এই যাদবদ্বয়কে অবজ্ঞা করাও নীতিসঙ্গত নহে। শুনিতে পাই ইহারা দেবতুল্য অপরিমিত বলশালী। ইহারা দেখিতে বালক বটে কিন্তু কার্য্যদ্বারা ইহাদিগকে অপরিমিত বলশালী বলিয়া বোধ হয়। ইহারা অতি দুষ্কর কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব আমার মতে এই গিরিবরকে শুষ্কতৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নি দ্বারা প্রজালিত করা হউক। তাহা হইলেই বালকদ্বয় দগ্ধ হইয়া হতচেতন হইবে। আর যদি এই দাবদাহে দগ্ধাঙ্গ হইয়া

পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় তবে অবশ্যই আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। তখন আমরা সকলে মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে পারি।

রাজন্যগণের হিতাকাঙ্ক্ষী চেদিরাজ এই কথা কহিলে সমস্ত নৃপতিবর্গ সৈন্য সামন্তের সহিত আহ্লাদপূর্ব্বক ঐ কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর কাষ্ঠ, তৃণ, বংশ ও শুকশাখ পাদপসকল আহরণ করিয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে সত্বর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, তখন সূর্য্যকিরণোদ্দীপ্ত মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বত প্রতিভাত হইতে লাগিল। পরাক্রান্ত ভূপতিগণ বায়ুর অনুকূলে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রদান করিলে, উহা বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া ধূম ও অগ্নিশিখা উদগীরণ করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় ধূম ও অগ্নিশিখা বায়ুবশে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করিল। ক্রমে ক্রমে হুতাশন বিষম প্রজ্বলিত হইয়া মনোহর পাদপ সমাকীর্ণ পরম শোভাকর গোমন্ত গিরিকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। শৈলেন্দ্র দহমান হইয়া উল্কাপাত সদৃশ অসংখ্য শিলাখণ্ড যুগপৎ চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন স্বীয় কিরণ বিকীরণ করিয়া মেঘের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হন, অগ্নিও সেইরূপ উদ্গতার্চ্চি হইয়া পর্ব্বতের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ধাতু গলিত, পাদপ সমুদায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল উদ্ভ্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন গিরিরাজ বিভাবসু দ্বারা দহমান ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। পর্ব্বত অনল শিখায় উত্তপ্ত হইলে কাঞ্চন, অঞ্জন, রজত সমুদায় গলিত হইয়া বহির্গত হইতে লাগিল এবং প্রজ্বলিতাঙ্গ হইলেও ধূমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘ নিমগ্নের ন্যায় অসম্যক্ লক্ষিত হইতে লাগিল। অনবরত শিলা স্খলন, অঙ্গার বর্ষণ ও অনলোদ্গার দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘবৃন্দ হইতে উল্কাবৃষ্টি হইতেছে, অগ্নির প্রতাপে সলিলরাশি বাষ্পাকারে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে জলপ্রপাত সকল শুষ্ক এবং ধূম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়াগ্নিতে পর্ব্বত একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। পার্শ্বস্থ সর্প সকল অর্ধদগ্ধ হইয়া ফণা মণ্ডল বিস্তারপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং আকুলনেত্রে বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে এক একবার ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল আবার অধোমুখে নিম্নে পতিত হইল। সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি বন্যজন্তু সমুদায় অগ্নির উত্তাপে ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। পাদপ সমুদায় বিষম উত্তপ্ত হওয়াতে তাহার গাত্র হইতে অজস্র নির্য্যাসজল বহির্গত হইতে লাগিল। বায়ু, ভস্ম ও অঙ্গার বহন করিয়া পিঙ্গলবর্ণ রূপ ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে লাগিল। ধূমরাশি দর্পিত মেঘের আকার ধারণ করিয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শ্বাপদ ও বিহঙ্গমগণ পর্ব্বতের বৃহৎ গুহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অগ্নির ভয়ঙ্কর প্রতাপে গিরিবর একবারে বিদীর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বকালে বজ্রাস্ত্র দ্বারা বিদারিত হইয়া শৈলগণ যেমন শিলাবর্ষণ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল এক্ষণে গোমন্তও অনলোত্তাপে উদ্দীপিত হইয়া সেইরূপ শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহারা পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ব্যূহাকারে থাকিয়া অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বর্ম্মধারী ক্ষত্রিয়গণ এক্ষণে অগ্নির উত্তাপে আর নিকটে থাকিতে পারিলেন না, অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! নরপতিগণ এইরূপে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দূরে নিষ্ক্রান্ত হইলে গোমন্ত গিরি দগ্ধ, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় বিশীর্ণ, ধূমরাশিতে সমস্ত দুর্লক্ষ্য এবং পাদদেশ পর্য্যন্ত একবারে শিথিল হইয়া পড়িল। তখন বলদেব পদ্মপলাশ লোচন কেশিমথন সাক্ষাৎ মধুসূদন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া রোষভরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! ঐ সমুদায় শত্রুপক্ষীয় ভূপালগণ আমাদেরই উপর বৈরসাধনোদ্দেশে সানু, শিখরদেশ ও পাদপরাজির সহিত এই গিরিকে দগ্ধ করিতেছে। কৃষ্ণ! ঐ দেখ, অনলোত্তপ্ত ধুম সমাচ্ছন্ন গিরিসন্নিহিত অরণ্য হইতে পক্ষিগণের আর্ত্তধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। এই গোমন্তগিরি যদি কেবল আমাদের উভয়ের নিমিত্তই অদ্য এইরূপে দগ্ধ হয়, তবে ইহা জগতে আমাদেরই কুলের অকীর্ত্তিকর হইবে। অতএব হে গিরিপ্রভ! অদ্য ইহার নিকটে অঋণী হইবার নিমিত্ত আমি বাহুবলে সমস্ত নৃপতিগণকে নিহত করিব। আমি দেখিতে পাইতেছি, ঐ সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ পর্ব্বতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক রথারোহণে যুদ্ধাভিলাষে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। এই কথা বলিয়া সেই বনমালালঙ্কৃত কাদম্বরী মদমত্ত নীলবসনধারী যুবা শ্রীমান বলদেব কর্ণে কমনীয় কুণ্ডল মস্তকে মনোহর মুকুট ধারণ করিয়া সুমেরু শৃঙ্গস্খলিত শারদীয় সুধাংশুর ন্যায় নরপতিগণের মধ্যে নিপতিত হইলেন। বলরাম লম্ফ প্রদান দ্বারা পতিত হইলে অমিতবিক্রম নবনীরদশ্যাম শ্রীমান কৃষ্ণও শিখরদেশ হইতে পর্ব্বতোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তথায় পদ প্রহারে নিপীড়িত হইয়া গিরিবর নিমগ্ন হইয়া পড়িল। তখন শীকরবর্ষী মাতলের ন্যায় ঐ গোমন্ত গিরি স্বকীয় গাত্র হইতে উপলসমন্বিত জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে বারিধারাকুল মেঘজাল যেমন উষ্ণরশ্মিকে আচ্ছন্ন করে তোপ এই সলিলোদগারী পর্ব্বতও ঐ ভীষণ হুতাশনকে আচ্ছন্ন করিয়া এক বারে সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। অতঃপর পদ্মপলাশলোচন দেবেন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান ঘনশ্যাম সৌম্যদর্শন শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃ পীতবসনধারী ভগবান কৃষ্ণ মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক সেই গিরি শিখর হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। উভয়ে লম্ফ প্রদান করাতে তাঁহাদের পদতাড়নে নিপীড়িত হইয়া মহীধর তীব্রপাবক শান্তির নিমিত্ত অজস্র বারিধারা উৎক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহীপতিগণের আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না।

৯৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বসুদেবতনয়দ্বয় পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদানে পতিত হইলেন দেখিয়া নরপালসৈন্য নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও তাহাদের বাহন সকল স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর সমুদ্র বিক্ষোভকারী ক্রুদ্ধ মকদ্বয়ের ন্যায় বাহুযোধী যাদবদ্বয় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সময় স্থলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহাদের পূর্ব্বতন অস্ত্র সমুদায় স্মরণ হইতে লাগিল। তখন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিবামাত্র অস্ত্র সমুদায় অম্বরতল হইতে আসিয়া সহস্র সহস্র রাজগণের মধ্যে সেই সমরপ্রার্থী মহাত্মা কৃষ্ণ ও বলরামের হস্তগত হইল। এই সমুদায় অস্ত্রই পূর্ব্বে মাথুর সমরেও অধিগত হইয়াছিলেন। অস্ত্রগুলি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল লেলিহান মুর্ত্তিমান্ বৃহৎ এবং সমরাঙ্গনে নৃপতিগণের

মাংস ভক্ষণে নিতান্ত লোলুপ। ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রব্যাদগণ আগমন করিতেছিল। উহারা দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া খেচরগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্ব্বক প্রভাদ্বারা দশ দিক্ আলোকময় করিয়া আসিয়াছিল। তন্মধ্যে সম্বর্ত্ত নামা হল, সৌনন্দ মুষল, সুদর্শন চক্র, আর কৌমোদকী গদা এই চারি বৈষ্ণবাস্ত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল। প্রথমতঃ সাত্বতশ্রেষ্ঠ রাম সেই দিব্যমালা সুশোভিত ধাবমান ভুজগেন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিম হল দক্ষিণ হস্তে এবং শত্রুদিগের নিরানন্দকর সৌনন্দ নামক মুষল বামহস্তে গ্রহণ করিলেন। কেশবও একহস্তে দর্শনীয় অত্যুৎকৃষ্ট সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জধারী সুদর্শন নামক চক্র ও অপর হস্তে দেবপ্রশংসিত কৌমোদকী গদা প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্রধারী হইয়া বীরদ্বয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় শত্রুগণের বিনাশার্থসমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই আয়ুধধারী, উভয়েই বীরদর্পে দর্পিত এবং অভিন্নাত্মা এক নারায়ণ কেবল শরীর মাত্রে ভিন্ন অগ্রজ ও অনুজ নামধারী রাম ও কৃষ্ণ, উভয়েই অমিত বলশালী, উভয়েই শত্রু প্রতিকারক। রাম বিষম ক্রুদ্ধ ভুজগেন্দ্রের ন্যায় হলযন্ত্র উদ্যত করিয়া শত্রুগণের সাক্ষাৎ কালান্তকরূপে সমরমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের রথাকর্ষণ এবং হস্তী ও অশ্বগণ বিমর্দ্দিত করিয়া স্বকীয় ক্রোধের সফলতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে হস্তিগণকে হলাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুষলাস্ত্রে তাড়নাপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন অচলগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বলদেব কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিরথ হইয়া নৃপতিবর্গ নিতান্ত ভীত হইয়া মহারাজ জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষয়িগণ! তোমরা যখন সময়ে ঈদৃশ কাতয়তা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়াছ, তখন তোমাদিগের ক্ষত্রবৃত্তিকে ধিক্! পরাক্রান্ত মহীপতিগণ সময়ে বিরথ হইয়া পলায়নপর হইলে পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে ভ্রুণহত্যাসম পাপভাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কি আশ্চর্য্য! একজন সামান্য পাদচারী দুর্ব্বল গোপবালকের সহিত যুদ্ধে ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছ? অতএব তোমাদিগের ক্ষত্র জীবনকে ধিক! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, শীঘ্র নিবৃত্ত হও। অথবা আমিই এই গোপবালকদ্বয়কে যাবৎকাল শমন ভবনে প্রেরণ না করি, তাবৎকাল রথারোহণে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ দর্শন কর।

তদনন্তর জরাসন্ধ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় শরবর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণাভরণালঙ্কৃত অশ্বে, কেহ কেহ বা শশাঙ্ক সমপ্রভ রথে, কেহ কেহ বা মহামাত্র চালিত জলধর সদৃশ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া গমন করিয়া ছিলেন। নৃপতিগণ প্রায় সকলেই বর্ম্ম পরিধান খড়্গ ও অন্যাদৃশ বিবিধ আয়ুধ, জ্যারোপিত ধনু ও সায়কপূর্ণ তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক সচ্ছত্র চারু চামর যুক্ত হইয়া রথোনোহণে রণভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বসুদেবতনয় রাম ও কৃষ্ণ যুদ্ধকামনায় রণভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ একত্র সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ হইতেই অনবরত বাণবর্ষণ চলিতে লাগিল। নিদারুণ গদা প্রহারও আরম্ভ হইল। অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অভিবৃষ্ট অচলদ্বয়ের ন্যায় স্থিরভাবে বিপক্ষ পক্ষে শরবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষীয়দিগের

গুরুতর গদা প্রহার, ক্ষেপণীয় ও মুদগর প্রক্ষেপণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। তদনন্তর শঙ্খচক্র গদাধারী অম্বুদশ্যাম মহাতেজা কৃষ্ণ বায়ুসমন্বিত অনলের ন্যায় স্বকীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি তেজঃপ্রদীপ্ত অর্কতুল্য চক্র দ্বারা মনুষ্য, গজ ও মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। পার্থিবগণগদাপ্রহারে আহত ও লাঙ্গলাস্ত্রে আকৃষ্ট হওয়াতে হতচেতন হইয়া সমরস্থলে অবস্থান করিতে আর সমর্থ হইলেন না। চক্র প্রহারে ভগ্ন হইয়া নৃপতিগণের বিচিত্র রথ সমুদায় একবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল। যষ্টিবর্ষ বয়স্ক কুঞ্জরগণ মুষলক্ষেপে আহত ও ভগ্নদন্ত হইয়া শরৎকালীন মেঘবৃন্দের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন মাত্র করিতে লাগিল। অশ্বসাদী ও পদাতিগণ সুদর্শন চক্রের অনল জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বজ্রাহতের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে চক্র ও লাঙ্গলাস্ত্রে নিহত ও বিদলীকৃত হইয়া সৈন্যগণ প্রলয়কালে শবশরীরচ্ছন্ন পৃথিবীর ন্যায় সমভূমি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য নরপতিদিগের কথা আর কি বলিব তাহারা সেই মূর্ত্তিমান দিব্য বৈষ্ণবাস্ত্রের আক্রীড়ভূমি সমরাঙ্গণ অবলোকন করিতেও সাহস করিতে পারিলেন না। রথ সমুদায়ের মধ্যে কোন কোন রথ একবারে চূর্ণ, কোন রথের আরোহী নিহত, কোন রথ বা ভগ্নচক্র হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সেই চক্র লাঙ্গলসংসৃষ্ট ঘোর সমস্থলে দারুণ উৎপাত ও ভীষণাকার রাক্ষস সমুদায় উপস্থিত হইতে লাগিল। মনুষ্য, গজ, রথী ও অশ্ব ইহাদের মধ্যে কত যে কাষ্ঠবৎ বিপাটিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করা কাহার সাধ্য? রণভূমি বিপন্ন নর পালগণের রুধিরে আর্দ্র হইয়া রক্তচন্দন দিগ্ধাঙ্গী ভীষণমুর্ত্তি কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যুদ্ধনিহত মনুষ্যগণের অস্থি, মজ্জা ও অন্ত্র এবং মাতঙ্গগণের রুধিরস্রোতে যুদ্ধভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। চতুর্দ্দিকে শিবাগণের অশিব শব্দ ও আর্ত্তনাদে রণস্থল ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

এইরূপে রুধিরহ্রদে পরিপূর্ণ অসংখ্য নরপতি, যোদ্ধা, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গম দেহে সমাকীর্ণ কঙ্কবল ও গৃধ্রগণের ভীষণ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া রণভূমি শ্মশান সদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলে সাক্ষাৎ কৃতান্তমূর্ত্তি ভগবান কৃষ্ণ শত্রু নিপাত করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা কেশব প্রলয়কারী মার্ত্তণ্ড ও প্রভঞ্জনের ন্যায় রণস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গুরুতর লৌহময়ী গদা গ্রহণপূর্ব্বক নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শূরাগ্রগণ্য নরপতিগণ! তোমরা এই সমুদায় হস্তী অশ্ব রথ পদাতি সমভিব্যাহারে আসিয়া কি জন্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলে? তোমরা অস্ত্রধারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞও বট, তবে কি জন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছ? আমি একমাত্র অগ্রজ বলদেবকে সহায় করিয়া রণমুখে পাদচারে তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। আর যিনি তোমাদিগকে রণস্থলে রক্ষা করিয়া থাকেন সেই অদোষদর্শী জরাসন্ধ কি জন্য এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন না।

এই কথা শুনিয়া সৈন্যমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দরদ নামক মহীপতি হলায়ুধধারী আরক্তলোচন বলদেবের সম্মুখে আসিয়া কৃষক যেমন মহাবৃষভকে আদেশ করে সেইরূপে কহিল, অরিন্দম রাম! আইস আমার সহিত যুদ্ধ কর। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কিয়ৎকাল পরস্পর যুদ্ধ হইলে বলরাম দরদের গলে ধরিয়া

বলপূর্ব্বক আকর্ষণ ও তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলে মস্তক উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল দরদ, তৎক্ষণাৎ বিদারিত অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। সেই নৃপবর দরদ বলদেব কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইল দেখিয়া মহারাজ জরাসন্ধ রণক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অতি ভীষণ লোমহর্ষণ যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন ইহাদের উভয়ের যুদ্ধও সেইরূপ হইয়া উঠিল। অতিবিক্রম বীরদ্বয় উভয়েই গদা গ্রহণ ও উত্তোলন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন শিখর সমাযুক্ত দুইটী ভূধর উভয় দিক হইতে একত্র মিলিত হইল। অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ সমর ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া কেবল তাঁহাদিগেরই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিলক্ষণ বিখ্যাত, উভয়েই পরম পণ্ডিত, উভয়েই মহাবলশালী, উভয়েই প্রধাবনশীল মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় মত্ত বারণরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। এই সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, পরমর্ষি, যক্ষ ও সহস্র সহস্র অপ্সারোগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ আগমন করিলেন। আকাশমণ্ডল ঐ সমুদায় দেব যক্ষাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ জরাসন্ধ বামমণ্ডল, বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। উভয় মাতঙ্গে যেমন দন্তে দন্তে প্রহার করে, তদ্রূপ গদাযুদ্ধবিশারদ বীরদ্বয় ও পরস্পর গদা প্রহার আরম্ভ করিলেন। ঐ গদা প্রহার শব্দে দশ দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। রামের গদা-নিপাত শব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘোরতর বজ্রাঘাত হইতেছে। জরাসন্ধের গদা প্রহারে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া গেল। বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে বিচলিত করিতে পারে না সেইরূপ জরাসন্ধের কর নিঃসৃত গদাপাতেও গদাধারিশ্রেষ্ঠ বলরামকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। মগধেশ্বর জরাসন্ধও শিক্ষা ও মহৎ ধৈর্য্য বলে রামের গদা নিপাত সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সর্ব্বলোক সমক্ষে অন্তরীক্ষ হইতে এক আকাশবাণী হইল যে, "রাম! এই জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে, অতএব তুমি উহাতে ক্ষুন্ন হইবে না, আমি উহার মৃত্যুর উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তুমি ক্ষান্ত হও; মগধপতি অচিরকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিবে?" এই বাক্য শুনিয়া জরাসন্ধ নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন, হলায়ুধ নামও আর তাঁহাকে প্রহার করিলেন না।

হে মহারাজ! অতঃপর দীর্ঘকাল উভয় দলে যুদ্ধ হইলে অবশেষে মহারাজ জরাসন্ধ পরাভূত ও নিরস্ত হইলেন। এদিকে সৈন্যসংখ্যাও নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িল। তখন মহারথগণও ক্রমে ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিবর্গ ব্যাঘ্রাঘ্রাত মৃগযূথের ন্যায় সভয়চিত্তে কেহ হস্তীতে, কেহ রথে, কেহ অশ্বে প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই রণস্থল নরপতি ও ভগ্নদর্প মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ক্রব্যাদগণে পূর্ণ হইয়া ঘোররূপ ধারণ করিল। এইরূপে সমস্ত মহারথগণ প্রস্থান করিলে মহাদ্যুতি চেদিরাজ যাদব সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া কারুষ ও চেদিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে যদুনন্দন! আমি তোমার পিতৃষ্বসার ভর্ত্তা তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র; সেই জন্যই আমি সবলে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি লঘুচেতা রাজা জরাসন্ধকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম

যে, হে দুর্ব্বুদ্ধে, ক্ষান্ত হও! কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিও না। কিন্তু সে দুরাত্মা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না ; প্রত্যুত আমার বাক্যেই দোষারোপ করিতে লাগিল। সেই জন্য অন্য আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এখন সে তোমা কর্ত্তৃক রণে পরাস্ত হইয়া অনুচর বর্গের সহিত পলায়ন করিতেছে। আপাততঃ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু উহাকে বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ও পুনরায় তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারে। অতএব তুমি এক্ষণে এস্থান পরিত্যাগ কর। এ গোমন্ত গিরি কেবল মৃত মানুষ দেহে পরিব্যাপ্ত ও ক্রব্যাদগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এ স্থান আর মানুষের বাসযোগ্য নহে। হে বীর! চল আমরা সম্প্রতি সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত করবীর পুরে গমন করি। তথায় বসুদেবতনয় মহীপতি শৃগালের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই দুইখানি উৎকৃষ্ট রথ তোমাদের জন্যই প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছি। এই খড়্গ চক্র অক্ষ ও কূবর সংযুক্ত রথে শীঘ্রগামী অশ্বও যোজিত আছে, বলদেবের সহিত উহাতে শীঘ্র আরোহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক; চল আমরা করবীর নগরীস্থ মহীপতি শৃগালের সহিত সাক্ষাৎ করি। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর জগৎপতি কৃষ্ণ পিতৃষ্বসৃপতি চেদিরাজের ঐ সমুদায় বাক্য শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন? আপনি যখন এরূপ স্থানে ও ঈদৃশ সময়ে যুদ্ধান্ত আমাদিগকে বচনামৃতে অভিষিক্ত করিতেছেন তখন আপনি আমাদের পরম সুহৃৎ তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া হিতকর ও মধুরবাক্য প্রয়োগ করে এরূপ লোক জগতে নিতান্ত দুর্লভ। অদ্য আমরা আপনার দর্শন প্রাপ্তিতে সনাথ হইলাম। আপনি যখন আমাদের এরূপ সুহৃৎ তখন আমাদের আর কিছুই অপ্রাপ্য রহিল না। হে চেদিকুল ধুরন্ধর! জরাসন্ধই হউন অথবা তৎসদৃশ অন্য যে কোন নরপতিই হউন একমাত্র আপনার সহায়তায় আমরা সকলকেই নিহত করিতে সমর্থ হইব। আপনিই যদুবংশীয়দিগের প্রথম বন্ধু; এখন হইতে আপনি বহুতর রাজস্যগণের সহিত আমাদের যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে পাইবেন। অতঃপর যে সমুদায় নরপাল জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা এই যুদ্ধকে চক্র ও মুষল সংগ্রাম নামে অভিহিত করিবেন। যাহারা এই গোমন্ত পর্ব্বতে নৃপতিগণের পরাজয় শ্রবণ অথবা ধারণ করিবেন, তাঁহাদের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইবে। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করুন আমরা আপনার সমভিব্যাহারে সেই নগরশ্রেষ্ঠ করবীরপুরে গমন করি।

মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা তিনজনে সাক্ষাৎ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় পবনাতিপাতী অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া অতি দূরতর পথের পথিক হইলেন। পথিমধ্যে তিন রাত্রি বাস করিয়া পরমরমনীয় করবীরপুর প্রাপ্ত হইলে, তথায় সুখে বাস করিবার জন্য শুভ প্রদেশে বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন।

১০০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! তাঁহারা নগর মধ্যে সমাগত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রপরাক্রম শৃগাল নগরের অনিষ্টাশঙ্কায় সমরোপযোগী আদিত্যবর্ণ আয়ুধপূর্ণ

নেমিনির্ঘোষশালী মন্দর প্রতিম বিবিধ আভরণভূষিত হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া অনলোদ্দেশে শলভের ন্যায় কৃষ্ণের প্রতিকূলে ধাবিত হইল। এই রথ অক্ষয় বাণগর্ভ তূণীর পূর্ণ। ইহার নির্ঘোষ অর্ণবের ন্যায়। ইহার কূবর সুবর্ণময়, অক্ষ সমুদায় অত্যন্ত দৃঢ়,পতত্রিরাজ গরুড়ের ন্যায় ইহার বেগ, হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত আকাশগামী ইন্দ্রের পুষ্পক রথের ন্যায় দীপ্তিশালী। পূর্ব্বকালে মহীপতি শৃগাল সূর্য্যদেবের নিয়ম প্রতিপালন করাতে স্ববিতা স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই রথ প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ঐ রথরশ্মি নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। অনন্তর কবচধারী সুবর্ণমালালঙ্কৃত শুভ্রবর্ণ উত্তরীয় ও উষ্ণীষধারী শৃগাল হস্তে সুতীক্ষ্ণ বাণ ও শাসন ধারণ করিয়া জ্যারোপিত বিষম ধনু পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ, ক্রোধে অনলজ্বালাযুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রস্থিত সুবর্ণাভরণ শোভায় উদ্ভাসিত সুমেরুর ন্যায় রথস্থহিমাচলের ন্যায় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহার সিংহনাদ, রথের ঘর্ঘর ধ্বনি ও গুরুত্বশতঃ পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। মূর্ত্তিমান অচলের ন্যায় ও দিকপালের ন্যায় শ্রীমান সেই শৃগালকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শৃগাল শীঘ্রগামী রথে রোষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ বাসনায় কৃষ্ণের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধকামী মহীপতি সমরাঙ্গণে কৃষ্ণকে দেখিয়া মেঘরাশি যেমন অচলের দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ বেগে প্রধাবিত হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রতিযুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই বনমধ্যে মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ মহাতেজস্বী মোহান্ধ মহীপতি শৃগাল কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোমন্ত পর্ব্বতে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ তাহা আমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে প্রকৃত সেনানায়ক কেহই ছিলেন না, যে সকল ক্ষত্রিয় সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, হীনবল ও মূর্খ। বিশেষতঃ তাদৃশ দুর্ব্বল সেনাগণের অধিনায়ক হইয়া যে ঐ সমুদায় নরপতিগণ পরাভূত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে আমি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছি; ক্ষণকাল অবস্থান কর। আর আমি যখন তোমায় অবরুদ্ধ করিয়াছি, তখন আর কোথায় যাইবে? তুমি অসহায়, সুতরাং আমি সবলে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। তুমি যেমন একাকী আমিও তেমনি একাকী, আইস আমরা দুইজন মাত্র রণস্থলে যুদ্ধ করিব। সমর ক্ষেত্রে থাকিয়া তুমি নিহত হইলে আমি একমাত্র বাসুদেব হইব, অথবা আমি নিহত হইলে তুমিই অদ্বিতীয় বাসুদেব হইবে। ফলতঃ ধর্ম্ম যুদ্ধে আমাদের অন্যতর নিহত হউক।

ক্ষমাশীল বাসুদেব শৃগালের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘যতদূর সাধ্য প্রহার কর’ এই কথা বলিয়া চক্র গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী শৃগাল ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণের উপর ঘোরতর বাণ বৃষ্টি ও মুষল প্রভৃতি অন্যান্য শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় অস্ত্র অনলের ন্যায় লিঙ্গ উদ্গিরণ করিতে করিতে আসিয়া কৃষ্ণকে নির্দ্দয়রূপে আহত করিল। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তাহার সেই অস্ত্র প্রহারে ঈষৎ রোষাবিষ্ট হইয়া চক্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া শৃগালের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই চক্র একেবারে রণদৃপ্ত মহাবল যুদ্ধ কামুক অতিবীর্য্য শৃগালকে সংহার করিয়া পুনরায় স্বীয় প্রভু কৃষ্ণের হস্তে উপস্থিত হইল। এইরূপে চক্রাস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইলে নরপতি গতাসু হইয়া ধাতুধারাবর্ষী অচলের

ন্যায় শোণিতধারা বর্ষণ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইলেন। বজ্রপাত বিদীর্ণ গিরির ন্যায় রাজা নিপতিত হইয়াছেন শুনিয়া সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ সশঙ্কহৃদয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিত ও মূর্চ্ছাবসানে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া স্বামী শোকে দুঃখ ভরে অত্যন্ত অভিতপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, কেহ কেহ সেই স্থানেই প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিয়া শোকভরে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। তখন কমললোচন অরিন্দম কৃষ্ণ মেঘগম্ভীরস্বরে সকলকে অভয় দান করিয়া চক্রধারণোচিত রজতবৎ অঙ্গুলিপর্ব্বশোভিত কর উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, সৈন্যগণ! ভয় নাই, আমি এই পাপাত্মার দোষে নিরপরাধ তোমাদিগকে কদাচ বিনাশ করিব না, আর ইহা শুরোচিত কার্য্যও নহে। এই কথা শুনিয়া সৈন্যগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে নিতান্ত কাতর হইয়া নোদন করিতে করিতে ধরণীপতিত ধরণীপতিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সচিবগণ প্রজাদিগের সহিত আসিয়া বিদীর্ণশৃঙ্গ অচলের ন্যায় বিদারিত বক্ষঃ ভূপতিরে দেখিয়া শোকে অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পৌরগণের রোদন শ্রবণ করিয়া শৃগালের মহিষীগণ পুত্রের সহিত রোদন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কৃষ্ণনিপাতিত শ্লাঘ্য পতি ভূমিপতি ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র স্তনে ও বক্ষঃস্থলে নির্দ্দয়রূপে করাঘাত ও কেশ আকর্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে বিষম শোকভরে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় আলুলায়িতকেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শৃগালের বক্ষোপরি নিপতিত হইলেন। রাজমহিষীদিগের বাষ্প-পরিপূর্ণ-নেত্র-সমুদায় সলিলসিক্ত পঙ্কজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এইরূপে মহিষীগণ ভূমিপতিত পতিকে উদ্দেশ করিয়া বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক রোদন ও করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজপুত্র শক্রদেব তথায় আসিয়া অপূর্ণনয়নে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে মহিষীগণ দ্বিগুণ বেগে রোদন করিয়া উঠিলেন ও কহিতে লাগিলেন, বীর! এই তোমার বিক্রান্ত বালক পুত্র অদ্যাপি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। তুমি ব্যতীত এ কিরূপে তোমার আসনে উপবিষ্ট হইয়া পৈতৃকপদ রক্ষা করিতে পারিবে? আমরাও তোমার সহবাসসুখে তৃপ্ত হয় নাই, তবে কি জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকান্তঃপুরে গমন করিলে? বিধবা হইয়া আমরাই বা কি করিব?

এইরূপে কি পৌরগণ কি সচিবগণ কি মহিষীগণ সকলেই আর্ত্তস্বরে রোদন ও পরিতাপ করিতেছেন ইত্যবসরে পুত্রজননী কামিনীকুলভূষণ মহিষী পদ্মবতী পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বীর! আপনি বীরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই পরলোকগত মহীপতির এই পুত্র আপনার শরণাগত হইল। যদি এই বালক আপনার নিকট প্রণত হয় এবং আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, তাহা হইলে ইহাকে আর আপনার দারুণ অস্ত্র প্রহার সহ্য করিতে হইবে না। অথবা যদি এই অবোধ শিশু আপনার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান হয়, তাহা হইলেও ইহাকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় ধরণীতলে শয়ন করিতে হইবে না। হে মহাত্মন্! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রনির্ব্বিশেষে এই বিপন্ন বন্ধুর শরণাগত শিশুসন্তানটীকে রক্ষা করুন।

মহিষীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর যদুনন্দন সস্নেহবচনে কহিলেন, রাজপুত্রি! আমার আর ক্রোধ নাই, এই দুরাত্মার সহিত সমস্ত ক্রোধ অপগত হইয়াছে।

আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি, এখন আমাকে সেই বন্ধু বলিয়াই জানিবে। বিশেষত তোমার এই উদার বাক্য দ্বারা আমার সমস্ত অপরাগের কারণ একবারে অপনীত হইয়াছে। এই শৃগাল মহীপতির পুত্র শক্রদেবের প্রতি আমার পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছে। আমি ইহার প্রীতির নিমিত্ত অভয় ও রাজ্য প্রদান করিলাম। মন্ত্রী পুরোহিত ও প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান কর, আমি এখনি ইহাকে ইহার পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া অগ্রজ বলরামের সহিত প্রকৃতিবর্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সমস্ত প্রকৃতিবর্গ, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ শক্রদেবের অভিষেকের নিমিত্ত কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ সেই রাজপুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অভিষেক কার্য্য সমাধা করিয়া সেই দিবসেই তথা হইতে প্রস্থান করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন দেবরাজ যেমন ত্রিদিবমার্গকে অলঙ্কৃত করিয়া গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বীর্য্যবান কেশব জয়লব্ধ হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গমন, পদবীকে সুশোভিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা শক্রদের মাতৃগণ, প্রকৃতিবর্গ ও পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে লইয়া যুদ্ধনিহত মহারাজ শৃগালের মৃতদেহ শিবিকায় আরোপণ করাইয়া পশ্চিমাভিমুখে বহু দূরপথে গমন করিলেন। তথায় যথাশাস্ত্র পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক পিতৃলোকের পারলৌকিক হিতকামনায় নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাধা করিলেন। অনন্তর শোক সংবিগ্নহৃদয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বনগরে প্রবেশ করিলেন।

১০১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! এদিকে বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ ও বলরাম করবীরপুর হইতে বহির্গত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে পাঁচ রাত্রি মাত্র বাস করিয়া ষষ্ঠ দিবসে মথুরা প্রাপ্ত হন। চেদিরাজ দমঘোষ তাঁহাদের সহচর থাকাতে আমোদ আহ্লাদ ও কথাবার্ত্তায় পাঁচ রাত্রি যেন তাঁহাদিগের পক্ষে এক রাত্রির ন্যায় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহারা মথুরায় উপস্থিত হইলে উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ পরমাহ্লাদ সহকারে সসৈন্যে তাঁহাদের প্রত্যুগমন করিলেন। মন্ত্রিগণ প্রকৃতিপুঞ্জ ও নগরীস্থ আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই যাদবগণের অনুসরণ করিলেন। ফলতঃ তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন মধুরা পুরীই তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দকর তূর্য্য সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। রাজমার্গে পতাকামালা উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরম শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র মহোৎসব উপস্থিত হইলে গায়কগণ যেমন মনের অনুরাগে আহ্লাদ সহকারে রাজমার্গে গান করিতে থাকে, সেইরূপ রামকৃষ্ণের আগমনে যাদব-হিতাকাঙ্ক্ষী গায়কগণ মহা আহ্লাদে স্তুতিগর্ভ ও আশীর্ব্বাদযুক্ত সঙ্গীত সমুদায় গান করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হে যাদবগণ! অদ্য লোকবিশ্রুত ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও গোবিন্দ মথুরায় সমাগত হইয়াছেন; এখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে পরম সুখে বাস কর এবং আমোদ আহ্লাদে নগরমধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াও"। ফলতঃ তৎকালে নগর মধ্যে কাহার দৈন্য, মালিন্য বা অজ্ঞানতা কিছুই রহিল না। পক্ষিগণ স্পষ্টাস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। গো অশ্ব ও হস্তি সমুদায় আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। নরনারীগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বায়ু সুখস্পর্শ, দিক সমুদায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। অধিক কি মঠস্থিত গ্রাম্য দেবগণও যেন আনন্দ বিকাশ করিতে লাগিলেন। পুনরায় সত্যযুগের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তদনন্তর সেই অনিমর্দ্দন বীরদ্বয় শুভলগ্নে রথারোহণে পুরপ্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশকালে দেবগণ যেমন ইন্দ্রদেবের অনুগমন করেন, তদ্রূপ যাদবগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন উদয়াচলে গমন করেন, যদুনন্দন ভ্রাতৃদ্বয়ও সেইরূপ হৃষ্টান্তঃকরণে পিতা বসুদেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ পিতার চরণ বন্দনান্তে মহারাজ উগ্রসেন ও অন্যান্য যদুপুঙ্গবগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারাও সৎকৃত হইয়া প্রত্যভিনন্দন করিলে উভয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মাতৃভবনে গমন করিলেন। তথায় স্বগৃহে অস্ত্রশস্ত্র যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে করিতে পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অভিন্ন রাম ও কৃষ্ণ উগ্রসেনের অনুগত থাকিয়া কিছুকাল মথুরায় বিহার করিতে লাগিলেন।

১০২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইলে একদা গোপগণের সৌহৃদ্য স্মরণ হওয়াতে বলরাম কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে একাকী ব্রজে গমন করিলেন। পূর্ব্বে এক সময়ে যে সমুদায় রমণীয় অরণ্য ও সুরভি সরোবর উপভোগ করিতেন, এক্ষণে গমন করিতে করিতে তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে রমণীয় বনমালায়, বিভূষিত হইয়া অতি বেগে ব্রজ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া অরিন্দম বলদেব পূর্ব্বের ন্যায় গোপগণের সহিত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে প্রীতিপূর্ণবচনে সম্ভাষণ করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। গোপগণের সহিত কথোপকথনে যেরূপ তাঁহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন সেইরূপ মধুরবাক্যালাপে গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। মধুরভাষী বৃদ্ধ গোপগণ বলরামকে পাইয়া কহিতে লাগিলেন, এই যে আমাদের বলদেব বহুকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। হে মহাবাহো যদুনন্দন! তোমার কুশল ত? বৎস রাম! আজ তোমাকে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। রাম! তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত শত্রুভয়ঙ্কর হইয়া পুনরায় যখন আমাদের নিকট আসিয়াছ তখন আমাদের আনন্দের আর পরিসীমা নাই। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করা তোমাদের কর্ত্তব্যই হইতেছে। অথবা প্রাণি মাত্রেই জন্মভূমি দর্শনে প্রীত হইয়া থাকেন। যাহা হউক তোমার আগমন আমাদের নিতান্ত প্রার্থনীয়। অতএব তোমার সাক্ষাৎকার প্রাপ্তিতে আমরা দেবগণের নিকটেও সম্মান লাভের যোগ্য হইলাম। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তুমি মন্দবুদ্ধি নরপতিগণ ও দুরাত্মা কংসকে নিহত করিয়া স্বীয় মহিমাগুণে উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছ। সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তিমি নামক দৈত্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছ, গোমন্ত পর্ব্বতে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সহিত ঘোরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দরদ নামক মহীপতির প্রাণসংহার ও জরাসন্ধকে পরাজয় করিয়াছ, ঐ সময়ে তোমাদের দিব্যাস্ত্রলাভ, পরে করবীরপুরে ভূপাল শৃগালকে নিহত করিয়া তাহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও নাগরিক লোকদিগকে সান্ত্বনা করিয়া মথুরায় প্রবেশ করিয়াছ এই সমস্তই আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

এই সমুদায় কীর্ত্তি দেবগণেরও কীর্ত্তনীয়। এতদ্দারা পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত ও সমুদায় নৃপতিগণও তোমাদের বশীভূত হইলেন। অদ্য তোমার আগমন দর্শনে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সৌভাগ্যশালী হইলাম। অদ্য আমরা বন্ধুবান্ধবের সহিত যথার্থই পরিতুষ্ট হইয়াছি। তদনন্তর রাম চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত গোপগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মগণ! সমস্ত যাদবগণ অপেক্ষা আপনারাই আমাদের প্রকৃত সুহৃৎ। এই স্থানেই আমাদের বাল্যকাল গত হইয়াছে। আপনাদের দ্বারাই আমরা পোষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, কে ইহার অপলাপ করিবে? আপনারা গৃহে রাখিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছেন, আমরাও গোবন রক্ষা করিয়াছি। সুতরাং আপনারা সকলেই আমাদের আজন্ম সুহৃৎ। হলায়ুধ রাম গোপগণকে এই কথা বলিলে তাহারা সকলেই পুনরায় নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

তদনন্তর মহাবল রাম বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমবয়স্ক গোপগণের সহিত বনবিহার আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে দেশকালাভিজ্ঞ গোপালগণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া মদিরা আনয়নপূর্ব্বক পানার্থ তাঁহাকে প্রদান করিল। তখন রামও বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উহা পান করিলেন। তদনন্তর তাহারা সদ্যোবিকসিত বিবিধ রমণীয় কুসুম, ফল, নানা প্রকার পবিত্র উপাদেয় ভক্ষ্য সামগ্রী, অনাঘ্রাত পদ্ম, ও প্রস্ফুটিত উৎপল প্রভৃতি আনয়ন কুরিয়া

তাহাকে সমর্পণ করিলেন। মস্তকে কুটিলকুন্তলোপরি ঈষৎ বক্র কিরীট শোভা পাইতেছে। এককর্ণে সুন্দরকুণ্ডল দোদুল্যমান রহিয়াছে। বক্ষঃস্থল, লম্বমান বনমালায় ও আর্দ্র চন্দনে বিভূষিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কৈলাস পর্ব্বতোপরি মন্দরগিরি শোভা পাইতেছে। শুভ্রকান্তি রাম নবজলধর সদৃশ নীল বসন পরিধান করিয়া ঘোর তিমির বেষ্টিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। স্কন্ধাবসক্ত ভুজগাকৃতি লাঙ্গল ও হস্তাগ্রসংসক্ত প্রদীপ্ত মুষল দ্বারা শোভমান হইয়া বলিশ্রেষ্ঠ রাম মত্ততাবশতঃ বিঘূর্ণিতবদনে শীত সমাগমে নীহারক্লিষ্ট চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি যমুনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহানদী যমুনে! আমি তোমার সহিত সহবাস বাসনা করি, শীঘ্র মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নিকটে আগমন কর। যমুনা বলদেবের সেই মতাবস্থোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীস্বভাব সুলভ মোহবশতঃ তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন না। তদ্দর্শনে বলদর্পিত মদমত্ত রাম ক্রোধে অধীর হইয়া ভূমি কর্ষণের নিমিত্ত অধোমুখ হইয়া হস্তে হলাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠাবসক্ত পদ্মমালা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। উহার পুষ্পকোষ হইতে রেণুমিশ্রিত রক্তবর্ণ মদজল ক্ষরিত হইতে লাগিল। বলদেব কূলে থাকিয়া হলগ্রভাগ দ্বারা প্রতিকূলচারিণী বনিতার ন্যায় মহানদী যমুনাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ আকর্ষণে যমুনার জলস্রোত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, মৎস্যাদি জলচর সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যমুনা ভয়বিহ্বলা কামিনীর ন্যায় সঙ্কর্ষণ ভয়ে ভীত হইয়া হলকৃত পথের অনুসরণপূর্ব্বক বেগে বক্রগমনে আসিতে লাগিলেন। পুলিনদেশ ইহার নিতম্ব, তোয়তাড়ন কম্পিত রক্তোৎপল ইহার ওষ্ঠ, তীরান্ত বিস্তৃত ফেনপুঞ্জ ইহার মেখলা, তরঙ্গ সমুদায় শিরোমালা, চক্রবাক মিথুন উন্নত স্তন, গভীর বেগ বক্রাঙ্গ, সচকিত মৎস্যগণ ভূষণ, শুক্লহংস অপাঙ্গ, কাশকুসুম পট্টদুকূল, তীরজাত শৈবালরাশি কেশপাশ, জল ইহার স্খলিত গমন। এই সাগরগামিনী কুটিলাপাঙ্গী যমুনা বেগে আকৃষ্ট হওয়াতে প্রথমতঃ রাজমার্গে অনন্তর লাঙ্গলক্ষুণ্ন পথে উন্মার্গগামিনী হইয়া বৃন্দাবন বনমধ্যে নীত হইলেন। পদে পদে উন্মত্তার ন্যায় শ্রোতোবেগ স্খলিত হইতে লাগিল, এই সময়ে জলচর পক্ষিগণ চীৎকার করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন যমুনাই বৃন্দাবন বনমধ্যে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। এইরূপে বলদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রবাহিনী বৃন্দাবন মধ্যে আসিয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক বিনয়নম্রবচনে তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! প্রসন্ন হউন। আমি এই ব্যভিচার কার্য্যে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আমার সলিলরাশি বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। হে মহাবাহো! আপনি আমাকে আকর্ষণবলে উন্মার্গগামিনী করিয়া নদীদিগের মধ্যে অসতী বলিয়া ঘৃণিত করিলেন। আমি যখন সাগরে গমন করিব তখন আমার সপত্নীগণ আমাকে অসতী বলিয়া ফেন-হাস্যে হাস্য করিবেন। হে বীর! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি সুপ্রসন্নমনে আমায় অভয় দান করুন। ক্রোধ সম্বরণ করুন, আমি আপনার হলাকর্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আপনার মন প্রসন্ন হউক। হে হলায়ুধ! এই আমি আপনার চরণে নিপতিত হইলাম। এখন আমি যে পথে যাইব উহা নির্দ্দেশ করিয়া অনুগৃহীত করুন।

হলায়ুধ রাম সাগরবধু যমুনাকে প্রণামাবনতা দেখিয়া মদস্খলিত বাক্যে কহিলেন, হে প্রিয় দর্শনে! তুমি আমার এই হলাকৃষ্ট পথে জলপ্লাবন করিয়া যথেচ্ছ প্রদেশে গমন কর;

এইমাত্র আমার আদেশ। যাবৎকাল জগতে লোকস্থিতি থাকিবে তাবৎ আমার এই কীৰ্ত্তি অক্ষুন্ন থাকুক।

ঐ সময়ে সমস্ত ব্রজবাসিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যমুনাকর্ষণ সন্দর্শন করিয়া বলদেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূৰ্ব্বক প্রণাম করিতে লাগিলেন। বলদেবও সেই মহাবেগামিনী যমুনা ও বৃন্দাবনবাসী জনগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তিত হৃদয়ে গন্তব্য স্থান নিশ্চয় করিয়া পুনরায় মধুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মথুরায় সমুপস্থিত হইয়া পুর প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন ভূলোক শ্রেষ্ঠ সনাতন মধুসূদন গৃহমধ্যে আসীন রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র রাম বনবালা-সুশোভিত বক্ষে পান্থবেশে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রভু গোবিন্দ সত্বর প্রত্যাগত হলধারী অগ্রজকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। পরে উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট হইলে, জনার্দ্দন তাঁহাকে ব্রজবাসী সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও গোধন প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি তাঁহাদিগের কল্যাণ ইচ্ছা কর তৎসমুদায়ের মঙ্গল। তদনন্তর উভয়ে পিতা বসুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক পুরাতন বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১০৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই অবসরে কতকগুলি বার্ত্তাবাহী দূত লোকপাল গৃহতুল্য কৃষ্ণের ভবনে উপস্থিত হইয়া নরপতিদিগের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এই সংবাদ প্রদান করিল। এই কথা শ্রবণে যাদবগণ তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া কৃষ্ণের সভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রধান প্রধান যদু বংশীয়গণ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে দূতগণ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন! অনেকে বলিতেছেন বিদর্ভ নগরে দাক্ষিণাত্য রাজ্যগণের এক মহা সমাগম হইবে। ভোজরাজ পুত্র রুক্মের আদেশানুসারে তথায় নানাদিগ্দেশ ও জনপদ হইতে সত্বর গমনে বহুতর নৃপতি গমন করিতেছেন। মনুজগণের কথায় স্পষ্ট শুনিলাম যে, রুক্মিরাজের ত্রিলোক বিখ্যাত রুক্মিণী নাম্নী এক ভগিনী আছেন। তাহারই স্বয়ম্বর উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্যই সমস্ত ভূপালগণ সৈন্য সামন্তের সহিত তথায় গমন করিতেছেন। হে যদুনন্দন! অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সমাধা হইবে। সিংহ শার্দ্দূল বিক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গগামী সর্ব্বদ। যুদ্ধপ্রিয় পরস্পর ঈর্ষাযুক্ত শত শত মহাত্মা নরপতিগণ কেহ অশ্বে, কেই হস্তীতে, কেহ রথে আরোহণ করিয়া ত্বরিত গমনে গমন করিতেছেন। এত অসংখ্য নরপতি যখন তথায় সমবেত হইবে তখন আমরা কেন নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকি; আমাদের অভিলাষ যে তথায় বিজয়ার্থ সসৈন্যে গমন করি।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র কেশবের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ যাদবসৈন্য লইয়া নির্গত হইলেন। প্রধান প্রধান যাদবগণও সমরলালসায় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক বলদৃপ্ত দেবগণের ন্যায় গর্বিতভাবে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এক হস্তে গদা অন্য হস্তে চক্র ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে

চলিলেন। অন্যান্য যাদবগণ সূর্য্যপ্রভ কিঙ্কিণীজাল নিনাদিত রথে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময়ে তত্ত্বদর্শী গোবিন্দ উগ্রসেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নৃপশাল আপনি আর্য্য বলদেবের সহিত পুরীমধ্যে অবস্থান করুন। নতুবা আমরা সকলে পুরী হইতে বহির্গত হইলে শূন্য পুরী পাইয়া ক্ষত্রিয়গণ জঘন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উহার উৎপীড়ন করিতে পারে। তাহারা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, ছিদ্রদর্শী ও বিলক্ষণ ছলগ্রাহী। কেবল আমাদিগেরই ভয়ে জরাসন্ধের অনুগত হইয়া স্বর্গবাসী দেবলোকের ন্যায় সুখে বাস করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণের ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা ভোজরাজ স্নেহপূর্ণ বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মহাবাহো! হে যাদবানন্দবর্দ্ধন কৃষ্ণ! এখন আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমরা তুমি ভিন্ন এই পুরীমধ্যেই হউক অথবা অন্য স্থানেই হউক, পতিহীনা রমণীর ন্যায় কুত্রাপি সুখে বাস করিতে সমর্থ নহি। তুমি আমাদের নিকটে থাকিলে তোমার ভুজবলচ্ছায় আশ্রয় করিয়া অন্যের কথা আর কি বলিব দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করি না। অতএব যেখানে যেখানে তুমি বিজয়ার্থ গমন করিবে সেই সেই স্থানে আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন কর। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই অংশয়িত চিত্তে করুন।

১০৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এই কথা বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ আশুগামী রথে গমন করিয়া সেই দিনই যখন দিবসনাথ ভাস্কর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলেন সেই সময়ে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় সমস্ত রাজগণ সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিবিরে ভূতল সমাকীর্ণ হইয়াছে। রঙ্গস্থল বিস্তৃত। তদ্দর্শনে তিনি উপভোগোপযোগী রাজসী মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন এবং নৃপতিগণের ত্রাসোৎপাদন ও স্বীয় পুরাতন মূর্ত্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহাবল বৈনতেয়কে স্মরণ করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র বিনতানন্দন গরুড় কৃষ্ণ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সৌম্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তাহার পক্ষনিপাতবেগে ঘোর ঝটিকা উপস্থিত হইয়া সকলকে কম্পিত করিতে লাগিল। সমস্ত লোক ভয়ে ভাব ধারণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সকলেই উরগগণের ন্যায় অধোবদনে কাঁপিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণ অচলের ন্যায় স্থিরভাবে থাকিয়া ঐ সমুদায় উৎপাতিক ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং পতগরাজ গরুড়ের আগমন অবধারণ করিলেন। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন গরুড় দিব্য চন্দনচর্চ্চিত মাল্যভূষণে ভূষিত হইয়া পক্ষপবনে ভূমণ্ডল পুনঃ পুনঃ কম্পিত করিতে করিতে আসিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে লেলিহমান উরগের ন্যায় অস্ত্র সমুদায় বিষ্ণুর হস্তস্পর্শ লালসায় অবনত মস্তকে লীন হইয়া রহিয়াছে। চরণে পাণ্ডুরবর্ণ পন্নগপতি আকৃষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার শরীর সুবর্ণ পক্ষে আবৃত, দেখিলে ধাতুমান অচলের ন্যায় প্রতীতি হয়। সেই অমৃতাহারী ভুজগেন্দ্রনাশন দৈত্যকুল-

বিত্রাসন ধ্বজরূপ-বাহন মন্ত্রণাসহায় বিপদবন্ধু ধৈর্য্যশীল স্বীয় অপর দেহ স্বরূপ গরুত্মান্‌কে দেখিয়া শ্রীমান্ মধুসূদন হৃষ্টচিত্তে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে খেচয়শ্রেষ্ঠ! বিনতা হৃদয়নন্দন প্রিয়বন্ধো! তোমার কুশল ত? আইস আমরা কৈশিকের ভবনে গমন করি, অদ্য তথায় থাকিয়া স্বয়ম্বর প্রতীক্ষা করিব। তথায় হস্তী, অশ্ব ও রথগামী শত শত মহাত্মা নরপতি সমবেত হইয়াছেন দেখিতে পাই। এই কথা বলিয়া মহাবাহু শ্রীমান কেশব মহাবল গরুড় ও যাদবগণকে সমভিব্যাহায়ে লইয়া মহাত্মা কৈশিকেয় গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গরুড় ও মহারথগণ সমভিব্যাহারে বিদর্ভ রাজধানীতে উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারী মহাবল নৃপতিগণ মহা আহ্লাদে তথায় বাসার্থ উপক্রম করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এই সময়ে নীতিবিশারদ কৈশিক গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অর্ঘ্য আচমনীয় প্রদান দ্বারা যথাবিধি সৎকার করিয়া পুরীমধ্যে লইয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বেই কৃষ্ণের নিমিত্ত দিব্য গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল, অধুনা তিনি সবলে ভূতপতি মহাদেব যেমন কৈলাস পর্ব্বতে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তথায় প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ বিবিধ ভোজ্য বস্তু ও বিচিত্র রত্নে সজ্জিত ছিল; কৃষ্ণ তথায় অর্চ্চিত হইয়া পরম প্রীতমনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

১০৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! সমবেত নৃপতিবর্গ বৈনতেয়সহায় গোবিন্দ তথায় সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই চিন্তাবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদ মন্ত্রণাকুশল ভীমবিক্রম রাজন্যগণ মিলিত হইয়া দেবসভার ন্যায় রমণীয় সুবর্ণ সমুদ্ভাসিত ভীষ্মক সভায় উপস্থিত হইয়া বিচিত্র আস্তরণযুক্ত পরম মনোহর সিংহাসনে সমাসীন হইলে তম্মধ্যে দীর্ঘবাহু মহাবল জরাসন্ধ দেবসভায় দেবেন্দ্রের ন্যায় নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাগ্মিবর ভূপালগণ! হে মহামতি ভীষ্মক! আমি স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই যে কৃষ্ণনামে বিখ্যাত বলরাম বসুদেবতনয়, বৈনতেয় ও মহাতেজা যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কন্যালার্থ এখানে আগমন করিয়াছেন, ইনি অবশ্যই কন্যাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। এক্ষণে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহার অবধারণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই মহাবীর্য্য বসুদেবতনয়দ্বয় ইতঃপূর্ব্বে গোমন্ত পর্ব্বতে বৈনতেয় সহচর না থাকিলেও পদচারী হইয়া যে ঘোরতর যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। সম্প্রতি মহারথ যাদব, ভোজ ও অন্ধকদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে যে কিরূপ যুদ্ধ ঘটনা হইবে, তাহাও সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। বিশেষতঃ বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ যখন গরুড়াসনে আসীন হইয়া কন্যাপ্রাপ্তির জন্য সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন, তখন কোন্ বীর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে? অধিক কি, সুরগণ সমাবৃত ইন্দ্রও সে সময়ে সমর্থ নহেন। শুনিতে পাই পূর্ব্বে এই পৃথিবী ঘোর একার্ণবে পাতাল তলে নিমগ্ন হইলে মহা প্রভাবশালী সেই আদিদেব বিষ্ণু বরাহরূপ অবলম্বন করিয়া উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যাক্ষকেও সেই মুক্তিতে সংহার করেন। যে মহাবল পরাক্রান্ত

হিরণ্যকশিপু দেবতা, দানব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ,রাক্ষস ও নাগগণে অবধ্য ছিল। কি আকাশ কি পৃথিবীতল কি রাত্রি কি দিন কি শুষ্ক কি আদ্র ইহার মধ্যে কোন স্থানে বা কোন সময়ে যাহার বিনাশ ছিল না, ত্রিলোকমধ্যে কেহই যাহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই, তাহাকেও সেই বিষ্ণু নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিনাশ করিয়াছেন। অন্য এক সময়ে তিনি বামনরূপে কশ্যপ গৃহে অদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অদ্বিতীয় বলশালী বলিকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া পাতাল তলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়ের বরপ্রসাদে রণস্থলে সহস্রবাহু লাভ করিয়া বরদর্পে দর্পিত হইয়া উঠিলে, ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে সেই বিষ্ণুই রেণুকাগর্ভস্যুত জমদগ্নিতনয় রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া বজ্রকল্প একমাত্র পরশু প্রভাবে সপ্ত দ্বীপের আধিপত্য গ্রহণপূর্ব্বক সেই হৈহয়রাজকে নিহত করেন। অতঃপর ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথতনয় রামরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী রাবণকেও বিনাশ করেন। সত্যযুগে তারকাসুর সংগ্রামে অষ্টভুজ সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপেই অবতীর্ণ হইয়া গরুড়বাহনে বরলাভদর্পিত সমস্ত অসুরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করেন। যাহার ভয়ে দেবগণও সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন, সেই দৈত্যপতি কালনেমিকে সূর্য্যপ্রভ চক্র দ্বারা নিপাত করেন। তদ্ভিন্ন ইনি সময়ে সময়ে বনেচর মহাবল পরাক্রান্ত কত কত অসুরগণকে যে সংহার করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই বসুদেবতনয় কৃষ্ণও বাল্যকাল হইতে প্রলম্ব, অরিষ্ট ধেনুক, শকুনি, কেশী, যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় কুবলয়াপীড় নামক গজ, চাণূর, মুষ্টিক ও বলবান কংসকে সগণে গোপবেশে অনায়াসে নিপাত করিয়াছেন। এরূপে অনেক দৈত্য দানব যাহারা ছদ্মবেশে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট সমাগত হইয়াছে তাহারাই শমন ভবনের পথিক হইয়াছে। সেই জন্যই আমি আপনাদের হিত কামনায় বলিতেছি যে, ইনি অবশ্যই অসুরান্তক বিষ্ণু হইবেন। ইনিই নারায়ণ, জগদ্‌যোনি, পুরাণ পুরুষ, সর্ব্বভূতের স্রষ্টা, স্থূল ও সূক্ষ্ম, নিত্য পদার্থ, সর্ব্বলোকের অনধিগম্য এবং সর্ব্ব জগতের নমস্কৃত। ইহার আদি নাই অন্ত নাই ও মধ্যও নাই। ইনি ক্ষর ও অক্ষর এবং অবিনাশী। ইনিই স্বয়ম্ভূ, অজ ও স্থাণু। ইনি চরাচর নিখিল বিশ্বের অজেয়। ইনি ত্রিবিক্রম ও ত্রিলোকনাথ। দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুবিনাশন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে সেই জগৎপতি আদিদেবই মথুরায় রাজ চক্রবর্ত্তীদিগের অতি বিস্তীর্ণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা পতঙ্গরাজ গরুড় ইহার বাহন হইবেন কেন? বিশেষ জনার্দ্দন ক্যালার্থ সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলে কোন্ বলবান পুরুষ গরুড়ের সম্মুখে অবস্থান করিতে সাহসী হইবেন? স্বয়ম্বরের নিমিত্ত বিষ্ণু স্বয়ং আগমন করিয়াছেন এবং ইহার আগমনই বিশেষ অনর্থের হেতু বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম, এক্ষণে আপনারা অনন্তর কর্ত্তব্য চিন্তা করুন।

মহারাজ! মগধাধিপতি জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে মহাপ্রাজ্ঞ সুনীথ কহিলেন, এই মহাবাহু মগধ মহীপতি সমস্ত ভূপাল সমক্ষে যাহা কহিলেন, তাহাই যথার্থ। গোমন্ত পর্ব্বতে রাম ও কৃষ্ণ অতি দুষ্কর কার্য্যই সমাধা করিয়াছেন। হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিসঙ্কুল সমরে তাঁহাদের চক্র ও লাঙ্গলানলে অগণ্য সেনা দগ্ধ হইয়াছে। সেই জন্যই এই মগধরাজ ভাবী বিষয় চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিতেছেন। রাম ও কৃষ্ণ পদচারী হইয়া সময়ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে যখন অসংখ্য সেনাক্ষয় দুর্নিবার্য্য, তখন গরুড় সহায়

হইলে যে কি হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। নরপতিগণ! সমাগত সুপর্ণের পরাক্রমও আপনাদের অবিদিত নাই। আগমনকালে ইহার পক্ষবেগ পবনে খেচরগণ উদ্ধত হইয়া বেগে পরিভ্রমণ করিয়াছে, সমুদ্র ক্ষুভিত পর্ব্বত বিচলিত পৃথিবী বারম্বার কম্পিত হইয়াছে। কিন্তু বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল বলিয়া আমরাও চকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। যখন এই কেশব যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া গরুড় বাহনে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তখন কিরূপে মাদৃশ লোকে উহার সম্মুখীন হইতে পারিবে? এই স্বয়ম্বরপ্রথা রাজাদিগের নিরতিশয় আনন্দকর বস্তু। সেই জন্যই পুরাতন রাজর্ষিগণ যশ ও ধর্ম্মমূলক এই স্বয়ম্বরবিধির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অদ্য যেমন বিদর্ভ নগরে সেই স্বয়ম্বরোপলক্ষে ক্ষিতিপতি সমাজের সমারোহ, সেইরূপ আবার ঘোরতর সংগ্রামেরও সম্ভাবনা হইয়াছে। যদি এই নৃপদুহিতা স্বয়ম্বর বেশেসভায় উপস্থিত হইয়া নৃপতিমণ্ডলী মধ্যে অন্য কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করেন, তবে কোন বীর কৃষ্ণের ভুজবীর্য্য সহ্য করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন? সুতরাং অদ্য এই স্বয়ম্বর মহোৎসবে একটা বিষম দোষই সংঘটিত হইল বলিতে হইবে। এক কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে কৃষ্ণ ও নরপতিসমাজ আমরাও আগমন করিয়াছি। ফলতঃ এক কন্যার নিমিত কৃষ্ণের আগমন শুনিয়া আমাদের আগমন সর্ব্বথা গর্ত্তই হইয়াছে। অতএব মগধপতি যাহা বলিলেন তাহাই সঙ্গত।

১০৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহাত্মা সুনীথ এই কথা বলিলে করুষাধিপতি দন্তবক্র কহিতে লাগিলেন, মহীপতিগণ! মগধেশ্বর জরাসন্ধ ও ধীমান্ শিশুপাল যাহা কহিলেন, উহা আমাদের পক্ষে শ্রেয়োজনক ও যুক্তিযুক্ত। আমি বিদ্বেষ, অহঙ্কার বা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া এ বাক্যের প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কারণ এই রাজ সভায় নীতিশাস্ত্রসঙ্গত সমুদ্রের ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ লোক নিতান্ত বিরল। কিন্তু আমি আপনাদিগের স্মরণার্থ যাহা কিছু বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন। বাসুদেব এই স্বয়ম্বর সভায় যে আগমন করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যেমন আমরা আগমন করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ সমাগত হইয়াছেন। অতএব এক কন্যার নিমিত্ত তাঁহার ও আমাদের যুগপৎ আগমনে কোনরূপ দোষ অথবা গুণ দেখিতে পাইতেছি না। আর গোমন্ত পর্ব্বতে যেমন আমরা সমবেত হইয়া উহার অবরোধ করিয়াছিলাম, কৃষ্ণও সেইরূপ বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই কিরূপে তাঁহার দোষ বলিতে পারেন? ঐ বীরদ্বয় কংসকে মুগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্দাবনবনে বাস করিতেছিলেন। তৎপরে দেবর্ষি নারদের বচনানুসারে কংস তাঁহাদিগের বিনাশ সাধনার্থই বৃন্দাবন হইতে আহ্বান করেন। তদনন্তর নাম ও জনার্দ্দন কংসালয়ে উপস্থিত হইলে কুবলয়াপীড় হস্তী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারাও তৎক্ষণাৎ হস্তীকে বিনাশ ও তদ্বারা উত্তেজিত হইয়া রঙ্গসাগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় বীর্য্যবত্তা প্রভাবে ভয়বিহ্বলচিত্ত সুতরাং গতাসুর ন্যায় সমাসীন মথুরাপতি কংসকে সগণে বিনাশ করিয়াছেন। আমরা বয়োজ্যষ্ঠ হইয়া এ বিষয়ে কিরূপে তাহাদের উপর দোষারোপ

করিতে পারি? পরে আমরা এই রাজা জরাসন্ধের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া মথুরা অবরোধার্থ সমাগত হইলে আমাদের অধিক বল দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণ স্বীয় সৈন্যবল ও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে গোমন্ত পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমরাও আবার তথায় তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা অপ্রাপ্ত ব্যবহার ও পদচারী। আমরা হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলাম। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ হইল; কিন্তু যখন তাহারা অগ্রসর হইলেন না তখন আমরা ধর্ম্মানুসারে অগ্নিপ্রদান দ্বারা পর্ব্বতকেই প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিই। যদি সেই ভয়ঙ্কর দাবানলমধ্যে থাকিয়া অসহায় বালকদ্বয় দগ্ধ হইয়া যাইত, তাহা হইলে ত' কোন কথাই ছিল না। তাই যখন হয় নাই প্রত্যুত সে যুদ্ধে আমরাই পরাস্ত হইয়া আসিয়াছি, তখন যেখানে যেখানে আমরা উপস্থিত, সেই সেই স্থানে কৃষ্ণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? অতএব এক্ষণে কৃষ্ণের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি যে এই বিদর্ভ নগরে যুদ্ধের নিমিত্তই আগমন করিয়াছেন তাহা নহে। কন্যার নিমিত্ত আসিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কি? এই মর্ত্য লোকে তিনি একজন প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তিনি পুরুষপ্রধান, দেবলোকেও তিনি দেবেশ। অধিক কি তিনি দেবলোক প্রভৃতি সমস্ত জগতের স্রষ্টা। দেবলোকের মধ্যে মূর্খতা ঈর্ষা ও মৎসরতা প্রভৃতি কিছুই নাই। তাঁহারা অল্পেই বিস্মিত বা অবসন্ন হন না। বিশেষতঃ বিপন্ন লোকের বিপদুদ্ধার করা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই যে দেবাদিদেব সর্ব্ব দেবময় প্রভু কৃষ্ণ গরুড় বাহনে এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা কেবল স্বয়ম্বরচ্ছলে আত্মস্বরূপ প্রকাশার্থই, নতুবা আর কোন উদ্দেশ্য নাই। শত্রু বিনাশের নিমিত্ত কৃষ্ণ কখন সেনা সমভিব্যাহারে গমন করেন না। যখন ইনি যাদব, ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন, তখন এ যাত্রায় আমাদের প্রীতি সাধনই উদ্দেশ্য হইবে। অতএব হে নরাধিপগণ! চলুন আমরা অর্য্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া ইহার অতিথি সৎকার করি। এইরূপে ইহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে আমাদের আর কোন ভয় উদ্বেগ বা কোনরূপ চিন্তা থাকিবে না।

ধীমান দন্তবক্রের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর শাল্ব ভূপালগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহীপালগ ! আমাদের এত ভয় করিবার কি কারণ উপস্থিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। কি জন্যই বা আমরা কৃষ্ণের ভয়ে কম্পিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে যাইব? পরের প্রশংসা ও আত্মবলের নিন্দাবাদ করা ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণের ধর্ম্মও নহে। মহৎ রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাপুরুষের মত এরূপ দুর্ব্বদ্ধিই বা উপস্থিত হইতেছে কেন? আমি জানি যে কৃষ্ণ দেবাদিদেব, প্রভু সনাতন, সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, নারায়ণপরায়ণ, বৈকুণ্ঠ, ত্রিলোকমধ্যে অজেয়, চরাচরগুরু হরি এবং সর্ব্বলোক নমস্কৃত। কেবল কংস ও আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ভূভার হরণ ও লোক সংরক্ষণের নিমিত্তই তিনি দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অংশাবতারে ইহার কার্য্যকলাপও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ইহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে চাক্রানলে দগ্ধ হইয়া যে আমাদিগকেও যমসদনে গমন করিতে হইবে তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই। হে রাজেন্দ্রগণ! আমি ইহাও জানি যে সকলেরই কালে আয়ুক্ষয় হয়,

তাহা কাহারও রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। অতএব অকালে কাহারও মৃত্যু হয় না, কিন্তু আবার কাল উপস্থিত হইলেও কে জীবিত থাকিতে পারেন না। ইহাই নিশ্চয় জানিয়া কোনরূপেই কাহার ভয় করা উচিত নহে। সেই যোগবিৎ ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যেন্দ্রগণের তপক্ষয় সন্দর্শন করিয়া যথাকালেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সেই দেবাদিদেব অবধ্য বিরোচনপুত্র বলবান্ বলিকে বন্ধ করিয়া পাতালবাসী করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ অন্যান্য কার্য্যও অনেক আছে। অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘটিবে বলিয়া আর বিচারের আবশ্যকতা কি? কৃষ্ণের আগমন কিছু সংগ্রামের নিমিত্তও নহে। কন্যা যাঁহাকে বরণ করিবেন সে তাঁহারই হইবে। এ বিষয়ে আর যুদ্ধ কি? বরং আমাদের আহ্লাদের বিষয়ই বলিতে হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি নরপতিগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ ভীস্মক স্বীয় পুত্রের জন্য এ বিষয়ে কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাবীর্য্য মদোন্মত্ত আমার পুত্র নিতান্ত উগ্রস্বভাব, অতিরথ ও রণাভিমানী। সে পরশুরামের অস্ত্রবলে অভিরক্ষিত হয় বলিয়া পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করে না। সুতরাং সে কৃষ্ণের প্রতাপ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই যে সে কৃষ্ণ বীর্য্যে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণবিদ্বেষী অত্যন্ত অভিমানী আমার পুত্র যে এবারে কৃষ্ণের হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারিবে তাহার উপায় দেখিতেছি না। এক কন্যার নিমিত্ত পিতৃলোকের আনন্দ বর্দ্ধন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কি রূপেই বা কেশবের সহিত যুদ্ধ করিতে দিই। মূঢ় মদগর্ব্বিত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ আমার পুত্র কখনই কৃষ্ণের নিকটে অবনত হইবে না। সুতরাং অনল মুখে তুলরাশির ন্যায় কৃষ্ণের ক্রোধানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। করবীরেশ্বর মহীপতি শৃগাল অদ্বিতীয় বীর্য্যশালী ছিলেন। তিনিও চিত্রযোধী কৃষ্ণের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছেন। বলবান্ শ্রীমান্ কৃষ্ণ বৃন্দাবন বাসকালে গোবর্দ্ধন গিরিকে অনায়াসে উৎপাটিত করিয়া সপ্তাহকাল একহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সহিত স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে অভিষেক ও উপেন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যমুনাহ্রদে বিষাগ্নি জ্বালা জ্বলিত কালান্তক যমোপম কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন। হয়রূপী মহাবীর্য্য দৈত্যপতি কেশীকে নিহত করিয়াছেন। এই কেশীকে দেবগণও পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সান্দীপনির পুত্র বহুকাল পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছিল, কৃষ্ণ সাগরজলে প্রবেশ করিয়া পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বিনাশ পূর্ব্বক যমালয় হইতে সেই মুনি পুত্রের উদ্ধার করেন। গোমন্ত পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ মনে হইলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই যুদ্ধে অসংখ্য রাজা, হস্তী, অশ্ব, রথ ও সৈন্যের সমাগম হয়, কিন্তু একমাত্র মহাবীর্য্য কৃষ্ণ বলরামকে সহচর করিয়া গজপ্রহারে গজগণ, রথ প্রহারে রথী ও রথবৃন্দ, সাদিপ্রহারে সাদিদল, চরণপ্রহারে পদাতি সকল একবারে ধ্বংস করিয়া ছিলেন। কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি নাগগণ, কি দৈত্য, কি পিশাচ, কি গুহ্যক কেহ কখন এরূপ ঘোরতর গজ-অশ্ব ও রথ সংক্ষয় করিতে পারেন নাই। একমাত্র বাসুদেব ভিন্ন এরূপ ক্ষমতাপন্ন লোক মর্ত্যলোকে অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

মহাবাহু দ্যুতিমান দন্তবক্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য ও শ্রেয়ো জনক। আমি সেই মহাবীর্য্য কেশবকে সান্ত্বনা করিয়া যাহা পারি করিতে চেষ্টা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহারাজ ভীষ্মক এইরূপে উভয় পক্ষের বলাবল চিন্তা করিয়া অবশেষে কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে বলিয়া অবধারণ করিলেন। অন্যান্য নীতিবিশারদ নরপতিগণও নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সভাভঙ্গসূচক বন্দিগণের স্তুতিপাঠ আরম্ভ হইল। তখন তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বিশ্রামভবনে উপবিষ্ট হইলে পূর্ব্বপ্রেরিত দূতগণ আসিয়া স্ব স্ব নৃপতি গোচরে কৃষ্ণের অভিষেকবার্ত্তা নিবেদন করিল। কৃষ্ণের অভিষেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভূপতি সমাজের মধ্যে কেহ হৃষ্ট কেহ বা বিষ ও কেহ কেহ উদাসীনভাবে রহিলেন। মহীপতিগণ এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায় একবারে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখন ভূপতিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মক নরপতি সমাজের অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভেদ অবলোকনে স্বকৃত ব্যতিক্রম চিন্তা করিয়া নিতান্ত দীনমনে তাঁহাদিগের প্রবোধ দিবার জন্য নৃপতিসমাজে গমন করিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রদূত কৈশিক সমীপে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রদত্ত লিপি প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে নৃপতি সাগরে প্রবেশ করিলেন।

১০৭তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! দেবদুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কংসকে নিহত করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত ও নৃপাসনে আসীন হইলেন না। কন্যার্থী হইয়া রাজসভায় আগমন করিলে কেহ তাহাকে অতিথিসৎকারোচিত অভ্যর্থনা করিলেন না। তথাপি তিনি ঈদৃশ অপমান কি জন্য সহ্য করিলেন? বিনতানন্দন গরুড়ও স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত, তিনিই বা কি জন্য স্বীয় প্রভুর তাদৃশ হতাদর উপেক্ষা করিয়া রহিলেন? ইহা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! বৈনতেয় সহচর কৃষ্ণ বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হইলে। তাঁহাকে দেখিয়া মহামতি কৈশিক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্য কি আশ্চর্য্য দর্শনই সন্দর্শন করিলাম। ইহার দর্শন প্রাপ্তিতে আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষয় হইল। এই কমললোচন দেব দেব জনার্দ্দন কৃষ্ণ অপেক্ষা সৎপাত্র ত্রিলোকমধ্যে আর কে আছে? অতএব সেই সমাগত কৃষ্ণের কিরূপে অতিথি সৎকার করিব? সৎপাত্র লাভ করিয়া দান না করিলে ধর্ম্মলোপ হয়। ক্রথ ও কৈশিক ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় রাজ্যই প্রদান করিবেন স্থির করিয়া কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই বিদর্ভাধিপতি বীরবর মহাত্মা ক্রথ ও কৈশিক উভয়েই ভক্তিভাবে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাদিগের গৃহে আগমন করাতে অদ্য আমাদের জন্ম সফল ও জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ হইল। আমাদের পিতৃলোক তৃপ্ত হইলেন। হে প্রভো! দেবেন্দ্র আপনাকে উপেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমরাও আপনাকে অদ্য আমাদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। ছত্র, চামর, ব্যজন, ধ্বজ, সিংহাসন, বল, ধনপূর্ণ কোষ ও পুরী এবং

আমরা পর্য্যন্ত এ সমস্তই আপনার। আমরা যাহা করিলাম অনেক রাজা কিম্বা মহারাজ সন্ধই হউক কেহই ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ আপনার বিষম শত্রু। কারণ তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন কৃষ্ণ কখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই, তাঁহার রাজ্যও নাই, তবে কিরূপে আমাদের রাজ্যমণ্ডলী মধ্যে উপবেশন করিবেন? তিনি স্বয়ংও অত্যন্ত অভিমানী মহাবীর্য্য ও বিষম তেজস্বী। সুতরাং তিনি কখন কন্যার নিমিত্ত স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন না। ভূপতিগণ স্ব স্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে মহা তেজস্বী কৃষ্ণ কিরূপে নীচ আসনে উপবেশন করিবেন? এই কথা শুনিয়া মহীপতি ভীষ্মক অনেক চিন্তার পর আমাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিগ্রহ শান্তির মানসে আপনার বিশ্রামের নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি দেবগণেরও দেবতা এবং সর্ব্বলোক নমস্কৃত। সম্প্রতি মর্ত্যলোকে এই মানুষ সমাজে আপনি রাজপদ গ্রহণ করুন। তাহা হইলে মনুজেন্দ্রসমাজে আর যেন আপনার আসন প্রাপ্তির কোন আপত্তি না থাকে। আপনি এই বিদর্ভ নগরেই সমস্ত রাজ্যগণের উপর আধিপত্য করুন। হে মহাদ্যুতে! কল্য প্রভাতে আপনি শুভ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন। অদ্য আপনাকে যথাবিধি সংযমনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকিতে হইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে সমস্ত নরপতিগণকেই আপনার এই অভিষেকোৎসবে আসিতে হইবে।

মহাত্মা ক্রথ ও কৈশিক উভয়ে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া প্রণতি পুরঃসর রাজ্যগণ সমাবৃত সভামধ্যে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ দেবদূতের আগমনবার্ত্তা উল্লেখ করিলেন। পরে ইন্দ্র-সন্দেশ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপতিগণ! বৈনতেয়সহচর ভগবান হরি অতিথিবেশে বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন ইহা আপনারা অবগত আছেন। সৎপাত্র উপস্থিত হইলেন দেখিয়া ধর্ম্ম হেতু বাসুদেবকে স্বরাজ্য প্রদত্ত হইয়াছে। তদনন্তর 'এই আসনে উপবেশন করুন' এই কথা বলিবামাত্র আকাশচারী কোন এক অলক্ষ্য মুর্ত্তি দেবদূত বলিয়া উঠিলেন, রাজন! আপনার উপভুক্ত আসন প্রভুকে প্রদান করিবেন না। ইহাঁর নিমিত্ত সর্ব্বরত্নভূষিত এই স্বর্ণময় দিব্য সিংহাসন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রস্তুত করাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরণ করিয়াছেন। চরাচর নমস্কৃত দেবদেব হরিকে এই আসনে উপবেশন করাইয়া সমস্ত রাজগণ সমক্ষে অভিষিক্ত কর। যে সকল নরপতি কন্যা লাভের প্রত্যাশায় বিদর্ভ নগরে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ এই অভিষেক সমাজে উপস্থিত না হন, তিনি কৃষ্ণের বধ্য বলিয়া অবধারিত হইবেন। রাজরাজেশ্বর মহাত্মা ধনপতি কুবেরের কাঞ্চনময় নিধিসম্ভূত দিব্য অষ্ট কলস রাজগণে পরিবৃত হইয়া রাজাধিরাজ কৃষ্ণের অভিষেক প্রতীক্ষা করিতেছে। হে নরাধিপগণ! দেবরাজ ইন্দ্রের এই আদেশ আমি উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে আপনারা লিখিত পত্র দ্বারা সমস্ত ভূপতিবর্গকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য সমাধা করুন।

হে নরপতিগণ! দেবদূত এই সমস্ত কথা বলিয়া কৃষ্ণের অভিষেকার্থ বালার্ক সদৃশ সিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। এক্ষণে আমি বলিতেছি, আপনারা যে যে এখানে সমাগত হইয়াছেন সকলেই কৃষ্ণের অভিষেক দর্শনার্থ আগমন করুন। ইন্দ্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন উহা কদাচ লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ নভোমণ্ডল হইতে সুবর্ণ

কলস সমুদায় স্বয়ংই কৃষ্ণের মস্তকে বারিধারা বর্ষণ করিবে; ঈদৃশ একান্ত দুর্লভ ও নিতান্ত অদ্ভুত কৃষ্ণাভিষেক সন্দর্শন করিলেও আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষয় হইবে। অতএব শঙ্কা পরিহার করিয়া আপনারা সকলেই আগমন করুন। আপনাদের নিমিত্ত আমি কৃষ্ণের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়াছি। তিনি কখন কাহার সহিত বৈরভাব অবলম্বন করেন না। তিনি অত্যন্ত সরলস্বভাব ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। বিশেষ মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত তাঁহার যে কোন বৈরভাব বদ্ধমূল আছে ইহা ' কোনরূপে উপলব্ধি হইল না। সম্প্রতি এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয় আপনারা অবধারণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! নরপতিগণ কৈশিকের এই সমুদায় বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন, এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শাসনানুসারে দেবদূত চিত্রাঙ্গদ অলক্ষ্য মুর্ত্তিতে পুনরায় জলদগম্ভীরস্বরে আকাশ হইতে কহিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্রগণ! ত্রিলোকনাথ ইন্দ্র তোমাদিগের হিতকামনা ও প্রজাপালনের নিমিত্ত আদেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিয়া বাস করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। কৃষ্ণেতে প্রীতি আধান করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে পরম সুখে বাস কর। কৃষ্ণ প্রণত জনের সর্ব্বসন্তাপনাশক, আবার তাহার সহিত বৈরভাব আশ্রয় করিলে তিনি তাঁহার কালানল স্বরূপ হইয়া উঠেন। অতএব তাঁহার সহিত প্রণয় রাখিয়া নিরুদ্বেগে সর্ব্বত্র বিহার করিয়া বেড়াও। নরপতি সকল প্রকৃতিবর্গের, সুরগণ নৃপতিদিগের, ইন্দ্র দেববর্গের প্রভু, জনার্দ্দন সেই ইন্দ্রের দেবতা। সেই প্রভু বিষ্ণুই এই মানুষ লোকে নররূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কেশব নামে পরিচিত হইয়াছেন। ত্রিভুবনমধ্যে দেব দানব ও মানুষের কথা আর কি বলিব, কার্ত্তিকেয়সহচর ভগবান শূলপাণিও ইহাঁকে রণে পরাস্ত করিতে পারেন না। অতএব তোমরা দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া মহাত্মা কেশবের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন কর। ইহা অপেক্ষা অভিলষণীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? রাজেন্দ্রগণের অভিষেক কার্য্যে নৃপতিদিগেরই অধিকার, সুতরাং বিদর্ভ নগরে ক্রথ কৈশিকসহ মিলিত হইয়া কৃষ্ণের অভিষেক তোমাদেরই বিধেয় হইতেছে। আর কৃষ্ণের সহিত প্রীতি সংস্থাপনের এই প্রকৃত অবসর। এই ভাবিয়া ভগবান্ মহেন্দ্র তোমাদিগের নিকট আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বিদর্ভনগরে অভিষিক্ত হইবেন ইহা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে। এই অভিষেকার্থ ক্রথ ও কৈশিক উভয়ে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া অভিষেক মহোৎসব সমাপনপূর্ব্বক পুনরায় হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিবে। স্বয়ম্বর সভা একবারে শূন্য করিবারও আবশ্যকতা নাই। জরাসন্ধ, শিশুপাল, মহারথ রুক্মবান ও শাল্ব এই চারিজন নরপতি স্বয়ম্বরসভায় অবস্থান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! চিত্রাঙ্গদ সমীপে এই সমুদায় ইন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কৃষ্ণের নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। তদনন্তয় তাঁহারা ধীমান্ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহীপতি ভীষ্মককে অগ্রে করিয়া যাত্রা করিলেন। মহাবাহু ভীষ্মক স্বীয় বলে পরিবৃত হইয়া উৎকণ্ঠিতচিতে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন কৈশিক ভবনে কৃষ্ণের অভিষেকার্থ দেবসভা ধ্বজা পতাকায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সভা দিব্যরত্নপ্রভায় উদ্ভাসিত, পরম সুন্দর মাল্যদামে সুশোভিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যে সর্ব্বস্থান আমোদিত করিয়াছে। চতুর্দ্দিক বিমান যানে পরিবৃত

রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মুনিগণ আকাশে থাকিয়া চতুর্দ্দিকে গান করিতেছেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছেন। দেবদুন্দুভি সকল আপনা হইতেই বাজিতেছে। দেবগণ অম্বরতল হইতে পঞ্চাঙ্গ গন্ধচূর্ণ চতুর্দ্দিকে বিকিরণ করিতেছেন। অষ্ট দিক্‌পাল উপাবন হস্তে স্ব স্ব অধিকৃত দিগ্বিভাগে থাকিয়া কখন স্তোত্রপাঠ, কখন বা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। নরপতিগণ দূর হইতে তুমুল কোলাহল শুনিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে সকলেই সভা প্রবেশ করিলেন। মহাতেজা কৈশিক নরপতিগণকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া পশ্চাৎ সভামধ্যে লইয়া গেলেন। নরপতিগণ আগমন করিয়াছেন এই সংবাদ কৃষ্ণের নিকট প্রদান করিলে শ্রীমান্ হরি সর্ব্বমঙ্গলে চর্চ্চিত হইয়া বহির্গত হইলেন। তদনন্তর সেই আকাশস্থিত সহকার সমন্বিত চেলকণ্ঠ দিব্যকলস সলিলবর্ষী জলদের ন্যায় কৃষ্ণের মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ কৈশিকও কাঞ্চন, রত্ন দিব্যমালা ও গন্ধচূর্ণ বিমিশ্রিত জলে কৃষ্ণকে যথাবিধি রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে সমস্ত নরেন্দ্রগণ সমক্ষে বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত হইয়া দিব্য আভরণ, দিব্য বস্ত্র, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধানুলেপনে সৎকৃত হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দন রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক স্বীয় আসনে আসীন হইলেন। যাদব ও বিদর্ভবাসী নৃপতিগণ তাঁহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কামরূপী বলবান্ বৈনতেয় মানুষাকৃতি ধারণ করিয়া কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রথ, কৈশিক ও সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ এবং বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণ দেবগণের আদেশ অনুসারে বামপার্শ্বে আসীন হইলেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণ ভাস্কর প্রতীম দিব্যাস্তরণ সমাস্তীর্ণ সিংহাসনে সুখে উপবিষ্ট হইলে দেবগণপরিবৃত, শচীপতির ন্যায় ভূপতিগণ তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে সচিব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী বাগ্মিবর কৈশিক কৃষ্ণকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! এই সমস্ত মহীপালগণ অজ্ঞানবশতঃ সামান্য মানুষ বিবেচনা করিয়া অপরাধী হইয়াছেন, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন কৈশিক। এক দিনের নিমিত্তও কাহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই। বিশেষ ক্ষধর্ম্মাশ্রিত নরেন্দ্রগণের যুদ্ধই একান্ত কর্ত্তব্য ও পরমধর্ম্ম, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়াতে বরং অধর্ম্মই আছে। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি আমার কোপ করিবার কি কারণ হইতে পারে? যাহা অতীত হইয়াছে তাহার আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, যাহারা মরিয়াছেন তাহারা স্বর্গবাস আশ্রয় করিয়াছেন। মর্ত্ত লোকের ধর্ম্মই এই জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। সেই জন্য মৃত ব্যক্তির প্রতি শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক এক্ষণে আপনারাও আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমার বিপক্ষভাব পরিত্যাগ করুন।

১০৮তম অধ্যায়

এই সময়ে মহামতি নীতিকোবিদ বাগ্মিবর ভীষ্মক যথোচিত অনুনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! বালচাপল্য বশতঃ আমার পুত্র তাহার ভগিনী রুক্মিণীকে রাজগণের স্বয়ম্বর বিধানে সম্প্রদান করিতে অভিলাষুক হইয়াছে। কিন্তু উহা আমার অনুমোদিত নহে। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে একটা সৎপাত্র দেখিয়া কন্যাকে সম্প্রদান করি। কিন্তু নিতান্ত বালকত্ব প্রযুক্তই আমার পুত্র তাহাতে সম্মত নহেন। অতএব হে দেবেশ! আমার পুত্রের এই দুর্নীতি নিবন্ধন অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্! আপনার পুত্র বালকত্ব নিবন্ধন এই সমুদায় নৃপতিমণ্ডলকে বিচলিত করিয়াছেন কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থ হইলে কি দুর্ব্বিনয়ই প্রকাশ পাইত। সমাগত নৃপতিগণ সকলেই চন্দ্র সূর্য্য সম তেজস্বী তপোবললব্ধ সৌভাগ্য এবং এই জগতে প্রখ্যাত রাজর্ষিকুল সম্ভূত। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু, লোকধর্ম্ম প্রস্তাবে বলিয়াছেন এবং আমিও বিদিত আছি যে, যদি কেহ মোহ বশতঃ ! একজন নৃপতির সমক্ষেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে তাহা হইলে রাজধর্ম্মানুসারে তাহাকে দণ্ডবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। হে রাজেন্দ্র! তবে কিরূপে আপনার পুত্র এই অসংখ্য রাজগণের সমক্ষে সভামধ্যে অনায়াসে মিথ্যা কথা বলিতে সমর্থ হইলেন? আপনার পুত্র এই অনুপম রঙ্গস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন কিন্তু আপনি উহার কিছুমাত্র জানেন না, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। দেখুন আপনি অনল, ইন্দু ও অর্কসম তেজঃপুঞ্জ সমাগত রাজমণ্ডলকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক অতিথিসৎকার করিয়াছেন, আর রথ, অশ্ব, গজ ও মনুষ্য সমাগমে এই রাজধানীতে মহা সমারোহ উপস্থিত হইয়াছে। এ সমুদায়ই আপনার পুত্রের চেষ্টিত হইতে পারে তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই, কিন্তু আপনি এ সমস্ত জানিতে পারিলেন না তাহা আমি কিরূপে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি? ফলতঃ এস্থলে আমার আগমন আপনার হিতকর নহে, এই জন্য অপাত্রবোধে আপনি আমায় অতিথিসৎকারও করেন নাই। হে নরাধিপ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সৎপাত্রে কন্যা প্রদান করুন। আমি আসিয়াছি বলিয়া আপনার কন্যাদানের কি বাধা উপস্থিত হইতেছে? মনু প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন যাহারা কন্যাদানে বিঘ্ন উপস্থিত করে তাহাদিগকে পরিণামে ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতে হয়। সেই জন্যই আমি আপনার রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই। বরং আপনি আমাকে অতিথি বলিয়া গ্রহণ করিলেন না জানিয়া লজ্জা বশতঃ সৈন্যগণের বিশ্রামার্থ এই বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে অতিথিপ্রিয় কৈশিক আমাদিগকে যথেষ্ট সমাদরে অতিথি সৎকার করিয়াছেন। আমরাও এখানে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্ ! কৃষ্ণের এই বজ্রপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি ভীষ্মক মৃদু মধুর বাক্যরূপ সলিলসেকে তাঁহার প্রজ্বলিত কোপানল শান্তি করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে দেবলোকেশ! প্রসন্ন হউন, হে মর্ত্য লোক প্রভো! আমায় রক্ষা করুন। আমি অজ্ঞানতিমিরে নিতান্ত আচ্ছন্ন, আমায় জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন। এই মনুষ্যলোকে চর্ম্মচক্ষুবশতঃ আপনাকে আমি সম্যকরূপে অবগত নহি। অবিবেকী লোক

প্রসিদ্ধ কার্য্যও সিদ্ধ করিতে পারে না। হে দেবাদিদেব! এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হউক। তাহা হইলেই আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যও সম্পন্ন হইবে। আর কার্য্য অসম্পন্ন হইতেছে দেখিলে মহাত্মারা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় উহা সম্পন্ন ও ফলদ করিয়া তুলেন। এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আর আমার জয়ের বিষয় কি? অতএব আমি যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি উহা আপনি শ্রবণ করুন। হে দেবেশ! আমি স্বয়ম্বর বিধানে পার্থিবগণ সমীপে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমায় ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! অধিক কথার প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে কন্যাদান করুন বা নাই করুন, কে এ বিষয়ে আপনার নিয়ন্তা হইবে? আমায় কন্যাদান করিবেন না অথবা আমাকেই দান করুন ইহার আমি কিছুই বলিতে চাহি না। আপনার কন্যা রুক্মিণীর দেবমূর্ত্তিত্বই আমার সম্বন্ধের কারণ।

পূর্ব্বে হেমকূট পর্ব্বতে যখন দেবগণ সমবেত হইয়া অংশাবতারের কল্পনা হয় তৎকালে তাঁহারা প্রথমেই লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিয়া ছিলেন, লক্ষ্মী! তুমি পতির সহিত অগ্রে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হও। তথায় কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক পত্নীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেশবের জন্য প্রতীক্ষা কর। সেই জন্যই আমি আপনাকে অকপটভাবে কহিলাম এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ হয় তাহাই অবধারণ করুন। আপনার রুক্মিণী নাম্নী কন্যা প্রাকৃত মানুষী নহেন, ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ব্রহ্মার বাক্যানুসারে কোন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার ভবনে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। অতএব তিনি নরপতিদিগের স্বয়ম্বর সভার যোগ্য নহেন। এই কন্যা একমাত্র পাত্রেই দান করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ধর্ম্মও রক্ষা হইবে। এই জন্যই বলিতেছি তাঁহাকে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত না করিয়া এক মাত্র সৎপাত্র দেখিয়া দান করুন। এই নিমিত্তই পতগরাজ গরুড় স্বয়ম্বর সভার বিঘ্ন করিবার জন্য দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। আমিও রাজাদিগের মহোৎসব এবং পদ্মাসন রহিত সেই পদ্মালয়া আপনার কন্যাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি। আর আপনি যে ক্ষমার কথা বলিতেছেন উহা আমার পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। নতুবা সৌম্য মূর্ত্তিতে আমি আপনার রাজ্য প্রবেশ করিব কেন? অপরাধীর গুণকীর্ত্তন ও দোষমার্জ্জন করাই ক্ষমা। আমি মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, উৎসাহসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী। অতএব মাদৃশ লোকের হৃদয়ে কলুষতা কখন বাস করিতে পারে না। আমি যখন সেনা সমভিব্যহারে এখানে আগমন করিয়াছি তখন ক্ষমাই করা হইয়াছে। আমি কখন সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে গমন করিব না। ক্ষমা বুদ্ধি না থাকিলেই আমি গরুড়বাহনে অরিসেনামধ্যে গমন করিয়া থাকি। আর সে সময় আমার হস্তে অর্কসঙ্কাশ আয়ুধ সমুদায় বিদ্যমান থাকে। হে রাজন্! আপনি বয়সে আমাদের পিতৃতুল্য মাননীয়। আপনি পুত্র নির্ব্বিশেষে আপনার রাজ্য সম্যক প্রতিপালন করুন। হে রাজেন্দ্র! কলুষতা কাপুরুষেই বাস করিয়া থাকে। শূর সরলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিতে কি কখন কলুষতা বাস করিতে পারে? আপনারা আমাকে সদ্বৃত্ত ও পিতৃবৎসল বলিয়া জানুন। এই বিদর্ভপতি ক্রথ ও কৈশিক ইহাঁরা উভয়েই আমাদিগকে অতিথিসৎকার দ্বারা বিশেষ সম্মানিত করিয়া স্বীয় রাজ্যও প্রদান করিয়াছেন। সেই দান ফলে ইহাঁর উর্দ্ধতন দশ পুরুষ স্বর্গস আশ্রয় করিয়াছেন। অতঃপর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যে

অধস্তন দশ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে তাহারাও এই পুণ্যফলে পরম সুখে বহুকাল নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিয়া অবশেষে অভিলষিত মোক্ষপথের পথিক হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিবে। আর যে সমুদায় মহাভাগ নরপালগণ আমার অভিষেকের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন তাহারাও কালক্রমে ত্রিদিবরাজ্যে গমন করিবেন। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি বৈনতেয় সহায় হইয়া ভোজরাজ পালিত নগরীতে প্রস্থান করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজ! যদুপুঙ্গব দেবদেব কৃষ্ণ রাজা ভীষ্মককে এই কথা বলিয়া ক্রথ কৈশিক ও অন্যান্য নরপতিগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক সভা হইতে নির্গত হইয়া রথসমীপে গমন করিলেন। তদনন্তর রাজর্ষি ভীষ্মক ও অন্যান্য মহীপতিগণ কেশবকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিষণ্নবদন হইলেন। এই সময়ে রাজা ভীষ্মক আদিদেব সায়ম্ভুবমূর্ত্তি সুরাসুরনমস্কৃত সহস্রপাৎ সহস্রাক্ষ সহস্রবাহু সহস্রশীর্ষ সমুজ্জ্বল সস্রমুকুটধারী দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনধারী দিব্য গন্ধানুলেপনে চর্চ্চিতাঙ্গ দিব্য ভূষণে অলঙ্কৃত বহুবিধ দিব্যাস্ত্রধারী চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল রক্তকমলবৎ আরক্তলোচন রাজেন্দ্রদেব কৃষ্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কায়মনোবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে দেবদেব! আপনি আদ্যন্তরহিত, আদিদেব, শাশ্বত নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ম্ভূ, আপনি বিশাত্মা, আপনি স্থাণু ও আপনি বিধাতা। আপনি পদ্মনাভ জটাধারী দণ্ডী ও পিঙ্গল মূর্ত্তি। আপনি হংসকান্তি ও হংসরূপী এবং আপনিই সুদর্শন চক্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি বৈকুণ্ঠ, অজ, আপনি পরমাত্মা, আপনি সৎস্বভাবযুক্ত আপনি পুরাণপুরুষ, আপনি পুরুষোত্তম, মুক্ত ও নির্গুণ, আপনাকে নমস্কার। হে সুরোত্তম! আমি আপনার নিতান্ত ভক্ত অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে লোকনাথ! হে নাথ! তুমি বিষ্ণু, তুমি আমার আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত সম্যক, অবগত আছ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! রাজা ভীষ্মক সর্ব্বজন সমক্ষে মহার্হ মণি, মুক্তা, হীরক ও বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত দেবদেব কৃষ্ণকে স্তব করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণরাশি প্রদান করিলেন। তদনন্তর মহাবল বিনতানন্দন গরুড়কে নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, হে খগেন্দ্র! হে মনোমারুতবেগশালিন। তোমাকে নমস্কার। তুমি কামরূপী ত্রিদিববিহারী কশ্যপতনয় তোমাকে নমস্কার।

মহারাজ ভীষ্মক এইরূপে সংক্ষেপে কৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে বিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণাদি দ্বারা সৎকারপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণও প্রস্থানোদ্যত সেই কৃষ্ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কেশবও সমস্ত মহীপালদিগের নিকট সৎকৃত হইয়া ও তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক দশদিক উজ্জ্বল করিয়া মধুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৌম্যমূর্ত্তি বিহুগরাজ গরুড় তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। গমনকালে চতুর্দ্দিকে অত্যুৎকৃষ্ট রথসমূহে পরিবেষ্টিত হওয়াতে এবং ভেরী ও পটহনিনাদ, শঙ্খধ্বনি, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, বীরগণের সিংনাদ ও রথের ঘর্ষধ্বনিতে প্রলয়কালীন মহামেঘের ন্যায় দিক সমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর্য্য কৃষ্ণ প্রস্থান করিলে দেবগণ সভাভঙ্গ করিয়া সেই দিব্য আসন গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। এদিকে কৃষ্ণ ক্রোশমাত্র গমন করিয়া রাজন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন। তখন তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় স্বয়ম্বরসভায় গমন করিলেন।

১০৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্ বসুদেবতনয় কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে সুরেন্দ্রকল্প দিব্যভূষণে ভূষিতাঙ্গ অন্যান্য ভূপালগণ গৃহ গমনে সমুৎসুক হইয়া বিদায় গ্রহণার্থ সভায় আসিয়া স্ব স্ব আসনে আসীন হইলেন। তখন নীতিশাস্ত্রবিশারদ নরনাথ ভীষ্মক শুভাসনোপবিষ্ট উজ্জ্বল বেশধারী সেই সমস্ত ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নরাধিপগণ! আপনারা স্বয়ম্বরের ফলাফল সকলেই সম্যক অবগত হইতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আমার দুর্নীতি নিবন্ধন আপনাদিগকে যে বৃথা, কষ্ট দিয়াছি, উহা আমাকে বৃদ্ধ মনে করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া মহারাজ ভীষ্মক সেই সমস্ত নৃপতিবর্গকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন ও সম্ভাষণপূর্ব্বক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও মধ্যদেশীয় নৃপতিগণকে বিদায় দিলেন। তাঁহারাও সকলে হৃষ্টান্তঃকরণে যথোপযুক্ত রাজার সৎকারপূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। কেবল মহারাজ জরাসন্ধ, শিশুপাল, বীর্য্যশালী দন্তবক্র, সৌভপতি শাল্ব, রাজা মহাকূর্ম্ম, ক্রথ, কৈশিক বেনুদারি ও কাশ্মীরপতি প্রভৃতি মহৎকুল সম্ভূত দাক্ষিণাত্য নরপতিগণ ভীষ্মকের গুঢ় অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল রাজাধিপতি ভীষ্মক তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে ষড়্গুণালঙ্কৃত নীতি সমাযুক্ত মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহীপতিগণ! আপনারা সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর; আপনাদিগের নীতিগর্ভ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আমি ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমি গুরুতর অপরাধ করিলেও আপনাদিগের অসামান্য সাধুতাগুণে উহা ক্ষমা করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নীতি কুশল রাজা ভীষ্মক এই সকল কথা বলিয়া স্বীয় পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় সেই সভা মধ্যে কহিতে লাগিলেন। আমি পুত্রের কার্য্য দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত আকুল হইয়াছি। আমি বিবেচনা করি এই সমস্ত লোকই বালক। কেবল একমাত্র সেই কৃষ্ণই পুরুষোত্তম। তিনিই কীর্ত্তিমান্ ও কীর্ত্তিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ। তিনিই স্বীয় বাহুবলে এই পৃথিবীতে বিপুল যশ স্থাপন করিয়াছেন। সেই স্ত্রীর ভাগ্যবতী দেবকীই ধন্য, যিনি ত্রিলোকপূজ্য কেশবকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং সতত স্নেহাশ্রুপূর্ণনয়নে সেই পদ্মপলাশলোচন অমরার্চ্চিত তনয়ের শোভাধার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন।

ভীষ্মক এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহীপতি শাল্ব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সেই রাজসভা মধ্যেই মধুর বাক্যে কহিলেম, রাজন! পুত্রের নিমিত্ত খেদ করিবেন না। রণে জয় ও পরাজয় ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম। মর্ত্ত লোকে ক্ষত্রিয়দিগের এই পথই শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ধর্ম্ম। সমরাঙ্গণে রথী ও অতিরথদিগের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্রই অদ্বিতীয়। যুদ্ধ হলে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিতে একমাত্র আপনার মহাবাহু পুত্রই সমর্থ। ইনি পুণ্য বলে অতিভীষণ ভার্গবাস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও অজেয় হইয়াছেন। ইনি সেই ভার্গবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে কোন্ মহাবীর উহা সহ্য করিতে পারেন? তবে এই যে কৃষ্ণের কথা বলিতেছেন ইনি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় নহেন। ইনি সেই আদিপুরুষ ও অবিনাশী। ইহাঁর জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। সুতরাং এই জগন্মণ্ডলে অন্যের

কথা দূরে থাকুক, সয়ং শূলপাণিও ইহাঁকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহেন। আপনার পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিবলে সর্ব্বশাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ইনি কেশবকে সর্ব্বলোকনিয়ন্তা আদিদেব বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। একমাত্র যবনাধিপতি কালযবন সময়ে ইহাকে জয় করিতে পারেন। কেননা বরপ্রসাদে সেই একমাত্র কালযবনই কৃষ্ণের অবধ্য। পূর্ব্বকালে মহামুনি গার্গ্য পুত্রকামনায় দ্বাদশ বৎসর লৌহচূর্ণ ভোজন করিয়া ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করেন। রুদ্রদেব তাঁহার সেই তপশ্চরণে প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তিনি মথুরাবাসীর অবধ্য এক পুত্র কামনা করেন। ভগবান্ রুদ্রদেবও তথাস্তু বলিয়া বর দান করেন। এইরূপে মহামুনি গার্গ বরলব্ধ পরমসুন্দর সেই কালযবন নামক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং সেই পুত্র মথুরাবাসীদিগের অবধ্য। কৃষ্ণও মধুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই একমাত্র কালযবন মথুরায় আসিয়া কৃষ্ণকে জয় করিতে পারিবেন। নতুবা আর কাহার সাধ্য নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিলাম উহা যদি আপনাদের রুচিকর হয়, তবে যবনেন্দ্রপুরে দূত প্রেরণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! সৌভপতি শাল্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসীন সমস্ত নরপতিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাই কর্তব্য বলিয়া মহাবল শাল্বরাজের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তখন মহীপতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈববাণী স্মরণ হওয়াতে বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! পূর্ব্বে নৃপতিবর্গ শত্রুভয়ে ভীত হইলে আমায় আশ্রয় করিয়া হৃতরাজ্য, ভৃত্যবল ও বাহনাদির উদ্ধার করিয়াছেন। অদ্য তাঁহারাই আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। হায়! আমি অদ্য স্বপতিদ্বেষিণী রতিকামা কামিনীর ন্যায় কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব? হায়! দৈব নির্ব্বন্ধ নিতান্তই অনির্ণেয়, উহা কদাচ মানুষের অধিগম্য। কি আশ্চর্য্য! আজ, আমাকে কৃষ্ণ ভয়ে ভীত হইয়া অন্য কোন অধিক বলকে আশ্রয় করিতে হইল! হে নরদেবগণ! তোমরা আমাকে কি নিশ্চয়ই পরাশ্রয় গ্রহণ করাইবে? আমি কখনই তাহা করিব না। অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণই হউন আর বলদেবই হউন অথবা অন্য যে কেহ হউন না কেন, আমি আজ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব। যুদ্ধেতে ইহাই আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত, ইহাই আমার পুরুষব্রত। ইহার অন্যথা করিয়া পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে আমি কদাচ সমর্থ নহি। তবে আপনারা সাধুবৃত এবং সেই যবনপতিও আপনাদের কখন কোন অনিষ্ট করেন না। অতএব আমি আপনাদের হিতের নিমিত দূত প্রেরণে সম্মত আছি। কিন্তু ঐ দূতকে আকাশমার্গে পাঠান উচিত হইতেছে, নতুবা কৃষ্ণ উহার বাধা জন্মাইতে পারেন। এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া স্থির করুন কোন্ ব্যক্তি গমন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। আমার মতে এই চন্দ্রসূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শ্রীমান্ সৌভপতি অর্কবর্ণ রথে স্বপুরে গমন করিতেছেন। ইনিই গমনকালে যাহাতে যবনপতি কৃষ্ণবিগ্রহে আমাদের সহিত মিলিত হন সেইরূপ বলিয়া যাইবেন।

হে মহারাজ! রাজা জরাসন্ধ পুনরায় সৌভপতিকে কহিলেন, রাজন্! নরপতিগণের সাহা য্যের নিমিত্ত আপনাকে যাইতে হইতেছে। যাহাতে যবনপতি কৃষ্ণকে জয় করেন এবং আমরাও যাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইতে পারি, আপনাকে সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে

হইবে। রাজা জরাসন্ধ সমস্ত ভূপতিগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাত্মা ভীষ্মককে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নৃপবর শাল্বও সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অনিলগামী রথে আকাশমার্গে গমন করিলেন। দক্ষিণাত্যবাসী অন্যান্য রাজন্যবর্গ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মহীপতি জরাসন্ধের অনুগমন করিয়া অবশেষে স্ব স্ব নগরে গমন করিলেন। ভীষ্মক ও তৎপুত্র ইহাঁরা উভয়ে স্বকৃত দুর্নীতি চিন্তা করিয়া বিষণ্ণহৃদয়ে কৃষ্ণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন। এদিকে সাধুশীলা রুক্মিণী স্বয়ম্বর নিবর্ত্তন এবং কৃষ্ণের আগমনবশতঃ নৃপগণের দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সখীগণের নিকট গমনপূর্ব্বক লজ্জাবনতমুখে কহিলেন, সখীগণ! আমি কমললোচন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহার গলে বরমাল্য প্রদান করিব না। ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।

১১০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে যবনদিগের অধিপতি মহাবল রাজা কালযবন রাজ ধর্ম্মানুসারে স্বীয় অধিকার প্রকৃতিবর্গকে প্রতিপ লন করিতেছিলেন। তাহার বুদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং রাজোচিত ষড়্‌গুণ বিষয়ে সর্ব্বদা অব্যাহত থাকিত। তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা গুণগ্রামেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বেদার্থদর্শী, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, রণদক্ষ, শূর, অদ্বিতীয় বলশালী ও সম্মন্ত্রিপরিচারক ছিলেন। তিনি একদা আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও সচিবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রমণীয় সভা মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে মলযাপন করিতেছিলেন এই সময়ে সহসা সুখস্পর্শ আনন্দোদ্দীপক সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। সভাস্থ লোকেরা ‘একি’ বলিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিল। সকলে উৎফুল্লনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রাজাও একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ভাস্করপ্রতিম স্বর্ণময় চক্র বিভূষিত দিব্যরত্নপ্রভাসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট ধ্বজা পতাকাযুক্ত মন ও মারুত সদৃশ বেগগামী তুরঙ্গচালিত শক্রবিত্রাসন, মিত্রানন্দবর্দ্ধন এক দিব্য রথ দক্ষিণ দিক্ হইতে আকাশমার্গে আগমন করিতেছে। উহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা চন্দ্র, সূর্য্য ও স্বর্ণের শোভা অপহরণ করিয়া ঐ রথ নির্ম্মাণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম মণ্ডিত করিয়াছেন। রথোপরি অতি তেজসী শ্রীমান্ সৌভপতি শান্ত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ সময়ে যবনপতির এক জন মন্ত্রী অধিকৃত লোকদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যবনপতি সয়ং সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্ঘ্যহস্তে প্রত্যুদগমনার্থ অগ্রসর হইয়া রথাবতরণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাতেজা শাল্বও যবনপতিকে সমাগত দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তদনন্তর একাকী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মিত্রদর্শন লালসায় বিশ্রব্ধভাবে সভা প্রবেশ করিলেন। এবং যবনপতিকে অর্ঘ্যদানে উদ্যত দেখিয়া মহারাজ মধুরবাক্যে কহিলেন, হে মহামতে! আমি আপনার অর্ঘ্যের পাত্র নহি। কারণ মহারাজ জরাসন্ধ সমস্ত রাজন্যগণ সমক্ষে আমাকে দৌত্যকার্য্যে বরণ করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি সমস্ত নৃপতিগণের দূত হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং হে মহারাজ! আমি রাজোচিত অর্ঘ্যপ্রাপ্তির যোগ্য নহি।

কালযবন কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি মহারাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সমস্ত নরপালগণের দৌত্যকার্য্যে অভিষিক্ত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহা আমি জানিতে পারিতেছি। রাজন্! সেই জন্যই আমি পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদানরূপ সৎকার দ্বারা যথাবিধি আপনার অর্চ্চনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কেননা আপনাকে পূজা করিলেই সমস্ত রাজমণ্ডলীর পূজা এবং আপনাকে সম্মান করিলেই সকলের সম্মান করা হইবে। অতএব হে নরেশ্বর! এক্ষণে আসুন, আপনি আমার সহিত দিব্য একাসনে উপবেশন করুন।

মহারাজ! তদনন্তর উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া একত্র একাসনে উপবিষ্ট হইলে মহামতি কালযবন কহিলেন, রাজন্! দেবগণ যেমন শচীপতি

ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করেন, আমরাও সেইরূপ সেই মগধপতির বাহুবল আশ্রয় করিয়া নিরুদ্বেগে পরম সুখে বাস করিতেছি। তাঁহার আবার কি দুষ্কর কার্য্য উপস্থিত হইল যে, আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন? এক্ষণে তিনি আমার প্রতি কি আজ্ঞা করিয়াছেন সত্বর করিয়া বলুন। যতই দুষ্কর হউক না কেন আমি উহা সম্পন্ন করিব।

শাল্বরাজ কহিলেন, হে যবনাধিপ! রাজেন্দ্র মগধপতি যাহা কহিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন, নিতান্ত দুর্জ্জয় কৃষ্ণ জগতের কণ্টকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাহার দুর্ব্বৃত্ততা জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই। তদনন্তর বহুতর নৃপতিবর্গ, সমগ্র বল ও বাহন এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার অধিষ্ঠিত গিরিবর গোমন্তকে অবরোধ করি। পরে চেদিরাজের যুক্তিগর্ভ বাক্যানুসারে উহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রদত্ত হয়। ঐ অগ্নি যখন শত সহস্র শিখায় প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ কষিয়া প্রজলিত হইয়া উঠিল, তখন হেমতালধারী বলরাম ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল। সেই ভীষণ সৈন্যসাগরে পতিত হইয়া বিচরণশীল নাগেন্দ্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে কখন লাঙ্গল বিক্ষেপ কখন লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ কখন বা মুষলপাতে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ববৃন্দ একবারে নিপাত করিতে লাগিল। পরে মাতঙ্গপ্রহারে মাতঙ্গ, রথপ্রহারে রথী, অশ্বপ্রহারে অশ্বারোহী, পদাঘাতে পদাতিগণকে ধ্বংস করিয়া অসমতেজ রাম শত শত নৃপতি-সূর্য্য-সঙ্কুল-সমরে দিনশেষে দিনকরের ন্যায় বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর কেশরী যেমন ক্ষুদ্র মৃগশাবকের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর্য্য কৃষ্ণ অর্কসমপ্রভ চক্র গ্রহণপূর্ব্বক পাদবেগে গিরিকে কম্পিত করিয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে পতিত হইল। পতন কালে কৃষ্ণের পাদবেগে শৈলরাজ নৃত্য করিতে করিতে তোয়ধারা বর্ষণে সমস্ত প্রদীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাপিত করিয়া ঘূর্ণমান কলেবরে যেন রসাতলে প্রবেশ করিল। রাজন্! এইরূপে সেই জনার্দ্দন দীপ্যমান শিখর হইতে লক্ষ্য প্রদানে পতিত হইয়া প্রথমতঃ চক্রাস্ত্র দ্বারা সমস্ত সেনা বিদলিত করে, পরে চক্র পরিত্যাগ করিয়া গদা ও মুষল গ্রহণপূর্ব্বক তদ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তি বৃন্দকে একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে সূর্য্যপ্রতিম মহীপতিগণ যাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছিলেন, চক্র লাঙ্গল বহ্নি উভয়ের রোষপবনে সন্ধুক্ষিত হইয়া সেই সমস্ত সেনা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। এইরূপে কৃষ্ণের অস্ত্রপ্রভাবে ক্ষণকালের মধ্যে অশ্ব, মাতঙ্গ, রথ, রথী ও পদাতি সেনা একেবারে সমরস্থলে বিরল প্রচার হইয়া উঠিল। তখন আমি কৃষ্ণের চক্রানল নির্দ্দগ্ধ সেনাগণকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ং রথবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণাগ্রজ রামও গদা ও হলাস্ত্র সহায় করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ঐ মহাবীর আমার দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করিয়া মত্ত কেশরীর ন্যায় হল ও সৌনন্দ মুষল পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ বজ্রপাত সদৃশ আমার উপর এক গদাঘাত করিয়া দ্বিতীয়বার প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় যেমন শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন আমার প্রতিও সেইরূপ তীব্রদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন দগ্ধ করিতে

লাগিল। রণ ভূমিতে তাদৃশ রূপধারী বলদেবকে দেখিয়া এই মনুষ্যলোকে কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা রাখিয়া স্থির থাকিতে পারে? যখন সে কালদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জলদ গম্ভীরস্বরে অলক্ষিতভাবে কহিলেন, হলায়ুধ! ক্ষান্ত হও এ জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে। অতএব আর প্রহার করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি উহার বিনাশের নিমিত্ত অন্য উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমি ঐ বাক্য শ্রবণে চিন্তাবিষ্ট হইয়া নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমি নৃপতিগণের হিত কামনায় যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

শুনিয়াছি মহামুনি গার্গ্য আয়সচূর্ণ ভক্ষণ করিয়া দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুরাসুর বন্দিত ভগবান মহাদেবের আরাধনায় অভিলষিত সম্পদস্বরূপ আপনাকে লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা গার্গ্যমুনি রতপঃপ্রভাবে এবং সকলেন্দুশেখর ভগবান ভূতভাবন মহাদেবের বর প্রসাদে আপনি মথুরাবাসীদিগের অবধ্য হইয়াছেন। সূর্য্যরশিপ্রভাবে হিমরাশি যেমন লয় প্রাপ্ত হয়, আপনার প্রভাবেও কৃষ্ণ সেইরূপ বিলীন হইয়া পড়িবে। অতএব আপনি মহারাজ জরাসন্ধের বাক্য প্রতিপালনে যত্নবান হউন। কেশবের বিজয়ার্থ গমন করুন। আপনার সেনা দ্বারা মথুরা রাজ্য বিমর্দ্দিত ও কেশবকে নিহত করিয়া জগতে কীর্ত্তি প্রথিত করুন। বাসুদেব মথুরাবাসী, বলদেবও তাহার অগ্রজ। আপনি মথুরায় গমন করিয়া ঐ উভয়কেই অবশ্য জয় করিতে পারিবেন।

শাল্ব কহিলেন, রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ জরাসন্ধ আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, নৃপগণের হিতকর তৎসমুদায় আপনাকে কহিলাম। এক্ষণে আপনি সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

১১১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! যবনাধিপতি কালযবন শাল্বরাজের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতমনে কহিলেন, রাজন্! আমি অদ্য সমস্ত নরপতিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণসমরে নিযুক্ত হইয়াছি শুনিয়া ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার জীবন সার্থক হইল। যিনি ত্রিলোকের অজেয়, যাহাকে সুরগণ কি অসুরগণ কেহই পরাস্ত করিতে পারেন না, তাঁহাকেই জয় করিবার নিমিত্ত যখন সমস্ত নরপালগণ হৃষ্টান্তঃকরণে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন আমার জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব তাঁহারা আমার প্রতি যাহা আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই করিব। ইহাতে আমার পরাজয় হইলেও আমি উহাকে জয় বলিয়া মনে করি। অদ্য তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও কপরণ এ সমস্তই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি কেশবকে জয় করিবার জন্য এই মুহূর্ত্তেই মধুরায় যাত্রা করিব।

মহারাজ! যবনরাজ কালবন সৌভপতি শাল্ববকে এই কথা বলিয়া মহার্হ মণি ও ভূষণাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার সৎকারপূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত ব্রাহ্মণবর্গ ও পুরোহিতদিগকে বহুসংখ্যক ধনদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অগ্নিতে যথা বিধি আহুতিপ্রদান এবং অন্যান্য বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণকে জয় করিবার

নিমিত্ত মধুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে ভরতসত্তম! মহীপতি শাল্বও তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হৃদয়ে কৃতার্থের ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বনগরে গমন করিলেন।

১১২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মন! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ভগবান কৃষ্ণ বিদর্ভ নগর হইতে মধুরায় যাত্রাকালীন গরুড়কে সঙ্গে লইলেন কেন? এবং গরুই বা তৎকালে কি কার্য্য করিলেন। আর কি জন্যই বা মহাত্মা কৃষ্ণ তাহার উপর আরোহণ করিলেন না? হে ব্রহ্ম! হে মহামুনে! তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আমার ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাদ্যুতি বিনতা বিদর্ভ নগর হইতে বহির্গত হইয়া যে অমানুষিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছি প্রবণ কর। প্রভু কৃষ্ণ মথুরা নগরীতে গমনকালীন পথিমধ্যে যখন ভূপালগণকে কহিলেন, 'তবে আমি ভোজরাজ পালিত মধুরাতে গমন করি।' এই সময়ে মহামতি গরুড় মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমিও এখন গমন করি, এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণের বচনাবসানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব! আমি এখন রৈবতক পর্ব্বতোপরি অতি রমণীয় কুশলী নামে যে নগরী আছে তথায় গমন করি। ঐ রৈবতক অতি বিস্তীর্ণ নন্দন প্রতিম পরম মনোহর পর্ব্বত। ঐ পরম সুন্দর কুশলীও সমুদ্র তীরস্থিত শৈলপ্রান্তে অবস্থিত। ইহা রাক্ষস, গজেন্দ্র, ভুজগ, ঋক্ষ, বানর, বরাহ, মহিষ ও ভূরি ভূরি মৃগযূথে আকীর্ণ এবং বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়াতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ স্থান পুষ্প রেণুতেও পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিক পর্য্যবলোকন করিয়া যদি উহা আপনার বাসোপযোগী হয় তবে উহার কণ্টক উদ্ধারপূর্ব্বক পুনরায় আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি।

রাজন্ পতগরাজ দেবপতি কৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ যাদবগণের সহিত মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন, নাগরিকগণ ও নর্ত্তকীগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রত্যুদগমন ও অভ্যর্থনা করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রাহ্মন্! বহুতর নৃপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই কথা শুনিয়া মহীপতি উগ্রসেন কি করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ইন্দ্রপ্রেরিত চিত্রাঙ্গদ দূতরূপে উপস্থিত হইলে সমস্ত নরপতিগণ সমবেত হইয়া কৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলে, নিধিপতি শঙ্খ দেবগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে যাদবপক্ষীয় নর পতিগণের মধ্যে মণ্ডলেশ্বরদিগকে শত সহস্র, চক্রবর্ত্তীদিগকে অর্ব্বুদ ও অন্যান্য লোকদিগকে দশ মুদ্রা করিয়া প্রদান করিলেন, অধিক কি তথায় যে সমুদায় লোক সমাগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহই রিক্ত হস্তে প্রতিগমন করেন নাই। দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ উগ্রসেন দেবোদ্দেশে মহা সমারোহে পূজা প্রদান করিলেন এবং বসুদেবের গৃহদ্বার হইতে বহিস্তোরণ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ধ্বজা পতাকায় অলঙ্কৃত করিলেন। চতুর্দ্দিকে নর্ত্তকগণের নৃত্য বাদ্য আরম্ভ হইল। নগরের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার ধ্বজা পতাকা উড্ডীন হইল। নগরদ্বার, পুরদ্বার, ও রাজভবন সুধাধবলিত হইল। চতুর্দ্দিকে বনমালা প্রদত্ত ও পূর্ণকুম্ভ

স্থাপিত হইল। রাজমার্গ সমুদায় চন্দন সলিলে অভিষিক্ত, ভূতল বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত হইল। রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে ধূপ, চন্দন, অগুরু, গুগগুল ও সর্জ্জরস (ধুনা) দগ্ধ হইতে লাগিল। বর্ষীয়সী পুরনারীগণ মঙ্গলসূচক স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোষিদ্বর্গ অর্ঘ্যহস্তে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ উগ্রসেন এইরূপে নগরকে আনন্দময় করিয়া বসুদেব গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয়সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া রথোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এই শব্দ শ্রবণে মথুরাবাসী কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই এবং স্তুতিপাঠক সূত ও মাগধগণ বলরামকে অগ্রে করিয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে নির্গত হইল। মহীপতি উগ্রসেনও দূর হইতে ধীমান্ কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র পাদ্য অর্ঘ্য হস্তে করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন কৃষ্ণ দিব্যরত্ব বিভূষিত রমণীয় রথে আসীন রহিয়াছেন। অঙ্গে অত্যুজ্জ্বল রত্বপ্রভা সমন্বিত আভরণ, বলে দিব্যমালা শোভ পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে ছত্র, চামর ও ব্যজন দ্বারা শোভমান হইয়া রহিয়াছেন। রথধ্বজ গরুড় সমন্বিত হইয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ উগ্রসেন এই রাজলক্ষণসম্পন্ন আসন্নতর অত্যুজ্জ্বল ভাস্করের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য কেশবকে অবলোকন করিয়া হর্ষগদগদস্বরে পাশ্ববর্ত্তী বলনিসূদন বলদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! ভগবান্ বিষ্ণু ছদ্মবেশে মথুরাতে আগমন করিতেছেন, কৃষ্ণকে দেখিয়া সহসা আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত হওয়াতে রথে গমন করা আর উচিত হইতেছে না মনে করিয়া আমি রথ হইতে অবতরণ করিয়াছি। তুমি রথারোহণে গমন কর, আমি পাদচারে গমন করি। আর আমি শুনিয়াছি কৃষ্ণ নৃপমণ্ডলীমধ্যে স্বকীয় দেবভাবও প্রকটিত করিয়াছেন। সেই জন্যই আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে স্তব করি।

রাজার এই বাক্য শ্রবণে মহাতেজা বলরাম কহিলেন, রাজন্! ইনি এখন পথিমধ্যে আগমন করিতেছেন, এ সময়ে আপনার স্তব করা বিধেয় হইতেছে না। আপনার স্তোত্র ব্যতিরেকেও ইনি আপনার উপর সর্ব্বদা সন্তুষ্ট আছেন, অতএব সন্তুষ্ট ব্যক্তির স্তোত্রপাঠে আপনার কি প্রয়োজন? আপনার সন্দর্শন প্রদানেই উহাঁর স্তব করা হইবে। হে রাজন্! উনি রাজেন্দ্রপদ প্রাপ্তিমাত্রেই আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ইনি যখন অমানুষিক দিব্য স্তোত্রে নিয়ত সংস্তুত হইতেছেন, তখন আর তাঁহাকে কি স্তব করিবেন ? এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। কেশবও নরপতি উগ্রসেনকে অর্ঘ্যহস্ত দেখিয়া রশ্মি সংযমন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বাগ্মিবর কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি যে আপনাকে মথুরারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, উহা ঐরূপেই থাকুক। হে মথুরাধিপতে! উহার অন্যথা করা আমার কদাচ কর্তব্য নহে। অর্ঘ্য, আচমনীয় ও পাদ্য এ সমস্ত আমাকে প্রদান করাও আপনার উচিত হইতেছে না। আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই এরূপ বলিতেছি। আপনিই মধুরার অধিপতি উহা আপনি অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি আপনাকে রাজ্য ধন প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তির অংশ প্রদান করিব। আমি অভিষেককালে অন্যান্য নরপতিগণকে যেমন লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছি, সেইরূপ আপনার নিমিতও বস্ত্রাভরণ ব্যতীত তৎপরিমিত

সুবর্ণমুদ্রা রক্ষা করিয়াছি। আপনি স্বর্ণবিভূষিত শুভ্ররথে শীঘ্র আরোহণ করুন। আর এই চামর, ব্যজন, ছাত্র, ধ্বজ এবং ভাস্করপ্রভ দিব্য আভরণালঙ্কৃত মুকুট এ ধারণ করুন। পুত্র পৌত্রে পরিবৃত হইয়া মথুরা রাজ্য প্রতিপালন করুন। অরিমণ্ডল পরাভূত করিয়া ভোজবংশ পরিবর্দ্ধিত করুন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র দেবাদিদেব অনন্তরূপী ভগবান্ আর্য্যকে দিব্য আভরণ ও দিব্য বসন প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সমস্ত মথুরাবাসীদিগের নিমিত্ত দশ দশ মুদ্রা,সূ ত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণের প্রত্যেকের নিমিত্ত সহস্র মুদ্রা, বৃদ্ধা গণিকাগণের প্রত্যেকের জন্য একৈক শত, আর রাজসহচর বিদ্রু প্রভৃতির নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন।

মহারাজ! এইরূপে যদুনন্দন কৃষ্ণ ধনদান দ্বারা মধুরাধিপতি মহারাজ উগ্রসেনকে অর্চ্চনা করিয়া মহা আনন্দে মধুরায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি দিব্য আভরণ, দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র এবং দিব্য অনুলেপনে শোভমান হইয়া ত্রিদশালয়ে দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ভেরী ও পটহ নিনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষারব, বীরগণের সিংহনাদ, রথবৃন্দের ঘর্ঘরধ্বনি মিলিত হইয়া মেঘনির্ঘোষবৎ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। বন্দিগণ স্তোত্রপাঠ ও প্রজা সমুদায় প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা হরি তখন অনন্ত ধন দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু উন্নত স্বভাব ও নিরহঙ্কারবশতঃ তাহার কিছু মাত্র প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল না। প্রত্যুত প্রকৃতিবর্গ তাহাকে স্বীয় শরীর শোভায় দিনকরের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আসিতে দেখিয়া পদে পদে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল ইনিই সেই ক্ষীরোদসাগরবাসী শ্রীমান্ নারায়ণ। আমাদের সৌভাগ্যবলে সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নাগপর্য্যঙ্ক পরিহারপূর্ব্বক আমাদের মথুরা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। ইনিই পূর্ব্বকালে মহাবীর্য্য দেবদুর্জ্জয় বলিকে বন্ধ করিয়া তাহার ত্রৈলোক্য রাজ্য দেবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইনিই সেই কেশি নিহন্তা, ইনিই স্বীয় বাহুবীর্য্যপ্রভাবে সমস্ত দৈত্যগণকে নিপাত করিয়া অবশেষে মহাবীর্য্য কংশের প্রাণ সংহার করেন। রাজেন্দ্রপদ কামনা করিয়া মথুরারাজ্য সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং রাজ পদে অভিষিক্ত অথবা রাজসিংহাসনে আসীন হন নাই। উহা মহারাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছেন। পুরবাসিগণের এইরূপ পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সূত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ কহিতে লাগিল, হে গুণোদধে! আমরা সামান্য মনুষ্যমাত্র, কিরূপে আমরা আপনার প্রভাব উৎসাহ সম্ভূত গুণগ্রামের এক জিহ্বায় বর্ণন করিতে পারিব? দেববুদ্ধি সহস্রভোগী নাগেন্দ্র বাসুকিও দ্বিসহস্র রসনা দ্বারা আপনার গুণগরিমার বর্ণন করিতে সমর্থ হন কি না সন্দেহ। অধিকন্তু এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড ভূলোকে আর কখন হয় নাই হইবে না এবং চক্ষে দেখা দূরে থাকুক কোন কালে কর্ণেও শুনি নাই যে, ইন্দ্রের নিকট হইতে সিংহাসন ও অভিষেকার্থ জলপূর্ণ কলস মর্ত্যলোকে স্বয়ং আগমন করে। অতএব যিনি ত্রিদশনাথ আপনাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন সেই নারীকুল-রত্ন ভাগ্যবতী দেবী দেবকীই এই পৃথিবীতে ধন্য।

রাজন! এইরূপ নানাপ্রকার জল্পনা শ্রবণ করিতে করিতে উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন ধীমান্ উগ্রসেন রথের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া কেশবকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রদান দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার

রথে আরোহণ করিয়া মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে তদ্রূপ সুবর্ণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পিতৃভবন সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মথুরাধিপতি উগ্রসেনকে কহিলেন, প্রভো! আমার অভিষেককালে দেবরাজ ইন্দ্র যে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, উহা আমি আপাততঃ পিতৃভতনে স্থাপন করি। পরে আপনার সভায় লইয়া যাইব। ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করিবেন না। এদিকে বাসুদেব, দেবকী ও রোহিণী ইহার সকলেই আহ্লাদে মত্ত হইয়া সর্ব্বকার্য্য পরিহার করিলেন। এই সময়ে কংসমাতা অবসর বুঝিয়া কংস নানাদিগদেশ হইতে যে সমুদায় যত্নজাত আহরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। তখন কৃষ্ণ বিনয়গর্ভ মধুরবাক্যে মহীপতি উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার মথুরারাজ্যের আকাঙ্ক্ষায় অথবা ধনলোভে আপনার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করি নাই। তাঁহারা কালধর্ম্মে নিহত হইয়াছেন, আপনি এখন বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং অর্থীদিগকে ধন দান করুন আর আমার ভুজবল আশ্রয় করিয়া অরিমণ্ডলকে জয় করিতে সমুদ্যত হউন। কংসনাশজনিত সন্তাপ ও ভয় হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত করুন। আর যে সমুদায় অর্থরাশি আমাকে প্রদান করিয়াছেন উহা আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি গ্রহণ করুন।

মহারাজ! শ্রীমান্ কৃষ্ণ এইরূপে রাজা উগ্রসেনকে আশ্বাসিত করিয়া অগ্রজের সহিত পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আনন্দপরিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। এই সময়ে মধুরা আর সে মথুরানগরী রহিল না, বোধ হইতে লাগিল যেন স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অলকাপুরী তথায় উপস্থিত হইয়াছে। পুরবাসি লোক বসুদেব গৃহ অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে এ বুঝি দেবলোক, ভূলোক নহে। অনন্তর কৃষ্ণ মহিষী-সহচর রাজা উগ্রসেনকে বিদায় দিয়া পিতৃভবনে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপনপূর্ব্বক উভয়ে বিবিধ কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঘোর উৎপাত লক্ষণ আবির্ভূত হইল। আকাশমার্গে মেঘ সমুদায় সহসা ভ্রমণ করিতে লাগিল, অবনীতলে মহীধর সকল বিচলিত হইল, সমুদ্র ভিত এবং পাতালবাসী নাগগণ শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাদবগণ ভয় কম্পিত হৃদয়ে ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং ঘোরপক্ষ পবন দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, পতগরাজ গরুড়ই আগমন করিতেছে। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন দিব্যমাল্যধারী ও দিব্য অনুলেপনে অনুলিপ্ত সৌম্যমূর্ত্তি বিহগরাজ আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে। পরে কৃষ্ণ সচিবপ্রধান ভক্তিমান্ ধৈর্য্যশালী গরুড়কে পাইয়া আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্নান্তে কহিলেন, হে খুগশ্রেষ্ঠ! বিনতা হৃদয়নন্দন। হে কেশবপ্রিয়! চল আমরা ভোজরাজের অন্তঃপুরে গমন করি। তথায় গমন করিয়া যে সমুদায় মন্তব্য বিষয় আছে উহার মন্ত্রণা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর কৃষ্ণ, বলরাম ও গরুড় ইহাঁরা তিনজনে মন্ত্রণা করিবার নিমিত ভোজরাজগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কৃষ্ণ কহিলেন, দেখ ব্রহ্মার বর প্রসাদে মহীপতি জরাসন্ধ আমাদের অবধ্য হইয়াছে। বিশেষ সমস্ত নরপতিগণ তাহার

সহায় থাকাতে অসংখ্য সৈন্যও সমবেত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যক্ষয় করিতে আমরা শতবর্ষ যুদ্ধ করিলেও সমর্থ হইব না। অতএব হে বৈনতেয়! আমি তোমাকে বলিতেছি এই মথুরাপুরীতে বাস করিলে আমরা কদাচ শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

গরুড় কহিলেন, দেব! আমি আপনাকে, প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আপনার বাসার্থ কুশস্থলী সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশমার্গ হইতে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম, কুশস্থলী পুরলক্ষণোপযোগী অতি রমণীয় স্থান। উহার মধ্যে মধ্যে সাগরজল প্রবিষ্ট ও সজল স্থান সকল সন্নিবিষ্ট থাকাতে সে স্থান সতত সুস্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ উহার চতুর্দ্দিক সাগরে পরিবেষ্টিত বলিয়া দেবগণও উহার ভেদ সাধন করিতে পারেন না। উহাতে সর্ব্বপ্রকার রত্নের আকর আছে। তত্রত্য পাদপশ্রেণী অভিলাষানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ঋতুসুলভ কুসুম নিচয় যুগপৎ বিকসিত হইয়া নগরের সর্ব্বত্র পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার আশ্রমীরাই তথায় পরম সুখে বাস করিতেছে। যে সমুদায় গুণ বিদ্যমান থাকিলে নগর যথার্থ বাসোপযোগী হয়, তথায় তাহার কিছুই অসম্ভাব নাই। উহার সর্ব্বত্র লোকাকীর্ণ এবং সতত আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ। উহার চতুর্দ্দিক স্বর্ণকার বেষ্টন ও পরিখা দ্বারা পরিবৃত। তথায় অত্যুচ্চশেখর অট্টালিকা, বিচিত্র প্রাঙ্গণ, মনোহর রাজপথ, বিপুল দ্বার-তোরণ, রমণীয় গোপুর, বিচিত্র যন্ত্র ও অর্গল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থান মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে নিরন্তর সমাকীর্ণ। নানা দিগ্‌দেশজাত পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। দিব্য পুষ্প ও দিব্য ফলের অভাব নাই। বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ নগর সন্দর্শন করিলে শত্রুগণ ভয়ে ভয়াকুল হয়, মিত্রদিগের আনন্দের সীমা থাকে না। হে দেব! আপনি এই পরমসুন্দর নগরীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়া পুরদ্বারে ভুষণস্বরূপ তত্রত্য রৈবত পর্ব্বতকে নন্দনপ্রতিম সুরালয় করিয়া তুলুন। আপনি তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইলে কুমারগণ স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতে, নগরীরও শোভার সীমা থাকিবে না। পরিশেষে উহা ত্রিলোক মধ্যে দ্বারবতী নামে বিখ্যাত হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া উঠিবে। আর যদি মহোদধি স্থান প্রদান করেন, তবে বিশ্বকর্ম্মা মণি, মুক্তা, প্রবাল ও বৈদুর্য্য মণি সদৃশ মনোজ্ঞ দিব্য রত্ন এবং ত্রিলোকজাত অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া অভিলাষানুরূপ স্থান নিরূপণ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবেন। আপনি তথায় গমন করিয়া স্বর্গস্থিত দেবতুল্য অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণময় স্তম্ভ সমাকীর্ণ, বিবিধ রত্নাভরণ ভূষিত নানা প্রকার ধ্বজা পতাকা সমন্বিত, দেব কিন্নরপালিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুধাধবলিত প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করান।

মহারাজ! বিনতানন্দন কেশবকে এই সমস্ত বাক্য বলিয়া অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ বলদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া গরুড়বাক্যই হিতকর বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া মহামূল্য আভরণাদি দ্বারা যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক গরুড়কে বিদায় দিলেন। তখন তাঁহারা তথায় স্বর্গলোকে অমরদ্বয়ের ন্যায় পরম সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাযশা ভোজপতি তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বস্তভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, বৎস যাদবানন্দবৰ্দ্ধন! অদ্য আমি তোমায় কিছু বলিব বলিয়া আসিয়াছি, উহা তোমাকে শ্রবণ করিতে হইবে। হে অরিসূদন! আমরা পতিহীনা কামিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন এখানেই হউক অথবা অন্য স্থানেই হউক কোথায়ও বাস করিতে পারি না। আমরা তোমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া নরেন্দ্রগণের কথা দূরে থাকুক দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করি না। অতএব হে যদুনাথ! তুমি যথায় গমন করিবে সেই স্থানে আমাদিগকেও সহচর করিয়া লইয়া যাইবে। কৃষ্ণ রাজার এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আপনাদিগের যাহা অভিপ্রেত হয় তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

১১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণ একদা যাদব সভায় আসীন হইয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! আমাদিগের এই মথুরাপুরী যদুকুলের রাজ্য বিবর্দ্ধিনী। এখানে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রজধামে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। কিন্তু এখন আর আমাদের সে দুঃখ নাই। আমরা অরিমণ্ডল পরাজয় করিয়াছি। এ দিকে আবার সমস্ত নৃপমণ্ডলীমধ্যে বিশেষ জরাসন্ধের সহিত ঘোর বৈরভাবও উপস্থিত হইয়াছে। আর আমাদিগের সৈন্যসংখ্যাও অল্প নহে। অশ্বাদি বাহন অসংখ্য পদাতি সৈন্য, বিচিত্র রত্নরাশি ও বহুতর মিত্র বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মথুরার পরিসর নিতান্ত অল্প এবং শত্রুগণও ইহাকে অনায়াসে আক্রমণ করিতে পারে। আর ক্রমেই আমাদের সৈন্যসামন্ত ও বন্ধুবান্ধব বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ আমাদিগের যে সমুদায় পদাতি সৈন্য ও অশ্বাদির পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গ নিযুক্ত আছে। তাহাদিগের এ স্থানে বাস করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হে যদুপুঙ্গব! আমার অভিপ্রায় এই যে এখন আমাদের এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করাই বিধেয়। তদনুসারে আমি অন্যত্র পুরী নির্ম্মাণ করিব স্থির করিয়াছি, এ বিষয়ে আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে আমার এই বাক্য যদি আপনাদের অনুকূল হয় এবং এই সভাস্থলে সকলের অনুমোদিত হয় তা হইলে আমার এই বাক্য কালক্রমে আপনাদের শুভকর হইবে। তখন যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে উত্তর করিলেন, বৎস! যদুবংশীয়গণের হিতের নিমিত্ত তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহারই অনুষ্ঠান কর। তদনন্তর বৃষ্ণিগণ একত্র উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, রাজা জরাসন্ধ আমাদের অবধ্য, উহার সৈন্যগণও অসংখ্য। ঐ বিপক্ষ রাজবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কেবল আমাদেরই সৈন্য সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমরা শতবর্ষ যুদ্ধ করিলেও তাহাদের প্রভূত সৈন্য বিনাশ করিতে পারি না। অতএব আমাদের আর ইচ্ছা হইতেছে না যে । তাহাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করি।

এইরূপ মন্ত্রণার পর অন্যত্র গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এই সময়ে মহারাজ কালযবন সসৈন্যে মধুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য দিক হইতে অসংখ্য দুর্জ্জয় জরাসন্ধ বলও আসিয়া কালবনের সহিত মিলিত হইল। তৎশ্রবণে যাদবগণ কৃষ্ণ সমীপে

সমুপস্থিত হইলে কৃষ্ণ কহিলেন, আদ্য শুভদিন আছে অতএব আপনারা আজই এখান হইতে সসৈন্যে বহির্গত হউন। মহাত্মা কৃষ্ণের এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে তাঁহারা বসুদেবকে অগ্রে করিয়া পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে সমুদ্রের বিষম তরঙ্গের ন্যায় সৈন্য নির্ঘোষে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া মথুরা হইতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল। যাদবগণ স্ব স্ব ধন, জাতি ও বন্ধু বান্ধব লইয়া কেহ কেহ সুসজ্জিত মত্ত মাতঙ্গে কেহ স্বর্ণালঙ্কৃত রথে কেহ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্যগণকে সজ্জিত ও তদ্দারা পরিবেষ্টিত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমস্ত বৃষ্ণি ও সমরকুশল যাদবগণ কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পরম রমণীয় সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সেই অভিমত স্থান প্রাপ্তিতে পরমাহ্লাদিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তত্রত্য কোন কোন স্থান বিবিধ বিচিত্র লতাকুঞ্জে সমাচ্ছন্ন, কোন স্থান নারিকেল বনে, কোন স্থান বা মনোহর নাগকেশর সমূহে আকীর্ণ, কোন স্থান কেতকী সমূহে বিভূষিত, কোন স্থান বহুল পন্নগবন, তালীবন, নিবিড় দ্রাক্ষাবনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা তাদৃশ পরমসুন্দর স্থান লাভে স্বর্গগত দেবগণের ন্যায় পরমানন্দ লাভ করিলেন। তখন শত্রুন্তপ কৃষ্ণ পুরনির্ম্মাণাপযোগী বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সাগরের উপকূলে সাগরসলিলসম্পৃক্ত সুস্নিগ্ধ সাগরসমীরণ-পরিসেবিত সিকতাময় তাম্রমৃত্তিকায় সমাকীর্ণ বাহনগণের হিতকর পুরলক্ষণসম্পন্ন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাসস্বরূপ এক অত্যুৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার অনতিদূরে মন্দর গিরির ন্যায় অত্যুচ্চ শিখরশালী রৈবতকনামা এক অতি বিস্তীর্ণ পর্বত বিরাজমান আছে। এই স্থানে মহামতি দ্রোণাচার্য্য বহুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং উহা তদীয় শিষ্য একলব্যের আবাসভূমি। অসংখ্য মানবগণে সমাকীর্ণ এবং সর্ব্বরত্নের আকর। সিন্ধু রাজ ঐ স্থানে শারীফলকের ন্যায় অষ্টকোণবিশিষ্ট দ্বারবতী নামে এক বিহারভূমি নির্ম্মাণ করেন। কেশবও ঐ স্থান পুরী নির্ম্মাণার্থ মনোনীত করিলেন। তখন যাদবগণ তথায় সেনানিবেশ নির্ণয় করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলে যাদবগণ ও তদীয় সেনাপতিগণ স্কন্দাবার সমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ যদুকুলপতি ভগবান কেশব যাদবগণের সহিত তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিয়া স্থান বিশেষে গৃহ বিশেষ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপে কেশিনিসূদন কৃষ্ণ কাল যবনের আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া জরাসন্ধ ভয়ে বারবতী নগরীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া স্বর্গলোকে দেবগণের ন্যায় পরমসুখে বন্ধু বান্ধবের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

১১৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আমি আপনার নিকট সেই ধীমান, মনশী, মহাযোগী বাসুদেবনন্দন যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণের চরিত বিষয় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মধুর মধ্যদেশের ভূষণস্বরূপ অতি মনোহর স্থান। লক্ষ্মীও তথায় নিরন্তর বাস করিয়া

থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট স্থান আর নাই; উহা ধন ধানে পরিপূর্ণ। সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই তথায় বাস করিতেছিলেন। তথাপি ভগবান মধুসূদন বিনা যুদ্ধে উহা কি জন্য ত্যাগ করিলেন? হে দ্বিজসত্তম! সেই কালযবনই বা কৃষ্ণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিল? মহাবাহু কৃষ্ণ সলিলবেষ্টিত দ্বারবতীতে উপস্থিত হইয়াই বা কি করে অনুষ্ঠান করিলেন? যে অতি দুর্দ্ধর্ষ কালযবনকে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন সেই কালযবনই বা কীদৃশ বীর্য্যবান? কার ঔরসেই বা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল? এই সমস্ত বিষয় আপনি যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাতপা গার্গ্য বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের গুরু। তিনি প্রথমতঃ দারপরিগ্রহ করিলেও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া কখন তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং তিনি উর্দ্ধরেতাঃ অবস্থায় চিরদিন কালক্ষেপ করিতেন। একদা তাঁহার শ্যালক রাজসভামধ্যে তাঁহাকে পুরুষত্ব হীন বলিয়া পরিহাস করেন। শ্যালকের পরিহাস শ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া। মহামুনি গার্গ্য পুত্র কামনায় অজিতঞ্জয় নগরীতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্বাদশবৎসরকাল লৌহচুর্ণ ভক্ষণ করিয়া অচিন্তনীয় মহাদেব শূলপাণির আরাধনা করেন। তাঁহার সেই তপশ্চরণে প্রসন্ন হইয়া মহাদেব 'অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়দিগের নিগ্রহ সমর্থ মহাতেজা এক পুত্র লাভ করিবে' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন।

এ দিকে রাজা যবনপতিও অপুত্রক ছিলেন। তিনি মহামুনি গার্গ্য মহাদেবের নিকট তাদৃশ পুত্র প্রাপ্তির বরলাভ করিয়াছেন শুনিয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক ঘোষ পল্লীতে স্ত্রীগণমধ্যে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। তথায় গোপালী নামে গোপবেশধারিণী এক অপ্সরা বাস করিতেন। তিনিই ঐ মহামুনির তেজ ধারণ করেন। অনন্তর ভগবান শূলপাণির প্রসাদে মহাতেজা গার্গ্যের সেই মানুষী গোপালীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত কালবন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই বালক শৈশবাবস্থায় অপুত্রক যবনপতির যত্নে প্রতিপালিত ও তাহারই অন্তঃপুরে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর কালক্রমে সেই যবনপতি লোকান্তর গমন করিলে ঐ কালযবন তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকের অব্যবহিত পরেই তিনি যুদ্ধবাসনা করিয়া ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোন্ রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করি। এই সময়ে মহর্ষি নারদ বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের নাম নির্দ্দেশ করেন। এদিকে মহাত্মা মধুসূদনও নারদমুখে মহাদেবের বরদানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধমান কালবনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ কালযবন পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন শক, তুখার, মদ, পারদ, তঙ্গন, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি শত শত পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছগণকে আশ্রয় করিল। তখন কালযবন নানাবেশধারী বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রদীপ্ত শলভের ন্যায় দলবদ্ধ, দস্যুদলের ন্যায় ভীষণমুর্ত্তি ম্লেচ্ছগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শত সহস্র হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অন্যান্য অসংখ্য সৈন্যভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। উহাদের পদোত্থিত ধূলিতে সূর্য্যপথ অবরুদ্ধ হইল। অশ্ব ও উষ্ট্রগণের বিন্মূত্র দ্বারা নদী বহিতে লাগিল। অশ্ব ও শকৃৎ হইতে নদীর সৃষ্টি হইল বলিয়া উহা অশ্বশকৃৎ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

এইরূপে যবনসৈন্য মথুরাসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল শুনিয়া বৃষ্ণিকুলাগ্রগণ্য বাসুদেব জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সম্প্রতি আমাদের যদুকুলের ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত। আমি মহর্ষি নারদমুখে শুনিয়াছি,পিণাকধারী ভগবান্ ভূত ভাবনের বরপ্রসাদে আমাদের কুলের অবধ্য শত্রু হইয়াছে। সেই যবনপতি সামরিক উপায় সমুদায় যথাবিধানে প্রয়োগ পূর্ব্বক মদবলে মত্ত হইয়া যুদ্ধকাজ করিতেছে। জরাসন্ধও আমাদের চিরশত্রু। অন্যান্য নরপতিগণ আমাদের প্রতাপে প্রতপ্ত এবং যাহারা কংসবধে উত্যক্ত তাঁহার সকলেই জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। আর ইতঃপূর্ব্বে যে সমুদায় যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহাতে আমাদেরই জ্ঞাতিবর্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি আমরা এ নগরীতে থাকিয়া আর কোনরূপেই উন্নতিলাভ করিতে পারি না।

মহারাজ! মহামতি কৃষ্ণ এই সকল কথা বলিয়া তথা হইতে পলায়নই স্থির করিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ যবনপতিকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঘোর অঞ্জনবর্ণ এক অতি ভীষণ প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্পকে কুম্ভমধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধনপূর্ব্বক দূত রা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। দূতদ্বারা তথায় উপস্থিত হইয়া কুম্ভ উদঘাটনপূর্ব্বক যবনপতিকে সেই সর্প প্রদর্শন করিল এবং কহিল কৃষ্ণ আপনার এইরূপ শত্রু। কালযবন কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই ঘট তীক্ষ্ণদংষ্ট্র পিপীলিকারা পূর্ণ করিয়া পুনরায় মুখ বন্ধনপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। পিপীলিকাগণ সশরীরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র দ্বারা দংশন করিয়া তাহাকে একেবারে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। তদবস্থাপন্ন সর্প কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তদ্দর্শনে স্বীয় উপায় বিফল হইল দেখিয়া মধুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন। অনন্তর মহাযশা বাসুদেব এইরূপে শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় আত্মীয়গণকে সংস্থাপিত ও আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পদাতিবেশে পুনরায় মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রোষ প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। মহাবল কৃষ্ণও তাহার সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে যবনপতি তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিল না।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে মহাবল পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় কীর্ত্তিমান মান্ধাতার পুত্র রাজা মুচুকুন্দ দেবাসুর যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে, দেবগণ তাঁহাকে বর গ্রহণার্থ অনুরোধ করেন। তৎকালে তিনি সমর ক্লান্তিতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অন্য কোন বরগ্রহণে প্রবৃত্তি হইল না কেবল এইমাত্র পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, আমি এক্ষণে কেবল নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে অভিলাষ করি। অতএব আমাকে এই বর প্রদান করুন যদি কোন ব্যক্তি আমার নিদ্রাভঙ্গ করে, তবে আমি তৎক্ষণাৎ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রবহ্নি দ্বারা তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে পারি। ইন্দ্রাদি দেবগণও তখন তথা বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। অনন্তর সেই শ্রমক্লান্ত রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আগমনপূর্ব্বক তাহার অন্যতর গুহায় শয়ন করিয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ দর্শন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সুপ্তি সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই নারদমুখে অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ম্লেচ্ছ রাজ কালযবন কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া তিনি হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া মুচুকুন্দ গুহায় অতি বিনীতবেশে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে রাজর্ষির দর্শনপথ অতি ক্রম করিয়া মস্তকের দিকে অলক্ষিতভাবে লুকায়িত রহিলেন। দুর্ম্মতি যবনপতিও কৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে সেই গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ মহীপতি মুচুকুন্দ তথায় নিদ্রা যাইতেছেন। দেখিবামাত্র শলভ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত অগ্নিকে বিঘট্টিত করে তদ্রূপ সেই সুপ্ত মহীপতিকে শ্রীকৃষ্ণ বোধে পাদদ্বারা বিঘটিত করিতে লাগিল। তখন রাজর্ষি মুচুকুন্দ পাদস্পর্শে প্রবোধিত ও নিদ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দেবরাজের নিকট তিনি যে বরলাভ করিয়াছিলেন তা তাঁহার স্মরণ হওয়াতে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নয়নজ্যোতিঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে অশনি যেমন শষ্ক বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তদ্রূপ সেই রাজর্ষি মুচুকুন্দের নয়ন হুতাশন ক্ষণকালের মধ্যে দুরাত্মা কালযনকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তখন ধীমান্ বাসুদেব আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া সেই চির সুপ্ত মহীপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি, আপনি বহুকাল যাবৎ এই স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন। আপনি আমার মহৎ কার্য্য সাধন করিলেন, আপনার মঙ্গল হউক আমি চলিলাম।

মহারাজ! রাজা মুচুকুন্দু তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি? মানবাকৃতি এরূপ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে! তবে বুঝি বহুকাল অতীত হওয়াতে যুগান্তরই উপস্থিত হইয়া থাকিবে। অনন্তর কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছ? আমি এই স্থানে কত দিন নিদ্রা যাইতেছি বলিতে পায় কি? যদি জানা থাকে তবে তাহাও বল।

বাসুদেব কহিলেন, হে নৃপতে! পূর্ব্বকালে বংশে নহুষতনয় যযাতি নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে তন্মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমি সেই যদুবংশীয় বসুদেবের পুত্র, আমার নাম বাসুদেব। আমি মহর্ষি নারদের নিকট শুনিয়াছি, আপনি ত্রেতাযুগ হইতে এই স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন, সম্প্রতি কলিযুগ উপস্থিত। দেববরপ্রসাদে আমার এক বিষম শত্রু অবধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, শতবর্ষ যুদ্ধ করিলেও আমি উহার নিপাত করিতে পারিতাম না। আপনি আমার সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুটিকে ভস্মাবশেষ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিব আদেশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজর্ষি মুচুকুন্দ কৃষ্ণমুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুহা দ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ তখন কৃতকার্য্য হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি বহিঃপ্রদেশে আসিয়া দেখিলেন পৃথিবী সমস্ত লোক খর্ব্বাকৃতি, উৎসাহ হীন, স্বল্পবল, হীনবীর্য্য ও অল্প পরাক্রম হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার স্বীয় রাজ্যও অন্যের অধিকৃত হইয়াছে। তখন তিনি প্রীতমনে কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া তপশ্চরণার্থ হিমালয়ের মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি তথায় কিয়ৎকাল তপশ্চরণ করিয়া অবশেষে সমাধিবলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকর্ম্মফলে স্বর্গবাস আশ্রয় করিলেন। এদিকে মহামতি বাসুদেবও কৌশলক্রমে স্বকীয় শত্রু নিপাত করিয়া অবিলম্বে

তাহার সৈন্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া সেই নাথবির হিত বহুল হস্তী, অশ্ব, রথ, কর্ম্ম, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সমুদায় আত্মবশে আনিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে দ্বারবতীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহারাজ উগ্রসেনের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিলেন। তদ্দ্বারা দ্বারকাপুরী একবারে ধন, জন, রত্ন ও হস্তী অশ্বাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল।

১১৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পরদিন রজনী প্রভাত হইলে নির্ম্মল দিবসনাথ সমুদিত হইল। ভগবান হৃষীকেশ সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ স্থান নিরূপণ করিবার জন্য বনমধ্যে গমন করিলেন। প্রধান প্রধান যাদবগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুর্গ নির্ম্মাণ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত শুভদিনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া চতুর্দ্দিকে মহানাদে পুণ্যাহ শব্দ সমুচ্চারিত হইলে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ করেন, সেইরূপ পদ্মপলাশলোচন বাগ্মিবর কৃষ্ণ যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাদবগণ! দেখুন, আমি এই স্থান স্বর্গভূমির ন্যায় মনে করিয়া পুরীনির্ম্মাণোপযোগী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছি। পুরী নির্ম্মিত হইলে উহার নাম যাহা করিতে হইবে তাহাও আমি অবধারণ করিয়াছি। এই পুরী প্রস্তুত হইলে দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে দ্বারবতী নামে খ্যাতিলাভ করিবে। অমরাবতীতে যেরূপ আয়তন, চত্বর, রাজমার্গ, অন্তঃপুর ও অন্যান্য চিহ্ন আছে, ইহাতেও তৎসমুদায়ই ঠিক সেই ভাবে করিতে হইবে। আপনারা এই স্থানে দেবগণের ন্যায় অন্যের দুর্জ্জয় হইয়া নিরাপদে ও পরমসুখে বাস করিবেন। প্রথমতঃ গৃহস্থান নিরূপণ করুন এবং ঐ স্থান যেন তিনটি প্রাঙ্গণে বিভক্ত হয়। প্রশস্ত রাজপথের ব্যবস্থা করুন। চতুর্দ্দিকে প্রাচীরস্থানপরিমাণ করুন। গৃহকার্য্য-নিপুণ শিল্পীদিগকে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করুন। অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত স্থানে স্থানে দূতগণকে প্রেরণ করুন।

কৃষ্ণ এইরূপে সকলকে আদেশ করিলে যাদবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা সূত্র হস্তে করিয়া গৃহের পরিমাণ আরম্ভ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা যথাবিধি বাস্তুযাগাদির অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর মহামতি গোবিন্দ স্থপতিগণকে কহিলেন, তোমরা আমাদিগের নিমিত্ত এই স্থানে চত্বর, পথ ও ইষ্টদেবতালয় বিশিষ্ট মনোহর বাসগৃহ সমুদায় প্রস্তুত কর। যাদবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া কৃষ্ণ বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক দুর্গনির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় উপাদান আহরণ করিতে লাগিলেন। স্থপতিগণ যথা নিয়মে নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বিবিধ উপাদান সামগ্রী গ্রহণ করিয়া প্রথমে দ্বারদেশ এবং ঐ দ্বারদেশে ব্রহ্ম, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র ও দৃষদোলূখল প্রভৃতি দেবগণের অধিষ্ঠান স্থান নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর শুন্ধক্ষ, ঐন্দ্র, ভল্লাট ও পুষ্পদন্ত এই চতুর্দ্দেবধিষ্ঠিত চতুর্দ্বার নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে মহাত্মা যাদবগণ গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে কৃষ্ণ কি উপায়ে শীঘ্র পুরীপ্রবেশ করিতে পারিবেন তাহার

অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। চিন্তামাত্র তাঁহার দেববাচিত যাদবানন্দবর্দ্ধিনী ক্ষিপ্রকারিণী নির্ম্মল বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল। তখন তাহার মনে হইল প্রজাপতি পুত্র প্রধানতম দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বকীয় অভিলাষানুরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিবেন। অতঃপর নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষায় স্বর্গাভিমুখে আসীন হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। মহামতি শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ বিষ্ণো! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনার কিঙ্কর। ভগবান্ ইন্দ্র, বিভু শঙ্কর, আমার যেরূপ প্রভু ও মান্য আপনিও তদ্রূপ। তাহাতে আর কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য এই আমি উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই ত্রিলোক বিধায়ক বাক্য দ্বারা আমায় আদেশ করুন, আমি আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব।

হে মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মার এই বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসনিধনকারী ভগবান্ যদুপতি কৃষ্ণ পরম প্রীতমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, ভদ্র! দেবগুহ্য বিষয় তোমার কিছুই অজ্ঞাত নাই। আর আমরা যেরূপ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি তাহাও তুমি বিদিত আছ। এখানেও আমার জন্য সেইরূপ একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতএব হে মহামতে! এই স্থানের চতুর্দ্দিকে আমার প্রভাবানুরূপ এমন একটি পুরী নির্ম্মাণ কর যেন উহা কোনরূপে স্বর্গের অমরাবতী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হয়। সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণে তুমিই একমাত্র সমর্থ। আর মর্ত্ত্যগণও আমার ও যদুকুলের ঐশ্বর্য্য এবং পুরীর শোভা সন্দর্শন করুন।

মতিমান্ বিশ্বকর্ম্মা এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা দেবারিনাশন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি যাহা কিছু কহিলেন, আমি তৎসমুদায়ই করিব। কিন্তু এ পুরী আপনার সমস্ত লোক নিবাসের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে না। তবে তোয়নিধি যদি আর কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করেন তাহা হইলে এ পুরী অতি রমণীয় এবং আশানুরূপ বিস্তীর্ণ হইতে পারে। অধিক কি তখন উহাতে চতুঃসমুদ্রও মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন। কৃষ্ণও সাগর সমীপে আর কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করিবেন ইহা পুর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি বিশ্বকর্ম্মার বাক্য শ্রবণে সরিৎ পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সমুদ্র! যদি আমার উপর তোমার সম্মান বুদ্ধি থাকে তবে দাদশ যোজন পরিমিত স্থান হইতে আত্মসঙ্কোচ কর। তুমি আমাকে ঐ দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থান প্রদান করিলে আমার পুরী পর্য্যাপ্ত পরিসর লাভ করিবে এবং তথায় আমার সমস্ত সৈন্য সামন্ত পরমসুখে বাস করিতে পারিবে।

নদনদীপতি সাগর কৃষ্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতসংযোগে দ্বাদশ যোজন জলাশয় স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা পুরী নির্ম্মাণোপযোগী যথেষ্ট স্থান হইল এবং সমুদ্রও কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা করিলেন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। অনন্তর যদুনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিভো গোবিন্দ! এখন হইতে আপনারা পুর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করুন। আমি এখনই মানসে গৃহ পরিপূর্ণ পরম রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিতেছি। পুরীর দ্বার অতি রমণীয় হইবে এবং অন্যান্য দ্বার ও অট্টালিকা

সমুদায়ও অতি উৎকৃষ্ট হইবে। ইহার গৃহচূড়া সমুদায় পৃথিবী মধ্যে পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় অত্যুন্নত হইবে। ইহার অন্তঃপুরও অতিশয় প্রশস্ত ও আপনার আনন্দকর হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা এই কথা বলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক মানসে দেবপ্রশংশিত চিত্তরঞ্জন পুরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরীর চতুর্দ্দিক প্রাকার বেষ্টনে বেষ্টিত এবং গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হইল। দ্বারতোরণ সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সংযুক্ত হওয়াতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। স্ত্রী, পুরুষ, বণিকগণ ও বিবিধ পণ্য দ্রব্যে পুরী পরিপূর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অমরাবতীই স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। পানীয়শালা প্রসান্নসলিলা বাপী ও উদ্যানাদি দ্বারা উপশোভিত হইয়া দ্বারবতী অবগুণ্ঠনবতী আয়তলোচনা কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উহাতে সমৃদ্ধ চত্বর, উত্তম উত্তম অট্টালিকাশ্রেণী সহস্র সহস্র সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল। দারবতী সমুদ্রেরও শোভা বিস্তার করিয়া ইন্দ্র পুরীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ঐ স্থান পৃথিবীস্থ সমস্ত রত্নরাশির অদ্বিতীয় আধার হইয়া উঠিল। সুরগণের লোভনীয় ও সামন্ত চক্রের ক্ষোভকরী সেই দ্বারবতীর অত্যুচ্চ সৌধাবলী আকাশকেও নিরবকাশ করিয়া তুলিল। মানবগণের কোলাহলে নগর সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত এবং উহার মধ্যে নিরন্তর সমুদ্রপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়াতে সুশীতল সমীরণ সঞ্চরিত হইতে লাগিল। উপকূলভাগ রমণীয় উপবন শোভায় শোভিত হওয়াতে তারকাবেষ্টিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ঐ পুরী সুবর্ণময় রক্ত বর্ণ প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত, কাঞ্চনপূর্ণ ভবনশ্রেণী, শুভ্র মেঘ সদৃশ তোরণ ও সৌধরাজি, কোথায়ও অত্যুচ্চ অট্টালিকার ছায়াবৃত রাজপথে আকীর্ণ হইয়া তত্রত্য জনগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। যাদবানন্দবর্দ্ধন কৃষ্ণ অভিমত জনাকীর্ণ সেই দ্বারবতীকে নভোমণ্ডলস্থ শশধরের ন্যায় উদ্ভাসিত করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মাও রত্নজাল সমাকুল সেই পুরী ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া রাখিয়া স্বর্গধামে প্রতি গমন করিলেন।

এই সময়ে লোকচরিতাভিজ্ঞ মহাত্মা কৃষ্ণ তত্রত্য জনগণকে কিছু কিছু ধনদান দ্বারা প্রীত করিবেন স্থির করিয়া একদা রাত্রিকালে কুবের পালিত নিধিপতি শঙ্খকে স্বভবনে আহ্বান করিলেন। নিধিরাজ শঙ্খও কৃষ্ণের আহ্বান জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকাপতির নিকট সমাগত হইলেন। অনন্তর বিনয়াবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি সুরগণের ত্তবিরক্ষক, সম্প্রতি আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

তখন ভগবান হৃষীকেশ ধনপতি শঙ্খকে কহিলেন, হে নিধিপতে! এই নগরে যে সমুদায় লোক বসতি করে আমি তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অভুক্ত, কৃশ, মলিনবেশধারী, যাচমান ও দরিদ্র দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি উহাদিগকে ধনদান দ্বারা পূর্ণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন নিধিপতি শঙ্খ কেশবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিধিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, হে নিধিগণ! তোমরা এই দ্বারবতীর গৃহে গৃহে প্রচুর পরিমাণে ধনবর্ষণ কর। নিধিগণ প্রভুর আদেশানুসারে তাহাই করিল। অতঃপর দারকামধ্যে আর কেহই নির্দ্ধন রহিল না! একেবারে সকলেই ভাগ্যধর হইয়া উঠিল।

তদনন্তর যাদবহিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ পুরুষোত্তম তথায় থাকিয়াই পুনরায় বায়ুকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র জগৎপ্রাণ বায়ু তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই একান্তে সমাসীন দেবারাধ্য প্রভু কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমি সর্ব্বত্রবিহারী আশুগামী বায়ু। আমি যেমন দেবগণের দূত সেইরূপ আপনারাও। এক্ষণে আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিব? আজ্ঞা করুন।

কৃষ্ণ সেই দিব্যমূর্ত্তিধারী জগৎপ্রাণ মারুতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মারুত! তুমি শীঘ্র স্বর্গধামে গমন করিয়া তথায় সুধর্ম্মা নামে যে সভা বিদ্যমান আছে উহা দেবগণের নিকট হইতে তাহাদিগকে বলিয়া এই পুরীতে আনয়ন কর।

ধার্ম্মিকবর ও পরাক্রান্ত যাদবগণ দেবগণের ন্যায় ঐ অকৃত্রিম সভায় প্রবেশ করিবেন।

পবনদেব কৃষ্ণের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র স্বীয় বেগাবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিদিবালয়ে গমন করিলেন। তথায় দেবগণকে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণের আদেশ নিবেদন করিয়া সুধর্ম্মা সভা সমভিব্যাহারে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা অশ্রান্তকর্ম্মা কৃষ্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেবসভা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্গে যাহা দেবগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, কৃষ্ণ যাদবগণের নিমিত্ত দারবতীতেও ঐ সুধর্ম্মানাম্নী সভাকে স্থাপিত করিলেন। এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ দারবতী নগরীকে স্বর্গীয়, পার্থিব ও জলজ বস্তুজাতদ্বারা রূপবতী কামিনীর ন্যায় বিভূষিত করিয়া পরিশেষে শ্রেণীবিভাগ, প্রকৃতিবিভাগ, সেনাপতি বিভাগ ও স্বামিবিভাগ আরম্ভ করিলেন। অগ্রে উগ্রসেনকে নরপতিপদে, অনাধৃষ্টিকে সেনাপতি পদে, বিকদ্রুকে মন্ত্রিপদে, কাশ্যকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং এতড্ভিন্ন কুলমর্য্যাদাপালক স্থবির প্রধান দশজন যাদবকে সর্ব্বাধ্যক্ষ, রথকার্য্যকুশল দারুককে স্বীয় সারথ্য পদে ও রণপণ্ডিত সাত্যকিকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে লোকপালক কৃষ্ণ সমস্ত কার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া যাদবগণের সহিত পরমসুখে মহীতলে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলদেব কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে রেবতকন্যা সুশীলা রেবতীর সহিত পরিণয়কার্য্য সমাধা করিলেন।

১১৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই সময়ে অতি প্রতাপশালী মহারাজ জরাসন্ধ চেদিরাজ শিশুপালের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে সমস্ত রাজন্যগণের মধ্যে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীর সহিত মহীপাল শিশুপালের বিবাহ হইবে। অনন্তর মায়াবিদ্যা বিশারদ ইন্দ্রপ্রতিম অমিতবিক্রম দন্তবক্রতনয় সুবক্ত্র, অতিবীর্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণী পতি বাসুদেবপুত্র সুদেব, বীর্য্যশালী একলব্য পুত্র, কলিঙ্গ দেশাধিপতি পাণ্ড্যরাজপুত্র কৃষ্ণ বিদ্বিষ্ট বেণুদারি, ক্রথপুত্র অংশুমান, শ্রুতবর্ব্বা , অজাতশত্রু কলিঙ্গপতি, গান্ধারপতি, কৌশাম্ব্য পতি ও কাশ্যপতি প্রভৃতি সমস্ত রাজমণ্ডলীকে এই পরিণয়োপলক্ষে সংবাদ প্রদান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! বেদবিদ্যা বিশারদ মহারাজ রুক্মী কোন্ দেশে ও কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজর্ষি যাদবের বিদর্ভ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বিন্ধ্য গিরির দক্ষিণপার্শ্বে বিদর্ভনাম্নী এক নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রথ কৈশিক প্রভৃতি তাঁহার যে সমুদায় আর্য্যগুণসম্পন্ন মহাত্মা পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই বংশ পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছিল। সেই বংশে ভীম মহীপতির পুত্রগণ বৃষ্ণিনামে খ্যাত হইলেন। ঐ বংশে ক্রথের পুত্র অংশুমান, কৈশিকের পুত্র ভীষ্মক। লোকে ইহাকে হিরণ্যরোমা নামে নির্দ্দেশ করিত। ভীষ্মক কুণ্ডিননগরে অবস্থান করিয়া অগস্ত্য পালিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহারই পুত্র রুক্মী, রুক্মিণী দুহিতা। মহাবল রুক্মী দ্রুমের নিকট দিব্য অস্ত্র সমুদায় এবং জমদগ্নিতনয় পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন। রুক্মী ঐ সমুদায় অস্ত্রবলে প্রশ্রিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতিও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন,এদিকে রুক্মিণী পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয় রূপবতী হইয়া উঠিলেন। তৎশ্রবণে মহামতি কৃষ্ণ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে কামনা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সেই অসাধারণ বল বীর্য্যসম্পন্ন তেজস্বী জনার্দ্দনই আমার পতি হইবেন বলিয়া অভিলাষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রুক্মী কৃষ্ণকে কংসঘাতী বলিয়া বিদ্বেষবশতঃ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে মহাবল রাজা জরাসন্ধ ভীমদর্শন ভীষ্মক সমীপে চেদিরাজ শিশুপালকে কন্যা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে চেদিরাজ বসুর বৃহদ্রথ নামা এক পুত্র হয়। তিনি মগধরাজ্যে গিরিব্রজ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন। তাঁহারই বংশে জরাসন্ধের জন্ম হয়। চেদিরাজ দমঘোষও ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দমঘোষের শিশুপাল, দশগ্রীব, রৈভ্য, উপদিশ ও বলী নামে পাঁচ পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা বসুদেব ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কাল ক্রমে ঐ পঞ্চ ভ্রাতাই অকুশল বীরলক্ষণাক্রান্ত ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। দম ঘোষ ও জরাসন্ধ উভয়েই এক বংশীয় বলিয়া দমঘোষও জরাসন্ধের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশুপালকে প্রদান করেন। তদবধি জরাসন্ধ শিশুপালকে পুত্রনির্ব্বিশেষে দর্শন ও প্রতিপালন করিতেন। শিশুপালও বৃষ্ণিশত্রু মহাবল জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রিয় চিকীর্ষু হইয়া বৃষ্ণিবংশের বহুতর অনিষ্টপাত উপস্থিত করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মহীপতি কংস এই জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। সেই কংস কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে বৃষ্ণিবংশের সহিত জরাসন্ধের বৈরভাব আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। এক্ষণে জরাসন্ধ শিশুপালের নিমিত্ত ভীষ্মক সমীপে রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিলে ভীষ্মক তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর মহারাজ জরাসন্ধ শিশুপালকে লইয়া তাঁহার বিবাহর্থ বিদর্ভ নগরে যাত্রা করিলেন। তৎকালে দন্তবক্র, পৌণ্ড্র, ধীমান্ বাসুদেব এবং অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গের অধীশ্বর প্রভৃতি তাহার অনুগমন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে ভীষ্মপুত্র রুক্মী প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক রাজন্যগণকে পরম সমাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। এদিকে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃষ্বসার প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্রথ কৈশিক তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্বভবনে লইয়া গেলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর পূজা করিবার নিমিত্ত

বিবাহসূত্র হস্তে চতুরশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বহিঃস্থিত দেবমন্দিরোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সমৃদ্ধ সেনাদল তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল। সাক্ষাৎ লক্ষীরূপা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রুক্মিণী দেবালয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সহসা কৃষ্ণের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি দেখিলেন যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা অথবা মুর্ত্তিমতী মায়াই যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিম্বা পৃথিবী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে বিচরণ করিতেছেন। চন্দ্রমরীচি যেন স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, পদ্মাসন না থাকিলে ইহাঁকে পদ্মালয়া বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ফলতঃ তাঁহার শরীরকান্তি এরূপ উজ্জ্বল যে, দেবগণও উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার বর্ণ শ্যামশুক্লে বিমিশ্রিত, নয়নদ্বয় দীর্ঘ বিস্তৃত ও মনোহর অপাঙ্গযুক্ত। ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, নখরাবলী ঈষদারক্ত ও কিঞ্চিৎ উন্নত, যুগলের শোভার সীমা নাই, কেশরাশি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ ও কুঞ্চিত, শ্রোণি ও পয়োধর নিতান্ত পীন, দন্তপংক্তি অতিশয় শুভ্রবর্ণ তীক্ষ্ণ ও সমসন্নিবিষ্ট, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। ফলতঃ তৎকালে কি রূপ কি সৌভাগ্য কোন বিষয়েই তাঁহার তুল্য রমণীরত্ন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কৃষ্ণ সেই শুরুদুকূলবাসা রূপবতী রুক্মিণীকে দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন অনঙ্গ তাঁহার অন্তরাত্মাকে হতহুতাশনের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর রুক্মিণী যখন দেবার্চ্চনা সমাপন করিয়া দেবালয় হইতে নির্গত হইতেছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া স্বকীয় রথে আরোহণ করিলেন, ঐ সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুমণ্ডল আসিয়া যেমন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল অমনি বলরাম এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে আহত ও বিদূরিত করিলেন। অতঃপর বিপক্ষগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সুসজ্জিত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র উন্নতধ্বজ রথে, অশ্বে ও মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া হলায়ুধ বলদেবকে বেষ্টন করিল। এদিকে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, অক্রূর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্ম্মা, চক্রদেব, সুদেব, মহাবল সারণ, বিক্রমশালী বিদূরথ, উগ্রসেনতনয় কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, রাজাধিদেব মৃদর, প্রসেন, চিত্রক, অরিদান্ত, বৃহদুর্গ, শ্বফল্ক, সত্যক, পৃধু এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের প্রতি গুরুতর ভার সমুদায় সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রুক্মিণী সমভিব্যাহারে দ্বারকাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দন্তবক্র, জরাসন্ধ ও বীর্য্যবান শিশুপাল ক্রোধে অধীর হইয়া চর্ম্মবর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক কেশবের বিনাশ বাসনায় তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। চেদিরাজও স্বীয় মহারথ ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও বীর্য্যবান্ পৌণ্ড্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইলেন। এদিকে দেবতুল্য মহারথ বৃষ্ণিগণ মহেন্দ্র সদৃশ বলদেবকে অগ্রে করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। মহাবল জরাসন্ধ অতি বেগে আগমন করিতেছেন দেখিয়া সাত্যকি তাঁহাকে ছয় নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। অক্রূর নয় শরে দন্তবক্রকে বিদ্ধ করিলে কারূষ দশ বাণ দ্বারা তাঁহাকে প্রতি বিদ্ধ করিলেন। বিপৃধু সপ্ত শরে শিশুপালের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। শিশুপালও অমনি তৎক্ষণাৎ আট বাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিলে গবেষণ নামক মহাবীর ছয় বাণ, অতিদন্ত অষ্ট, বৃহদুর্গ পঞ্চবাণ প্রহারে যুগপৎ চেদিরাজ শিশুপালকে আক্রমণ করিলেন। শিশুপাল মহাক্রোধে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ

করিলেন এবং চারি বাণে বিপৃথুর চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা বৃহদুর্গের শিরচ্ছেদন করিলেন, অনন্তর গবেষণের সারথিকে যমদনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাল পরাক্রান্ত বিপৃথু স্বীয় রথ অশ্বহীন হইল দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বৃহদুর্গের রথে আরোহণ করিলেন এবং বিপৃথুর সারথিও সত্বর সেই রথে আরোহণ করিয়া অশ্ব চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর সকলে সমবেত হইয়া মহাক্রোধে ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিয়া রথারূঢ় দর্পিত শিশুপালের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অন্য দিকে চক্রদেব এক বাণ প্রহারে দন্তবক্রের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া পঞ্চবাণ দ্বারা পটুসকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ঐ উভয়ের মর্ম্মভেদী অতি তীক্ষ্ণ দশ শরে বিদ্ধ হইলেন। ঐ সময় শিশুপালভ্রাতা বলীও চক্রদেবকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া দূর হইতে পাঁচ বাণে বিদূরথকে ব্যথিত করিলেন। বিদুরথও সমরক্ষেত্রে অতি নিশিত ছয় শর দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিলেন। পুনরায় বলী তাঁহাকে ত্রিংশৎ বাণ দ্বারা গুরুতররূপে আহত করিলেন। কৃতবর্ম্মা রাজপুত্র পৌণ্ড্রকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তাহার সারথিকে বিনাশ করিলেন এবং রথের অত্যুন্নত ধ্বজাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পৌণ্ড্র তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শরক্ষেপে কৃতবর্ম্মাকে ব্যথিত করিয়া ভল্লা দ্বারা তাহার ধনুঃ ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তিনি কলিঙ্গরাজের প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। কলিঙ্গরাজও ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তোমরায়ুধ দ্বারা তাহার স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর্য্য কঙ্ক গজারোহণে আসিয়া তোমরাস্ত্র প্রহারে অঙ্গরাজের গজকে প্রহার করিয়া কতিপয় শর দ্বারা তাঁহাকে ও তাহার অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর চিত্রক শ্বফল্ক ও মহাবল সত্যক ইহারা সকলে মিলিয়া নিশিত নারাচাস্ত্রে কলিঙ্গরাজ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে বলরাম ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দ্বারা বঙ্গরাজ মাতঙ্গকে বিনাশপূর্ব্বক তাহাকেও নিহত করিলেন। অতঃপর রাম রথে আরোহণ করিয়া অপ্রতিহত বীর্য্যপ্রভাবে রণস্থলে নারাচ অস্ত্রে অসংখ্য কৈশিক সৈন্যবিনাশ করিলেন। পরে ছয় বাণে মহাধনুর্দ্ধারী কারুষগণকে নিপাত করিয়া মগধসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। বহু সৈন্য বিনাশের পর মহাক্রোধভরে সেই ভীষণ মূর্ত্তি রাম রণোন্মত্তবেশে জরাসন্ধকে আক্রমণ করিলেন। জরাসন্ধও তাহাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইল এবং তিন নারাচাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ব্যথিত করিলেন। তখন সেই মুষলায়ুধ রামও ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্ট নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিতরধ্বজও ছেদন করিয়া দিলেন।

মহারাজ! এইরূপে উভয় দলে দেবাসুরের ন্যায় অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সহস্র সহস্র মাতঙ্গ রণশায়ী হইল। রথে রথে, অশ্বে অশ্বে, পদাতি পদাতিতে তুমুল সমর উপস্থিত হইল। একপক্ষীয় পদাতিগণ শক্তি ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের পদাতিগণের মস্তক ছেদন করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় রণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অসি সমুদায় কবচের উপর পতিত হওয়াতে ভীষণশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। পক্ষিপংক্তির ন্যায় বাণপতনের শব্দেও দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন এই উভয়বিধ শব্দে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও বেণুর ধ্বনি এবং জ্যাঘোষ ও শস্ত্র পতন শব্দ একেবারে তিরোহিত হইয়া উঠিল।

১১৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন করিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, কী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা ভীষ্মকের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি গোবিন্দকে বিনাশ না করিয়া রুক্মিণীকেও না লইয়া এই কুণ্ডিননগরে আর প্রবেশ করিব না। ইহা আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া বলিলাম। তখন সেই মহাবীর রুক্মী অত্যুন্নত ধ্বজ এবং বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ এক রথে আরোহণ করিয়া সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া মহাক্রোধে অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী নৃপতিগণ ক্রথপুত্র অংশুমান, শ্রুতর্ব্বা, বীর্য্যবান বেণুদারি, ভীষ্মক মহীপতির অন্যান্য মহারথ পুত্রগণ এবং ক্রথকৈশিকশ্রেষ্ঠ প্রধান প্রধান মহারথগণ সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনেক দূর পথ গমন করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণ তথায় রুক্মিণীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। দেখিবামাত্র রণমদোন্মত্ত রুক্মী ক্রোধে অধীর হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ কামনায় তথায় সৈন্যসামন্তগণ স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং মধুসূদনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অবিলম্বেই কৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া চতুঃষষ্টি নিশিত শরে কেশবকে বিদ্ধ করিলেন। জনার্দ্দনও তৎক্ষণাৎ সপ্ততি শরে রুক্মীকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবল কৃষ্ণ পুনরায় স্বীয় অস্ত্রবলে তাহার রথধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রুক্মী বহু যত্ন করিয়া উহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন দাক্ষিণাত্যনরপতিগণ রুক্মীকে তাদৃশ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া একেবারে সকলে সমবেত হইয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিল। অমনি ঘোরতর যুদ্ধও আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ মহাবাহু অংশুমান নয় শরে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শ্রুতর্ব্বা পাঁচ, বেণুদারি সাত বাণে তাঁহাকে ব্যথিত করিলেন। বীর্য্যবান্ গোবিন্দও তৎক্ষণাৎ শরপ্রহারে অংশুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। অংশুমান দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথপার্শ্বে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি শ্রুতর্ব্বার অভিমুখে উপস্থিত হইয়া চারি বাণে তাহার চতুরশ্ব নিপাত করিলেন। বেণুদারির রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত শরপাতে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় আবার শ্রুতবর্ম্মার প্রতি সাত বাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি তখন নিতান্ত ক্লান্ত ও মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া রথধ্বজ অবলম্বনপূর্ব্বক অবসন্ন শরীরে শয়ন করিলেন। এই সময় ক্রথ কৈশিকগণ চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। তখন জনার্দ্দন স্বীয় শরনিকরে তাহাদের সমস্ত নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোষাবিষ্ট কৃষ্ণের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইলেন না। সকলেই তাঁহার বাণপ্রহারে নিহত হইলেন। এই সময়ে অন্য যাঁহারা ক্রোধভরে বীরদর্পে দর্পিত হইয়া কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে চতুঃ ষষ্টি শরে একবারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন আর সৈন্যগণ সমরক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারিল না ইতস্ততঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রুক্মী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীক্ষ্ণ পঞ্চ শরদ্বারা কেশবকে বিদ্ধ করিলেন। অতঃপর তিন শরে সারথিকে ব্যথিত করিয়া ধ্বজে আনতপর্ব্ব এক বিষম শর নিক্ষেপ করিলেন। কেশব রুক্মীর শরে বিদ্ধ হইয়া বিষম

রোষভরে একবারে তদুপরি চতুঃষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহায় শরাসনও ছেদন করিয়া দিলেন। তখন রুক্মী ছিন্নধেনু পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন আর এক কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। তাহাতে দিব্য অস্ত্র সমুদায় যোজনা করিয়া নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল কৃষ্ণও স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা ঐ সমুদায় অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাহার ধনু ও রথেশাছেদন করিয়া দিলেন। তখন সেই বীর্য্যবান্ রুক্মী বিরথ ও ছিন্নধন্বা হইয়া অসিচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মহাক্রোধে গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে উৎপতিত হইলেন। কিন্তু কেশব তাঁহাকে সন্নিহিত দেখিয়া স্বীয় অস্ত্রবলে তাহার খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন নারাচ অস্ত্রে উঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। তখন সেই রুক্মী বিষম আর্ত্তনাদ করিয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও মূর্জিত হইলেন। ঐ সময়ে কেশব অন্যান্য নরপতিদিগের প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভূপালগণ রুক্মীকে তদবস্থ দেখিয়া আর তথায় থাকিতে পারিলেন না, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রুক্মিণী ভ্রাতাকে মূর্চ্ছিত ও ভূমি লুণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার্থ স্বামিচরণে নিপতিত হইলেন। তখন কেশব তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন এবং রুক্মীকেও অভয় প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অন্যদিকে বৃষ্ণিগণ জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যগণকে পরাভূত করিয়া বলরামকে অগ্রে করিয়া হৃষ্টচিত্তে দ্বারকাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন।

হে মহারাজ! পদ্মপলাশলোচন ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকাভিমুখে প্রতিগমন করিলে তা রণস্থলে সমুপস্থিত হইয়া রুক্মীকে স্বীয় রথে আরোপণ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন; বীর্য্যমদ গর্ব্বিত রুক্মী ভগিনীকে আনিতে পারিলেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হওয়াতে পুনরায় আর কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। সুতরাং তিনি বিদর্ভ নগরের অন্য এক স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত, এক অতি বৃহৎ সুশোভন পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী ভোজকট নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়। মহাতেজা রুক্মী ঐ ভোজকটের দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া এবং রাজা ভীষ্মক কুণ্ডিন নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভু কৃষ্ণ বলদেব ও বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি রুক্মিণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। সেই পতিব্রতা অশেষ গুণ সম্পন্ন রূপবতী রুক্মিণী কেশবের জ্যেষ্ঠা পত্নী হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম যেমন সীতাকে পাইয়া ইন্দ্র যেমন শচী পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণও সেইরূপ ইহাঁকে পাইয়া পরম প্রীতমনে ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ট, সুদেষ্ণ, মহাবল প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু ও চারু এই দশটি পুত্র ও চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, অর্থকুশল, অস্ত্রবিশারদ ও যুদ্ধদুর্ম্মদ ছিলেন। মহাবাহু মধুসূদন রুক্মিণী ব্যতীত কলিন্দ কন্যা মিত্রবিন্দা, অযোধ্যাপতি রাজা নগ্নজিতের কন্যা সত্যা, রাজা জাম্ববতের কন্যা জাম্ববতী, কেকয়রাজদুহিতা রোহিণী, মদ্ররাজসুতা লক্ষণা, সত্রজিতের কন্যা সত্যভামা ও অপ্সরঃপ্রতিমা শৈব্যকন্যা তন্বী এই সাত কন্যা এবং তদ্ভিম যোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পত্নীগণ সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু অলঙ্কারাদি ও অভিলাষানুরূপ ভোগ্যবস্তুতে পরিতৃপ্ত এবং কৃষ্ণও তাহাদিগকে সমব্যবহার প্রদর্শনে প্রীত করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় পত্নীর গর্ভে সহস্র সহস্র পুত্র

জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা সকলেই কাল ক্রমে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, অসাধারণ বলশালী, মহারথ, যাগশীল, পুণ্যকর্ম্মা ও ভাগ্যধর ছিলেন।

১১৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে বীর্য্যবান শত্রুতাপকারী রুক্মী স্বকীয় দুহিতার বিবাহের নিমিত্ত স্বয়ম্বর সভার আহ্বান করিলেন। ঐ সভায় আহূত হইয়া কত কত রাজা রাজপুত্রগণ বিবিধ বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নানাদিদেশ হইতে আসিয়া বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেশবতনয় প্রদ্যুম্নও অন্যান্য কুমারগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই পরম রূপলাবণ্যবতী রুক্মিদুহিতার নাম সুভাঙ্গী। সুভাঙ্গী প্রদ্যুম্নকে পতিত্বে কামনা করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্নও তাহার প্রতি তদনুরূপ অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। অন্তর স্বয়ম্বর সভা সজ্জিত হইলে নৃপতিগণ তথায় আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলেন। বিদর্ভী সুভাঙ্গীও স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বরমাল্য হস্তে সভা প্রবেশপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের গলদেশে বর মাল্য প্রদান করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সিংহহননক্ষম যুবা কেশবতনয় প্রদ্যুম্ন যেমন অসামান্য রূপবান ছিলেন, রাজপুত্রী সুভাঙ্গীও কি রূপে, কি গুণে, কি বয়োধর্ম্মে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অনুরূপ সহধর্ম্মিণী হইলেন। অধিক কি তিনি নারায়ণী ইন্দ্রসেনার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি অভিলাষবতী হইয়াছিলেন। যাহা হউক রাজকুমারীর বরমাল্য প্রদানের পর স্বয়ম্বর সভা ভঙ্গ হইলে মহীপতিগণ স্ব স্ব নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রদ্যুম্ন ও বৈদর্ভী সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন।

কালক্রমে এই রুক্মিতনয়া সুভাঙ্গীর গর্ভে সুরকুমার সদৃশ এক কুমার জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বেদার্থদর্শী, নীতিশাস্ত্র বিশারদ, কার্য্যকুশল ও ধনুর্ব্বেদে অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় রুক্মীর রুবতী নাম্নী একটি পরমসুন্দরী পৌত্রী জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণ ঐ রুক্মবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার অভিলাষ করিয়া নরপতি রুক্মীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কেশবের সহিত রুক্মীর চিরবৈর বিদ্যমান থাকিলেও প্রদ্যুম্নের অনুরাগ, ভগিনীর একান্ত আগ্রহ ও অনিরুদ্ধেরও অসামান্য গুণবত্তা দর্শনে সেই চিরপ্ররূঢ় বিদ্বেষভাব পরিহারপূর্ব্বক সেই পাত্রেই কন্যাপ্রদানে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন কৃষ্ণ পুত্র, কলত্র-রুক্মিণী, বলদেব ও অন্যান্য বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে বিদর্ভ নগরে যাত্রা করিলেন। এদিকে মহীপতি রুক্মী যে সমুদায় আত্মীয় বন্ধু জাতি ও রাজন্যগণকে বিবাহপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহারাও ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ তিথি শুভ নক্ষত্র ও শুভ লগ্নে পরমাহ্লাদে অনিরুদ্ধের বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। এইরূপে অনিরুদ্ধের সহিত বিদর্ভরাজ নন্দিনীর পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইলে বৈদর্ভ ও যাদবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। যাদবগণ তথায় অমরগণের ন্যায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অশ্মকদেশাধিপতি ধীমান বেণুদারি, ঋক্ষপতি শ্রুতর্ব্বা, চাণূর, ক্রথনন্দন অংশুমান, কলিঙ্গের অধীশ্বর মহাবল জয়ৎসেন, নৃপতি পাণ্ড্য ও শ্রীমান ঋষিকাধিপতি এই সমুদায় মহাঋদ্ধিশালী দাক্ষিণাত্য ভূপালগণ মন্ত্রণা করিয়া রুক্মী সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং উহাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনি অক্ষক্রীড়ায় বিলক্ষণ পণ্ডিত, আমাদেরও ইচ্ছা যে আপনার সহিত ক্রীড়া করি। আর শুনিতে পাই পাশক্রীড়ায় বলরামেরও বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, কিন্তু তাঁহার ক্রীড়াবিষয়ে তাদৃশী ব্যুৎপত্তি বা পারদর্শিতা নাই। অতএব আমরা সকলে ক্রীড়া করিতে বসিলে বলদেব কদাচ নির্ব্ব্যাপার হইয়া থাকিতে পারিবেন না, অবশ্যই আমাদের সহিত ক্রীড়া করিতে আসক্ত হইবেন। তখন আমরা আপনাকে অগ্রে করিয়া বলরামকে জয় করিতে পারিব, এই আমাদের অভিলাষ।

মহারাজ! নরপতিগণের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া রুক্মী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অনন্তর নরপতিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে শুভ্রমাল্য ও অনুলেপনে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চনস্তম্ভ সুশশাভিত মাল্যদাম বিভূষিতাঙ্গণ চন্দনবারি-সিক্ত রমণীয় সভায় প্রবেশপূর্ব্বক জয় বাসনায় সুবর্ণময় আসনে সমাসীন হইলেন। পরে সেই সমুদায় অক্ষকোবিদ ভূপতিগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া বলদেবও তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ক্রীড়ার্থ সকলে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তখন তিনিও হৃষ্টান্তঃকরণে ক্রীড়া করিতে সম্মত হইলেন। দাক্ষিণাত্য নরপতিগণ ছলক্রমে তাহাকে জয় করিবার মানসে তথায় সহস্র সহস্র মণি আনিয়া রাখিয়া ছিলেন। অনন্তর প্রণয়ভঙ্গসূচক কলহনিদান দুর্ম্মতিগণের ক্ষয়কারী পাশক্রীড়া আরম্ভ হইল। বলদেব রুক্মীর সহিত ক্রীড়াপ্রবৃত্ত হইয়া সহস্র নিষ্ক ও দশ সহস্র সুবর্ণ পণ রাখিলেন। রুক্ষ্মী যত্নপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বলদেবকে পরাভূত করিলেন। পুনরায় ঐরূপ পণ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এবারেও রুক্মীরই জয় লাভ হইল। এইরূপে কেশবাগ্রজ পুনঃ পুনঃ পরাভুত হইয়া একবারে কোটি বর্ণ পণ করিলেন। এবারেও সেই কপটাচারী রুক্মী ‘ইহাও আমি জয় করিয়াছি’ বলিয়া হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা ও বলদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, এই বলদেব সকলের অজেয় কিন্তু অদ্য আমার নিকটে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও দুর্ব্বলের ন্যায় পরাভূত হইলেন। সুতরাং আমি ইহার অপরিমিত সুবর্ণও লাভ করিলাম। তৎকালে কলিঙ্গরাজ ঐ বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দন্তাবলী প্রদর্শনপূর্ব্বক অনবরত হাসিতে লাগিলেন। বলদেব স্বভাবতঃ জিতক্রোধ হইলেও রুক্মীর ঐরূপ বিষদিগ্ধের ন্যায় কর্কশ বাক্য শ্রবণে দগ্ধাঙ্গ হইয়া সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল সঙ্কর্ষণ স্বকীয় অসামান্য ধৈর্য্যগুণে চিত্তকে সংযুত করিয়া কহিলেন, এবারে আমার দশ সহস্র কোটি আর একটি পা রহিল, কিন্তু এখন এই কৃষ্ণ লোহিত অঙ্গ সমুদায় সরজস্কপ্রদেশে পাতিত করিয়া তোমাকে এই পণ গ্রহণ করিতে হইবে। রুক্মী এই বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রফুল্লহৃদয়ে অক্ষ পাতিত করিলেন। এবারে বলদেবেরই ধর্ম্মতঃ জয় হইল, কিন্তু ভীষ্মক তনয় রুক্মী উহা স্বীকার করিলেন না, প্রত্যুত উহা নয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। বলদেব তাহাতেও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। রুক্মী পুনরায় গর্ব্বিতভাবে বলিয়া উঠিলেন আমিই জয়ী হইয়াছি। তখন বলদেব সেই কপটবাক্য শ্রবণে আর

ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না; বিলক্ষণ রোষাবিষ্ট হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন, ঐ সময় আকাশবাণী হইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে মহাত্মা বলদেবের ক্রোধকে উদ্দীপিত করিয়া বলিল, "বলদেবই যথার্থ বলিয়াছেন। এবারে ধর্ম্মানুসারে বলরামেরই জয়। ইনি স্বয়ং কিছু না বলিলেও পণিত বস্তু বলরামেরই প্রাপ্য"। সদস্যগণ, কাহার জয় ইহা মনে মনে জানিতে পারিতেছেন কিন্তু বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন না। নভস্তল হইতে এই সত্য ও সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্কর্ষণের ক্রোধ বিষয়বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি রোষকষায়িতনেত্রে সভা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এক সুবর্ণময় অষ্টাপদ আকর্ষণ করিয়া তদ্বারা সেই কপটব্যসনী ক্রূরভাষী রুক্মিণী-ভ্রাতাকে একবারে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই ক্রোধমুর্ত্তিতে কলিঙ্গরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া গুরুতর প্রহারে তাহার দন্ত সমুদায় উৎপাটিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং খড়্গ সমুদ্যত করিয়া অন্যান্য নরপতিগণের ত্রাসোৎপাদনপূর্ব্বক অদ্ভুত বলশালী বলরাম সভাগৃহের সুবর্ণময় এক স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া ক্রথকৈশিকদিগকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষণ করীন্দ্রের ন্যায় সেই স্তম্ভ হস্তে সভাদ্বার হইতে নির্গত হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই যাদবশ্রেষ্ঠ বলদেব দুর্ম্মতি কপটাচারী রুক্মীয় প্রাণসংহার করিয়া সিংহ যেমন ক্ষুদ্র নৃগগণকে ত্রাসিত করে, সেইরূপ অন্যান্য নরপতিগণের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক স্বজনবর্গে পরিবৃত হইয়া স্বকীয় শিবিরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কেশবসন্নিধানে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত আমূলতঃ কীর্ত্তন করিলেন। মহা দ্যুতি কৃষ্ণ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া একটিও বাক্য কহিলেন না। অনন্তর রুক্মিণী প্রিয়ভ্রাতাৰ নিধন বার্ত্তা শ্রবণে, বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শোকে ও ক্রোধে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শোকভরে কহিতে লাগিলেন পূর্বে শূর শক্রুনাশন বাসুদেব ইহাঁকে নিহত করিলেন না, অদ্য বলদেব সেই ইন্দ্রপ্রতিম প্রভূত বলশালী আমার সহোদরকে অষ্টাপদ নিক্ষেপ দ্বারা নিহত করিলেন?

এইরূপে সেই মহাবীর্য্য দ্রুম-ভার্গব-শিক্ষিত রণদক্ষ নিত্য যজনশীল ভীষ্মকতনয় নৃপতি কী নিহত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সকলেই বিমনায়মান হইলেন। হে ভরতকুলধুরন্ধর! এই আমি মহারাজ রুক্মীর নিধন ও তৎসম্পর্কে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত বৈরভাব প্রভৃতি সমস্তবৃত্তান্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর তথা হইতে সমস্ত ধনাদি গ্রহণপূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলেন।

১১৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! পুরাণ তত্বজ্ঞ মহাত্মা পণ্ডিতগণ যাহাকে অসামান্য বলশালী দুর্জ্জয় তেজোরাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এবং লোকে যাহাকে নাগরাজ অনন্তদেব, ও মহাবীর্য্য আদিদেব বলিয়া জানেন, আমি সেই ধরণীধর ধীমান্ বলদেবের শেষ মাহাত্ম্য ও কর্ম্ম সমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। অতএব আপনি তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাণে ইহাকে নাগরাজ, ধরণীধর, শেষ, তেজোনিধি অজেয়, পুরুষোত্তম, যোগাচার্য্য, মহাবীর্য্য, বেদমন্ত্রমূল শ্রীমান বলদেব বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ইনি গদাযুদ্ধে মহাবীর্য্য জরাসন্ধকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু বধ করেন নাই। যে সকল নৃপতিবর্গ জরাসন্ধের সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাও বলদেব কর্ত্তৃক পরাভূত হন। ভীম পরাক্রম ভীমসেন যিনি অযুত হস্তীর বলধারণ করিতেন, তিনিও অনেকবার ইহাঁর সহিত বাহুযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন। একদা জাম্ববতীপুত্র শাম্ব হস্তিনা নগরে আসিয়া দুর্য্যোধন কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে রাজগণ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। বলদেব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে মোচন করিবার নিমিত্ত স্বয়ংতথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন না। তখন তিনি বিষম ক্রোধে পূর্ণ হইয়া অনিবার্য্য অভেদ্য অপ্রতিম ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ দিব্য লাঙ্গলা সমুদ্যত করিয়া কৌরবপুরী একবারে গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিবার মানসে তাহার প্রাকারভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তখন হস্তিনানগর ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন অবিলম্বে স্বীয় কন্যার সহিত শাম্বকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং তৎসন্নিধানে গদাযুদ্ধ শিক্ষার্থ আপনিও শিষ্য হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তদবধি সেই পুরী যেন ঘূর্ণিত হইয়া গঙ্গাভিমুখে অবনতমস্তকে রহিয়াছে। বলদেবের এই অদ্ভুতকর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন ভাণ্ডীরবনে মহাবীর বলরাম যে সমুদায় অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, উহা সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত। তিনি তথায় এক মুষ্টিপ্রহারে প্রলম্বকে নিহত করেন। মহাকায় ধেমুক নামা দৈত্যপতিকে পর্ব্বতশীর্ষে নিক্ষেপ করেন। গর্দ্দভ রূপধারী সেই দৈত্য তথায় পতিত ও গতাসু হইয়া ভূতলে আসিয়া পড়ে। অধিক কি সেই মহাপ্রভাবশালী হলধারী স্বীয় হলাকৃষ্ট পদবীতে সমুদ্রগামিনী মহানদী যমুনাকেও নগরাভিমুখে দ্রুতবেগে তরঙ্গিত করিয়াছেন।

হে মহারাজ! সেই অপ্রমেয় অনন্তরূপী মহাত্মা বলদেবের মাহাত্ম্য আমি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। এতদ্ভিন্ন সেই পুরুষপ্রধান রামের বহুবিধ মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিকলাপ অভিহিত হইয়াছে উহা আপনি পুরাণ হইতে বিস্তারক্রমে উপলব্ধি করিবেন।

১২০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! রুক্মীর নিধনের পর মহাবীর্য্য বিষ্ণু দ্বারকায় গমন করিয়া কি করিলেন, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! ভগবান যদুনন্দন যাদবগণে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভ নগরে যে সমুদায় বিবিধ রত্নরাশি লাভ করিয়াছিলেন তৎসমুদায় রাক্ষসদিগের দ্বারা আনয়নপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে কতকগুলি দৈত্যে দানব বরদর্পে দর্পিত হইয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করে; তিনি তাহাদিগকেও নিহত করেন।

অনন্তর সমস্ত দেবগণের শঙ্কাস্পদ দেবরাজের ঘোর শত্রু নরকাসুর নামা এক দৈত্যপতি মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের ন্যায় জগতে আভিভূত হইল। সে কি দেবতা, কি মানব, কি ঋষিগণ সকলেরই প্রতি কুলাচারী হইয়া সমস্ত কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। অনন্তর একদা সেই নরকাসুর বিশ্বকর্ম্মার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কশেরু নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে গজরূপে হরণ করে। এই সময়ে তাহার হৃদয়ে ভয় বা করুণাদির লেশমাত্র ছিল না সুতরাং সে ঐ বরবর্ণিনীকে প্রমর্দ্দিত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরের আধিপত্য গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্য দানবগণকে আদেশ করিল যে, তোমরা অদ্য প্রভৃতি কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক, কি পৃথিবী, কি রত্নাকর, সর্ব্বত্র যেখানে যত ধনরত্ন পাইবে তৎসমুদায় আহরণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা নানাদিগদেশ হইতে ধন, রত্ন ও বিবিধ বস্ত্র আহরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে স্বয়ং উহার কিছুই উপভোগ করিত না। অনন্তর গন্ধর্ব্বকন্যা, দেবকন্যা, মনুষ্য কন্যা ও সপ্তবিধ অপ্সরোগণ হরণ করিয়া আনিল। ঐ রমণীগণের সংখ্যা ষোড়শ সহস্র একশত। উহারা সকলেই এক বেণীধারিণী হইয়া সতীব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিল। তাহাদের বাসের নিমিত্ত নরক মহীপতি মণি পর্ব্বতের উপরিভাগে মুরু নামক দৈত্যাধিকৃত প্রদেশে অলকাসদৃশী এক অতি রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিল। তথায় ঐ সমস্ত নারীগণ, প্রাগজ্যোতিষ পতি ও মুরুর দশ পুত্র বাস করিত। প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ উহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা নরকাসুরের উপাসনা করিত। এই এক মাত্র নরকাসুর ব্রহ্মার বরপ্রসাদে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে সকল ঘোর দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, উহা পূর্ব্বকালে সমস্ত অসুরগণ মিলিত হইয়াও কখন করিতে পারে নাই। এই মহাসুর কুণ্ডল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অদিতিরও অবমাননা করিয়াছিল। তাহার হয়গ্রীব, নিসুন্দ, বীর পঞ্চনদ ও পুরু নামে চারি যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্বারপাল ছিল। মুরু স্বকীয় পুত্র সহস্রের সহিত সমবেত হইয়া আকাশপথ পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া অবস্থান করিত। সর্ব্বদা রাক্ষসগণের সহচর হইয়া মহাত্মাদিগের ত্রাসোৎপাদন করিত।

হে মহারাজ! এই সকল দুরাত্মাদিগের বিনাশ করিবার নিমিত্তই শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধারী জনার্দ্দন বৃষ্ণিবংশে দেবকীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। এই বিখ্যাতকীর্ত্তি পুরুষোত্তমের বাসার্থ দেবগণ নানা উপায়ে ইহার দ্বারকানিবাস বিধান করেন। ঐ

দ্বারকাপুরী ইন্দ্রভবন অপেক্ষাও অতি রমণীয়, মহার্ণবে পরিবেষ্টিত ও পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা উপশোভিত। তন্মধ্যে কাঞ্চনময় তোরণশালিনী এক পরম সুন্দর সভা বিদ্যমান আছে। ঐ সভা দাশার্হী নামে বিখ্যাত, যোজন পরিমিত স্থান ইহার পরিসর, রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ তথায় আসীন হইয়া সমস্ত লোকযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। একদা তাঁহারা সকলে সভায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত ও অদূরে কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অন্তরীক্ষকে উদ্ভাসিত করিয়া তন্মধ্য হইতে প্রভাজাল সমাবত শুভ্রমাতঙ্গ সমারূঢ় দেবগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্র ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছেন দৃষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে ইন্দ্র তাহাদের সম্মুখে ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দ্বারকাবাসী সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অর্চ্চনা করিলেন। পুরন্দর এইরূপে অর্জ্জিত হইয়া জনার্দ্দন, রাম, মহারাজ উগ্রসেন, আহুক ও অন্যান্য বৃষ্ণিগণকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও বলদেব সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ সভা সমুজ্জ্বল করিয়া তথায় আসীন হইলে অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা যথাবিধি তাঁহার সমুদাচার প্রদর্শিত হইল।

১২১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাতেজা বাসব তদীয় অনুজ উপেন্দ্রের চিবুকে হস্ত পরামর্শ করিয়া প্রশান্তবাক্যে কহিলেন, দেবকী নন্দন! মধুসূদন! অমিত্রকর্ষণ! অদ্য আমি তোমার নিকটে যে জন্য আগমন করিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। রাক্ষসপ্রকৃতি নরক নামে একজন দিতিনন্দন ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়া অদিতির কুণ্ডলদ্বয়ও বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। সে নিরন্তর দেবতা ও ঋষিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তোমার ও ছিদ্রান্বেষণে সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অতএব তুমি সেই দুরাত্মাকে শীঘ্র বিনাশ কর। এই কামচারী অতি বীর্য্য মহাতেজা বিনতানন্দন গরুড়ও এই স্থানে উপস্থিত আছেন, ইনি তোমাকে অন্তরীক্ষপথে, তথায় লইয়া যাইবেন। সেই ভূমিতনয় নরকাসুর সর্ব্বলোকের অবধ্য। তুমি উহাকে নিহত করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান কমললোচন কৃষ্ণ নরকাসুরকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তদনন্তর সত্যভামাসহচর কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রের সহিত গরুড় বাহনে প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে আবহ প্রবহাদি সপ্ত মারুতপথ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন। ইন্দ্র ঐরাবতে, কৃষ্ণ গরুড়োপরি গমন করিতেছেন, উহা দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইয়াছেন। এই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইন্দ্র ও কেশবের স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। অনন্তর উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন। দেবরাজ বাসব স্বকর্ত্তব্য মনে করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন, কৃষ্ণও প্রাগজ্যোতিষ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে বায়ু গরুড়ের পক্ষ পবন দ্বারা আহত হইয়া প্রতিকূল গমনে বহিতে লাগিল। খেচরগণ গর্জ্জিত মেঘের সহিত চীৎকার করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ

করিল। ক্ষণকালের মধ্যে কৃষ্ণ আকাশে থাকিয়া দূর হইতে দানবগণকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন যে, পর্ব্বত দ্বারে হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য বাহন এবং ষট্ সহস্র মৌরব পাশাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজ! অনন্তর সেই নীলজলদমূর্ত্তি পীতাম্বর চতুর্ভুজ ভগবান নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা ও অসি ধারণপূর্ব্বক গরুড়োপরি আসীন থাকিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃস্থলে বনমালা দোদুল্যমান থাকাতে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তকে সূর্য্য সমুজ্জ্বল কিরীট বিদ্যুৎসনাথ চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ জ্যা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। অশনি শব্দের ন্যায় সেই ভীষণ জ্যাঘোষ দৈত্যগণের শ্রুতিগোচর হইবামাত্র তাহা বুঝিতে পারিল যে, স্বয়ং বিষ্ণুই সমুপস্থিত হইয়াছেন। তখন মুরু নামক মহাসুর কালান্তবেশে ক্রোধে নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইল। কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াই সেই কাঞ্চনমণ্ডিত হীরকখচিত মহাশক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। ঐ শক্তি অস্ত্র প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগে আসিতেছে দেখিয়া জনার্দ্দন সুবর্ণপুঙ্খ এক ক্ষুরপাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং তদ্বারা সেই দানবনিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। শক্তি ছিন্ন হইল দেখিয়া দৈত্যপতি মুরু ক্রোধে বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া পুনরায় ক্রোধরক্ত লোচনে ভীষণ গদা গ্রহণ করিল। অনন্তর সেই গদা নিক্ষেপ করিবামাত্র ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দে কৃষ্ণের দিকে আসিতে লাগিল, কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ শরাসনে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ যোজিত করিয়া আকর্ণপূর্ণ সমাকর্ষণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত বাণ অর্দ্ধপথেই সেই স্বর্ণভূষিত গদা ছেদন করিল। অতঃপর ভল্লাস্ত্র দ্বারা সেই দুরাত্মার মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে মৌরব পাশ সমুদায় ছেদন করিয়া তাহার আত্মীয়বর্গ এবং নরকাসুরের যে সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস সৈন্য তথায় বিদ্যমান ছিল তৎসমুদায়কে নিহত করিলেন। তদনন্তর সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন দেখিতে পাইলেন, মহাবল নিসুন্দ, দৈত্যপতি হয়গ্রীব বহুসংখ্যক দানবীসেনা ও অন্যান্য রণদক্ষ যোদ্ধবর্গ সমভিব্যাহারে প্রবেশ মার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহাবল নিসুন্দ কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সত্বর রথে আরোহণ করিয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ দিব্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। কেশবও তৎক্ষণাৎ অতি নিশিত সপ্ততি শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং যে সকল শর তাঁহার অভিমুখে প্রচণ্ডবেগে আসিতেছিল তৎসমুদায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অন্তরীক্ষ মধ্যে ছেদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তত্রত্য সমস্ত সৈন্যসামন্তগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং অজস্র শরজাল বর্ষণ করিয়া একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভগবান্ মধুসূদন সেই সমস্ত সেনাগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড মেঘাস্ত্রের অবতারণা করিলেন। তখন সেই মেঘাস্ত্র হইতে অনবরত শরবর্ষণ হইতে লাগিল। সৈন্যগণের প্রত্যেকের শরীরে পাঁচ পাঁচ শর বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল। দানবগণ তদ্দর্শনে ভয়ে আকুল হইয়া রণস্থল হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন নিসুন্দ স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ং রণস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা পুনরায় কেশবকে আচ্ছন্ন করিল। তৎকালে তাহার সেই শরবর্ষণ প্রভাবে রণস্থলও একবারে এরূপ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল

যে, সূর্য্য আর লক্ষিত হয় না, দিক্ সমুদায় একবারে দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এক দিব্য সূর্য্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তারা সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া শরসন্ধানে তাহার সমুদায় শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ত ক্ষণাৎ এক শরে তাহার ছত্র, তিন শরে রথেশা, চারি বাণে চতুরশ্ব ছেদন করিলেন। অনন্তর পাঁচ শরে তাহার সারথিকে বিনাশ করিয়া এক শরে রথের ধ্বজযষ্টি নিপাতিত করিলেন। অবশেষে এক নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! তখন অতি প্রতাপশালী হয়গ্রীব নিসুন্দকে পতিত দেখিয়া এক পর্ব্বতোপম প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উৎপাটনপূর্ব্বক সহসা কৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে অস্ত্র বিশারদ কেশব দিব্য পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা উহা সপ্তখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত বহুবিধ ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নানবিধ অস্ত্রপাতে রণভূমি আকীর্ণ হইয়া ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। ভগবান বিষ্ণু গরুড়ে থাকিয়া মহাসুরদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দানবগণ কৃষ্ণের মহালাঙ্গল, শাণিতশর ও সুতীক্ষ্ণ খড়্গ প্রহারে একবারে জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ বা চক্রানলে দগ্ধ হইয়া অম্বরতল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ বা গদাঘাতে গতাসু হইয়া তাহারই সম্মুখে নিপতিত হইল। কেহ কেহ বা ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাঁহার উপর অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। অসুরগণ কৃষ্ণশরে প্রপীড়িত হইয়া বিকৃতাঙ্গ ও রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চিত্রযোধী দৈত্যগণ কেশবাস্ত্রে ভগ্নাস্ত্র হইয়া সশঙ্কহৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর হয়গ্রীব এই সমুদায় ব্যাপার অবলোকনে ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া পুনরায় দশব্যাম এক বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক হস্তে ধরিয়া মহাবেগে কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। অবিলম্বে সেই মেঘবর্ণ দানব কৃষ্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় শিক্ষা কৌশলে তাহার উপর সেই বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। বৃক্ষ মহাবেগে ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে যখন কৃষ্ণের সন্নিহিত হইল, তখন ভগবান্ জনার্দ্দন সত্বরতা অবলম্বনপূর্ব্বক একবারে সহস্র বাণ প্রয়োগে সেই বৃক্ষকে আলেখ্যার্পিত চিত্রখণ্ডের ন্যায় অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পর ক্ষণেই হয় গ্রীবের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া এক নিশিত শর শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অতি বেগে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দানবপতির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইল। যে দৈত্য একাকী সহস্র বৎসরকাল সমরাঙ্গণে দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিল, অদ্য সেই মহাবল দুর্দ্দান্ত দানব অপারতেজা দুর্জ্জয় যদুনন্দনের হস্তে এক বাণেই পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অনন্তর সলিলপ্রধান লোহিতাঙ্গ প্রদেশে বিরূপাক্ষ ও দুরাত্মা পঞ্চনদ প্রভৃতি মহাসুরগণকে নিহত করিলেন। এইরূপে সেই ভগবান্ পুরুষব্যাঘ্র দেবকীনন্দন অষ্টলক্ষ দৈত্যসেনা নিপাত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন। এই নগর সন্দর্শন করিয়া তাহার বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং পরম বেশ ভুষায় অলঙকৃত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। মহাবল কেশবও তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। ঐ শঙ্খ সংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘ গর্জ্জিতের ন্যায় ঘোর গভীর শব্দে ত্রিলোক পূর্ণ করিয়া তুলিল। নরকাসুর সেই শব্দ

শ্রবণে ক্রোধে লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অষ্ট লৌহ চক্র সংযুক্ত দ্বাদশ শত হস্ত পরিমিত কাঞ্চনময় রত্ন খচিত রথে আরোহণ করিল। উহার উপবেশন বেদি বিলক্ষণ প্রশস্ত। উহার ধ্বজ যষ্টি কাঞ্চন ও হীরক খচিত। উহার পতাকা সুবর্ণ দণ্ডে সংলগ্ন হইয়া উড্ডীয়মান হইতেছে। কূবর বৈদূর্য্যমণি মণ্ডিত। মহাবীর নরকাসুর সেই লৌহজাল সমাকীর্ণ বিচিত্র চিত্র বিরাজিত অষ্টাশ্ববাহিত বিবিধ অস্ত্রপূর্ণ হেমপরিষ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যাকালীন ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ইহার গাত্রসংলগ্ন বর্ম্ম বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। শরীর কান্তি একত্র বদ্ধ অসংখ্য উল্কানলের ন্যায়। মস্তকে দিবাকর ও হুতাশনের ন্যায় সমুজ্জ্বল কিরীট বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল। ধুম্রবর্ণ বৃহৎকায় রক্তলোচন বিকটানন বিবিধ কবচধারী অসংখ্য দৈত্যদানব ও রাক্ষসগণ সজ্জিত হইয়া ইহার সহচর হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ খড়্গ চর্ম্মধারী হইল, কেহ কেহ বা পৃষ্ঠদেশে তূণীর ধারণ করিল, কেহ শক্তিহস্ত কেহ বা শূলপাণি হইয়া বহির্গত হইল। ইহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথবেগে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে তত্রত্য সমুদায় বীরগণ চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। সেনানায়ক সাক্ষাৎ কালপ্রতিম নরকাসুরও ঐ সমস্ত সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া হইয়া বহির্গত হইল। তৎকালে সহস্র সহস্র ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও পণবাদি বিবিধ বাদ্য ঘোরশব্দে বাজিয়া উঠিল, নরক মহীপতি ঐ সমুদায় তুমুল মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইল, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই বিকৃতানন দৈত্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে গরুড়াসীন কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। এবং অজস্র বাণবর্ষণ দ্বারা কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করিয়া শক্তি, শূল, গদা, প্রাস ও তোমরাস্ত্র প্রভৃতি বহুতর অস্ত্রে আকাশমণ্ডলও সমাচ্ছন্ন করিল।

এদিকে নীলনীরশ্যম কৃষ্ণও জলদনিস্বন শার্ঙ্গধনু গ্রহণ ও বিস্ফারিত করিয়া দানবগণের প্রতি, অনবরত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। সেই বাণবর্ষণপ্রভাবে দানবসৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া সমরাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণের সহিত ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত। তাহারা কৃষ্ণশরে প্রপীড়িত হইয়া ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। কাহার হস্ত, কাহার গ্রীবা, কাহার মস্তক, কাহার মুখ ছিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ চক্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ড, কেহ বা শর প্রহারে বিদীর্ণবক্ষা হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। শক্তি অস্ত্রপাতে কাহার হস্তী, কাহার অশ্ব, কাহার রথ দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। কাহার কাহার শরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে হস্তী অশ্ব ও রথ প্রভৃতি দানবীসেনা বিপাটিত ও প্রমর্দ্দিত হইয়া পড়িলে, তখন নরকাসুরের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহারাজ! আমি এই সংগ্রাম সংক্ষেপে বর্ণন করিব শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে মধুনামক দৈত্যপতির সহিত মধুসূদনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই সুর বিত্রাসন নরকের সহিতও ইহাঁর সেইরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর কালান্তক সদৃশ নরক ক্রোধারুণনেত্রে ইন্দ্রচাপ সদৃশ এক ভীষণ শরাসন গ্রহণ করিল। কেশবও প্রভাকরকর সদৃশ এক বাণ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ ক্ষণকালের মধ্যে বহুতর দিব্যাস্ত্র দ্বারা নরকের রথ পরিপূরিত করিয়া তুলিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল নরকার উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেশব অসুরপ্রযুক্ত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বজ্র নির্ঘোষে তুমুল শব্দ করিতে করিতে সমাগত হইতেছে দেখিয়া চক্রাস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় ছিন্ন

করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর এক শর প্রহারে তাহার সারথিকে যমদনে প্রেরণ করিয়া দশবাণে তাহার রথ, রণধ্বজ ও অশ্বগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই অপর এক শরে তাহার গাত্রবর্ম্ম পর্য্যন্ত স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন সে নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় আকার ধারণ করিল। এইরূপে দানবপতি হতাশ্ব, হতসারথি, বিরথ ও বিতনুত্র (বর্ম্মবিহীন) হইয়া লৌহশর বিমলজ্বালাযুক্ত ইন্দ্রের বজ্র সদৃশ সুদৃঢ় এক শূলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া কেশবের উপর বেগে নিক্ষেপ করিল। সেই সুবর্ণ সমুজ্জ্বল শূলাস্ত্র আপতিত হইতেছে দেখিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণ এক ক্ষুরোপাস্ত্র দ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অত্যুগ্র প্রদীপ্ত চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। নরকাসুরের শরীর সেই চক্রপাতেই দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বোধ হইল যেন গিরিশৃঙ্গ ক্রকাচাস্ত্রে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। সূর্য্যদেব যেন সর্ব্বদেব প্রভু কৃষ্ণকে পাইয়া অস্তমিত হইয়াছে। যেন গৈরিক শৃঙ্গ বজ্রাস্ত্রে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সময়ে পৃথিবী পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া দুইটা কুণ্ডলহস্তে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, আবার আপনিই গ্রহণ করিলেন। বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আপনার ক্রীড়ার বস্তু। অতএব আপনি যখন যে রূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিবেন, কার্য্যতঃও তাহাই হইবে, সে বিষয়ে আর কথা কি? এক্ষণে আপনি এই কুণ্ডল দুইটী গ্রহণ করুন এবং আমার পুত্রের প্রজাবর্গ পালন করুন।

১২২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রপয়াক্রম ভগবান উপেন্দ্র ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া তাহার ভবন সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ উহার ধনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন অক্ষয় ভাণ্ডার প্রভূত ধন, বিবিধ রত্ন, রাশীকৃত মণি, মুক্তা, প্রবাল ও বৈদূর্য্য মণিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অন্য স্থানে মরকত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও হীরকরাশি স্তুপাকারে রহিয়াছে। কোথায়ও বা অগ্নিবর্ণ সুবর্ণশয্যা ও মহার্হ সিংহাসন সজ্জিত রহিয়াছে। চন্দ্রকিরণবৎ উহার প্রতিভা দ্বারা সমস্ত গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শয্যার দণ্ড সমুদায় হিরণ্যনির্ম্মিত, অতি মনোহর ও শীতরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তথায় বর্ষমান অম্বুদের ন্যায় এক প্রকাণ্ড ছত্র আছে। উহার চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ সুবর্ণের শত সহস্র ধারা (ঝালর) বিদ্যমান আছে। শুনিয়াছি এই ছত্র পূর্ব্বকালে নরকাসুর বরুণের নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিল।

মহামতি কৃষ্ণ নরকাসুরের ধনাগারে যে সমুদায় রত্ন ও বিপুল ধনরাশি অবলোকন করিলেন, উহা কখন ধনাধিপ কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র কিম্বা যম কখন চক্ষে দেখেন নাই অথবা কর্ণেও শুনেন নাই। ভূমিপুত্র নরকাসুর, নিসুন্দ ও দানবপতি হয়গ্রীব নিহত হইয়াছে দেখিয়া হতাবশিষ্ট কোষাধ্যক্ষ দানবগণ তৎসমুদায় রত্ন, ধনরাশি, মহামূল্য অন্যান্য বস্তুজাত এবং অন্তঃপুর, কেশবকে সমর্পণ করিয়া কহিল, মহাত্মন্! এই সমস্ত বিবিধ ধনরত্ন,

প্রবালখচিত অঙ্কুশ, কাঞ্চনসূত্রনির্ম্মিত বন্ধনশৃঙ্খল, চাপ তোমন, রুচির পতাকা ও বিবিধ বিচিত্র পৃষ্ঠান্তরণ সমাযুক্ত বৃহদাকার বিংশতি সহস্র মাতঙ্গ, দ্বাবিংশতি সহস্র হস্তিনী, অষ্টলক্ষ দেশীয় অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব, গোধন আপনার যত ইচ্ছা হয় তত, অতি সূক্ষ্ম লোমজ বসন, শয়ন, আসন, কামবিহারী প্রিয় দর্শন পক্ষিগণ, চন্দন, অগুরু কাষ্ঠ, কুঙ্কুম,আর ত্রিলোকাহৃত সমস্ত ধন এই সমুদায়ই ধর্ম্মানুসারে আপনার প্রাপ্য হইয়াছে, অতএব তৎসমুদায় আপনার ভবনে প্রেরণ করি। দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোকে যে সমুদায় ধন ও রত্ন দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়ই এই নরকাসুরের গৃহে বিদ্যমান আছে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হৃষীকেশ তৎসমুদায় রত্ন সন্দর্শন ও গ্রহণ করিয়া দানবদিগের দ্বারা দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর হিরণ্যধারাবর্ষী বারুণ ছত্র স্বয়ং উৎক্ষিপ্ত করিয়া মূর্ত্তিমান্ অম্বুদাকৃতি গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে গিরিবর মণি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নির্ম্মল পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। হেমবর্ণ মণিপ্রভা দিবাকর কিরণকেও পরাভূত করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মধুসূদন তত্রত্য বৈদূর্য্যমণিসদৃশ নীলবর্ণ তোরণ, পতাকা, দ্বার ও শিখর সমুদায় অবলোকন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। বিদ্যুন্মাল বিরাজিত মেঘবৃন্দের ন্যায় সেই মণিপর্ব্বত কাঞ্চনখচিত বিচিত্র বিতান শোড়িত প্রাসাদাবলীতে উপশোভিত হইয়া পরম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে । ভগবান্ মধুসূদন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি পরমাসুন্দরী নিবিড়নিতম্বা গন্ধর্ব্বকন্যাও অসুরদুহিতা রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রক্ষিবর্গ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহারা সেই স্বর্গতুল্য স্থানে থাকিয়া অভিলাষবর্জ্জিত সুখিনী দেবকন্যার ন্যায় কালক্ষেপ করিতেছিল। তাঁহারা সকলেই নিয়মাবলম্বন, এক বেশী ধারণ ও কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। ব্রতোপবাসে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কৃষ্ণদর্শন লালসাই তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক ছিল। সম্প্রতি যদুকুলসিংহ তথায় আগমন করিয়াছেন, শুনিবামাত্র নরকাসুর মহাসুর মুরু হয়গ্রীব ও নিসুন্দ নিহত হইয়াছে স্থির করিয়া কামিনীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। ইহাদিগের রক্ষণার্থে যে সমুদায় বৃদ্ধ দানব রক্ষিবর্গ নিযুক্ত ছিল, তাহারাও বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া কৃষ্ণকে প্রণিপাত করিল। তখন সমাগত রমণীগণ সেই বৃষভলোচন সুধাংশুবদন কৃষ্ণকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। কহিল পূর্ব্বে পবনদেব ও সর্ব্বহৃদয়াভিজ্ঞ মহর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন যে, শঙ্খ চক্র গদা ও অসিধারী দেব নারায়ণ শীঘ্রই ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া আমাদের স্বামী হইবেন, এ কথা যথার্থ। অদ্য আমরা সেই চিরশ্রুত প্রিয়দর্শন অরিন্দম মহাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

অনন্তর বাসবানুজ কমললোচন মাধব সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া শিবিকাবাহকদিগকে কহিলেন, তোমরা ইহাদিগকে শীঘ্র বহন করিয়া লইয়া যাও। এই কথা শ্রবণ করিকমাত্র বায়ুসম বেগগামী সহস্র সহস্র বাহক রাক্ষস কিঙ্কর আসিয়া বিষম কোলাহল আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাবল বাসুদেব স্বকীয় বাহুবলে সেই পরম শোভাকর চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ মণিকাঞ্চনময় তোরণ সমাযুক্ত এবং পক্ষী, মাতঙ্গ, সর্প,

মৃগ, শাখামৃগ, ন্যঙ্কু, বরাহ প্রভৃতি। জীব সমূহে সমাকীর্ণ ; প্রশস্ত শিলাতল, সুদীর্ঘ জলপ্রপাত, পাদপশ্রেণী ও বিচিত্র শিখর বিশিষ্ট অতি অদ্ভুত পরমসুন্দর ভাস্বর মণিপর্ব্বতের শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া পতগরাজ গরুড়পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া স্বয়ং ভার্য্যা সত্যভামার সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। পক্ষিরাজ গরুড় অবলীলাক্রমে সেই পর্ব্বত শৃঙ্গ ও ভার্য্যাসহ জনার্দ্দনকে পৃষ্ঠে লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইলেন। সেই হিমাদ্রি শিখরোপম পক্ষিরাজের পক্ষপবনে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গ কম্পিত বৃক্ষ সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, মেঘ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও কতকগুলি সঙ্গে সঙ্গে চালিত হইতে লাগিল। বিহগরাজ কেশবের আদেশানুসারে ক্রমশঃ চন্দ্র সূর্য্যের গমন পদবী অতিক্রম করিয়া বায়ু বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর গন্ধর্ব্বগণ-সেবিত সুমেরু পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে উপস্থিত হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বগণ, মরুৎ, সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আলয় সমুদায় ভগবান কেশবের নেত্রপথে পতিত হইল। ঐ সমুদায় উত্তীর্ণ হইলে মহেন্দ্রালয় প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবিষ্ট হইবামাত্র গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন কৃষ্ণ কুণ্ডলদ্বয় প্রদানপূর্ব্বক সস্ত্রীক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক বিবিধ রত্নাদি দ্বারা সৎকৃত এবং সত্যভামাও পৌলোমী ইন্দ্রাণী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সকলে মিলিয়া দেবমাতা অদিতির সমৃদ্ধিসম্পন্ন দিব্য ভবনে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তপঃপরায়ণা ভাগ্যবতী অদিতি চতুর্দ্দিকে অপ্সরোগণে বেষ্টিত ও উপাসিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। দেখিবামাত্র দেবরাজ পুরন্দর জনার্দ্দনকে অগ্রে করিয়া সত্যভামা শচী সমভিব্যাহারে মাতার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন এবং সকলেই তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্র কৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, এই মহাত্মাই আপনার কুলদ্বয় উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণের সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। যশস্বিনী দেবমাতা অদিতি তখন পুত্রদ্বয়কে পরমাহ্লালাদ সহকারে আলিঙ্গন ও যথাবিধি অভিনন্দন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কহিলেন বৎস কেশব! তুমি সর্ব্বলোকের অজেয় ও অবধ্য হইয়া আমার পুত্র দেবেন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্র সকলের পূজ্য হইবে। আর তোমার এই সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ দিব্যগন্ধশালিনী মনোরমা সতত প্রিয়দর্শনা স্ত্রীর বধূ সত্যভামা আমার বরপ্রসাদে স্থিরযৌবনা হইবেন। তুমি যাবৎ মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে তাবৎ জরা ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এইরূপে মহাবল কৃষ্ণ দেবমাতা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত এবং দেবরাজ কর্ত্তৃক ধনরত্নে অর্চ্চিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। পরে দেবগণের ক্রীড়াস্থান পরিক্রমণ এবং সুরষিগণের নিকট সম্মানলাভ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রের ক্রীড়াকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন সুরগণসেবিত চিরকুসুমিত পুণ্যগন্ধ হৃদয়গ্রাহী অতি সুন্দর এক দিব্য পারিজাত বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। এই পাদপমূলে গমন করিলে লোকমাত্রেই জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। দেবগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অমিতপরাক্রম কৃষ্ণ তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক ঐ মহাদ্রুম উৎপাটনপূর্ব্বক গরুড়োপরি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা অপ্সরোলোকে উপস্থিত হইয়া দিব্য অপ্সরোগণকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণও কৃষ্ণের পশ্চাদাসীন

সত্যভামার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহারা আকাশমার্গে দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাবাহু দেবরাজ কৃষ্ণের পারিজাতহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উহার অনুমোনই করিলেন প্রত্যুত কহিতে লাগিলেন, অদ্য আমি কৃষ্ণের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

মহারাজ! শত্রুতাপন কৃষ্ণ এইরূপে দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও তাঁহাদের স্মৃতিপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে স্বর্গধাম হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে তাদৃশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যাদবীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ভগবান শ্রীমান বাসবানুজ কৃষ্ণ অতি মহৎকার্য্য সমাধা করিয়া গরুড় বাহনে দ্বারকায় আগমন করিলেন।

১২৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি ধীমান কৃষ্ণের কেবল মাথুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি ত' তাঁহার সমস্তই অবগত আছেন, অতএব তিনি দ্বারকায় গমন করিয়া দারপরিগ্রহের পর যাহা কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভু কৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিলে দারপরিগ্রহের পর তাঁহার বড় ষড়্গুণযুক্ত যে সমুদায় কীর্ত্তিকলাপ জগতে প্রথিত আছে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাপ্রতাপশালী বাসুদেব দেবী রুক্মিণীকে দারপরিগ্রহ করিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রৈবত পর্ব্বতে গমন করিলেন। দেবী রুক্মিণীর উপবাসাবসানে তাঁহার পরণোপলক্ষে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তৃপ্তিসাধন করাই তাঁহার গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাসুদেব মহর্ষি নারদের আদেশানুসারে পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য ষোড়শ সহস্র পত্নীগণও অনুরূপ সমৃদ্ধি সহকারে তথায় গমন করিলেন। ভগবান হরি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রতপারণ দিবসে ধার্ম্মিকবর বন্দনীয় হিতবাদী সদ্বংশজাত পুণ্যকর্ম্মা বেদাধ্যায়ী ঋত্বিকপ্রধান ধনার্থী মহাত্মা দ্বিজাতিগণকে প্রার্থনানুরূপ ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া জ্ঞাতিগণকেও বিহিতবিধানে পরিতৃপ্ত করিলেন। এই রূপে ব্রতপারণ শেষ হইলে ভগবান ধর্ম্মবৎসল কৃষ্ণ ভীষ্মকতনয়া প্রিয়তমা ভার্য্যা রুক্মিণীর বহু প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা বাসুদেব রুক্মিণীর সহিত একাসনে আসীন হইয়া বিস্রব্ধ আলাপে পরস্পর পরমসুখে কালক্ষেপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপ্রমেয়াত্মা মহামতি বাসুদেব মহর্ষি নারদকে পাইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। পরমার্চ্চনীয় মুনিবর নারদ কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইয়া তাঁহার হস্তে একটা পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা রুক্মিণীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ভোজদুহিতা রুক্মিণী কৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সেই অমলপত্রকুসুম গ্রহণপূর্ব্বক আঁহার ইঙ্গিতানুসারে স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। একতঃ তিনি নারায়ণ মনোরমা, ত্রিলোকীর সমস্ত রূপের আধার, তাহাতে আবার সেই মনোহর পারিজাত পুষ্প মস্তকে ধারণ করাতে শোভার আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মুনিবর ব্রহ্মার পুত্র নারদ রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! পতিব্রতে! এ পুষ্প তোমারই উপযুক্ত। এই পুষ্প তোমার সংসর্গ লাভ করিয়া অদ্য যথার্থই অলঙ্কৃত হইল। হে কল্যাণিনি! হে ভর্ত্তৃবৎসলে! এই জন্যই লোকে তোমার এত গৌরব করিয়া থাকে। এ পুষ্পও কখন ম্লান হয় না এবং সংবৎসরকাল অভিমত গন্ধ প্রদান করিয়া থাকে। হে দেবি! ইচ্ছা করিলে ইহা হইতে কখন শৈত্য কখন উষ্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। এ অত্যুৎ কৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত রসদানেও সমর্থ। ইহাকে সেবা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে মানুষের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকে। দেবি! তুমি ইহার নিকট অন্যান্য যে কোন পুষ্প অভিলাষ করিবে তাহাও তৎক্ষণাৎ লাভ করিতে পারিবে। ইহা সৌভাগ্যের আধার ও ধার্ম্মিকজনের ধর্ম্মপ্রদ। যিনি ইহাকে ধারণ করেন কদাচ তাঁহার অশুভমতি উপস্থিত হয় না। আর তুমি যখন ইহার নিকট যেরূপ বর্ণ দেখিতে অভিলাষ করিবে সেইরূপ বর্ণই ধারণ করিয়াছে দেখিতে পাইবে। আবার ইচ্ছানুসারে উহা কখন স্থূল কখন ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে যে স্থানে রাখিবে তথায় দুর্গন্ধ কদাচ স্থান পায় না প্রত্যুত সদ্গন্ধেই সে স্থান আমোদিত করিয়া থাকে। এ পুষ্প যে গৃহে রাখিবে তথায় রাত্রিতে প্রদীপের আবশ্যক হইবে না। আর তুমি চিন্তা করিবামাত্র ইহার নিকট সন্তানক পুষ্পের অম্লান মালা, পুষ্পবস্ত্র ও পুষ্পমণ্ডপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ইহাকে নিকটে রাখিলে দেবগণের ন্যায় কদাচ তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বরা বা কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত হইবে না। ইচ্ছা করিলে তানলয় সংযুক্ত ও মধুরবাদ্য সহকৃত তোমর গুণানুগানও করিবে। এইরূপে সংবৎসরকাল তোমার নিকটে থাকিয়া বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র পুনরায় স্ব-তরুতে গিয়া সংলগ্ন হইবে। হে সুব্রতে! সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দেবগণের সৎকারের নিমিত্তই পারিজাতের এই সমুদায় নৈসর্গিক গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভবকদী হিমালয়দুহিতা উমা, দেবমাতা অদিতি, পৌলোমী ইন্দ্রাণী, বেদমাতা সাবিত্রী, দেবী লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবপত্নী এবং দেবগণ ও বসুগণ সকলেই ইহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক বৎসরের অধিক কাল উহা কাহার নিকট থাকে না।

হে ভোজনন্দিনি! আমি আজি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে তোমার ঘোড়শ সহস্র সপত্নীর মধ্যে তুমিই কেশবের যথার্থ প্রিয়া এ সর্ব্বপ্রধানা। অতএব অদ্য তোমায় সমস্ত সপত্নীগণকেই আত্মাভিমানে শিথিল প্রযত্ন হইতে হইবে। মধুসূদন যখন তোমাকেই এই মন্দার কুসুম প্রদান করিলেন তখন তোমার সৌভাগ্য ও অপ্রতিম যশ সর্ব্বত্র প্রথিত হইল। দেবী সত্রাজিতী সত্যভামা সর্ব্বদা আপনার সৌভাগ্যগর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন কিন্তু অদ্য তাহার সে গর্ব্ব কত দূর সঙ্গত তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। শাম্বমাতা পান্ধারী এবং এই মহাত্মার অন্যান্য ভার্য্যাগণ সকলেরই মনে ঐরূপ সৌভাগ্যের আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল অদ্য তাহাদেয় সে আশা একবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। হে দেবি! অদ্য তোমার সৌভাগ্যরূপ অদ্বিতীয় জৈত্ররথ বহির্গত হইল, উহা আর সহস্র মনোরথ রথেও পরাভূত করিতে পারিবেনা। হে দেবি! হে সর্ব্বশোভনে! হে সৌভাগ্যবতি ভোজনন্দিনি! তুমিই যে

মহাত্মা কৃষ্ণের জীবিত সর্ব্বস্ব তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। নতুবা তোমাকে এই ত্রৈলোক্য-রত্ন-সর্ব্বস্ব দান করিবেন কেন? অতএব বোধ হয় তোমাকেই কেশব স্বীয় জীবনও প্রদান করিয়াছেন।

মহারাজ! যৎকালে মহর্ষি নারদ এইরূপে যথার্থ বাক্যে রুক্মিণীর বহুপ্রশংসাবাদ করিতেছিলেন, তখন সত্যভামার প্রেরিতা পরিচারিকা এবং অন্যান্য সপত্নীগণের পরিচারিকাগণও তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা উহা অবলোকন এবং নারদের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রীস্বভাববশতঃ অগ্রই এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। উহা শ্রবণ করিয়া কেশবের অন্যান্য পত্নীগণ কুলগত গুহ্য বিষয়ের ন্যায় উহা লইয়া পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল। এবং হৃষ্টান্তঃকরণেই রুক্মিণীর গুণাতিশয্য কীর্ত্তন করিয়া কহিতে লাগিল। রুক্মিণী পুত্রের মাতা তাহাতে আবার আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠা সুতরাং এরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্তি তিনিই যোগ্য হইতে পারেন কিন্তু রূপ যৌবন সম্পন্না অতুল বিক্রম বিষ্ণুর প্রিয়াভিমানিনী সৌভাগ্যগর্ব্বিতা দেবী সত্যভামা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ঐকথা শ্রবণমাত্র ঈর্ষা ও অভিমান একবারে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তখন তিনি বর্দ্ধিত অগ্নিশিখার ন্যায় রোষাকুলিতচিত্তে কুঙ্কুমকষায়িত বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া তারকা যেমন সজল জলধরের মধ্যে প্রবেশ করে তদ্রূপ নির্জ্জন ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ঈর্ষাজনিত ক্রোধানলে দগ্ধাঙ্গ হওয়াতে তাঁহার শরীর কান্তি একবারে প্রভা পরিশূন্য মলিন হইয়া উঠিল। তিনি ললাট দেশে হেমন্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়রোষসূচক শুভ্র দুকূল বন্ধন করিয়া তৎপার্শ্বে সরস রক্তচন্দন লেপন করিলেন। অনন্তর এক বেণী ধারণ করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক দীর্ঘ উপাধানদ্বয় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মধ্যে মধ্যে যখন সপত্নীর সৌভাগ্য স্মরণ হইতে লাগিল অমনি ক্রোধে মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অলঙ্কার সমুদায় গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দেবী সত্যভামা সামান্য পরিচারিকার বচনানুসারে অকারণ ক্রোধ পরবশ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে করস্থি কমল নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

১২৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহর্ষি নারদ তথায় উপবিষ্ট হইয়া রুক্মিণীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন দেখিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি তাঁহার পরিচর্য্যার ভার সমর্পণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ মাধব কোন কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাণপ্রিয়তমা সত্যভামা অভিমানভরে কুপিতা হইয়াছেন জানিতে পারিয়া রমণীয় রৈবতক পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মারচিত সত্যভামার গৃহে সত্বর গমনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দারুককে দ্বাঁরদেশে অবস্থান করিতে বলিয়া স্নেহ বশতঃ প্রণয়িণীর প্রণয়কোপ ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় ধীরে ধীরে তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন দেবী ক্রোধাগারে পরিচারিকাগণে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধ বশতঃ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ছেন। কখন নখরছিন্ন, করস্থিত কমল মুখপদ্মে সংলগ্ন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কখন আকুঞ্চিতাগ্র চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখন পূর্ব্বক অধোমুখে

অবস্থান করিতেছেন। কখন বা পৃষ্ঠদিকে মুখ ফিরাইয়া 'সে আবার আমা হইতে সৌভাগ্যবতী' বলিয়া বারম্বার হাস্য করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া বাম করতলে মুখকমল নিবেশিত করিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন। কখন পরিচারিকাগণের হস্ত হইতে স্নিগ্ধ চন্দন গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে লেপন এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এক একবার শয্যায় শয়ন করিতেছেন আবার তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উত্থিত হইতেছেন।

মহামতি বাসুদেব দূর হইতে প্রেয়সীর এই রূপ বিবিধ রোষলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর যখন পুনরায় তিনি অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া উপাধানের উপর সন্নিবেশিত করিলেন, সেই সময় জনার্দ্দন 'ইহাই প্রকৃত অবসর' মনে করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা পরিচারিকাগণকে আত্ম নিবেদন নিষেধ করিয়া নিঃশব্দে সত্বর গমনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সহাস্যবদনে বীজন করিতে লাগিলেন। পারিজাত পুষ্প সংস্পর্শে তাঁহার গাত্র মানুষদুর্লভ দিব্যগন্ধে সুরভিত হইয়াছিল, সত্যভামা সহসা সেই অত্যদ্ভুত গন্ধ আঘ্রাণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একি! কোথা হইতে এ গন্ধ আসিল! বলিয়া মুখাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন, কিন্তু পৃষ্ঠদেশে যে কৃষ্ণ বসিয়া আছেন তাহা তখনও দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখন শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাগণকে গন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহার বাক্যের উত্তর প্রদান না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অধমুখে ভূমিতে জানু পাতিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতঃপর দেবী সত্যভামা মনে করিলেন হয় ত' এই অপূর্ব্ব গন্ধ মেদিনী হইতে উদগত হইতেছে। নতুবা এ গন্ধ কোথা হইতে আসিবে। অথবা অন্য কোন বস্তুরই বা হইবে। যাহা হউক কি এ, অনুসন্ধান করিতে হইল। এই কথা বলিয়া যেমন ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, লোকভাবন কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দেশে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'হাঁ এইরূপই সম্ভব' এই কথা বলিয়া বাষ্পকুল লোচনে অভিমান ও প্রণয়কোপে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার চারু ওষ্ঠদ্বয় প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। অধোমুখে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মুখ বিবর্ত্তন করিয়া মুহূর্ত্তকাল এইরূপ অবস্থান করিয়া রহিলেন। অতঃপর কুটী বিস্তার করিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টিতে করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক হরিকে কহিলেন, আজ যে বড় শোভা দেখিতেছি। এই কথা বলিবামাত্র পদ্মপত্র হইতে যেমন নীহার বারি প্রশ্রুত হয়, তোপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে প্রণয়কোপজনিত অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। শ্রীবৎসলাঞ্ছিত কমললোচন প্রভু কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া প্রণয়কোপ জনিত উদ্যত বাষ্পবারি মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে নীলাম্বুজনয়নি! হে সুন্দরি! পদ্মপত্র হইতে জল নিষেকের ন্যায় তোমার কমললোচন হইতে অদ্য বারিধারা নিপতিত হইতেছে কেন? তোমার সুচারু বদন আজ কি জন্য প্রভাতকালীন চন্দ্রমা এবং মধ্যাহ্নকালীন পঙ্কজের ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিল? আজ কি জন্য তোমার অতি প্রিয় কুকুম ও মহাজনরঞ্জিত বসন পরিত্যাগ করিয়া শুক্লাম্বর পরিধান করিয়াছ? তুমি ত' কখন দেবার্চ্চনার সময় ব্যতীত শুক্ল বসন পরিধান কর না হে সুগাত্রি! তুমি বল দেখি, কি জন্য আজ তোমার গাত্র আভরণ শূন্য হইয়াছে? হে

প্রিয়দর্শনে! যে বদন সতত অলকাচিত্রে চিত্রিত থাকে, সে বদন আজ কি জন্য শুক্লবসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ? হে আয়তাপাঙ্গি! আজ কেন তুমি ললাটদেশে সরসচন্দন বিলেপন করিয়া উহার স্বাভাবিক শোভা বিলুপ্ত করিয়াছ? আজ কেন এরূপ বেশ অবলম্বন করিয়া আমায় মনঃপীড়া প্রদান করিতেছ? চন্দনরস বিলেপিত হইয়া কপোলপ্রণয়ী অলকাপত্রের সপত্নভাব ধারণ করিয়াছে, রত্নাভরণ শূন্য হওয়াতে তোমার নিতম্ব গ্রহনক্ষত্র শূন্য নভোমণ্ডলের ন্যায় একবারে শোভা রহিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণচন্দ্রবিদ্বেষী মিতভাষী উৎপল সুরভি সহাস্যবদনে আজ আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? কি জন্যই বা আমার প্রতি সে কটাক্ষদর্শন তিরোহিত হইল? এক্ষণে তুমি দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত অঞ্জনদূষিত অশ্রুবর্ষণ পরিত্যাগ কর। অয়ি মনস্বিনি! আর রোদন করিও না, ক্ষান্ত হও। বদন শোভাপহারী অঞ্জনাবিল নেত্রজল আর মোচন করিও না। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি ত’ তোমার জগদ্বিখ্যাত সেই কিঙ্করই আছি, তবে কি জন্য আমায় পূর্ব্বের ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিতেছ না? দেবি! আমি কি তোমার কোন অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছি যে তাহাতেই তুমি আত্মাকে এত কষ্ট প্রদান করিতেছ? সুন্দরি! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি ত’ কখন শরীর মন অথবা বাক্য দ্বারাও তোমার কোন অপ্রিয়কার্য্য করি নাই। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আমার অন্যান্য পত্নীদিগের মধ্যে তোমার প্রতিই বহু মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। তোমাতে আমার যেরূপ স্নেহ ও মমতা আছে তাহা আর কাহার উপর নাই, অধিক কি প্রাণান্তেও সে প্রীতি বিচলিত হইবার নহে। দেবি! আমি অন্তরের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ক্ষমা ও গন্ধ যেমন মেদিনীর, শব্দাদি যেমন আকাশের, দীপ্তি যেমন অগ্নির, প্রভা যেমন দিবাকরের, অচলাকান্তি যেমন চন্দ্রমার স্বাভাবিক গুণ, তোমার প্রতি আমার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ তদ্রূপ।

জনার্দ্দন এইরূপ মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিলে সত্যভামা নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি ত’ জানিতাম আপনি আমারই। কিন্তু অদ্য জানিলাম তাহা নহে, আমার প্রতি আপনার স্নেহ প্রতি সামান্য। কালগতি যে অনিত্য ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি লোকচরিত পর্য্যন্ত কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমি মনে করিয়াছিলাম এ জীবনে আপনিই আমার আমিও আপনার। আমি অধিক আর কি বলিব আপনার হৃদয় আপনিই জানিতে পারিতেছেন। আপনি বাক্যে যেন মধুবর্ষণ করিয়া থাকেন কিন্তু অন্তর আপনার কপটতায় পূর্ণ; আপনার অকৃত্রিম স্নেহ যাহা কিছু আছে তাহা বরং অন্যের উপরেই অধিক।

হে পুরুষোম! আমি নিতান্ত সরলভাবা ও আপনাতেই একান্ত অনুরাগিণী, সেই জন্যই আমাতে আপনার এত অবজ্ঞা ও এত কপটতা। যাহা হউক এক্ষণে আমার যাহা শুনিবার তাহা শুনিলাম, যাহা দেখিবার তাহাও দেখিলাম; স্নেহের ফলোদয়ও যথেষ্ট হইয়াছে আর আবশ্যক নাই। সম্প্রতি যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহই থাকে তবে অনুমতি করুন, আমি তপস্যা করি। কারণ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী লোকের পক্ষে কি তপস্যা, কি ব্রতানুষ্ঠান, কিছুরই ফলোদয় হয় না।

১২৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই সাধুশীলা পতির কল্যাণিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া স্বামীর বাস্ত্রান্তভাগ গ্রহণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া পুনরায় অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। তখন মহামতি কৃষ্ণ প্রণয়কুপিতা অভিমানবতী সাধ্বী সত্যভামাকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, অয়ি কমললোচনে! তোমার এই শোকাবেগ আমার অঙ্গ সমুদায় নিতান্তই দগ্ধ করিতেছে। অয়ি সর্ব্বাঙ্গলোভনে! তোমার এই শোকের কারণ কি? কি জন্যই বা ঈদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অনুগত ভর্ত্তার শ্রোতব্য হয়, যদি কোন বাধা বিপত্তি না থাকে তবে আমার প্রাণের শপথ; সত্য করিয়া বল তোমার এইরূপ শোকের কারণ কি ?

অনন্তর সত্যভামা অধোমুখে অবস্থান করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদ স্বরে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনিই পূর্ব্বে আমার সৌভাগ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়া আমার সৌভাগ্য জগতে প্রথিত হইয়াছে। দেব! আমি তদবধি আপনার প্রিয় বলিয়া সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব মস্তকে ধারণ করিতেছি। সেই জন্যই সমস্ত নারীসমাজ আমায় এত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অদ্য সেই আমি সপত্নীগণের মধ্যে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িলাম এবং জনসমাজেও নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইলাম। আমি পরিচারিকাদিগের মুখে শুনিলাম, অদ্য দেবর্ষি নারদ একটি পারিজাত পুষ্প আনিয়া আপনাকে প্রদান করেন, উহা আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়া আপনার প্রিয়জনকে প্রদান করিয়াছেন। সেই কুসুমরত্ন প্রদান করাতে তাহার প্রতিই আপনার সমধিক সমাদর স্নেহ ও বহু সম্মান প্রকাশ করা হইয়াছে। আর মহর্ষি নারদও আপনার সমক্ষে তাহার বহু স্তুতিবাদ করিয়াছেন, আপনিও উহা হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ করিলেন, যদি আপনার অগ্রেই সে এত প্রশংসার পাত্র হইল তবে আর এ দুর্ভাগ্যজন আপনাকে কি বলিবে। প্রভো! যদি প্রথমে প্রণয়রস প্রদান করিয়া অবশেষে এইরূপ সন্তাপিত করিবেন ইহাই আপনার উচিত কার্য্য হইল তবে আর কেন অনুমতি করুন আমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হই। হে কমললোচন! আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমা অপেক্ষা আপনার আর কেহ প্রিয়পাত্র আছে। সেই অতুলতেজা মহর্ষি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না; কিন্তু আপনার সমক্ষেই যে ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছেন শুনিলাম তাহাতেই আমার শোক-সাগর উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনিই এক সময়ে বলিয়াছিলেন জগতে সকলেই সম্মানের নিমিত্তই জীবন ধারণ করে, আজ সেই সম্মান বর্জ্জিত হইয়া আমার আর জীবন ধারণের ফল কি বলুন? যাহা হইতে আমার রক্ষা হইবে অদ্য তাহা হইতেই আমার ভয় উপস্থিত হইল, যিনি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি আমায় আর রক্ষা করিবেন না। হায়! আমি এখন পরিত্যক্ত! তবে আমার আর উপায় কি? আমি এখন কোথায় যাইব? চন্দ্র-কিরণের অভাবে কুমুদিনীর যেরূপ দুর্গতি উপস্থিত হয় অদ্য আমারও সেই দশা উপস্থিত হইল। আমি দেবতাগণের যেমন প্রিয়কার্য্য করিয়াছিলাম সেইরূপ মোহবশতঃ অপ্রিয় কার্য্যও অনেক করিয়াছি, অদ্য তাহারই ফলে আমি আপনার প্রিয় হইয়াও অপ্রিয় হইলাম। আমি আপনার প্রিয় হইয়া বসন্ত-কুসুমপরিশোভিত যে রৈবতক পর্ব্বতে বিহার করিতাম, তথায় আপনার অপ্রিয় হইয়া

কিরূপে আর বিহার করিব? আপনার প্রিয়া বলিয়া যে সুমধুর কোকিল-কাকলি-বিমিশ্রিত পুষ্পগন্ধবাহী সুবিমল সমীরণ সেবা করিতাম, অদ্য আপনার অপ্রিয় সুতরাং ভাগ্যহীন হইয়া কিরূপে উহা উপভোগ করিব? আমি আপনার অঙ্কে আসীনা হইয়া যেসমুদ্রে জলকেলি করিয়াছি, আজ আমি হতভাগিনী হইয়া একাকিনী সেই জলনিধিকে কিরূপে চক্ষে দেখিব? 'সাত্রাজিতি! তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ প্রিয়জন নাই' আপনি আমাকে যে এই কথা বলিতেন, উহা অদ্য কোথায় রহিল? অথবা আমার পর আর কে উহা স্মরণ করিবে? এখন আমি আপনার নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াছি সুতরাং শ্বশ্রূদেবীই কি আর এ অভাগিনীকে সেইরূপ আনন্দ প্রস্ফুরিতনেত্রে অবলোকন করিবেন। আর আপনি যখন আমাকে সামান্য লোকের তুল্য বলিয়াও দৃকপাত করিলেন তখন আর আপনার মৌখিক স্নেহব্যঞ্জক কপটতাপূর্ণ প্রণয়েই বা আবশ্যক কি। হে শত্রু তাপন! আমি আপনাকে একাল পর্য্যন্ত কপটাচারী ধূর্ত্ত বলিয়া জানিতাম না কিন্তু অদ্য আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি আপনি পক্ষপাতী ,চপল ও লোকবঞ্চক ধূর্ত্ত। স্বর, বর্ণ, আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা আপনাকে জানিতে পারি নাই। বস্তুতঃ আপনি শঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাক্যে আপনি মধুবর্ষণ করিয়া থাকেন।

ভগবান কৃষ্ণ দেবী সত্যভামাকে এইরূপ ঈর্ষাপরতন্ত্র ও অভিমানিনী দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কমললোচনে। হৃদয়েশ্বরী প্রেয়সি! তুমি ওরূপ কথা আর মনেও করিও না, আমি অধিক আর কি বলিব, আমি তোমারই জানিবে। তবে সেই মহর্ষি আমার প্রীতিসাধন হইবে মনে করিয়া তাহাকে যে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছেন, তাহা কেবল সরলতা ও অনুরোধপরতন্ত্রতাই তাহার একমাত্র কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অয়ি হৃদয়বাসিনি! যদি তাহাও আমার অপরাধ হইয়া থাকে তবে এই আমার প্রথমাপরাধ তোমায় ক্ষমা করিতে হইবে। পারিজাতের কথা তোমায় আর কি বলিব, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি একটি কেন যত ইচ্ছা হয় আমায় বল তাহাই আনিয়া দিতেছি। অধিক কি তুমি বলিলে সেই পারিজাত মহাবৃক্ষ একবারে স্বর্গ হইতে আনিয়া তোমার গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া দিব, যতকাল ইচ্ছা রাখিতে পায়।

এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া হরিবল্লভ সত্যভামা কহিলেন, নাথ! যদি সেই পারিজাত বৃক্ষ এখানে আনিয়া দিতে পারেন তবে আর আমার কোন ক্ষোভই থাকিবে না। বরং আমার মনোরথ সিদ্ধিই হইবে। আমি সমস্ত সীমন্তিনীগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া বিখ্যাত হইব।

তখন জগৎপ্রভু অপ্রতিমশক্তি মধুসূদন 'তবে তাহাই প্রথমকল্প' এই কথা বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে সত্যভামার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর সর্ব্বাত্ম সর্ব্বভূতভাবন সাধুগণের অভীষ্ট ফলদাতা প্রভু জগন্নাথ স্নানান্তে আবশ্যক কর্ম্ম সমুদয় সমাধা করিয়া দেবর্ষি নারদকে ধ্যান করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ যোগবলে কৃষ্ণমনোরথ জানিতে পারিয়া সাগরসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান কৃষ্ণ ও সত্যভামা উভয়েই দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। কৃষ্ণ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আনয়ন করিলেন, সত্যভামা স্বয়ং তাঁহার পাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর জগদগুরু কেশব উপবেশনার্থ তাহাকে আসন প্রদান করিয়া

পবিত্রহৃদয়ে পরমান্ন আনিয়া দিলেন। উদারবুদ্ধি বাগ্মিবর মুনি ত্রিলোকস্বামী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেই পরমান্ন ভোজন করিলেন। ভোজনাতে পরম প্রীত হইয়া আচমনানন্তর কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও প্রীতমনে অবনতমস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সাত্রাজিতী দেবী সত্যভামা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহর্ষি নারদ সজল দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তুমি এখন যেমন পতিপরায়ণা রহিয়াছ চিরকালই ঐরূপ থাক। বিশেষতঃ আমার তপোবলে তুমি এখন অপেক্ষাও সৌভাগ্য শালিনী হও।

সত্যভামা মুনিবর নারদের বাক্য শুনিয়া একবারে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ ঐ সময় মহর্ষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন। পরে সত্যভামাও তৎকালোচিত আবশ্যককর্ম্ম সমাধা করিয়া ভর্ত্তার অনুজ্ঞায় গৃহান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শেষান্ন ভোজন করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়া মুনিবরকে প্রণামপূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে নারদ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অধোক্ষজ! অনুমতি কর, অদ্য আমি ইন্দ্রলোক গমন করি। তথায় দেবতা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আদিদেব মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক সঙ্গীত আলাপন করিবেন। দেবদেব ভবানীপতির পূজার নিমিত্ত প্রতি মাসেই ইন্দ্রসদনে এইরূপ গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। ভগবান ভবানীপতিও তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া অমরপতি অদ্রিঘাতী ইন্দ্রের ভক্তিসহকৃত অনুষ্ঠিত কার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বদিন তথায় তরুরাজ পারিজাতের পুষ্প প্রদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। হে প্রভো! এই যে তোমার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্প আনিয়াছি উহা সেই তরুবর পারিজাতের সম্পত্তি। ইহা দেব লোকেরই উপভোগ্য। হে কমললোচন! মহেন্দ্র পত্নী শচী সতত ইহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তরুবরও তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সৌভাগ্য সম্পদ প্রসব করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কশ্যপ অদিতির পূণ্যকার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই মহাবৃক্ষ পারিজাতের সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকালে একদা মহাতেজা তপোনিধি মরীচিনন্দন কশ্যপ অদিতির প্রতি প্রীত হইয়া বর গ্রহণার্থ তাঁহাকে অনুমতি করেন। তৎকালে অদিতি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, তপোনিধে! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহাতে অভিমত ভূষণে ভূষিত হইতে পারি, যাহাতে আমি চিরদিন স্থির যৌবনা হইয়া পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীল হই, যাহাতে আমাকে কোন রোগ কিম্বা শোক অভিভূত করিতে না পারে, ইচ্ছামাত্রে আমার সম্মুখে নৃত্য গীত আরম্ভ হয়, ফলতঃ যাহাতে আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্ব্বথা বর্দ্ধিত হয়, আপনাকে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

তদনন্তর তপোনিধি অদিতির প্রিয়কামনা করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ দিব্যগন্ধামোদিত বিকসিত কুসুমরাজি বিরাজিত ত্রিশাখ পরম সুদৃশ্য সর্ব্বজন মনোহর ঐ পারিজাত বৃক্ষের সৃষ্টি করিলেন। উহাতে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পই দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক-শাখায় এইরূপ পুষ্প, অন্য শাখায় পদ্ম ও অপর শাখায় ভিন্নরূপ বহুবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। মহামুনি কশ্যপ মন্দর বৃক্ষ হইতে সার আকর্ষণ করিয়া এই বৃক্ষের সৃষ্টি করেন। সেই জন্য উহা সমুদায় বৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তদনন্তর একদা অদিতি স্বীয় পুণ্য

ও সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ঐ তরুমূলে কশ্যপকে বান্ধিয়া রাখিয়া আমায় প্রদান করেন, আমি নিষ্ক্রিয় লইয়া তাহাকে মুক্ত করি। ঐরূপ ইন্দ্রাণী ইন্দ্রকে, মোহিণী সোমদেবকে, ঋদ্ধি কুবেরকে বান্ধিয়া আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। পারিজাত এইরূপ সৌভাগ্যপদ বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষ গঙ্গার পরপারে জন্মিয়াছে বলিয়া পারিজাত নামে অভিহিত হইয়াছে। মন্দার পুষ্পও উহাতে প্রস্ফুটিত হয়। সেই জন্য উহাকে মন্দার বৃক্ষও বলিয়া থাকে। যাহারা ইহার বিষয় কিছুই অবগত নহে তাহারা ইহাকে দারু বলিয়াও আহ্বান করিয়া থাকে। যাহা হউক বস্তুতঃ ইহা কোবিদার, পারিজাত ও মন্দার এই তিন নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। এই দিব্য কুসুমরত্ন তাহারই সম্পত্তি।

১২৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! তদনন্তর মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ ত্রিদিবালয়ে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলে, অপ্রমেয় পরাক্রম ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ত' স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। ত্রিপুরারি দেবদেব মহাদেবের ধীমান সদস্যগণের সম্বর্দ্ধনান্তে আমি আজ্ঞা করিতেছি ইহা মনে না করিয়া ইন্দ্রকে কহিবেন, ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান কশ্যপ অদিতির প্রিয় সাধনোদ্দেশে যে পারিজাত তরুর সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা না কি দান করিতে পারিলে পরম সৌভাগ্য ও পুণ্য এ উভয়ই লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে অদিতি প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ দেবীগণ ব্রতোপলক্ষে ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার সেই বৃক্ষটি আপনাকে দান করিয়া ছিলেন। সেই কথা শুনিয়া আমার পত্নীগণ পুণ্য, দানধর্ম্ম ও আমার প্রীতির নিমিত্ত আপনাকে দান করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। অতএব সেই পারিজাত বৃক্ষটি যেন আমার দ্বারকায় পাঠাইয়া দেন। দেবীরা উহা দান করিলে তিনি যেন পুনরায় স্বর্গে লইয়া যান। আপনি জানেন আমি তাহার পুরাতন ভ্রাতা। সেই ভ্রাতৃবৎসলতার অনুরোধে আমার এই পত্নীগণের অভীষ্ট সিদ্ধি করাও তাঁহার অন্যায্য নহে। আপনি এই সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন এবং যাহাতে পারিজাতটি আমায় প্রদান করেন, তাহা আপনাকে করিতে হইবে। হে তপোধন! আপনার দৌত্যকার্য্যে কিরূপ নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এবার তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু সমস্ত কার্য্যই আপনাকর্ত্তৃক সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

ভগবান্ নারায়ণ এই সকল কথা কহিলে, তপোধন মহর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যদুনন্দন! আমি দেবরাজকে এ সকল কথা বলিব কিন্তু বোধ হয় তিনি উহা কোনরূপেই প্রদান করিবেন না। হে জনার্দ্দন! পূর্ব্বে দেবতা ও মানবগণ একত্র মিলিত হইয়া পর্ব্বতোত্তম মন্দর গিরিকে জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে ঐ পারিজাত বৃক্ষ সমুত্থিত হয়। লোকবিধাতা ভগবান মহাদেব উহাকে মন্দর গিরিতেই আরোপণ করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। তৎকালে ইন্দ্র স্বয়ং শঙ্কর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ঐ বৃক্ষটি প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, প্রভো! এটি শচীর ক্রীড়াবৃক্ষ হইবে, অতএব আপনি ঐ বৃক্ষটি আমাকে প্রদান করুন। মহাদেবও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া উহা আর মন্দর পর্ব্বতে স্থাপন করিলেন না। হে মহাবাহো! সেই পূর্ব্বকাল হইতে ঐ

পারিজাত ইন্দ্রাণীর ক্রীড়াবৃক্ষরূপে মহেন্দ্রের অধিকারে রহিয়াছে। এদিকে প্রভু উমাপতি উমার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মন্দরকন্দরে দুই শত ক্রোশ বিস্তৃত স্থানে অতি বিস্তীর্ণ এক পারিজাত বনের সৃষ্টি করিলেন। ঐ বন এরূপ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় চন্দ্র সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় না, সদাগতির গতিও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তথায় শীত উষ্ণের প্রভাবমাত্র নাই। মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই বন স্বয়ং প্রভাশালী হইয়া শোভা পাইতেছে। তথায় প্রমথগণের সহিত স্বয়ং মহাদেব ও আমি ভিন্ন আর কাহার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তত্রত্য পারিজাত তরুগণ নিরন্তর, চতুর্দ্দিকে কাঙ্খিত মহারত্ন সমুদায় বর্ষণ করিতেছে। লোকনাথ দেবদেব পার্ব্বতীনাথের আদেশানুসারে ঐ সমুদায় রত্ন প্রমথগণই উপভোগ করিয়া থাকে। হে মহাত্মন্! সে পারিজাত বনের গুণ, সৌরভ ও প্রভা এ পারিজাত অপেক্ষা অনেক অধিক। বৃক্ষ সমুদায় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সতত প্রমথগণের সহিত বৃষভধ্বজ সেই দেবদেব মহাদেবেরই উপাসনা করিয়া থাকে। তত্রত্য সমুদায় বৃক্ষই রুদ্রতেজে রক্ষিত হইয়া নিরুপদ্রবে ও পরম সুখে সেই মন্দর পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা পর্ব্বতরাজ-দুহিতা পার্ব্বতীরও নিতান্ত প্রিয়।

একদা মহাবল পরাক্রান্ত পাপমতি অন্ধক নামক মহাসুর বলদর্পে দর্পিত হইয়া ঐ পারিজাত বনে প্রবেশ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা সকলের অবধ্য, ইহার বল বৃত্রাসুর অপেক্ষাও দশ গুণ বেশী। কিন্তু সে পারিজাত বনে প্রবেশ করিবা মাত্র অমিত্রঘাতী দেবদেব মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইল। অতএব তাহারা যে আপনাকে পারিজাত বৃক্ষ প্রদান করিবেন ইহাও আমার বিবেচনায় বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ ইন্দ্রাণী উহাকে সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পারিজাতও তংকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তাহাদের উভয়কেই অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলেন, হে তপোধন! তৎকালে ইন্দ্রাণী শচীর অনুরোধে যে পারিজাত বৃক্ষটা স্বয়ং লইয়া যান নাই তাহাতে মহাদেবের মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যেমন সর্ব্বপ্রাণীর ও সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা এবং সকলের জ্যেষ্ঠ, তদনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে। ভগবন্! আমি বলদৈত্য-নিসূদন দেবরাজের কনিষ্ঠ, অতএব জয়ন্তের ন্যায় আমি তাঁহার সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। বিশেষতঃ আপনার অসাধ্য কোন কার্য্যই জগতে নাই। অতএ যে কোন উপায়ে তাহাকে প্রীত করিয়া আমার প্রার্থনাটী আপনাকে সফল করিতে হইবে। হে মুনে! আমি সত্যভামার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার পুণ্য কার্য্যের নিমিত্ত স্বর্গলোক হইতে পারিজাত তরু এই স্থানে আনিয়া দিব। এক্ষণে কিরূপে উহা মিথ্যা করিতে পারি। হে দেবর্ষে! আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এক্ষণে যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায় তবে আমার উপর লোকেই বা আস্থা থাকিবে কেন? সকল লোকে ধর্ম্মপরায়ণ হয় ইহা আমার প্রার্থনীয়, তবে কিরূপে আমি সেই ধর্মপ্রবর্ত্তয়িতা হইয়া স্বয়ং মিথ্যা কহিব। অতএব কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষসগণ, কি অসুরগণ, কি যক্ষ, কি নাগলোক ইহাদের মধ্যে যিনিই হউন না কেন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে কদাচ চিরদিন সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। আর অমরপতি ইন্দ্র যদি আপনার প্রার্থনাতেও পারিজাত প্রদান না করেন, তবে শচীপ্রদত্ত দিব্য অনুলেপন ভূষিত তাঁহার সেই বক্ষঃস্থলে আমার গদা পতিত হইবে। আপনি ইহা

প্রশান্তভাবে তাহাকে বলিয়া প্রার্থনা করিবেন। যদি তাহাতেও তিনি সম্মত না হন, তাহা হইলে আপনিও নিশ্চয় জানিবেন তথায় আমার গমন অবশ্যম্ভাবী।

১২৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। সে রাত্রি তথায় বাস করিয়া মহোৎসব দর্শনেই ব্যাপৃত রহিলেন। ঐ মহোৎসব উপলক্ষে আদিত্যগণ, মহাত্মা বসুগণ, যাহারা স্বীয় শুভকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তৎসমুদায় বিদ্বান্ রাজর্ষিগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধ, চারণ, তপোধন ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মনুগণ, মহাত্মা সুপর্ণ, মহাবল মরুৎগণ ও অন্যান্য অসংখ্য স্বর্গবাসিগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপরিভাগে অমিতবিক্রম মহাদেব স্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সহস্র সহস্র কাল্পান্তেও যাঁহাদের ক্ষয় নাই, দেবগণ যাঁহাদিগকে সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ সত্যসন্ধ ধর্ম্মপরায়ণ দেবেন্দ্রতুল্য মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কশ্যপ তনয় রুদ্রগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, রুদ্রতনয় ভগবান কার্ত্তিকেয়, সরিদ্বরা গঙ্গা, বিভাবসু, তুম্বুরু, বাগ্মিবর ভারি, ইহাঁরা সকলেই তাঁহার নেতৃত্বকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ তপোরত সন্মার্গানুসারী সাধুজন শুভফল কামনায় দেবগণকে অর্চ্চনা করিতেছেন, যাঁহারা বিষয় বাসনা পরিহারপূর্ব্বক স্বাধ্যায়বান্ ও সতত ধর্ম্মচারী হইয়া দেবকৃত্য ও পিতৃকৃত্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, অমরগণ শুভার্থী হইয়া তাঁহা দেয়যথোচিত সৎকার করিতেছেন। গন্ধর্ব্বপতি শ্রীমান চিত্ররথ আহ্লাদপূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত দেববাদ্য বাদন করিতেছেন ঊর্ণায়ু, চিত্রসেন, হাহা হুহু, উম্বর, তুম্বুরু প্রভৃতি কতকগুলি গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত করিতেছেন। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, হেমা, রম্ভা, হেমন্ত, ঘৃতাচী ও সহজন্যা প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য গীত দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছে। জগৎ পতি ভূতভাবন মহাদেব এইরূপে মহেন্দ্র কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে সভাভঙ্গের পর স্বাভিলষিত প্রদেশে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া রাজর্ষিগণ দেবগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে সকলে প্রস্থান করিলে পুরন্দর স্বীয় সদস্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় সভামধ্যে সমাসীন হইলেন। এই অবসরে মহর্ষি নারদ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর স্বীয় সিংহাসন সন্নিধানে তাঁহার উপবেশনার্থ কুশগর্ভ স্বীয় আসনানুরূপ দিব্য আসন প্রদান করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অমরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমি অতুলবিক্রম ভগবান বিষ্ণুর দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি। মহাত্মা কৃষ্ণ কোন কার্য্য সাধনোদ্দেশে আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে উহা আপনাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

তখন অনন্য সাধারন তেজঃসম্পন্ন বিপন্ন বন্ধু ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র পরম আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, মহাত্মন্! ভগবান্ পূরুষশ্রেষ্ঠ কেশব আমাকে কি আদেশ করিয়াছেন

সত্বর বলুন। এবারে মহাত্মা কৃষ্ণ আমাকে বহুকালের পর স্মরণ করিয়াছেন। নারদ কহিলেন, হে মহেন্দ্র! আমি তোমার অনুজ ভ্রাতা পুরুষশ্রেষ্ঠ কশ্যপ-বংশাবতংস কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিয়া ছিলাম। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম উমাসহচর বৃষভধ্বজের ন্যায় ভগবান কৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে রুক্মিণীর সহিত একত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহাতেজা কৃষ্ণের পত্নীগণের বিস্ময়োৎপাদনের নিমিত্ত আমি একটি পারিজাতপুষ্প কৃষ্ণের হতে অর্পণ করি। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর আযি ঐ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পুষ্পরত্নের গুণ সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। মহাতেজা কশ্যপ যেরূপে উহার সৃষ্টি করিয়া অদিতিকে প্রদান করেন, অদিতি আবার পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত কশ্যপের কণ্ঠে মালা প্রদান করিয়া আমাকে প্রদান করেন। অনন্তর দেবী শচী আপনাকে ও অন্যান্য দেবীগণ অন্যান্য দেবগণকে যেরূপে আমায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, অতঃপর কশ্যপাদি মহাত্মারা যেরূপে নিষ্ক্রয় প্রদান করিয়া আমার নিকট হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করেন তৎসমুদায় ও বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তাঁহার সত্যভামা নাম্নী এক পত্নী পুণ্যসঞ্চয়ার্থ ঐ পারি জাত কৃষ্ণ সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন। আপনার কনিষ্ঠ সেই কৃষ্ণ তাহা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর মহাবল বিষ্ণু! আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

তিনি আপনাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিয়াছেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে অসুরনাশন! আমি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং আমি আপনার অবশ্য পালনীয়। বিশেষতঃ আপনার বধূ-ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত আপনার নিকট পারিজাত তরুবরকে প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব যাহাতে তাহার মনোরথসিদ্ধি হয়, বৃক্ষটি এখানে আইসে তাহা আপনি করুন। হে লোকনাথ! মর্ত্ত্যলোকে এরূপ সৌভাগ্যলাভ নিতান্ত দুর্লভ। এক্ষণে মানবগণ আমার প্রভাবে অমরগণের সৌভাগ্য সম্পৎ সন্দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! মহেন্দ্র বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর নারদকে কহিলেন, দ্বিজবর! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। আমি অতুলবিক্রম কৃষ্ণের আদেশ বিষয়ে যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিতেছি।

মহর্ষি নারদ আসনে সমাসীন হইলে, তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্র স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃত্রনাশন ইন্দ্র স্বীয় বলবীর্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তপোধন নারদকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমার বাক্যে জনার্দ্দনকে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিবেন, আমি যেমন জগতের প্রভু তিনিও সেইরূপ তাহাতে সংশয় নাই। এই পারিজাত কি অন্যান্য রত্ন যাহা কিছু এখানে আছে, তৎসমুদায়েই তাঁহার অধিকার আছে তাহাও সত্য। কিন্তু তিনি এখন ভূভারহরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে সমস্ত মর্ত্ত ধর্ম্মও আশ্রয় করিতে হইয়াছে, অতএব তিনি তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া পুনরায় এই দেবলোকে আগমন করিলে আমি অবশ্যই বধুর মনোরথ সিদ্ধ করিব। এক্ষণে সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত স্বর্গীয় রত্ন সমুদায় ভূলোকে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে না, পূর্ব্বে তাহারও এইরূপ অভিমতি ছিল। এখন যদি আমি সেই নিয়মের অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে প্রজাপতিগণই বা আমাকে কি বলিবেন?

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র পৌত্রগণকে লইয়া জগতের সমস্ত কার্য্যের নিয়ম সমুদায় বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আজ আমি তাহার সেই প্রবর্ত্তিত পদবী লঙ্ঘন করিয়া চলিতে গেলে তিনি তাহা শুনিয়া অবশ্যই শাপ প্রদান করিবেন। আরও দেখুন যাহার যেরূপ মর্য্যাদা আছে তাহা যদি আমরাই পরস্পর ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করি, তবে দৈত্যগণ কি তৎপক্ষীয় অপর লোকেই হউক, সে মর্য্যাদা কেন রক্ষা করিবে? তখন তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নিয়ম সমুদায় ভঙ্গ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি সর্ব্বদা দেবলোকের সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন যদি এখন একমাত্র স্ত্রীর নিমিত্ত এই পারিজাত তরুবরকে এখান হইতে লইয়া যান, তবে সমুদায় দেবগণই নিতান্ত বিমনায়মান হইবে। ভগবান স্বয়ম্ভু মনুষ্য লোকের উপভোগের নিমিত্ত যে সমুদায় বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন কালপর্য্যয় বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা আমার হাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আর তিনি এখানে থাকিলেও আমার উপভোগ্য বস্তুতে ন্যায়তঃ তাহার অধিকার নাই। তিনি কি জানেন না যে, জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাংশ যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতিক্রম করিলে পাপস্পর্শ হয়। আর আমার বোধ হয় এরূপ স্ত্রীবশ্যতা প্রকাশ পাইলে জগতে মহাত্মা কৃষ্ণের অযশোঘোষণা হইবে। তিনি যখন মর্ত্ত্যলোকে মানুষভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন জ্যেষ্ঠ ভাতার আদেশ তাঁহার অবশ্য পালনীয়। স্বর্গরত্ন এই পারিজাত বিলুপ্ত হইলে যৎপরোনাস্তি আমার অবমাননা করা হয়। বিশেষতঃ জ্ঞাতি হইতে এইরূপ অপমাননা নিতান্তই নিন্দনীয়। ভগবান কমলযোনি সাধুদিগের নিমিত্ত যে সকল ধর্ম্ম অর্থ কাম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, মধুসূদন তথায় থাকিয়া তাহারই সেবা করুন। আজ যদি আমি পারিজাত তরুকে মহীতলে প্রেরণ করি, তবে আর আমাকে কে সম্মান করিবে? অধিক কি পৌলোমী শচীও আর আমাকে পুর্ব্বের ন্যায় সমাদর করিবে না। প্রত্যুত মানবগণ পৃথিবীতে পারিজাতকে দেখিতে পাইয়া তাহার স্পর্শে স্বর্গফল লাভ হইল মনে করিয়া আর কেন স্বর্গের নিমিত্ত যত্নবান হইবে? হে তপোধন নারদ! আরও দেখুন যদি মনুষ্যগণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও পারিজাতের গুণ সমুদায় সেবা করিতে অধিকারী হইল তবে দেবতা আর মনুষ্যে বিশেষ কি? মনুষ্যগণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া যে কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে এখানে আসিয়া তাহারই ফল ভোগ করিতে পারে, কিন্তু একবার পারিজাতের গুণ জানিতে পারিলে আর তাহারা কখনই স্বর্গের নিমিত্ত যত্ন করিবে না। স্বর্গে যাবতীয় রত্নের মধ্যে পারিজাতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই যদি মর্ত্ত্যলোকে উপভোগ করিতে অধিকারী হইল তবে সমস্ত জগৎ একই হইয়া উঠিল বলিতে হইবে। পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গফল লাভ করিলে মানবগণ কেন আর যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে? তাহারা এখন হইতে যজ্ঞের আর নামও করিবে না। অমরগণের তুল্যতা লাভ করিয়া আর তাহারা পূর্ত্ত প্রদান করিবে না। হে তপোধন! মানবগণ স্বর্গপ্রাপ্তির বাসনায় শ্রদ্ধাবান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, জপ ও আহ্নিকাদি দ্বারা সতত আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছে কিন্তু তাহারা পারিজাত তরুর গুণ অবগত হইতে পারিলে আর কেন তৎসমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? একেবারেই ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিবে? আমরা তদভাবে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িব। মানবগণ যজ্ঞ দানাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রীত করে, আমরাও সুবৃষ্টি বর্ষণে তাহাদিগকে শস্য প্রদান করিয়া থাকি। সেই শস্যে তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে পারিজাত পাইয়া তাহার মাহাত্মে যদি তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা,

মৃত্যু, দুর্গন্ধ ও অসৎকার্য্যসম্ভূত ইতি প্রভৃতি কোন উপদ্রবই না রহিল তবে আর যজ্ঞাদির আবশ্যকতা কি? অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সমুদায় কারণে পারিজাত তরুকে ভূতলে লইয়া যাওয়া কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে, আপনি এই সকল কথা কৃষ্ণকে বুঝাইয়া বলিবেন। আর যাহাতে ভ্রাতা আমার অসন্তুষ্ট না হন, আমার প্রীতির জন্য আপনি তদ্বিষয়েও যত্নবান হইবেন। আপনি বধূগণের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট হার বহুমূল্য মণি রত্ন, চন্দন, অগুরু, বিচিত্র বস্ত্র সমুদায় লইয়া যান, ভ্রাত কেশব মর্ত্ত্যলোকোপযোগী যাহা কিছু অভিলাষ করেন, তৎসমুদায় প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু স্বর্গগৌরব বিনষ্ট করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ কি রত্ন কি মূল্যবান বহু পরিমিত বিচিত্র ভূষণ যাহা তাহার ইচ্ছা হয় তৎ সমুদায়ই প্রদান করিতেছি কিন্তু আমি কোন ক্রমেই সর্ব্বদেবপ্রিয় এই পারিজাত প্রদান করিতে পারিব না।

১২৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাক্য বিশারদ মহাত্মা ধার্ম্মিকবর নারদ দেবরাজের ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! হে বলনিসূদন! আপনাতে আমার যথেষ্ট সম্মানবুদ্ধি আছে। আমি অবশ্য আপনার হিতকর বাক্যই তাঁহাকে বলিব। আর আমি আপনার অভিপ্রায়ও জানিতাম তদনুসারে আপনার বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বকালে দেবরাজ মহেশ্বরকেও পারিজাত প্রদান করেন নাই এবং সংক্ষেপতঃ তাহার যুক্তি সমুদায়ও প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু আপনাকে বলিতে কি, তিনি তাহা কিছুই শুনিলেন না, গ্রাহও করিলেন না! কহিলেন, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতত পালনীয় সুতরাং আমার প্রার্থনায় সম্মত হইবেন। অতঃপরও আমি তাহাকে বারম্বার বিবিধ কারণদর্শাইয়া কহিলাম, তথাপি তাহার বুদ্ধি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না, বরং আমার বাক্যাবসানে হাস্য করিয়া সরোষবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! কি দেবগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষস, কি অসুর সম্প্রদায়, কি পয়গশ্রেষ্ঠ অনন্তদেব, কেহই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। আপনি যান, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি অমররাজকে বলুন, অতঃপর আমার এই প্রার্থনাতেও যদি তিনি পারিজাত প্রদান না করেন, তবে তাহার যে বক্ষে শচী চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য অনুলেপন করেন, সেই বক্ষঃস্থলে আমার গদাপাত অনিবার্য্য।' হে মহেন্দ্র! আপনার অনুজ উপেন্দ্রের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে যাহা আপনার ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় তাহারই অবধারণ করুন। কিন্তু যদি এবিষয়ে আমার মত জানিতে চান তবে বলিতেছি দ্বারকায় পারিজাত প্রেরণ করাই আপনার শ্রেয়ঃকল্প।

এইরূপে মহর্ষি নারদকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া বলনিসূদন দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নিরপরাধ। তথাপি যদি আমার প্রতি তাঁহার ঐরূপ ব্যবহার করা উপযুক্ত হয় করুন। তাহাতে আমি আর কি করিতে পারি? নারদ! ইতঃপূর্ব্বেও তিনি অনেক প্রতিকূল কার্য্য করিয়া আমার অবমাননা করিয়াছেন, সে সমুদায়ই তিনি আমার ভ্রাতা বলিয়া সহ্য করিয়াছি। দেখুন

খাণ্ডবদাহকালে তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া আমার প্রেরিত মেঘ সমুদায়কে বিদূরিত করিয়া দেন। গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াও আমার যৎপরোনাস্তি অবমাননা করেন, আর এক সময়ে বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত আমি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তিনি তৎকালে বলিয়া উঠিলেন, 'সর্ব্ব প্রাণীতে আমার সমভাব।' তখন আমি স্বীয় বাহুবীর্য্য প্রভাবেই তাহাকে নিহত করি। কিন্তু হে মহর্ষে! আপনার কিছুই অবিদিত নাই, অতঃপর যখন দেবাসুরের ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল তখন আবার তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে আর আমি অধিক কি বলিব তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। নারদ! তুমি সাক্ষী রহিলে, আতিভেদ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমার বক্ষস্থলে গদা প্রহার করিলে পৌলোমীর অশ্রুপাত ব্যতীত তাঁহার আর কি ফলোদয় হইবে? আমাদের পিতা কশ্যপ অদিতি আমার মাতার সহিত উদবাস আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও একথা বলিতে হইতেছে। ভ্রাতা আমার অজিতাত্মা হইলেও রজ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া লঘু গুরু বিবেকও হারাইয়া বসিয়াছেন। নতুবা আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং গুরু হইলেও একমাত্র স্ত্রীবাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে আমার প্রতি ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলেন। অতএব যে স্ত্রীকর্ত্তৃক ভ্রাতা বিষ্ণুও পরাজিত হইলেন সেই স্ত্রীকে ধিক্, তাঁহার রজো গুণকে ধিক, তমোগুণকেও ধিক্। হে মহামুনে! একমাত্র কামানুরাগবশতঃ অত্যুচ্চ কশ্যপকুলের গৌরব, মাতৃবংশ দক্ষকুলের মহত্ত্ব কি কৃষ্ণের একবার স্মৃতিপথে উদিত হইল না। জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠতা, দেবকুলের রাজা বলিয়াও কি একবার সম্মানবুদ্ধি উপস্থিত হইল না। পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, 'সহস্র সহস্র পুত্র কলত্র অপেক্ষাও একমাত্র সত্বৃত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ।' ভ্রাতার সমান বন্ধু নাই। অন্য যে কেহ হউক না কেন সকলেই চেষ্টাকৃত সুহৃৎ। একথাও আমার পিতা প্রজাপতি ও মাতা বলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ সোদর ভ্রাতাই পরম বন্ধু ইহা আমার পিতা বলিয়াছেন।

হে মহামতে! একদা পাপাত্মা দানবগণ মহাদর্পে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে আমি তাহাদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। আত্মপ্রশংসা বাক্য মুখে ব্যক্ত করা অবশ্যই দূষণীয়। কিন্তু কি করি অবসর উপস্থিত, এ সময় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ যুদ্ধে ধনুর্দ্ধারী দানবগণ অমরগণের বরপ্রসাদে বিষ্ণুর শরাসনের জ্যা ছেদন করিয়া অবশেষে তাঁহার মস্তক পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া ফেলিল। আমি তখন মনে করিলাম আমার সম্মুখে এই ঘটনা হইলে পিতা মাতা আমায় কি বলিবেন? সুতরাং আমি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর ধারণপূর্ব্বক অতি যত্নে তাহাতে সেই ছিন্ন মস্তক সংযোজিত করিয়া রুদ্রতেজে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। তখন ভ্রাতা আমার বহু প্রশংসা করিয়া পুনরায় ধনুগ্রহণপূর্ব্বক সদর্পে উত্থিত হইলেন। হে তপোধন! আর এক সময়ে কনিষ্ঠ বলিয়া স্নেহবশতঃ আমার প্রাপ্যভাগও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছি।

হে অনঘ! আমি রাজা সুতরাং অন্যান্য যুদ্ধে আমাকেই অগ্রে প্রহার করিতে হয়, কিন্তু এ যুদ্ধে আমি তাহা করিতেছি না, তিনিই যেন সংগ্রাম স্থলে অগ্রে আমাকে প্রহার করেন। হে মুনি সত্তম! বলিতে কি তিনি যখন যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমি সেই সেই সময়েই আত্ম শরীরের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তিনি

আমার এই ভবন ভাঙ্গিয়া একেবারে সর্ব্বলোকের উপরিভাগে আর একটী স্বীয় ভবন সন্নিবেশিত করিলেন। তাহাতেও আমার যথেষ্ট অবমাননা করা হইয়াছে। আমি কেবল উহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য পালনীয় ইহাই মনে করিয়া ভ্রাতৃগৌরব রক্ষার জন্য সহ্য করিয়াছি। মাতাও কনিষ্ঠ পুত্র ও বালক বলিয়া সে বিষয়ে কোন কথাই বলিলেন না। আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম ভ্রাতা কেশব সর্ব্বজ্ঞ, বলবান বীরধর্ম্মাক্রান্ত ও মাননীয়দিগের সম্মান রক্ষক; কিন্তু এখন দেখিতেছি সে সমস্তই বিফল হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে আপনি গমন করুন এবং তাঁহাকে বলুন যে আমি শত্রুকর্ত্তৃক আহুত হইলে কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ নহি। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় আসুন অথবা সহ্য করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। তিনি ভার্য্যার বশবর্ত্তী হইয়া যদি যথেচ্ছাচার করিতে ইচ্ছা করেন তবে অগ্রেই আমায় প্রহার করুন। তিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া রণাঙ্গ কি শাঙ্গ, কি গদা অথবা নন্দক দ্বারাই হউক দৃঢ়তররূপে আমাকে প্রহার করুন। অতঃপর যদি ভ্রাতৃস্নেহ আমার মনোবিকার উপস্থিত না করে তবে আমি যথাসাধ্য প্রহার করিব। কিন্তু ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন চক্রপাণি আমাকে যাবৎ সমরে পরাভূত না করিতেছেন তাবৎকাল আমি কিছুতেই উহাকে পারিজাত প্রদান করিব না। হে তপোধন! আমি তাহার জ্যেষ্ঠ, তিনি আমার কনিষ্ঠ হইয়া যদি সমরে আহ্বান করেন তবে কিরূপে সেই স্ত্রীবশীভূত হরিকে ক্ষমা করিব? ভগবন্! আপনি অদ্যই কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় গমন করুন। তথায় গমন করিয়া কৃষ্ণকে বলুন আমি অপরাজিত থাকিয়া পারিজাতের কথা দূরে থাকুক তাঁহার পত্রার্দ্ধও প্রদান করিব না। আর তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাও বলিবেন তিনি যেন সম্মুখ সমরে আমার নিকট হইতে পারিজাত লইয়া যান। কোন ছল অবলম্বন করিয়া যেন অপহৃত না হয়। কারণ ঐরূপ কপটতা নিতান্ত ঘৃণিত সুতরাং তাদৃশ কপটতাচারী লোককে ধিক্।

১২৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাগ্মিবর নারদ মহেন্দ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! রাজন্যগণের নিকট প্রিয় কথা বলা সকলেরই কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে অপ্রিয় হইলেও পরিণামহিতকর বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন জিজ্ঞাসিত না হইলে প্রভুদিগের নিকট কোন কথাই ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। যে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক না কেন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। আপনি লোকচরিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত। সেই জন্য আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি, যদি অভিরুচি হয় তবে উহা গ্রহণ করুন। যে সকল সুহৃদ বন্ধুর পরাভব দেখিতে ইচ্ছা করেন না, বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলেও যদি বন্ধুর কোন গূঢ় বিষয় তাহার বিদিত থাকে তবে যথা সময়ে সেই ন্যায়ানুগত বাক্য বন্ধুর কর্ণগোচর করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও যাহা পরিণামে হিতকর তাহাই সাধুদিগের বক্তব্য। সাধুরা ইহাকেই প্রণয়ের ঋণমুক্ত বলিয়া অবগত আছেন। কেহ অপ্রিয় কথাও শুনিতে ভালবাসেন না, তাহা বলিয়া কেবল অসত্য বলিলেও

ধর্ম্ম নষ্ট হয়। যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার নাই অথচ অপ্রিয়, সাধুরা তাহাকে অবাচ্য বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমার যাহা অবশ্য বক্তব্য তাহা বলিতেছি এবণ করুন, তাহার পর যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া আপনার বোধ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন।

হে বলনিসূদন! ভ্রাতায় ভ্রাতায় অথবা বন্ধুতে বন্ধুতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করা কেবল শত্রুদিগেরই আনন্দকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে সুরপতে! হিতসম্বন্ধযুক্ত যে কার্য্য তাহাকেই কার্য্য বলে, তদ্বিপরীতই অকার্য্য। যাহা পরিণামে পরিতাপকর হয় বিধান ও বুদ্ধিমান লোকে কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না, নীতি শাস্ত্রে তাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করে না। আপনার এই উপস্থিত কার্য্যের পরিণাম শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না। হে বিবুধাধিপ! এ বিষয়ের কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতেছি অনুধাবন করুন।

যে একমাত্র হরি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, বিবুধগণ যাঁহাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান পুরুষ বলিয়া বিদিত আছেন, তাঁহারা যাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের আদিকারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অব্যক্ত জগৎকারণের ইনিই ব্যক্ত অংশমাত্র। সুতরাং এই কৃষ্ণই সর্ব্বজীবের আত্মা। ইহা হইতেই নিখিল চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান ভূতভাবন মহাদেবও ইহা হইতে বিভিন্ন নহেন। যশস্বিনী উমা যেমন প্রকৃতির প্রধান অংশ, রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীগণও তাঁহার সেইরূপ প্রধান অংশ। তিনি ব্যক্ত, তিনি সর্ব্বময়, তিনি বিষ্ণু, তিনিই স্ত্রীসংজ্ঞাবান এবং তিনিই লোকভাবন। উমা যেমন অক্ষয়প্রকৃতি, মহেশ্বর যেমন গুণময়, নারায়ণও সেইরূপ গুণময়, অক্ষয় শাসনকর্ত্তা ও লোবভাবন। মহাদেব যেমন সর্ব্বসংহর্ত্তা অধোক্ষজ, মহাতেজা বিষ্ণুও তেমনি সর্ব্বকর্ত্তা ও লোকনিয়ন্তা। ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ ও প্রজাপতিগণ পশ্চাৎ সেই মহাত্মা রুদ্রদেব হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন।

হে দেবেশ! বেদে বিষ্ণু পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ফলতঃ তিনি অচিন্ত্য, অপ্রমেয় ও গুণাতীত। পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যাদ্বারা এই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদানার্থ উদ্যত হইলে অদিতি তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া তৎসদৃশ এক পুত্র প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! আপনি আমাকে আপনার তুল্য এক পুত্র প্রদান করুন। তখন ভগবান বিষ্ণু কহিলেন, দেবি! আমার তুল্য আর দ্বিতীয় পুরুষ জগতে নাই। অতএব আমিই অংশরূপে আপনার পুত্রত্ব স্বীকার করিব। হে সুরেশ্বর! সর্ব্বস্রষ্টা মহাতেজা দেব নারায়ণই আপনার ভ্রাতৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপে দেব হরি মহর্ষি কশ্যপের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই সনাতন বিষ্ণু জগতের হিতকামনায় অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান মূর্ত্তি সমুদায় পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন। সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা জগৎপতি কেশব জগতের হিতোদ্দেশেই কৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন মাংসপিণ্ড স্নেহরসে পরিব্যাপ্ত সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ প্রভাবশালী বিষ্ণু শরীরে পরিব্যাপ্ত। সেই ব্রহ্মণ্য দেব সর্ব্বাত্মা, গুণাতীত, বৈকুণ্ঠদেব সর্ব্বভাবন নারায়ণই মধ্যে মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি সমস্ত দেবেরই পূজ্য। তিনিই পদ্মনাভ, তিনিই বিভু, তিনিই প্রজাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপর যুগে পীত এবং কলিযুগে কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে, নরসিংহ শরীর ধারণ করিয়া

হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। তিনি জগতের হিতকামনায় বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলনিমগ্ন এই পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। তিনি বামনরূপ আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে জয় এবং বলিকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অমিতবিক্রম বিষ্ণু দেবগণের চিরাভিলষিত লক্ষ্মীও আপনাকে প্রদান করেন। অনন্তর তিনি আপনার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত অনেকবার প্রধান প্রধান দেবশত্রুকে বিনাশ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র শত্রু বিপক্ষভাবে উপস্থিত হইলেও তিনি কখন তাহাকে সংহার করেন না, ইহাই তাঁহার চিরন্তন ব্রত। সেই পরমাত্মরূপী ভগবান রামাবতারে রাবণকে নিহত করিয়াছেন এবং প্রভূত বলশালী সিংহ যেমন মাতঙ্গগণকে বিনাশ করে তদ্রূপ তিনিও আপনার অনেক শত্রু নিপাত করিয়াছেন। অধিক কি তিনি এখনও কেবল জগতের হিতের নিমিত্তই এই মর্ত্ত্য লোকে বসতি করিতেছেন, তিনিই উপেন্দ্র, তিনিই জগতের নাথ, তিনিই পুরুষোত্তম। আমি দেখিয়াছি, এই হরি পূর্ব্বে জটা কৃষ্ণাজিন ও দণ্ড ধারণ করিয়া শুষ্ক তৃণরাশিতে উদ্দীপ্ত হতাশনের ন্যায় দানব দলের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আমি এক সময়ে দেখিলাম পৃথিবী একবারে দানবসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, আবার দেখিলাম মহাত্মা কৃষ্ণ জগতের হিতার্থ হইয়া উহা দানব শূন্য করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব হে দেবেন্দ্র! আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই পারিজাত দ্বারকায় লইয়া যাইবেন। বাসব! আপনি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ কৃষ্ণকে প্রহার করিতে পারিবেন না, আপনিও তাঁহার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনি কখনই আপনাকে প্রহার করিবেন না। আমি আপনাকে সমস্ত কথাই বলিলাম যদি ইহা আপনি শ্রবণ না করেন, তবে বরং আপনার নীতিকোবিদ হিতৈষী মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহারাজ! মহেন্দ্র এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্গুরু নারদকে কহিলেন, মুনিবর! আপনি যাহা বলিতেছেন, আমিও কৃষ্ণের প্রভাব সেইরূপই জানি। তিনি সেইরূপ প্রভাবশালী বলিয়াই সাধুচরিত স্মরণ করিয়া আমি তাহাকে পারিজাত প্রদান করিলাম না। ইহা নিশ্চয়ই আছে যে তাদৃশ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ অল্পের নিমিত্ত কদাচ রোষাবিষ্ট হইতে পারেন না, ইহা মনে করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। ফলতঃ মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সতত সহিষ্ণু জ্ঞানবান বৃদ্ধদিগের মতানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিক বর মহাত্মা কৃষ্ণ সামান্য কারণে কখনই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিতে পারিবেন না। তিনি যখন আমার মাতাকে বরদান করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন তখন তাঁহার পুত্রগণের জ্যেষ্ঠতাও সহ্য করিতে হইবে। যখন তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া উপেন্দ্র নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের সম্মানও রক্ষা করিতে হইবে। তিনি পুরাতন অবতারে জ্যেষ্ঠত্বপদ গ্রহণ করিলেন না কেন? এখন যদি সেই পদই গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন তবে করুন, তাহাতে আর আমি কি করিব।

মহারাজ! বলনিসূদন কিছুতেই পারিজাত প্রদান করিবেন না, ধীমান নারদ ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যদুবৃষভাধিষ্ঠিত কুশস্থলীতে প্রতিগমন করিলেন।

১৩০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রমণীয় স্বারকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণ স্বগৃহে সত্যভামার সহিত সুখাসীন হইয়া পারিজাত বিষয়েরই অনুধ্যান এবং নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সত্যভামার মনোরঞ্জন করিতেছেন। তাঁহার শরীরকান্তিতে গৃহ পরিসর আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। তিনি নারদকে সমাগত দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর নারদ যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলে কৃষ্ণ হাস্যবদনে তাঁহাকে পারিজাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি নারদ তখন ইন্দ্র যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদায় কৃষ্ণ সন্নিধানে যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

কৃষ্ণ নারদ মুখে সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদকে কহিলেন, তবে কল্য আমাকে অমরাবতীতে গমন করিতে হইল। এই কথার পর তাঁহারা উভয়েই সমবেত হইয়া সাগরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া কৃষ্ণ নির্জ্জন প্রদেশে নারদকে কহিলেন, তপোধন! আপনি অগ্রে মহেন্দ্রভবনে গমন করিয়া মহাত্মা অমরপতিকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলুন তিনি কখনই আমার সহিত সম্মুখ সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি পারিজাত লইয়া যাইতে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি।

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে নারদ তথা হইতে স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ তৎসমুদায় বৃহস্পতি সন্নিধানে কহিলেন। বৃহস্পতি ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, শতক্রতো! আমি একবার ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়াছি আর তুমি এদিকে দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া মন্ত্রভেদপূর্ব্বক বিষম অনর্থ ঘটাইয়া বসিয়াছ। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কি জন্য এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? অথবা ভবিতব্যই সমস্ত ঘটনার মূল। এই সমস্ত জগৎই যখন ভবিতব্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না, তখন আর তোমারই বা অপরাধ কি? যাহা হউক সহসা কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে। তাহা করিলে নিজেরই সম্ভ্রমের হানি হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, মহাত্মন্! যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় উপদেশ দিন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা ত্রিকালজ্ঞ ধীমান বৃহস্পতি ক্ষণকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া দেবরাজকে কহিলেন, আপাততঃ তুমি যতদূর পার চেষ্টা কর, সপুত্রে জনার্দ্দনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও আমিও অন্য উপায় দেখিতেছি, যতদূর পারি ন্যায্য উপায়াবলম্বনে ত্রুটি করিব না। বৃহস্পতি এই কথা কহিয়া ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত মহামুনি কশ্যপকে নিবেদন করিলেন। ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর কশ্যপ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন, হাঁ এইরূপ যে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তিনি যখন মহর্ষি দেবশর্ম্মার অনুরূপ পত্নীকে কামনা করিয়াছেন তখন সেই মুনিশাপ বশতঃ অবশ্যই এইরূপ ঘটনা হইবে। আমি ঐ দোষ শান্তির নিমিত্ত এই উদবাসব্রত আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হউক এক্ষণে আমি তাহার প্রসূতির সহিত তথায় গমন করিতেছি। তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কেই বলিয়া দেখি, যদি দৈব

বিসংবাদী না হন তবে কার্য্যকর হইতে পারে। নতুবা আমি আর কি করিব। তখন বৃহস্পতি তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! তবে আপনাকে যথাসময়েই তথায় উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কশ্যপ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়া বৃহস্পতির বিদায় দিলেন এবং আপনিও অদিতির সহিত প্রমথাধিপ রুদ্রদেবের অর্চ্চনার নিমিত্ত গমন করিলেন। তথায় তিনি বরার্থী হইয়া মহাত্মা বৃষভধ্বজ সোমদেবের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর বেদোক্ত ও স্বকৃত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভগবন্! যাঁহার একমাত্র পাদবিক্ষেপে এই নিখিল জগৎ আক্রান্ত হইয়াছিল তুমি সেই বিষ্ণু। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই শিল্পসম্ভূত। তুমি সমস্ত জগতের স্রষ্টা, তুমি ঈশ, তুমি একমাত্র ধর্ম্মপ্রাপ্য পরমদেব, তুমি সর্ব্ব, তুমি ধৃতিমান্‌দিগের পরম আশ্রয়, তুমিই বিশ্বেশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। যিনি দেবগণের অধিপতি, কলুষ বিনাশন, যাঁহার মহত্ত্ব হইতে এই বিশ্বের বিস্তার হইয়াছে, জল স্থলময় বিশ্ব যাহার কুক্ষি লীন হইয়া রহিয়াছে, তুমি সেই বিশ্বেশ্বর। আমি তোমার শরণাগত। তুমি অহিতবিনাশক, যতিরূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রদত্ত শালাবৃকগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি প্রিয়দর্শন, তুমি পুণ্যনিদান বিশ্বেশ্বর আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি একমাত্র বিভু সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা, তুমি তেজস্বীদিগের তেজ, অথচ সুকৃতমান লোকের নিকট কখনই অধৃষ্ট নহ, তুমি সোমপায়ী ও মরীচিপায়ীদিগের মধ্যে বরিষ্ঠ, তুমি আমাকে তোমার শাশ্বত তেজঃ প্রদানে পোষণ কর। তুমি অথর্ব্ববেদের প্রতি পাদ্য, তুমি পঞ্চশীর্য্য, তুমি ভুতযোনি, কৃতী দানবগণের ঘোর শত্রু, যজ্ঞে সংস্কৃত যজ্ঞীয়হুত তোমারই ভোজ্য, অতএব হে দেব! আমি তোমারই শরণাপন্ন। স্থাবর জঙ্গম যে বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তুমি সেই বিশ্বের আত্মা, তুমি লোকান্তরগত জীবগণের প্রীতিপ্রদ দেব, তুমি রথারোহণে উর্দ্ধপথে গমন করিয়া থাক, হে বিশ্বেশ্বর! তুমি আমার প্রতি সতত প্রসন্ন হও। তুমি জীবগণের অন্তরে বিচরণ করিতেছ, ধর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক বেদের চারু শাখা সকল তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে, তুমি মহাবল, তুমি ধর্ম্মনায়ক, তুমি পূজ্য, তুমি সহস্র নেত্র, তুমি অসংখ্যপথে উপাসকদিগের ফল দান করিয়া থাক, অতএব হে মহাদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভূতনাথ! তুমি শুচি, তুমি যোগলভ্য, বেদ সমুদায় তোমারই প্রশংসা গান করিয়া থাকে, তুমি পাপস্পর্শশূন্য, তুমি সর্ব্ব, তুমি শম্ভু, তুমি জগতের ধুরন্ধর, তুমি গোপতি, তুমি চন্দ্রশেখর, তুমি ব্যালাদি হিংস্র জন্তুর আধার, তোমাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করি। হে শূলপাণে! তুমি সমস্ত কার্য্যের আশু ফলদাতা, তুমি বৃষভরূপ ধর্ম্ম, তুমি রত্নসমুদায়ের আধার, তুমি পবিত্র, তুমি ব্রতধারী, তুমি বিতথ, তুমি সমদর্শী, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে প্রভো! তুমি অনন্তবীর্য্য, তুমি আদিদেব, তুমি যজ্ঞ সমুদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাগশীলদিগের অভিযোজ্য, তুমি হবিঃ, তুমি হবির্ভুক, তুমি ধর্ম্ম ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজরূপ, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন। হে গুণাতীত! তুমি বিষ্ণু স্বরূপ, তুমি যশঃস্বরূপ, তুমি প্রপঞ্চস্বরূপ, তুমি কান্তরূপ, শুদ্ধাত্মা, তুমি পুরুষ, তুমি সত্যধাম এবং তুমি দুষ্কৃতকারীদিগের মোহদাতা, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগীদিগের ওঙ্কার, তোমার কার্য্য সমুদায় অতি মনোহর, তুমি দৃঢ়ব্রত, তুমি দৃঢ়ধন্বা, তুমি যুদ্ধপ্রিয়, তুমি শূর, তুমি ধনুর্ব্বেদের অভিজ্ঞ, তুমি অস্ত্রমধ্যেও শ্রেষ্ঠ, তুমি পশুদিগের পতি এবং এই জীবমান

জগৎ তোমা হইতেই সংহার প্রাপ্ত হয়, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব! তুমিই জগতে একমাত্র বন্ধু, তুমি অতীত, অনাগত, তুমি শত্রুতাপন, তুমি বিভাজ্য, তুমি বিভাজক, অতএব তুমি আমায় রক্ষা কর। হে ঈশ! তুমি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তুমিই জগৎপ্রাণ মরুগণের শ্রেষ্ঠ প্রাণ, তুমি তোমার দয়ালুতাবশতঃ সকলের অদ্বিতীয় মিত্র, তুমি সামবেদের গীয়মান প্রতিপাদ্য, অতএব আজ আমাকে শ্রেয়োদান কর। যে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই অত্যুৎকৃষ্ট ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ঐশ্বর্য্যাদি যড়্গুণে পরিতৃপ্ত এবং যিনি ওঙ্কারভূত এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই আবার অবস্থান করিতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্মা স্বরূপ, তুমি কামাদি দোষনাশক, তুমি বিবিধ অঙ্গ দ্বারা বহুরূপী, তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি অতীন্দ্রিয় পদার্থেরও প্রকাশক, তুমি বিদ্বান, তুমি সম্পূর্ণ, তুমি বিষয়স্পর্শী, তুমি শম্ভু, তুমি প্রাণদাতা, তুমি কৃত্তিবাসা, তুমি ষড়্বিধ রস স্বরূপ, তুমি প্রাণপতি, তুমি শঙ্কর, তুমি কন্দর্প বিনাশক, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি পুষ্টিবিধায়ক, তুমি বিপ্রগণের ধর্ম্মবক্তা, তুমি যজ্ঞশীলদিগের ফলদাতা, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, তুমি সমরবিজয়ী, তুমি ঈশ, তুমি দেবদেব, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে দেব! তুমি অগ্নিরূপে দেবগণের আস্য, তুমি দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশক, তুমি সোমযাগ, তুমি সংসারবৃক্ষের অন্তকারী, তুমি কর্ম্মসাক্ষী, তুমি ভূতগণের আশ্রয় ও ভূতপতি, তুমি গুরুগণেরও গুরু, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে রুদ্র! তুমি অনুদ্ধত যজ্ঞকর্ত্তা, তুমি জগতের আদি অন্ত ও মধ্য স্বরূপ। তুমি চিরদিন একস্বভাব, দেবব্রতে তুমি নানারূপধারী, তুমি স্বর্গনিয়ন্তা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন।

হে ঈশ! তুমি অজিনধারী, তুমি ব্রতপরায়ণ, তুমি মেখলাধারী, তুমি আশুতোষ, অথচ ক্রোধযুক্ত, তুমি নিষ্পাপ, তুমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত স্বরূপ, তুমি ক্ষেত্র, তুমি গুণী, জটাজুটধারী, তুমি বন্দনীয়দিগের বন্দনীয়, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি দেবগণেরও দেবতা, পবিত্র বস্তুর ও পাবন, তুমি কৃতীদিগেরও কৃতী, তুমি মহৎ অপেক্ষাও মহৎ, তোমার মূর্ত্তির সীমা নাই, তুমি সকলের স্তবনীয়, তুমি গোপতিগণের পতি, অতএব আমি তোমার শরণাগত। হে দেব! তুমি সকলের হৃদয়চারী পুরুষ, তোমার নামের মহিমা কে জানে? তুমি প্রণব, তুমি প্রদীপরহিত অথচ স্বপ্রকাশ, তুমি মুক্তিপ্রদ মহামন্ত্রের একমাত্র কারণ, তুমি শুভদা ও গুণী, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি জগৎ ও জীবের প্রসূতি। কিন্তু তোমার প্রসূতি কেহ নাই। তুমি সূক্ষ্ম, তুমি পঞ্চভূত হইতে পৃথক, কিন্তু পঞ্চভূত তোমা হইতে পৃথক্ নহে। তুমি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছ আবার তোমাতেই সর্ব্বজগৎ বিলীন হইয়া থাকে, তুমি দাতা, তুমি স্বাদ, তুমিই আনন্দময়, তুমিই রত্নস্বরূপ, অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে বিশ্বাত্মন! তুমি সকলের অন্তর্য্যামী সেই জন্য সকলেরই নিকটবর্ত্তী, বিশেষতঃ সাধকদিগের আরও সন্নিহিত, তুমি শ্রদ্ধাবান্দিগের শ্রদ্ধাবৃত্তির প্রণেতা, তুমি সৎকার্য্যশালী সাধুদিগের একমাত্র অন্বেষ্টা বস্তু এবং ষড়্গুণের পূরক অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে দেবদেব! তুমি কি অন্তর্গত কি বাহ্য সর্ব্বপ্রকার পাপের বিনাশক, তুমি স্বয়ং কর্ত্তা, তুমিই আবার সর্ব্বভূতের উপাদান, তোমা হইতেই ক্রোধাদির বিকার সকল উপস্থিত হয়। তুমি অস্ত্রধারী, তুমি সুকৃতীদিগের অত্যুৎকৃষ্ট বল, অতএব তুমি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। হে বিশ্বনাথ! তুমি পূর্ব্বকালে ঘোরতর

অস্ত্র প্রয়োগে মায়াবী ঘোর পাতকী ত্রৈপুর অসুরদিগকে দগ্ধ করিয়া ভুবনকে নিষ্কণ্টক করিয়াছ। তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে রক্ষা কর। মহারাজ দক্ষ দেবোপভোগ্য যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলে তুমি স্বয়ং তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলে; তখন সে তোমারই শরণাগত হইবার নিমিত্ত প্রধাবিত হয়। অতএব হে দক্ষযজ্ঞান্তকারি! এক্ষণে আমায় রক্ষা কর। যিনি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করিয়া রুদ্ররূপে সংহার করেন, যিনি যজ্ঞ হলে দীক্ষিত হইয়া সামগানপূর্ব্বক জগতের পালন করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, তুমি ঐশ্বর্য্যাদি ষড়গুণের আধার। অতএব আমার সন্ততি দেবেন্দ্রকে রক্ষা কর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহার সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের ত্রৈকালিক পরিণাম, বিশেষতঃ যাহার সত্ত্বগুণাতিরেকবশতঃ পালনকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই বিষ্ণুরূপী দেব হইতে কৃষ্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি ইন্দ্রাদি রক্ষাকর্ত্তাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, দুষ্কৃতকারীদিগের নিহন্তা, তিনি পিতামাতার ন্যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতেছেন, কিন্তু যিনি উহার বাধা জন্মাইতে উদ্যত হন তিনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন। যাঁহার তেজে পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মা, দ্বিজগণ, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন, সেই হরি মঙ্গল কামনা করিয়া তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তোমা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ এবং তোমাতেই তাহারা বিলীন হইয়া যায়। তুমি ধৃতি, বিভূতি ও তুমিই শ্রুতিস্বরূপ। এই স্ত্রী পুরুষাত্মক জগতের কারণ কেবল তুমি ও উমা ব্যতীত তৃতীয় নাই। অতএব তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

রাজন। ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি কশ্যপ এইরূপে স্তব করিলে ভগবান বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে কহিলেন, প্রজাপতে! তুমি যে জন্য আমার স্তব করিতেছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। মহাত্মা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহাঁরা উভয়েই শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন পারিজাত লইয়া যাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র তপঃপ্রদীপ্ত মহামুনি দেবশর্ম্মায় ভার্য্যাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তপোধন তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন। সেই জন্যই এরূপ ঘটনা হইআছে। যাহা হউক এক্ষণে তুমি এই দাক্ষায়ণী এবং অদিতির সহিত মহেন্দ্র সদনে গমন কর। তোমার পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল হইবে। তখন মরীচি পুত্র জ্ঞানবান কশ্যপ মহাদেবের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিদশগণণগুরু সেই রুদ্রদেবকে প্রণামপূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট হৃদয়ে দেবালয়ে গমন করিলেন।

১৩১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্ত মহাতেজা কৃষ্ণ সূর্য্যোদয়কালে রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়া ব্যপদেশে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে সিনিপুঙ্গব. সাত্যকিকে স্বরথে লইয়া প্রদ্যুম্বকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার অনুগমন কর। অনন্তর রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দারুককে কহিলেন, দারুক! তুমি এই স্থানে রথ লইয়া অবস্থান কর। অশ্বগণকে বিশ্রাম করা এবং আমার জন্য দুইপ্রহরকাল অপেক্ষা করিবে। আমি পুনরায় এই রথেই দ্বারকায় প্রবেশ করিব। ভগবান অমিতবিক্রম ধীমান কৃষ্ণ সারথি দারুককে এইরূপ আদেশ করিয়া সাত্যকিসহচর হইয়া জয় কামনায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। শত্রুসূদন প্রদ্যুম্ন আকাশগামী অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ধীমান হরি পারিজাত হরণ বাসনায় মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দেবোদ্যান নন্দন কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ অধোক্ষজ দেখিতে পাইলেন সেই স্থানে নানাঅস্ত্রধারী অতি দুর্দ্ধর্ষ বীর দেবযোদ্ধৃগণ অবস্থান করিতেছেন। মহাবল কৃষ্ণ ঐ সমুদায় দেবরক্ষিবর্গের সমক্ষেই অবলীলাক্রমে পারিজাত তরুকে উৎপাটিত করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোপণ করিলেন। তখন পারিজাত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মহাত্মা কেশব তদ্দর্শনে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৃক্ষবর! তোমার ভয় নাই। অনন্তর পারিজাত প্রস্থান করিল দেখিয়া অধোক্ষজ মনোহর অমরাবতী প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পারিজাতরক্ষক দেবতাগণ ইন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পারিজাতহরণ বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তখন প্রভু ইন্দ্র জয়ন্ত সমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শত্রুনাশন কৃষ্ণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন, মধুসূদন! কি এ! কেন এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? গরুড়াসীন কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, আপনার বধূর পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানার্থ আমাকে এই পারিজাত তরু লইয়া যাইতে হইতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, হে কমললোচন! তুমি এরূপ কার্য্য করিও না। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ না করিয়া কদাচ পারিজাত লইতে পারিবে না। হে মহাবাহো! তুমি অগ্রে আমাকে প্রহার কর। তোমারই প্রতিজ্ঞা সফল হউক, আমার প্রতি কৌমোকাদী নিক্ষেপ কর।

হে ভরতবংশাবতংশ! অনন্তর কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অশনি সদৃশ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা মহেন্দ্র বাহন গজরাজ ঐরাবতকে বিদ্ধ করিলেন। তখন বজ্রায়ুধ ইন্দ্র ও দিব্যশরক্ষেপে গরুড়কে ব্যথিত করিলেন। অতঃপর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেশব যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইন্দ্র তাহা স্বীয় বাণপ্রহারে ছেদন করিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ যে সমুদায় শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণও স্বীয় বাণবলে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রের শরাসন ও কৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনু এই উভয়ের ভীষণ শব্দে স্বর্গবাসী দেবগণ পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত ও হতচৈতন্য হইতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, উভয়েই সমর ব্যাপৃত, ইত্যবসরে মহাবল জয়ন্ত আসিয়া গরুড়পৃষ্ঠ হইতে পারিজাত হরণ করিবার উপক্রম করিল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন, বৎস! নিবারণ কর। তদনুসারে মহাপ্রতাপশালী রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিবারণ করিতে উপস্থিত হইলেন। জয়শীল জয়ন্ত তখন রথারোহণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে আসিয়া শরপ্রহারে প্রদ্যুম্নের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন। এদিকে কমললোচন কামদেবও আশীবিষ তুল্য শরনিকরপাতে ইন্দ্রতনয় জয়ন্তকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর জয়ন্ত ও রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন উভয়ে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েই অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উভয়েই বলবান, উভয়েই শরপ্রয়োগপটু, উভয়েই তাহার প্রতিকারপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

হে কুরুনন্দন! ঐ সময় এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রবরনামা কোন দেবদূত আসিয়া পারিজাত হরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রবর দেবরাজ ইন্দ্রের সখা, অস্ত্রবিদ্যাতে ইনি বিলক্ষণ দক্ষ, শত্রু তাপকারী, ব্রহ্মার বরলাভে ইনি সকলের অবধ্য ও তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন। ইনি স্বীয় তপোবলে জম্বুদ্বীপ হইতে আগমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সখিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সাত্যকে! এই প্রবরকে শরপাতে নিবারণ কর। কিন্তু তুমি ইহার প্রতি সতর্ক হইয়া বাণপ্রয়োগ করিবে, দেখিও যেন গুরুতর রূপে আঘাত না হয়। এই প্রবর ব্রাহ্মণ সন্তান, বরং তুমি ইহার চপলতা সহ্য করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে প্রবর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গরুড়স্থিত সাত্যকির প্রতি ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। সিনিপৌত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি তখন শরক্ষেপে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, প্রবর! আমি আর কি বলিব! তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সহস্র অপরাধ করিলেও যদুবংশীয়দিগের অবধ্য। যাহা হউক তুমি স্বপদে অবস্থান কর। প্রবর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বীরবর! তোমায় ক্ষমা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। সাধ্যমত যুদ্ধ কর। আমি জমদগ্নিতনয় পরশুরামের শিষ্য। আমার নাম প্রবর, আমি ধীমান ইন্দ্রের সখা। দেবগণ আমাকে মধুসূদন মনে করিয়া কদাচ আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। হে যাদব! অদ্য আমি সেই বন্ধুতার ঋণে মুক্তিলাভ করিব। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয়ের অস্ত্রপ্রহারে স্বর্গধাম কম্পিত হইয়া উঠিল, অসংখ্য স্বর্গবাসিগণ বিচলিত হইল। এদিকে কৃষ্ণতময় কামদেব জয়ন্তকে, জয়ন্ত কামদেবকে আক্রমণপূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এসো, অস্ত্র গ্রহণ কর, অদ্যকার রণে তোমায় আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এই কথা বলিয়া পরস্পর জয় বাসনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ শচীপুত্র জয়ন্ত দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রুক্মিণীতনয়ও তৎক্ষণাৎ নিশিত শরনিকরপাতে সেই আপতিত প্রজ্বলিত দিব্যাস্ত্র স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। স্তম্ভিত বাণ এক আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে পতিত হইল। অনন্তর দানবিমর্দ্দী সেই অস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের রথ একবারে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল, কিন্তু রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নকে দগ্ধ করিতে পারিল না। পারিবে কি! অগ্নি যতই উদ্ধতভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠুক না কেন অগ্নিকে কদাচ দগ্ধ করিতে পারে না। প্রদ্যুম্নও তৎক্ষণাৎ সেই প্রজ্বলিত রথ হইতে অপহৃত হইলেন। অতঃপর মহারথ বিষ্ণুতনয় বিরথ হইয়া আকাশে অবস্থানপূর্ব্বক

জয়ন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেন্দ্রতনয়! তুমি আমার প্রতি যে দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, ওরূপ শত শত অস্ত্রেও আমায় দগ্ধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোমার শিক্ষানৈপুণ্য ও চেষ্টা যতদূর পার প্রদর্শন কর। সংগ্রামে আমায় পরাভব করা তোমার কার্য্য নহে। প্রথমতঃ তোমাকে অস্ত্রধারী রথা রূঢ় দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ ভয় সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু এখন তোমার বল বুঝিতে পারিয়াছি। আর তোমাকে ভয় করি না। এখন তুমি পারিজাতকে মনে মনে স্পর্শ কর। আর তোমাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে না। তুমি দিব্যাস্ত্র বলে যে রথ দগ্ধ করিয়াছ, উহা আমার মায়াময় রথ। আমি মায়াবলে এরূপ সহস্র সহস্র রথের এখনই সৃষ্টি করিতে পারি।

কামদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাবল জয়ন্ত স্বীয় তপোবল সমুৎপন্ন এক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। প্রদ্যুম্নও স্বকীয় শরজাল দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। তখন জয়ন্ত অপর চার অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া প্রদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন, অন্য এক অস্ত্রে উর্দ্ধদিকে আকাশপথ রোধ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রতনয় যে সমুদায় বিষম উল্কাসদৃশ মহাস্ত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন কৃষ্ণতনয় তৎসমুদায় স্বীয় অস্ত্রে অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন এবং অবিলম্বে জয়ন্তের প্রতি কতকগুলি অতি তীক্ষ্ণ শরও প্রয়োগ করিলেন। এই সময় স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মাগণ প্রদ্যুম্নের তাদৃশ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, লঘুহতা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিনিপুঙ্গব সাত্যকি শাণিত শরনিক্ষেপে প্রবরের শাসন ও অঙ্গুলিত্রাণ ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর প্রবর মহেন্দ্রদত্ত বজ্রনির্ঘোষ অন্য এক মহৎ ধনু গ্রহণ করিলেন। বিপ্রবর প্রবর সেই সুদৃঢ় ধনুকে সূর্য্যরশ্মিসম বাণ সমুদায় যোজিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্বারা সাত্যকির অপূর্ব্ব ধনু ছেদন এবং সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন ধীমান সাত্যকি অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া প্রবরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েই মর্ম্ম ভেদী নিশিত শরনিক্ষেপে উভয়ের বর্ম্ম ও গাত্র মাংস পর্য্যন্ত ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবর অন্য এক শরদ্বারা সাত্যকির ধনুঃখণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তিন শরে তাঁহাকে গুরুতররূপে ব্যথিত করিলেন। অতঃপর সাত্যকি অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন ইত্যবসরে প্রবর ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া তাহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি গদাঘাতে আহত হইয়া আর শরাসন গ্রহণ করিলেন না, হাসিতে হাসিতে খড়্গ ও চর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। ঐ সময়ে প্রবর তাহার উপর শত শত বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন যদুনন্দন সাত্যকিকে কিঞ্চিৎ বিহস্তেরর ন্যায় দেখিয়া যেমন এক নীলাকাশসদৃশ নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন, প্রবর অমনি ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার সেই খড়্গ দ্বিখণ্ডিত, বাণ প্রহারে খড়্গ মুক্তি নিপাতিত এবং অন্য পরক্ষেপে তাহার গাত্রবর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর তাহার হৃদয়ে এক শক্তি প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবর সাত্যকিকে নিতান্ত ক্লান্তের ন্যায় জানিয়া পারিজাত হরণ বাসনায় রথারোহণে গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গরুড় তাঁহার

দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চঞ্চুপুটাক্ষেপে তাঁহাকে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বেগে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাঁহার রথ চুর্ণ হইয়া গেল এবং স্বয়ংও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জয়ন্ত তাঁহাকে রথ হইতে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বকীয় রথে আরোপণ করিয়া সমাশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রদ্যুম্নও পিতৃব্য সাত্যকিকে বারম্বার পতিত ও মুহমান দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ তাঁহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করাতে তিনি বিগতক্লম হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন যুদ্ধবিশারদ প্রদ্যুম্ন পারিজাতের দক্ষিণপার্শ্বে এবং সিনিপুঙ্গব যুদ্ধধীর সাত্যকি বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জয়ন্ত এবং প্রবর উভয়ে এক রথে আরোহণ করিয়া গরুড়ের দিকে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমারা গরুড়ের নিকট কখন গমন করিও না। পতগরাজ বিনতানন্দন গরুড় অসাধারণ বলবান। তোমরা আমার দক্ষিণে ও বামপার্শ্বে অস্ত্রধারী হইয়া অবস্থান কর। আমি যুদ্ধ করিতেছি অবলোকন কর।

দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে উভয় পার্শ্বে থাকিয়া দেবরাজ ও জনার্দ্দনের যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বজ্রনিস্বন ভীষণ বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া গরুড়ের সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশীল গরুড় উহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না, প্রত্যুত ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তখন সহসা মহাবল গজরাজ ও পক্ষীন্দ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই পরাক্রান্ত, উভয়েই মহা বল, উভয়েই দুর্দ্ধর্ষ, উভয়েই রণপণ্ডিত। গজপতি ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া স্বীয় দন্ত শুণ্ড ও মস্তক দ্বারা পন্নগাশন গরুড়কে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল পতগরাজও অতি তীক্ষ্ণ নখরূপ অঙ্কুশ আঘাতে ও পক্ষনিপাতে গজরাজকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল গজপক্ষীর যুদ্ধ সর্ব্বলোকের বিস্ময়কর ও দর্শকদিগের ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পতগরাজ দারুণ নখরাঙ্কুশযুক্ত পদ প্রহারে ঐরাবতের মস্তকে প্রহার করিবামাত্র ঐরাবত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐরাবত জম্বুদ্বীপে পারিপাত্র নামক গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। মহাবল ইন্দ্র করুণাসৌহার্দ্দ ও পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐরাবত স্বর্গ ভ্রষ্ট হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। দৃষ্টিপ্রলয়কারী মহাবল পারিজাতবাহী গরুড়ের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দেবরাজ সেই পারিপাত্র পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া ঐরাবতকে সুস্থ করিলে পুনরায় উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই ঘোর আশীবিষ তুল্য অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বজ্রায়ুধ ইন্দ্র ঐরাবতশত্রু গরুড়ের প্রতি পুনঃ পুনঃ বজ্র ও অশনিপাত করিতে লাগিলেন। গরুড় স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় বলবান, তাহাতে আবার তপোবল প্রভাবে সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্রের সেই বজ্র ও অশনি প্রহার অনবরত সহ্য করিতে লাগিলেন। বরং জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষা করা বিহিত মনে করিয়া প্রতি প্রহারেই এক একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল গরুড়কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে গিরিবর পারিপাত্র নিতান্ত বিশীর্ণ হইয়া করুণস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে ক্রমশঃ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। প্রবিষ্ট হইতে কিঞ্চিত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশপথে গরুড়ের উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এই সময়ে

প্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি একবার দ্বারকায় গমন করিয়া শীঘ্র দারুকের সহিত রথ লইয়া আইস। আর বলভদ্র ও কুকুরাধিপ পিতাকে বলিবে আমি ইন্দ্রকে জয় করিয়া কল্যই দ্বারকায় গমন করিব। তখন ধর্ম্মাত্মা প্রদ্যুম্ন যে আজ্ঞা বলিয়া পিতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিনি যাদবপতি ও বলদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দারুক সমভিব্যাহারে রথারোহণে পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

১৩২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া যথায় ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীন হইয়া দেবরাজ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই পারিপাত্র গিরিতে পুনরায় গমন করিলেন। গিরিবর পূর্ব্বেই মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রিয়চিকীর্ষায় শাণপাদ রূপ ধারণপূর্ব্বক বসুন্ধরাগর্ভে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে হৃষীকেশ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে গরুড়ও পারিজাত পৃষ্ঠে তাঁহার অনুগমন করিলেন। মহাবল প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইহাঁরা উভয়ে গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া পারিজাত রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দিবসনাথ অস্তমিত ও রজনী সমা গত হইল। পুনরায় দেবরাজ ও কৃষ্ণে যুদ্ধও উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ ঐরাবতকে দারুণ প্রহারে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট দেখিয়া দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহহ! আপ নার গজরাজ ঐরাবত গরুড়ের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে রাত্রিও উপস্থিত, অতএব অদ্য ক্ষান্ত হউন। কল্য আবার আপনার অভিলাষানুরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইন্দ্র তখন 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। হে রাজন! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা দেবেন্দ্র পুষ্করতীর্থ সন্নিধানে গমন করিয়া পর্ব্বত পরিবৃত স্থান কল্পনা করিয়া তথায় বাস করিতে লাগি লেন। সেই রজনীতে ব্রহ্মা, মহর্ষি কশ্যপ, অদিতি, সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ, সাধুগণ, বিশ্বগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান নারায়ণও পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির সহিত সেই রমণীয় পারিপাত্র পর্ব্বতে হৃষ্টান্তঃকরণে বাস করিতে লাগিলেন। পারিপাত্র ইতঃপূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিবশতঃ শাণপ্রমাণ রূপ ধারণ করিয়া ছিল, সেই জন্য কৃষ্ণ এখন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন। কহিলেন, পর্ব্বতবর! তুমি আমার জন্য শাণপাদ রূপ ধারণ করিয়াছ, অতএব তুমি পৃথিবীতে শাণপাদ নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি পুণ্যবলে একার্দ্ধে হিমালয় সদৃশ অপরার্থে সুমেরুতুল্য হইয়া পৃথিবীমধ্যে পুণ্যগিরি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। তোমাতে বহুবিধ চিত্র মৃগ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

মহারাজ! কেশব পর্ব্বতকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া ভগবান বৃষভধ্বজ দেবদেব মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক সরিদ্বরা ভাগীরথীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্মরণ করিবামাত্র বিষ্ণুপদী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক গঙ্গোদক ও বিল্বদল হস্তে সর্ব্বদেবপ্রভু রুদ্রদেবকে আবাহন করিলেন।

তদনন্তর দেবপ্রবর সৌম্যমূর্ত্তি মহাদেব তথায় আসিয়া সেই বিল্বদল ও গঙ্গোদকের উপর অধিষ্ঠান করিলেন। তখন কেশব পারিজাত পুষ্পে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া বাক্যদ্বারা সেই সর্ব্বদেবনিয়া মহেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দেব! তুমি রুদনত্ব ও দ্রবণত্ব হেতু বলিয়া রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছ, অর্থাৎ তুমি সমস্ত জীব পক্ষীকে মায়াপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া চরম সময়ে আবার তুমিই সেই মায়া-পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাক। অথবা জীবসঙ্ঘ জাতমাত্রেই রোদন করিতে থাকে কিন্তু তুমিই তাহাদিগকে সংসার হইতে বিদ্রাবিত কর, এই জন্য তোমাকে লোকে রুদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি ভক্তগণের ভক্ত, বৎসলদিগের বৎসল, অতএব অদ্য আমাতে কীর্ত্তি যোজনা কর। কি ভোগবিলাসী নগরবাসী সংসারী, কি অরণ্যনিবাসী সংসারবিতৃষ্ণ সন্ন্যাসী, এই উভয়বিধ লোকেরই তুমি পতি। তুমি পশু অর্থাৎ দেবগণের বিখ্যাত দেবতা, সেইজন্য তোমাকে পশুপতি বলে। তুমি সর্ব্বকর্ম্মা, তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতম দেব আর কেহই নাই। হে দেব দেব! তুমি জগৎপতি, তোমা হইতেই দেবশত্রুগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুমি মহত্তম ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তুমি আদ্য, তুমি প্রীতিপ্রদ, তুমি প্রাণদ, অতএব সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী সাধু বিদ্বানগণ তোমাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হে অত্যন্ত ধীর! হে অক্ষরেশ! তুমি অব্যক্ত, তুমি অক্ষয়, তোমা হইতে এই ব্যক্ত জগতের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তোমাকে ভব নামে নির্দ্দেশ করে। হে দেবাতিদেব! কি দেবতা, কি অসুর, কি অন্যান্য জীব সকলেই তোমার নিকট পরাভূত হইয়া তোমাকে মহেশ্বরপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত তোমাকে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। তুমি বিশ্বকর্ম্মা নামেও অভিহিত হইয়াছ। দেবগণ শ্রেয়প্রার্থী হইয়া সর্ব্বকাল তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং তোমা অপেক্ষা পূজ্য আর কে আছে? হে বরদ! তোমার বীর্য্যের ইয়ত্তা নাই। তুমি সাধুদিগের অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাক, তোমা হইতে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্য তুমি ভগবান্ ও দেবদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছ। হে দে ! তোমা হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তুমিই সেই ত্রিলোকী মধ্যে যাবতীয় জীব আধান করিয়াছ, সেই জন্য অগ্রে তুমি ত্র্যম্বক নাম প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি অপ্রমেয় কীর্ত্তি, তুমি ত্রিদশনাথ। হে শ্রীকর! তুমি শত্রুগণের শাসনকর্ত্তা, কেহ কখন তোমাকে পরাস্ত করিতে পারে না, তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সকলেরই কি অন্তর্গত, কি বাহ্য সমুদায় ভাব অবগত হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিয়া থাক।

তুমিই আবার সাধুদিগের মঙ্গল বিধান কর, সেই জন্য তুমি শর্ব্ব। তুমি অর্ক অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী, তুমি নিত্যকাল ভক্তগণের মঙ্গল বিধান, শত্রুদিগের উচ্ছেদ সাধন কর, সেই জন্য ধর্ম্মজ্ঞ সাধুগণ তোমাকে শঙ্কর নামে অভিহিত করিয়াছেন। হে সর্ব্বস্বামিন্! হে ঈশান! পূর্ব্বে সুর রাজ ইন্দ্র তোমাকে কুলিশপ্রহারে ব্যথিত করিলে তুমি তাহা বৎসলতাগুণে সহ্য করিয়াছিলে, সেই জন্যই তোমার কণ্ঠ নীলবর্ণ হওয়াতে জগতে তুমি নীলকণ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছ। ইহলোকে যে সমুদায় পুংচিহ্ন অথবা স্ত্রীচিহ্ন, কি স্থাবর কি জঙ্গম যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই তুমি। এই নিমিত্ত তোমার তত্ত্বজ্ঞ বিপ্রবর্গ তোমাকে ত্রিগুণাত্মক এবং উমাদেবীকে লোক ধাত্রী বলিয়া নির্দ্দেশকরেন। বেদে ঐ দেবী উমাকে মায়াস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। ঐ মায়া হইতেই মহত্তত্ত্বের

উৎপত্তি হয়। তুমি যজ্ঞদীক্ষিত যোগীদিগের যজ্ঞস্বরূপ। হে দেব! ইহা আর অদ্ভুত নহে যে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, হইতেছে না, হইবেও না। হে দেবদেব! কি আমি কি ব্রহ্মা কি কপিল কি অনন্ত কি ব্রহ্মার বীরপুত্রগণ আমরা সমুদায়ই তোমা হইতে প্রসূত হইয়াছি। অতএব তুমি সকলের ঈশ্বর, তুমিই সকলের কারণ।

মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ স্তব করিলে ভগবান বৃষভধ্বজ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া গোবিন্দকে কহিলেন, হে সুরোত্তম! তোমার অভিলষিত বিষয় লাভ হউক। তুমি অবশ্যই পারিজাত লইয়া যাইতে পারিবে, সে জন্য আর তুমি মনঃক্ষুন্ন হইবে না। হে প্রভাবশালি! তুমি যখন মৈনাক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিয়াছিলে, আমি তৎকালেই তোমাকে বর প্রদান করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তুমি অবধ্য ও অজেয়, অধিক কি তুমি আমা অপেক্ষাও বীর হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যে স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিলে উহা দ্বারা যে সকল ব্যক্তি আমাকে স্তব করিবে তাহারা ধর্ম্মভাগী হইবে। এবং অবশ্যই সমরে জয় লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবে। আর আমিও অদ্য হইতে বিল্বোদকেশ্বর নাম গ্রহণ করিলাম। এতদ্ভিন্ন তুমি আমাকে যে স্থানে স্থাপন করিবে আমি তথায় থাকিয়া সকলের অভিলষিত মনোরথ পূর্ণ করিব। কেশব! আর যিনি এই স্থানে থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করিবেন, তিনি তিন রাত্রির মধ্যে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইবেন। গঙ্গাদেবীও এই স্থানে অবিন্ধ্যা নামে খ্যাত হইবেন। যিনি এই স্থানে মন্ত্রপাঠ করিয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিবেন, তিনি গঙ্গাস্নানের সম্যক্ ফলভাগী হইবেন। হে জনার্দ্দন! এই অবসরে আমি তোমাকে আর একটা কথা বলিতেছি, উহা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তোমাকে উহা পালন করিতে হইবে। কেশব! এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে ষট্‌পুর নামে দানবদিগের এক নগর আছে, তথায় পর্ব্বতগুহাভ্যন্তরে হিংস্র প্রকৃতি, দুরাত্মা, জগৎকণ্টক, দানবগণ ছদ্মবেশে বাস করে। তাহারা ব্রহ্মার বর প্রসাদে দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। তুমি এক্ষণে মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, অতএব তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর।

হে মনুজেশ্বর! মহাদেব এই কথা বলিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে গোবিন্দ পুনরায় গিরিবরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তোমার নিম্নদেশে কতকগুলি মহাসুর বাস করে, জগতের হিতকামনা করিয়া আমি তাহাদিগকে অবরোধ করিব। তাহা হইলে আর তাহারা বহির্গত হইতে পারিবে না। এইরূপে রুদ্ধ করিয়া আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। হে মহাগিরে! তাহাদিগের বিনাশ সাধনের পর আমি পুনরায় তোমার নিকট উপস্থিত হইব। যে ব্যক্তি তোমার উপর আরোহণ করিয়া আমার প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিবে, তাহার গোসহস্র দানের তুল্য ফল লাভ হইবে। আর যিনি তোমার শিলাখণ্ড দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিবেন তিনি আমার সালোক্যলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন। বরদাতা কৃষ্ণ এইরূপে গিরিবরকে বরপ্রদানে অনুগৃহীত করিয়া তদবধি তথায় বাস করিতেছেন। এই নিমিত্ত বিষ্ণুলোক প্রার্থী মহাত্মগণ ঐ পর্ব্বতের প্রস্তর দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

১৩৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর। মহামনা কৃষ্ণ বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে দেবরাজ পুষ্কর সন্নিধানে দেবগণে বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। রথারূঢ় কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। তখন সাধুগণের অভীষ্ট ফল দাতা বাসব জয়ন্ত সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে এক পারিজাতের নিমিত্ত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুবল নিসূদন বিষ্ণু সরলপাতী শরজালে দেবেন্দ্রসৈন্য ব্যথিত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বীর, উভয়েই শস্ত্র প্রহারে বিলক্ষণ দক্ষ, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কেহ কাহার শরীরে শরক্ষেপ করিলেন না। জনার্দ্দন অতি তীক্ষ্ণ পর্ব্বযুক্ত দশ বাণে ইন্দ্রের এক এক অশ্বকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রও ঘোরতর অস্ত্র প্রয়োগে কৃষ্ণসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অসংখ্য শরক্ষেপে গজরাজ ঐরাবতকে ব্যথিত করিলে, মহাতেজা ইন্দ্রও পতগরাজ গরুড়ের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুবিদারণ মহাত্মা নারায়ণ ও সুপতি ইন্দ্র উভয়েই ভূমিতলে রথারূঢ় হইয়া সমস্ত দিন যুদ্ধ করিলেন। সলিলোপরিস্থিত নৌকার স্যায় নিখিল বসুধা কম্পিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে দিগ্‌গাহ উপস্থিত হইয়া দেশ সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। শত শত মহীরুহগণ ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা মানবগণও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। শত শত বজ্রাঘাত হইতে আরম্ভ হইল। নদী সমুদায় প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঘোরতর বায়ু বহিতে লাগিল। উল্কা সকল নিষ্প্রভ হইয়া অনবরত ভূতলে পড়িতে লাগিল। রথচক্রের ভীষণ ধ্বনিতে প্রাণিগণ মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। জলের উপরিভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশের সর্ব্বত্র গ্রহমণ্ডলীতেও পরস্পর সংঘর্ষণবশতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত শত জ্যোতিষ্কমণ্ডল স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দিগ্‌গজ সকল ভিত হইয়া উঠিল। গর্দ্দভাকৃতি অরুণবর্ণ ছিন্ন ভিন্ন মেঘজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঐ সমুদায় মেঘ হইতে ঘোরতর শব্দ সহকারে উল্কাপাত ও শোণিত বর্ষণ হইতে লাগিল। কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি নভোমণ্ডল, কিছুই আর লক্ষিত হয় না। মুনিগণ ও মহাত্মা বিপ্রগণ যুদ্ধপ্রবৃত্ত সুরবীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া জগতের হিতকামনায় মন্ত্রজপ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা ব্রহ্মা মহর্ষি কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুব্রত! তুমি বন্ধু অদিতির সহিত গমন করিয়া তোমার পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধনিবৃত্ত কর। মুনিও তথা বলিয়া রথারোহণে পুত্রদ্বয়ের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন মহাবল ইন্দ্র ও উপেন্দ্র মাতার সহিত পিতাকে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত সেই পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। অদিতি তখন উভয়ের গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমর অসোদর ভ্রাতার ন্যায় কেন এরূপ বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমরা সামান্য বিষয়ের জন্য কেন এরূপ ঘোরতর অনর্থ সংঘটন করিতেছ। তোমাদের এরূপ করা আমার পুত্রের

অনুরূপ কার্য্য নহে। এক্ষণে পিতা মাতার কথা যদি তোমাদের গ্রাহ করা উচিত বলিয়া বোধ হয় তবে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মাতার এই বাক্যে সম্মত হইয়া মহাবল বীরদ্বয় পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সকল লোকের প্রভু, তুমিই আমাকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছ। তবে কি জন্য আবার আমার অবমাননা করিতেছ। হে কমললোচন! তুমি আমার ভ্রাতৃত্ব স্বীকার এবং জ্যেষ্ঠত্ব সম্মান প্রদর্শন করিয়া কি জন্য এখন তৎসমুদায় লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ইন্দ্র এই কথা বলিলে উভয়ে জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া যেখানে মাতা অদিতি ও মহাত্মা কশ্যপ অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলোচন কৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়ে যেখানে পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, মুনিগণ ঐ স্থানকে প্রিয়সঙ্গমন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

হে কুরুনন্দন! অনন্তর কশ্যপ ইন্দ্রকে অভয় দান করিয়া দেবগণ, ধর্ম্মচারী ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র ও জনার্দ্দনের সহিত এক বিমানে গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দেবগণ, অনুরূপ সম্পদযুক্ত হইয়া পৃথক পৃথক বিমানে স্বর্গের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর সকলে রমণীয় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সে রাত্রি তথায় বাস করিলেন। ধর্ম্মবৎসলা শচী অদিতি ও মহাত্মা কশ্যপের পরিচর্য্যা করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব অদিতি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর বাক্যে হরিকে কহিলেন, বৎস উপেন্দ্র! ক্ষান্ত হও, পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন কর। বধু সত্যভামার চিরাভিলষিত পুণ্য কর্ম্ম সমাপন হইলে পুনরায় আনিয়া নন্দনবনে যথাস্থানে তরুবর পারিজাতকে স্থাপন করিবে। তখন কৃষ্ণ ও মহাত্মা নারদ উভয়েই ধর্ম্মপরায়ণা দেবমাতা অদিতির নিকট তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পিতা, মাতা, দেবেন্দ্র ও ইন্দ্রাণী শচীকে প্রণিপাত করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মনস্বিনী ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাণী কৃষ্ণভার্য্যাদিগের নিমিত্ত বিবিধরাগরঞ্জিত ও শুভ্র বহুবিধ বসন এবং সর্ব্বরত্ব শ্রেষ্ঠ বহুবিধ ভূষণ সমুদায় প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া অমরগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। সাত্যকি ও পুত্র প্রদ্যুম্ন সঙ্গে চলিলেন।

তিনি প্রথমে রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তথায় তরুবর পারিজাতকে রাখিয়া সাত্যকীকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন। কহিয়া দিলেন তুমি দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে বলিবে, আমি অমরালয় হইতে পারিজাত তরু আনয়ন করিয়াছি, অদ্যই দ্বারবতীতে প্রবেশ করাইব। অতএব তাহারা যেন নগরের শোভা সম্পাদন করেন। সাত্যকি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ আদেশ করিয়া শাম্ভ প্রভৃতি অন্যান্য কুমারগণের সহিত প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর মহারথ প্রদ্যুম্ন। গরুড়পৃষ্ঠে পারিজাতকে অগ্রে রাখিয়া তৎপশ্চাৎ স্বয়ং উপবেশনপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ তৎপশ্চাৎ শৈব্যাদি অশ্ব যুক্ত রথে, তৎপশ্চাৎ অন্য এক উৎকৃষ্ট রথে শাম্ব ও সাত্যকি আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। তাহার পর অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহাত্মা কৃষ্ণের

অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে দ্বারকায় উপস্থিত হইলে যাদবগণ ও নগরবাসিগণ সাত্যকির মুখে পারিজাতবিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া এবং কৃষ্ণের এই অদ্ভুত, কার্য্য সন্দর্শনে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মর্ত্ত্যবাসিগণ সেই দিব্য কুসুম শোভিত পারিজাতকে দেখিতে পাইয়া দুষ্টচিত্তে সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিছুতেই তাহাদের নয়নের তৃপ্তি সাধন হইল না। বৃদ্ধগণ সেই অদ্ভুত অচিন্ত্য মদমত্ত-কেলিপরায়ণ-কলকূজিত-পক্ষিকুলাকীর্ণ পারিজাত তরু অবলোকন করিয়া স্ব স্ব জরাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অন্ধগণ তথায় আগমন করিবামাত্র ক্ষণকালের মধ্যে দিব্য চক্ষু লাভ করিতে লাগিলেন। তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ একবারে সমস্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিল। সেই বৃক্ষশাখায় বসিয়া শ্বেতবর্ণ কোকিলগণ মধুরস্বরে সঙ্গীত আলাপন করিতে লাগিল দেখিয়া মর্ত্ত্যবাসী জনগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, সকলেই জনার্দ্দনকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করিতে লাগিলেন। বৃক্ষের অনতিদূরবর্ত্তী জনগণ বৃক্ষ হইতে বিবিধ বাদ্য ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। যিনি যেরূপ গন্ধের আশা করেন, তিনি সেইরূপ মনোহর গন্ধই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর যদুনন্দন কৃষ্ণ রমণীয় দ্বারকপুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে মহাত্মা বসুদেব ও মাতা দেবকীর চরণবন্দনা করিলেন। পশ্চাৎ কুকুরাধিপ উগ্রসেন, ভ্রাতা বলদেব ও অন্যান্য সম্মানার্হ দেবতুল্য বৃদ্ধ যাদবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া পারিজাত সমভিব্যাহারে সত্যভামার গৃহে উপস্থিত হইলে, সত্যভামা তদ্দর্শনে পরম প্রীতি সহকারে কৃষ্ণকে যথেষ্ট সৎকারপূর্ব্বক অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পারিজাতও গ্রহণ করিলেন। তৎকালে এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাবগুণে তাঁহার ইচ্ছামাত্র ঐ পারিজাত এক একবার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত দ্বারকাপুরী আচ্ছাদন করিতে লাগিল, আবার খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল, এমন কি তৎকালে কখন হস্ত প্রমাণ কখনও বা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইতে লাগিল। পতিপরায়ণ সত্যভামার মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আর আহ্লাদ ধরে না। তখন তিনি পুণ্য ব্রতানুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যে যেখানে ব্রতোপযোগী যে কোন বস্তু পাওয়া যায় মহাত্মা কৃষ্ণ তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। অনন্তর সত্যভামা ব্রত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত মহর্ষি নারদকে ব্রাহ্মণস্থলে বরণ করিবেন বলিয়া প্রার্থনা করিলে বাসবানুজ কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্মরণ করিলেন।

১৩৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! অনন্তর কৃষ্ণ স্মরণ করিবামাত্র বাগ্মিবর তপোধন নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রত গ্রহণার্থ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইলে সেই সর্ব্বকামফলপ্রদ, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিদেব কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া

হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতস্নান মহামুনি নারদকে গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অন্নাদি নানাবিধ ভোজ্য বস্তুদ্বারা ভোজন করাইলেন। পরে সুভগা সত্যভামা কৃষ্ণের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া সেই মালা পারিজাত তরুতে বন্ধন করিলেন। তদনন্তর জলপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে ধেনু সহস্র, পর্ব্বতাকার স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিরত্ন, তিল, ধান্য ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যজাত সমন্বিত কৃষ্ণকে নারদকে প্রদান করিলেন। মুনি সত্তম নারদ তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কহিলেন, কেশব! সত্যভামা জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন, অতএব এখন তুমি আমারই। এক্ষণে আমার অনুগমন কর এবং আমি যাহা বলিব তাহাও তোমাকে সম্পাদন করিতে হইবে। কেশব উহা প্রথমকল্প বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাং গমন করিতে লাগিলেন। নারদ আবার পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! এই স্থানে থাক, আরবার 'আমি চলিলাম' বলিয়া নানাবিধ পরিহাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের কণ্ঠদেশ হইতে পুষ্প মালা উন্মোচন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ? তুমি তোমার নিষ্ক্রয় স্বরূপ আমাকে এক সবৎসা কপিল গাভি, তিল, কৃষ্ণাজিন, শূর্প ও কাঞ্চন প্রদান কর। বৃষভধ্বজ মহাদেবও এইরূপ নিষ্ক্রয়েরই বিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাহাই হউক এই কথা বলিয়া নারদের আদেশানুসারে কার্য্য সমাধা করিলেন। অনন্তর মধুসূদন হাস্য করিতে করিতে মহর্ষি নারদকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনার উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব আপনি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন আমি তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি চিরদিন এইরূপ প্রীত থাকুন, আপনার অনুগ্রহে আমি যেন আপনার সালোক্য প্রাপ্ত হই, যেন আমি অযোনিজ হই এবং জন্মান্তরেও যেন ব্রহ্মণ্যলাভ করিতে পারি এই আমার অভিলাষ।

সনাতন সাধুগতি মহামতি বিষ্ণু তথা বলিয়া নারদকে অভিলষিত বর প্রদান করিলে তিনি পরম সন্তোষলাভ করিলেন। হরিবল্লভা সত্যভামা এই ব্রতোপলকে কৃষ্ণের যোড়শ সহস্র রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রাণী বাসুদেবকে যে সমুদায় বাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় যথাক্রমে তাঁহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তৎকালে পারিজাতও দ্বারকায় অবস্থান করিয়া স্বীয় মহিমা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এদিকে কৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে তপোধন নারদ অন্যান্য যে সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বারকায় আসিয়া পারিজাতের বিভূতি সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত পাণ্ডবগণ, কন্যার সহিত শ্রুতশ্রবা, সপুত্রক ভীষ্মক ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক বৎসর অতীত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ পুনরায় পারিজাত লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সেই অপরিমিত পরাক্রম ধীমান কৃষ্ণ তথায় ইন্দ্রের সহিত একত্র অবস্থিত পিতামাতাকে দেখিতে পাইয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলে তিনি কহিলেন, বৎস! আমার অভিলাষ এই যে, যেন তোমাদের সৌভ্রাত্র চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে। অতএব আমার এই মনোরথ তুমি পূর্ণ

করিবে। অতঃপর মধুসূদন 'তথাস্তু' বলিয়া মাতার বাক্য স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে কহিলেন, হে দেবস্বামিন্! আমি মহাত্মা মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি, পারিপাত্র পর্ব্বতের নিম্নদেশে যে সকল দানবদল বাস করে আমাকেই তাহাদিগের বিনাশ করিতে হইবে। অতএব অদ্য হইতে দশ রাত্রির মধ্যে আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব। মহাত্মা প্রবর ও মহাবীর জয়ন্তকে আমার কার্য্যের সাহায্যার্থ উর্দ্ধে আকাশপথে অবস্থান করিতে হইবে। ঐ সকল দানব ব্রহ্মার বরে দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। অতএব আমরা মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ পরমাহ্লাদ সহকারে কহিলেন, তবে তাহারা অবশ্য যাইবে, তুমি সে বিষয়ে যত্ন কর। এই কথা বলিয়া প্রীতমনে তাহাকে এক অত্যুৎকৃষ্ট সাগরসম্ভূত কিরীট ও কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন।

১৩৫তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি দ্বৈপায়ন প্রসাদে সমস্তই অবগত আছেন। এক্ষণে পুণ্যক বিধির বিষয় আমি শুনিতে অভিলাষ করি, আপনি তাহাই বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! পূর্ব্বে ভগবতী উমা এই পুণ্যক বিধির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। উহা যেরূপে ইহলোকে ব্রতরূপে প্রথিত হইয়াছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত লইয়া দ্বারকায় গমন করিলে ধীমান মুনিশ্রেষ্ঠ নারদও তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজন্! ঐ সময়ে মহাদেবের আদেশানুসারে দেবাসুরের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ সংগ্রামে ষট্‌পুর প্রভৃতি দৈত্যগণ নিহত হইয়া যুদ্ধের অবসান হইলে একদা কৃষ্ণের সহিত দেবর্ষি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ নারদ একত্র উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে ভীষ্মকতনয়া রুক্মণী, জাম্ববতী, দেবী সত্যভামা গান্ধাররাজপুত্রী ও অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ পতিরতা কৃষ্ণপত্নীগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে রুক্মিণী দেবর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মুনিবর! আপনি ধর্ম্মবেত্তা মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বাগ্মিবর এবং ত্রিকালজ্ঞ। অতএব আপনাকে পুণ্যক বিধির উৎপত্তি, কিরূপে উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, উহার ফলই বা কি, কোন কোন বস্তু উহাতে দান করিতে হয় এবং কিরূপ সময়েই বা আরম্ভ করিবার আবশ্যক এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। এই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমাদের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

নারদ কহিলেন, অয়ি বিদর্ভপুত্রি! পূর্ব্বে ভগবতী উমা আমার সমক্ষে পুণ্যকবিধির অনুষ্ঠান বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায় আমি কীর্ত্তন করিতেছি সপত্নীগণের সহিত শ্রবণ কর। দেবী উমা পবিত্রহৃদয়ে পুণ্যার্থ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাবসানে অদিতি প্রভৃতি দক্ষসুতাগণ, পুলোমদুহিতা ইন্দ্রাণী, সোমপত্নী ভাগ্যবতী রোহিণী, পূর্ব্বফাল্গুনী, রেবতী, শতভিষা, মঘা এবং গঙ্গা, সরস্বতী, চেলগঙ্গা, বৈতরণী, গণ্ডকী ও অন্যান্য নদী লোপামুদ্রা প্রভৃতি যাঁহারা জগৎ ধারণ করিতেছেন, গিরি নন্দিনীগণ, অগ্নিকন্যাগণ, অগ্নিপ্রিয়া দেবী স্বাহা, যশস্বিনী সাবিত্রী, কুবেরকান্তা ঋদ্ধি, বরুণপত্নী, যমপত্নী, বসুপত্নী,

শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, আশা, মেধা, প্রীতি, মতি, খ্যাতি, সন্নতি এবং অন্যান্য পতিপরায়ণা সর্ব্বলোকহিতকরী দেবীগণকে নিমন্তণ করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতাকার তিল, রত্ন, ধান্য ও বিবিধ রাগরঞ্জিত বহুবিধ উৎকৃষ্ট বসনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা সকলে সেই পার্ব্বতীর উপহার সমুদায় প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া একত্র উপবেশন করিলে কথা প্রসঙ্গে পুণ্যক ব্রতের বিচিত্র কথা উত্থিত হইল। সমবেত সাধ্বীগণের অভিপ্রায়ানুসারে সোমনন্দিনী অরুন্ধূতী ঐ পুণ্যক বিধির কথা উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমা তাহাদের প্রতি সাধনের জন্য সমস্ত কহিতে লাগিলেন। তৎকালে আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ব্রতদত্ত রত্নমেরু আমাকেই প্রদান করিয়াছিলেন। আমি উহা প্রতিগ্রহ করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণসাৎ করি। দেবী অরুন্ধতী আমার সমক্ষে ঐ ব্রতানুষ্ঠান বিধি জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবতী পার্ব্বতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! আমি পূর্ব্বে এই ব্রত-বিধি যেরূপ অবলোকন করিয়াছি, তাহাই আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর।

১৩৬তম অধ্যায়

অয়ি শুচিস্মিতে! ভর্ত্তার প্রসাদে যৎকালে আমার সকল বিষয়ের অভিজ্ঞা জন্মিল, তৎকালে আমি পুণ্যকবিধির শুভানুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং স্বামীর আজ্ঞানুসারে স্বয়ং উহার অনুষ্ঠানও করিয়াছি। এই পুণ্যব্রত বহু পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত ছিল, উহা নিত্য। পুরাণে কথিত আছে যে, সতীত্ব যাঁহার নিত্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, কদাচ যিনি তাহা হইতে বিচলিত হন না, এ ব্রতানুষ্ঠানে তাঁহারই অধিকার। হে শুভে অরুন্ধতি! দান, উপবাস ব্রত প্রভৃতি যে কোন পুণ্যকার্য্য আছে তৎসমুদায়ই অসতীদিগের পক্ষে নিষ্ফল। যে অসতী ভর্ত্তাকে বঞ্চনা করেন, কোন পুণ্যফলই তাঁহার হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে নিয়রগামিনী হইতে হয়। সাধ্বী, সুশীলা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মচারিণী, সৎপথগামিনী রমণীরাই এই জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন। বলিতে কি যাঁহারা সতত প্রিয় বাদিনী, শুচিতা, ধৈর্য্যশালিনী এবং শুভানুষ্ঠানই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সাধুবাদিনী কামিনীগণ কর্ত্তৃকই এই নিখিল সংসার রক্ষা পাইতেছে। ভর্ত্তা ব্যাধিগ্রস্ত হউন, অথবা দীন দুঃখী হউন, পত্নী কখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইহাই স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম্ম। পতি দুষ্কৃতকারী অথবা পতিত কিম্বা নিগুণই হউন, একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। স্ত্রী বাগদূষিত হইলে সাধুরা শাস্ত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যভিচারিণী হইলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।। সুকৃত অনুসারে সদগতি কামনা করিয়া ব্রতই করুন আর উপবাসই করুন সকল স্থলেই স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ব্যভিচারিণী সহস্র! সহস্র কল্পান্তেও সদগতিলাভ করিতে পারে না, চিরকাল তাহাদিগকে সহস্র সহস্র তির্য্যগ্‌যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়। যদিও কখন তাহারা মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহাদিগকে কুকুরাশী চণ্ডালগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে। সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন ভর্ত্তাই স্ত্রীগণের দেবতা স্বরূপ। স্বামী যাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট তিনি সতী, তাঁহাকেই ধর্ম্মচারিণী বলে। যিনি পতির প্রতি ভক্তিমতী না হইয়া কৌতুহলবশতঃ অন্য কাহাকেও দেখিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারও সদগতি নিতান্ত দুর্ল্লভ। যাঁহাদিগের মন পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত,

কায়মনোবাক্যে কদাচ যাঁহারা পতিকে অতিক্রম করেন না, তাঁহাদিগেরই পুণ্যক ব্রতানুষ্ঠানের যথার্থ ফল লাভ হইয়া থাকে।

অয়ি কল্যাণি! আমি তপঃপ্রভাবে পুণ্যক ব্রতের বিধি যেরূপ দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিব, সকলে শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান সমাধান্তে ব্রতই কর আর উপবাসই কর অগ্রে পতির অনুমতি গ্রহণ করিবে। অনন্তর শ্বশ্রূ ও শশুরের চরণবন্দনা করিয়া সাক্ষত ও কুশযুক্ত ঔডুম্বর পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধেনুর দক্ষিণ শৃঙ্গ অভিষিক্ত করিতে হয়। তদনন্তর ঐ ধৌতশৃঙ্গ সলিল স্নাত ও প্রয়তভাবাপন্ন স্বামীর ও আপনার মস্তকে নিষেক করিতে হয়। সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, ঐ জলে স্নান করিলেই ত্রিলোকস্থিত সর্ব্বতীর্থেই স্নান করা হয়। উপবাস অথবা যজ্ঞানুষ্ঠান উভয় স্থলেই ঐরূপ স্নানবিধি স্ত্রী পুরুষের পক্ষে সাধারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎকালে সূচিকার্য্যসম্পন্ন আসন বা শয্যা ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ংই পাদপ্রক্ষালন করা বিধেয়। সে দিবস অশ্রুপাত, ক্রোধ বা কলহ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে ব্রতই হউক অথবা উপবাসই হউক সমস্তই বিফল হইয়া যায়। সে দিবস শুক্লাম্বর পরিধান করাই বিধেয়, কিন্তু তন্মধ্যে উরুদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া আর এক খানি বস্ত্র পরিধান করিবে। পাদরক্ষার্থ তৃণময় পাদুকাও ব্যবহার করিতে হয়। ব্রত কিম্বা উপবাস দিবসে অলক্তক কিম্বা অলঙ্কার পরিধানাদি প্রসাধন কার্য্য একবারেই নিষিদ্ধ। অঞ্জন, গন্ধদ্রব্য লেপন কি পুষ্পমাল্য ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য নহে। দন্ত কাষ্ঠ, শিরস্ত্রাণ ও বিলেপন ব্যবহার নিষিদ্ধ। শৌচকার্য্যের নিমিত্ত কেবল মৃত্তিকাই প্রশস্ত। মস্তকে বিল্ব, হরিতকী অথবা আমলকী মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। মৃত্তিকা মিশ্রিত সলিলে স্নান করা উচিত নহে। তৈলমর্দ্দন একবারেই পরিত্যাগ করিবে। গোযান, উষ্ট্রযান অথবা খরযান আরোহণ করিবে না। ব্রত বা উপবাস দিবসে নগ্ন হইয়া স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। নদী, তড়াগ, প্রশস্ত দীর্ঘিকা কিম্বা কমলিনীনুশোভিত পরিষ্কৃত জলে অবগাহন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু যদি অবরুদ্ধা রমণীগণের পক্ষে সুবিধার না হয়, তবে নূতন কলসে জল আনয়ন করিয়া স্নান করাই সনাতন বিধি। আমি তপোবলে এই রূপ স্নানই অবলোকন করিয়াছি।

১৩৭তম অধ্যায়

ব্রতারম্ভের পূর্ব্বকৃত্য সকল এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় উমা কহিতে লাগিলেন, বংসে অরুন্ধতি! ভর্ত্তৃদৈবত অবলাগণ সর্ব্বাবয়বে এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সম্বৎসর অথবা ছয়মাস কিম্বা এক মাসই হউক অবস্থানের পর একাদশটা সাধ্বী স্ত্রীকে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিয়া আবাহন করিবে। তাঁহারা আগমন করিলে প্রথমতঃ দেশকালানুসারে মূল্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রয় করিতে হইবে। অনন্তর সলিল প্রোক্ষণ ধারা ঐ সকল স্ত্রীজন আচার্য্যকে প্রদান করিবে। আবার আচার্য্য নিকট হইতে নিষ্ক্রয়দানে ক্রয় করিয়া তাহাদের স্ব স্ব স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর এক মাস অতীত হইলে শুক্ল নবমী তিথিতে যথাবিধি পূজাদি সমাপন করিয়া ব্রত উদযাপন করিবে। সিদ্ধির নিমিত্ত আদি অন্তে উপবাস কবিতে হয়। এইরূপে তৎকালে ত্রিয়াত্র সাধ্য ব্রত

হইয়া থাকে, ব্রতদিবসে ভর্ত্তাকে ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া বিবাহ সময়ের ন্যায় একত্র স্নান, একত্র অলঙ্কার পরিধান, একত্র মাল্য ধারণ করাই বিহিত। স্নানকালে ব্রতধারিণী জলপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া ভর্ত্তার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাঁহাকে স্নান করাইবে। ঐ মন্ত্র মনে মনেই হউক অথবা বাক্যেই হউক উচ্চারণ করিতে হয়। "হে আপ! তুমি ঋষিদিগের দেবী অর্থাৎ প্রভব, তুমি বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছ, তুমি দিব্য, যজ্ঞস্থলে তুমি মদৎ এই সংজ্ঞালাভ করিয়াছ, তুমি সর্ব্বজীবের শুভকর, তুমি ধর্ম্মধারক, তুমি হিরণ্যবর্ণ, তুমি পাবক অতএব তুমি মঙ্গলতম রসদ্বারা আমার শ্রেয়ো বিধান কর"। সর্ব্বত্র ইহাই স্নানমন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীদিগের নিমিত্ত যে সকল অন্যান্য পৌরাণিক মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমি যেন স্বামীর শুভকরী হই, নির্দ্ধনতাবশতঃ যেন কখন দুঃখ না পাই, আমি যেন গুণবতী ও ধর্ম্মপরায়ণ হই, আমি যেন ভর্ত্তার মনের অনুবর্ত্তন করি এবং আমি যেন তাঁহার আদরের বস্তু বলিয়া সম্মানিত হই। কর্ম্ম দ্বারা, কি মন দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কখন যেন আমি ভর্ত্তার প্রতি রোষরক্তা না হই, প্রত্যুত সর্ব্বদাই যেন তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকি। আমি সকল বিষয়েই যেন সপত্নীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি। আমি যেন পুত্রবতী হই, আমার মন যেন পবিত্র, রূপ যেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। আমি কখন যেন রিক্তহস্তা না হই এবং আমি যেন সুভগা, অদরিদ্রা ও গুণবাদিনী হইতে পারি। আমার স্বামী যেন আমার প্রতি প্রিয়ম্বদ, আমার মুখাপেক্ষী ও আমার ভক্ত হন। অধিক কি, আমি যেন তাঁহার মতি, আমি যেন তাহার গতি ও আমি যেন তাঁহার প্রীতিস্বরূপ হই। চক্রবাক মিথুনের ন্যায় যেন পরস্পর আমাদের অনুরাগ থাকে, যেন কোন কালেও আমাদের মনোবিকার উপস্থিত না হয়। যাঁহারা সতীত্বগুণে এই বিশ্ব সংসার ধারণ করিতেছেন আমি যেন সেই সাধ্বী সীমন্তিনীগণের সালোক্য লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। ভূমি, বায়ু, জল, আকাশ, অগ্নি, স্থূল সূক্ষ্মবেত্তা পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও মুনিগণ ইহারা সকলে আমার ভক্তি ও ব্রতে সাক্ষী থাকিয়া আমাকে স্মরণ করুন। সত্ত্বাদি অভিমান ও জরায়ুজাদি সংজ্ঞাযুক্ত যাঁহাদিগের দ্বারা শরীরীদিগের এই ভৌতিক বিধির সৃষ্টি হইয়াছে, সর্ব্বোপাধিক তাঁহারাও আমার এই ব্রত ও ভক্তিবিষয়ে সাক্ষী থাকুন। চন্দ্র, সূর্য্য, পুণ্যসাক্ষী যম, দশ দিক্ আমার এই আত্মা, ইহাঁরা সকলেও আমার এই ব্রত ও ভক্তিবিষয়ে সাক্ষী হউন।

পুরাণ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রতারম্ভা দিবস হইতেই প্রতিদিন এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্ববস্তুর অভিমন্ত্রণ অর্থাৎ সংস্কার করিবে। অনন্তর স্নান করিয়া ভর্ত্তাকে স্বয়ংকৃত সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রযুগল দান করিবে। আর যদি কোন বিঘ্ন বশতঃ তাহা না হইয়া উঠে তবে স্বকৃত সূত্রমিশ্রিত অত্যুৎকৃষ্ট শুভ্রবর্ণ অন্য একখানি বস্ত্র প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞানকোবিদ ব্রাহ্মণকে ভর্ত্তার সহিত যথাশক্তি ভোজন করাইবে এবং ঐ ব্রাহ্মণকেও বস্ত্রযুগল, শয্যা, যান, গৃহ, ধান্য, দাসদাসী, যথা শক্তি অলঙ্কার ও রত্নরাশি প্রদান করিতে হইবে। দানীয় বস্তু সমুদায় ধান্য ও তিলমিশ্রিত করিয়া বিবিধবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদনপূর্ব্বক দান করা কর্ত্তব্য। শক্তি থাকিলে হস্তী ও অশ্বও প্রদান করা বিহিত, অভাবে গোদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লবণ, নবনীত, গুড়, মধু, সুবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, সর্ব্ব প্রকার রস, বিবিধ কুসুম, স্বর্ণ, রৌপ্য, ঔডুম্বর, সর্ব্বপ্রকার ফল, নানাপ্রকার

বস্ত্র, কাষ্ঠপ্রতিমা, শিলাপ্রতিমা, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, দুর্ব্বা এবং অন্যান্য যে কোন অভীপ্সিত দ্রব্য দ্বারাই হউক আমাকে ও মহেশ্বরকে পূজা করিতে হইবে। কাল দেশ ও বিভব অনুসারে অল্পই হউক অথবা অধিকই হউক যাহা দান করিতে হইবে তৎসমুদায়ই ভর্ত্তার অনুমতি সাপেক্ষ। তিলপাত্র, কপিলাধেনু, কাংস্য, কৃষ্ণাজিন, বস্ত্রসমন্বিত জলপাত্র, আদর্শ, ময়ুরপুচ্ছ ও অজিন এই সমুদায় বস্তু অবশ্য দেয়। হে বরবর্ণিনি! ব্রতোপলক্ষে এই সমস্ত বস্তু দান করিলে সর্ব্বাভিলাষ সম্পূর্ণ হয়। যিনি ঐ সমুদায় দ্রব্যজাত প্রদান করিতে পারেন, তিনি পুরনারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। তিনি পুত্রবতী, ধনশালিনী, সুশীলা, সৌভাগ্যবতী, রূপবতী, মুক্তহস্ত ও শুভদর্শনা হইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পরম রূপবতী ও গুণশালিনী কন্যাও লাভ করিতে পারেন। ঐ কন্যাও মাতার অনুরূপ সৌভাগ্যবতী, ধনশালিনী, প্রধান, পুত্রবতী হইয়া থাকে।

অরুন্ধতি! এই ব্রত আমিই অগ্রে করিয়াছিলাম সেই জন্য উহা উমাব্রত নামে খ্যাত হইয়াছে। স্ত্রীদিগের পক্ষে এই ব্রত অত্যুৎকৃষ্ট, উহা সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফল প্রদান করিতে পারে। অতএব স্ত্রীজনমাত্রেরই উহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বপ্রভব বৃষভধ্বজের প্রধান মহিষী হইব বলিয়া তাঁহাকে এই ব্রতে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। ব্রতাবসানে স্ত্রীগণকে ভোজন করাইবে এবং দেশ কালানুসারে তাহাদের অভিলষিত বস্তু সমুদায় প্রদান করিবে। ব্রতের নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী সমাহৃত হয়, ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুসারে তাহার এক একটি বস্তু এক একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে পায়স ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। এ ব্রতে প্রাণিবধ করা শাস্ত্রে বিধান নাই।

অয়ি কল্যাণ সোমপুত্রি! আমি মহাদেবের প্রসাদে আর একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেও দেখিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, নারীগণ পুত্রফল প্রার্থিনী হইয়া এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রতানুষ্ঠান দিবসেগোশৃঙ্গধৌত জলে পূর্ব্বোক্তরূপে স্নান করিয়া জলপূর্ণ ঘট দান করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাসে পূর্ব্বোক্ত বিধানে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। অথবা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের অন্যতর যে কোন মাসে করিলেও চলিতে পারে। মাসদ্বয় অথবা এক মাস পূর্ণ হইলে শর্করোদক, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু কিম্বা জল দ্বারা প্রপূরিত করিয়া ঘট দান করিবে। উহা একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রতাচারী, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকেই দান করিতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানের ফল পুত্র লাভ। কিন্তু যদি ব্রতচারিণী কন্যাকামনা করিয়া উহার অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহার কন্যালাভও হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ব্রতের দক্ষিণা ধেনু অথবা কাঞ্চনই প্রশস্ত। ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞোপবীত দান করাও এ ব্রতের অঙ্গ, যাঁহারা পুত্র কামনা করেন তাঁহারা পুংনক্ষত্রযোগে, যাঁহারা কন্যার আশা করেন তাঁহারা স্ত্রীনক্ষত্রযোগে এই ব্রত দান করিবেন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে ব্রতচারিণী ভর্ত্তার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ঘটদানপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসীতে সুবর্ণসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দান করিবে। এইরূপ যজ্ঞোপবীত দান করিলে ব্রতচারিণীর সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। শক্তি অনুসারে ইহার দক্ষিণাও সুবর্ণ যজ্ঞোপবীত দান করিবে। যে কাল পর্য্যন্ত এই ব্রতাচরণ করিতে হইবে তন্মধ্যে ধান্যই হউক আর ফলই হউক কোন নূতন বস্তুই ভক্ষণ করিবে না। পুষ্পের উপভোগও ইহাতে নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণীকে এক বৎসর একাহার করিয়া থাকিতে হয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে

স্বামীকে ভোজন করাইবে। যে স্ত্রী এইরূপে একবৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনি সৌভাগ্যশালিনী রূপবতী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবেন এবং কখন তাঁহাকে বিধবা হইতে হইবে না। আর যিনি সংবৎসর মধ্যে বার্ত্তাকু ভোজন পরিত্যাগ করিতে পারেন সুতবিয়োগদঃখ তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না। শশক ও মৃগমাংস ভোজন ইহাতে একবারেই নিষিদ্ধ। যিনি ভর্ত্তার সুখাভিলাষ ইচ্ছা করেন, তিনি অলাবু, কলম্বী ও কাঞ্চন ভোজন পরিত্যাগ করিবেন। স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন করিবেন। দিবালোকেই ভোজন করা বিহিত, সংবৎসরের মধ্যে রাত্রিতে কোন ভোজ্য বস্তু উপভোগ করিবে না। ইহাতে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, আর কোনপ্রকার উদ্বেগও থাকে না এবং জীবৎপুত্রা হইয়া সপত্নীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণ নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি দান করিতে হয়। উহা একজন কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন যশস্বী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করাই বিহিত। ঐরূপ দান করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে ফল, পুষ্প ও বিবিধ ভোজ্য বস্তু প্রদান করিতে হয়। এই সমুদায় কার্য্য দিবাভাগেই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কিম্বা যদি রাত্রিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয় তবে ব্রতচারিণী পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে লবণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে হয় এবং স্বয়ং সংযত হইয়া চন্দ্রনক্ষত্রপূত ভোজ্যবস্তুর উপযোগ করিবেন। যিনি রাত্রিতে এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করেন তিনি সুরকুমারীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী, রূপবতী, পুত্রবতী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সর্ব্বগাত্র চন্দ্রের ন্যায় শীতল হয়। পৌর্ণমাসী তিথিতে চন্দ্রোদয় হইলে অক্ষত কুশযুক্ত পুষ্প দ্বারা অর্য্যদান এবং দধিসংযুক্ত যব দ্বারা বলি প্রদান করা বিধেয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হয়। ব্রতচারিণী মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও যদি সূর্য্যদর্শন না করিয়া ভোজন করেন তবে তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়।

১৩৮তম অধ্যায়

ভগবতী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, বৎসে অরুন্ধতি! এক্ষণে যে সমুদায় পুণ্যক ব্রতানুষ্ঠানে স্বীয় শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে হয় তাহারই উল্লেখ করিতেছি সকলের সহিত শ্রবণ কর। কৃষ্ণাষ্টমী অথবা প্রতিপদ তিথিতে ভর্ত্তৃ দৈবত যে রমণী শুক্লবসন পরিধান ও সদাচারপূর্ব্বক ফলমূলাহারিণী হইয়া অন্ততঃ এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং তাঁহাকে স্বকৃত গোবালনির্ম্মিত রজ্জু, চামর, ধ্বজা ও যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত মিষ্টান্ন প্রদান করিবেন; তাঁহার কেশরাশি তরঙ্গিত, সূক্ষ্মা ও শ্রোণিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া থাকে। আর যিনি শিরঃশোভা কামনা করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে মস্তকে গোময় অথবা শ্রীফল বিলেপনপূর্ব্বক গোমূত্র প্রদান করিয়া পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিবেন এবং গোমুত্র পান করিবেন, তাঁহাকে কদাচ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, প্রত্যুত শিরঃরোগও তাঁহাকে উপতাপিত করে না, তিনি বিগতজ্বরা ও সুভগা হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারেন। অয়ি সুচিস্মিতে! যে রমণী ললাটদেশকে রমণীয় করিতে অভিলাষ করেন, তিনি প্রতিপদ তিথিতে একাহার অথবা কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া এক বৎসর

অতিবাহিত করিবেন। অনন্তর বাহ্মণকে রৌপ্যপট্ট প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে কামিনীদ্বয়ের সুরূপতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস অথবা শাকমাত্র ভোজন করিয়া একবৎসর কালযাপন করিবেন। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবচন করাইবেন। তদনন্তর সুপক ফল কিম্বা মাষকলায় কিম্বা লবণ কিম্বা ঘৃত অথবা মৃগনাভি দ্বারা ভ্রুদ্বয় রচনা করিয়া তঁহাকে দান করিতে হয়। আর যে সীমন্তিনী স্বকীয় শ্রবণদ্বয়ের শোভাতিশয় সম্পাদনে অভিলাষিণী হইবেন তিনি শ্রবণানক্ষত্র উপস্থিত হইলে কেবল যবচূর্ণমাত্র ভোজন করিয়া তাহাকে অতিক্রমণ করিবে। এইরূপে একবৎসর পূর্ণ হইলে দুইটি হিরন্ময় কর্ণ নির্ম্মাণ করিয়া ঘৃতাভিষেকপূর্ব্বক দুগ্ধ সহকারে বাহ্মণসাৎ করিতে হয়। যিনি ললাটপর্য্যন্ত বিস্তৃত অতি সুন্দর নাসা প্রাপ্তির আশা করেন তিনি পুষ্পোদগম পর্য্যন্ত তিলগুল্মে জলসেক করিবেন। অনন্তর পুষ্প হইলে উপবাস করিয়া সর্ব্বদা তাহাতে জলসেক করিতে হয়। অতঃপর বৃক্ষ হইতে পুষ্প উন্মোচনপূর্ব্বক ধৃতমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া বাহ্মণকে প্রদান করিবেন। যে অবলা স্বকীয় চক্ষুদ্বয় লোকরঞ্জন করিতে কামনা করেন তিনি ভোজ্যবস্তু দুগ্ধ অথবা ঘৃতমিশ্রিত করিয়া আহার করিবেন। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই বিদুষী কামিনী পদ্মপত্র এবং উৎপলপত্র বহুপরিমাণে আনয়ন করিয়া দুগ্ধের উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক বাহ্মণকে প্রদান করিবেন। পত্রগুলি যেন একবারে দুগ্ধমধ্যে নিমগ্ন না হয়, উপরে ভাসিয়া থাকিবে। এইরূপ করিলে স্ত্রীজনমাত্রেই কৃষ্ণসার সদৃশ চক্ষু লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে প্রমদা ওষ্ঠদ্বয়কে সর্ব্বাবয়বে সুন্দর করিতে অভিলাষ করেন, তিনি একবৎসরকাল মৃন্ময়পাত্রে জল পান করিবেন। আর প্রতি নবমী তিথিতে অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ সে দিন যাহা কিছু ভোজন করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন না। অতঃপর বৎসর পূর্ণ হইলে প্রবাল দান করিতে হয়। তদ্দ্বারা ব্রতচারিণী বিম্বফলসদৃশ আভাসম্পন্ন ওষ্ঠদ্বয় লাভ করিয়া থাকেন এবং পুত্র, ধন ও শরীরসৌন্দর্য্য প্রভৃতিও প্রাপ্ত হন। যিনি সুন্দর দন্ত পাইতে বাঞ্ছা করেন, তিনি শুক্লাষ্টমীর দিবস দুটীও অন্ন ভোজন করিবেন না। বৎসর পূর্ণ হইলে রৌপ্যময় দন্ত সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, তদ্বারা তিল পুষ্প সদৃশ প্রভাশালী দন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। এবং সৌভাগ্য ও পুত্রও লাভ হইয়া থাকে। যে নারী সর্ব্বথা রমণীয় মুখ কান্তি প্রার্থনা করেন, তিনি পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রোদয় হইলে পয়ঃপক্ক যবচূর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইলে রজতময় চন্দ্র প্রস্তুত করিয়া বিকসিত পদ্মে স্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তিনি পূর্ণ চন্দ্রাননা হইতে পারিবেন। যে নারী স্তনদ্বয়কে তৃণরাজ (তাল) ফলোপম করিতে স্পৃহাবতী, তিনি দশমী তিথিতে বাগযত হইয়া অযাচিত বস্তুর উপযোগ করিবেন। অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে কাঞ্চনময় বিল্বদ্বয় ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয় এবং ব্রতান্তে দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকমাত্রেই সৌভাগ্যবতী বহুপুত্রা ও চির দিনের নিমিত্ত উন্নতস্তনশালিনী হইয়া থাকেন। ক্ষীণোদরত্ব যাঁহার প্রার্থনীয়, তিনি এক বৎসর পর্য্যন্ত একাহার করিবেন বিশেষতঃ প্রতি পঞ্চমী তিথিতে অল্প জল কিছুই ভোজন করিবেন না। হে কল্যাণি! এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এক

বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দক্ষিণার সহিত বিকসিত কুসুম শোভিত জাতীলতা নিয়তব্রত ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। অয়ি ক্ষীণমধ্যে! যদি কোন নারী স্বীয় হস্তদ্বয় সুরূপসম্পন্ন করিতে চাহেন, তবে তিনি শাকমাত্র উপযোগ করিয়া দ্বাদশীতিথি যাপন করুন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে সুবর্ণনির্ম্মিত পদ্মযুগল কুলমর্য্যাদাপন্ন ব্রাহ্মণকে দান করুন। যিনি শ্রোণি দেশের বিশাল সম্পাদন করিতে স্পৃহাবতী, তাঁহাকে ত্রয়োদশী তিথিতে একবার মাত্র অযাচিত বস্তু ভোজন করিতে হইবে। হে বরাননে! অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে প্রজাপতি বদনাকৃতি লবণ, অঞ্জনাঙ্কিত তদাকৃতি সম্পন্ন কাঞ্চন এবং রত্নখচিত রক্তবসন প্রদান করিতে হয়। তদ্বারাই অভিমত শ্রোণিলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি বাক্যে মধুরত বাঞ্ছা করেন তাহাকে এক বৎসরই হউক অথবা এক মাসই হউক, লবণ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং প্রতিদিন দক্ষিণার সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লবণ অনুরূপ বাহ্মণকে প্রদান করা বিহিত। তাহা হইলেই পূর্ব্বাপেক্ষা বাক্যের শতগুণ মাধুর্য্যবৃদ্ধি পাইবে। হে সোমনন্দিনি যদি কোন স্ত্রী গুঢ় গুলফা হইতে বাসনা করেন, তবে তাঁহাকে ষষ্ঠী তিথি মাত্রেই সলিলসিক্ত অন্ন ভোজন করাই বিহিত। আর অগ্নিই হউক, অথবা ব্রাহ্মণই হউক, কদাচ পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবেন না, যদি কদাচিত কোনরূপে ঐ উভয়ে পাদস্পর্শ হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে হইবে। আর ইহাও মনে করিয়া রাখা উচিত যে, একপাদ দ্বারা অন্য পাদমর্দ্দন করিয়া প্রক্ষালন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপরায়ণ পতিরতা কামিনী এইরূপ তাচরণ করিয়া বৎসরান্তে সুবর্ণ দ্বারা দুইটী কূর্ম্ম নির্ম্মাণ করাইবেন। অতঃপর কূর্ম্মদ্বয় ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে কাঞ্চনালঙ্কৃত দুইটী পদ্ম অধোমুখে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণকে বিবিধ বস্তুও প্রদান করা বিহিত। আর যিনি সর্ব্ব গাত্রকে অতি মনোহর করিতে অভিলাষ করেন, তিনি বসন্ত শরৎ, আষাঢ় অথবা মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অতিথির ন্যায় পিতা; মাতার পরিচর্য্যা করিয়া ব্রাহ্মণোদ্দেশে ধৃত ও লবণ দান করিবেন। স্বয়ং গৃহ মার্জ্জন, বিলেপন ও বলিকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। মিথ্যা অথবা কর্কশ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবেন না। শাক ভোজন ইহাতে একেবারেই নিষিদ্ধ।

১৩৯তম অধ্যায়

পার্ব্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, বৎসে! যে পতিব্রতা রমণী স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে গুণশালী দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রতি সপ্তমীতেই একাহার করিয়া দিনযাপন করিতে হয়। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত হিরন্ময় বৃক্ষ প্রদান করিলেই শুভ বন্ধুমতী হইতে পারেন। অয়ি নারীকুলপ্রধানে! যে কামিনী করঞ্জবৃক্ষমূলে প্রতিদিন দীপ দান করিয়া বৎসর পূর্ণ হইলে সুবর্ণ প্রদীপ প্রদান দ্বারা উদ্‌যাপন করিতে পারেন, তিনি কান্তিমতী পতিপ্রিয়া পুত্রবতী হইয়া দীপের ন্যায় উজল কান্তি ও সপত্নীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন। যিনি প্রতিদিন সকলকে ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করেন, যিনি কখন কাহাকে মর্ম্মপীড়া দেন না, দিবা নিদ্রা প্রভৃতি ব্যসন সমুদায় যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, পতি যাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, যিনি সতত শুদ্ধান্তঃকরণে সকলের প্রতি মধুরবাক্য প্রয়োগ করেন কদাচ রুক্ষবাক্যে কাহাকেও

সম্ভাষণ করেন না, যিনি সতত শ্বশুরদেব ও শ্বশ্রূদেবীর সেবায় আসক্ত থাকিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন, সেই সত্যধর্ম্মপরায়ণ। পতিব্রতা সীমন্তিনীগণের আর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? উপবাসেরই বা আবশ্যকতা কি? একমাত্র পবিত্র গার্হস্থ্যই তাঁহাদের সমস্ত ব্রতের ফল প্রদান করিতে সমর্থ।

অয়ি সুমধ্যমে! যে নারী পতিপরায়ণ হইয়াও দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত ও বিধবা হইয়াছেন, পুরাণশাস্ত্রবিহিত কোন ধর্ম্ম তাঁহাদের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এক্ষণে আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। বিধবা রমণী চিত্রপটেই হউক অথবা মৃত্তিকা দ্বারাই হউক, পতির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সাধুধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহার পূজা করিবেন। ব্রতানুষ্ঠান ও উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য বিশেষতঃ ভোজন কাল উপস্থিত হইলে সেই আলেখ্য অথবা মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তির নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে যিনি বিধবা হইলেও পতিভক্তি পরায়ণ হইয়া জীবিতকাল অবসান করিতে সমর্থ, তিনি যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আর সংশয় নাই।

ভগবতী উমা পুণ্যকব্রতের উল্লেখ প্রসঙ্গে বিবিধ ব্রত ও উপবাস বিধির কথা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে অরুন্ধতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সোমসুতে! ব্রত ও উপবাস উপলক্ষে যে সকল বিধির উল্লেখ করিলাম, অদ্য হইতে দেব পত্নীগণ এবং মহাত্মা নারদ তৎসমুদায়ই জানিতে পারিলেন। আর এখন হইতে অদিতি, ইন্দ্রাণী ও তুমি ঐ সকল পুরাণোক্ত ব্রতবিধি পতিপরায়ণ। কামিনীগণের নিকট কীর্ত্তন করিবে। তদ্ভিন্ন ভগবান বিষ্ণু যখন যেরূপে অবতীর্ণ হইবেন তৎকালে তাঁহার পত্নীগণও ঐ সমস্ত ব্রতবিধির অনুষ্ঠান বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন। যাহা হউক পতিভক্তি, বাঙ্মাধুর্য্য ও সরলতাই অবলাজনের প্রধান ধর্ম্ম।

অনন্তর নারদ কহিলেন, দেবী উমা এই সমুদায় কথা কহিলে অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবীগণ উঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিতে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তুমি যে উমাব্রতবিধির অনুষ্ঠান করিলে, অতঃপর অদিতি গৃহে গমন করিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি কশ্যপকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা দেবী সাবিত্রীও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। বিশেষের মধ্যে এই যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে স্থানে স্থানে পূজা, নমস্কার ও দ্বিগুণ জপ উল্লিখিত হইয়াছে। যে রমণী এই সাবিত্রী ও অদিতির অনুষ্ঠিত ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভর্ত্তৃকুল, পিতৃকুল ও আত্মাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রাণী যে বৃতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও উমাব্রত। তবে উহাতে রক্তাম্বর পরিধান ও সামিষ ভক্ষণ এই দুইটা অধিক। ইহাতে চতুর্থ দিবসে উপবাস করিয়া শতসংখ্যক পূর্ণকুম্ভ দান করিতে হয়। ভগবতী গঙ্গা যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন তাহাও এই উমাব্রতের অনুরূপ। ঐ যশস্কর ব্রতের বিশেষ কার্য্য এই যে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গঙ্গাজলেই হউক কি অন্য জলেই হউক প্রত্যুষে স্নান করা বিহিত। অয়ি হরিপ্রিয়ে! এই গঙ্গানুষ্ঠিত ব্রত করিতে হইলে সহস্র পূর্ণকুম্ভ প্রদান করিতে হয়। ব্রতচারিণী তদ্দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন এবং একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যমভার্য্যা যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার নাম যামরথ। হে হরিবল্লভে! এই ব্রত

হেমন্তকালে অনাবৃত স্থানেই কর্ত্তব্য। ব্রতচারিণী স্নান সমাধান্তে শুদ্ধচারিণী হইয়া পতিকে প্রণামপূর্ব্বক অনাবৃত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলিবে যে, আমি এই যামরথ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া হিমরাশি পৃষ্ঠে ধারণ করিলাম, আমি যেন পতিব্রতা জীবপুত্র হইয়া সপত্নীগণের মধ্যে আধিপত্য করিতে পারি। পতিপুত্রের সহিত দীর্ঘজীবন, লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারি এবং পরিণামে যেন আমার পতিলোক লাভ হয়। যেন আমাকে কদাচ যমসদন দর্শন করিতে না হয়। আমি যেন অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারে। ভূষিতা, স্বজনপ্রিয়া, গুণবতী ও ধনবতী হইতে পারি। অনন্তর ব্রাহ্মণহস্তে মধু ও কৃষ্ণতিল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পায়সায় ভোজন করাইবেন। হরিপ্রিয়ে! পূর্ব্বে ভগবতী উমা যে সকল ব্রতের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন পূর্ব্বোক্ত অমর পত্নীগণ প্রায়ই তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি বলিতেছি, তোমরাও আমার তপোবলে সেই উমাচরিত কল্যাণকর শুভ পুণ্যব্রতের ফলসকল সন্দর্শন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর দেবী রুক্মিণী উমার বরপ্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সমস্ত ব্রতফল অবলোকনপূর্ব্বক স্বয়ং তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্তই উমাতের অনুরূপই হইল, কেবল বৃষদান, রত্নমালা প্রদান এবং সর্ব্বপ্রার্থনীয় অন্নদান অপেক্ষাকৃত অধিক হইল। জাম্ববতীও উমাব্রত সেইরূপেই অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে অতি মনোহর রত্নবৃক্ষ দান অধিক হইল। সত্যভামা উমার ন্যায় সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু পীতবসন প্রদান ইহাতে বেশী হইল। অতঃপর রোহিণী, ফাল্গুনী ও মঘা ইহারা, সকলে ঐ উমাকৃত ব্রত সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন। শতভিষা ঐ পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলে নক্ষত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৪০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য, সুতরাং আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনি পারিজাত হরণে যে ষট্পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ষটপুরনিবাসী দুর্দ্দান্ত দানবগণ ও অন্ধকারের বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা ভগবান্ রুদ্রদেব যৎকালে ত্রিপুরাসুরের নিধন করেন তৎকালে বহুসংখ্যক অসুরগণ সেই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু রুদ্রদেব এক ত্রিপুরাসুর ব্যতীত আর কাহাকেও শরাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন নাই। অসুরগণের সংখ্যা কম নহে, অন্যূন ষষ্টিশত সহস্র হইবে। তৎকালে তাহারা জ্ঞাতি বধ নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মহর্ষিগণসেবিত সাধুজনমনোহর জম্বুদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিল। তাঁহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া উর্দ্ধমুখে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শত সহস্র বৎসর পদ্মযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি উড়ম্বর বৃক্ষ, কতক গুলি কপিত্থবৃক্ষ, কতকগুলি শৃগালবাটী বৃক্ষ, অন্য কতকগুলি বটমূল আশ্রয় করিয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া বরদানার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন,

দানবগণ! বরপ্রার্থনা কর। আমি তোমাদের তপশ্চরণে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। দানবগণ পূর্ব্ব হইতেই মহাদেবের উপর বিদ্বিষ্ট ছিল এক্ষণে প্রজাপতিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত ও সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ভগবন্! রুদ্রদেব আমাদের যথেষ্ট অনিষ্টসাধন করিয়াছেন, অতএব তাঁহারই প্রতি বৈরনির্য্যাতন আমাদের ইচ্ছা, তদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

হে কুরুনন্দন! তদনন্তর সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, দানবগণ! ভগবান্ মহেশ্বর এই নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা, তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে এরূপ লোক জগতে কে আছে? অতএব এ বিষয়ে তোমাদের বৃথাশ্রম।

হে মহারাজ! যাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই সেই মহেশ্বর সোমদেবের উপাসনা করিয়া যাহারা স্বর্গে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, তাহারা কেহই অন্য বরের প্রার্থনা করিল না। আর যাহারা মহাদেবের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিল তাহারাই বহ্মার বাক্যে সন্মত হইল। যে দুরাত্মা অসুরগণ অসম্মত হইয়াছিল, ব্রহ্মা তাহাদিগকে পুনরায় কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা রুদ্রদেবের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি ব্যতীত আর কি বর অভিলাষ কর বল। তখন তাহারা কহিল, প্রভো! তবে আমাদের এই বর দিন, যেন আমরা সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইতে পারি। আর আমাদের বাসের নিমিত্ত পৃথিবীর তলদেশে ছয়টি পুরী নির্ম্মিত হউক। সেই ঘট্‌পুর যেন সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয় এই আমাদের অভিলাষ। আমরা তথায় গমন করিয়া সুখে বাস করিব। রুদ্রদেব আমাদের বহু জ্ঞাতি বিনাশ করিয়াছেন। ত্রিপুর বধ দর্শন করিয়া আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি। অতএব যাহাতে সেই রুদ্র হইতে আর আমাদের ভয় উপস্থিত না হয় তাহারই উপায় বিধান করুন।

পিতামহ কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা যদি সৎপথাবলম্বী সাধুজনপ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে উৎপীড়িত না কর, তবে দেবগণ এবং শঙ্করেরও বধ্য হইবে না। যদি মোহবশতঃ ব্রাহ্মণদিগের অনিষ্ট সাধন কর তাহা হইলে অবশ্যই নিধনপ্রাপ্ত হইবে। বাহ্মণই জগতের একমাত্র গতি। অতএব বাহ্মণদিগের প্রতি অহিতাচরণ করিলে ভগবান বিষ্ণু হইতে তোমাদের ভয় সম্ভাবনা রহিল। কারণ সেই জনার্দ্দনই সর্ব্বথা সর্ব্বজীবের হিতসাধন করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হে রাজন! অনন্তর যে সকল ধর্ম্মচারী অসুরগণ মহাদেবের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিল, ভগবান ত্রিপুরনাশন সোমদেব শুভ্র বৃষভে আরোহণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা যখন বৈর, দম্ভ ও হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে আমি এই বর প্রদান করিতেছি যে, যে সকল সৎক্রিয়ারত মুনিগণ তোমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত তোমরা স্বর্গে গমন কর। তোমাদের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। যাহারা এই স্থানে কপিত্থমূলে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিবে তাহারা ব্রহ্মবাদী হইয়া অবশেষে আমার সালোক্য লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া মাসান্তে অথবা পক্ষান্ত বানপ্রস্থ বিধানানুসারে আমার অর্চ্চনা করিবে,

সে সহস্র বৎসর সাধ্য তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিবে। এই স্থানে ত্রিরাত্রি যথানিয়মে অবস্থান করিলেই অভীপিত ফল লাভ করিতে পারিবে এবং অর্কীপে গমন করিয়া ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন নিম্নতর প্রদেশে গমন করিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে না। এই আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম। আর যে আমাকে শ্বেতবাহন নামে অর্চ্চনা করিবে সে সর্ব্ববিষয়ে শঙ্কিত হৃদয় হইলেও আমার সালোক্য লাভ করিতে পারিবে। উড়ম্বর, বট, কপিথ, শৃগাল বাটী বৃক্ষমূলে যে সকল দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মাত্মা মুনিগণ অবস্থান করেন তাহাদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিলেও অভীপ্সিত গতি লাভ হইবে। ভগবান শ্বেতবাহন মহাদেব এই কথা বলিয়া তাহাদিগের সহিত রুদ্রলোকে গমন করিলেন। আমি জম্বুমার্গে গমন করিব, আমি জম্বুমার্গে বাস করিব এই সংকল্প করিলেও রুদ্রলোকে বিচরণ করে।

১৪১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! এই সময়ে ষড়ঙ্গযুক্তচতুর্ব্বেদবেত্তা ধর্ম্মগুণান্বিত বাজসনেয়িগণের মধ্যে বিলক্ষণ বিখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য ব্রহ্ম দত্ত নামক বিবর ধীমান বসুদেবের নিমিত্ত ষট্‌পুর নগরে মুনিজনসেবিত আবর্ত্তা নাম্নী নদীতীরে সংবৎসরব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ করেন। এই বিপ্রবর বন্ধদত্ত বসুদেবের সহধ্যায়ী, পরমসখা, উপধ্যায় ও অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্‌) ছিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির নিকটে গমন করেন, বসুদেবও সেইরূপ দেবী দেবকীর সহিত যজ্ঞদীক্ষিত ষট্‌পুরস্থ বহ্মদত্তের সমীপে গমন করিলেন। এই যজ্ঞে অপর্য্যাপ্ত আত্মদান ও প্রভূত দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়া ছিল। যজ্ঞস্থলে ব্রতধারী মহাত্মা মুনিগণ, ব্যাস, আমি, যাজ্ঞবল্ক্য, সুমন্তু, জৈমিনি, ধৃতিমান জাজলি ও দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মচারিণী দেবকী বসুদেবেয় বিভবানুসারে অর্থিগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিল। জগৎস্রষ্টা বাসুদেবের প্রভাবলেই এতাদৃশ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল।

যজ্ঞারম্ভ হইলে ষট্‌পুরবাসী নিকুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণ বরদর্পিত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক কহিল, ওহে! আমাদিগের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ কল্পনা কর, আমরা ইহাতে সোমরস পান করিব। আর আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা ব্রহ্মদত্তের অনেকগুলি রূপবতী কন্যা আছে, সে গুলি সম্প্রতি পাত্রসাৎ করিবার যোগ্য হইয়াছে, অতএব ঐ সকল কন্যা আমাদিগকে প্রদান কর। এতদ্ভিম এস্থলে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তাহাও আমাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। নতুবা আমরা বলিতেছি এখানে যজ্ঞ করিতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাসুরগণ। পুরাণশাস্ত্রে তোমাদের নিমিত্ত যজ্ঞভাগ বিহিত হয় নাই। অতএব কিরূপে আমি তোমাদিগকে যজ্ঞীয় সোমরস পান করিবার অধিকার প্রদান করিব? বরং তোমরা একথা সমাগত বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ প্রধান প্রধান ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা কর। আর তোমরা যে কন্যার কথা বলিতেছ, তাহাদের বিষয় আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। অন্তর্ব্বেদীতে অনুরূপ বরহস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিব। রত্ন সকল প্রীতিপূর্ব্বক হইলে দান করিতে প্রস্তুত আছি।

কিন্তু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইলে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ আমাদের সহায় থাকিতে সহজে প্রদান করিব না।

এই কথা শ্রবণমাত্র নিকুম্ভ প্রভৃতি ষট্‌পুরবাসী পাপাত্মা অসুরগণ মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অবশেষে কন্যাগণকেও হরণ করিয়া লইয়া গেল। তদ্দর্শনে বসুদেব মহাত্মা কৃষ্ণ, বলভদ্র ও গদকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণ তৎসমুদায় ঘটনা জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নকে কহিলেন, বৎস! শীঘ্র ষট্‌পুরে গমন করিয়া মায়াবলে দৈত্যাপহৃত কন্যাগণকে উদ্ধার কর। আমিও যাদবসৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতেছি। মহাবল কামদেব পিতার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র নিমেষমাত্রে ষট্‌পুরে উপস্থিত হইলেন। রুক্মিণীতনয় ধীমান প্রত্যুষ তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অসুরগণকে মায়াময়ী কন্যা প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তের দুহিতৃবর্গকে উদ্ধার করিলেন। আর দেবকীকে কহিলেন, ভয় নাই। এদিকে দুরাত্মা দৈত্যগণ সেই মায়াময়ী কন্যা হরণ করিয়া মহা আহ্লাদে ষট্‌পুরে প্রবেশ করিল। যজ্ঞভূমিতে পুনরায় যথাবিধি কার্য্যারম্ভ হইল। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল।

রাজন! এই সময়ে ধীমান্ ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞোপলক্ষে যে সমুদায় রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে যজ্ঞ দর্শনার্থ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনাদি, মালবগণ, অঙ্গনগণ, রুক্মী, আহ্বতি, নীল, নার্ম্মদ, বিন্দ, অনুবিন্দ, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য অস্ত্রধারী মহাত্মা নৃপতিগণ আসিয়া ষট্‌পুরের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমান্ নারদ তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ত' যুদ্ধের সময় উপস্থিত। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ ও যাদবগণ একত্র সমবেত হইতেছেন। এই স্থলে যাহাতে উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহারই যত্ন করা যাউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া মহর্ষি নারদ অবিলম্বে দৈত্যরাজ নিকুম্ভ ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিকুম্ভ অন্যান্য দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষিকে অর্চ্চনা করিল। ধর্ম্মাত্মা তপোধন আসনপরিগ্রহ করিয়া নিকুম্ভকে কহিতে লাগিলেন, নিকুম্ভ! তুমি যদুবংশীয়দিগের সহিত বিরোধ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ব্রহ্মদত্তও যে কৃষ্ণও সে। অতএব কৃষ্ণ ব্রহ্মত্তের অদ্বিতীয় সহায় ও পরমবন্ধু। ধীমান্ ব্রহ্মদত্ত বসুদেব পুত্রের প্রীতিসাধনের জন্য পঞ্চশত ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইশত ভার্য্যা ব্রাহ্মণ কন্যা, একশত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা, আর এক শত শূদ্রা। এই ভার্য্যাগণ সকলেই ধীমান্। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসার শুশ্রূষা করিয়াছিল। পুণ্যকর্ম্মা মুনিবর দুর্ব্বাসা সেইজন্য ইহাদিগকে বর প্রদান করেন যে, ইহাদের সকলেরই একবারে দুই দুইটা সন্তান হইবে; একটি পুত্র ও একটি কন্যা। এইরূপে ঐ সকল ভার্য্যাগণ যখন যখন স্বামীসংসর্গ করিয়াছে, তখন তখনই মহর্ষি বর প্রভাবে অনুপমরূপসম্পন্ন এক কন্যা ও এক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণের গাত্র হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বপুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়। সকলেই স্থিরযৌবনা, সকলেই পতির প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী। হে দিতি নন্দন! অধিক কি বলিব, ইহার মহর্ষির বর প্রভাবে নৃত্যগীত প্রভৃতি অপ্সরোগণের গুণ সমুদায়ও লাভ করিয়াছে। পুত্রগণও রূপবান সর্ব্বশাস্ত্রার্থদশী এবং বর্ণধর্ম্মানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে আসক্ত। ধীমান ব্রহ্মদত্ত

সমস্ত কন্যাগণকে প্রায় যাদবদিগের হস্তেই প্রদান করিয়াছেন। যে একশত কন্যা অদাত্তা ছিল, তাহাদিগকে তুমি হরণ করিয়া আনিয়াছ, এক্ষণে ঐ কন্যাগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাদবগণ নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। সম্প্রতি সদযুক্তি আশ্রয় করিয়া সমাগত রাজন্যগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। ব্রহ্মদত্তের কন্যাগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিবে। অতএব এই সময়ে মহাত্মা ভূমি পালগণের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বহুবিধ রত্ন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করাও কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি শুনিয়াছি যজ্ঞ দর্শনোপলক্ষে যাবতীয় নরপতি এখানে উপস্থিত হইবেন।

মহারাজ! নারদমুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিকুম্ভাদি অসুরগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সমাগত নরপতিদিগকে পঞ্চশত কন্যা ও বহুবিধ রত্ন লইয়া উপহার প্রদান করিল। ভক্তিবৎসল নরপতিগণ ঐ সমস্ত কন্যা ধনরত্ব পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। কেবল পাণ্ডুপুত্রগণ উহার অংশ গ্রহণ করিলেন না। কারণ ইতঃপূর্ব্বেই মহাত্মা নারদ নিমেষমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণকে উহার অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন ভূপালগণ অসুরগণের তাদৃশ উপহার - প্রাপ্তিতে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অসুরগণ! আপনাদের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই, আপনারা সাক্ষাৎ দেবযোনি বিশেষ। আপনাদের ব্যবহার দর্শনে আমরা যৎপয়োনাস্তি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে বলুন, ক্ষত্র ধর্ম্মের অবিরোধী আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারি। ভবাদৃশ স্বর্গীয় বীরগণের নিকট ক্ষত্রিয়গণ কখন এরূপ সৎকারলাভ করিতে পারেন নাই।

অনন্তর দেবদ্বেষী নিকুম্ভ নরপতিগণের বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া ক্ষত্রধর্মের মাহাত্ম্য ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক কহিল, রাজন্যগণ! সম্প্রতি বিষম শত্রুগণের সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ঐ যুদ্ধে আপনারা আমাদের সাহায্য করেন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। পুণ্যাশয় ক্ষত্রিয়গণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ ব্যতীত সমুদায় ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মদত্তের পত্নীগণ যজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন এই সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বারাবতী রক্ষার্থ নৃপতি আহুকের প্রতি ভারার্পণ করিয়া মহাদেবের বাক্য অনুস্মরণপূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ষট্‌পুর নগরে উপস্থিত হইলেন। পাছে নগরোপরোধ উপস্থিত হয় এই শঙ্কায় পুরবহির্ভাগে যজ্ঞভূমির অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিবিরের চতুর্দ্দিকে তৃণগুল্ম রোপণপূর্ব্বক বিপক্ষের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া উহার রক্ষার ভার প্রদ্যুম্নের হস্তে অর্পণ করিলেন। বীরচূড়ামণি প্রদ্যুম্নও সতর্ক হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৪২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পরদিন প্রভাতে ভগবান্ লোকলোচন কমলিনীনায়ক উদয়গিরি শিখরে সমাসীন হইলে মুহূর্ত্তকালমধ্যেই বলদেব কৃষ্ণ ও সাত্যকি উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্লহৃদয়ে আবর্ত্তা ও পুণ্যসলিলা গঙ্গাজলে অবগাহনান্তে বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক অঙ্গুলিত্রাণ এবং চর্ম্মবর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধসজ্জায় গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তৎকালে ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় সৈন্যগণের রক্ষার্থ তাহাদের অগ্রে আকাশপথে মহাবীর প্রদ্যুম্নকে স্থাপন করিয়া, যজ্ঞভূমি রক্ষার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে নিযুক্ত করিলেন। অবশিষ্ট সেনাগণকে গুহাদ্বার রক্ষার্থ আদেশ করিয়া মহেন্দ্রসখা প্রবর এবং জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত তাঁহারা উভয়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন মহাত্মা জয়ন্ত ও প্রবরকেও আকাশপথে নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে রণদুন্দুভি, শঙ্খ, মুরজ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শাম্ব ও গদ ইহারা মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া শারণ উদ্ধব, ভোজ, বৈতরণ, ধর্ম্মাত্মা অনাধৃষ্টি, বিপৃথু, পৃথু, কৃতবর্ম্মা, সুসংষ্ট্র, শত্রুমর্দ্দন বিচক্ষু, ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার, চারুদেষ্ণ ও অনিরুদ্ধকে সহায় করিয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট যাদবসেনাসকল রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণও বিবিধ যানে আরোহণপূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে ও অত্যুজ্জ্বল কিরীট, মুকুট ও অঙ্গদ প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মহাদর্পে ষট্পুর হইতে বহির্গতি হইল। অসুরগণের মধ্যে কেহ গর্দ্দভে, কেহ মেঘধ্বনিতুল্য হস্তীতে, কেহ মকরে, কেহ অশ্বে, কেহ মহিষে, কেহ গণ্ডারে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ কচ্ছপে, কেহ কেহ বা ঐ সমুদায় বাহনযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। ঘোর ঘনঘটার ন্যায়য় তুমুল শব্দে অসংখ্য শঙ্খ ও তূর্য্য প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে দিক্ সমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেব সেনাগ্রগামী সুরপতির ন্যায় নিকুম্ভ অসুরসেনার অগ্রে অগ্রে চলিল। কি নভস্তল, কি ভূতল, সমুদায় স্থান রণমদোন্মত্ত অসুরসেনাতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তাহাদের ভয়ঙ্কর সিংহনাদে দিক্সমুদায় পূর্ণ হইল। তখন অসুরগণের সাহায্যার্থ কৃনিশ্চয় রাজন্যবর্গও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে চেদিরাজ শিশুপাল, তৎপশ্চাৎ দুর্য্যোধনাদি এক শত ভ্রাতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন রথে আরোহণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন গন্ধর্ব্বপুর ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। এদিকে শ্রুতি কঠোর ঘর্ঘর ধ্বনিতে পদরাজের রথ সমুদায় রণভূমিতে উপস্থিত হইল। রুক্মী ও আহ্বতি যুদ্ধার্থ বন্ধপরিকর হইয়া তাল প্রমাণ ধনুর্দ্বয় কম্পন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শল্য, শকুনি, মহীপতি ভগদত্ত, জরাসন্ধ, ত্রিগর্ত্ত ও উত্তরের সহিত বিরাট, ইহাঁরা সকলেই জয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। অনন্তর নিকুম্ভ আশীবিষ তুল্য শত শত বাণ নিক্ষেপ দ্বারা ভীমদর্শন যাদবসেনাগণকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে যদুবংশীয় সেনাপতি অনাবৃষ্টি আর সহ্য, করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ রণভূমিতে

অগ্রসর হইয়া শিলাশাণিত চিত্রপুঙ্খ শত শত ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই বাণবর্ষণে কি নিকুম্ভ, কি তাহার রথ কি অশ্ব কি রথধ্বজ আর কিছুই লক্ষিত হয় না, সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন মায়া নিপুণ রণবীর নিকুম্ভ মায়াজাল বিস্তার করিয়া অনাধৃষ্টিকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। স্তম্ভিত হইবামাত্র যদুবীরকে ষট্‌পুরগুহায় প্রবেশিত করিয়া রুদ্ধ করিল। অনন্তর পুনরায় মায়াবল আশ্রয় করিয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইল। এবারেও মায়াবলে মহাবীর কৃতবর্ম্মা, চারুদেষ্ণ, ভোজ বৈতরণ, শনৎকুমার, জাম্ববতীতনয়, নিশঠ, উম্মুক প্রভৃতি যাদবগণ ও বহুসংখ্যক ভোজবংশীয়দিগকে স্তম্ভিত করিয়া সেই ষট্‌পুরগুহায় প্রবেশিত করাইল এবং সত্বর তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। নিকুম্ভ যৎকালে এই সমুদায় বীরগণকে গুহার মধ্যে লইয়া যায়, তৎকালে মায়াশক্তিতে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। তদ্দর্শনে যদুবংশ বর্দ্ধন ভগবান কৃষ্ণ, বলদেব ও সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, পরবীরহন্তা শাম্ব এবং অতি দুর্দ্ধর্ষ অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক যাদবগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর শার্ঙ্গায়ুধ কৃষ্ণ স্বকীয় শার্ঙ্গ ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক তৃণরাশিতুল্য সেই অসুর সৈন্যমধ্যে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় অবতীর্ণ হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কালপ্রেরিত শলভকুলের ন্যায় দৈত্যগণ প্রদীপ্ত হুতাশনতুল্য সেই কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। তাহারা সহস্র সহস্র শতঘ্নী, সহস্র সহস্র পরিঘ, অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত শূল ও পরশ্বধ, গিরিশৃঙ্গ, প্রকাণ্ড বৃক্ষ, বৃহৎ বৃহৎ শিলা লইয়া কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বীরদর্পে মত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ, অশ্ব ও রথ তুলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু নারায়ণ রূপ অগ্নি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্ফুলিঙ্গরূপ বাণবর্ষণে সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রাজন্! বৃষভগণ যেমন শরৎকালীয় বারিবর্ষণ সহ্য করে, তোদ্রূপ সেই মহাতেজা জগৎহিতকর সাধুশরণ্য ভগবান শত্রুতাপন যদুবৃষও অসুরগণপ্রক্ষিপ্ত অজস্র বাণবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে বালুকাসেতু যেমন মেঘমুক্ত বারিপ্রবাহ সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ অসুরগণও কৃষ্ণশরাসন নির্ম্মুক্ত বাণ সমুদায় সহ্য করিতে পারিল না। বিবৃতাস্য সিংহের সম্মুখে যেমন বৃষভগণ অবস্থান করিতে অসমর্থ, অজস্রশরবর্ষী কৃষ্ণের অগ্রভাগেও সেইরূপ প্রধান প্রধান অসুরগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা কৃষ্ণশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে জীবন রক্ষার নিমিত্ত উর্দ্ধদিকে আকাশপথে উত্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও নিস্তার পাইল না, ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও প্রবর ইহরা উভয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদগারী ঘোর শরনিকরপাতে তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তক সমুদায় তরুশীর্ষচ্যুত তাল ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দৈত্যগণের ছিন্নবাহু সকল গতপ্রাণ পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় অনবরত ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন ক্ষত্রিয়গণকে নিক্ষেপ করিবার জন্য ঘোর মায়াময়ী গুহাকে নির্ম্মাণ করিয়া অলক্ষিতভাবে তথা হইতে নির্গত হইলেন। এই সময়ে মহাবীর কর্ণ রণভূমিতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনন্দন ভীষণ সিংহনাদ দ্বারা

মায়াময়ী গুহাকে প্রতিধ্বনিত করিয়া গদ, ধর্ম্মাত্মা সারণ, শাম্ব এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা মায়াময়ী গুহাতে প্রবিষ্ট হননাই তৎসমুদায় যাদবগণের সহিত সমবেত হইয়া বলপূর্ব্বক কর্ণকে প্রমর্দ্দিত করিয়া, রাজা দুর্য্যোধন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, শল্য, নীল, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, জরাসন্ধ, ত্রিগর্ত্ত, মালব, মহাবল বাসত্যগণ অস্ত্রবিশারদ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও আহুতি, মাতুল রুক্মি, রাজা শিশুপাল, ভগদত্ত ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি আপনাদের সম্বন্ধ ও গুরুত্ব অবশ্যই সম্মান করি। সেইজন্যই আপনাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। কিন্তু বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবের আজ্ঞানুসারে আপনাদিগকে এই ভীষণ গুহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিব আর নিকুম্ভ শাম্বরী মায়া আশ্রয় করিয়া যে সকল যাদবগণকে মায়াময়ী গুহাতে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাদিগকেও উদ্ধার করিব। প্রদ্যুম্ন এই কথা বলিলে ক্ষত্রিয় সেনা পতি শিশুপাল যাদবগণ বিশেষতঃ প্রদ্যুম্নের প্রতি বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্নও তখন বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া মহাবল শিশুপালকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে প্রমথশ্রেষ্ঠ নন্দী তথায় উপনীত হইয়া সহস্র পাশ অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিল, যদুনন্দন! গতরাত্রিতে বিল্বোদকেশ্বর তোমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে এই সমুদায় কন্যা মুগ্ধ ধনলুব্ধ নৃপতিগণকে পাশাস্ত্রে বন্ধন কর।

হে মহাবাহো! অসুরগণকে নিঃশেষরূপে নিহত কর। অতঃপর মহাত্মা কৃষ্ণকে এই সমুদায় জানাইবে। অনন্তর মহাবীর্য্য প্রদ্যুম্ন হরদত্ত পাশ অস্ত্র দ্বারা ভগদত্ত, রাজা শিশুপাল, আহ্বতি ও রুক্মি প্রভৃতি সমস্ত রাজন্যগণকে বন্ধন করিয়া সেই মায়াময়ী গুহা মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। অনন্তর স্বীয় তনয় অনিরুদ্ধকে উহার রক্ষাভার প্রদান করিয়া অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গুহামধ্যে বদ্ধ হইয়া রুদ্ধ বীর্য্য বিষম সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণতনয় ক্রমে ক্রমে সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় আত্মসাৎ করিলেন।

রাজন্! এইরূপে ভূপালগণকে রুদ্ধ করিয়া সুস্থচিত্তে অসুরসণকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমতঃ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া দ্বিজবর ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বিশ্বস্তচিত্তে আরব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ভয় করিবেন না। ঐ দেখুন মহারাজ দুর্য্যোধন কি অবস্থায় রহিয়াছেন। আর আপনি ইহাও নিশ্চয় জানিবেন যে, পাণ্ডবগণ যাহার রক্ষাকর্ত্তা দেবতাই হউন, অসুরই হউন, অথবা অন্যাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই হউন কাহার নিকট তাহার ভয় সম্ভাবনা নাই। অসুরগণ আপনার কন্যাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ঐ দেখুন তাঁহারা আমার মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যজ্ঞভূমিতেই অবস্থান করিতেছেন।

১৪৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্ষত্রিয় নরপতিগণ এইরূপে অনুচরবর্গের সহিত আবদ্ধ হইলে, অসুরগণের হৃদয়ে বিষম ভয় সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি যুদ্ধদুর্ম্মদ যাদবগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া ভয়বিহবলচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন দানব শ্রেষ্ঠ নিকুম্ভ ক্রোধভরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে

লাগিল, বীরগণ! তোমরা কি বুদ্ধিতে আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভয়াকুল হৃদয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে? মোহবশতঃ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিই তোমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিলে কোন্ শুভলোকে তোমরা উপস্থিত হইতে পারিবে? তোমরাই না জ্ঞাতি বধামর্ষ প্রদীপ্ত হইয়া শত্রু নিপাত করিয়া উহার ঋণমুক্তি লাভ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? সে প্রতিজ্ঞা যে এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে, সমরে অবতীর্ণ হইয়া দুরন্ত শত্রু সংহার করিতে পারিলে ইহলোকেই তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবে। সম্মুখসমরে নিধন প্রাপ্ত হইলেও স্বর্গ সুখ লাভ করিতে পারিবে। আর পলায়ন করিলে গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন্ সুখের প্রত্যাশা আছে? কিরূপেই বা স্ব স্ব পত্নীগণের নিকটে এই কাপুরুষতার পরিচয় দিবে? ধিক্! তোমাদের লজ্জা হইতেছে না।

রাজন্! নিকুম্ভের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরগণ লজ্জিত ও উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণবেগে যাদবগণকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়দলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দানবগণ যুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিপক্ষদিগের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় যাহারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইল, ধনঞ্জয় প্রভৃতি পাণ্ডবগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। যাহারা আকাশে উঠিল, ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবর তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অধঃপাতিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষাকালীন স্রোতস্বতীর ন্যায় ভীমদর্শন শোণিত নদী প্রবাহিত হইয়া দুর্ব্বলচিত্তে অভূতপূর্ব্ব ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। অসুরগণের রক্ত প্রবাহ জল, কেশরাশি শৈবাল, রথচক্র কূর্ম্ম, রথ সকল তাহার আবর্ত্ত, মাতঙ্গগণ শৈল, ধ্বজদণ্ড সকল তীরস্থিত পাদপশ্রেণী, চীৎকারধ্বনি কল্লোল শব্দ, গোবিন্দশৈল তাহার প্রভবস্থান, শোণিত বুদবুদ তাহাতে ফেরাশি, অসিরূপ মৎস্য দ্বারা তরঙ্গাকুল।

নিকুম্ভ স্বপক্ষের ক্ষয় ও বিপক্ষ পক্ষের জয় হইতে লাগিল দেখিয়া স্বীয় বীর্য্যবলে আকাশপথে উত্থিত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর জয়ন্ত ও প্রবর বজ্রনির্ব্বিশেষ শরবর্ষণ দ্বারা তাহার পথ অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রণদুর্ম্মদ নিকুম্ভ আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া ক্রোধে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে প্রবরের উপর ভীষণ পরিঘ প্রহার করিল। সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত হইয়া প্রবর ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। জয়ন্ত তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অবিলম্বেই প্রবর সুস্থ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অসুরের দিকে প্রধাবিত হইলেন। নিমেষ মধ্যে নিকুম্ভের অভিমুখীন হইয়া তাহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। নিকুম্ভও পরিষ প্রহারে জয়ন্তকে ব্যথিত করিল। কিন্তু জয়ন্তের নিস্ত্রিংশ প্রহারে নিকুম্ভের শরীর কম্পিত হইতেছিল, এই জন্যই সেই মহাসুর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আমাদের জ্ঞাতি বধ করিয়া বিষম শত্রুতা করিয়াছে, অতএব তাহারই সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ইন্দ্রতনয় জয়ন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃথা আপনাকে ভ্রান্ত করিকেন, এই রূপ নিশ্চয় করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল এবং যে স্থানে কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে দেবরাজ দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইয়া ঐরাবতপৃষ্ঠে আকাশপথে অবস্থান

করিতেছিলেন। জয়ন্তের সহিত সমরে অসমর্থ হইয়া নিকুম্ভ পলায়ন করিল মনে করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তিনি সাধু সাধু বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর মোহ নির্ম্মুক্ত পরম সখা প্রবরকেও আলিঙ্গন করিয়া দেবদুন্দুভি বাদন করিতে আজ্ঞা করিলেন।। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল।

রণদুর্জ্জয় কেশব অর্জ্জুনের সহিত যজ্ঞভূমির অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া নিকুম্ভ অতি কঠোরস্বরে সিংহনাদ করিয়া প্রথমতঃ পরিঘ প্রহারে পতত্রিরাজ গরুকে ব্যথিত করিল। অনন্তর বলদেব, সাত্যকি, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বসুদেব, শাম্ব ও বীর্য্যবান্ কামদেবকে পরিঘ প্রহারে ব্যথিত করিতে লাগিল। এইরূপে দৈত্যপতি মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অতর্কিতভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ যাদব ও পাণ্ডবগণ তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না! তখন হৃষীকেশ প্রমথাধিপ দেবদেব বিল্মোদকেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তাহার তেজঃপ্রভাবে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, কৈলাস শিখরের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীর দৈত্যপতি যেন সমস্ত গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে এবং যুদ্ধার্থ জ্ঞাতিনাশন বিষমশত্রু কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছে। অনন্তর গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন স্বীয় ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক সেই অসুরনিক্ষিপ্ত পরিঘে ও তাহার গাত্রে পুনঃ পুনঃ অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শিলাশাণিত বাণ সমুদায় তাহার গাত্রে ও পরিঘে সংলগ্ন হইবামাত্র কুণ্ঠিতাগ্র হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবল পার্থ স্বীয় বাণ সকল বিফল হইল দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! এ কি? আমার যে সমুদায় বজ্রতুল্য শর পর্ব্বতকেও ভেদ করিতে পারে, সে আজ অসুরগাত্রে পড়িয়া নিতান্ত অসারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার বিস্ময়োৎপাদন করিল। কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি এই নিকুম্ভের আশ্চর্য্য জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, বিস্তারক্রমে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এই মহাবল দুর্দ্দান্ত দেবশত্রু নিকুম্ভ উত্তরপ্রদেশে গমন করিয়া শতসহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করে। সেই তপস্যায় ভগবান্ মহাদেব পরম সন্তুষ্ট হইয়া বর গ্রহণার্থ আজ্ঞা করিলে, দুরাত্মা দানব এই ত্রিলোকীমধ্যে দেবাসুরের অবধ্য তিনটি দেহ প্রার্থনা করে। ভগবান্ বৃষভধ্বজ কহিলেন, মহাসুর! আমি তোমাকে ঐরূপ বরই প্রদান করিলাম। কিন্তু যদি তুমি মোহবশতঃ আমার, কি ব্রহ্মার, কি বিষ্ণুর অথবা বিপ্রবর্গের অহিতাচরণ কর তবে তুমি বিষ্ণুর বধ্য, সুতরাং তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু আছে। অন্যের হস্তে তুমি কদাচ নিহত হইবে না। তুমি নিশ্চয় জানিবে আমি কি ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুই হউন, ব্রাহ্মণই সকলের একমাত্র গতি। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই এই সর্ব্বশাস্ত্রের অবধ্য দৈত্যপতি তোমার সম্মুখীন হইয়াছে। এই দৈত্য সেই বরপ্রসাদে অন্যের দুরাক্রম্য তিনটি দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বে ভানুমতীর অপহরণকালে উহার এক শরীর আমিই বিনাশ করিয়াছি, ইহার এই ষট্‌পুরদেহ অবধ্য। ইহার অন্য এক দেহ তপস্যানুরক্ত হইয়া অদিতির শুশ্রূষা করিতেছে। ফলতঃ ইহার এই ষট্‌পুরদেহই অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্দ্দম্য। এই আমি নিকুম্ভচরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে বীর! সম্প্রতি ইহার বধের নিমিত সত্বর হও, অন্য কথা পরে হইবে।

মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রণদুর্জ্জয় দৈত্যপতি ষট্‌পুর নামক গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভগবান্ মধুসূদনও তাহার অনুসন্ধানার্থ সেই গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ গুহা অতি ঘোরদর্শন ও অন্যের নিতান্ত দুষ্পবেশ্য। উহাতে চন্দ্র সূর্য্যের আলোক কোনকালে প্রবেশ করে না। কিন্তু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ইহার অভ্যন্তরভাগ উদ্ভাসিত করিতেছে। এই স্থানে সুখ, দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সমস্তই ইচ্ছানুসারে অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজন্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি অবিলম্বেই সেই ভীষণ শত্রু নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে সকলে সমবেত হইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল যাদবগণ ঐ গুহায় রুদ্ধ হইয়া ছিল কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে রুক্মিণীতনয় তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। মুক্ত হইবামাত্র নিকুম্ভ বধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া হৃষ্টচিত্তে জনার্দ্দন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পূর্ব্বনিরুদ্ধ নৃপতিগণকেও মুক্ত করিতে বলিলেন। প্রতাপশালী কামদেব তাহাদিগকে মুক্ত করিলে বীর গণ্য নরপালগণ লজ্জায় অধোবদন প্রভাপরিশূন্য হইয়া মোনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গোবিল জয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া সমরোদ্যত নিকুম্ভকে আক্রমণ করিলেন। পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু, উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিকুম্ভ পরিঘ প্রহারে কৃষ্ণকে গুরুতর আঘাত করিল, কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ ভীষণ গদাঘাতে নিকুম্ভকে ব্যথিত করিলেন। এইরূপে পরস্পর প্রহার করিতে করিতে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইলেন। যাদবগণ ও পাণ্ডবগণও ঐ যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তদ্দর্শনে মুনিগণ তাহাদিগের হিতকামনা করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বেদোক্ত স্তোত্রপাঠ দ্বারা দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ভগবান কেশব চেতনালাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। পরে দানব পতিও সংজ্ঞালাভ করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই মহাবৃষভ ও মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ ও বাস্ফোটনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহমার্জ্জারের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে, হে মহাবল! এই দেবদ্বিজবিদ্বেষী দানবকে চক্র দ্বারা বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম ও বিপুল যশঃ লাভ কর। কৃষ্ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর বিল্বোদকেশ্বর মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক দৈত্যকুলান্তকারী সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় করিয়া দৈত্যপতির সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-শোভিত মস্তককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কুণ্ডলপ্রদীপ্ত সেই ছিন্নমস্তক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মত্তময়ূয় পতনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

রাজন্! সেই দুর্জ্জয় শত্রু জগৎকণ্টক নিকুম্ভ নিহত হইলে দেব বিল্বোদকেশ্বর যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ মুনিগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। ভগবান কৃষ্ণ যাদবগণকে শত শত দৈত্যকন্যা প্রদান করিলেন, ক্ষত্রিয়গণকে বারম্বার সান্ত্বনা করিয়া বিচিত্র রত্ন, অত্যুৎকৃষ্ট বসন সমুদায় প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে অশ্বযুক্ত ষট্‌সহস্র রথ দান করিলেন। অনন্তর গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ দ্বিজবর ব্রহ্মদত্তকে ঘট্‌পুর প্রদান

করিলেন। অতঃপর আরব্ধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে শঙ্খ চক্র গদাধারী কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণ ও পাণ্ডবগণকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া বিল্বোদকেশ্বরের উৎসব আরম্ভ করিলেন। উৎসব দিবসে অপর্য্যাপ্ত মাংস সূপ রাশীকৃত অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির আয়োজন হইল। মল্লপ্রিয় কৃষ্ণ ঐ উৎসব উপলক্ষে যুদ্ধকুশল মল্লগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা যথাসময়ে আসিয়া মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রভূত ধন ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল কৃষ্ণ মাতা পিতা ও যাদবগণের সহিত সমবেত হইয়া ব্রহ্মদত্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথি মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে প্রকৃতিবর্গ আসিয়া তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিল। অনতি বিলম্বে দ্বারবতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া পরম রমণীয় হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ পুষ্পমালাসুশোভিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হে মহারাজ! চক্রপাণির এই ষট্‌পুর বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ অথবা পাঠ করিবেন, তাহার যুদ্ধ জয় অপুত্রের পুত্রপ্রাপ্তি ও নির্দ্ধনের ধনলাভ হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত, বদ্ধগণ বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পুংসবন, গর্ভাধান ও শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে আর যিনি প্রভূত বলবিক্রমশালী মহাত্মা অমরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের এই জয়বৃত্তান্ত সতত পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বসাপ হইতে মুক্ত হইয়া চরমে পরমগতি লাভ করেন।

যাঁহার হস্ত ও পদদ্বয় বিচিত্র মণি ও সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত, যিনি অর্কের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন যিনি চতুঃসমুদ্রে চারি আত্মস্বরূপ, যিনি সহস্র নামা, যিনি জগৎগুরু, সেই ভগবান কৃষ্ণের জয় হউক।

১৪৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিবর! আমি অপূর্ব্ব ষট্‌পুর বধোপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। পূর্ব্বে আপনি এই উপাখ্যান মধ্যে যে অন্ধক বধের উল্লেখ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহাই বর্ণন করুন। হে বাগ্মিবর! ভানুমতীর হরণ ও নিকুম্ভের বধ বৃত্তান্তেও আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ঐ সমস্ত দৈত্যকুল নিহত হইলে দিতি মরীচিতনয় কশ্যপের আরাধনার নিমিত্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যা, শুশ্রূষা, অনুকূলতা ও প্রিয়বাদিতা দ্বারা মহর্ষি কশ্যপ পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, অয়ি সুব্রতে! আমি তোমার প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দিতি কহিলেন, ভগবন্! দেবগণ আমার পুত্রদিগকে একবারে সংহার করিয়াছেন। সেইজন্য আমি এখন অপুত্র হইয়া পড়িয়াছি। আপনি আমাকে একটি দেবেরও অবধ্য ও অজেয় পুত্র প্রদান করুন।

কশ্যপ কহিলেন, অয়ি দেবি! কমলোচনে! মহাদেব ব্যতীত অন্য সমস্ত দেবের অবধ্য তোমার পুত্র হইবে। মহাদেবের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই, অতএব তোমার পুত্রকে মহাদেবের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর অবিতথবাদী কশ্যপ

দিতির সহিত আলিঙ্গন করিলে তাঁহার অঙ্গুলিগর্ভ হইতে এক পুত্র প্রসূত হইল। এই পুত্র সহস্রবাহু, সহস্রশীর্ষ, দ্বিসহস্র নয়ন ও দ্বিসহস্র চরণ। এই পুত্র অন্ধ হইলেও পথিমধ্যে অন্ধের ন্যায় গমন করিত সেই জন্য লোকে ইহাকে অন্ধক নাম প্রদান করিয়াছিল। অন্ধক আপনাকে দেবগণের অবধ্য জানিয়া সকলের প্রতি উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সে বলপূর্ব্বক সকলের সর্ব্বরত্ন হরণ করিল। স্বীয় বীর্য্যপভাবে স্বর্গ হইতে অপ্সরোগণকে আনিয়া আত্মনিবাসে বসতি করাইল। সর্ব্বলোভয়ঙ্কর পাপাত্মা অন্ধক নিরন্তর পরদারাপহরণ পরদ্রব্য বিলুণ্ঠন প্রভৃতি অসৎকার্য্যে আসক্ত থাকিয়া অবশেষে যাবতীয় অসুরগণকে সহায় করিয়া ত্রিলোক জয় করিতে সমুদ্যত হইল।

ভগবান ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতা কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার পুত্র অন্ধক ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপদ্রবে সমস্ত জগৎ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে বিভো! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি উপদেশ প্রদান করুন। আমি জ্যেষ্ঠ হইয়া কিরূপে তাহার অত্যাচার সহ্য করিব? আর আমি শুনিয়াছি সে দিতির প্রিয়পুত্র। কিরূপেই বা আমি তাহাকে প্রহার করিতে পারি। আমি তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিলে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবেন্দ্রের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তাহাকে নিবারণ করিতেছি। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক।

অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ দিতিকে সমভিব্যাহারে করিয়া অন্ধক সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া আপাততঃ ত্রিলোকবিজয় হইতে নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু দুরাত্মা অন্ধক দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হইল না। সে তখন নানা উপায় অবলম্বন করিয়া অমরগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। দুর্ম্মতি কখন নন্দন কাননে উপস্থিত হইয়া তাহার বৃক্ষ সমুদায় একবারে উচ্ছিন্ন করিল। স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাসুত অশ্বগণকে অপহরণ করিল। একদা সে বলদর্পিত হইয়া দেবগণের সমক্ষেই তাঁহাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বর্গস্থিত দিগ্‌গজসুত মাতঙ্গ সকল বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিল। দেবপ্রীতির নিমিত্ত যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা তপশ্চরণ করিতেছিল, দুরাত্মা দেবকণ্টক অন্ধক তাহাদিগকে একবারে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! তৎকালে দুর্ম্মতি অন্ধকের ভয়ে ভীত হইয়া বায়ু সশঙ্কহৃদয়ে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিলেন, সূর্য্যের আর সে পূর্ব্ব রূপ কিরণ বিকীর্ণ করিবার সাধ্য কি? চন্দ্র তখন দুরাত্মার ইচ্ছাব্যতীত নক্ষত্রমালা পরিবৃত হইয়া যে উদিত হইবেন তাহার আর ক্ষমতা রহিল না। গগনাঙ্গনে বিমান প্রচার একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। অধিক কি সেই ঘোর নারকী দুরাত্মা বলদর্পান্ধ অন্ধকের ভয়ে পৃথিবীতে ওঙ্কার কি বষট্‌কার এই শব্দদ্বয়েরও একবারে লোপাপত্তি হইয়া উঠিল। পাপাত্মা ক্রমে ক্রমে উত্তর কুরুপ্রদেশ, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ও জম্বুদ্বীপকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কি দেবগণ, কি দুর্দ্দান্ত দানবগণ, কি অন্যবিধ প্রাণী সকলেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া উহার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধীমান্ বৃহস্পতি কহিলেন, রুদ্রদেবব্যতীত আর কেহই এই দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিবেন না। কারণ পূর্ব্বে মহর্ষি কশ্যপ। দিতিকে বর প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, একমাত্র মহাদেবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে আমার ক্ষমতা নাই, নতুবা

অন্য কেহই তোমার পুত্রের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে সংহার করিতে হইলে সেই মহাদেবই অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইতেছে। এই পাপিষ্ঠ ত্রিলোকস্থিত সর্ব্বপ্রাণীকেই যৎপরোনাস্তি যাতনা প্রদান করিতেছে ইহা জানিতে পারিলে জগৎপ্রভু ভগবান্ বিভু শঙ্কর অবশ্যই সকলের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। তিনিই সাধুদিগের একমাত্র গতি। অসৎ হইতে সাধু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা করা সেই জগদ্গুরু; দেবদেব মহাদেবের নিত্যব্রত। অতএব চলুন আমরা মহর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া তাহারই শরণাপন্ন হই। তিনিই এ বিষয়ের একটা উপায় করিতে পারিবেন। কারণ তিনি মহা দেবের বয়স্য।

বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তপোধনগণ সকলেই নারদ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া আপনাদিগের অভীপ্সিত বিষয় প্রার্থনা করিলে, তিনিও 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলে মহর্ষি নারদ মনে মনে কর্ত্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই ইতিকর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইলে যথায় ভগবান্ বৃষভধ্বজ মহাদেব অবস্থান করিতেছিলেন সেই রমণীয় মন্দর বনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে উপস্থিত হইলেন, শূলপাণির প্রিয়বয়স্য মুনিসত্তম নারদ তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন বৃষভধ্বজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ত্রিদশালয়ে উপস্থিত হইলেন। আগমন কালে তত্রত্য মন্দার তরুর পুষ্প দ্বারা এক অপূর্ব্ব মালা গ্রন্থনপূর্ব্বক কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। ঐ মালার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে লাগিল। অনন্তর দুরাত্মা বলদর্পান্ধ অন্ধক যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্ধক তাহাকে দেখিয়া তদীয় কণ্ঠস্থিত মালার সুগন্ধ আঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহামুনে! আপনি এ কমনীয় পুষ্পজাতি কোথায় লাভ করিলেন? ইহার গন্ধ ও বর্ণ যেন ক্ষণে ক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতেছে। স্বর্গের মন্দার কুসুমকেও সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়াছে। তপোধন! যদি আমরা আপনার অনুগ্রহভাজন হই তবে বলুন, কোন্ ব্যক্তি এই পুষ্প আনয়ন করিতে সমর্থ ।

রাজন! অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! অতি বিশাল মন্দর নামক পর্ব্বতে সর্ব্বপ্রাণীর স্পৃহনীয় এক বৃহৎ বন আছে। ঐ বন ভগবান্ শূলপাণির। তাহাই এইরূপ পুষ্পের আকর। মহাদেবের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না। প্রমথগণ বিবিধ অস্ত্র ও বিকটাকার নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া উহাকে রক্ষা করিতেছে। মহাদেব উহাদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে, তাহারা সর্ব্বপাণীর অবধ্য। ভুতভাবন সর্ব্বাত্ম ভূত ত্রিলোকের সোমমূর্ত্তি মহেশ্বর এই বনে নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে কশ্যপনন্দন। সেই ত্রিলোক স্বামী মহাদেবকে অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিলেই এ পুষ্প লাভ করিতে পারা যায়। স্ত্রীর মণিরত্ন অথবা অন্যান্য যে কোন মহামূল্য রত্নই হউক আকাঙ্ক্ষা করিলে এই হরবল্লভ মহীরুহগণ তৎসমস্তই উৎপাদন করিয়া থাকে। হে অতুলবিক্রম! তথায় সূর্য্যের উত্তাপ বা চন্দ্রের আলোক প্রবেশ করে না। স্বকীয় জ্যোতিঃ প্রভায় সমস্ত বন আলোকময় হইয়া রহিয়াছে।

সে স্থানে দুঃখের লেশমাত্র নাই। তথায় প্রবেশ করিয়া মনে মনে কামনা করিলেও পাদপগণ অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধ বিতরণ করে, ইচ্ছা করিলে বিবিধ সুগন্ধ বসন, চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য বস্তুও প্রদান করিয়া থাকে। তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আত্মগ্লানি অথবা দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না। অধিক কি শত বৎসর বর্ণনা করিলেও তাহার গুণের ইয়ত্তা হয় না। ফলতঃ সে স্থানে যে সকল গুণ আছে, তাহা স্বর্গ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হে অসুর শ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি তথায় একদিনমাত্র বাস করিআছে সেও অসংখ্য ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা স্বর্গেরও স্বর্গ, সুখেরও সুখ। আমার মন ঐ স্থানকে সর্ব্বজগতের সর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

১৪৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধক নারদ মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্দর গিরিতে গমন করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত দানব বহুসংখ্যক অসুরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাক্রোধে শঙ্করালয় মন্দরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মন্দর গিরি ঘোর ঘনঘটায় সতত সমাচ্ছন্ন ও অসংখ্য মহৌষধিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কিন্নরগণ মনের অনুরাগে সঙ্গীত আলাপ করিতেছে, কোথাও মাতঙ্গগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকসিত কুসুমরাজি বিরাজিত বনরাজি বায়ুবেগে আন্দোলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতই নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে বিচিত্র ধাতু সকল বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন গিরিবর চন্দন লেপন করিয়া অঙ্গশোভা সম্পাদন করিয়াছে। কোথাও পক্ষিগণের সুমধুর স্বর শ্রবণে বোধ হয় যেন পর্ব্বত স্বয়ং গান করিতেছে। শুভ্রপাদ হংসগণ ইতস্ততঃ পতিত হইয়া পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিতেছে। কোথাও অসুরনাশন মহাবল মহিষগণ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্র কিরণবৎ শুভ্রবর্ণ সিংহগণ হিমরাশিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মৃগকুল পর্ব্বতের সর্ব্বত্র পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

বলদর্পিত অন্ধক সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার অধিষ্ঠাতা মূর্ত্তিমান গিরিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাগিরে! তুমি অবশ্যই অবগত হইয়াছ যে, আমি পিতার বরপ্রভাবে সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইয়াছি। এই চরাচরময় ত্রৈলোক্য আমারই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। ইচ্ছা হইলেও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এরূপ লোক ত্রিভুবনের মধ্যে কে আছে? অতএব আমি বলিতেছি তোমার শিখরে যে পারিজাত বন আছে উহা আমাকে দেখাইয়া দেও। আমি শুনিয়াছি উহার পুষ্প সমুদায় না কি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতে পারে এবং সর্ব্বরত্নের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠরত্ন স্বরূপ। আমি সেই বন উপভোগ করিব বলিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। তুমি ক্রোধ করিলেই বা আমার কি করিতে পারিবে। বরং আমি নিগ্রহ করিলে তোমায় রক্ষা করিতে পারে এরূপ লোক এ জগতে নাই।

গিরিবর মন্দর দৈত্যপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বলদর্পিত অন্ধক মহাক্রুদ্ধ হইয়া শ্রুতিকঠোরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। রে পর্ব্বতাধম! আমি প্রার্থনা করিলেও তোমার উহা গ্রাহ্য হইল না। এই জন্য আমি এই

দণ্ডেই তোমায় চুর্ণ করিতেছি। এখনই আমার বল দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া মহাবীর্য্য অন্ধক অন্যান্য অসুরগণের সহিত পর্ব্বতের বহু যোজন বিস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক অন্য শৃঙ্গে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা চূর্ণ হইয়া গেল। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে নদীসমুদায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহারাও কম্পিত হইয়া উঠিল, ভূধর বিদীর্ণ হইতে লাগিল, ভগবান্ রুদ্রদেব এই সমুদায় জানিতে পারিয়া পর্ব্বতের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দৃষ্টিপাতমাত্র গিরিবর পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেই সকল হস্তী ও মৃগযুথ পূর্ব্বের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। নভশ্চ্যুত নদী সমুদায় পুনরায় রমণীয় কানন প্রদেশে পূর্ব্ববৎ বহিতে লাগিল। অনন্তর অসুরগণ যে সকল শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল, দেব প্রভাবে তৎসমুদায় অসুরগণকেই সংহার করিতে লাগিল। আর যাহারা শান্তভাবে কোন গিরি শৃঙ্গ আশ্রয় করিল, উৎক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কেবল তাহাদিগকে বিনাশ করিল না। তদ্দর্শনে অন্ধক বিষম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল এই বন যাহার আমি তাহা কেই আহ্বান করিতেছি, তিনি স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। পর্ব্বত! তুমি কি জন্য ছল গ্রহণ করিয়া আমার সেনাগণকে সংহার করিতেছ?

অন্ধকে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শূল পাণি বৃষারোহণে অন্ধকের বিনাশ বাসনায় শূল উদ্যত করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রমথগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তৎকালে মহাদেবের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল, সাগর প্রতিকূল স্রোতে বহিতে লাগিল, তাহার জল জ্বলিয়া উঠিল। মহাদেবের গাত্র হইতে তেজ নির্গত হইয়া দিক সমুদায় দগ্ধ করিতে লাগিল। গ্রহগণ স্খলিতগতি হইয়া পরস্পর সংঘর্ষণ হওয়াতে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। মেঘগণ ধূমসহকৃত অঙ্গারবর্ষণ আরম্ভ করিল। চন্দ্ররশ্মি উত্তপ্ত, সূর্য্যকিরণ শীতল হইয়া উঠিল। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বেদগান ভুলিয়া গেলেন। ঘোটকী গোবৎস, ধেনুগণ অশ্বশাবক প্রসব করিতে লাগিল। বৃক্ষ সকল ছিন্ন হয় নাই অথচ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া ভয়াবশেষ হইতে লাগিল। বৃষভ সকল গাভীগণকে নিগ্রহ করিতে লাগিল। গাভীগণও বৃষভ আরোহণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ, যাতুধানগণ ও পিশাচগণও চতুর্দ্দিকে বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব জগতের ঐরূপ বিপরীতভাব অবলোকন করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় শূলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষিপ্ত শূল অতি ভীষণমূর্ত্তিতে দুরাত্মা অন্ধকের বক্ষস্থলে পতিত হইয়া তাহাকে একবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অন্ধক জগৎ পবিত্যাগ করিল, জগৎও নিষ্কণ্টক হইল। তখন দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ শঙ্করের স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। আকাশপথে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ত্রিলোক সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইল। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, জপ, হোম ও যজ্ঞারম্ভ করিতে লাগিলেন। গ্রহমণ্ডলী প্রকৃতি, স্রোতস্বতী সকল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সলিলোপরি প্রজ্বলিত বহ্নি নির্ব্বাপিত, দিক সমুদায় প্রসন্ন হইল। গিরিরাজ মন্দর পূর্ব্ববৎ শোভা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান্ প্রভু সোমদেব তথায় দেবগণকে পরমসুখে বিহার করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং পারিজাতবনে বিহার করিতে লাগিলেন।

১৪৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকটে শ্রোতব্য অন্ধকবধ শ্রবণ করিলাম। ধীমান্ দেবদেব মহাদেব অন্ধককে সংহার করিয়া ত্রিলোকের শান্তি স্থাপন করিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি নিকুম্ভের দ্বিতীয় দেহ কিরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহার কারণই বা কি এক্ষণে আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজর্ষে! আপনি যখন অমিততেজা ত্রিলোকস্বামী ভগবান কৃষ্ণের চরিত শ্রবণে ঈদৃশ শ্রদ্ধাবান, তখন আমি তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। অতুল পরাক্রম বিষ্ণু দ্বারকা বাস কালে একদা পিণ্ডারক তীর্থ দর্শনোপলক্ষে সমুদ্র যাত্রা করেন। নরপতি উগ্রসেন ও বসুদেবের হস্তে নগরের ভার অর্পণ করিয়া অন্যান্য সকলেই বহির্গত হইলেন। সকলেরই পৃথক পৃথক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে চলিল। বলদেব, ধীমান জনার্দ্দন ও কুমারগণ পৃথক পৃথক যাত্রা করিলেন। রূপবান্ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কুমারগণের সহিত সহস্র গণিকা নির্গত হইল। হে বীর! অতিবিক্রম যাদবগণ দৈত্যকুল জয় করিয়া সহস্র সহস্র গণিকা আনয়নপূর্ব্বক দ্বারবতীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা কুমারগণের সাধারণ ক্রীড়া নায়িকা হইয়াছিল। কুমারগণ ইচ্ছানুসারে এই সমুদায় বারযোষিদ্গণকে উপভোগ করিতেন। স্ত্রীর নিমিত্ত যাদবগণের মধ্যে কোন বৈরভাব উপস্থিত না হয় এই অভিপ্রায়ে ধীমান্ কৃষ্ণ দ্বারকায় ঐ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলরাম একমাত্র অনুরাগবতী রেবতীতে আসক্ত ছিলেন। অতি প্রতাপশালী যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম বনমালায় বিভূষিত হইয়া কাদম্বরী সেবনপূর্ব্বক রেবতীর সহিত চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায় সাগর জলে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ কমললোচন কৃষ্ণও ষোড়শসহস্র কামিনীগণের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, কেশব আমার সহিত জলবাস করিতেছেন, কেশব আমারই প্রিয়। ফলতঃ কৃষ্ণ উপভোগাদি দ্বারা সকলকেই প্রীত করিলেন। সকলের গাত্রেই নখর চিহ্ন, সকলেই ক্রীড়া কৌতুকে সন্তুষ্ট। কৃষ্ণের সমাদর বশতঃ সকলেই তাঁহার প্রতি আদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমিই কৃষ্ণের অদ্বিতীয় প্রেয়সী এই মনে করিয়া তাঁহাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, সকলেই আপনা আপনি আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন। তাহারা মুকুরতলে আত্মদেহ অবলোকন করিয়া স্বামীর গোত্র নাম উল্লেখপূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। অনিমিষনয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত ও মনঃ সমাধান করিয়া যেন তাঁহাকে পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে নারায়ণভার্য্যাগণ, সকলেই নারায়ণে মনঃ সমাধান ও সমভাবে দৃষ্টিপাত করাতে কেহ কাহার দ্বেষ বা ঈর্ষা করিলেন না। প্রত্যুত একের প্রতি সকলের সমান অনুরাগ বশতঃ সকলেরই মূর্ত্তি দ্বিগুণতর মোহিনী হইয়া উঠিল। নারায়ণ সকলেরই মনোরথ সমভাবে চরিতার্থ করিতেছিলেন বলিয়া মহিষীদিগের সকলেরই মস্তক গর্ব্বভরে সমান সমুন্নত হইয়া উঠিল। ভগবান্ হরি এইরূপে সাগর জলে বিশ্বরূপ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত মহিষীগণের সহিত জলক্রীড়া সমাধা করিলেন। হে বীর! কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে লবণ তোয়নিধি একবারে লবণপরিশূন্য হইল। তখন মহোদধির জল স্বচ্ছ ও

সুগন্ধময় হইয়া উঠিল। মেঘ যেমন মহাসাগরে বর্ষণ করে, সেইরূপ কৃষ্ণমহিষীগণ কেহ গুল্ফ কেহ জানু, কেহ উরু, কেহ স্তনপর্য্যন্ত সমুদ্রজলে মগ্ন করিয়া ইচ্ছানুরূপ কৃষ্ণের উপর সলিলসেক করিতে লাগিলেন। ধারাধর যেমন কুসুমিত লতার প্রতি বারিবর্ষণ করে, গোবিন্দও সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রতি বারি বিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন হরিলোচনা কামিনী কৃষ্ণের কাণ্ঠাশ্লেষপূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ আমায় ধরিয়া রাখ নতুবা পড়িয়া যাই। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কোন কামিনী কাষ্ঠময় ভেলকাকৃতি, কেহ কেহ বা ক্রৌঞ্চাকৃতি, কেহ কেহ বা ময়ূরাকৃতি, কেহ মাতঙ্গাকৃতি, কেহ কেহ বা মকরাকৃতি, কেই বা মীনাকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ উৎপাদনপূর্ব্বক সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য কয়েকটী মহিষী স্তনকুম্ভ মাত্র অবলম্বন করিয়া সন্তরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত পরম প্রীতি সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যেরূপ কার্য্য করিলে কৃষ্ণের আনন্দ উপস্থিত হয়, পতিহিতকাঙ্ক্ষিণী নারায়ণমহিষীগণ সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পদ্মপলাশলোনা কোন কোন কামিনী সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক কটাক্ষাদি শাণিত শরে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণের মধ্যে যিনি যে ভাবে কৃষ্ণকে পাইতে অভিলাষ করেন, অন্তর্যামী ভগবান্ মধুসূদন সেই ভাবেই তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে বশে আনয়ন করিলেন। সনাতন ভগবান্ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইলেও দেশ কালানুরূপ মূর্ত্তিপরিগ্রহ বশতঃ কান্তাগণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কালোচিত মূর্ত্তিধারী কৃষ্ণকে পাইয়া সকল অঙ্গনাই মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমরা কুলশীলের অনুরূপ পতি লাভ করিয়াছি। কৃষ্ণের সরলভাব ও সহাস্য সম্ভাষণে সকলেই প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন এবং বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমারগণও স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া পৃথক পৃথক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বগুণাধার বীরগণ সমুদ্রে ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে সাগর জল অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল। হে রাজন্! ঐ সমুদায় কামিনী বলপূর্ব্বক আহৃত হইলেও সাধু ব্যবহারদ্বারা কুমারগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। উহাদের নৃত্যগীত প্রভৃতিতে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতাও ছিল। তৎকালে তাহাদের নৃত্যগীত ও অভিনয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া যাদবগণ নিতান্ত প্রীত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর কৃষ্ণ পঞ্চচুড়া প্রভৃতি ইন্দ্র ও কুবেরপালিতা অপ্সরোগণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র তাহারা তথায় আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণচরণে পতিত হইল। জগৎপ্রভু অপ্রমেয়াত্মা কৃষ্ণও তাহাদিগকে উঠাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনিগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত যাদবগণের ক্রীড়াযুবতী হইয়া অশঙ্কিত হৃদয়ে প্রবেশ কর এবং তোমাদের নৃত্যগীত ও অভিলাষোপযোগী বাদ্যবাদন প্রভৃতি গুণগ্রাম প্রদর্শন দ্বারা যাদবগণকে সুখী কর। এইরূপ করিলে আমি তোমাদিগের শ্রেয়োবিধান করিব। তোমরা জানিবে যে যাদবগণ আমারই শরীর স্বরূপ।

সেই প্রধান প্রধান অঙ্গরাগণ কৃষ্ণের ঐ সমুদায় বাক্যশ্রবণান্তে তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যাদবগণের ক্রীড়াযুবতীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবিষ্ট হইবামাত্র বিদ্যুদালোকসম্পন্ন মেঘবৃন্দের ন্যায় মহোদধি একবারে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল।

তাহারা তখন জলে থাকিয়া স্থলের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক জলবাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর স্বর্গের ন্যায় এখানেও সম্যক অভিনয় আরম্ভ হইল। আয়তলোচনা অঙ্গনাগণ গন্ধদ্রব্য অনুলেপন মাল্য ও দিব্যবস্ত্র পরিধান, হাব, ভাব, ভ্রুভঙ্গী, কটাক্ষ, হাস্য পরিহাস ও প্রণয়কোপ প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিলাস চেষ্টা দ্বারা সকলেরই মনোহরণ করিতে লাগিল। কখন কখন মদিরামত্ত যাদবগণকে লইয়া আকাশে উৎক্ষেপ করিতে লাগিল, তথায় বায়ুপথে নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুকের পর আবার নিয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে প্রভু কৃষ্ণও যাদবগণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য পরমাহ্লাদসহকারে ষোড়শ সহস্র রমণীগণের সহিত সমবেত হইয়া আকাশবিহার আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য বীরগণ অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অদ্ভুত লীলা সন্দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। বরং গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ রৈবতক পর্ব্বতে, কেহ গৃহে, কেহ অভিমত কাননে গমন করিয়া পুনরায় ক্রীড়াস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রজল পূর্ব্বে অপেয় ছিল, এক্ষণে অতুল পরাক্রম ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুর আজ্ঞায় সম্পূর্ণ পানোপযোগী হইয়া উঠিল। কমললোচনা রমণীগণ সেই সলিলরাশির উপর স্থলপথের ন্যায় বেগে ধাবিত হইতে লাগিল, কখনও বা কুমারগণের হস্তে ধরিয়া জলনিমগ্ন হইতে লাগিল। তাহারা অভিলাষ করিবামাত্র ভোজ্য, পেয়, চোষ্য ও লেহ এই চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য উপস্থিত হইতে লাগিল। অম্লানকুসুমমাল্য ধারিণী স্বর্গাঙ্গনাগণ এইরূপে বিবিধ উপায়ে যাদবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নান অনুলেপন সমাধা করিলেন। অনন্তর সায়ং কাল উপস্থিত হইলে পরম প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে যাদবগণ গৃহনির্ব্বিশেষে নৌকাযানে আরোহণ করিলেন। তখন তাঁহাদের নৌকাবিহার আরম্ভ হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই সমুদায় নৌকামধ্যে পূর্ব্বে চতুষ্কোণ, বৃত্তাকার ও স্বস্তিকগৃহ এবং কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু সদৃশ দিব্যপ্রসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার তোরণ সমুদায় নানাপ্রকার চিত্রকর্ম্ম ও বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি দ্বারা উপশোভিত। উহার আকার কোনটি বৃকের ন্যায়, কোনটি ক্রৌঞ্চ সদৃশ, কোনটি শুকতুল্য, কোনটি বা গজের আকার ধারণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত হওয়াতে পরম শোভার আস্পদ হইয়াছে। সেই ভীষণ উত্তাল তরঙ্গাকুল সাগরবক্ষে স্বর্ণ সমুদ্ভাসিত নৌকাসমুদায় লইয়া কর্ণধারগণ অবস্থান করিতেছিল। ঐ সমুদায় জলযান তিন ভাগে বিভক্ত, কতকগুলি অত্যুন্নত চিক্কণকান্তি, কতকগুলি; সামগ্রীসম্ভারপূর্ণ, আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়াতরণী। নৌকা সমুদায় শ্রেণীবদ্ধ, তাহার গুণ বৃক্ষ সকল সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া সমুদ্রের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ইহাতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অধিক কি স্বর্গে যে সমুদায় বিনোদন স্থান ও সুখকর সামগ্রী আছে ইহাতেও তৎসমুদায়ের অভাব ছিল না। নৌকাগুলির মধ্যে নন্দনকাননসন্নিভ রমণীয় উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাননস্থ পাদপশাখায় বিবিধ বিচিত্র পক্ষিকুল মধুরস্বরে গান করিয়া যাদবগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। স্বর্গজাত শুভ্রবর্ণ কোকিলকলাপ যাদবগণের ইচ্ছানুরূপ কলস্বরে গান করিতে লাগিল। চন্দ্রাংশুসম সুধা ধবলিত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে ময়ুরগণ বনকুক্কুট দ্বারা পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। পতাকা পরিশোভিত মহীরুহগণ বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে গান

করিয়া সকলের মন হরণ করিল। ঋতু সমুদায় আকাশ হইতে স্ব স্ব ঋতুসুলভ পুষ্পরাজি বিকিরণ করিতে লাগিল। সুখস্পর্শ শ্রান্তির সমীরণ বিকসিত-কুসুম-রজঃ সংসর্গে চন্দনবৎ শীতল হইয়া চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। যাদবগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে; বাম দেবের প্রসাদে কি ক্ষুধা, কি পিপাশা, কি শ্রান্তি, কি শোক ইহার কিছুই তাহাদিগকে অনুভব করিতে হয় নাই। অতি তেজস্বী যদুবংশীয়গণ তৎকালে কেবল নৃত্য গীত ও তূর্য্যধ্বনিতে মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপরাক্রম যাদবগণ সমুদ্রের বহুযোজন বিস্তীর্ণ সলিলাঙ্গনে বিহার করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ইতঃ পূর্ব্বেই মহাত্মা কৃষ্ণের ভার্য্যাগণের নিমিত্ত বিবিধ যান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ত্রিলোকমধ্যে যে কোন উৎকৃষ্ট রত্ন আছে তৎসমুদায়ই উহাতে নিহিত হইয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত পৃথক পৃথক্ বাসস্থানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐসকল স্থান বৈদুর্য্যমণি ও অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ দ্বারা বিভূষিত এবং সর্ব্ব প্রকার ঋতুসুলভ পুষ্পমালায় আকীর্ণ হওয়াতে অপূর্ব্ব ধারণ করিয়া মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছিল। যদুসিংহগণও তথায় পরমসুখে বাস করিতেছিলেন, স্বর্গবাসী দেবগণ মঙ্গলসূচক স্তোত্র পাঠে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

১৪৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে আজানুলম্বিত বাহু বলদেব কাদম্বরীপানে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অর্দ্ধস্ফুট মধুরসরে সম্ভাষণ করিতে করিতে রেবতী সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বেতকলেবর সরসচন্দনে চর্চ্চিত হওয়াতে দ্বিগুণতর শুক্ল শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রয়ান সময়ে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। সেই মদিরাকুললোচন বলরামের শরীরকান্তি চন্দ্রমরীচির ন্যায় স্বচ্ছ, তাহাতে নীল জলধরের ন্যায় নীলবসন পরিধান করাতে অম্বুদমধ্যবর্ত্তী সম্পূর্ণমণ্ডল ভগবান্ শশাঙ্কের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বামকর্ণে নির্ম্মল কুণ্ডল দোদুল্যমান, অপর কর্ণে অপূর্ব্ব পদ্ম বিভূষণ বিরাজমান ছিল। রাম সহাস্যবদনে প্রিয়ার সকটাক্ষ বদনসুধাকর সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভগবান্ কংসনিসূদন কেশবের আজ্ঞানুসারে অপ্সরোগণ বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক স্ব স্ব রূপরাশি বর্দ্ধিত করিয়া রেবতীকে সন্দর্শন করিবার মানসে স্বর্গশোভাসম্পন্ন বলদেবের আলয়ে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া রেবতী ও বলরামকে প্রণামপূর্ব্বক বাদ্যোদ্যম ও তানলয় সহকারে কেহ নৃত্য কেহ সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বলদেব ও রেবতীর আজ্ঞানুসারে তাঁহারা হস্তপদাদি সঞ্চালন ও হাব ভাব ভঙ্গী ও কটাক্ষাদি অভিনয় ব্যঞ্জক ভাব সমুদায় প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃদয়গ্রাহী অর্থযুক্ত মনো মত সঙ্গীত আলাপনপূর্ব্বক সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। কেহ বা তত্তদ্দেশানুসারী ভাষাবলম্বন ও আকৃতি এবং বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হস্তে তাল দিয়া বিবিধ ভাবভঙ্গীসহকারে গান করিতে লাগিল। কেহ কেহ কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণের পূর্ব্বচরিত অবলম্বন করিয়া মঙ্গল স্তুতিগান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও রাম যেরূপে কংস ও প্রলম্বকে বধ করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে

যেরূপ চাণূর নিপাত হইয়াছিল, যেরূপে কৃষ্ণ যশোদা সন্নিধানে দামোদরত্ব লাভ করিয়া জগতে প্রথিত কীর্ত্তি হইয়াছিলেন, যেরূপে অরিষ্ট ও ধেনুকের বধ সাধন হয়, যেরূপে ব্রজধামে ইহাঁদের বাস ও শকুনিবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ; সময়োপযোগী বৃকগণের সৃষ্টি, যমুনা হ্রদে কালিয় দমন, হ্রদ হইতে শঙ্খ প্রভৃতি নিধি ও পদ্মোৎপল উত্তোলন করেন, জনার্দ্দন কৃষ্ণ যেরূপে গাভীগণের রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, যেরূপে কৃষ্ণ চন্দন পেষিকা কুব্জাকে কুব্জভাব হইতে মুক্ত করেন, যিনি জন্ম রহিত হইয়াও স্বীয় অবামন মূর্ত্তিকে বামনরূপে অবতারণা করিয়াছিলেন, বলরাম যেরূপে দেবশত্রু সৌভপতিকে বিনাশ, হলায়ুধ নাম ধারণ, গান্ধার কন্যার পরিণয়কালে মহাবল ও মহারথ রাজন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম এবং তাহাদিগের রথ সমুদায় যোজন দূরে নিক্ষেপ ও সেই রথে তাঁহাদের মূর্চ্ছা, সুভদ্রাহরণকালে এবং বালাহক ও জম্বুমালীর সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপে বলরাম ইন্দ্র সমক্ষেই যুদ্ধ জয় করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় হরণ করিয়াছিলেন, চারুরূপা অপ্সরোগণ এই সমুদায় এবং অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র কথাসম্বন্ধ রাম ও কৃষ্ণের প্রীতিকর সঙ্গীত সমুদায় গান করিতে লাগিল। বলদেবও তৎকালে কাদম্বরীপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রেবতীর সহিত করতালি প্রদান পূর্ব্বক অপ্সরোগণের গানের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং গান করিতে লাগিলেন। অপ্সরোগণের সহিত বলদেব গান করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার হর্ষ বর্দ্ধনার্থ মহাত্মা কৃষ্ণ ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া মহা আহ্লাদসহকারে গান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন সমুদ্রযাত্রা! উপলক্ষে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সুভদ্রা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনন্তর ধীমান গদ, সারণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, সত্যভামানন্দন মহাবীর্য্য চারুদেষ্ণ, বীরাগ্রগণ্য বলদেবতনয় নিশঠ ও উল্মুক, অক্রূর, সেনাপতি শঙ্কু এবং অন্যান্য যদুবংশীয়গণ সকলেই আনন্দে ক্রীড়াসক্ত হইয়া গান বাদ্য করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া যাদবগণ সকলেই মহোল্লাসে গান বাদ্য ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে সেই আনন্দ কোলাহল প্রতিধ্বনিত হইয়া জলযান সমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে উদারকীর্ত্তি যাদবগণ গানবাদ্যে অত্যাসক্ত হইয়া আনন্দমগ্ন হইলে, সমস্ত জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠিল এবং সর্ব্ব পাপের প্রশমন হইল।

হে রাজন! এই সময়ে দেবলোকের অতিথি বিপ্রবর মহর্ষি নারদ মধুকেশিহন্তা কৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাহ্লাদে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার জটাকলাপ একদেশে বিগলিত হওয়াতে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পূর্ব্বে ভগবান রাসপ্রণেতা কৃষ্ণই এই স্থলের গীতবাদ্যের প্রধান নায়ক ছিলেন, এক্ষণে অপ্রমেয়াত্মা দেবর্ষি নারদ তাহার মধ্যগত হইয়া তত্রত্য গীতবাদ্যের নেতা হইলেন। তিনি তখন নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া গান করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সত্যভামা, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা, বলদেব ও দেবী রেবতীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। নারদ স্বভাবতই আমোদ প্রিয় ও পরিহাসশীল, তাহাতে এই তরঙ্গিত আমোদস্রোতে পতিত হইয়া অতি ধৈর্য্যশালিনী সত্যভামা প্রভৃতিকেও হাসাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ধীমান নারদ নানা প্রকার বাগ্‌জাল ও অনুকরণ প্রভৃতি দ্বারা হাতের উপর হাস্য এবং চীৎকারের উপর

চীৎকার করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ইঙ্গিতজ্ঞা, যুবতীগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র বস্ত্র ও মনোহর রত্ন ও স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পের মাল্য প্রভৃতি তাঁহাকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে গীতবাদ্য শেষ হইলে ভগবান কৃষ্ণ মহামুনি নারদের হস্তে ধরিয়া অর্জ্জুন ও সত্যভামা সমভিব্যাহারে জলক্রীড়ার্থ পুনরায় সমুদ্রজলে পতিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের আদেশানুসারে সমস্ত যাদবগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদলের অধিনায়ক বলদেব ও অপরদলের অধিনায়ক কৃষ্ণ। এই সময়ে কৃষ্ণ করযোড়ে বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সমুদ্র সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে অম্ভোনিধে! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের জল কেলির অনুরূপ তোমার জল যেন ইচ্ছানুরূপ পেয় ও অপেয় হয় এবং সুগন্ধি, মিষ্ট, কুম্ভীরাদি শূন্য হইয়া আমাদের প্রীতিপ্রদ হয়। আর তুমি আমাদের হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রার্থনারূপ বস্তু সমুদায়ও দান করিবে। আর আমার প্রভাবে তোমার জলস্থিত মৎস্যসকল সুবর্ণবর্ণ ও মণি মুক্তা খচিতোর ন্যায় পরম সুদৃশ্য ও সকলের মনোরঞ্জক হইবে। আর তোমার সলিলে অসংখ্য রত্ন সকল বিরাজমান থাকিবে এবং সুগন্ধ ষট্পদ সেবিত রসপূর্ণ চিত্ররঞ্জক লীলাকমল ও উৎপল সমুদায় বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভা সম্পাদন করুক। আর তুমি সৈরেয় সাধ্বীক প্রভৃতি দেবভোগ্য মদিরা কুম্ভপূর্ণ করিয়া জলের স্থানে স্থানে রক্ষা কর এবং উহার সুবর্ণময় পানপাত্র সমুদায়ও স্থাপন করিবে। হে তোয়রাশে! তোমার জলরাশি পুষ্পবাসিত সুগন্ধ বিস্তার করুক। তোমার জল যেন স্ফীত বা উদ্ধত হইয়া যাদবগণের কষ্টকর না হয়। ফলতঃ সস্ত্রীক যাদবগণ যাহাতে তোমার সলিলে পতিত হইয়া স্বচ্ছন্দে জলকেলি করিতে পারে তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হইবে।

হে মহারাজ! কৃষ্ণ সমুদ্রকে এই সমুদায় কথা বলিয়া অর্জ্জুন সহচারী হইয়া জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই দেবী সত্যভামা কৃষ্ণের ইঙ্গিত অনুসারে দেবর্ষি নারদের গাত্রে জলনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মদিরাপানমত্ত বলদেব রেবতীর হস্ত ধারণ করিয়া টলিতে টলিতে সমুদ্রসলিলে পতিত হইলেন। কৃষ্ণতনয়গণ ও প্রধান প্রধান যাদবগণ রামের পক্ষ আশ্রয় করিয়া সাগরসলিলে নিপতিত হইলেন। ইহাদের বসন ভূষণ সকল নানাপ্রকার রাগে রঞ্জিত, হৃদয় প্রফুল্ল, মদিরাপানবশতঃ চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ। নিশঠ, উন্মুক প্রভৃতি অবশিষ্ট যাদবগণ কণ্ঠদেশে সন্তানক পুষ্পের মাল্য ধারণ ও বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরিধানপূর্ব্বক মদমত্তবেশে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন, চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্তগাত্র ঐ সমুদায় যাদবগণ জলযন্ত্র হস্তে করিয়া দেশকালানুরূপ তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত আলাপ করিতে করিতে আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। শত শত অপ্সরোগণও কৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে নানাবিধ স্বরসমন্বিত অতি রমণীয় শ্রুতি সুখকর বাদ্যযন্ত্র সমুদায় বাজাইতে আরম্ভ করিল। এই সকল স্বর্গাঙ্গনাগণের আকাশ গঙ্গার সলিলে জলকেলি ও বাদ্যবাদন বিষয়ে বিশেষ পটুতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে আবার স্থিরযৌবন প্রসাদে সতত কামরসোন্মত্ত থাকাই তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং সমুদ্রবক্ষেও যে তাহারা অক্ষুব্ধভাবে হৃষ্টান্তঃকরণে জলদর্দুর বাদ্য বাদনপূর্ব্বক গান করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? পদ্মকোরকবৎ বিশালনয়না অপ্সরাদিগের শিরোদেশে পদ্মবিভূষণ বিদ্যমান থাকাতে তাহারা

রবিকিরণবিকসিত সাক্ষাৎ পদ্মশোভাই অপহরণ করিল। হে রাজন্! যদৃচ্ছাক্রমেই হউক অথবা দেববিধান হেতুই হউক নভোমণ্ডল চন্দ্র সহস্রদ্বারা আকীর্ণ হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, সমুদ্রও শত শত অবলাজনের মুখচন্দ্রমা দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। নভোমণ্ডলস্থিত নীলজলধরপটল বিদ্যুদালোকে দীপ্যমান হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করে এক্ষণে সমুদ্রও অসংখ্য কামিনীগণের অঙ্গ প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া তদ্রূপ অপূর্ব্ব শোভার আস্পদ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহর্ষি নারদ ও ভগবান্ নারায়ণ উভয়েই বলদেব ও তৎপক্ষীয়দিগের উপর জলসেচন আরম্ভ করিলেন। বলরামও স্বীয় দল বল লইয়া কৃষ্ণপক্ষীয়দিগের উপর সলিলক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম ও কৃষ্ণের পত্নীগণ বারুণীসেবনে মত্ত হইয়া অনুরাগবশতঃ পরস্পরের গাত্রে জলযন্ত্রমুক্ত সলিলক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে জলকেলিতে মত্ত হইয়া সকলেই আরক্ত নেত্র, পরস্পর কলহ ও অভিমানে রত হইয়া নারী পুরুষবৎ প্রগলভভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাসক্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন রথাঙ্গপাণি কৃষ্ণ তাদৃশ অতি প্রসক্তি জানিতে পারিয়া সকলকেই জলকেলি করিতে নিষেধ করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্রেই সকলে নিরস্ত হইল। ভগবান কৃষ্ণও তৎকালে অর্জ্জুন ও নারদের সহিত সমবেত হইয়া জলবাদ্য করিতেছিলেন। যাদবগণ নিতান্ত অভিমানী হইলেও কৃষ্ণের আদেশ কদাচ লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না, সুতরাং সকলেই শান্তভাবে নিবৃত্ত হইলে সতত প্রীতিদায়িনী প্রণয়িনীগণ আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নৃত্য শেষ হইলে ভগবান ধীমান কৃষ্ণ জলসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর চন্দনাদি অনুলেপন সামগ্রী আনয়নপূর্ব্বক অগ্রে মহর্ষিকে প্রদান করিলেন, পশ্চাৎ স্ব স্ব শরীরে লেপন করিলেন। যাদবগণ কৃষ্ণকে জল হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই জলসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিবিধ সুগন্ধিদ্রব্যে অঙ্গ সংস্কার সমাধা করিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে পানভূমিতে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে সকলে উপবেশনপূর্ব্বক সুস্বাদু অন্ন জল ও বিবিধ উমোত্তম ভোজ্য বস্তু উপযোগ করিতে লাগিলেন। পাচকগণ বিবিধ সুস্বাদু ভোজ্য বস্তু পরমযত্নে পাক করিয়াছিল, প্রধান পাচকের আদেশানুসারে ঐ সমুদায় শাক, সূপ, শূল্যমাংস ও অন্যান্য মৃগ, পক্ষি প্রভৃতির মাংস পরিবেশন করিতে লাগিল। যাদবগণ পরিতুষ্টহৃদয়ে ঐ সমুদায় প্রদত্ত বস্তুজাত উপযোগ করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে মৈরেয় মাধ্বীক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যও পান করিতে লাগিলেন।

উদ্ধব এবং ভোজপতি প্রভৃতি যে সকল মহাত্মগণ মদ্য মাংস ভোজন করিতেন না, তাঁহারা পরমপ্রীতি সহকারে শাক, সূপ, দধি দুগ্ধ, শর্করা যুক্ত ক্ষীর রসাল প্রভৃতি বহুবিধ ফল ভোজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুসাদু সুগন্ধ সুশীতল জলপান করিয়া ভোজন শেষ করিলেন।

বীরাগ্রগণ্য যাদবগণ এইরূপে পানভোজনে তৃপ্ত হইয়া পুনরায় কান্তাসহচর হইয়া কান্তাভিনীত মনোহর গীতাবলি গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ রজনীসমাগমে সভা মধ্যে আসীন হইয়া দেবগন্ধর্ব্বগণ যে সমুদায় গান করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন সেই ছালিক্য সঙ্গীত আরম্ভ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন মহর্ষি

নারদ ছয় রাগ ও ষড়্‌গ্রামাদির একতা বিধান করিয়া বীণাযন্ত্র গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং ঝল্লীষক যন্ত্র, নরদেব অর্জ্জুন সুস্বরবংশী, অপ্সরোগণ মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর নর্ত্তকীগণ সভা মধ্যে প্রবেশ করিলে অভিনয়চতুরা রম্ভা প্রফুল্ল হৃদয়ে অগ্রে উত্থিত হইল। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরাঙ্গনা রম্ভার অভিনয় সন্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর খঞ্জন গঞ্জনাক্ষী উর্ব্বশী, তদনন্তর হেমা, তৎপরে মিশ্রকেশী, অনন্তর তিলোত্তমা, অতঃপর মেনকা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ অভীপ্সিত কামরসব্যঞ্জক অভিনয় ও মনোমত গান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ বাসুদেবও স্বয়ং অননুরক্তচিতে নৃত্যগীতাদি ও তাম্বূল প্রদান দ্বারা ঐ সমুদায় অপ্সরাকে প্রীত করিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ মর্ত্ত্যবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই ছালিক্য সঙ্গীত স্বর্গলোক হইতে ভূলোকে আনয়ন করেন। সেই রমণীয় সঙ্গীত রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নের হস্তে প্রদত্ত হয়। উদারবুদ্ধি প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের প্রভাবে প্রথমতঃ উহার প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করেন। এই গান ইন্দ্রতুল্য কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি পঞ্চজন কর্ত্তৃক গীত হইলে নরলোকবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহরণ করিত। এই শুভাবহ ছালিক্য সঙ্গীত গান করিলে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত মঙ্গলের আস্পদ; ইহাতে যশ, পুণ্য, অভ্যুদয় বৃদ্ধি করে। এই গান উদারকীর্ত্তি ভগবান্ নারায়ণের অতি প্রিয় বস্তু। ইহাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি, দুঃস্বপ্ন নাশ ও পাপমোচন করিয়া লোককে সর্ব্বত্র জয়শীল করিয়া তুলে। অধিক কি যখন উদারকীর্ত্তি মহারাজ রেবত স্বর্গলোকে গমন করিয়া এই গান শ্রবণ করেন তখন তাঁহার চতুঃসহস্র যুগ এক দিবসের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। যেমন এক দীপ হইতে সহস্র সহস্র অন্য দীপের সৃষ্টি হয় তদ্রূপ প্রথমতঃ ঐ গান কুমারজাতিতে, তদনন্তর গন্ধর্ব্বজাতিতে সংক্রান্ত হইয়াছিল। তৎপরে উহা কৃষ্ণ নারদ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণও উহা সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন। লোকে যেমন নদীসমুদায়ের সৃষ্টি ও সমুদ্রে পতনমাত্র অবগত আছেন তোদ্রূপ এই ছালিক্য সঙ্গীতের উৎপত্তি ও গুণোদয়মাত্র বিদিত হইয়াছেন। হিমালয়ের পরিমাণ পরিজ্ঞাত হওয়াও দুষ্কর নহে, কিন্তু তপস্যা ব্যতীত মুর্চ্ছনা, ষড়্ গ্রাম ও যথাযথ প্রয়োগ কৌশল সহকৃত ছালিক্য গীত পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

হে রাজন্! মর্ত্ত্যলোকে নরগণ এই গানের কোমল অংশ আরম্ভ করিয়া অতি কষ্টে শেষ করিয়া থাকেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণই এই গানের যথার্থ প্রয়োগাভিজ্ঞ, সেই জন্যই গন্ধর্ব্বলোকের এত প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবান কৃষ্ণ লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই গান মর্ত্ত লোকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান যাদবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। যাদবগণ কোন বিশেষ উৎসবসময়ে কি বৃদ্ধ কি বালক কি যুব সকলেই এক মিলিত হইয়া এই সঙ্গীত করিতে থাকেন। প্রথমে বালকেরা আরম্ভ করে পশ্চাৎ বৃদ্ধেরা আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়া উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। যাদবগণ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং অসামান্য বীরধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাঁরা স্বকীয় বংশমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সকলের প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। ইহারা কেবলমাত্র প্রীতিকে অগ্রে করিয়াই সকলের সহিত সৌহার্দ্দ করিতেন, বয়োজ্যষ্ঠ বা কনিষ্ঠ বলিয়া কিছুমাত্র প্রভেদ জ্ঞান করিতেন না, ছালিক্য সঙ্গীত শেষ হইলে যাদবগণ পুত্রাদির সহিত সভা হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অপ্সরোগণও হৃষ্টান্তঃকরণে কংসসূদনকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিল।

১৪৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যদুবংশীয়গণ এইরূপে ক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন, এদিকে অতি দুর্দ্ধর্ষ দেবশত্রু নিকুম্ভ নামক দুর্ব্বুদ্ধি দানব অবসর বুঝিয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন ভানুতনয়া ভানুমতীকে হরণ করিল। কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন এই দুরাত্মা দানবপতির ভ্রাতৃকন্যা প্রভাবতীকে হরণ করেন এবং উহার ভ্রাতা বজ্রনাভকেও নিহত করিয়াছিলেন, সেই বিষম শত্রুতা দুরাত্মা দানবের হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরুক ছিল, এক্ষণে তাহারই প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মায়াবলে যদুনারীগণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদেরই সমক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে ভানুমতীকে হরণ করিল। এই ছিদ্রানুসন্ধায়ী দানবাধম নিকুম্ভ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ভানুর দুরাক্রম্য উপবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল, অবসর প্রাপ্তিমাত্র ভানুমতীকে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তখন অপহৃতা ভানুমতী চীৎকার ধ্বনিতে রোদন করিয়া উঠিলে নারী পুরমধ্যে সহসা ঘোর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। ভানুর অন্তঃপুর মধ্যে সহসা এইরূপ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল শ্রবণমাত্র মহাবীর বসুদেব ও আহুক কবচ পরিধানপূর্ব্বক সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা দৈত্যপতিকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই বেশেই কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। শত্রুবিনাশন কৃষ্ণও সেই ঘোর অবমাননা শ্রবণ করিবামাত্র অর্জ্জুনকে সহচর করিয়া সর্প কুলনাশন গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যাত্রা কালে 'বৎস! তুমি রথারোহণে আমাদের অনুসরণ কর' প্রদ্যুম্নকে এইরূপ আদেশ করিয়া গরুড়কে কহিলেন তুমি শীঘ্র গমন কর।

এদিকে রণদুর্জ্জয় দৈত্যপতি যৎকালে বজ্র নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময়ে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাহার সম্মুখীন হইলেন। মহাতেজা মায়াবীদিগের অগ্রগণ্য প্রদ্যুম্নও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকুম্ভকে দেখিবামাত্র আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, দেবতুল্য বীর্য্যশালী নিকুম্ভ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কতকগুলি কণ্টকাকীর্ণ গুরু গদা গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বামহস্তে কন্যা ভানুমতীকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদা প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সেই বিষম শত্রুকে তৎক্ষণাৎ নিপাত করিতে পারিতেন, কিন্তু কি জানি কন্যার শরীর আহত হয় এই শঙ্কায় তাহাকে গুরুতর আঘাত করিতে পারিলেন না। ইহারা সকলেই কন্যার উপর করুণাপরবশ হইয়া কেবল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেবল অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী রণকুশল অর্জ্জুন সর্প উষ্ট্রকে বেষ্টন করিয়া আক্রমন করিলে যেরূপে সর্প বিনাশ করিতে হয় সেই বিধি অবলম্বন করিয়া বিতস্তিপ্রমাণ বাণ সমুদায় অসুরগাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ নিক্ষিপ্ত বাণ সমুদায় অর্জ্জুনের শিক্ষাবলে কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দৈত্যপতির গাত্রেই বিদ্ধ হইতে লাগিল। তখন মহাসুর নিকুম্ভও আসুরীমায়া অবলম্বন করিয়া তথা হইতে কন্যা লইয়া অন্তর্হিত হইল। এই মায়া

আর কেহই অবগত ছিলেন না। কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন ইহাঁরা তিন জনেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দুরাত্মা নিকুম্ভ শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিল। অর্জ্জুন কন্যাকে রক্ষা করিয়া সেই শুকশরীরেই মর্ম্মভেদী বিতস্তিপ্রমাণ বাণ সমুদায় অতি বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুরাত্মা দৈত্যপতি এইরূপে সপ্ত দ্বীপ নিখিল পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরিমর্দ্দন কৃষ্ণ বীর অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাসুর নিকুম্ভ যেমন গোকর্ণ লঙ্ঘন করিবে, অমনি উহার শীর্ষদেশ হইতে চেলগঙ্গার পুলিনদেশে কন্যার সহিত পতিত হইল। হে মহারাজ! এই গোকর্ণ মহাদেবের তেজোযুক্ত, কি দেব, কি অসুর, কি তপোধন মহর্ষিগণ কেহই ইহাকে লঙ্ঘন করেন না।

হে ভরতসত্তম! এই সময়ে রণদুর্জ্জয় মহাল পরাক্রান্ত রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন অবসুর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ভানুমতীকন্যাকে উদ্ধার করিলেন। এদিকে কৃষ্ণার্জ্জুনও অতি ঘোর নিশিত বাণ সমুদায় বর্ষণ করিয়া তাহাকে জরীভূত করিলেন। এইরূপে গুরুতর প্রহারে ব্যথিত হইয়া মহাসুর নিকুম্ভ উত্তর গোকর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল। গরুধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিকুম্ভ জ্ঞাতিনিবাস ঘটুপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। মহামতি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তখন তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে কন্যা লইয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন; কন্যাকে স্বপুরে রাখিয়া পুনরায় দানবাকীর্ণ ষট্পুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন ইহারা তিন জনেই দৈত্যসংহারে কৃতসংকল্প হইয়া তথায় অবহিতচিতে অবস্থান করিয়া রহিলেন।

হে নরপতে! অনতিবিলম্বেই সেই ভীম পরাক্রম অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ নিকুম্ভ যুদ্ধ করিবার মানসে সজ্জিত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইল। নির্গত হইবামাত্র রণ বিশারদ অর্জ্জুন গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বাণবর্ষণে তাহার আগমনপথ একবারে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নিকুম্ভ ঐ সমস্ত নিক্ষিপ্ত শর অপসারিত করিয়া অতিবেগে অর্জ্জুনের মস্তকে বহু কীলকাকীর্ণ এক গুরুতর গদা প্রহার করিল। সেই প্রহারেই অর্জ্জুন রুধির বমন করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর সেই মায়াবী গর্ব্বিত নিকুম্ভ অতি দর্পভরে হাসিতে হাসিতে আসিয়া প্রদ্যুম্নের মস্তকেও সেইরূপে গদা প্রহার করিল, সেই সময়ে প্রদ্যুম্ন অন্যদিকে মুখ বিবর্ত্তন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন; সহসা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উভয়েই গুরুতর প্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন দেখিয়া ভগবান গোবিন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া কৌমদকী গদা উত্তোলনপূর্ব্বক নিকুম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন। উভয়েই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ উভয়েই অসামান্য বীর; উভয়েই ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন, তদ্দর্শনে শত্রুতাপন হৃষীকেশ দেবগণের প্রিয়কামনা করিয়া বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ কৌশল সন্দর্শনপূর্ব্বক নিকুম্ভকে সংহার করিতে মানস করিলেন। অবিলম্বেই তাই সম্পাদিত হইল। মহাবাহু সমরপণ্ডিত কেশব কৌমদকী ঘূর্ণন

করিতে করিতে অপূর্ব্ব বিচিত্র মণ্ডল সমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহাসুর নিকুম্ভও শিক্ষাকৌশলে বহু কীলকাবৃত গুরু গদা ঘূর্ণন করিয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাঁহারা উভয়েই মহাবৃষভের ন্যায় গর্জ্জন, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিত এবং ক্রুদ্ধ শালাবৃকের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাসুর নিকুম্ভ ঘোর সিংহনাদ করিয়া সুস্পষ্ট অষ্ট ঘণ্টাস্বর সংযুক্ত এক ভীষণ গদাপাতে কৃষ্ণের মস্তকে প্রহার করিল। কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ মহাগদা ঘূর্ণন করিয়া নিকুম্ভের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু জগদগুরু কৃষ্ণ নিকুম্ভের গদা প্রহারে বিকলচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল গদা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরক্ষণে আর ঐ অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে সমস্ত জগৎ হাহাকার করিয়া উঠিল। মহাত্মা নরদেব বাসুদেব তাদৃশী অবস্থায় পতিত হইলেন দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতমিশ্রিত আকাশগঙ্গার শীতল সুগন্ধিজল তাঁহার শরীরে স্বয়ং অভিষেক করিতে লাগিলেন। হে ভরতনন্দন! ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই এই অবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। নতুবা সমরক্ষেত্রে হরিকে মূর্চ্ছিত করিতে পারে এরূপ লোক জগতে কে আছে?

অনন্তর মূর্চ্ছাবসানে রিপুনাশন কৃষ্ণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চক্র উদ্যত করিয়া নিকুম্ভকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! এইবারে তুই আমার এই অস্ত্রবল প্রতিরোধ কর্। দুরন্ত অসুর মায়াপ্রদর্শনে বিলক্ষণ পারদর্শী; সে তখন সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া মায়াবলে উর্দ্ধে উত্থিত হইল। জনার্দ্দন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি মনে করিলেন, নিকুম্ভ মূর্চ্ছিত হইয়াছে সুতরাং তিনি বীরধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া উহার মূর্চ্ছাপনয়ন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রদ্যুম্ন ও কুন্তীতনয় অর্জ্জুন উভয়ে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা উভয়েই নিকুম্ভসংহারে কৃতসংকল্প হইয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলে মায়াতত্ত্ববিৎ প্রদ্যুম্ন নিকুম্ভের মায়া বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, পিতঃ! দুর্ম্মতি নিকুম্ভ এখানে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রদ্যুম্ন এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণ সম্মুখবর্ত্তী অসুরদেহ তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন এবং অর্জ্জুনের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কি পৃথিবীতল কি আকাশ সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র নিকুম্ভ, সহস্র সহস্র কৃষ্ণ, সহস্র সহস্র অর্জ্জুন এবং সহস্র সহস্র প্রদ্যুম্ন আবিভূত হইয়াছে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য নিকুম্ভ আসিয়া কেহ অর্জ্জুনের ধনু, কেহ কেহ অর্জ্জুনের শর, কেহ কেহ উহার হস্ত, কেহ উহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া একবারে আকাশপথে উত্থিত হইল। তৎকালে এইরূপে আক্রান্ত হইয়া কোটি কোটি অর্জ্জুন লক্ষিত হইতে লাগিল, সুতরাং কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুনের ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। অনন্তর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতনয় অর্জ্জুন ভিন্ন ঐ সমুদায় নিকুম্ভ দেহ দুই দুই খণ্ডে দ্বিখণ্ড করিলেন। দুই ভাগে ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক নিকুম্ভই আবার দুই দুই নিকুম্ভ হইয়া উঠিল। তখন ভগভান কৃষ্ণের দিব্যজ্ঞান আবির্ভূত হইলে, তিনি উহার সমস্ত মায়া উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইলেন এবং অবিলম্বেই সমস্ত মায়ার সৃষ্টিকর্ত্তা ও অর্জ্জুনাপহারক প্রকৃত নিকুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র অসুরনাশন মধুসূদন সর্ব্বজন সমক্ষে শাণিত চক্রধার দ্বারা দুরাত্মার শিরচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মস্তক ছিন্ন হইলেই দুরাত্মা মহাসুর অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল।

এদিকে মহারথ পার্থও নভোমণ্ডল হইতে পতিত ছিলেন দেখিয়া কৃষ্ণের আদেশানুসারে প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আকাশপথেই ধারণ করিলেন। নিকুম্ভ ভূমিতলে পতিত হইলে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নারদকে বন্দনা করিলেন। মহাত্মা নারদ তৎকালে যদুকুলোৎপন্ন ভানুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভানো! যাদবনন্দন! তোমার কন্যা অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া হৃদয়ে ক্ষোভ করিবে না। তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার দুহিতা ভানুমতী একদা রৈবতোদ্যানে বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া মহামুনি দুর্ব্বাসার ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিল। মহর্ষি রোষপরবশ হইয়া তোমার দুহিতাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, এই কন্যা নিতান্ত দুর্ব্বিনীত, অতএব ইহাকে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে হইবে। অতঃপর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি ঋষিগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষির কোপ শান্তি করিতে চেষ্টা করি। আমরা সকলেই বিবিধ অনুনয় করিয়া তাহাকে কহিলাম, হে মুনে! এই কন্যা নিতান্ত বালিকা, বালক বালিকাদিগের প্রকৃতিই স্বভাবতঃ চঞ্চল। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য। অতএব আপনার মত ব্যক্তির এরূপ বালিকার প্রতি কোপ প্রদর্শন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের অনুরোধে আপনাকে এই নিরপরাধা বালিকার শাপমোচন করিতে হইতেছে। আমরা এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা দয়াপরবশ হইয়া অধোমুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কন্যা অবশ্যই শত্রুহস্তে পতিত হইবে। তবে আমি বলিতেছি তদ্দ্বারা উহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। প্রত্যুত এই কন্যা ভবিষ্যতে অনুরূপ পতি লাভ করিয়া বহু পুত্রা ধনবতী ও সৌভাগ্যশালিনী হইবে এবং উহার গাত্র হইতে নিরন্তর সুগন্ধ নির্গত হইবে। তখন কুমারী এ শোক একবারেই বিস্মৃত হইতে পারিবে। অতএব হে বীর! তোমার এ কন্যা ধার্ম্মিকবর বীর্য্যশালী শ্রদ্ধাবান পাণ্ডুতনয় সহদেবকে প্রদান কর। অনন্তর মহামতি ভানু মহর্ষি নারদের বচনানুসারে স্বীয় কন্যা ভানুমতীকে সহদেব হস্তে সম্প্রদান করিলেন। কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে কোন দূত সহদেব সন্নিধানে প্রেরিত হইয়া ছিল, তদনুসারে সহদেব দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া ভার্য্যাসহ পুরে প্রস্থান করেন।

যিনি এই কৃষ্ণবিজয়বার্ত্তা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন, সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার বিজয়লাভ হইয়া থাকে।

১৪৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! আমি আপনার নিকট ভানুমতীর হরণবৃত্তান্ত, কেশবের বিজয়, দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে ছালিক্যানয়ন, অমিততেজা বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সাগরক্রীড়া এই সমুদায় পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিলাম। কিন্তু হে ধার্ম্মিকর! আপনি নিকুম্ভবধ কীর্ত্তন কালে যে বজ্রনাভ বধের কথা উল্লেখ করিলেন, এক্ষণে উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব প্রসন্নহৃদয়ে আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলধুরন্ধর! আমি আপনার নিকটে বজ্রনাভবধবৃত্তান্ত এবং কামদেব ও শাম্বের জয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে নরপতে! সুমেরু পর্ব্বতের শিখর দেশে বজ্রনাভ নামে বিখ্যাত মহাসুর বহুকাল তপস্যা করে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করেন। তখন দানবশ্রেষ্ঠ বজ্রনাভ কহিল, হে দেব! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর প্রদান করুন 'যেন আমি সমস্ত দেবগণের অবধ্য হই। আর বজ্রপুর নামক এমন একটি পরম সুন্দর পুরী প্রদান করুন, যেন উহা সর্ব্ব রত্নের আকর হয় এবং ইচ্ছা করিলে বায়ুও যেন উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তুরও সর্ব্বদা সম্ভাব থাকে, আর শত শত শাখানগর ও উদ্যানও যেন উহার চতুর্দ্দিকে সংসৃষ্ট হয়।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, তাহার বরপ্রসাদে দৈত্যপতির সমস্ত প্রার্থনানুরূপ হইয়া উঠিল। মহাসুর বজ্রনাভ তখন বজ্রনগরে বাস করিতে লাগিল। দেব শত্রু কোটি কোটি অসুরগণ সেই বরলব্ধ বজ্রাসুরের অনুজীবী হইয়া হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে ব্রজপুরে, রমণীয় প্রধান প্রধান শাখানগরে ও উদ্যানে বাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে দুষ্টমতি বজ্রনাভ বরলাভে দর্পিত হইয়া সমস্ত জগৎ উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কি স্বনগর কি অন্য নগর কোথাও আর অত্যাচারের সীমা রহিল না। রাজন! একদা বজ্রনাভ দেবালয় স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে কহিল, হে পাকশাসন! আমি ত্রিলোক শাসন করিতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আমাকে সেই ত্রিলোকের প্রভুত্ব প্রদান কর অথবা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই সমস্ত জগৎ মহাত্মা কশ্যপের সুতরাং আমাদের উভয়েরই সাধারণ।

রাজন! তখন দেবরাজ বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া বজ্রনাভকে কহিলেন, সৌম্য! আমাদের পিতা মহামুনি কশ্যপ যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত আছেন, যজ্ঞ শেষ হইলে যাহা ন্যায্য হয় তাহা তিনিই করিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দানব পিতা কশ্যপ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদায় নিবেদন করিল। কশ্যপ কহিলেন, বৎস! এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যাহা যোগ্য হয় আমি করিব। পুত্র! তুমি এক্ষণে প্রশান্তভাবে বজ্রপুরেই বসতি কর। এই কথা শুনিয়া ব্রজনাভ স্বনগরে গমন করিল।

এদিকে দেবপতি মহেন্দ্রও বহুদ্বারশোভিত দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবকে নির্জ্জনে বজ্রনাভবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে জনার্দ্দন কহিলেন, দেব! সম্প্রতি পিতা বসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলে আমি বজ্রনাভকে সংহার করিব এবং তাহার পুর মধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাহারও উপায় অনুধ্যান করিব। আমি শুনিয়াছি দানবপতি ইচ্ছা না করিলে তথায় বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না। অনন্তর দেবরাজ মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বর্গলোকে প্রতি গমন করিলেন।

এদিকে মহাত্মা বসুদেবের যজ্ঞ হইতে লাগিল। যজ্ঞ হইতেছে ঐ সময়ে মহাবীর কৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়েই বজ্রপুর প্রবেশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভদ্র নামে এক নট যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া নাট্যপ্রদর্শন দ্বারা সমাগত মুনিগণকে সন্তুষ্ট করিল। মুনিগণ

পরম প্রীত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। নট বর প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলে, দেবরাজ ও কৃষ্ণের অনুরোধে সরস্বতী তাহার স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিলেন। তখন সে অশ্বমেধ দর্শনার্থ সমাগত মুনিগণকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে মুনিগণ! আমাকে এই বর প্রদান করুন, সমস্ত বিজাতিগণই যেন আমার সহিত ভোজন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। আমি আকাশগামী হইয়া যেন সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি। বিশেষতঃ সকলের শুভানুষ্ঠানে আমার মন যেন আসক্ত থাকে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্ব্বভূতেরই যেন আমি অবধ্য হই। জীবিতই হউক কিম্বা মৃতই হউক যে কোন বেশে আমি যেন সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারি। জরা কিম্বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত না হইয়া যেন আমি এইরূপ বাদ্যবাদন করিতে পারি এবং মুনিগণ কি অন্য লোক যেন আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। রাজন্! ব্রাহ্মণগণ এইরূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন। তখন সে নটশ্রেষ্ঠ ভদ্র বরপ্রসাদে অমরের ন্যায় সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। কখন দানবপুর, কখন উত্তরকুরু, কখন ভদ্রাশ্ব প্রদেশ, কখন কেতুমাল, কখন বা কালাম্র দ্বীপ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বদিবসে যাদবপরিবৃত দ্বারকায় আগমন করিত।

অনন্তর ভগবান সুরনাথ ইন্দ্র স্বর্গনিবাসী হংসগণকে আহ্বান করিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হংসগণ! তোমরাও মহর্ষি কশ্যপের সন্তান দেবপক্ষী, সুতরাং তোমরা আমাদের ভ্রাতা। দেবগণের সুকৃতিবলে তোমরা তাহাদের বিমানবাহী হইয়াছ। সম্প্রতি দেবকার্য্য উপস্থিত, দেবগণকে ঘোরশত্রু নিপাত করিতে হইবে অতএব তোমরা আমাদের সহায় হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদন কর। আর আমি তোমাদের সহিত যে সকল পরামর্শ বা মন্ত্রণা করিব কদাচ উহা প্রকাশ করিবে না। দেবতাজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যপকার আছে। হে হংসশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, অতএব তোমরা এক্ষণে বজ্রনাভ নামক দৈত্যের অন্তঃপুরদীর্ঘিকায় প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ কর। তথায় সাক্ষাৎ চন্দ্রপ্রভার ন্যায় প্রভাবতী নামে বজ্রনাভের এক দুহিতা আছে। প্রভাবতী ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নস্বরূপ। শুনিয়াছি প্রভাবতীর মাতা মহাদেবী পার্ব্বতীর বরপ্রসাদে ঐ কন্যালাভ করিয়াছে। ঐ কন্যা বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক স্বয়ম্বরার্থ আদিষ্ট হইয়াছে। এখন সে স্বেচ্ছানুসারে পতিকে বরণ করিবে। অতএব তোমরা তথায় থাকিয়া প্রভাবতীর নিকট মহাত্মা প্রদ্যুম্নের গুণ বর্ণনা কর। এরূপে ইহার রূপ, গুণ, কুল, শীল ও বয়সের প্রশংসা করিবে যে তদ্দারা যেন দৈত্যকুমারীর মন আকৃষ্ট হয়। যখন কুমারী প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবে। তখন তোমারা অতি সাবধানে এই সংবাদ প্রদ্যুম্নকেও জানাইবে। প্রদ্যুম্নের অনুরাগও আবার প্রভাবতীকে জ্ঞাত করাইবে। ফলতঃ যখন যেরূপ আবশ্যক হয় স্বীয় বুদ্ধিবলে সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া আমাদের হিতানুষ্ঠানার্থ সকল কার্য্য সমাধা করিবে। বজ্রপুরে অবস্থানকালে তোমাদের মুখমণ্ডল ও নেত্র যেন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। আর যখন যেরূপ ঘটনা হয় প্রতি দিনই তৎসমুদায় আমাকে এবং দ্বারবতী নগরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে জানাইবে। যে কাল পর্য্যন্ত অতি প্রভাবশালী মহাত্মা প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভতনয়া রূপলাবণ্যবতী প্রভাবতীকে হরণ না করেন তৎকাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্নবান্ হইয়া তোমরা তথায় অবস্থান করিবে। তত্রত্য

অসুরগণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দেবলোকের অবধ্য ও দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবপুত্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণ যুদ্ধে তাহাদিগকে সংহার করিবেন। ভদ্র নামক নটও বরপ্রসাদে সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, ব্রজনাভবিনাশন যাদবগণ তাহারই বেশ ধারণ করিয়া বজ্রপুরে প্রবেশ করিবেন। অতএব আমি যাহা যাহা বলিলাম আর তোমরা স্বয়ং যাহা ভাল বিবেচনা কর, সময় উপস্থিত হইলে আমাদিগের হিতকামনা করিয়া তৎসমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। হে হংসগণ! তোমরা জানিবে যে বজ্রনাভের ইচ্ছা ব্যতীত দেবগণও তথায় কোন রূপে প্রবেশ করিতে পারেন না।

১৫০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হংসগণ বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রপুরে প্রস্থান করিল। এই নগর তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত, মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করাও তাহাদের অভ্যাস ছিল। ঐ সমুদায় পক্ষী বজ্রপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কাঞ্চনময় অতি সুখস্পর্শ পদ্মোৎপলাকীর্ণ রমণীয় দীর্ঘিকা সকলে পতিত হইল। তাহারা পূর্ব্বেও ঐ সমুদায় দীর্ঘিকায় গমন করিত কিন্তু সম্প্রতি তাহারা তথায় গমন করিয়া মধুরসংস্কৃত বাক্যে আনন্দিত মনে পরস্পর আলাপ করিয়া সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিল। এই সকল হংসকুল একতঃ স্বর্গনিবাসী, স্বভাবতই মধুরভাষী, তাহাতে আবার সুস্পষ্ট মধুরস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিয়া অন্তঃপুর দীর্ঘিকায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের উপর বজ্রনাভের প্রীতিসঞ্চার হইল। তখন দৈত্যপতি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, হংসগণ! তোমরা মধুরভাষী; স্বর্গেই তোমরা নিয়ত বিহার করিয়া থাক তথাপি আমার গৃহে কোন উৎসব উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই তোমরা এখানে আগমন করিবে। ইহা তোমাদের গৃহ, তোমরা স্বর্গ নিবাসী হইলেও নির্ভয়ে বিশ্রব্ধ হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে। দানবপতি এই কথা বলিলে তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রজনাভের পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সকলের সহিত পরিচয় করিতে আরম্ভ করিল এবং মনুষ্যবাক্যে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ দানবকুমারীগণ তাহাদের বিবিধ সঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর একদা সুচারুহাসিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বজ্রনাভদুহিতা প্রভাবতী একাকিনী বিচরণ করিতেছে দেখিয়া হংসগণ তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত হংসগণের বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। অবশেষে শুচিমুখী নাম্নী হংসীর সহিত তাহার সখিতা জন্মিল। একদা শুচিমুখী রাজনন্দিনী প্রভাবতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া মধুরবাক্যে নানাপ্রকার উপাখ্যানের অবতারণা ও বিবিধ মনোহর গল্প করিয়া তাহার বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, সখি! প্রভাবতি! আমি তোমাকে কি রূপ কি গুণ, কি সাধুশীলতা সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ত্রৈলোক্যসুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করি, হে দেবি! সেই জন্যই অদ্য আমি তোমাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেছি। হে ভীরু! হে চারুহাসিনি। তোমার যৌবনকাল অতিক্রান্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবন একবার অতিক্রান্ত হইলে সলিলবেগের ন্যায় আর কদাচ ফিরিয়া আসিবে না। হে দেবি! হে কল্যাণি! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, স্ত্রীলোকদিগের কামোপভোগ তুল্য প্রীতিকর বিষয় আর কিছুই নাই। হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! তোমার পিতা তোমাকে স্বয়ম্বরার্থ আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি কি দেবতা, কি অসুরকুলোৎপন্ন কাহাকেই অদ্যাপি পতিত্বে বরণ করিতেছ না। হে সুশ্রোণি! তোমার কুলের উপযুক্ত কত কত রূপবান গুণবান্ শৌর্য্যশালী পাত্র আসিয়া তোমার মনোমত না হওয়াতে লজ্জিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। যাহারা আগমন করিয়াছিলেন, তুমি তাহাদের মধ্যে কাহাকেই কি কুল কি রূপে তোমার যোগ্য বর বলিয়া বিবেচনা কর নাই। রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নই বা এখানে কি জন্য আসিবেন? হে চারুসর্ব্বাঙ্গি!

এই ত্রিলোক মধ্যে যাহার রূপ কুল গুণ ও শৌর্য্য বীর্য্যের তুলনা আর নাই। সেই ধর্ম্মাত্মা প্রদ্যুম্ন দেবগণের দেবতা, দানবদিগের দানব এবং মানুষদিগের মধ্যে মহা বল মনুষ্য। দেবি! তাহাকে দর্শন করিলেই ধেনুগণের আপীনের ন্যায় ও স্রোতস্বতীর স্রোতের ন্যায় স্ত্রীলোকমাত্রেরই জঘন স্থল গলিত হইতে থাকে। আমি তাঁহার মুখের সহিত পূর্ণচন্দ্রের, নয়নের সহিত পদ্মপলাশের, গতির সহিত মৃগেন্দ্রের গতির তুলনায় সাহস করিতে পারিলাম না। সর্ব্বশক্তিমান বিষ্ণু সর্ব্বজগতের সার আকর্ষণ করিয়া অনঙ্গকে অঙ্গ প্রদানপূর্ব্বক স্বকীয় পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যিনি বাল্যকালে পাপাত্মা শম্বরাসুরকে সংহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার মায়া লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার শীলতার কিঞ্চন্মাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই। ফলতঃ যে যে গুণ তুমি মনে মনে কল্পনা করিয়া থাক, যাহা সর্ব্ব জগতের স্পৃহণীয়, এই প্রদ্যুম্নে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। ইনি কান্তিতে হুতাশনতুল্য, ক্ষমাতে পৃথিবীর সমান, তেজে সূর্য্য সদৃশ ও গাম্ভীর্য্যে হ্রদোপম।

তখন প্রভাবতী শুচিমুখীকে কহিল, সুন্দরি! আমি পিতা ও ধীমান্ নারদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, ভগবান্ বিষ্ণু মানুষলোকে অবতীর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু তিনি না কি দৈত্যদিগের পরম শত্রু, সেই জন্য তাঁহার সম্বন্ধ অবশ্য পরিত্যজ্য। তিনি প্রদীপ্ত চক্র, শার্ঙ্গধনু ও ভীষণ গদা দ্বারা দৈত্যকুল একবারে দগ্ধ করিয়া দিয়াছেন। শাখানগর অথবা দেশমধ্যে যে সকল অসুর বাস করিতেছেন, তাহাদের হিতের নিমিত্ত দানবনাথ এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন। হে শুচিস্মিতে! স্ত্রীলোক মাত্রেরই অভিলাষ এই যে, পিতৃকুল অপেক্ষা পতিকুল শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব যদি তাহার এখানে আসিবার কোন উপায় হয় তবে আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হইব এবং কুলও পবিত্র হয়। হে মধুরবাদিনি! বৃষ্ণিবংশাবতংস প্রদ্যুম্ন যাহাতে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব হইতে পারেন, তাহার উপায় কি আছে আমায় বল। ভগবান হরি যে দৈত্যকুলের অত্যন্ত বৈরী ও বিষম শঙ্কার আস্পদ; এ কথা আমি বৃদ্ধা অসুর কামিনীদিগের মুখে শুনিয়াছি। মহাত্মা পদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত এবং তিনি যে মহাবল কালান্তকোপ শম্বর দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তাহাও আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। হে সাধুশীলে! তথাপি প্রদ্যুম্ন আমার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সমাগমের কোন উপায়ই দেখিতে পাই না। সখি! আমি তোমার নিতান্ত দাসী আমি তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইতে অভিলাষ করি, তুমি বিদুষী, বল কি উপায়ে তাহার সহিত আমার মিলন হইতে পারে?

তখন শুচিমুখী সহাস্যবদনে প্রভাবতীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, হে চারুহাসিনি! আমি তোমার দূতী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, আর তোমার এই উদার ভক্তিও আমি তাহাকে জানাইব এবং যাহাতে তিনি তোমার নিকট আগমন করেন, তাহাও করিব। তুমি সাক্ষাৎ কামেরই কামিনী হইয়া সফল মনোরথ হইবে ইহা আমি সত্য করিয়া বলিলাম পরে ইহা স্মরণ করিও। হে আয়তলোচনে! সম্প্রতি তুমি তোমার পিতার নিকটে বল যে, আমি নানা প্রকার মনোহর গল্প করিতে পারি এবং নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের চরিতও অবগত আছি, তাহা হইলেই তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ মমতা প্রদর্শন করিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

হংসী কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া প্রভাবতী পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং হংসী যেরূপ আদেশ করিয়াছিল প্রভাবতী অবিকল তাহাই বলিল। অনন্তর দানবেন্দ্র হংসীকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুচিমুখি! আমি প্রভাবতীর নিকটে শুনিয়াছি তুমি না কি নানাপ্রকার গল্প করিতে পার? অয়ি অনিন্দিতে! বল দেখি এই জগতের মধ্যে তুমি কোথায় কি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছ? সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক যাহা কেহ কখন দেখিতে পায় নাই এমন কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পাইয়াছ কি ?

হে নরপতে! তখন পক্ষিণী, মহাদ্যুতি দৈত্যে কে সম্বোধন করিয়া কহিল, দানবরাজ! শ্রবণ করুন। আমি সুমেরু পার্শ্বে শাণ্ডিলী নামে এক সাধুশীলাকে সন্দর্শন করিয়াছি, তাঁহার কর্ম্ম সমুদয় অতি আশ্চর্য্য এবং মনও তাঁহার উদার। তথায় কৌশল্যা নাম্নী এক মনস্বিনী বাস করেন, ইনি শাণ্ডিলী হইতেও শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর কার্য্যেই ইনি সর্ব্বথা দীক্ষিত হইয়া রহিয়াছেন। শৈলপুত্রী পার্ব্বতী ইহার প্রিয়সখী। এতদ্ভিন্ন আর এক নটকে দেখিয়াছি, তিনি মুনিদত্ত বর প্রভাবে ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। তাহার নৃত্যাভিনয় সন্দর্শনে সন্তুষ্ট না হয় এমন লোক ত্রিজগতে নাই। তিনি কখন উত্তরকুরুপ্রদেশ কখন কালাম্রদ্বীপে, কখন ভদ্রাশ্ব, কখন কেতুমান প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্ব যে সকল বিবিধ গান ও নৃত্য করিয়া থাকেন তৎসমুদায়ই তাহার পরিজ্ঞাত আছে। তাঁহার নৃত্য সন্দর্শন করিয়া দেবগণ মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

বজ্রনাভ কহিল, হংসি! আমি অল্পদিন হইল একথা সিদ্ধচারণদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। অয়ি পক্ষিনন্দিনি! তাহাকে দেখিবার জন্য আমার বিলক্ষণ কৌতূহলও আছে কিন্তু সে লব্ধবর হইলেও নট ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং কিরূপে তাহার তোষামোদ করিব?

হংসী কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! সেই নট সপ্তদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও গুণবান্ লোকের কথা শুনিতে পাইলেই তিনি তথায় আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকেন। হে বীর! যদি আপনার গুণগ্রামের বার্ত্তা তাঁহার কোনরূপে কর্ণগোচর হয় তাহা হইলেই আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে নট আপনার পুরীতে আগমন করিয়াছেন।

ব্রজনাভ কহিল, হংসি! তবে তুমিই যাহাতে সেই নট আমার রাজ্যে আগমন করে তাহার উপায় বিধান কর। তোমার মঙ্গল হউক, এখনই তথায় গমন কর। এই কথা বলিয়া বজ্রনাভ হংসগণকে বিদায় দিলেন। হংসগণও তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা কৃষ্ণকে জানাইল। তখন ভগবান কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া প্রভাবতীর সহিত মিলন ও ব্রজানাভের বধসাধন এই উভয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর দৈবী মায়া আশ্রয় করিয়া হরি যাদবগণকে নটবেশে প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে প্রদ্যুম্ন নায়ক, শাম্ব বিদূষক, বীরগদ পারিপার্শ্বিক এবং অন্যান্য যাদবদিগকে নৃত্য ও বাদ্যকরী বারবিলাসিনী করিয়া সাজাইলেন। এইরূপে ভদ্র ও ভদ্রের সহচরবেশধারী মহারথ যাদবগণ দেবকার্য্য সাধনার্থ প্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকা হইতে যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! এই সকল যাদবদিগের মধ্যে যিনি যাহার বেশ ধারণ করিলেন তিনি তাহার সমস্ত গুণও অধিকার করিলেন। পুরুষ বেশধারী পুরুষের,

স্ত্রীবেশধারী স্ত্রীর রূপ স্বর প্রভৃতি সমস্ত লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বজ্রনগরের অনতিদূরে স্বপুর নামক দানবাকীর্ণ একটি শাখানগরে উপস্থিত হইলেন।

১৫১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! স্বপুরবাসী দৈত্যগণ পূর্ব্বেই এই নটের বিষয় অবগত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাকে পাইয়া অভিনয় দর্শন মানসে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর তাহারা নটের অভ্যর্থনার নিমিত পরমাহ্লাদ সহকারে তাহাকে ভূরি ভূরি রত্নরাশি প্রদান করিল। বরপ্রাপ্ত নটও তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ প্রথমতঃ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে উপনগরবাসী দানবদিগের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বন করিয়া নাটকাভিনয় আরম্ভ হইল। রাবণবধকামনায় অপ্রমেয় বিষ্ণুর জন্মগ্রহণ, গণিকাদিগের সাহায্যে মহারাজ দশরথ ও লোমপাদ কর্ত্তৃক মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের ও শান্তার আনয়ন সুন্দররূপে অভিনীত হইল। অভিনয় প্রদর্শনার্থ নটগণ কেহ রাম কেহ লক্ষণ কেহ ভরত কেহ শত্রুঘ্ন কেহ ঋষ্যশৃঙ্গ কেহ শান্তার রূপ ধারণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে তৎকালজীবী বৃদ্ধ দানবগণ বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিল, 'কি আশ্চর্য্য! ইহাদের রূপ প্রকৃত বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মিয়া দিতেছে। ফলতঃ নটগণের নেপথ্য-পরিপাটি, অভিনয়, প্রস্তাবনা, স্মৃতিশক্তি ও প্রবেশ দর্শন করিয়া দানবগণ একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। আনন্দভরে তন্ময়তা ও বিস্ময়বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। নাট্যবিশেষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বস্ত্র, কণ্ঠী, বলয় ও বৈদূর্য্যমণি ভূষিত মনোহর হার প্রদান করিতে লাগিল। নটগণ প্রভূত অর্থপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অসুর ও মুনিগণের নামগোত্র উল্লেখ করিয়া ছন্দোবন্ধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিল। তখন শাখানগরবাসী দৈত্যগণ এই দিব্যরূপ নটের আগমনবার্ত্তা ব্রজনাভের নিকট প্রেরণ করিল। দৈত্যপতি এই সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক কহিল নটকে বজ্রপুরে আনয়ন কর। এই কথা শ্রবণমাত্র তাহারা নটবেশধারী যাদবগণকে রমণীয় বজ্রপুরে প্রবেশ করাইল। তদনন্তর দানবপতি তাহাদিগের বাসার্দ্ধ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত এক মনোহর গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল এবং তাহাদের অভীপ্সিত ভোজ্য বস্তু শতগুণ করিয়া প্রদান করিল। অনন্তর মহাসুর বজ্রনাভ মহাকাল নামক রুদ্রদেবের উৎসব আরম্ভ করিল। সৈন্যসামন্তগণকে উৎসব দর্শনার্থ আহ্বান করিলে তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নটগণ পথশ্রান্তি দূর করিলে তাহাদিগকে নানাপ্রকার রত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক অভিনয় করিতে আদেশ করিল এবং চক্ষুর সম্মুখে যবনিকাদিদ্বারা আবৃত করিয়া তন্মধ্যে অন্তঃপুরিকাগণকে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং জ্ঞাতি বন্ধু সমভিব্যাহারে অভিনয় দর্শনার্থ উপবিষ্ট হইল। ভীষণকর্ম্মা নটবেশধারী যাদবগণও নেপথ্যবিধান সমাধা করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নাট্যের উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা স্বর সংযোগ করিয়া কাংস্য বেণু মৃদঙ্গ পটহ ও বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। তৎপরে স্ত্রীবেশধারী যাদবগণ মনের প্রীতিকর ও শ্রোত্র সুখাবহ দেবসঙ্গীত ছালিক্যগান করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিষাদাদি সপ্তস্বর সমন্বিত গঙ্গাবতরণ নামক সঙ্গীত গ্রাম ও মূর্চ্ছনাযোগে গান করিতে লাগিলেন। সেই তানলয় বিশুদ্ধ পরম সুন্দর

গঙ্গাবতরণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অসুরগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং মধ্যে মধ্যে উল্লম্ফনপূর্ব্বক স্ব স্ব আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। নটবেশধারী প্রদ্যুম্ন, গদ ও বীর্য্যশালী শাম্ব নান্দীবাদন করিতে লাগিলেন। নান্দী সমাপ্ত হইলে রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন অভিনয়ের সহিত গঙ্গাবতরণব্যঞ্জক শ্লোকাবলি সুন্দররূপে পাঠ করিলেন। তাহার পর রম্ভার অভিসারসম্বন্ধীয় নলকূবর নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। পূর রাবণরূপে এবং মনোবতী রাম্ভাবেশে প্রবেশ করিলেন। প্রদ্যুম্ন নলকূবর শাম্ব তাহার বিদূষক হইলেন। যদুনন্দনগণ মায়া আশ্রয় করিয়া কৈলাসেরও অবতারণা করিলেন। নলকূবর ক্রুদ্ধ হইয়া দুরাত্মা রাবণকে যেরূপে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন, যেরূপে রম্ভাকে সান্ত্বনা করা হইয়াছিল, তৎসমুদায় যাদবগণ সুন্দররূপে অভিনয় করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা নারদের কীর্ত্তিকলাপ অভিনীত হইল। অমিততেজা যাদবগণের এই রূপ নৃত্য গীতাভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অসুরগণ পরমানন্দ লাভ করিল। তখন তাহারা অত্যুৎকৃষ্ট ভূরিমাণ বস্ত্র, রত্ন, আভরণ, বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত ও তরলমণি খচিত হার, বিচিত্র বিমান, আকাশগামী রথ, দিব্য হস্তিসমুৎপন্ন আকাশগামী হস্তী সুখস্পর্শ দিব্য সরসচন্দন, গন্ধ প্রধান গুরু অগুরু, চিন্তামাত্র সর্ব্বকামফলপ্রদ। চিন্তামণি প্রভৃতি নানাপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় পুরস্কার দান করিল। অধিক কি এইরূপ পুরস্কার দানেই তাহাদিগকে নির্দ্ধন করিয়া ফেলিল। দানবপত্নীগণও যাহার যা কিছু ধনরত্ব ছিল তৎসমুদায়ই প্রদান করিল।

এদিকে প্রভাবতীর সখী হংসী প্রভাবতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, সখি! আমি যাদবপালিত রমণীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া ছিলাম। তথায় নির্জ্জনে চারুলোচন প্রদ্যুম্নের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অয়ি শুচিস্মিতে! আমি তোমার অনুরাগের কথাও তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছি। অয়ি কমললোচনে! তিনিও হৃষ্টান্তঃকরণে অনুরাগবশতঃ সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন; অদ্য প্রদোষকালে তোমার নিকট আগমন করিবেন। অতএব অদ্য তোমার প্রিয়সমাগম হইতেছে। হে মানিনি! যদুকুল নন্দনেরা কখন মিথ্যা কহেন না। এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভাবতী আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল এবং হংসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখি! তুমি ত' এই স্থানেই বাস করিয়া থাক, অদ্য তোমাকেও আমার আলয়ে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে।

আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া কেশবনন্দনকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আর তুমি এখানে শয়ন করিলে আমি নির্ভয়েও থাকিতে পারিব। হংসী তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল।

অনন্তর প্রভাবতী হংসীকে সহচরী করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। বিশ্বকর্ম্মা রচিত এই প্রাসাদোপরি প্রিয়সমাগম বাসনা করিয়া তথায় সমাগমোচিত সমস্ত আয়োজন করিল। সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, হংসী প্রভাবতীর নিকট অনুজ্ঞালাভ করিয়া প্রদ্যুম্নকে আনিবার নিমিত্ত গমন করিল। সে বায়ুসম গতিতে প্রদ্যুম্ন সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রভাবতীকে কহিল, হে আয়তলোচনে! রুক্মিণীতনয় কামদেব আগমন করিতেছেন, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

এদিকে জিতাত্মা ধীমান প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর নিমিত্ত ভ্রমরকুলসমাকুল অতি সুগন্ধ মালা নীত হইতেছে দেখিয়া মধুকররূপে সেই মালামধ্যে বিলীন হইয়া রহিলেন। অনন্তর

মাল্যহারিণীগণ সেই ষটপদাবৃত মাল্য লইয়া প্রভাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগম হওয়াতে ভ্রমরগণ প্রস্থান করিল। অতঃপর ষট্পদরূপী যদুবীর ভ্রমর সহায় বিহীন হইয়া মন্দ মন্দ গমন করিয়া প্রভাবতীর কর্ণোৎপলে বিলীন হইলেন। এই সময়ে প্রভাবতী হংসীকে কহিল, সখি! অদ্য মনোহর পূর্ণচন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া আমার অঙ্গ সমুদায় দগ্ধ হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। হৃদয়ের উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হইতেছে কেন? এ আবার কি ব্যাধি উপস্থিত হইল? বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে। এই শীতরশ্মি নবোদিত পূর্ণনিশাকর উদিত হইলে শুনিতে পাই, এমন কি আমিও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিহারই অতিশয় প্রীতিকর হইয়া উঠে, অনুরাগও দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয়। আমার ভাগ্যে এ কি হইল! সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হায়! এরূপ চপল স্ত্রী-স্বভাবকে ধিক্। আমি মনে যেরূপ কল্পনা করিয়াছি, যদি আজ আমার ভাগ্যে সে প্রিয়সমাগম না ঘটে, তবে নিঃসন্দেহ ঐ শোচনীয় কুমুদিনীর ন্যায় আমাকেও দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। হায়! আমি মনস্বিনী হইলেও মদন-সর্পে দষ্ট হইলাম। চন্দ্ররশ্মি স্বভাবতই শীতল জগতের আনন্দকর এবং সুখাবহ, তবে কি জন্য আমার অঙ্গ সমুদায় দগ্ধ করিতেছে। পুষ্পপরাগবাহী বায়ুও স্বভাবতঃ শীতল, কিন্তু আমার ভাগ্যে দাবাগ্নি সদৃশ হইয়া কি জন্য আমার এই সুকোমল অঙ্গ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে? আমার মনে হইতেছে ধৈর্য্যাবলম্বন করি, কিন্তু কিছুতেই দগ্ধ হৃদয় ধৈর্য্য মানিতেছে আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল, মধ্যে মধ্যে মোহ ও হৃদকম্প উপস্থিত হইতেছে, আমার দৃষ্টি ঘূর্ণিত হইতেছে, হায়! আমার কি হইল? আমার বোধ হইতেছে আমি এ যাত্রায় কিছুতেই নিস্তার পাইব না।

১৫২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! তৎকালে প্রদ্যুম্ন দানবন্দিনীকে সর্ব্বথা অনুরাগতী দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হংসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হংসি! তুমি দৈত্যকুমারীকে বল আমি স্বপদগণের সহিত ষট্পদস্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মাল্য পুষ্পে বিলীন হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি প্রভাবতীরই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস; যাহা ইচ্ছা করুন। এই কথা বলিয়া স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাহার সমুজ্জ্বল-শরীর-প্রভায় সমস্ত হর্ম্মতল আলোকময় হইয়া উঠিল, চন্দ্রপ্রভা মলিন হইয়া গেল। পর্ব্বদিবসে চন্দ্রোদয় হইলে যেমন সরিৎপতি উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কর্ন্দর্পকে দেখিয়া প্রভাবতীর অনুরাগ-পয়োধি একবারে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। তখন কুমারী লজ্জাবনতমস্তকে অথচ কিঞ্চিৎ বক্রভাবে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন প্রদ্যুম্ন স্বীয় করপল্লব দ্বারা সুন্দরীর চারুভূষণালঙ্কৃত করতল ধারণপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে কহিতে লাগিলেন, অয়ি বরারোহে! বহু আয়াস দ্বারা অদ্য তোমায় এই চন্দ্রানন সন্দর্শন করিলাম; কিন্তু কি জন্য তুমি অধোবদনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে? আমাকে সম্ভাষণই বা করিতেছ না কেন? হে বরাননে! বদনপ্রভা মলিন করিও না। তোমার শঙ্কার বিষয় কি? আমি তোমার দাস, বরং এক্ষণে দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে ভীরু! তোমার এরূপ সশঙ্ক অবস্থা আর

আমি দেখিতে পারিতেছি না, শঙ্কা পরিহার কর। আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এবং সময়োচিত গন্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা আমায় কৃতার্থ কর।

অনন্তর যদুনন্দন আচমনপূর্ব্বক মণিস্থিত অনল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে সময়োচিত পুষ্পাদি দ্বারা আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তাহার অত্যুৎকৃষ্ট আভরণালঙ্কৃত কর গ্রহণ করিয়া পাণিগ্রহণকার্য্য সমাধা করিলেন এবং সর্ব্বজগতের শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষী সেই হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। হুতাশনও কৃষ্ণতনয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দক্ষিণা প্রদত্ত হইল। অনন্তর যদুনন্দন পক্ষিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি দ্বারদেশে গমন করিয়া আমাদের দ্বারপালিকা হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হংসী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক গমন করিলে প্রদ্যুম্ন সেই চারুলোচনা প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক শয়নস্থানে লইয়া গেলেন। এবং তথায় প্রভাবতীকে উরুদেশে উপবেশন করাইয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া অবশেষে বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। অনন্তর মধুকর যেমন পদ্ম মধুপান করে, সেইরূপ তাহার অধরসুধা পান করিলেন। তথায় সম্ভোপেগাপযোগী সমুদায় সামগ্রীরই সদ্ভাব ছিল, রতিপণ্ডিত কামদেব তাহাকে উদ্বেজিত না করিয়া সে রাত্রি সুখসম্ভোগে অতি বাহিত করিলেন।

এইরূপে প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর সহিত যামিনী যাপন করিয়া অরুণোদয়কালে, প্রভাবতীর ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নটালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু মন তাঁহার দানবকুমারীর নিকটেই রহিল। ছদ্মবেশধারী মহাত্মা যাদবগণ দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের আদেশ এবং দৈত্যপতি বজ্রনাভের বিজয়োদ্‌যোগ প্রতীক্ষায় নটবেশেই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত মহামুনি কশ্যপের যজ্ঞ শেষ না হইল, তত দিন দেবতা কি অসুরদিগের মধ্যে কোন উপদ্রবই উপস্থিত হইল না। ধর্ম্মাত্মা ধীমান্ যাদবগণ তথায় থাকিয়া বজ্রনাভের ত্রৈলোক্য বিজয়োদ্‌যোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন, এই সময়ে রমণীয় বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইল। মনোবেগগামী হংসগণ দিবারাত্রি কুমারগণের সংবাদ লইয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সন্নিধানে যাতায়াত করিতে লাগিল। এদিকে প্রদ্যুম্ন হংসগণে অভিরক্ষিত হইয়া প্রতি রাত্রিতেই প্রভাবতী আলয়ে উপস্থিত হইয়া সম্ভোগসুখে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের আজ্ঞায় হংসগণ বজ্রপুরে বাস করিয়া প্রচ্ছন্নবেশধারী যাদবগণকে রক্ষা করিতেছে, কালবশে মোহিত হইয়া হতবুদ্ধি দানবগণ ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিল না। তখন রুক্মিণীতনয় মায়াবলে নটালয়ে আত্মপ্রতিকৃতি রাখিয়া দিবাভাগেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবতীর আলয়ে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। হংসগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। দানবগণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। বরং তাহারা যাদবগণের নম্রতা, বিনয়, সাধু লতা, কার্য্যদক্ষতা, বিলাসিতা ও পাণ্ডিত্যাদি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া উঠিল। এদিকে যাদব নারীদিগেরও রূপলাবণ্য, গন্ধমাল্য, কথাবার্ত্তা ও সরলতাদি দ্বারা অসুরকামিনীগণও মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

হে মহারাজ! বজ্রনাভের সুনাভ নামে এক ভ্রাতা ছিল। তাহার দুই কন্যা। ইহারা উভয়েই অসামান্য রূপবতী ও গুণশালিনী। একের নাম চন্দ্রবতী ও অপরের নাম গুণবতী। তাহারা প্রতি দিনই প্রভাবতীর আলয়ে গমনাগমন করিত। ক্রমে তাহারা প্রভাবতীকে

সম্ভোগাসক্ত দেখিয়া বিশ্বস্তহৃদয়ে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রভাবতী কহিল, আমি এক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি, উহা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত পতি লাভ করিতে পারা যায় । উহার এমন আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, তদ্বারা কি দেব কি দানব যাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ হইবে, তাহাকেই আমার নিকট আসিতে হইবে। ঐ দেখ আমি সেই মন্ত্রবলে বরণীয় মনোহর কান্তি দেবপুত্র প্রদ্যুম্নকে আনয়নপূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করিয়া সম্ভোগ সুখে কালাতিপাত করিতেছি। তখন ভগিনীদ্বয় রূপযৌবনসম্পন্ন তাঁহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারুহাসিনী প্রভাবতী পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ নিয়ত ধর্ম্মানুরক্ত, দানবগণ কেবল দাম্ভিক। দেবগণ তপস্যারত, ইহারা বিলাসী, দেবগণ সত্যানুরাগী ইহারা মিথ্যাপ্রিয়। যেখানে ধর্ম্ম, তপস্যা ও সত্য বিদ্যমান আছে, সেই স্থানেই জয়। অতএব আমার ইচ্ছা যে তোমরাও আমার মত দুইটা দেবপুত্রকে পতিত্বে বরণ কর। আমি তোমাদিগকে সেই পতিদেবত মন্ত্রপ্রদান করিতেছি। এই আমার মন্ত্রপ্রভাবে এখনই তোমরা অভীষ্ট পতি লাভ করিতে পারিবে।

এই কথা শুনিবামাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে ভগিনীদ্বয় চারুলোচনা প্রভাবতীর নিকট তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল। তখন প্রভাবতী এই বিষয় যদুনন্দন প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পিতৃব্য গদ ও বীর শাম্বের নাম উল্লেখ করিয়া কহিলেন, ইহারা উভয়েই রূপবান সুশীল ও রণকার্য্যেও বিলক্ষণ দক্ষ।

তখন প্রভাবতী ভগিনীদ্বয়কে কহিল, দেখ পূর্ব্বে ভগবান্ দুর্ব্বাসা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়াছিলেন যে তোমার সুখ সৌভাগ্য নিয়ত অব্যাহত থাকিবে এবং চিরকৌমারও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। আর ইহার প্রভাবে কি দেব কি দানব কি যক্ষ যাহাকেই অভিলাষ করিবে, তিনিই তোমার পতিরূপে উপস্থিত হইবেন। অতএব তোমরাও এই বিদ্যা গ্রহণ কর। অদ্যই তোমাদের প্রিয়সমাগম হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবতী ও গুণবতী উভয়েই ভগিনী প্রভাবতীর নিকট হইতে হৃষ্টচিত্তে মন্ত্র গ্রহণ করিল। অনন্তর ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তাহারা গদ ও শাম্বকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এদিকে গদ ও শাম্বও প্রদ্যুম্নের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়াচতুর কৃষ্ণতনয় মায়া বলে তাহাদিগকে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করা ইলেন যে এ ঘটনা আর কেহই জানিতে পারিল না। তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গান্ধর্ব্ববিবাহে উভয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। গদ চন্দ্রবতীর, কেশবতনয় শাম্ব গুণবতীর পতি হইলেন। তখন যদুপুঙ্গবগণ ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া অসুর কুমারীদিগের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

১৫৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ক্রমশঃ ভাদ্র মাস উপস্থিত হইল। এই সময়ে নভোমণ্ডল নিবিড় জলধর পটলে সমাচ্ছন্ন। তদ্দর্শনে পূর্ণচন্দ্র নিভানন কামদেব চারু বিলাসনয়না প্রভাবতীকে কহিলেন, অয়ি সুগাত্রি! তোমার মুখ মণ্ডল সদৃশ সুচারু কান্তি চন্দ্রমণ্ডল আর লক্ষিত হইতেছে না। তোমার কেশ কলাপ তুল্য জলদাবলী তাহাকে

একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল তোমার স্বর্ণাভরণ ভূষিত অঙ্গ যষ্টির ন্যায় ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে প্রভা বিস্তার করিয়া যেন হাসিয়া উঠিতেছে। ধরাধর নিকর ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া তোমার হার যষ্ঠির ন্যায় ধারাবর্ষণ করিতেছে। বলাকা শ্রেণী তাহার পার্শ্বে থাকিয়া তোমার দন্তপংক্তির ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। পদ্ম সমুদায় নিমগ্ন, জলবেগ বর্দ্ধিত হওয়াতে সরোবরের আর সে শোভা নাই। নিবিড় অরণ্য মধ্যে শুভ্রদন্ত মত্ত মাতঙ্গগণ যেমন পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মরাল মালা সুশোভিত এই জলদাবলীও বায়ুবেগে চালিত হইয়া যেন সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অয়ি বরাননে! ঐ দেখ, তোমার অপাঙ্গ সদৃশ বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু সমুদিত হইয়া গগনতল সুশোভিত ও মেঘমণ্ডলকে বিভূষিত করিয়া কামি জনের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ শিখিকুল মেঘধ্বনি শ্রবণে কেমন আহ্লাদিত হইয়া মনোহর পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। উহা দেখিলে কার না আনন্দ জন্মে। আর কতক গুলি চন্দ্রবিম্ববৎ সুভ্র সৌধাবলীতে আরোহণ করিয়া ক্ষণকাল উহার শোভা বিস্তারপূর্ব্বক আবার কেমন বড়ভির উপর নিপতিত হইতেছে। আর কোন কোন ময়ুর আর্দ্রপক্ষে বৃক্ষ শীর্ষে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল তাহার উজ্জ্বল মুকুট শোভা বিস্তার করিয়া আবার নব শাদ্বল শোভিত ভূমিতলে পতিত হইতেছে। চন্দনপঙ্কের ন্যায় সুশীতল সমীরণ ধারাপাত ভেদ করিয়া অনঙ্গবন্ধু কদম্ব, শাল ও অর্জ্জুন পুষ্পের সৌরভাপহরণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। এই সমীরণ রতিশ্রান্তিজনিত উদ্ভূত ঘর্ম্মবিন্দু বিনাশ করিতে সমর্থ, এবং নব মেঘোদয়েরও হেতু। হে চারু গাত্রি! যদি এই সমীরণ প্রবাহিত না হইত তবে কখন এই মেঘকালও আমার প্রিয় হইতে পারিত না। সম্ভোগ সুখাবসানে এরূপ শ্রান্তির সুগন্ধ মৃদু মন্দ বায়ুসঞ্চার অপেক্ষা জগতে সুখকর বস্তু আর কি আছে? অয়ি সুগাত্রি এই সময়ে মহানদীর পুলিনদেশ পর্য্যন্ত জলপূর্ণ হওয়াতে হংসগণ মহাহৃষ্ট হইয়া বক ও সারসগণের সহিত মানস সরোবরে গমন করিয়াছে। হে আয়ত চারুনেত্রে! সুতরাং হংসাদি জলচর পক্ষিগণ নদী ও সরোবর পরিত্যাগ করাতে ইহাদের আর সে শোভা নাই। এই সময়ে জগৎপ্রভু কৃষ্ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নিদ্রাদেবী অবসর জানিয়া লক্ষ্মীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এখন তাহাকেই ভজনা করিতেছেন। এই ভগবান্ নারায়ণের নিদ্রাসময়ে পদ্ম তুল্য নির্ম্মল কান্তি শশধর মেঘজালে পরিবৃত হইয়া তাহারই মুখমণ্ডলের অনুকরণ করিতেছেন। ঋতুগণ কৃষ্ণের প্রসাদন প্রাপ্তির আশায় কদম্ব, নীপ, অর্জ্জুন ও কেতকী প্রভৃতি পুষ্পমালা প্রদান করিতেছে। বিষদিগ্ধবক্ত্র সর্পকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া যে সমুদায় মহীরুহ ও পুষ্পকে স্পর্শ করিতেছে কি আশ্চর্য্য! ভ্রমরগণ আবার সেই সমুদায় কুসুমরাজি ও পাদপশ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া মধুপান করত লোকের কৌতূহল বর্দ্ধন করিতেছে। অয়ি চারুলোচনে! তোয়ভারাতিশয়াক্রান্ত জলধরভারাবনত নভোমণ্ডল এখনই পতিত হইবে এই শঙ্কাতেই যেন তোমার চারুবদন, স্তন ও ঊরু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। সুন্দরি! ঐ দেখ, মেঘ সমুদায় বলাকাবলীতে পরিবৃত হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত কেমন শস্যোৎপাদক বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। যেমন নৃপতিগণ স্ব স্ব বীর্য্যবান মাতঙ্গগণকে বনহস্তীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রয়োগ করেন, সেইরূপ পবনদেবও জল ভারাবনত মেঘবৃন্দকে আকর্ষণ করিয়া পরস্পর যেন যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। জলধরগণ নভোমণ্ডলে থাকিয়া বায়ু সহকারে পবিত্র ও সুগন্ধি

জলবর্ষণপূর্ব্বক জলদপ্রিয় চাতক ও ময়ূরকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ভেকগণ এত দিন নিদ্রিত ছিল এক্ষণে তাহারা বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া দলবদ্ধ হইয়া স্ত্রীদিগের সহিত রব করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, দ্বিজাতিগণ সত্যধর্ম্মপ্রিয় স্বকীয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেছেন।

প্রিয়ে! জলদকালের আর এক প্রধান গুণ এই যে, এই কালে শয়ন সময় উপস্থিত না হইলেও গভীর মেঘনিস্বনে ভীত হইয়া কামিনীগণ সহসা স্ব স্ব প্রিয়জন আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের অপার আনন্দ বর্জ্জন করে। কিন্তু আমার মতে ইহার দোষ এই যে, তোমার আননতুল্য পূর্ণ নিশাকর মেঘরূপ রাহুগ্রস্ত হইয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়া যান। হে ভীরু! যখন আবার এই জগৎপ্রদীপ চন্দ্রমা মেঘাবরণ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তখন সকলে ইহাকে প্রবাস প্রতিনিবৃত্ত বন্ধুজনের ন্যায় হৃষ্টচিতে সোৎসুকনয়নে সন্দর্শন করিবে। ইনি বিরহিণীদিগের সাক্ষীস্বরূপ। যখন তাঁহারা প্রিয়সমাগম লাভ করেন, তখন ইহাঁর দর্শন অতীব প্রীতিকর ও অপার আনন্দের আস্পদ হইয়া উঠেন। ফলতঃ ইনি যুক্তাবস্থায় নেত্রের পরমাহ্লাদকর, বিযুক্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ দাবাগ্নি সদৃশ। অতএব পতিপরায়ণা কামিনীদিগের পক্ষে এই এক শশাঙ্কই কখন প্রিয় কখন অপ্রিয় উভয়ই হইতেছেন। অয়ি প্রভাবশালিনি! তোমার পিতৃভবনে চন্দ্রমার উদয় না হইলেও সতত চন্দ্রপ্রভা বিরাজমান রহিয়াছে। সুতরাং তুমি ইহার গুণাগুণ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব আমি উহার সমস্ত গুণাগুণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

জগৎপূজ্য ভগবান চন্দ্রমা স্বীয় সুকৃতি ও তপোবলে যে ব্রাহ্মণ রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, উহা অন্যের পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ। সামবেদাধ্যায়ী বিপ্রবর্গ যজ্ঞস্থলে ইহাঁরই পবিত্র ও উদার গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহাবীর্য্য প্রথিতকীর্ত্তি মহারাজ পুরুরবা যাঁহার পুত্র, ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহার পিতা। এই জগৎপূজ্য সুধাকর সকলের অন্নোৎপাদক অগ্নিস্বরূপ। যৎকালে পুরূরবা গন্ধর্ব্বলোক হইতে অগ্নি আনয়ন করেন, পথিমধ্যে ঐ অগ্নি অন্তর্হিত হইয়া যান। তখন মহাত্মা চন্দ্র শমীবৃক্ষ হইতে উহার পুনরায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে অপ্সরা প্রধান উর্ব্বশীকে কামনা করিয়াছিলেন। হে সুগাত্রি! পূর্ব্বে মুনিগণ ইহাঁর অমৃতময় সর্ব্বশরীর পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাঁরই বংশে ধীমান রাজচক্রবর্ত্তী আয়ু জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সাযুজ্য লাভ করত স্বর্গে পূজ্য হইয়াছিলেন। মহারাজ নহুষও এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছেন। জগৎপ্রণেতা দেবাতিদেব ভগবান হরি জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহার বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দক্ষসুতাগণ যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার বংশে যদুবংশাবতংস ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাত্মা নৃপতি বসু জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মবলে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার বংশে মহীপতি যদু জন্মগ্রহণ করিয়া অতি বিস্তীর্ণ ভোজ বংশের অবতারণা করিয়াছেন। যাঁহার বংশে শঠ, নাস্তিক, প্রতারক, অধার্ম্মিক, হীনবীর্য্য ও অসুন্দর নৃপতি কেহই নাই। অয়ি কমলায়তাক্ষি! তুমি সেই বংশের বধূ হইয়াছ। তুমিও যেরূপ গুণসমুদায়ের অসামান্য আস্পদ তাহাতে বংশের অনুরূপ শ্লাঘাই রক্ষা হইয়াছে। যিনি নারায়ণ, যিনি স্বয়ম্ভ, যিনি লোকনাথ, যিনি দেবগণের আশ্রয়, যিনি পুরুষোত্তম তিনিই তোমার শ্বশুর। অতএব সেই সাধুপিয় ভগবান্ দেবদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর।

১৫৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজা মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমাগত অমিত বিক্রম দেব ও অসুরগণ যেমন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, অমনি দানবপতি বজ্রনাভও মহামুনি কশ্যপের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া আপনার ত্রিলোকবিজয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল। তখন কশ্যপ কহিলেন, ব্রজনাভ! যদি তুমি আমার বাক্য শ্রোতব্য বলিয়া বিবেচনা কর, তবে আমি বলিতেছি, বৎস! তুমি পুত্র স্বজন সমাবৃত হইয়া বজ্রপুরে সুখে বাস কর। ইন্দ্র স্বভাবতঃ তোমা অপেক্ষা অধিক তপোবলসম্পন্ন, তোমা অপেক্ষা ক্ষমতাও তাহার অধিক; বিশেষতঃ সে ইন্দ্র বেদতত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণান্বিত। অতএব সেই ইন্দ্রই সর্ব্বজগতের রাজা। আর যখন তিনি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকরকার্য্যে অবহিত থাকিয়া সমভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন তিনি সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্রও বটেন। তিনিই সাধুদিগের একমাত্র গতি। অতএব তুমি তাহাকে কখনই জয় করিতে পারিবে না। প্রত্যুত পাদবিঘাট্টিত সর্পের ন্যায় তাহাকে রোষিত করিলে তোমাকেই বিনষ্ট হইতে হইবে।

হে ভরতকুলনন্দন! কালপাশপরিবৃত মুমূর্ষুর ঔষধের ন্যায় কশ্যপবাক্য বজ্রনাভের প্রীতিকর হইল না। তখন দুর্ব্বুদ্ধি বজ্রনাভ মনে মনে ত্রিলোকবিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া লোকভাবন কশ্যপকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় হইল। গৃহে আসিয়া জ্ঞাতি বন্ধু ও অন্যান্য অসংখ্য যোদ্ধৃবর্গকে আনয়নপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য জয় করিবার বাসনায় যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। এই সময়ে মহাবল দেব কৃষ্ণ ও ইন্দ্র বজ্রনাভের বধোদ্দেশে হংসগণকে প্রেরণ করিলেন। হংসগণ বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে যাদবগণ তাহাদের মুখে কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিষম চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বজ্রনাভ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পতিপরায়ণা দানবকুমারীগণ গর্ভভারে আক্রান্ত, বিশেষতঃ তাহাদের প্রসবের কালও উপস্থিত। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? এইরূপ আলোচনা করিয়া হংসগণকে কহিলেন, তোমরা এই সংবাদ অগ্রে মহাত্মা কৃষ্ণ ও দেবরাজকে প্রদান কর। পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করা যাইবে। হংসগণ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও ইন্দ্র সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে নিবেদন করিল। উঁহারা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হংসগণ! তোমরা প্রশ্ন প্রভৃতি যাদবগণের নিকট গমন করিয়া বল তাহাদের ভয় নাই, আমরা বলিতেছি, তাহাদের অত্যুৎকৃষ্ট গুণশালী, কামরূপী পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহারা গর্ভে থাকিয়াই সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ অবগত হইতে পারিবে। ভবিষ্যদ্বিষয় ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রণা কিছুই তাহাদের অবিদিত থাকিবে না। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যুব ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত হইয়া পড়িবে।

মহারাজ! হংসগণ এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় বজ্রপুরে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া কেশব ও ইন্দ্র যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তৎসমুদায় যাদবগণকে যথাযথ নিবেদন করিল। এই সময়ে প্রভাবতী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দের আদেশানুসারে প্রভাবতীর পুত্র একেবারে যুবা, সর্ব্বজ্ঞ এবং পিতার অনুরূপ

গুণশালী হইয়া উঠিল। ইহার একমাস পরেই দেবী চন্দ্রবতীও এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রও সদ্য যৌবন লাভ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পিতার অনুরূপ গুণ সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন। তাহার নাম চন্দ্রপ্রভ হইল। এই সময়ে গুণবতীরও এক পুত্র হইল। তাহার নাম গুণবান হইল। গুণবান্ কেশব ও ইন্দ্রের কৃপাবলে সদ্য যৌবন লাভ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় সমস্ত গুণ অধিকার করিলেন। অতঃপর একদা অচিরপ্রসূত বর্দ্ধমান ভ্রাতৃত্রয় হর্ম্মপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া আকাশ রক্ষক দানবগণ বিস্মিত হইয়া দানবপতি বজ্রনাভের নিকট গমনপূর্ব্বক এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় নিবেদন করিল এবং কহিল, রাজন্! আমাদের বোধ হয় এই ঘটনা কেবল ইন্দ্র ও কেশবের কৌশলেই সংঘটিত হইয়াছে। স্বর্গজয়াকাঙ্ক্ষী দুর্দ্ধর্ষ দানবপতি উহা শ্রবণমাত্র তাহাদিগকে আদেশ করিল, তোমরা এখনই তথায় গমন করিয়া সেই গৃহধর্ষীদিগকে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে। অসুর আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই চতুর্দ্দিক হইতে ধর মার্ শব্দ করিতে করিতে কন্যাভবন পরিবেষ্টন করিল। ঐরূপ কোলাহল শ্রবণ করিয়া পুত্র বৎসলা জননীগণ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মহাবীর প্রদ্যুম্ন সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই আমরা জীবিত থাকিতে তোমাদিগের শঙ্কার বিষয় কি? দৈত্যগণই বা তোমাদের কি করিতে পারে? তোমরা ক্ষান্ত হও এখনই নিরাপদ হইতে পারিবে। অনন্তর বিমনায়মানা প্রভাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ গদাহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহারা সকলেই তোমার সম্বন্ধে আমার সর্ব্বথা পূজ্য ও মাননীয়। কিন্তু ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তোমার ভগিনীদ্বয়কেও জিজ্ঞাসা কর, এক্ষণে যদি আমরা কিছু না বলি, ক্রমাগতই সহ্য করিতে থাকি তবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আর যুদ্ধ করিলে নিশ্চয়ই বিজয়। দানবগণ আমাদিগকে বধ করিবার মানসেই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা ঘোর অরিচক্রান্ত মধ্যে পতিত হইয়াছি।

প্রভাবতী এই কথা শুনিয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতে জানু পাতিয়া প্রদ্যুম্নের চরণে নিপতিত হইলেন এবং শিরে বদ্ধাঞ্জলি সংযোগপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যপুত্র! শত্রুনিসূদন! শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আপনি জীবিত থাকিলেই পুনরায় পুত্র কলত্রকে দেখিতে পাইবেন। অতএব আপনি আর্য্যা বৈদর্ভী ও অনিরুদ্ধকে স্মরণ করিয়া এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করুন। ধীমান্ মহামুনি দুর্ব্বাসা আমায় বর দিয়াছিলেন যে, তুমি বৈধব্য-বর্জ্জিত, পতিপ্রিয় ও জীবপুত্রা হইবে। সেই জন্যই আমার হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ মহাতেজস্বী মহর্ষির বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এই বলিয়া মনস্বিনী প্রভাবতী পবিত্র জলে আচমন করত তীক্ষ্ণধার অসি আনয়নপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নহস্তে প্রদান করিলেন। প্রদ্যুম্নও হৃষ্টান্তঃকরণে সেই প্রিয়দত্ত অসি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রভাবতীর ন্যায় চন্দ্রবতীও গদকে এবং গুণবতীও শাম্বকে অসি প্রদান করিলেন।

এই সময়ে মহামতি প্রদ্যুম্ন হংসকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি এই শাম্বকে সহায় করিয়া এই স্থানে দানবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি আকাশে ও দিক্সমুদায়ে যুদ্ধ করিতেছি। এই কথা বলিয়া মায়াবলে এক রথের সৃষ্টি করিলেন। নাগশ্রেষ্ঠ সহস্রশীর্ষ অনন্তদেবকে ঐ রথের সারথি করিলেন। ঐ মায়াকল্পিত রথ সন্দর্শন

করিয়া প্রভাবতী যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রদ্যুম্নও অতঃপর তৃণরাশির মধ্যে হুতাশনের ন্যায় সেই শত্রুসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আশীবিষতুল্য অসংখ্য শর এবং ভেদন ও গোধন প্রভৃতি অস্ত্রনিপাতে দানবগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। অসুরগণও রণে মত্ত হইয়া প্রাণপণে কমললোচন কৃষ্ণতনয়ের উপর অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্নও সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাহার কেয়ুর ও বলয়শোভিত বাহু, কাহারও কুলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। সমর ভূমি ক্ষুরাস্ত্রছিন্ন মস্তক ও খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গদ্বারা একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ দেবগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে আহ্লাদিতহৃদয়ে দানব ও যাদবের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। যে সকল দানব শাম্ব ও গদকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বেগে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল, তাহারা মহোদধি প্রবিষ্ট জলজন্তুর ন্যায় আর প্রত্যাগমন করিতে পারিল না, বীরদ্বয়ের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া রহিল। তৎকালে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে দেখিয়া দেব পতি ইন্দ্র স্বীয় রথ গদের নিকট প্রেরণ করিলেন। উহার সারথ্যকার্য্যে মাতলিপুত্র সুবর্চ্চাকে নিযুক্ত করিলেন। শাম্বের নিমিত্ত হস্তিরাজ ঐরাবতকে প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যুম্নের সহায়তা করিবার জন্য জয়ন্তকে প্রেরণ করিলেন। এবং প্রবরকে ঐরাবতে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। এই রূপে সর্ব্বকর্ম্মব্যবস্থাভিজ্ঞ দেবরাজ লোকভাবন সুরেশ্বর ব্রহ্মার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অপ্রমেয় পরাক্রম জয়ন্ত, বিপ্রবর প্রবর, মাতলিপুত্র ও ঐরাবতকে যাদবগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলে, চতুর্দ্দিক হইতে সকলে বলিতে লাগিল এইবারে দুর্ম্মতি বজ্রনাভের তপস্যা ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, যাদবগণের হস্ত হইতে এবার আর কিছুতেই নিস্তার পাইবে না।

অনন্তর প্রদ্যুম্ন ও জয়ন্ত ঘোরতর শরজাল বর্ষণ করিয়া অসুরগণকে আক্রমণ করত তাহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রাসাদতলে উপস্থিত হই লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রণদুর্জ্জয় কামদেব গদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতৃব্য! ভগবান্ দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই অশ্বযুক্ত রথ এবং শাম্বের নিমিত্ত ঐরাবত প্রেরণ করিয়াছেন। মহাবল মাতলিপুত্র রথের সারথি, আর মহামতি প্রবর ঐরাবতের যন্তা। অদ্য দ্বারকায় রুদ্রদেবের অর্চ্চনা হইতেছে, অর্চ্চনা শেষ হইলে কল্য দ্বারকা পতি স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তিনি আগমন করিলেই তাহার অনুমতি অনুসারে সবান্ধবে বজ্রনাভকে সংহার করিব। দুরাত্মা দানব স্বর্গজয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্যত হইয়াছে, অতএব আমাদিগকে উহার সংহারের উপায় করিতে হইতেছে। তিনি স্বয়ং ইহাকে সপুত্রে সংহার করিবেন না। এই কালের মধ্যে বিশেষ অবহিত হইয়া শত্রুজয় করুন ইহাই আমার অভিলাষ। বিশেষতঃ সর্ব্বথা কলত্র রক্ষা করা বিজ্ঞলোকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহলোকে কলত্র ধর্ষণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

রাজন্! মহাবল যদুনন্দন প্রদ্যুম পিতৃব্য গদ ও শাম্বকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া মায়া বলে কোটি কোটি দিব্যরূপ স্বীয় মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন। এবং অবিলম্বে দৈত্যকৃত নিবিড় অন্ধকার একবারে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শরীরস্থ জীবাত্মার ন্যায় প্রদ্যুম্ন সমুদায় শত্রুর প্রত্যেককে যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া জীবগণ চমৎকৃত হইতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ করিতে

করিতে সে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। অসুরগণের তিন ভাগ সমরাঙ্গণে নিহত হইল। প্রত্যুষ সময়ে কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতেছেন, জয়ন্ত ঐ অবসরে গঙ্গা সলিলে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিলেন, অনন্তর জয়ন্ত আসিয়া যুদ্ধভার গ্রহণ করিলে প্রদ্যুম্নও আকাশ গঙ্গার পবিত্র জলে সন্ধ্যা বন্দনা করিতে লাগিলেন।

১৫৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! অনন্তর লোকলোচন ভগবান্ সূর্য্য সমুদিত হইলে বেলা ছয় দণ্ড সময়ে ভগবান হরি উরগশত্রু গরুড়বাহনে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। খগরাজের বেগ হংস বায়ু ও মনের গতি অপেক্ষাও অধিক, সুতরাং পক্ষিরাজ নিমেষমধ্যে আকাশপথে আগমন করিয়া ইন্দ্র সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগি লেন। এইরূপে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র উভয়ে একত্র সমবেত হইলে প্রভু কৃষ্ণ অরত্রাস পাঞ্চজন্য গভীরধ্বনিতে প্রধ্মাপিত করিলেন। শত্রুসংহারকারী প্রদ্যুম্ন সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র তথায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি এই গরুড়বাহনে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন কর এবং দৈত্যপতি বজ্রনাভকে সংহার কর। বীর প্রদ্যুম্ন এইরূপে আদিষ্ট হইলে সুরপ্রধান ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে বজ্রনাভসমীপে গমন করিলেন, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ বীর প্রদ্যুম্ন সমভূমিতে উপস্থিত হইয়া বজ্রনাভের উপর বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার বক্ষঃস্থলে এক অতি ভীষণ গদা প্রহার করিবামাত্র সে মৃতবৎ অচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দৈত্যপতি সংজ্ঞালাভ করিলে রণ দুর্জ্জয় কৃষ্ণতনয় তাহাকে কহিলেন, দানবরাজ! আশ্বস্ত হও। তখন দানব কামদেবের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিল, যাদব! আমি তোমার বীর্য্যকে সাধুবাদ করি, তুমি আমায় শ্লাঘা কর, শত্রুও বটে কিন্তু স্থির হও এবারে আমার প্রহার করিবার সময়। এই কথা বলিয়া দানব শত শত মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিয়া বহু কণ্টকাকীর্ণ ঘণ্টারব নিনাদিত ঘোরতর এক গদা নিক্ষেপ করিল। এই গদা প্রহারে ললাট দেশে আহত হইয়া যদুনন্দন ভূমিপরিমাণে রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ শত্রুনাশন কৃষ্ণ পুত্রের তাদৃশী অবস্থা সন্দর্শন করিয়া তাহার পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত সমুদ্র সলিলসম্ভূত পাঞ্চজন্য বাদন করিলেন। সেই শব্দে মহাবল পদ্যুম্ন চেতনালাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর বিশেষতঃ কৃষ্ণ ও বাসবের আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্তর কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে দৈত্যকুলান্তকারী ক্ষুরাগ্রবৎ অতি তীক্ষ্ণ সহস্রধার তদীয় চক্র প্রদ্যুম্নের হস্তে উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণতনয় প্রদুম্ন পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার এবং ইন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক শত্রুবিনাশের নিমিত্ত ঐ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত চক্র অতি বেগে প্রধাবিত হইয়া সকলের সমক্ষে অসুরপতির মস্তক তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দুর্জ্জয় দানব ব্রজনাভ চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুগণের অশ্রুজলের সহিত ভূতলে পতিত হইল। এদিকে রণদর্পিত সুনাভ নামক তদীয় ভ্রাতা হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে থাকিয়া যাদবগণের

বিনাশ বাসনায় অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিল। মহামতি গদ সেই দুর্দ্দান্ত বিষম দৈত্যকে সমরক্ষেত্রে অস্ত্র প্রহারে নিহত করিলেন। মহাবীর শাম্বও অন্যান্য সমরমধ্যস্থ দুর্জ্জয় অসুরগণকে নিশিত শরনিপাতে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দানবপতি বজ্রনাত নিহত হইল দেখিয়া নিকুম্ভ নারায়ণের ভয়ে আকুল হইয়া ষট্পুরে প্রস্থান করিল। তখন ইন্দ্র ও কৃষ্ণ উভয়ে বজ্রপুরে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া তত্রত আবালবৃদ্ধ অসুরগণকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। সকলেই যুদ্ধদর্শনে মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল; কৃষ্ণ ও সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগের ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন। মহাবল ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহাঁরা উভয়ে কি ভবিষ্যৎ কি বর্ত্তমান সকল বিষয়েই মহামতি বৃহস্পতির মতানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এক্ষণেও তাঁহার পরামর্শে বজ্রনাভের রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একাংশ জয়ন্তপুত্র বিজয়কে, দ্বিতীয়াংশ প্রদ্যুম্ন পুত্রকে, তৃতীয়াংশ শাম্বপুত্রকে, চতুর্থাংশ গদপুত্র চন্দ্রপ্রভকে প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন ব্রজনাভের যে চারি কোটি গ্রাম, বজ্রপুর সদৃশ সমৃদ্ধ সহস্র শাখানগর, কম্বল, অজিন, বসন ও বিবিধ রত্ন বিদ্যমান ছিল, তাহাও চতুর্থ বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দেবপতি বাসবের আজ্ঞানুসারে দেবদুতি সমুদায় বাজিতে লাগিল। ইন্দ্রদের স্বয়ং ঋষিগণের সমক্ষে মন্দাকিনী জলে তাহাদিগের অভিষেককার্য্য সমাধা করিলেন। জয়ন্ত পুত্র বিজয়ের স্বর্গগতি নিয়তই রহিয়াছে। দানব দৌহিত্রদিগেরও স্বর্গগমন নির্দ্ধারিত হইল।

এইরূপে অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিয়া ভগবান্ ইন্দ্র জয়ন্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার বংশের একজন ও কেশবংশের তিন জন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; তুমি ইহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। অদ্য হইতে ইহারা আমার আদেশে সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য হইল। স্বর্গে গমনাগমনও ইহাদের অব্যাহত রহিল। তুমি ইহাদিগকে দিগগজ শাবক, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের তনয় ও বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত রথ প্রদান কর। তাহা হইলেই ইহারা ইচ্ছামত কি স্বর্গ কি দ্বারকা পুরী উভয়ই গমনাগমন করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন শাম্ব ও গদকে দ্বারকার আকাশপথে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত ঐরাবতপুত্র শত্রুঞ্জয় ও রিপুঞ্জয় নামক দুই হস্তিশাবক অর্পণ কর। উহা দ্বারা ইহাঁরা আকাশপথে দ্বারকায় গমন এবং এখানেও পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতে পারিবেন।

ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ আদেশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। দ্বারকাপতি কেশবও দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহাবল শাম্ব, গদ ও প্রদ্যুম্ন সেই অচিরলব্ধ রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য আরও ছয়মাস তথায় বসতি করিলেন। মহারাজ! ঐ সকল রাজ্য অদ্যাপি মেরুর উত্তর পার্শ্বে বিদ্যমান আছে। আর যাবৎ জগৎ বিদ্যমান থাকিরে তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সমুদায় রাজ্য বিলুপ্ত হইবে না। মৌষল যুদ্ধ উপলক্ষে যাদবগণ স্বর্গারোহণ করিলে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও গদ ইহা বজ্রপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করেন।

মহারাজ! আমি লোভাবন কৃষ্ণের প্রসাদে আপনার নিকট প্রদ্যুম্নের ঔৎকর্ষের বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিলাম। মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশ আছে, যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত পাঠ বা

শ্রবণ করিবেন, তিনি ধন্য হইবেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি, আয়ু, শত্রুনাশ, বংশোন্নতি, আনোগ্য, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও বিপুল যশোলাভ হইবে।

১৫৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া দূর হইতে স্বর্গতুল্য দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইলেন। উহার চতুর্দ্দিক প্রকৃতিবর্গের আনন্দকোলাহলে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উহার স্থানে স্থানে মণি পর্ব্বত, স্থানে স্থানে যন্ত্র, কোন স্থানে ক্রীড়াগৃহ, কোন স্থানে রমণীয় উদ্যান, কোন স্থানে বড়ভিনিচয়, কোন স্থানে বিচিত্র চত্বর শোভা পাইতেছে। বাসুদেব দ্বারকায় উপ হইলে দেবরাজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শিল্পিবর! যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তুমি পুনরায় দ্বারকাপুরীকে শত শত উদ্যানাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া আমার পুরীর সদৃশ কর। আর এই ত্রিলোকমধ্যে যাহা অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তৎসমুদায় আহরণ করিয়া পুরীমধ্যে যথাস্থানে বিন্যস্ত কর। কৃষ্ণ দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিয়া ঘোর সমরক্লেশ নিরন্তর সহ্য করিতেছেন। অতএব তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা আমাদের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি তথায় সত্বর গমন করিয়া আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য কর।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের আদেশমাত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় দ্বারকার সম্যক্ শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। অনন্তর বিভু নারায়ণ পুনরায় গরুড় বাহনে দূর হইতে দ্বারকাপুরী বিশ্বকর্ম্মারচিত বিচিত্র রচনায় অলঙ্কৃত হইয়াছে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া দেখিতে লাগিলেন, দ্বারকার চতুর্দ্দিকে পাদপরাজি বিরাজিত গঙ্গা ও সাগর সদৃশ পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখামধ্যে হংস সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল আনন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে, পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। নভোমণ্ডল যেমন মেঘমালায় আবৃত হইয়া শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ স্বর্ণবর্ণ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে নন্দনকাননের ন্যায় পরমশোভাকর উদ্যান বিরাজমান রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে মণিকাঞ্চনময় তোরণ এবং রমণীয় সানু ও উপত্যকা বিরাজিত রৈবতক পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে পঞ্চবর্ণ লতা বিরচিত বৃতি। পশ্চিমদিকে ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ মনোহর ক্ষুপ নামা গিরি। উত্তর দিকে মন্দর চূড়ার ন্যায় পণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ বেণু সকল দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রৈবতক পর্ব্বতের উপরিভাগে বিচিত্র পঞ্চবর্ণ বন, পঞ্চজন দৈত্যের অতি বিস্তীর্ণ উপবন এবং সর্ব্বঋতুসুলভ বিবিধ পাদপশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন লতাবেষ্টিত প্রান্ত মেরুপ্রভ বন, ভার্গববন, পুষ্কর নামক বৃহৎ বন, রুদ্রাক্ষ, বীজক, মন্দার, শতাবর্ত্ত, করবীর প্রভৃতি নানাপ্রকার বন সমুদায় তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নীলকান্ত মণিসদৃশ নীলবর্ণ পত্র পদ্মমালা সুশোভিত মন্দাকিনী এবং রমণীয় পুষ্করিণী পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বহুতর দেবতা ও গন্ধর্ব্ব কেশবের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিশ্বকর্ম্মারচিত রৈবতক গুহামধ্যে বাস করিতেছেন। পবিত্রসলিলা মহা নদী একবারে পঞ্চাশৎ মুখ হইয়া নগরমধ্যে

প্রবেশপূর্ব্বক দ্বারকার চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরীর উচ্চতা অতীব বিস্ময়কর। উহার চতুর্দ্দিকে অতি গভীর সলিলা পরিখা এবং সুধাংবলিত প্রাচীর। কোন কোন স্থানে অতি তীক্ষ্ণ যন্ত্র, শতঘ্নী ও লৌহনির্ম্মিত চক্র সমুদায় স্থাপিত রহিয়াছে। গৃহচূড়া প্রায়ই সুবর্ণজালে মণ্ডিত। দেবপুরীর ন্যায় উন্নত-পতাকা-পরিশোভিত কিঙ্কিনীযুক্ত আট সহস্র রথ স্থানে স্থানে অবস্থান করিতেছে। নগরের দৈর্ঘ্য দ্বাদশ ও প্রশস্ত্য অষ্ট যোজন। উপনগরের সহিত উহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। পুরীমধ্যে রাজপথ দৈর্ঘ্যে চারিটী ও পরিসরেও চারিটী সুতরাং উহাতে যোলটী চতুষ্পথ আছে। এই সকল পথ মহাত্মা শুক্রাচার্য্য স্বয়ং আসিয়া এক মূলপথে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। অত্রত্য মহারথ যাদবগণের কথা আর কি বলিব, এখানকার স্ত্রীজনেরাও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে। উহাতে বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে সাতটা ব্যূহপথ রচনা করিয়া দিয়াছেন।

মহামতি কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মাচিত এই সমুদায় অপূর্ব্ব উদ্যানাদি এবং কাঞ্চনমণিময় সোপানযুক্ত অত্যুচ্চ অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। প্রাসাদচত্বর অসংখ্য লোকে সতত আকীর্ণ থাকাতে মহা কোলাহলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উহার শিখরদেশ কাঞ্চনময় ও ভাস্বর তাহাতে আবার উন্নত ধ্বজপতাকা প্রদত্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গ সমুদায় শোভা পাইতেছে। কোন কোন গৃহের শিখরদেশ পুষ্পবৃষ্টি সদৃশ পঞ্চবর্ণ সুবর্ণে খচিত, উহার অভ্যন্তরভাগ মেঘধ্বনির ন্যায় গভীর শব্দে পরিপূর্ণ। উহা দেখিলে বোধ হয় যেন বিভিন্নাকৃতি পর্ব্বতসমূহ একত্র বিরাজমান রহিয়াছে। উহার দীপ্তি দাবাগ্নিসদৃশ অতিশয় উজ্জ্বল। বোধ হয় যেন উহার প্রভামণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যও হীনপ্রভ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিয়াছে। সেই উপবন সুশোভিত এবং বাসুদেব, ইন্দ্র ও গৃহরূপ মেঘে অলঙ্কৃত দ্বারকাপুরী দেখিলে বোধ হয় যেন মেঘ মণ্ডিত গগনমণ্ডল শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে বাসুদেবের গৃহ চারি যোজন আয়ত ও চারি যোজন বিস্তীর্ণ। ইহারই মধ্যে রমণীয় অট্টালিকা ও ক্রীড়াপর্ব্বত সমুদায় বিরাজিত আছে। ইহার পার্শ্বে সর্ব্বজনলোভনীয় অত্যুচ্চ মেরুশৃঙ্গবৎ উন্নত শীর্ষ কাঞ্চন নামক অট্টালিকা রুক্মিণীর নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎপার্শ্বে সুধাধলিত, মণিময় সোপানযুক্ত ভোগবান্ নামে যে প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায় উহা সত্যভামার গৃহ। উহার রচনা প্রণালী অতি পরিপাটী, তাহাতে আবার সূর্য্য কিরণের ন্যায় ভাস্বরপতাকা সকল উড্ডীন থাকাতে দ্বিগুণতর শোভা ধারণ করিতেছে। জাম্ববতীর গৃহও অতি মনোহর, উহার চতুর্দ্দিক ধ্বজাপতাকায় আকীর্ণ। উহা দেখিলে প্রতিক্ষণেই নূতন বলিয়া প্রতীত জন্মে। ঐ সমুদায় অট্টালিকার মধ্যভাগে সাগর সদৃশ অতি অপূর্ব্ব সুমেরু নামক এক গৃহ আছে। যেমন দিবাকর কিরণে অন্যান্য প্রভা মাত্রেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে তদ্রূপ সেই সুমেরু গৃহের প্রভায় অন্যান্য গৃহাবলী একবারে যেন মলিন হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা এই গৃহ কৈলাস শিখরের অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার আভা উদয়োন্মুখ ভাস্করের ন্যায়, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় এবং প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। উহাতে গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী বাস করিতেন। অনতিদুরে পদ্মকূট নামে অন্য এক অট্টালিকা আছে, উহার আভা উজ্জ্বল পদ্মের ন্যায়, শোভাও অতি চমৎকার। ইহার পার্শ্বে যে সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রাসাদ সজ্জিত ছিল, তাহার নাম সূর্য্যপ্রভ। দেবী লক্ষণ তাহাতে বাস করিতেন। তাহার নিকটে দেবী মিত্রবিন্দার অট্টালিকা। উহার প্রভা বৈদূর্য্যমণির ন্যায়

হরিতবর্ণ। লোকে ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিত। বাসুদেবমহিষী মিত্রবিন্দার এই গৃহ অন্যান্য সমুদায় অট্টালিকার ভূষণস্বরূপ। এই জন্য মহর্ষিগণ ও ইহার শোভায় মুগ্ধ হইতেন। সুনন্দার প্রশস্ত ভবনের নাম কেতুমান্। কেতুমান্ সদনকে দেখিয়া দেবগণও অনেকবার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সমস্ত অট্টালিকার মধ্যভাগে এক যোজন বিস্তীর্ণ বিরজা নামে এক প্রকাণ্ড গৃহ বিরাজমান আছে। তাহার শোভা অতি চমৎকার। বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ত্রিলোকমধ্যে যে কোন উৎকৃষ্ট রত্ন আছে তৎসমুদায়ই ইহাতে নিহিত হইয়াছিল। কোন দেবতা, ব্রাহ্মণ কিম্বা ঋষিগণ আগমন করিলে মহাত্মা কেশব এই গৃহে আসিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। উহার উপরিস্থিত পতাকা দণ্ড সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দূর হইতে ঐ সমুদায় ধ্বজ পতাকা সন্দর্শন করিয়া লোকে কৃষ্ণের গৃহপথ বিজ্ঞাপিত করিত। ধ্বজদণ্ডপরিমিত রত্নজালও প্রদত্ত হইয়াছিল। যদুসিংহ বৈজয়ন্ত নামক অচল এবং বিশ্বকর্ম্মা ষষ্টিসংখ্যক তালের ন্যায় অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত উন্নত লোকবিশ্রুত হংসকূট নামক পর্ব্বতের চূড়া সমুদায় কিন্নরগণের সহিত নাগলোকের সমক্ষেই উৎপাটন করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অত্যুচ্চ সুমেরু শৃঙ্গ, যাহা সূর্য্যের গমনপথ রোধ করিয়াছিল, যাহাতে শত শত পুণ্ডরীক ও অসংখ্য হিরন্ময় বিমান বিরাজমান ছিল, যাহা সুবর্ণময় বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত, যাহাতে সর্ব্বোষধি বন পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ইন্দ্রের আদেশানুসারে তৎসমুদায় উৎপাটন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন, কেশব স্বয়ং পারিজাত বৃক্ষ তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এই পারিজাত আনয়ন কালে দেবরক্ষীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পুরীমধ্যে বিশ্ব কর্ম্মা অসংখ্য পুষ্করিণী ও অসংখ্য সরোবরও খনন করিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় জলাশয়ের মধ্যে কুমুদিনীকুল বিরাজ করিতেছে, বিবিধ রত্নময় পদ্মিনীগণ বিকসিত হইয়া তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, মণিময় ও হেমময় প্লবঙ্গমগণ তথায় কেলি করিতেছে। উহার উপকূলে বিবিধ পাদপশ্রেণী রত্নপুষ্প ও রত্নফলভরে অবনত হইয়া সরোবর ও পুষ্করিণীর পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তদ্ভিন্ন কত শত সাল, তাল, তমাল, কদম্ব, বহুশাখাকীর্ণ বট এবং হিমালয় সম্ভত কি সুমেরুজাত বৃক্ষ সমুদায় আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা কেশবের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তথায় রোপণ করিয়াছিলেন। তথায় পুষ্পবৃক্ষেরও ইয়ত্তা ছিল না। কি রক্ত, কি পীত, কি শ্বেত, কি অরুণ বর্ণ সর্ব্বপ্রকার কুসুমাবলী বিকসিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বঋতুতে সমভাবে ফল প্রদান করে এরূপ শত শত বৃক্ষও তথায় রোপিত হইয়াছিল।

তত্রত্য নদী ও হ্রদ সমুদায় সুশীতল বালুকা ও নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। জলাশয়ের জলভাগ কোথাও জলজপুষ্প, কোথাও জলজবৃক্ষ, কোথাও বা জলজপুষ্প সমাকীর্ণ হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভার আস্পদ হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন নদীর বালুকারাশি সুবর্ণ বর্ণ। উহার পর্য্যন্তভূমিতে মত্তময়ুরাকল বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথায়ও বা কোকিল কুল মধুরস্বরে রব করিতেছে। তত্ত্বত্য বনভাগে হস্তিযুথ, গো, মহিষ, বরাহ, মৃগ ও বিবিধ পক্ষীও বাস করিয়াছে। ফলতঃ দ্বারকানগরীতে যে সমুদায় অত্যুচ্চ

অট্টালিকা, হিরন্ময় প্রাসাদ, বৃহৎ বৃহৎ শৈল, নদী, সরোবর, রমণীয় বন ও উপবন প্রভৃতি যাহা কিছু বিদ্যমান ছিল, তৎসমুদায়ই বিশ্বকর্ম্মার রত্ননির্ম্মিত।

১৫৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভলোচন কৃষ্ণ এইরূপে তারকাপুরীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিত শতপ্রাসাদশোভিত স্বীয় ভবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, ঐ গৃহে অযুত সহস্র মণিময় শুভ্রবর্ণ স্তম্ভ বিরাজিত রহিয়াছে। উহার তোরণ মণি, বিক্রম ও রজত দ্বারা খচিত এবং কাঞ্চনময় বেদিকাযুক্ত হওয়াতে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিয়াছে। তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ সকল বিরাজিত আছে। উহার তত্ত্ব সমুদায় স্ফটিক নির্ম্মিত। গৃহমধ্যে অনেকগুলি কৃত্রিম বাপীও কল্পিত হইয়াছিল। উহার জলে পদ্ম ও অতি সুগন্ধ রজোৎপল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সোপান সমুদায় বিচিত্র মণিকাঞ্চনে নির্ম্মিত, তাহাতে আবার অপূর্ব্ব রত্নসকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। তথায় মদমত্ত ময়ূর ও কোকিলকুল নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে। উহার প্রাচীর শিলাময়, উর্দ্ধে শত হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা এই পুরী অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ফলতঃ এই গৃহ সর্ব্বাংশেই ইন্দ্রভবনের অনুকরণ করিয়াছে।

অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া প্রীতমনে স্বীয় শ্বেতবর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। সেই শত্রুকুল ভয়ঙ্কর শঙ্খনাদে সমুদ্র ক্ষুভিত ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। যাদবগণ শঙ্খশব্দ শ্রবণমাত্র সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমতঃ গরুড়কে দেখিতে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তদুপরি সূর্য্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর শঙ্খচক্রগদাধারী কৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন মহাশব্দে ভেরী তূরী বাজিতে লাগিল। পৌরগণ মহা আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। অনন্তয় বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ বসুদেবকে অগ্রে করিয়া বাদ্যোদ্যম করিতে করিতে মহা আহ্লাদে কৃষ্ণের প্রত্যুদগমনার্থ অগ্রসর হইলেন। মহীপতি উগ্রসেন সত্বরগমনে বাসুদেবগৃহে উপস্থিত হইলেন। এদিকে দেবকী, রোহিণী ও আহুকপত্নী প্রভৃতি দেবীগণ উৎসুকচিত্তে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ সেই গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়াই স্ব-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পতগরাজ তাঁহার আদেশানুসারে যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইলে তাহা হইতে গৃহদ্বারে অবতীর্ণ হইয়া যদুনন্দন কৃষ্ণ সমাগত যাদবগণকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলদেব, আহুক, গদ, অক্রূর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া মণিপর্ব্বত ও দেবরাজপ্রিয় পারিজাতসমভিব্যাহারে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পারিজাত প্রভাবে তত্রত্য যাবতীয় লোক আপনাদিগকে দেবতুল্য মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। অতঃপর অমেয়াত্মা শত্রুজিৎ কেশব অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া সশৃঙ্গ মণিপর্ব্বত ও বৃক্ষোত্তম পারিজাতকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং জ্ঞাতিগণের অনুজ্ঞা লইয়া নরকাসুর যে সমুদায় রমণীগণকে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বস্ত্র, আভরণ, ভোগ্যবস্তু, দাসী, ধনরাশি, চন্দ্রাংশুসম হার, অত্যুজ্জ্বল মণি প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, রেবতী ও আহুক কর্ত্তৃক উহারা যথোচিত সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন।

রাজন! এই সময়ে দেবী সত্যভামা পারিজাত প্রাপ্তিসৌভাগ্য লাভ করিলেন। ভীষ্মকতনয়া রুক্মিণী সমস্ত পরিবারবর্গমধ্যে প্রধান বলিয়া গণণীয় হইলেন। উল্লিখিত কামিনীগণকেও যথাযোগ্য বাসোপযোগী গৃহাবলী প্রদত্ত হইল।

১৫৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব পতত্রিরাজ গরুড়কে বন্ধুনির্বিশেষে সমাদর করিয়া গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। গরুড়ও তাঁহার অনুজ্ঞালাভে প্রীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক 'প্রভো! কার্য্যকালে আমি পুনরায় আসিব' এই বলিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইল। গরুড় পক্ষপবন প্রভাবে মকরালয় সমূদ্রকেও ক্ষুভিত করিয়া মহাবেগে পূর্ব্বসাগরাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর কৃষ্ণ বৃদ্ধ পিতা বসুদেব, রাজা উগ্রসেন, বলদেব, সাত্যকি, সান্দীপনী, বিপ্রবর গার্গ্য এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ভোজ ও অন্ধকবংশীয় বৃদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বীর্য্যলব্ধ রত্ন সমুদায় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী কোন রাজপুরুষ নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিল, 'বেদবিদ্বেষী দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের জয়, ভগবান্ মধুসূদন যুদ্ধজয় করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।' নগরবাসীরা এই সংবাদ শ্রবণে আনন্দে ঘোষণাকারীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিতে লাগিল।

অনন্তর জনার্দ্দন প্রথমে সান্দীপনীকে অভিবাদন করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতি আহুককে প্রণাম করিলেন। পরে রামের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ পিতার চরণযুগল বন্দনা করিয়া অন্যান্য যাদবগণের নাম গ্রহণপূর্ব্বক যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তদনন্তর সভা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সকলেই সর্ব্বরত্নময় বিবিধ দিব্য আসন পরিগ্রহ করিলে যে সমুদায় ধনরত্ব যুদ্ধ হইতে আহৃত হইয়াছিল, কৃষ্ণ তৎসমুদায় কিঙ্করগণকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিঙ্করগণ আদিষ্ট হইবামাত্র সমস্ত ধনরাশি উপস্থিত করিলে তখন যাদবগণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল। এই সময়ে কৃষ্ণের আদেশানুসারে সেই মণিতোরণ সমন্বিত সভামধ্যে সকলে স্ব স্ব আসনে সমাসীন হইয়া গিরিগুহাসীন সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ উগ্রসেন তাহাদের সম্মুখে এবং তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

১৫৯তম অধ্যায়

এইরূপে সকলে সভামধ্যে যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মগণ! আমি আপনাদিগেরই পূণ্যকীর্ত্তি ও তপোবল প্রভাবে পাপাত্মা ভৌম নরকাসুরকে নিহত এবং মণিপর্ব্বতস্থিত কন্যাগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক এখানে আনিতে পারিয়াছি। আর এই সমস্ত ধনরাশি আমার কিঙ্করগণ বহন করিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে আপনারাই এই সমুদায়ের সম্পূর্ণ প্রভু; যাহা অভিরুচি হয় করুন। এই কথা বলিয়া বাসুদেব মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণি অন্ধক ও ভোজবংশীয়গণ পরমাহ্লাদে পুলকিত হইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যখন দেবগণেরও নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে

নানাদিগ্‌দেশসমাহৃত বিবিধ ভোগ্য বস্তু ও অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায়দ্বারা সম্যক্‌ পালন করিতেছেন তখন এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। অনন্তর যাদব ও আহুক পত্নীগণ কৃষ্ণকে দেখিবার অভিলাষে প্রীতমনে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। দেবকী প্রভৃতি সাতজন ও শুভাননা রোহিণী রাম ও কৃষ্ণকে একাসনে আসীন দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। এদিকে রাম ও কৃষ্ণ মাতৃগণকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং অগ্রে রোহিণীকে অভিবাদন করিয়া দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন। এই সময়ে রাম ও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া দেবকী মিত্র ও বরুণের সহিত সঙ্গত দেবমাতা অদিতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যশোদাতনয়া, যাহাকে লোকে অনংশা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি এক ক্ষণে ও এক মুহুর্তে কৃষ্ণের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যাহার নিমিত্ত কংসকে সগণে নিপাত করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি বাসুদেবের আজ্ঞায় এতাবৎ কালপর্য্যন্ত বৃষ্ণিভবনে অবস্থান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পরম সমাদরে প্রতিপালিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া একালপর্য্যন্ত কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন সেই কামরূপিণী যোগমায়া রাম কৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রিয়সখীর ন্যায় দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলেন, রামও তৎক্ষণাৎ তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিলে উভয়ে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী ভগিনী অনংশাকে সাক্ষাৎ পদ্মহস্তা পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দেখিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীগণ তাহার মস্তকে লাজ বিসর্পণ, মাল্য অক্ষত ও বিবিধ পুষ্প বিক্ষেপপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করিলেন। এই সময়ে যাদবগণ সকলেই জনার্দ্দনের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তিমান্‌ মহাবাহু কৃষ্ণও দেবগণতুল্য সেই যাদবগণের সহিত না কথাপ্রসঙ্গে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! যাদবগণ এইরূপে সভামণ্ডপে বসিয়া রহিয়াছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদুপুঙ্গবগণ মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নারদ কৃষ্ণের গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিয়া পরমাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর যাদবগণও স্ব স্ব আসনে সুখে উপবেশন করিলে মহর্ষি নারদ তখন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মনুজশ্রেষ্ঠ বাদবগণ! আমি দেবরাজ মহেন্দ্রের আদেশে সম্প্রতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজশার্দ্দূলগণ! এক্ষণে আমি মহাত্মা কৃষ্ণের বাল্য কাল হইতে পরাক্রম সমস্ত, ক্রিয়াকলাপ ও অদ্ভুত কীর্ত্তি সমুদায় কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন।

উগ্রসেনতনয় দুর্ম্মতি কুলাঙ্গার কংস সমস্ত যাদবগণকে পরাস্ত এবং স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে বন্দীকৃত করিয়া স্বীয় শশুর জরাসন্ধের বুদ্ধিবলে যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণকে যৎপরোনাস্তি অবমাননাপূর্ব্বক স্বয়ং মথুরারাজ্য অপহরণ করে। তৎকালে প্রতাপশালী বাসুদেব জ্ঞাতিগণের হিতসাধন ও উগ্রসেনকে রক্ষা করিবার জন্য গোপনে স্বীয় পুত্রকে অন্যত্র লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়া ছিলেন। সেই পুত্র এই ধর্ম্মাত্মা মধুসূদন গোপগণের সহিত মধুরার উপবনে বাস করিয়া অতি অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি একদা শকটের নিম্নদেশে শয়ন করিয়া শকুনিবেশধারিণী অতিভীষণ

রাক্ষসীকে নিহত করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে পুতনা নামে এক ঘোররূপা রাক্ষসী জনার্দ্দনকে বিষদিগ্ধ স্তন্যদান করিয়া অবশেষে স্বয়ং প্রাণ হারাইল। তদ্দর্শনে সকলে বলিতে লাগিল এবারে আমাদের কৃষ্ণের পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে। সেই অবধি ইহার নাম অধোক্ষজ হইল। এই পুরুষোত্তম শৈশবাবস্থায় বাল্যক্রীড়ায় রত হইয়া যে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শকটকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিলেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অন্য এক সময়ে যশোদা ইহাঁর চপলতা নিবারণের জন্য উলূখলে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়ছিলেন, কিন্তু ইনি সেই উলুখলের সহিত গমন করিয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলেন। তদবধি ইহার নাম দামোদর হইয়াছে। যমুনাহ্রদে কালিয় নামে এক অতি ভীষণ সর্প বাস করিত, তাহাকে দমন করিতে পারে এরূপ কেহ ত্রিজগতে ছিল না কিন্তু ইনি বাল্যলীলায় আসক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই যমুনাহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে দমন করিয়াছিলেন। কংসালয়ে আসিবার সময় প্রভু কৃষ্ণ অক্রূরের সমক্ষে যেরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, নাগলোকেও সেই রূপ ধারণ করিয়া নাগগণকর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন দেখিয়া অক্রূর বিস্মিত হইলেন। ধীমান কৃষ্ণ গোধন সকলকে শীত বাতে নিতান্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া সপ্তরাত্রিকাল গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি শৈশবাস্থায় গোধনরক্ষার নিমিত্ত অতি ভীমকায় মহাবল নরান্তকারী দুরাত্মা বৃষভরূপধারী রিষ্টাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে মহাবল অতি দুর্দ্দান্ত ধেনুককে গোরক্ষাজন্যই শমনসদনে প্রেরণ করেন। সুনামা নামক দৈত্যরাজ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল কিন্তু ইনি তখন বৃকগণ সৃষ্টি করিয়া তদ্বারাই তাহাদিগকে অপসারিত করিয়াছেন। ইনি যখন গোপবেশে বলরাম সহচর হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন, তৎকালেই কংসের হৃদয়ে বিলক্ষণ ভয় সঞ্চার হয়। সুতরাং সে ইহাঁকে বিনাশ করিবার আশায় যে দংষ্ট্রায়ুধ দুরন্ত হয়রূপ অসুরকে প্রেরণ করে সেই দুরাত্মাই ইহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। ইহাঁরা উভয়ে অন্যান্য গোপবালকের সহিত যৎকালে বনবিহার করিতেছিলেন সেই সময়ে কংসের অমাত্য মহা প্রলম্বাসুর তথায় আসিয়া বলদেবকে হরণ করিতে চেষ্টা করে, ধীমান্ বলরাম তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এক মুষ্ট্যাঘাতেই তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। বসুদেবতনয় এই কুমারদ্বয় সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ। মহামুনি গার্গ ইহাঁদের জন্মাবধি সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন এবং তৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া ইহাঁরা মহাবীর্য্য ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা যখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন তৎকালে ইহাঁদিগকে হিমালয়জাত অতি বীর্য্য মত্ত সিংহ শাবকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই দেবপুত্রের ন্যায় দ্যুতিমান বীর লক্ষণাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় যৎকালে গোপীগণের মন হরণ করিয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে বিচরণ করিতেন তৎকালে কি বেগ, কি যুদ্ধ, কি নানাপ্রকার ক্রীড়া, কোন বিষয়েই গোপালগণ ইহাঁদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইহাঁরা উভয়েই বিশাল বক্ষ, উভয়েই মহাবাহু, উভয়েই সালস্কন্ধের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া কংস মন্ত্রিগণের সহিত নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িল। যখন দেখিল আর কোনরূপেই উহাদিগকে নিগ্রহ করিতে পারিল না তখন বিষয় ক্রোধের বীশীভূত হইয়া সবান্ধবে বসুদেবকে এবং তদীয় পিতা

উগ্রসেনকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া দস্যু তস্করের ন্যায় কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। সেই জন্য ইহাকে বহুদিন কায়ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে দুরাত্মা কংস জরাসন্ধ, আহ্বতি ও ভীষ্মক মহীপতির বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া পিতা উগ্রসেন ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া মধুর রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে মথুরাপতি কংস ভগবান্ মহেশ্বরের উদ্দেশে স্বনগরে এক মহা উৎসব আরম্ভ করে। তদ্রূপলক্ষে নানাদিগদেশ হইতে মল্লগণ ও স্ব স্ব কার্য্য কুশল নর্ত্তক ও গায়কগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। নানাজনপদ হইতে প্রধান শিল্পিগণকে আনাইয়া তদ্বারা মহাসমৃদ্ধিশালী রঙ্গস্থান নির্ম্মিত হইল। তথায় সহস্র সহস্র মঞ্চ স্থাপিত হইল। পৌর ও জনপদগণ ঐ সমুদায় মঞ্চোপরি অধিরূঢ় হইয়া উপবিষ্ট হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণে রঙ্গস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তখন ভোজপতি কংস রাজোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রঙ্গমধ্যে বিমানারোহী সুকৃতিমান ব্যক্তির ন্যায় আরোহণ করিল। রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামে প্রভূত অস্ত্রসমষ্টির ন্যায় এক মত্ত হস্তীকে স্থাপন করিল এবং রঙ্গমধ্যে মহাবীর্য্য প্রধান প্রধান শূরগণকে রক্ষা করিল। অনন্তর যখন শুনিল চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় মহাতেজা পুরুষ ব্যাঘ্র রামকৃষ্ণ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদবধি তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত বিষম চিন্তাকুল হইয়া একবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। ইহাঁরাও উভয়ে সেই অত্যুত্তম সমাজের কথা শ্রবণ করিয়া শার্দ্দূল যেমন গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অক্ষুব্ধহৃদয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ঘরদেশে উপস্থিত হইবা মাত্র রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ আরোহীর সহিত কুবলয়াপীড় হস্তীকে সংহার করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় চাণূর ও অন্ধ্র নামক দুই বীরকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দুরাত্মা কংসকে একবারে অনুজের সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে যদুসিংহ কৃষ্ণ যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন উহা দেবগণেরও অসাধ্য। কেশব ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ এরূপ দুষ্করকার্য্য করিতে সমর্থ হইত? পূর্ব্বতন প্রহ্লাদ, বলি ও শম্বারাসুর প্রভৃতি যে সম্পদ কখন লাভ করিতে পারে নাই, ইনি আপনাদের জন্য তৎসমুদায় আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইনি দৈত্যপতি মুরু, পঞ্চজন ও শৈলসঙ্ঘ নিঃসৃত সুন্দ এবং ভীষণ শত্রু নরকাসুরকে নিহত করিয়াছেন। দেবমাতা অদিতি ইহা হইতেই কুণ্ডলদ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে স্বর্গে দেবগণের মধ্যে ইহার আর যশের পরিসীমা ছিল না।

হে বীতমৎসর যাদবগণ! দেবরাজ ইন্দ্র আমায় প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা এক্ষণে ভগবান কৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া কি শোক, কি দুঃখ, কি ভয়, কি অন্যবিধ বিপত্তি সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ। অতএব এই সময়ে নির্ম্মৎসরহৃদয়ে আপনার বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। ধীমান কৃষ্ণ অতি দুষ্কর দেবকার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদের মঙ্গল হউক। হে যদুশ্রেষ্ঠগণ! যদি আমার দ্বারা আপনাদের কোন প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে আমি অতি যত্নপূর্ব্বক সমাধা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমি আপনাদেরই, আপনারাও আমার, সুতরাং আমাকে আপনারা সম্যক্ বশ্য বলিয়া জানিয়া রাখিবেন। যেখানে লজ্জা সেইখানেই শ্রী, যেখানে শ্রী, সেইখানেই নম্রতা। মহাত্মা কৃষ্ণে সেই লজ্জা, শ্রী ও নম্রতা সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৬০তম অধ্যায়

নারদ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে যাদবগণ! এই মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মৌরবপাশ সমুদায় একবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। ইনি নিসুন্দ ও নরকাসুরকে নিহত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরের গমনপথ পরিষ্কার করিয়াছেন। ইনি স্বীয় ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে যুদ্ধাস্পর্দ্ধী রাজ্যগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার জন্মিয়া দিয়াছেন। এই যদুবীর কৃষ্ণ রুক্মিণীহরণকালে পথিমধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত রুক্মী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু ইনি স্বীয় শঙ্খ চক্র গদা ও অসিমাত্র সহায় করিয়া সেই অসংখ্য মেঘসম সৈন্যসমবেত দাক্ষিণাত্য মহারথগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত রুক্মীকে সমরে পরাস্ত করিয়া মেঘগম্ভীরধ্বনি সূর্য্যসঙ্কাশ রথে রুক্মিণীকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করেন। জারুখীনগরীতে আহুতি, ক্রাথ, শিশুপাল, সসৈন্যবক্র ও শতধন্বা ইহাঁর নিকট পরাভূত হইয়া গিয়াছেন। ইহার রোষানলে পতিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন, কালযবন ও সৌভপতি শাল্ব একবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোত্তম স্বীয় চক্রপ্রভাবে সহস্র সহস্র পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া দ্রুমসেনকে প্রোথিত করিয়াছেন। নিমেষমাত্র মহেন্দ্রশিখরে বিচরণ করিয়া ইরাবতী নগরীতে সূর্য্যাগ্নিসম মহাতেজা রাবণানুচর গোপতি ও তালকেতু নামা দুই ভোজবীরকে সমরভূমিতে নিহত করিয়াছেন। ইহাঁর দৃষ্টিপাতমাত্রে নিমি ও হংস নামে দুইজন দৈত্য অনুচরের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। ইনি বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করিয়া কাশীপতিকে সগণে ধ্বংস করিয়াছেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণ আনতপর্ব্ব শরদ্বারা ময়দানবকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রসেনতনয়কে আনয়ন করিয়াছিলেন। লোহিতকূট পর্ব্বতে মহাবল বরুণ যাদোগণের সহিত ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইয়া যান। ইনি স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রকেও লক্ষ্য না করিয়া দেবগণ সুরক্ষিত মহেন্দ্রভবনস্থ পারিজাত তরুকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইনি পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মৎস্যরাজ ও বঙ্গনৃপতি প্রভৃতি এক শত নরপতিগণকে নিহত করিয়া প্রিয়দর্শনা গান্ধাররাজকুমারী গান্ধারীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন ইহাঁরই সাহায্যে সমস্ত অরিমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। ইনিও অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া দ্রোণ অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনকে জয় করিয়াছেন। ইনি বভ্রুর প্রিয়কামনা করিয়া বলপূর্ব্বক সৌবীররাজদুহিতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বেণুদারীর নিমিত্ত ইনি যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া অশ্ব, রথ ও গজসঙ্কুলা পৃথিবীকে জয় করেন। ইনি জন্মান্তরে তপস্যাবলে বলিরাজের নিকট হইতে ত্রিভুবন হরণ করিয়াছিলেন। যাহার ব্রজ অশনি গদা ও খড়্গা প্রভৃতি অস্ত্রবলে যমও প্রাগজ্যোতিষনগরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। সেই মহাবীর্য্য মহাসমৃদ্ধ বলির পুত্র বাণ সগণে ইহার নিকটে পরাভূত হইয়াছেন। মহাবল জনার্দ্দন কংসের অমাত্য মহাকায় পীঠ ও তৎপুত্র অলি লোমাকে নিহত করিয়াছেন। এই মহাযশা পুরুষ ব্যাঘ্র কৃষ্ণ মানুষরূপী দৈত্য জম্ভাসুর, ঐরাবত ও বিরূপকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। যমুনাহ্রদে অতি দুর্দ্ধর্ষ নাগরাজ কালিয়কে দমন করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি যুদ্ধে যমকে পরাস্ত করিয়া সান্দীপনির মৃতপুত্রকে ফিরিয়া আনিয়াছেন।

মহারাজ! যাহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা বিদ্বেষ করিয়া থাকে, এই মহাত্মা কৃষ্ণই সেই সমস্ত দুরাত্মাকে শাসন করিয়া থাকেন। ইনি দেবরাজের প্রীতির নিমিত্ত ভৌম নরকাসুরকে সংহার করিয়া কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক দেবমাতা অদিতিকে প্রদান করেন। এইরূপে মহাযশা কৃষ্ণ দেব ও দৈত্যগণকে সর্ব্বদা অভয় ও ভয় প্রদান করিয়া সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও প্রভু হইয়াছেন। ইনি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত লোকে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রতিগমন করিবেন। মহাযশা কৃষ্ণ এই বহুরত্ন সমাকীর্ণ, শতযূপলাঞ্ছিত, বহুবিধ ভোগ্যবস্তু পরিপূর্ণ ঋষিসেবিত রমণীয় দ্বারকাপুরীকেও ভোগাবসানে বরুণালয়ে প্রেরণ করিবেন। ইনি ইহা পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া সূর্য্যসদন সদৃশ এই দ্বারকাকে একেবারে সলিল রাশিতে প্লাবিত করিবেন। মধুসূদন ব্যতীত কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য ইহাদের মধ্যে কুত্রাপি এমন কোন ব্যক্তিই নাই, হইবেও না যে, তিনি এই মহানগরীকে রক্ষা করিয়া বসতি করিতে পারেন। এই কৃষ্ণই বিষ্ণু, নারায়ণ, সোম দেব, সূর্য্য ও সর্ব্বজগতের স্বয়ং প্রসবিতা। ইনি অচিন্ত্য, অপ্রমেয় এবং স্বেচ্ছাবিহারী। ইনি আপনাদিগের হিতসাধন করিয়া স্বস্থানে গমন করিবেন। বালক যেমন ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, ইনি সেইরূপ সমস্ত জীবগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ইহাঁর প্রভাবের ইয়ত্তা করিতে পারে এরূপ লোক জগতে কেহ নাই। ইনিই পরাৎপর বিশ্বরূপ, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। ও মহারাজ! এইরূপে ভগবান কৃষ্ণের কত শত সহস্র বার স্তব করা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার কার্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই যিনি পূর্ব্বকালে তপোবলে দিব্যচক্ষু দ্বারা সমস্ত প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইতেন সেই মহাযোগী, ধীমান ব্যাসদেব, তপশ্চক্ষে সমস্ত সন্দর্শন করিয়া এই ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষের বাল্য ও মধ্যবয়সের এই সমুদায় কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রাজন্! দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের আদেশানুসারে কৃষ্ণের এইরূপে স্তব করিলে যদুবংশীয়গণ সকলেই তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নারদ যাদবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলে গোবিন্দ সেই সমাহৃত সম্পত্তি সমুদায় যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারাও ঐ সমুদায় ধনসম্পত্তি বিনিয়োগ দ্বারা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখে দ্বারকাপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

১৬১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহাত্মা কৃষ্ণের বহুসহস্র পত্নীগণের মধ্যে আটটীকে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ঐ আট জনের সন্তান সন্ততির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণের পত্নী গণের মধ্যে আট জনই প্রধান। ইহাঁরা সকলেই বীর প্রসবিনী। ইহাঁদের গর্ভে যে সমুদায় পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। রুক্মিণী, সত্যভামা, নগ্নজিতী, শৈব্যা সুদত্তা, জালহাসিনী লক্ষ্মণা, কলিন্দতনয়া মিত্রবিন্দা, পৌরবী জাম্ববতী এবং মদ্ররাজতনয়া সুভীমা এই কয় জন স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান। প্রথমে রুক্মিণীর তনয়দিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

রুক্মিণীর প্রথমে প্রদ্যুম্ন নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি শম্বর নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৃষ্ণিসিংহ মহারথ চারুদেষ্ণ। অনন্তর চারু ভদ্র, চারুগর্ভ, সুদংষ্ট্র, দ্রুম, সুসেন, চারুগুপ্ত, বীর্য্যবান্ চারুবিন্দ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ চারুবাহু, আর চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সত্যভামার গর্ভে ভানু, ভীমরথ, ক্ষুপ, দীপ্তিমান রোহিত ও জলান্তক আম্ররাক্ষ এই কয় পুত্র এবং ভানু, ভীমরিকা, তাম্রপক্ষা ও জলন্ধমা এই চারি কন্যা সমুৎপন্ন হইয়াছিল। জাম্ববতীর পুত্র, সমিতিশোভন শাম্ব, মিত্রবান ও মিত্রবিন্দ, সুনীথ এবং মিত্রবতী নামে এক কন্যা। নাগ্নজীতির গর্ভে ভদ্রকায় ও ভদ্রবিন্দ নামে দুই পুত্র এবং ভদ্রাবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শৈব্যা, সুদত্ত, সংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, সেনজিৎ ও শূর সপত্নজিৎ এই চারি পুত্র প্রসব করেন। বৃকাশ্ব, বৃকনির্ব্বৃতি ও কুমার বৃকদীপ্তি এই তিনটি মদ্ররাজতনয়া সুভীমার পুত্র। লক্ষ্মণা হইতে গাত্রবান্, গাত্রগুপ্ত ও বীর্য্যবান গাত্রবিন্দ এই কয়েকটি পুত্র এবং গাত্রবতী নামে এক কন্যা প্রসূত হইয়াছিল। কালিন্দীর দুই পুত্র অশ্রুত ও শ্রুতসম্মত। তন্মধ্যে এই অশ্রুতকে শ্রুতসেনার হস্তে প্রদান করিয়া ভগবান মধুসূদন আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এই পুত্র আমাদের উভয়েরই উত্তরাধিকারী হইবে।

মহারাজ! মহাত্মা গদের শৈব্যতনয়া বৃহতীর গর্ভে অঙ্গদ, শ্বেত ও কুমুদ নামে তিন পুত্র এবং শ্বেতা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। গদের অপরা পত্নীর গর্ভে অগাবহ, সুমিত্র, শুচি, চিত্ররথ, চিত্রসেন, বনস্তম্ব, স্তম্ব ও স্তম্ববন এই কয়েকটি পুত্র এবং চিত্রা ও চিত্রবতী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বনস্তম্বের পুত্র নিবেশন ও কন্যা স্তম্ববতী। উপাসঙ্গের পুত্র বজ্রাসু ও ক্ষিপ্র। কৌশিকীবংশসম্ভূতা যুধিষ্ঠিরতনয়া সুতসোমার পুত্র যুধিষ্ঠির। পরে ইহাঁর আর দুই পুত্র হয়, একের নাম কাপালী অপরের নাম গরুড়। ইহাঁরা উভয়েই মায়াযুদ্ধে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন।

রাজন্! যে সকল পুত্রের নামোল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন অনেক পুত্র আছে। কথিত আছে কেশবের পুত্রসংখ্যা লক্ষ হইবে। তম্মধ্যে অশীতি সহস্র পুত্র বীর ও রণবিশারদ ছিলেন। বৈদর্ভীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হয় এই অনিরুদ্ধও বিলক্ষণ রণপটু ছিলেন। রেবতীর গর্ভে বলদেবের দুই পুত্র জন্মে, একের নাম নিশঠ অপরের নাম উল্মুক। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় দেবতুল্য রূপবান ছিলেন। সুতনু ও নারাচী এই দুইটিও বসুদেবের পত্নী ছিলেন। পৌণ্ড্র ও কপিল নামে উহাঁদের দুই পুত্রও জন্মে। সুতনুর পুত্র পৌণ্ড্র এবং নারাচীর পুত্র কপিল। এই উভয়ের মধ্যে পৌণ্ড্র রাজা হইয়াছিলেন, কপিল ভোগবাসনা পরিহারপূর্ব্বক বনপ্রস্থান করেন। বসুদেব হইতে শূদ্রার গর্ভে আর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে; ইহার নাম জরা। জরা সমস্ত ধনুর্দ্ধারী নিষাদগণের প্রভু ছিলেন। কাশ্যার গর্ভে ইহাঁর আর এক বলবান্ পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম সুপার্শ্ব। অনিরুদ্ধের পুত্র সামুব্রজ এই সানুব্রজের পূর্ব্বে বজ্র নামে অনিরুদ্ধের আর এক পুত্র হয়। বজ্র হইতে প্রতিরথ, প্রতিরথ হইতে সুচারু সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ অনমিত্রের পুত্র শিনি। শিনি হইতে সত্যবাক্ ও মহারথ সত্যক এই দুই পুত্র জন্মপরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে সত্যকের পুত্র যুযুধান। যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র তূণি, তূণির পুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধরই বংশের শেষ পুত্র। ইহা হইতেই যদুবংশ শেষ হইল।

১৬২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি ইতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যে মহামতি প্রদ্যুম্ন শরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে ঐ অসুরপতি নিহত হইল, তাহার উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে আপনি তাহারই আমূলবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান বাসুদেবের লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীর গর্ভে শম্বরান্তকারী কন্দর্পরূপধারী প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মদিন হইতে সপ্তম দিন পূর্ণ হইলে নিশীথকালে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ শম্বরার সূতিকাগৃহ হইতেই ঐ কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে হরণ করিল। দেবায়াভিজ্ঞ কৃষ্ণ এই বিষয় জানিতে পারিয়াও যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবকে নিগ্রহ করিলেন না। শম্বর-কৃতান্ত কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্তজীবিত হইয়াই তাহাকে হরণপূর্ব্বক স্বনগরে উপস্থিত হইল। দৈত্যপতির মায়াবতী নামে এক পরম রূপবতী অসাধারণ গুণশালিনী ও শুভদর্শনা এক মহিষী ছিল। একালপর্য্যন্ত সন্তানের মুখদর্শন মায়াবতীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। শম্বর এই শিশুকে লইয়া স্বীয় আত্মজের ন্যায় মায়াবতীকে প্রদান করেন। মায়াবতীও ঐ শিশুকে দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং মহা আনন্দে পুনঃ পুনঃ বালকের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সমস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনিই আমার জন্মান্তরে স্বামী ছিলেন। এই আমার সেই নাথ পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমি ইহাঁরই নিমিত্ত দিবা রাত্রি চিন্তা ও শোকসাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষণকালের জন্যও কোথায়ও সুখ শান্তি লাভ করিতে পারি না। দেবাদিদেব ভগবান্ শূলপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে অনঙ্গ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এখন জানিয়া শুনিয়া কিরূপে ইহাকে মাতৃভাবে স্তন দান করিব। আর আমি ইহাঁর ভার্য্যা হইয়া কিরূপেই বা পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ধাত্রী হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন এবং রসায়ন প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মায়াবতী তাঁহাকে এইরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দানবীমায়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যখন সেই প্রিয়দর্শন প্রদ্যুম্ন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং নারীগণেরও ইঙ্গিত সমুদায় বুঝিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে কামিনী মায়াবতী তাঁহাকে কান্তভাবে বাসনা করিয়া সস্মিতবদনে হাবভাবাদি দ্বারা প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রদ্যুম্ন সেই চারুহাসিনী মায়াবতীকে এইরূপ অনুরক্তা দেখিয়া কহিলেন, অয়ি চপলে! তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া আমায় অন্যভাব প্রদর্শন করিতেছ কেন? আমার বোধ হইতেছে তুমি স্ত্রীজনসুলভ দুষ্টস্বভাববশতঃ এরূপ চপলতা প্রকাশ করিতেছ । নতুবা আমার প্রতি পুত্রভাব পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিপরীতভাব অবলম্বন করিবার কারণ কি? হে সৌম্যে! আমি তোমার পুত্র, তবে এরূপ বিকৃতভাবের কারণ কি, জানিতে বাসনা করি। নারীগণের স্বভাব স্বভাবতই চপলাপাতের ন্যায় চঞ্চল। উহা পর্ব্বত শিখরাসক্ত মেঘের ন্যায় পুরুষের প্রতি সতত অনুরক্ত হয়। হে শুভে! আমি তোমার পুত্রই হই অথবা অন্যই হই তোমার এরূপ ইচ্ছার কারণ কি? শুনিতে অভিলাষ করি।

রাজন্ ! কামদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে তাঁহাকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি আমার পুত্র নহ, শম্বরও তোমার পিতা নহেন। তুমি রূপবান্ পরাক্রমশালী বৃষ্ণি বংশসম্ভূত। তুমি রুক্মিণীহৃদয়নন্দন বাসুদেবের পূত্র। তুমি জন্মগ্রহণ করিলে সপ্তম দিবসে সূতিকাগৃহ হইতেই আমার স্বামীকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলে। আমার স্বামী মহাবল পরাক্রান্ত শম্বর বলপূর্ব্বক ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী তোমার পিতা বাসুদেবের গৃহধর্ষণ করিয়া তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। হে বীর! তোমার মা রুক্মিণী, তোমাকে হারাইয়া বিবৎসা সৌরভীর ন্যায় নিরন্তর শোকভরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতেছেন। তোমার পিতা গরুড়ধ্বজ কেশব ইন্দ্র হইতেও মহত্তর; কিন্তু শম্বর তোমাকে শৈশবস্থাতেই এখানে আনয়ন করিয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অতএব হে কান্ত! তুমি বৃষ্ণিকুমার, শম্বরের পুত্র নহ। হে বীর! দানবগণ কখন তোমার মত পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন না। আমি এই জন্যই তোমাকে পতিত্বে কামনা করিয়াছি, আমি তোমার জননী নহি। হে সৌম্য! আমি তোমার রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি। এই জন্যই আমার এইরূপ চেষ্টা, এই জন্যই আমার এত অনুরাগ। অতএব হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! এক্ষণে আমার মনোরথ পূর্ণ কর। এই আমি তোমাতে আমার সমস্ত অনুরাগের কারণ উল্লেখ করিলাম।

মহারাজ! চক্রায়ুধ ভগবান্ কৃষ্ণের নন্দন সর্ব্বমায়াভিজ্ঞ প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর নিকট এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধভরে শম্বরকে উদ্দেশে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্ দানব! আমি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন; তুমি কেশব শিশুকে নির্ভয়ে হরণ করিয়াছ। আমি অদ্যই তোমার ভয়োৎপাদন কৰিব। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণতনয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন আমি কি উপায়ে ইহার ক্রোধোৎপাদন করি, কি রূপেই বা ইহাকে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করি। মন্দবুদ্ধি দুরাত্মা দানব যাতে আপনা হইতে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে প্রথমে এরূপ কি কার্য্যেরই বা অনুষ্ঠান করি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তোরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া স্থির করিলেন, দুরাত্মার মেরু শৃঙ্গের ন্যায় যে অত্যুচ্চ সিংহকেতুবিভূষিত রমণীয় চিত্রধ্বজ সিংহদ্বারের উপর শোভা পাইতেছে, উহা আমি নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পাতিত করিব। এই ধ্বজচ্ছেদ শুনিতে পাইলেই শম্বর নিশ্চয়ই যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবে। তাহা হইলেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তখন আমি সমরভূমিতে দুরাত্মাকে নিহত করিয়া দ্বারকায় গমন করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া প্রদ্যুম্ন স্বীয় ধনুকে জ্যারোপণ করিলেন। তদনন্তর তাহাতে শরসংযোগ করিয়া মহাবাহু কামদেব শম্বরের ধ্বজরত্ন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

কালরূপ শম্বর এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র মহা ক্রোধে পুত্রগণকে আজ্ঞা করিল, বৎসগণ! তোমরা শীঘ্র ঐ রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নকে বধ কর। ও আমার নিতান্ত অপ্রিয়কারী; আমি আর উহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। তদীয় পুত্রগণ, শম্বরবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় বদ্ধপরিকর হইয়া বহির্গত হইল। চিত্র সেন, অতিসেন, বিষকৃসেন, জিত,

শ্রুতসেন, সুষেণ, সোমসেন, সেনানী, সৈন্যহন্তা, সৈনিক, সেনস্কন্ধ, শনক, জনক, সকল, বিকল, শান্ত, শান্তান্তকর, কুম্ভকেতু, সুদংষ্ট্র ও কেশি প্রভৃতি শম্বরতনয়গণ কেহ চক্র, কেহ তোমর, কেহ শূল, কেহ পট্টিশ, কেহ অসি, কেহ পরশ্বধ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন প্রদ্যুম্নকে আহ্বানপূর্ব্বক সমরভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে মহাবীর প্রদ্যুম্ন সত্বর রথা রোহণপূর্ব্বক শরাসন হস্তে লইয়া সংগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর শম্বরপুত্রগণের সহিত কেশবতনয়ের লোমহর্ষণ তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময়ে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহোরগগণ, সিদ্ধ ও চারণগণ সমভিব্যাহারে দেবরাজ বিমানারোহণে যুদ্ধদর্শনার্থ আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারদ, তুম্বুরু ও হাহা হূহূ প্রভৃতি গায়কগণ অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তৎপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজের প্রতিহারী একজন গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রকে নিবেদন করিল, দেব! এই যুদ্ধ নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। শম্বরের এক শত পুত্র, কৃষ্ণাত্মজ প্রদ্যুম্ন একাকী মাত্র। এই যুধ্যমান বহুজনের সহিত একাকী প্রদ্যুম্ন কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন? বলনিসূদন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি ইহার পরাক্রম জান না, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি কন্দর্প, পূর্ব্ব জন্মে হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে, কামপত্নী রতি অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা দেবদেব ত্রিলোচনকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। মহাদেব তাহার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, যৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া দ্বারকায় অবস্থান করিবেন, তখন তোমার ভর্ত্তা তাঁহারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি ত্রিলোকমধ্যে অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়া শম্বর নামক মহাসুরকে বিনাশ করিবেন। ইনি জন্ম গ্রহণ করিলে সপ্তমদিবসে শম্বর মায়াপ্রভাবে রুক্মিণীক্রোড়স্থিত প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। অতএব তুমি শম্বরগৃহে গমন করিয়া তাহার ভার্য্যারূপে অবস্থান কর। তথায় তোমার নাম মায়াবতী হইবে। তুমি মায়াবলে শম্বরকে মুগ্ধ এবং তথায় থাকিয়া বালকরূপী স্বীয় কান্তকে পরিবর্দ্ধিত করিবে। ঐ বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে শম্বরকে সংহার করিয়া তোমায় লইয়া দ্বারকায় গমন করিবেন এবং আমি যেমন শৈলপুত্রীর মনোরঞ্জন করি শম্বরও তদ্রূপ তোমার মনোরঞ্জন করিবেন।

দেবদেব পুরুষোত্তম মহাদেব এইরূপ আদেশ করিয়া মেরুসন্নিভ সিদ্ধ চারণসেবিত কৈলাসধামে গমন করিলেন। কামপত্নী রতিও উমাপতিকে প্রণাম করিয়া শম্বরগৃহে গমন করত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সেই মহাবাহু প্রদ্যুম্ন। ইনি নিঃসন্দেহ সপুত্র দুরাত্মা শম্বরকে নিহত করিবেন।

১৬৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শম্বর পুত্রগণের সহিত রুক্মিণীনন্দনের তুমুলসংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সময়ে ভীষণ দৈত্যগণ মহা ক্রোধে সমবেত হইয়া শাণিত শর, শক্তি, পরশ্ব, চক্র, তোমর, কুন্ত, ভুষুণ্ডী ও মুষল প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় চতুর্দ্দিক হইতে প্রদ্যুম্নের উপর অতিবেগে যুগপৎ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কৃষ্ণতনয়ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

স্বকীয় শাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ দ্বারা এক একটি করিয়া বিপক্ষ অস্ত্র সমুদায় ছেদ করিতে লাগিলেন। তখন অসুরগণ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নের বধবাসনায় অজস্র শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর কামদেব রোষাবেশে সত্বর অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া শম্বরের মহাবীর্য্য দশ পুত্রকে একবারেই শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। পরক্ষণেই অপর এক ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপে চিত্রসেনের শিরচ্ছেদন করিলেন। অতঃপর হতাবশিষ্ট দানবগণ সকলে মিলিয়া কামদেবকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শরবর্ষণ করিতে করিতে সম্মুখদিকে ধাবিত হইল। মহাতেজা প্রদ্যুম্ন সেই সমরোন্মত্ত বাণবর্ষী শত ভ্রাতাকেই শরনিকরপাতে সমরশায়ী করিয়া পুনায় সমরাকাঙ্ক্ষী হইয়া সংগ্রামভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে শম্বরাসুর রণস্থলে শত পুত্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া সারথিকে কহিল, সারথে! শীঘ্র আমার রথ আনয়ন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র প্রণাম করিয়া সসৈন্য রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিল। ঐ রথ সর্পবল্লাযুক্ত সহ ভল্লুকে সংযোজিত ছিল। উহার চতুর্দ্দিক ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত এবং কিঙ্কিণী মালায় অলঙ্কৃত ছিল। ঈহা মৃগ, পংক্তিরচনা ও নক্ষত্রচিত্র দ্বারা রথের চতুর্দ্দিক পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার কূবর স্বর্ণ নির্ম্মিত। ইহার পতাকা সমুদায় অতিশয় উন্নত ও রমণীয় সিংহকেতনে অঙ্কিত। ইহার রথ সমুদায় অতি পরিপাটি, লৌহ নির্ম্মিত ঈশা ব্রজের ন্যায় সুদৃঢ়, মন্দরগিরির উচ্চ শিখরের ন্যায় অত্যুচ্চ ধ্বজাগ্র ভাগ সুচারু চামর দ্বারা অলঙ্কৃত। উহার হেমদণ্ড সমুদায় নক্ষত্রমালায় বিভূষিত হওয়াতে পরমসুন্দর হইয়াছে। ফলতঃ রথের শোভা অপূর্ব্ব। শম্বর কাঞ্চনময় বর্ম্ম পরিধান, ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যুদ্ধবাসনায় সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। প্রস্থানকালে চার জন প্রধান মন্ত্রী, দুর্দ্ধর, কেতুমালী, শত্রুহন্তা প্রমর্দ্দন নামক অগাধ সৈন্যসাগর, দশ সহস্র নাগ, দুই শত রথ, আট সহস্র অশ্বসৈন্য এবং দশ সহস্র পদাতিসৈন্য যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় তাহার সঙ্গে চলিল। যাত্রাকালে নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত সমুদায় লক্ষিত হইতে লাগিল। গৃধ্রগণ আকাশমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘে সমস্ত আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; বোধ হইতে লাগিল যেন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে। মেঘ সমুদায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল এবং মুহুর্মুহু বজ্রপাত হইতে লাগিল। শৃগাল সকল ভীষণ চীৎকার করিয়া সৈন্যগণের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। গৃধ্রগণ দানবগণের শোণিতপিপাসু হইয়া ধ্বজাগ্রে পতিত হইতে লাগিল। রথের সম্মুখভাগে কবন্ধ সকল দৃষ্টিগোচর হইল। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইয়া যেন পরিঘ পরিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শম্বরের বাম নয়ন বাম বাহু স্পন্দিত হইয়া ভয় সূচনা করিতে লাগিল। অশ্বগণের পদস্খলন হইতে লাগিল। কাক আসিয়া শম্বরের মস্তকে পড়িতে লাগিল। দেবগণ কর্কর ও অঙ্গারমিশ্রিত রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে সহস্র সহস্র উল্কাপাত আরম্ভ হইল। সারথির হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

মহারাজ! শম্বর এই সমুদায় দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও উহার প্রতি লক্ষ্যই করিল না, প্রত্যুত মহাক্রোধে প্রদ্যুম্নের নিধনাকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হইল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব, আনক ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সমুদায় একবারে বাজিয়া উঠাতে পৃথিবী

যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। উহার ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া মৃগ পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণতনয় তৎকালেও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া স্থিরভাবে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোর শত্রুর বধোপায় চিন্তা করত রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দৈত্যপতি শাম্ব মহাক্রুদ্ধ হইয়া একবারে সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্নও লঘুহস্ততাবশতঃ অর্দ্ধপথেই ঐ সমস্ত বাণচ্ছেদন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শরাসন গ্রহণ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই শর প্রহারে সৈন্যমধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে তাঁহার বাণাঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। তখন সমুদায় সৈন্য প্রদ্যুম্নের শরাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভয়ে শম্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইল। এইরূপে সেই সমুদায় সৈন্যদিগকে পলাইতে দেখিয়া শম্বর মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সচিবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যোদ্ধৃগণ! শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি আজ্ঞা করিতেছি এখনই গমন করিয়া রিপুতনয়কে প্রহার কর; শত্রুকে উপেক্ষা করিলে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় শরীর নাশ করে। অতএব দুরাত্মাকে শীঘ্র বধ কর।

এই কথা বলিবামাত্র সৈন্যগণ তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ক্রোধভরে শরবর্ষণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে মকরকেতন রোষভরে ধনু উদ্যত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাতেজা রুক্মিণীতনয় আনতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শরে দুর্দ্ধরকে, ত্রিষষ্টি বাণে কেতুমালীকে, সপ্ততিশরে শত্রু হন্তাকে, দ্ব্যশীতি বাণে প্রমর্দ্দনকে বিদ্ধ করিলেন। বীর সচিবগণও এইরূপে ব্যথিত হওয়াতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মকরধ্বজ ঐ সমুদায় বাণ স্বসমীপে উপস্থিত হইবার অর্থেই ছেদন করিয়া প্রত্যেক যোদ্ধার প্রতি ষষ্টি ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা সর্ব্বজন সমক্ষে দুর্দ্ধরের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে কঙ্কপত্র সুশোভিত চার নারাচ অস্ত্রে তাহার চার অশ্ব, এক নারাচে, যোক্ত্র, আর এক নারাচে ছত্র ও ধ্বজ, ষষ্টি নারাচে যুগ, চক্র ও অক্ষ ছেদন করিলেন। পরক্ষণেই কঙ্কপত্রযুক্ত শাণিত এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিয়া দুর্দ্ধরের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্তবাণ হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণ হরণ করিয়া নির্গত হইল। সে তখন গতায়ু, ভ্রষ্টশ্রী, হতপ্রভ হইয়া ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল।

রাজন্! দুর্দ্ধর নিহত হইলে বীরাগ্রগণ্য দানবপতি কেতুমালী বিষম ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুটিবদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিতে বলিতে অতিবেগে প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইল। কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নও ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে তদ্রূপ সেই দৈত্যপতির প্রতি শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আহত হইয়া দানবামাত্য তাঁহার বধ বাসনায় চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন ঐ কৃষ্ণচক্র সদৃশ দীপ্তিমান অস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক উহাকে ধারণ করিয়া তদ্বারাই কেতু মালীর মস্তক ছেদন করিলেন। রুক্মিণীতনয়ের এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সকলেই চমৎকৃত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেতুমালী নিহত হইল দেখিয়া শত্রুহন্তা প্রমর্দ্দন সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করিল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণতনয়ের বিনাশ বাসনায় চক্র, প্রাস, তোমর, ভিন্দিপাল, কুঠার, মুদগর ও অসংখ্য বাণ যুগপৎ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কামদেবও লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিয়া সেই সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র স্বীয় অস্ত্রবলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। অনন্তর ক্রোধপরবশ হইয়া গজ, গজারোহী, রথ রথী, সারথি ও অশ্বগণকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সৈন্যমধ্যে কেহই আর অক্ষত রহিল না। মকরধ্বজ এইরূপে সমস্ত সৈন্য মর্দ্দন করিয়া অতি ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন, মুক্তাহার ঐ নদীর তরঙ্গ, মাংস ও মেদ ইহার পঙ্ক, ছত্র সমুদায় ইহার দ্বীপ, শরসকল ইহার আবর্ত্ত, রথ ইহার পুলিনদেশ, কেয়ুর কুণ্ডল ও ধ্বজ সমুদায় ইহার বিবিধ মৎস্য, মাতঙ্গগণ ইহার গ্রাহ, অসি সকল ইহার নক্র, কেশকলাপ শৈবাল, শ্রোণিসূত্র সকল উহার মৃণাল, উৎকৃষ্ট আনন সমুদায় ইহার বিকসিত পদ্ম, চামর ইহার হংস, ছিন্ন মস্তক সমুদায় উহার তিমিরূপ ধারণ করাতে উহার মধ্যে প্রবেশ করা দূরে থাক উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু রুক্মিণীতনয় কিছুতেই ক্ষুব্ধ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি সেই ভীষণ নদী-তরঙ্গ বিলোড়িত করিয়া শত্রুহন্তার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শত্রুহন্তাও ক্রুদ্ধ হইয়া এক উত্তম শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর প্রদ্যুম্নের হৃদয়ে পতিত হইলে, প্রদ্যুম্ন তদ্বারা ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। প্রত্যুত সেই মুমূর্ষু শত্রুহন্তাকে বিনাশ করিবার জন্য অবিলম্বে শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অগ্নি উদগীরণ করিতে করিতে বজ্রের ন্যায় ঘোর শব্দ করিয়া দুরাত্মা দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ভিন্নহৃদয় হওয়াতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় শিথিল হইয়া গেল। তখন সে রুধির বমন করিতে করিতে একেবারে জন্মের মত ধরাতলে শয়ন করিল।

মহারাজ! শত্রুহন্তাকে পতিত হইতে দেখিয়া প্রমর্দ্দন এক ঘোর মুষল হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রে দুর্ব্বুদ্ধে ! তুই এই সমুদায় সামান্য লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়া বড়ই রণপাণ্ডিত্য দেখাইতেছিস, তোর পিতা আমাদের শত্রু, আজ আমি তাহার পুত্রহন্তা হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। পুত্র মরিলে তাহাকেও নিহত করা হইবে। রে দুর্ব্বদ্ধে! তোর পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেই দেব লোকেরও ক্ষয় হইল। তাহা হইলেই সমস্ত দানবগণ হতশত্রু হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবেন। আর তুই অদ্য আমার অস্ত্রে নিহত হইলে তোর শোণিত-জলে শম্বরপুত্রগণের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিব। তুই আজ আমার হস্তে নিহত হইয়াছিস্ এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র মন্দভাগিনী ভীষ্মসুতা করুণস্বরে বিলাপ করিবে। তোর চক্রধারী পিতাও তুই নিহত হইয়াছি জানিয়া নিতান্ত ভগ্নাশ হইয়া পড়িবে এবং তোর শোকেই সেই মন্দবুদ্ধি অচিরে প্রাণত্যাগ করিবে। এই কথা বলিয়া সেই প্রমর্দ্দন রুক্মিণীতনয়কে এক পরিষ প্রহার করিল। মহাপ্রতাপশালী মহাতেজা কৃষ্ণতনয় অসুরপতির পরিঘ প্রহারে ব্যথিত হইয়া দুই হস্তে তাহার রথ উত্তোলনপূর্ব্বক বলপূর্ব্বক ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতে রথ চুর্ণ হইয়া গেল। তখন সে উল্লম্ফনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং পদাতি বেশে অবস্থান করিয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক সহসা বেগে প্রদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইল। প্রদ্যুম্নও বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত

হইতে গদাগ্রহণ করিয়া তদ্বারাই তাহার প্রাণসংহার করিলেন। দৈত্যগণ সকলেই প্রমর্দ্দনকে নিহত দেখিয়া সমরাঙ্গন হইতে ভয়ে পলায়ন করিল। মাতঙ্গগণ যেমন কেশরীকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে না তদ্রূপ ইহারাও তাঁহার সম্মুখে আর দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। সারমেয়দর্শনে মেষ যেমন অবসন্ন হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে থাকে, দানবসৈন্য সমুদায়ও সেইরূপ প্রদ্যুম্নের ভয়ে ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। শোণিতাক্তবাস্ত্রা মুক্তকেশ বিবর্ণা দৈত্যসেনা রজলা যুবতীর ন্যায় আত্মগোপন করিতে লাগিল। মন্মথ শরপীড়িতা কামিনী যেমন রতিসময়ে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর ক্ষণকালও তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করে না, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গৃহগমনে উৎসুক হয়, সেইরূপ দানবসেনা সকল কামদেব শরে ব্যথিত হইয়া ভীতচিত্তে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

১৬৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শম্বর মহাক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সারথে! শীঘ্র রথ লইয়া শত্রু সন্মুখে স্থাপন কর। ঐ দুরাত্মা অপ্রিয়কারী শত্রুকে আমি এখনই শরনিপাতে নিহত করিব। সারথি স্বামিবাক্য শ্রবণমাত্র স্বর্ণালঙ্কারভূষিত ঋক্ষগণকে চালিত করিল। প্রশ্ন সেই রথ আসিতেছে দেখিয়া প্রফুল্ললোচনে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণ খচিত বাণ সন্ধান করিলেন এবং শম্বর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সেই শরক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। দেবশত্রু শম্বর সেই প্রহারে হৃদয়ে ব্যথিত হওয়াতে অবসন্ন ও অবশেষে বিচেতন হইয়া রথশক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া ধনুগ্রহণপূর্ব্বক বিষম ক্রোধে একেবারে নিশিত সপ্তশর নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্নও সপ্ত শর প্রয়োগ করিয়া ঐ শরমধ্য পথেই ছেদন করিলেন এবং একেবারে শাণিত সপ্ততি শরে তাহাকে নিপীড়িত করিলেন। পরক্ষণেই আবার ক্রোধবশতঃ পর্ব্বতোপরি ধারাবর্ষণের ন্যায় তাহার উপর অজস্র শত সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই শরনিকরপাতে দিক্‌বিদিক্‌ সমুদায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন দিনকরও আর লক্ষিত হয় না। অনন্তর শম্বর বৈদ্যুতাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার সমুদায় অপসারণপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের রথোপরি শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। হে রাজন্‌! প্রদ্যুম্নও লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক আনতপর্ব্ব স্বীয় শরদ্বারা তদীয় অস্ত্র সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণতনয় কর্ত্তৃক ঐ রূপ শরবর্ষ ব্যর্থ হইল দেখিয়া কালরূপী শম্বর মায়াবলে এক একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ আনিয়া প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রদ্যুম্ন সেই বৃক্ষ আসিয়া পতিত হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই আগ্নেয় অস্ত্রপ্রভাবে আপতিত বৃক্ষ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন দৈত্যপতি পর্ব্বতন্ত্র পরিত্যাগ করিল। প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা উহা উৎসারিত করিয়া দিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে মহাপ্রতাপশালী দেশশত্রু শম্বর এক অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি করিল। ঐ মায়াবলে প্রদ্যুম্নের রথের উপর অসংখ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, তরঙ্গু, বানর, বারিদ তুল্য হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন গান্ধার্ব্বাস্ত্র দ্বারা

ঐ সমুদায় জীবাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মায়া বিফল করিয়া দিলেন। সে মায়াও ব্যর্থ হইল দেখিয়া শম্বর ক্রোধান্ধ হইয়া অন্য এক মায়ার সৃষ্টি করিল। এই মায়া বলে উদ্ভিন্নদন্ত যষ্টি বৎসর বয়স্ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তির সৃষ্টি হইল। ঐ হস্তিবৃন্দে মহামাত্র সকল অধিরূঢ় ছিল। উহারা রণমদগর্ব্বিত হইয়াই যেন আগমন করিতে লাগিল। তখন কমল লোচন কৃষ্ণতনয় উহা মায়াময়ী সৃষ্টি বুঝিতে পারিয়া স্বয়ংও সিংহীমায়ার অবতারণা করিলেন। ধীমান্ রুক্মিণীতনয়ের এই মায়াময় সিংহসৃষ্টিতে সূর্য্যোদয়ে রজনীর ন্যায় সমস্ত মায়া তিরোহিত হইয়া গেল। হস্তিমায়াও নিহত হইল দেখিয়া দানবের আর এক নূতন মায়ার সৃষ্টি করিল। ঐ মায়ার নাম সম্মোহনী। পূর্ব্বে ময়দানব এই মায়ার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিল। বীর্য্যবান্ কামদেব সংজ্ঞা দ্বারা উহার নিরাকরণ করিলেন। তদ্দর্শনে শম্বর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীমায়ার অবতারণা করিলেন। প্রতাপশালী রুক্মিণীতনয় সিংহগণকে আসিতে দেখিয়া গান্ধর্ব্বাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শরভী মায়ার সৃষ্টি করিলেন। বায়ু যেমন জলধরগণকে অপসারিত করে তদ্রূপ এই দংষ্ট্র নখায়ুধ বলোন্মত্ত অষ্টাপদ শরভগণ সিংহ সমূহকে বিদ্রাবিত করিল।

মহারাজ! সিংহীমায়াও বৃথা হইল দেখিয়া শম্বর চিন্তা করিতে লাগিল কিরূপে ইহাকে বিনাশ করিব? হায়! আমি এই দুরাত্মাকে শৈশবাবস্থায় নিহত না করিয়া কি মূর্খতাই করিয়াছি! এখন দুর্ম্মতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কৃতাস্ত্র হইয়াছে। এখন ইহাকে রণস্থলে কিরূপে নিহত করিব? তবে আমার নিকট এক অতি ভীষণ সর্প মায়া বিদ্যমান আছে। ঐ মায়াবলেই এই দুরাত্মা মায়াবী দগ্ধ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই মায়া অসুরঘাতী দেবদেব মহাদেব আমায় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে সেই আশীবিষসঙ্কুল মহামায়ারই সৃষ্টি করি। তাহা হইলেই দুরাত্মা নিহত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অসুররাজ শম্বর সর্পমায়ার সৃষ্টি করিল। সর্পগণ রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত প্রদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিল। বৃষ্ণিকুমার আপনাকে নাগপাশে বদ্ধ দেখিয়া সর্পকুলনাশিনী সৌপর্ণী মায়ার স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিবামাত্র সুপর্ণ আসিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবিষ সর্প সমুদায় তিরোহিত হইয়া গেল। তখন সর্পমায়াও ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া দেবতা ও অসুরগণ সকলেই একবাক্যে প্রদ্যুম্নকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! হে বীর রুক্মিণীতনয়! তুমিই সাধু, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি এই দুর্জ্জয় মায়াকে অনায়াসে দূরীকৃত করিলে। এই জন্য আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

এদিকে সর্পমায়াও বিফল হইল দেখিয়া শম্বর পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিয়া স্থির করিল, কালদণ্ড স্বরূপ হেমভূষিত আমার যে মুদগর আছে, তাহাই ইহার বিনাশার্থ প্রয়োগ করি। মুদগর কি দেব, কি দানব, কি মনুষ্য, কোথায়ও প্রতিহত হইবার নহে। পূর্ব্বকালে ভগবতী পার্ব্বতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমায় এই মুদগর প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস শম্বর! তুমি এই হেমভূষিত মুদগর গ্রহণ কর। ইহা আমি অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া লাভ করিয়াছিলাম। মায়ান্তকরণ নামক এই অস্ত্র সর্ব্বদৈত্য বিনাশ করিতে সমর্থ। আমি ইহারই দ্বারা অতি ভীষণ মহাল নাগবিহারী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে সগণে বিনাশ করিয়াছিলাম। প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি ইহার প্রয়োগ করিবে। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অতএব আমি শত্রু বিনাশার্থ সেই মুদগরশ্রেষ্ঠকে

প্রয়োগ করিব। এই সময় দেবরাজ শম্বরের হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া নারদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, নারদ! তুমি শীঘ্র প্রদ্যুম্নের রথে গমন কর। গমন করিয়া ঐ মহাবাহুকে পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া দেও এবং শম্বর বিনাশার্থ অসুরসূদন প্রদ্যুম্নকে অভেদ্য কবচ ও বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান কর।

নারদ দেবরাজকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া সত্বর তথায় গমন করিলেন এবং আকাশপথে থাকিয়া মকরকেতনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কুমার! দেখ, আমি দেবর্ষি নারদ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। দেবরাজ আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি পূর্ব্ববৃতান্ত স্মরণ কর, ইহাই তাহার বিজ্ঞাপ্য। তুমি পূর্ব্বজন্মে কামদেব ছিলে; হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া অনঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াহ। সম্প্রতি বৃষ্ণিবংশে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে প্রখ্যাত হইয়াছ। তুমি জন্মপরিগ্রহ করিলে সপ্তম রাত্রিতে শম্বর তোমায় সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। তৎকালে তোমার পিতা ভগবান কেশব দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এই শম্বরের বধ কামনায় এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শম্বরভার্য্যা যে মায়াবতীকে দেখিতেছ, ইনিই তোমার পূর্ব্বতনী কল্যাণী ভার্য্যা রতি। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত তিনি শম্বরগৃহে বাস করিয়াছেন। তিনি স্বীয় দুহিতা মায়াকে গৃহে রাখিয়া দুরাত্মাকে মুগ্ধ করিবার জন্যই তৎকালে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। অতএব হে বীর! তুমি এই সমুদায় স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা শম্বরকে বিনাশপূর্ব্বক ত্বদীয় ভার্য্যা মায়াবতীসমভিব্যাহারে সত্বর দ্বারকায় প্রস্থান কর। এই মহাপ্রভ কবচ ও বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ কর। দেবরাজ ইহা সংগ্রহ করিয়া তোমায় দিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, এতত্ভিন্ন আমি তোমায় আর একটি কথা বলিতেছি নির্ভয়চিত্তে উহার প্রতিপালন করিবে। এই দেবশত্রু শম্বর সম্প্রতি তোমার প্রতি যে মুদগর নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, উহা অতি ভয়ানক। পার্ব্বতী প্রীত হইয়া সর্ব্বশত্রুবিনাশন ঐ মুদগর শম্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন। কি দেব, কি দানব, কি মনুষ্য কেহই উহার নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। ঐ অস্ত্র প্রতিঘাতের নিমিত্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিবে। রণোৎসাহীমাত্রেই ইহার প্রশমনের নিমিত্ত দেবীকে স্তব ও প্রণাম করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন উহার শান্তির আর কোন উপায়ই নাই। ঘোর শত্রু সম্মুখে উপস্থিত, এখন তুমি সমরে যত্নবান হও। আমি চলিলাম; এই কথা বলিয়া মহর্ষি নারদ ইন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

১৬৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শম্বর মহাক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুদ্গর গ্রহণ করিল। মুদ্গর গ্রহণ করিবামাত্র তদীয় প্রভাপটলে যেন দ্বাদশসূর্য্য সমুদিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বত সমুদায় বিচলিত, পৃথিবী কম্পিত, সাগর উন্মার্গগামী, দেবগণ ক্ষুব্ধ হইল। গৃধ্রকুল আকাশপথে চক্রাকার ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঘন ঘন উল্কাপাত ও রুধিরবর্ষণ আরম্ভ হইল। পবন প্রতিকূল বেগে বহিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন এই সমুদায় দুর্নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে শঙ্করপ্রিয়া দেবী পার্ব্বতীকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং

অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে দেবি কাত্যায়নি! তুমি কার্ত্তিকেয়জননী; তুমি ত্রিলোকমায়া, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। তুমি শক্রবিনাশিনী, তুমি গৌরী ও গিরিশগেহিনী, তোমাকে নমস্কার। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনী, তুমি সর্ব্বলোকের কালরাত্রি, তুমি কুমারী, তুমি কান্তারবাসিনী দেবী, আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করি। তুমি বিন্ধ্যকামিনী, তুমি দুর্গতিনাশিনী, তুমি রণদুর্গা, তুমি রণপ্রিয়া, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি অপরাজিতা, তুমি শক্রতাপনী, তুমি ঘন্টাহস্তা, তুমি ঘণ্টামালায় আবৃতা, তুমি ত্রিশূলধারিণী, তুমি মহিষাসুরঘাতিনী, তুমি সিংহবাহিনী তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সিংহকেতনা, তুমি একানংসা, তুমি যজ্ঞসৎকৃতা গায়ত্রী, তুমিই বিপ্রগণের সাবিত্রীরূপা, অতএব তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার। হে দেবি! তুমি আমাকে এই দুর্জ্জয় সংগ্রামে রক্ষা কর এবং বিজয় দান কর।

মহারাজ! কামদেব এইরূপে স্তবপাঠ করিলে দেবী পার্ব্বতী উহা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস রুক্মিণীনন্দন! এই দেখ আমি আসিয়াছি। হে মহাবাহো! এক্ষণে বরপ্রার্থনা কর, আমার দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না। প্রদ্যুম্ন ভগবতী পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভীপ্সিত বর প্রদান করুন। হে বরদে! আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন সমস্ত অরিমণ্ডলের মধ্যে আমার জয় হয় এবং আপনি শম্বরকে যে ঘোরতর মুদ্গর প্রদান করিয়াছেন। উহা যেন আমার গাত্রে সংস্পর্শ হইলেই পদ্মমালার আকার ধারণ করে। তখন দেবী তথাস্তু বলিয়া বরপ্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে কামদেবও হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রথে পুনরায় আরোহণ করিলেন।

এই সময়ে মহাবীর্য্য শম্বর মহাক্রোধে সেই ভীষণ মুদ্গর ঘূর্ণিত করিতে করিতে প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিল। মুদ্গর কন্দর্পের সন্নিধানে আসিয়া পদ্মমালার ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন প্রদ্যুম্ন নক্ষত্রমালা পরিবৃত তারাপতির ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া কৃষ্ণতনয়ের অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে রুক্মিণী তনয় কামদেব নারদ হইতে লব্ধ বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধনুতে সন্ধানপূর্ব্বক কহিলেন, 'শর! যদি আমি রুক্মিণীর গর্ভে মহাত্মা কেশবের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি সময় ভূমিতে শম্বরকে নিহত কর'। এই কথা বলিয়া মহামনা প্রদ্যুম্ন শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ক্রবাদগণের হর্ষবর্দ্ধন সেই বাণ প্রভামণ্ডল বিস্তার করিয়া যেন লোকত্রয় দগ্ধ করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে শম্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। দানবের শরীরে মাংস, শোণিত অস্থি চর্ম্ম ও স্নায়ুর আর কিছুই রহিল না। সমস্তই অস্ত্রতেজে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মহাকায় দুরাত্মা দানব এইরূপে নিহত হইলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিপ্রচিত্তি ও তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবরাজ প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত তদুপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপে দৈত্যপতি শম্বর মধুমথনতনয় প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক সমরভূমিতে বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে দেবগণের রিপুভয় অপগত হইল। তখন তাঁহারা মকরকেতনের অশেষবিধ প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। এদিকে কন্দর্পও প্রিয়তমা কান্তার ন্যায় শ্রীলাভ করিয়া সেই সমরক্লান্ত বেশেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১৬৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! এই কালান্তক সদৃশ শম্বর সময়ে তাদৃশ পরাক্রান্ত, রণদুর্জ্জয় ও অসামান্য মায়াভিজ্ঞ ছিল, কিন্তু রণপণ্ডিত প্রদ্যুম্নের হস্তে তাহার সমস্ত বিক্রম ও মায়া বিফল হইয়া গেল। অষ্টমী তিথিতে রণস্থলে তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল। প্রদ্যুম্ন ঋক্ষবন্ত নগরে থাকিয়া এইরূপে ভীমবিক্রম শম্বরকে নিহত করিয়া মায়াবতী সমভিব্যাহারে আকাশপথে পিতৃ ভবনে যাত্রা করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই সেই কেশবপালিত দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া মায়াবতী সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে পিতার অন্তঃপুরে অবতীর্ণ হইলেন। কেশবমহিষীগণ তাঁহাকে রতিসহচর কন্দর্পের ন্যায় সহসা আসিতে দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত, হৃষ্ট ও ভীত হইলেন। এবং উভয়েরই তাদৃশ অলৌকিক শরীরকান্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিতান্ত বিনীত ও একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ক্রমশঃ সকলেরই হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। এই সময়ে পুত্রশোকাতুরা রুক্মিণী তাঁহাকে দেখিয়া পুত্রলালসায় অভিভূত হইয়া বাষ্পকুললোচনে সপত্নীগণের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ, আমি কল্য নিশার শেষ ভাগে স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন কংসারি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া শীতরশ্মির ন্যায় শুভ্রবর্ণ অতিসুন্দর মুক্তাহার আমার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। পরক্ষণেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুচারুকেশা শুক্লাম্বর বিভূযিতা কোন কামিনী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পদ্মহস্তে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া সুশীতল সলিল আনয়নপূর্ব্বক আমায় স্নান করাইয়া দিলেন এবং পরম সুন্দর পদ্মময়ী মালা হস্তে করিয়া মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আমার গলদেশে সেই মালা অর্পণ করিলেন। সখীজন সমক্ষে এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবী রুক্মিণী কুমারের প্রতি সস্পৃহ লোচনে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘায়ু কন্দর্পতুল্য রূপবান প্রিয়দর্শন যাহার পুত্র সেই কামিনীই ধন্যা। বৎস! তোমাকে পুত্রলাভ করিয়া কোন রমণী এই সংসারে যথার্থ ভাগ্যবতী হইয়াছেন? কি জন্যই বা সভার্য্য হইয়া তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? হায়! যদি নিষ্ঠুর বলীয়ান কৃতান্ত হরণ না করিত তবে আমার প্রদ্যুম্নও এতদিন এই বয়সে উত্তীর্ণ হইয়া ঠিক এইরূপই হইত। আমার মনে হইতেছে তুমি অবশ্যই বৃষ্ণিকুমার হইবে। এ অনুমান আমার মিথ্যা হইবার নহে। আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমাতে একমাত্র চক্রচিহ্ন ব্যতীত আর সমস্ত চিহ্নই বিদ্যমান আছে। প্রভু নারায়ণের ন্যায় তোমার বদন, কেশ ও কেশপ্রান্ত আর তোমার ঊরুদেশ, বক্ষ ও হস্তদ্বয়ও আমার শ্বশুর হলধারীর ন্যায়। তোমার শরীর প্রভায় যেন সমস্ত বৃষ্ণিবংশ উজ্জল

করিতেছে। বৎস! তুমি কে? কি আশ্চর্য্য তোমায় দেখিয়া যেন নারায়ণের অপর এক দিব্য মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এই সময় কৃষ্ণ নারদমুখে শম্বরের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন বধূ মায়াবর্তী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিবামাত্র পরমাহ্লাদ সহকারে রুক্মিণীকে কহিলেন, দেবি! ইনি তোমার সেই ধনুর্দ্ধারী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্ন। ইনি মায়াযুদ্ধবিশারদ শম্বরকে বিনাশ করিয়া তাহার যে মায়াবলে দেবগণকে নিপীড়িত করিত, সে মায়া বিফল করিয়া দিয়াছেন। আর এই সাধুশীলা কামিনী তোমার তনয়ের ভার্য্যা। ইনি মায়াবতী নামে খ্যাত হইয়া শম্বরের পত্নীরূপে তাহারই গৃহে বাস করিতেন। বস্তুত ইনি শম্বরের পত্নী ছিলেন না। পূর্ব্বকালে মন্মথ হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়া অনঙ্গতা প্রাপ্ত হইলে কামপত্নী রতি শম্বরকে মায়ারূপে মুগ্ধ করিয়া তথায় বাস করিতেন মাত্র। কখন শম্বরকে ভজনা করেন নাই। ইনি আমার পুত্রের পত্নী, তোমারও পুত্রবধূ। ইনি আমার লোক রমণীয় পুত্রের সাহায্য করিবেন; বহুকাল পরে আমার সেই অপহারিত পুত্র পুনরায় গৃহে আসিআছে, এক্ষণে তোমার সেই পুত্র ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে গৃহে প্রবেশিত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন দেবী রুক্মিণী কৃষ্ণের নিকট এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন, আহা! আজ আমি ধন্য হইলাম, আমার বীরপুত্র গৃহে আগমন করিয়াছে। বহুকাল হইল আমি পুত্রকে হারাইয়াছিলাম; আজ আমার সেই পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়কেই লাভ করিলাম। ইহাদের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া আমার জন্মসার্থক ও মনোরথ পূর্ণ হইল। বৎস! এস বধূর সহিত গৃহ প্রবেশ কর। এই সমস্ত বাক্য শ্রবণমাত্র প্রদ্যুম্ন পিতা মাতা ও বলদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। অনন্তর বাসুদেব পুত্রকে রুক্মিণী পুত্রবধুকে লইয়া আলিঙ্গনপুর্ব্বক আনন্দভরে উভয়ে উভয়ের মত আঘ্রাণ করিলেন। পরে অদিতি যেমন শচী ও ইন্দ্রকে গৃহে প্রবেশিত করেন, দেবী রুক্মিণীও সেইরূপ বধুর সহিত পুত্রকে গৃহে প্রবেশিত করিলেন।

১৬৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময় বলদেব অতি অদ্ভুত আহ্নিকমন্ত্র সমুদায় কীর্ত্তন করেন। ঐ মন্ত্র সন্ধ্যাকালে জপ করিলে সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়া আত্মার পবিত্রতা লাভ করিতে পারা যায়। বলদেব ঐ মন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পরে ভগবান্ বাসুদেব, ধর্ম্মার্থী মুনিগণও ঐ মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থলে আমি উহার উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

হে সুরাসুরগুরো! জগৎপতে ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে রক্ষা কর। ওঙ্কার, বষট্কার, সাবিত্রী, বিধিত্রয়, সাঙ্গোপাঙ্গ, ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ববেদ, পুরাণ, ইতিহাস, খিল, অখিল, অঙ্গ, উপাঙ্গ ও ব্যাখ্যান সকল আমায় রক্ষা করুন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, সত্ত্ব, রজ ও তম, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, অন্যান্য বায়ু সকল যাহাতে এই জগৎ আয়ত্ত রহিয়াছে; মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি

মহর্ষিগণ কশ্যপাদি চতুর্দ্দশ মুনি আমাকে রক্ষা করুন। দশ দিক্ নরনারায়ণ দেব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, হ্রী স্ত্রী লক্ষ্মী স্বধা মেধা তুষ্টি পুষ্টি স্মৃতি ও ধৃতি; অদিতি, দিতি, দনু ও সিংহিকা প্রভৃতি দৈত্যমাতৃগণ;হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, শ্বেত, ঋষভ, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, বৈদুর্য্য, সহ্য, উদয়, মলয়, সুমেরু মন্দর, দর্দুর, ক্রৌঞ্চ, কৈলাস ও মৈনাক প্রভৃতি ভূধর সকল আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তদেব বাসুকি, বিশালাক্ষ তক্ষক এলাপত্র শুক্তিকর্ণ কম্বল অশ্বতর হস্তিভদ্র পিঠরক কর্কোটক ধনঞ্জয় পূরণক করবীরক সুমনাস্য দধিমুখ শৃঙ্গারপিণ্ড ত্রিলোক মণিনাগ নাগরাজ অধিকর্ণ হারিদ্র এবং অন্যান্য নাগগণ আর যাহাদের নামোল্লেখ করা হইল না তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। চার সমুদ্র সরিদ্বরা গঙ্গা সরস্বতী চন্দ্রভাগা দেবিকা ইরাবতী, বিপাসা শরযূ যমুনা কুল্মাষী রথোষ্মা বাহুদা হিরণ্যদা প্লক্ষা ইক্ষুমতী বৃহদ্রথা চর্ম্মণ্বতী বধূসরা এবং অন্যান্য উত্তরপথগামিনী নদী সমুদায় সলিল দ্বারা আমায় অভিষিক্ত করুন। সিপ্রা চর্ম্মণ্বতী মাহী শুভ্রবতী বেণ্বা গোদাবরী সীতা কাবেরী কোঙ্কণাবতী কৃষ্ণবেণ্বা শুক্তিমতী তমসা পুষ্পবাহিনী তাম্রপর্ণী জ্যোতিরথা উৎপলা উড়ুম্বরাবতী বৈতরণী নর্ম্মদা বিদর্ভা বিতস্তা ভীমরথী এলা মহানদী কালিন্দী গোমতী আর যেসকল দক্ষিণাপথগামিনী নদী অকীর্ত্তিত রহিল তাহারা এবং শোননদ ইহাঁরা সকলেই সলিলসেক দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। সিন্ধু বেগবতী বনমালিকা পূর্ব্বভদ্রা অপরভদ্রা নির্ম্মলা বরদ্রুমা বেত্রবতী প্রস্থাবতী লুণ্ঠনদী সরস্বতী মিত্র ইন্দুমালা মধুমতী উমা গুরুনদী বিমলোদকা বাপী বিমলা, বিমলোদা মত্তগঙ্গা পয়স্বিনী এই সমুদায় এবং অন্যান্য পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তিনী নদী সমুদায় সলিলসেকে আমায় অভিষিক্ত করুন। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যিনি পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, যাঁহাকে মহাদেব মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি আমার পাপ সমুদায় দগ্ধ করুন। প্রভাস প্রয়াগ নৈমিষ পুষ্কর তঙ্গাতীর্থ কুরুক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র গৌতমাশ্রয় রামহ্রদ বিনশন রামতীর্থ গঙ্গাদ্বার কনখল যেখানে সোমদেব বিরাজ করিতেছেন, কপালমোচন তীর্থ বিখ্যাত জম্বুমার্গ, সুবর্ণবিন্দু কণকপিঙ্গল পুণ্যাশ্রম বিভূষিত দশাশ্বমেধিক বদরিকাশ্রম, ইহা নারায়ণের আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফল্গুতীর্থ ভদ্রবটতীর্থ পুণ্যতম লোকামুখ গঙ্গাসাগর মগধদেশীয় তপোদ ও গঙ্গোদ্ভেদ, মহর্ষিসেবিত এই সকল তীর্থ এবং যে সকল তীর্থ অকীর্ত্তিত রহিল ঐ সমুদায় তীর্থ সলিল দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করুন। ধর্ম্ম অর্থ কামযশ শম দম বরুণাংশ পর্জ্জন্য যম নিয়ম কাল লয় সন্নতি ক্রোধ মোহ ক্ষমা ধৃতি বিদ্যুৎ মেঘ সমুদায় প্রমাদ ও উন্মাদরূপধারিণী ওষধি যক্ষ শিপাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ চারণ রাত্রির খেচর প্রিয়বিগ্রহ লম্বোদর ও পিঙ্গাক্ষ প্রভৃতি দংষ্ট্রিগণ পর্জ্জন্যসহকৃত মরুগণ নক্ষত্র গ্রহগণ শিশিরাদি ঋতু সকল মাস অহোরাত্র সূর্য্য চন্দ্রমা আমোদ প্রমোদ প্রহর্ষ শোক ক্রোধ তম তপ সত্য শ্রুতি সিদ্ধি স্মৃতি, রুদ্রাণী ভদ্রকালী ভদ্রষষ্ঠী বারুণী ভাসী কালিকা শণ্ডিলী আর্য্যাকুহূ সিলীবালী ভীমা বেত্রবতী রতি একানংশ কুষ্মাণ্ডী দেবী কাত্যায়নী লোহিত্যায়নমাতা দেবকন্যাগণ এবং দেবপত্নী গোলন্দা আমাকে সবান্ধবে রক্ষা করুন। যাহাদের আভরণ ক্রিয়াকলাপ ও আকার ইঙ্গিত নানাপ্রকার যাহারা নানাদেশে বিচরণ করেন, যাহারা নানাপ্রকার অস্ত্রে শস্ত্রে বিভূষিত, যাহাদের মেদ মাংস মজ্জা ও মদ্য প্রভৃতিতে বিলক্ষণ অভিরুচি, যাঁহাদের মুখ মার্জ্জার ব্যাঘ্র হস্তী ও সিংহ কঙ্ক বায়স গৃধ্র ও ক্রৌঞ্চের ন্যায়, সর্প যাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত চর্ম্মবসন পরিধান যাঁহাদের

মুখমণ্ডল শোণিতাক্ত চক্ষু রক্তবর্ণ খর ও ভেরীধ্বনির ন্যায় কণ্ঠরব, যাঁহার ক্রোধ ও মৎসরতায় পরিপূর্ণ অতি রমণীয় প্রাসাদমধ্যে যাঁহারা সতত বাস করেন, যাঁহারা মত উন্মত প্রমত্ত ও হাস্যমুখ, যাঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, যাঁহাদের কেশরাশি পিঙ্গল ছিন্ন উর্দ্ধোত্থিত কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ, যাঁহাদিগের শরীরে অযুত হস্তী ও বায়ু সদৃশ বল বিদ্যমান আছে, যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ একহস্ত কেহ এক পাদ কেহ এক লোচন কাহার আনন সর্ব্বদা কম্পিত, কাহার এক পুত্র, কাহার দুই পুত্র, কাহার বা বহুপুত্র, কেহ মুণ্ডনপ্রিয়, কেহ মুখমণ্ডী, কেহ বিড়ালী, কেহ পূতনা, কেহ গন্ধপূতনা, কাহারও নাম শীত, কাহারও নাম বাত, কাহার নাম বেতালী, কাহার নাম রেবতী, কাহার নাম গ্রহ, কেহ হাস্যপ্রিয়, কেহ ক্রোধপ্রিয়, কেহ বসন প্রিয়, কেহ প্রিয়ম্বদ, কেহ সুখপ্রসাদা, কেহ সুখপ্রদা, কেহ ব্রাহ্মণপ্রিয়, কেহ রাত্রিচরী, কেহ বা পর্ব্বদিবসে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে ভালবাসেন, সেই সকল মাতৃগণ পুত্রের ন্যায় নিয়ত আমাকে রক্ষা করুন। যাহারা পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, যাহারা রুদ্রদেবের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, যাঁহারা কুমার কার্ত্তিকেয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বিষ্ণু শরীর হইতে সমুৎপন্ন, যাঁহারা মহাবীর্য্য, মহাবল, ভীষণ মূর্ত্তি ও দর্পান্ধ; যাঁহারা ক্রুদ্ধ ক্রূরস্বভাব ও সুরবিগ্রহকারী; যাঁহারা রাত্রিচর, কেশরী, দংষ্ট্রী ও যুদ্ধপ্রিয়; কেহ লম্বোদর, কেহ স্থূল জঘনশালী, কাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; যাহাদের হস্তে শক্তি ঋষ্টি শূল পরিঘ প্রাস চর্ম্ম অসি পিণাক বজ্র মুষল ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় যাহাদের একান্ত প্রিয়; যাঁহারা দণ্ডী কুণ্ডী শূর ও জটামুকুটধারী; যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গকুশল, যাঁহারা নিয়ত যজ্ঞোপবীত, ব্যাল ও কুণ্ডলধারী; যাঁহারা নানাবিধ বস্ত্র পরিধান এবং বিচিত্র মালা ও অনুলেপন ধারণ করিতেছেন; যাঁহাদের মুখ গজ অশ্ব উষ্ট্র ঋক্ষ মার্জ্জার সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় এবং বরাহ উলূক গোমায়ু মৃগ আখু ও মহিষের ন্যায়; যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বামনাকৃতি কেহ বিকটাকৃতি, কেহ কুব্জ কেহ ভীষণ মূর্ত্তি কেই ছিন্নকেশা; আর যাহাদের মধ্যে শত সহস্র জন সহস্র জটাধারী; কেহ কেহ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কেহ বা সূর্য্য কান্তি, কেহ মেঘবর্ণ কেহ বা নীলগিরির ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়াছে; কেহ একপাদ, কেহ দ্বিপাদ, কেহ দ্বিশির কেহ মাংসবিহীন, কেহ তালজঙ্ঘ, কেহ বা ব্যাদিতানন হওয়াতে ভীষণ মূর্ত্তি হইয়াছে। যাঁহারা বাপী তড়াগ কূপ সমুদ্র সরোবর শ্মশান শৈল মহীরুহ অথবা শূন্যাগারে বাস করেন ঐ সমুদায় গ্রহগণ আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন।

মহাগণপতি নন্দী, মহাবল মহাকাল, মহেশ্বর ও বিষ্ণুশরীর সমুৎপন্ন ভয়াবহ জ্বরদ্বয়, গ্রামমণ্ডল, গোপাল, ভৃঙ্গরীটি দেব বামদেব, ঘণ্টাকর্ণ করন্ধম, শ্বেতমোদ, কপালী, জম্ভক, শত্রুতাপন, মজ্জন, উন্মজ্জন সন্তাপন, বিলাপন, নিজঘাস, ঘস, তৃণাকর্ণ, প্রশোষণ, উল্কামালী, ধম ধম. জ্বালাজিহ্ব, প্রমর্দ্দন, সংঘট্টন সংকুচন, কাষ্ঠভৃত, শিবঙ্কর, কুষ্মাণ্ড, কুম্ভমূর্দ্ধা, রোচন, বৈকৃত, অনিকেত, সুরাবিঘ্ন, শিব, অশিব, ক্ষেমক, পিশিতাশী, মুরারিলোচন, ভীমক, গ্রাহক, উগ্রময়, অর্য্যকনামা উপগ্রহ, নামক গ্রহ চপল, লোমবেতাল, তামস, সুমহাকপি, হৃদয়োদ্বর্ত্তন, চণ্ড, কুণ্ডাশী, কঙ্কণপ্রিয়, হরিশ্মশ্রু প্রভৃতি গ্রহগণ এবং মন ও মারুতসম বেগশালী গরুড়তনয়গণ, পার্ব্বতীর ক্রোধসম্ভূত গণপতিগণ, যাঁহারা শক্তিমান, দ্যুতিমান, বেদপরায়ণ, সত্যসন্ধ, সমরাঙ্গণে শত্রুহন্তা এবং যাঁহারা দিবারাত্রি দুর্গে বসতি করেন ও যাঁহাদের গুণ সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অকীর্ত্তিতও আছে তাঁহারা সগণে

আমায় রক্ষা করুন। নারদ, পর্ব্বত, গন্ধর্ব্বগণ, অঙ্গরোগণ, পিতৃগণ, কারণ, কার্য্য, আধি, ব্যাধি, অগস্ত্য, গালব, গার্গ্য, শক্তি, ধৌম্য, পরাশর, কৃষ্ণাত্রেয়, ভগবান অসিত দেবল, অনল, বৃহস্পতি, উতথ্য, মার্কণ্ডেয় শ্রুতশ্রবা, দ্বৈপায়ন, বিদর্ভ, জৈমিনি, মাঠর, কঠ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, মহর্ষি লোমশ, উতঙ্ক, রৈভ্য, পৌলোম, দ্বিত, ত্রিত, কালবৃক্ষীয়, মেধাতিথি, সারস্বত, যবক্রীত, কুশিক, গৌতম, সম্বর, ঋষ্যশৃঙ্গ, স্বস্ত্যাত্রেয়, বিভাণ্ডক, ঋচীক, জমদগ্নি, তপোনিধি ঔর্ব্ব, ভরদ্বাজ, স্থূলশিরা, কশ্যপ, পুলহ, ক্রতু, বৃহদগ্নি, হরিশ্মশ্রু, বিজয়, কণ্ব. দীর্ঘতপা বৈতণ্ডী, বেদ, অংশুমান্, শিব, শুনঃশেক, শুনঃপুচ্ছ, শুনোলালুল, অষ্টাবক্র, দধীচি, শ্বেতকেতু, উদ্দালক, ক্ষারপাণি, শৃঙ্গী, গৌরমুখ অগ্নিবেশ্য, শমীক, প্রমুচু, মুমুচু প্রভৃতি মুনিগণ এবং ব্রতধারী অন্যান্য যে সকল মুনিগণের নাম অকীর্ত্তিত রহিল সেই শরলাশয় শ্লাঘাস্পদ শান্ত মুনিগণ সর্ব্বদা আমার শান্তিবিধান করুন। অগ্নিত্রয়, বেদত্রয়, বিদ্যায়, কৌস্তুভ মণি, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, বৈদ্য ধন্বন্তরী, অমৃত, গো, সুবর্ণ, দধিগৌর সর্ষপ, গৌরাঙ্গী মনস্বিনী কন্যা, শ্বেতছত্র, যব, অক্ষত, দুর্ব্বা, হিরণ্য, গন্ধ, বালব্যজন, অপ্রতিহত চক্র, মহোক্ষ, চন্দন, বিষ শ্বেতবৃষভ, মত্তকরী, সিংহ ব্যাঘ্র, গিরি, পৃথিবী, লাজ, ব্রাহ্মণ, মধু, পায়স, স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত্ত, প্রিয়ঙ্গব, শ্রীফল, গোময়, মৎস্য, দুন্দুভি, পটহ নিস্বন, ঋষিপত্নী, কন্যাগণ, সুন্দরধনু, বোচনা, রুচক, নদীসমুদায়ের সঙ্গমোদক, সুপর্ণগণ, শতপত্র, চকোর, জীবজীবক, নন্দীমুখ, ময়ুর, হীরক, মুক্তা, মণি ও ধ্বজ ইহারা আয়ুষ্কর মঙ্গলকর ও কার্য্যসিদ্ধিকর।

মহারাজ! পুর্ব্বে বলদেব আয়ু শ্রী ও বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া এই সমস্ত স্তোত্র ক্লেশাপহারক মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ, শ্রবণ অথবা পর্ব্বে পর্ব্বে স্নান করিয়া জপ করিবেন, তাঁহার বধ, বন্ধনক্লেশ, শোক কিম্বা পরাভব কদাচ হইবে না। তিনি ইহলোকে পরমসুখ লাভ করিয়া পরলোকে সদগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই পবিত্র বেদ সম্মত স্বর্গপ্রদ বহুপুত্রজনন শুভকর স্তোত্র মানবগণের পক্ষে কীর্ত্তিকর, আয়ুবর্দ্ধন ও জ্ঞানপ্রদ। অতএব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

১৬৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে আত্মঘাতী শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে হরণ করে সেই দিন হইতে এক মাসের মধ্যেই জাম্ববতীর গর্ভে মহাত্মা শাম্বের জন্ম হয়। মহাবীর বলদেব এই শাম্বকে বাল্যাবস্থা হইতেই অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। যাদবগণ ইহাকে দ্বিতীয় বল দেব বলিয়া গণনা করিতেন। শাম্ব জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণ কুশলিনী দ্বারকাপুরীতে অমরা বতীনিবাসী দেৱগণের ন্যায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি তৎকালে দ্বারকার সৌভাগ্য সন্দর্শনে ইন্দ্রও ঈর্ষাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। নৃপতিবর্গ জনার্দ্দনের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর কিছুকাল পরে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধনের যজ্ঞ উপলক্ষে নানাদিগ্‌দেশ হইতে রাজন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সমবেত নরপতিগণ দূতমুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং তিনি স্বজন পরিবৃত হইয়া সাগর মধ্যস্থিত দ্বারকাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছেন

শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সকলে তথায় গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় দুর্য্যোধনাদি এবং পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ভূপালগণ পাণ্ড্য চোল কলিঙ্গ বাহ্লিক দ্রাবিড় খশ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসমভিব্যাহারে গোবিন্দ বাহুবলপালিতা দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রৈবতক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত স্থান সমুদায় মনোনীত করিয়া স্ব স্ব শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কমললোচন কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রধান প্রধান যাদবগণ সমভিব্যাহারে নরপতিগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া শরৎকালীয় শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর যদুনন্দন সমুদায় রাজন্যগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক যথাযোগ্য বিবিধ আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং কাঞ্চনময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাস্থল যাদবগণ ও অন্যান্য নরপতিগণে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তৎকালে ব্রহ্মসদনস্থ সুরাসুর পরিবৃত দেবসভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পরস্পর নানাপ্রকার কথা প্রসঙ্গ করিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঘোরতর বায়ু মেঘ সমুদায়কে চালিত করিয়া বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও বঘ্রাঘাতও আরম্ভ হইল, ভীষণ শব্দে মেঘ সমুদায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই জটাজুট মৌলি বীণাপাণি সাক্ষাৎ হুতাশন তুল্য তেজঃপুঞ্জ কলেবর ইন্দ্রসুহৃৎ মহর্ষি নারদ সেই দুর্দ্দিন ভেদ করিয়া নৃপতিসভায় অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইবামাত্র সেই দুর্দ্দিনলক্ষণ অদ্ভুত মেঘবৃন্দ সমস্ত অপসারিত হইল। মহর্ষি তখন নৃপসাগরমধ্যবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরুষোত্তম! দেবগণের মধ্যে তুমিই আশ্চর্য্য বস্তু; তুমিই ধন্য। হে মহাবাহো! তোমার সমান জগতে আর কেহ নাই। নারদ এই কথা বলিলে প্রভু কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি দক্ষিণাদ্বারাই আশ্চর্য্য ও ধন্য হইয়াছি। মহর্ষি নারদ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! যথেষ্ট হইয়াছে; আর কথার প্রয়োজন নাই, আমি এখন চলিলাম। অনন্তর তপোধন নারদ প্রস্থানোনমুখ হইলে ভূপালগণ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাত্মন! মহর্ষি নারদ আপনাকে আশ্চর্য্য ও ধন্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন আপনিও উহার উত্তর প্রদানস্থলে দক্ষিণাসহকারে আশ্চর্য্য ও ধন্য হইলাম বলিয়া বাক্যশেষ করিলেন কিন্তু আমরা উহার কিছুমাত্র মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলাম না। যদি উহা আমাদের শ্রোতব্য হয় তবে আমরা উহার মর্ম্মাবগত হইতে অভিলাষ করি।

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, অবশ্যই আপনাদের শ্রবণ করিবার অধিকার আছে; মহর্ষি নারদ আপনাদিগকে এবিষয় শ্রবণ করাইবেন। এই কথা বলিয়া তিনি নারদকে কহিলেন, তপোধন! আপনি যাহা কহিলেন এবং আমি উহার যাহা প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম এ উভয়ের তাৎপর্য্যার্থ আপনিই নরপতিগণকে বুঝাইয়া দিউন।

নারদ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাঞ্চনময় অতি সুন্দর পীঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া নরপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সমাগত ভূপালগণ! আমি আপনাদিগের এ প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি একদা গঙ্গাতীরে ত্রিসন্ধ্যার স্নানার্থী হইয়া বিচরণ করিতেছিলাম, এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হইয়া সূর্য্য সমুদিত হইলে দেখিতে পাইলাম গিরি শিখরাকৃতি কপালদ্বয় সমাযুক্ত, ক্রোশদ্বয় পরিমিত দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ বিস্তৃত চার চরণযুক্ত আর্দ্র পঙ্ক ও গজচর্ম্মের ন্যায় রাশীকৃত

শৈবাল-সমাবৃত-দেহ এক কূর্ম্ম সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। আমি সেই জলচরকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলাম, কূর্ম্ম! তোমার শরীর অতি আশ্চর্য্য অতএব আমার মতে তুমিই ধন্য, কেন না তুমি ঈদৃশ কপালদ্বয়ে সমাবৃত হইয়া নিঃশঙ্কহৃদয়ে জলমধ্যে বিচরণ করিতেছ, আর কাহাকেও তোমায় গ্রাহ্য করিতে হয় না।

কূর্ম্ম আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুষ্য বাক্যে কহিল, বিভো! আমি কিরূপে আশ্চর্য্য বা ধন্য হইলাম? এই গঙ্গাই ধন্য, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যতম আর কি আছে? কারণ ইহাতে আমার মত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

তখন আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গঙ্গা সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলাম, হে সরিদ্বরে! তুমিই ধন্যা। তুমি যখন এইরূপ মহাকায় অসংখ্য জীবে উপশোভিত হইয়া তাপসকুলের আশ্রম সমুদায়ের রক্ষাবিধানপূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিতেছ তখন তোমা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর জগতে কি আছে? গঙ্গা আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া কহিলেন, দেবগন্ধর্ব্ববাসবপ্রিয় নারদ! হে কলহপ্রিয়! তুমি আমায় কিসে ধন্য বা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিলে? এই জগতে সমুদ্রই ধন্য ও আশ্চর্য্য। কারণ উহাতে আমার মত শত শত অতি বিস্তীর্ণ নদী প্রবাহিত হইয়া পতিত হইতেছে। তখন আমি ঐ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার বাক্যশ্রবণ করিয়া সমুদ্রসমীপে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে মহার্ণব! তুমিই আশ্চর্য্য এবং তুমি ধন্য। কেন না তুমি এই সমস্ত সলিলরাশির আকর। আর এই সমুদায় লোকপ্রশংসিত জগৎপূজিত নদী সমুদায় বারিপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া তোমাতে নিপতিত হইতেছে।

সমুদ্র আমার এই বাক্য শ্রবণে জলতল উদ্ভেদপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমি ধন্য বা আশ্চর্য্য কিছুই নহি। হে মুনে! আমি যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, এই পৃথিবীই ধন্য ও আশ্চর্য্য। উহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। সমুদ্র বাক্যে আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ধরিত্রী সন্নিধানে গমন করিলাম। অনন্তর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, অয়ি বসুন্ধরে! তুমি সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তিনিদান অতএব তুমিই ধন্য। তোমার ক্ষমা অতি আশ্চর্য্য, এই ক্ষমাগুণে তুমি চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছ। ক্ষমাগুণশালী মুনিগণ তোমাতে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, অতএব তুমি আশ্চর্য্য। তখন পৃথিবী আমার এই স্তুতিবাক্যে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ধৈর্য্য পরিহারপূর্ব্বক আমায় কহিলেন, হে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত কলহপ্রিয় নারদ! আমি ধন্য বা আশ্চর্য্য কিছুই নহি। এই ধারণ শক্তি আমার কিছুই নাই। আমার এই ধৃতি পরকীয়া, স্বকীয়া নহে। যে সকল পর্ব্বতগণ আমাকে ধারণ করিতেছে তাহারাই ধন্য এবং সেই জগতের সেতুভূত ভূধরগণই আশ্চর্য্য। অতঃপর আমি পর্ব্বতগণের সন্নিধানে গমন করিলাম। গিরিবরদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, ভূধরগণ! দেখিতেছি, তোমরাই ধন্য। কারণ এই পৃথিবীতে তোমরাই নিত্য, কাঞ্চন, অত্যুত্তমরত্ব বিশেষতঃ ধাতু সমুদায়ের তোমরাই একমাত্র আধার। অতএব তোমরা ভিন্ন আশ্চর্য্য বস্তু আর কি আছে? স্থাবর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতগণ আমার এই বাক্য শবণ করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে আমায় কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আমরা ধন্য নহি,

চমৎকারিত্বও আমাদের কিছু নাই। যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, দেব লোকের মধ্যে সেই প্রজাপতিই শ্রেষ্ঠ।

তখন আমি সর্ব্বলোকপ্রভাব অব্যয় লোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি নিশ্চয় করিলাম এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর পাইব এবং এই স্থানেই আমার প্রশ্নের শেষ হইবে ভাবিয়া কমলযোনি চতুর্ম্মুখ দেব স্বয়ম্ভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলাম, হে সর্ব্ব দেবপ্রভো! আপনি সর্ব্ব জগতের গুরু, সুতরাং একমাত্র আপনিই ধন্য ও আপনিই আশ্চর্য্য। আপনার সমান জগতে আর কিছুই নাই। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আপনা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। দেব দানব মনুষ্য এবং ইন্দ্রিয়াত্মক ভূতগণ প্রভৃতি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ সমুদায়ই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনিই দেবগণের সনাতন দেবতা, আপনা হইতে সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে।

তদনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে কহিলেন, নারদ! তুমি আমাকে ধন্য ও আশ্চর্য্য বলিতেছ কেন? বেদ সমুদায়ই পরম আশ্চর্য্য ও ধন্য। তত্ত্বার্থদর্শী ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব নামক যে বেদ চতুষ্টয় এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছে, যাহাতে যথার্থ সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমাকে সেই সত্যময় বলিয়া জানিবে। বেদ সমুদায় আমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, আমিও তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি।

স্বয়ম্ভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বেদগণের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলাম, বেদগণ! তোমরাই ধন্য, পবিত্র ও আশ্চর্য্যতম। ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, এই জন্যই প্রজাপতি বলিয়াছেন তোমরাই বিপ্রগণের আধার। কি শ্রুতি কি তপস্যা তোমাদিগের হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে।

তখন বেদগণ আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, নারদ! আমরা শ্রেষ্ঠ নহি, অস্মৎপরায়ণ যজ্ঞ সমুদায়ই ধন্য ও আশ্চর্য্য। যজ্ঞের নিমিত্তই বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যজ্ঞই আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আমরা স্বাধীন নহি। ব্রহ্মা হইতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিতে পারে কিন্তু যজ্ঞ আমাদের হইতেও শ্রেষ্ঠ।

এই কথা শুনিয়া আমি গৃহস্থগণের অগ্নি সমক্ষে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞগণকে কহিলাম, হে যজ্ঞগণ! তোমাদিগেরই যথার্থ অত্যুৎকৃষ্ট তেজ দেখিতে পাইতেছি। ব্রহ্মা ও বেদ সমুদায় বলিয়াছেন, এই জগতে তোমাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠতর আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছু নাই। অতএব তোমরাই ধন্য। তোমরা দ্বিজাতিগণের স্ববংশীয়। এই জন্যই তোমাদিগের হইতে অগ্নি সমুদায় তৃপ্তিলাভ করেন। অগ্নি হইতে যজ্ঞাংশ লাভ করিয়া ত্রিদশগণ তৃপ্ত হন। মহর্ষিগণও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমি এই কথা বলিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমুদায় আমায় কহিলেন, মুনে! তুমি যে আশ্চর্য্য ও ধন্য শব্দ আমাদিগের উপর প্রয়োগ করিলে, পরম পুরুষ বিষ্ণুই উহার যথার্থ পাত্র। তিনিই আমাদের এক মাত্র গতি। আমরা অগ্নিতে আহুত যে আজ্যাদি ভোজন করিয়া থাকি, উহা সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আমি এই কথা শুনিয়া সেই বিষ্ণুকে অন্বেষণ করিবার

নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে দেখিলাম কৃষ্ণ আপনাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই সভায় বিরাজমান রহিয়াছেন।

হে ভূপালগণ! এই জন্যই আমি তোমাদের সভায় উপস্থিত হইবামাত্র জনার্দ্দনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি আশ্চর্য্য ও তুমিই ধন্য। কৃষ্ণও তাহার সমুচিত উত্তর প্রদান কয়িয়া আমার প্রশ্নের শেষ করিয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম দক্ষিণাসহকৃত বিষ্ণুই যজ্ঞসমুদায়ের গতি। সুতরাং কৃষ্ণ যে 'দক্ষিণা দ্বারা' এই মাত্র বলিয়াছেন, তাহাই আমার বাক্যের পর্য্যাপ্ত উত্তর। প্রথমে কূর্ম্ম যাহা বলিয়াছিল উহা পরম্পরায় এই সদক্ষিণ পরম পুরুষকে প্রতিপন্ন করিল। আপনারাও আমাকে যে বাক্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তাহাও কথিত হইল। আপনাদের মঙ্গল হউক আমি চলিলাম। এই কথা বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলে মহীপতিগণ বিস্মিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা যদুপতিও যাদবগণের সহিত স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

১৬৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি মহাবাহু জগতীপতি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। আমি সেই ধীমান মহাত্মা কৃষ্ণের চরিত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গোবিন্দ চরিত শতবর্ষ বলিলেও শেষ করিতে পারা যায়না। যাহা হউক তাঁহার অন্য একটি আশ্চর্য্য প্রভাব বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। শরশয্যাগত ভীষ্ম অর্জ্জুনকে ভগবান কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আদেশ করিলে গাণ্ডীবধন্বা রাজন্যগণ পরিবৃত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি একদা পরমাত্মীয় যাদবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দ্বারকায় গমন করিয়াছিলাম। তথায় ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতেছি। একদিন মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা মধুসূদন শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে একাহসাধ্য ব্রতানুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে এক ব্রাহ্মণ ভয়ালচিত্তে পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর বলিতে বলিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কহিলেন, হে বিভো! আপনি রক্ষাধিকারে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এক্ষণে আমায় পরিত্রাণ কর। যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনি রক্ষিত লোকের ধর্ম্মের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। বাসুদেব কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভয় নাই; আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি সত্য করিয়া বলুন আপনার ভয়ের কারণ কি? যতই দুষ্কর হউক না কেন, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্ম! যতবার আমার পুত্র জন্মে, ততবারই হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে তিনটি পুত্র হরণ করিয়াছে আপনি চতুর্থটিকে রক্ষা করুন। হে জনার্দ্দন! অদ্য আমার ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে, জাতমাত্রেই হরণ করিবে, অতএব

আপনি এই সময়ে উহার রক্ষাবিধান করুন। এবার যাহাতে আমার পুত্রটি আমি পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন। কৃষ্ণ তখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি অদ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিয়া কহিলাম, যদি অভিমত হয় তবে আমায় নিয়োগ করুন, আমি ব্রাহ্মণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিব। কৃষ্ণ আমার বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, পারিবে ত? এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। তখন তিনি আমায় লজ্জিত জানিয়া পুনরায় কহিলেন, যদি রক্ষা করিতে পার তবে তুমিই গমন কর। মহাবাহু রাম ও মহাবল প্রদ্যুম্ন ব্যতীত সমস্ত যাদব সৈন্য ও মহারথগণ তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক। তদনন্তর আমি যাদবসেনায় পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলাম।

১৭০তম অধ্যায়

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া বাহনদিগের বিশ্রামর্থ আদেশ প্রদান করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলাম। অতঃপর যখন সমস্ত সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করি, তখন নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইতে লাগিল। শকুনি ও মৃগগণ কর্কশস্বরে চতুর্দ্দিকে রব করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইল, পশ্চিমাকাশ জবাকুসুমবৎ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিলে দিবাকর নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। ভয়ানক উল্কাপাত আরম্ভ হইল, পৃথিবীও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। এই সমুদায় ভীষণ লোমহর্ষণ উৎপাত সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন আমি সৈন্যগণ ও যুযুধান প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলাম। সকলেই সুসজ্জিত হইয়া রথারোহন করিলে আমিও রথারোহণে বদ্ধপরিকর হইয়া অবহিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

অনন্তর নিশীথকাল অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ভয়বিহ্বলচিতে আমাদের নিকট আসিয়া কহিল, আপনারা সাবধান হইয়া অবস্থান করুন। এই আমার ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে, দেখিবেন যেন বঞ্চনা না করে। এই কথা বলিবার মুহূর্ত্তকাল পরেই ব্রাহ্মণের ভবনে ঘোর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। ঐ হরণ করিল ঐ হরণ করিল বলিয়া ভীষণ রোদনধ্বনি গৃহমধ্য হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আকাশ পথেও সদ্যোজাত শিশুর হুঁ হাঁ শব্দ শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলাম না। তৎকালে আমি বাণে বাণে সমস্ত আকাশ দিক বিদিক সমুদায় আচ্ছন্ন করিলাম কিন্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না, বালক অপহৃত হইল। তখন ব্রাহ্মণ নিতান্ত আর্ত্তস্বরে আমায় যৎপরোনাস্তি কটুক্তি দ্বারা ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণ স্তম্ভিত ও আমি হত চৈতন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। তখন ব্রাহ্মণ আমায় তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "বলে ছিলি আমি রক্ষা করিব; বিলক্ষণ রক্ষা করিলি। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই কেবল অমিতপরাক্রম কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হইয়া এত দূর স্পর্দ্ধিত হইয়াছিস্। যদি গোবিন্দ স্বয়ং আসিতেন তবে কখনই এ অত্যাহিত ঘটিতে পারিত না। রে মূঢ়! রক্ষা করিতে পারিলে

যেমন রক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ হয়, তেমনি রক্ষা করিতে না পারিলেও তাহার অধর্ম্মের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। তুই বলিয়াছিলি রক্ষা করিব, কৈ রক্ষা করিতে পারিলি না? ধিক্ তোর গাণ্ডীবকে, ধিক তোর বীর্য্যকে, ধিক তোর যশকে।”

আমি তখন ব্রাহ্মণকে আর কোন কথাই না বলিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ উদ্দেশে দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলাম। লজ্জা ও শোকে আমার হৃদয় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ছিল। বারবতীতে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ আমাকে তাদৃশ লজ্জিত ও শোক সন্তপ্ত দেখিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান ও ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া দারুককে কহিলেন, সুগ্রীব, শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বযোজনা করিয়া রথ আনয়ন কর। অনন্তর রথ সজ্জিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ, আমি ও ব্রাহ্মণ এই তিন জনে তাহাতে আরোহণ করিলাম। তখন কৃষ্ণ দারুককে নামাইয়া আমায় কহিলেন, তুমিই সারথ্য কর। অনন্তর আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলাম।

১৭১তম অধ্যায়

অর্জ্জুন পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তদনন্তর আমরা কত শত পর্ব্বতমালা, নদ নদী ও বন অতিক্রম করিয়া অবশেষে মকরালয় সমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। তখন জলনিধি স্বকীয় দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, প্রভো! কি করিতে হইবে আমায় আজ্ঞা করুন। মহামতি জনার্দ্দন সমুদ্রের পূজা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নদীপতে! তুমি আমার রথবর্ত্ম প্রদান কর। সমুদ্র এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রভো! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অগাধ করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে যদি আপনি আমার মধ্য দিয়া পথ গ্রহণ করেন তবে অন্যেও সেই পথে গমন করিবে। বিশেষতঃ জপমোহিত রাজন্যবর্গ আমায় কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহারা সেই পথে গমন করিতে আরম্ভ করিবেন। অতএব এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহারই আজ্ঞা করুন।

অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, সাগর! তুমি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং আমার অনুরোধে আমার বাক্য প্রতিপালন কর। আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন সমুদ্র কহিলেন, প্রভো! আমি অভিসম্পাত ভয়ে নিতান্ত ভীত হই, অতএব আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহাই স্বীকার করিলাম। আপনি এই ধ্বজসুশোভিত রথ লইয়া সারথির সহিত যে পথে গমন করিবেন আজ্ঞা করুন, আমি তাহার জল শোষণ করিতেছি। কৃষ্ণ কহিলেন, সাধো! আমি তোমাকে পূর্ব্বে বরপ্রদান করিয়াছি যে, তোমার জল কদাচ শুষ্ক হইবে না, নরলোকের মধ্যে কেহই তোমার রত্ন সঞ্চয় জানিতে নিতে পারিবেন না। অতএব তুমি জলস্তম্ভন কর, আমি তদ্দারা রথ লইয়া গমন করিব। তাহা হইলে কোন মনুষ্যই তোমার রত্নের পরিমাণ করিতে পারিবেন না।

তখন সাগর তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনে স্বীকার করিলে আমরা সেই ভাস্বর মণিবর্ণ স্তম্ভিত জলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। ক্ষণকালমধ্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ

হইয়া উত্তরকুরুপ্রদেশ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রম করিলাম। অনন্তর জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজত পর্ব্বত, মহামেরু, কৈলাস ও ইন্দ্রকুট নামক সপ্ত পর্ব্বত বিবিধ অদ্ভুত মূর্ত্তি বর্ণ ও রূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমরা কি করিব আজ্ঞা করুন। মধুসূদন সেই সমাগত পর্ব্বতগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, পর্ব্বতগণ! আমরা তোমার গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব, অতএব আমার রথ গমনের পথ প্রদান কর। তাঁহারা যে অজ্ঞা বলিয়া আমাদের অভিমত পথ প্রদানপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। অবিলম্বেই আমরা গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম, ক্রমে অন্ধকার আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। আর কিছুই লক্ষিত হয় না। সূর্য্য যেমন মেঘমধ্যে অতি কষ্টে গমন করেন, আমাদের রথও সেইরূপ গাঢ় তিমিররাশি মধ্যে কষ্টে সৃষ্টে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম অন্ধকার গাঢ় হইয়া পঙ্কীভূত হইয়াছে। অশ্বগণ অতি কষ্টে রথ বহন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বোধ হইতে লাগিল তিমিররাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। তখন আমাদের অশ্বের গতিও রোধ হইল। মহারাজ! এই সময়ে ভগবান কৃষ্ণ চক্র দ্বারা সমস্ত অন্ধকার বিপাটিত করিয়া আমাদিগকে আকাশ ও অত্যুৎকৃষ্ট রথবর্ত্ম প্রদর্শন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্ধকার দর্শনে আমার মনে যে ভয়সঞ্চার এবং চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে অপসারিত হইল। অনন্তর দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে আকাশপথে তেজঃপ্রজ্জ্বলিত এক প্রকাণ্ড পুরুষবিগ্রহ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণ উহা অবলোকন করিবামাত্র সেই তেজঃ সাগরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সেই স্থানেই রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলাম। মুহুর্ত্তকাল পরেই মহাপ্রভাবশালী কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের অপহৃত পুত্র চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে ঐ চারিটিই প্রদান করিলেন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপহৃত তিন এবং সদ্যোজাত পুত্রকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। আমিও যৎ পরোনাস্তি প্রীত ও বিস্মিত হইলাম।

হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর আমরা যে পথে গমন করিয়াছিলাম ব্রাহ্মণের পুত্র কয়েকটা লইয়া সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারকায় আসিয়া দেখিলাম তখনও বেলা দুই প্রহর অতীত হয় নাই। তদ্দর্শনে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর বিস্মিত হইলাম। মহাযশা কৃষ্ণ সপুত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দিতমনে প্রস্থান করিলেন।

১৭২তম অধ্যায়

অর্জ্জুন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ ঋষিকল্প বহুশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া আরব্ধ ব্রত সমাপন করিলেন। পরে তিনি স্বয়ংও বৃষ্ণিগণ, ভোজগণ ও আমার সহিত একত্র ভোজন করিয়া বিবিধ বিষয়ের কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তখন অবসর বুঝিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম এবং যে সমুদায় অদ্ভুত বিষয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কহিলাম, হে কমললোচন! আপনি কিরূপে সেই অগাধ সমুদ্রের জলস্তম্ভন করিলেন? কি রূপেই বা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রথের পথ সৃষ্টি করিলেন? কিরূপে তাদৃশ নিবিড় অন্ধকার বিপাটিত করিয়া আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিলেন? কি রূপেই বা সেই ভীষণ তেজঃপুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন? প্রভো! ব্রাহ্মণের পুত্রচতুষ্টয় জাতমাত্রেই তিনি কি জন্য তাহাদিগকে অপহরণ করিয়াছিলেন, আর এরূপ দীর্ঘ পথকেই বা আপনি কিরূপে তত সংক্ষিপ্ত করিলেন? এবং এত অল্পকালমধ্যে আমাদের যাতায়াত কিরূপে সম্পন্ন হইল? এই সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যে অতি মহৎ ব্রহ্মতেজোময় মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছ, তিনি আমারই দর্শন পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ বালকগণকে হরণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কেবল ব্রাহ্মণের নিমিত্তই আমি তথায় গমন করিব। আর তাহার শরীর হইতে যে তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হইতেছিল উহা আমারই সনাতন তেজ। উহা আমারই স্থূল সূক্ষ্মময়ী সনাতনী প্রকৃতি। যোগিশ্রেষ্ঠগণ ঐ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! আমার সেই প্রকৃতিই আত্মতত্ত্ববিৎ যোগী ও তপস্বীদিগের গতি। সমস্ত জগৎ ঐ পরমব্রহ্ম পদকে ভজনা করিতেছে। আমাকেই সেই পরম তেজঃ বলিয়া জানিবে। যাহার জল স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই সমুদ্রও আমি, স্তম্ভনকর্ত্তাও আমি। তুমি যে বিবিধ বেশধারী সপ্ত পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়াছিলে তাহাও আমি। পঙ্কবৎ ঘোর তিমিরও আমি এবং তাহার বিপাটকও আমি। আমি ভূতগণের কাল, আমিই তাহাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। চন্দ্র, আদিত্য, মহী, শৈল, সরিৎ, সরোবর ও চতুর্দ্দিক এই সমস্তই আমার আত্মা। চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম; চতুর্বিদ্যাও আমা হইতে প্রসৃত হইয়াছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিবে সমস্ত বিষয়েরই একমাত্র আমিই কর্ত্তা।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবত্ হে সর্ব্বভূতেশ! তবে আমি আপনারই স্বরূপ জানিতে অভিলাষ করি। আমি আপনার নিতান্ত, শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। আপনাকে নমস্কার।

ভগবান্ কৃষ্ণ কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রাহ্মণ, আমিই তপস্যা, আমিই সত্য, আমিই উগ্র, আমিই বৃহৎ, আমিই অণু, আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার প্রিয়, সেই জন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, অন্য হইলে বলিতাম না। আমি যজুর্ব্বেদ, আমিই সামবেদ, আমিই ঋক্, আমি অথর্ব্ববেদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ঋষি দেবতা ও যজ্ঞ এ সমুদায়ই আমার তেজ। হে কৌন্তেয়! পৃথিবী, বায়ু,

আকাশ, জল ও তেজ; চন্দ্র, সূর্য্য, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও ঋতু; মুহূর্ত্ত, কলা, ক্ষণ, সম্বৎসর, বিবিধ মন্ত্র এবং যে কোন শাস্ত্র; বিদ্যা ও বেদিতব্য এ সমস্তই আমা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। হে ভারত! সৃষ্টি, প্রলয়, নিত্য অনিত্য ও নিত্যনিত্য এ সমস্তই আমারই স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, তদবধি আমার মন কৃষ্ণেতে সেই ভাবেই রহিয়াছে। আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তৎসমুদায়ই আপনাকে কহিলাম। আপনিও এই মহাপুরুষের কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহাত্মা জনার্দ্দনের আরও অনেক মাহাত্ম্য আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে পুরুষোত্তম গোবিন্দকে পূজা করিলেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং তথায় যে সমস্ত ভূপালগণ উপবিষ্ট ছিলেন সকলেই এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

১৭৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শুনিতে পাই ধীমান্ যদুসিংহের কর্ম্ম সমুদায় অপরিমেয়। অতএব হে মহামতে! আপনি তাঁহার যে সমুদায় অসাধারণ অত্যদ্ভুত অসংখ্য গুহ্য চরিত সর্ব্বথা পরিজ্ঞাত আছেন, যাহা শুনিতে শুনিতে আমার আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে তাহা আপনি পুনরায় বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি সেই অতুলবিক্রম উদারচেতা মহাত্মা কৃষ্ণের আশ্চর্য্য কর্ম্ম অনেকই কীর্ত্তন করিয়াছি, আর তাঁহার কার্য্য সমুদায় বলিয়াও শেষ করা নিতান্ত অসম্ভব, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

ধীমান যদুসিংহ দ্বারকায় বাসকালে অনেক প্রধান প্রধান ভূপালগণের রাজ্য সমুদায় কম্পিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যদুবংশের ছিদ্রান্বেষী বিচক্র নামক দানবকে নিহত করেন। মহাত্মা কেশব প্রাগজ্যোতিষনগরে গমন করিয়া দুর্দ্দান্ত শত্রু দুরাত্মা নরকাসুরকে শমন সদনের অতিথি করিয়াছিলেন। বাসবকেও রণে পরাভূত করিয়া বলপূর্ব্বক পারিজাত হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে ভগবান্ বরুণও লোহিত হ্রদে ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। কারুষ দন্তবক্র ইহার নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন। শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ হইলে পর কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মহারাজ! শোণিতপুরে বলিনন্দন সহস্রবাহু বাণভূপতি সাক্ষাৎ দেবদেব মহাদেবকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া বাস করিত। সে কেশবের নিকট পরাভূত হইয়া কেবল তাঁহার কৃপাবলেই প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। অগ্নিগণ পর্ব্বতের মধ্যে থাকিয়াও ইহাঁর হস্তে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন না। তিনি শাল্বকে পরাজিত, সৌভপতিকে নিপাতিত, সাগরকে বিক্ষোভিত, পাঞ্চজন্য বশীকৃত, হয়গ্রীবকে নিহত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কত শত মহাবল নরপতিবর্গ যে তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। জরাসন্ধের নিধনে অনেক ভূপতি তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। তিনি একাকী মাত্র রথে থাকিয়া বহুসংখ্যক

ক্ষত্রিয়গণকে পরাভব করত গান্ধাররাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত শোকাকুল হইলে একমাত্র কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁরই সাহায্যে ইন্দ্রের খাণ্ডববন দগ্ধ হয়। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে যে গাণ্ডীব ধনু প্রদান করেন, তাহারও মূলীভূত কারণ কৃষ্ণ। এই মহাত্মাই ঘোর ভারতযুদ্ধের দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক যদুবংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভ কালে তিনি কুন্তী সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধাবসানে তোমার পুত্রগণকে পুনরায় তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব। তিনিই মহাযশস্বী রাজাকে ঘোর অভিসম্পাত ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। দুর্দ্দান্ত কালবনও ইহা হইতে নিধন প্রাপ্ত হয়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই মহাবীর্য্য বানর এবং জাম্ব যুদ্ধবিষয়ে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও ইহাঁর নিকট পরাস্ত হয়। মহামুনি সান্দীপনির পুত্র এবং তোমার পিতা ইহারা উভয়েই কৃতান্তের করকবলিত হইয়াও কেবল কৃষ্ণের প্রভাবলেই পুনরায় জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! এতড্ভিন্ন যে সমুদায় রাজা ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর রণভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তৎসমুদায় আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি।

১৭৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনার প্রসাদে ধীমান যদুসিংহের অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় পুনরায় শ্রবণ করিলাম। হে দ্বিজসত্তম! পুরাতত্ত্ববেত্তাদিগের আপনিই শ্রেষ্ঠ; আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। অতএব আপনি ইতঃপূর্ব্বে যে বাণরাজের কথা উল্লেখ করিলেন, এক্ষণে আমি তাহাই বিস্তারক্রমে শুনিতে অভিলাষ করি। এই মহাসুর বাণ কিরূপে দেবদেব মহাদেবের পুত্রত্ব লাভ করিল, আর কি জন্যই বা মহাত্মা প্রভু শঙ্কর স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করিতেন। শুনিতে পাই ভগবান্ কার্ত্তিকেয় প্রমথগণ সমভিব্যাহারে মহাসুর বাণের সহিত একত্র বাস করিতেন। এই বাণই অসামান্য বলশালী অসুরপতি বলির এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহার সহস্র বাহু ছিল, সেই সহস্র বাহুতে শত সহস্র অস্ত্রও ধারণ করিত। এবং ভীষণকায় শত শত মায়াভিজ্ঞ অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিত, সেই দুর্দ্দান্ত অসুর বাণকে বাসুদেব কিরূপে রণে পরাস্ত করিলেন, কিরূপেই বা সে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ হইয়া জীবমুক্তি লাভ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজি! অমিততেজা কৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে বাণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রণস্পর্দ্ধী মহাবল বলিপুত্র রুদ্র ও কার্ত্তিকেয়ের সহায়তা লাভ করিয়াও যেরূপে যে স্থানে কৃষ্ণের নিকটে পরাজিত হইয়া জীবমুক্তি লাভ করিয়া ছিল, মহাত্মা শঙ্কর সন্নিধানে যেরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিল এবং যে কারণে মহামতি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। একদা মহাবীর্য্য বলিপুত্র বাণ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, পার্ব্বতীনন্দন কুমার কার্ত্তিকেয় ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার শরীরকান্তিতে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে

অসুরপতি বাণ মনে মনে স্থির করিল আমিও যেরূপে পারি ভগবান বৃষভধ্বজের পুত্রত্ব লাভ করিব। এইরূপ স্থির করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার নিমিত্ত ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সে তপঃকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবশেষে স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া ফেলিল। তখন ভগবান পার্ব্বতীনাথ তাহার প্রতি নিতান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া পার্ব্বতীর সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মহাসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার তপস্যায় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন বাণ সনাতন দেবদেব মহেশ্বরকে নিবেদন করিল, প্রভো ত্রিলোচন! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমায় এই বর প্রদান করুন যেন আমি দেবী পার্ব্বতীর পুত্রত্ব লাভ করি। মহাদেব তাহার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভগবতীকে কহিলেন, দেবি! তুমি ইহাকে পুত্ররূপে প্রতিগ্রহ কর। এ তোমার কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ হইবে। কার্ত্তিকেয় অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে অগ্নিজাত রুধিরপুরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তথায় ইহার বাসস্থান হইবে। ঐ পুর পরম শোভাসম্পন্ন শোণিতপুর নামে অভিহিত হইবে। ইহাকে আমি স্বয়ং রক্ষা করিব, সুতরাং ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারিবে না। তদনন্তর সেই বাণ শোণিত নামক নগরে বাস করিয়া দেবগণের ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। পরে সেই সহস্রবাহু বাণ বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিরন্তর দেবগণের সহিত যুদ্ধ বাসনা করিতে লাগিল। এই সময়ে কুমার কার্ত্তিকেয়ও প্রীত হইয়া তাহাকে অগ্নিবর্ণ ধ্বজ এবং দীপ্ততেজা ময়ূরবাহন প্রদান করিলেন। সে মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সংগ্রামবলে কি দেবগণ কি গন্ধর্ব্বগণ কি যক্ষ কি পক্ষগগণ কেহই তাহার সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে পারিতেন না। মহাসুর বলির পুত্র ত্রিলোচন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত, সুতরাং সে দর্পান্ধ হইয়া বারম্বার যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও কিছুতেই তাহার তৃপ্তিলাভ হইত না। এক যুদ্ধের পরেই পুনরায় যুদ্ধের বাসনা করিত, অবশেষে সে মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিল, প্রভো! আমি আপনার প্রসাদে দেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুগণকে সসৈন্যে বহুবার পরাজিত করিয়াছি, যাহারা এই প্রদেশে আসিয়া পরমসুখে বাস করিতেছিল আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিয়াছি। এখন তাহারা আমার পরাজয় বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পুনরায় স্বর্গপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমিও যে আর যুদ্ধ করিতে পাই, তাহারও আশা নাই। যদি আমি যুদ্ধ করিতে না পাইলাম, তবে আর আমার জীবন ধারণের ফল কি? আমার বাহু সহস্রই বা কি করিবে? অতএব আপনি বলুন আমার আর যুদ্ধ পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার অনুরাগ নাই।।

ভগবান্ বৃষভধ্বজ দৈত্যপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস বাণ! যেরূপে তোমার সহিত পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইবে তাহা শ্রবণ কর। বৎস! তোমার ঐ সুবর্ণদণ্ডধ্বজ এখন স্বস্থানে স্থাপিত রহিয়াছে, উহাই যখন ভগ্ন হইয়া পড়িবে তখন তোমার যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইবে। বাণ এই কথা শুনিয়া মহা আনন্দে পুলকিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে প্রসন্ন বদনে মহাদেবের চরণে প্রণিপাত করিল এবং কহিতে লাগিল, ভগবন্! সৌভাগ্যক্রমেই আমি সহস্র বাহু ধারণ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্য বলেই

আমি আবার সহস্রলোচন দেবরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিব। এই কথা বলিতে বলিতে সেই শত্রুতাপন বলিপুত্রের গণ্ডস্থল আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে পাঁচ শতবার কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ মহাদেবকে পূজা করিয়া অবশেষে আনন্দে তাহার চরণে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহেশ্বর কহিলেন, বৎস! উঠ উঠ, তুমি তোমার বাহু সহস্র ও কুলের অনুরূপ যুদ্ধই প্রাপ্ত হইবে। হে বীর! তোমার সেই যুদ্ধ পৃথিবীতে অতুল্য বলিয়া গণনীয় হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে অসুরপতি বাণ আহ্লাদভরে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পূজা করিল এবং মহাদেবের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। স্বকীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে সেই বৃহৎ ধ্বজা রোপিত ছিল, তথায় উপবেশনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে কুণ্ড নামক অসুরকে আহ্বান করিয়া কহিল, অহে তোমাকে আমি একটী প্রিয় সংবাদ প্রদান করিব।

রাজন! কুষ্মাণ্ড এই কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ দুর্ম্মদ বাণকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আপনি আমাকে কি প্রিয়সংবাদ প্রদান করিবেন। হে দৈত্যপতে! আপনার নয়নদ্বয় যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। আপনার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, আপনি দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে কিম্বা মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের অনুগ্রহে কোন এক অনির্ব্বচনীয় বর লাভ করিয়া থাকিবেন। হে মহাসুর! অভীপিত কোন বস্তু আপনি অধিগত হইয়াছেন তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি কি শিতিকণ্ঠ মহাদেবের প্রসাদে এবং কার্ত্তিকেয়ের রক্ষাগুণে ত্রৈলোকের একাধীশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন? ভগবান্ নীলকণ্ঠও কি প্রীত হইয়া আপনাকে ঐ ত্রৈলোক্য রাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন? অথবা দেবরাজ ইন্দ্রই কি আপনার ভয়ে ভীত হইয়া পাতালে প্রস্থান করিল? কিম্বা দিতি সুতগণকে কি আর বিষ্ণু হইতে ভয় পাইতে হইবে না? যাহার চক্রভয়ে ভীত হইয়া দৈত্যগণ সলিল বাস আশ্রয় করিয়াছে, সেই শার্ঙ্গ গদাপাণি কৃষ্ণ সমরস্থলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে আর কি আমাদিগকে ভয় করিতে হইবে না? এখন হইতে কি দৈত্যগণ আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাতাল নিবাস পরিত্যাগ করিয়া বিবুধালয় আশ্রয় করিবেন? হে রাজন! আপনার পিতা বলি বিষ্ণুর পরাক্রমে অভিভূত হইয়া বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কি সলিলরাশি উদ্ভেদ করিয়া পুনরায় ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন? আমরা কি আবার সেই বিরোচননন্দন তোমার পিতাকে দিব্যমাল্য ও দিব্যবসন পরিধান করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন দেখিতে পাইব? পূর্ব্বে যে বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমে এই ত্রিজগতকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, যাহার স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষ শঙ্খধ্বনি শবণ করিয়া মহাসুরগণ দিগদিগন্ত আশ্রয় করিয়াছিল, সেই নারায়ণকে যুদ্ধে জয় করিয়া আমরা কি পুনরায় দেবগণকে বন্দীভাবে পুনরায় এই পুরে প্রত্যায়ন করিতে পারিব? অথবা বৃষভধ্বজ কি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন? সেই জন্যই কি আপনার হৃদয় ঈদৃশ উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতেছে? যাহা হউক আমার বোধ হইতেছে আপনি মহাদেবের প্রসাদে এবং কার্ত্তিকেয়ের অভিমতিতে আমাদের এই অধিষ্ঠানভূত সমস্ত জগতের একাধিপত্য লাভ করিয়া থাকিবেন।

মহারাজ বাগ্মিবর বাণ কুণ্ডের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, কুষ্মাণ্ড! আমি যখন বহুদিন অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও যুদ্ধ করিতে পাইলাম না, তখন হৃষ্টচিত্তে দেবদেব শিতিকণ্ঠ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, দেব! আমার যুদ্ধাভিলাষ নিতান্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব মনের প্রতিবর্দ্ধন কোন যুদ্ধ প্রাপ্ত হইব কি? এই কথা শুনিয়া সেই অরাতিঘাতী মহেশ্বর হাস্য করিয়া আমায় এই প্রিয় সংবাদ বলিয়া দিয়াছেন যে, বাণ! তুমি অচিরকাল মধ্যেই এক তুমুল যুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে। এই ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইয়া পড়িলেই সেই বিষম সমরের সময় উপস্থিত হইবে, এ কথাও বলিয়া দিয়াছেন। তদনন্তর আমি পরম প্রীতমনে ভগবান বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিয়া এই তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।

কুষ্মাণ্ড বাণ মহীপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার মুখে যাহা শুনিলাম উহা ত' শুভকর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। এইরূপে উভয়ে কথোপকথন করিতেছে, ইত্যবসরে সেই অত্যুচ্চ ময়ুরধ্বজ ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া অতিবেগে পতিত হইল। উন্নত ধ্বজ পতিত হইল দেখিয়া অসুরপতি বাণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন সে মনে করিতে লাগিল আর যুদ্ধের বিলম্বই নাই। কিন্তু এদিকে পৃথিবী বজ্রের আঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই বজ্রও ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া বিষম শব্দ করিতে লাগিল। বৃষদংশগণ চতুর্দ্দিকে গর্জন করিয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র শোণিতপুরের সর্ব্বত্র শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উল্কা সমুদায় সূর্য্যকে ভেদ করিয়া ধরণী তলে নিপতিত হইতে লাগিল। সহসা সহস্র সহস্র শোণিত ধারা চৈত্যবৃক্ষের উপরিভাগে পতিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন অসংখ্য তারাপাত আরম্ভ হইল। পর্ব্বদিন না হইলেও রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিল। প্রলয়কালের ন্যায় ঘোর শব্দ হইতে লাগিল। ধুমকেতু দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া সমুদিত হইল। নিরন্তর প্রবল বায়ু মহা বেগে বহিতে লাগিল। সূর্য্য সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইলে উহার প্রান্তভাগে শ্বেত ও লোহিত বর্ণে, স্কন্ধদেশ কৃষ্ণবর্ণে, পরিধি বিবিধ বর্ণে আচ্ছন্ন করিল, প্রভামণ্ডল বিদ্যুৎ সদৃশ হইয়া উঠিল। মঙ্গল গ্রহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া বক্রভাবে কৃত্তিকাতে উপস্থিত হইয়া যেন বাণের জন্মনক্ষত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিল। দানবকন্যাগণ পরম সমাদরে যাহার অর্চ্চনা করিত সেই বহুশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট চৈত্যবৃক্ষও ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপ বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও বলমদোন্মত্ত বাণ কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। কিন্তু তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ মন্ত্রির কুষ্মাণ্ড বাণের ভাব দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, যে সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে, ইহা বাণের পক্ষে কদাচ শুভকর হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া উন্মনা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, বাণ! সহসা যে সকল উৎপাত উপস্থিত হইল দেখিতে পাইতেছ, ইহা তোমার পক্ষে কখনই শুভফলপ্রদ হইবে না। প্রত্যুত এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ তোমার রাজ্যনাশেরই কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি আমাদের রাজা, তোমার দুর্নীতিবশতঃ আমি এবং অন্যান্য মন্ত্রী, ভৃত্যগণ ও তোমার অনুগত জন সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শত্রু ধ্বজ তরুর যেরূপ পতন হইল এই অজ্ঞানবশতঃ রণাকাঙ্ক্ষী বৃথা হুঙ্কারকারী বাণেরও সেইরূপ অচিরে পতন হইবে। দেবদেব মহাদেবের প্রসাদে ত্রৈলোক্য জয় হইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু এখন যেরূপ দর্পান্ধ হইয়া

উঠিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বিনাশ হইবে দেখিতে পাইতেছি। বোধ হয় এই কারণেই এরূপ সময়ে বাণ প্রীতমনে দৈত্যকামিনীগণের সহিত মদ্য পান আরম্ভ করিল।

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে কুষ্মাণ্ড রাজভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং ঐ সকল উৎপাত দর্শনের ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল রাজা প্রমত্ত, দুর্ব্বুদ্ধি, তাহাতে আবার ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছেন সুতরাং এরূপ লোক যে দর্পান্ধ হইয়া যুদ্ধ বাসনা করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? অতএব বুঝিলাম, উপস্থিত মহোৎপাত সমুদায় যে ভয় সূচনা করিয়া দিতেছে ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ভগবান্ ত্রিলোচন ও কার্ত্তিকেয় ইহাঁরা উভয়েই এই নগরে বাস করিতেছেন, তাই বলিয়াই কি এই সকল দুর্নিমিত্ত অনিমিত্ত ঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আমাদের দোষ কি দোষ বলিয়াই গণ্য হইবে না? এই সকল দোষ নিশ্চয়ই আমাদের পরাভব করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। নৃপতির দোষে দানবগণও নিতান্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। যিনি দানবগণের সম্পূর্ণ প্রভু, ত্রিভুবনের অধীশ্বর সেই শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয় আমাদের এই নগরীতে বাস করিতেছেন, কার্ত্তিকেয় মহাদেবের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, বাণ তদপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তথাপি যখন বাণ কেবল স্বীয় মদমত্ততা প্রদর্শন করিবার জন্যই যুদ্ধবাসনা খ্যাপন করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিতে গিয়াছে, তখন আর কিছুতে রক্ষা নাই। কিন্তু যদি বিষ্ণুপুরোগামী ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেবের নিকট অভয় লাভ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, নতুবা মহাদেব ও কার্ত্তিকেয় সহায় থাকিতে বাণের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ হইবেন? ফলতঃ দেববাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত, এই যুদ্ধেই দৈত্যকুলেরও নাশ হইবে।

তত্ত্বদর্শী কুষ্মাণ্ড এইরূপে চিন্তাবিষ্ট হইলে তাহার কল্যাণময়ী বুদ্ধিতে নিশ্চয় করিলেন যাহারা দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই দৈত্যপতি বলিবন্ধনের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

১৭৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা প্রভু মহেশ্বর পার্ব্বতীসমভিব্যাহারে পরম রমণীয় নদী তীরে ক্রীড়া ও বিহার করিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিকে শত শত অপ্সরোগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় আসিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পারিজাত, সন্তানক এবং সর্ব্বঋতুসুলভ তীরস্থিত বনজাত কুসুমের সৌরভে সমস্ত তীরদেশ এবং আকাশ পর্য্যন্ত আমোদিত করিল। পার্ব্বতীনাথ সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্যসহকৃত অপ্সরোগণের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণও সূত মাগধদিগের ন্যায় স্তুতিপাঠ দ্বারা সেই শুভ্রকান্তি দিব্যমাল্যবিভূষিত রক্তাম্বর দেবদেব বরদাতা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবীর আজ্ঞানুসারে চিত্রলেখানাম্নী এক প্রধান অপ্সরা পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের মানভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে দেবী

ভগবতী ও অপ্সরোগণ হাস্য করিয়া উঠিলেন। অনন্তর ভূতনাথের পারিষদ্‌গণও পার্ব্বতীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি রহস্যপণ্ডিত পারিষদ মহাদেবের বেশ ধারণ করিয়া তাহার ভাবভঙ্গী দেখাইতে লাগিল এবং অপ্সরোগণও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবীর সমস্ত লীলা ও বদনভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী হাস্য করিয়া উঠিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে কিলকিল শব্দে বিষম হাস্য ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মহাদেবও অতুল আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

এইস্থলে বাণদুহিতা ঊষা পার্ব্বতী সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহাদিগের ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিতে ছিলেন। তিনি দেখিলেন দ্বাদশ আদিত্যসম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ মহাদেব দেবীর প্রীতি সাধনোদ্দেশে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা অবলোকন করিয়া ঊষা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহারা পতির সহিত সমবেত হইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ঊষা মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিলেও পর্ব্বতনন্দিনী উহা জানিতে পারিয়া এবং আন্তরিক ভাবও বুঝিয়া মধুরস্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎসে ঊষে! যেমন শত্রুতাপন ভগবান শঙ্কর আমার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তুমি অচিরাৎ এইরূপ পতিলাভ করিয়া তাহার সহিত এইরূপে ক্রীড়া করিতে পারিবে। তখন পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঊষা পুনরায় উদ্বেগাকুলনয়নে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কত দিনে আমি স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারিব? হিমালয়দুহিতা এবারেও তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, ঊষে! যৎকালে তুমি স্বামীর সংসর্গ লাভ করিতে পারিবে তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথিতে রাত্রিযোগে যখন তুমি হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে, সেই সময়ে যিনি তোমায় স্বপ্নবস্থায় সম্ভাষণ করিবেন তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। এই কথা শুনিয়া দৈত্যকন্যার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, তিনি তখন আনন্দোৎফুল্লনয়নে সখীগণে সমবেত হইয়া সহাস্যবদনে ক্রীড়া করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্নরকন্যা, যক্ষকন্যা, নাগকন্যা, দৈত্যকন্যা ও অপ্সরোদুহিতা ইহারা সকলেই ঊষার সখী ছিলেন। তাহারা দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে করতালি প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবীর বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, তিনি তোমার নিমিত্ত অচিরেই তোমার রূপ ও বংশানুরূপ পতি কল্পনা করিয়া দিবেন। ঊষা সখীদিগের ঐ সকল বাক্য সমাদরে গ্রহণ করিয়া মনে করিতে লাগিলেন সত্য সত্যই দেবী আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তদনন্তর নারীগণ সমস্ত দিন পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া ও বিহার করিয়া দিবাবসানে কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ নরযানে কেহ আকাশপথে সকলেই স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। দেবী পার্ব্বতীও তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ঊষা সখীগণে বেষ্টিত হইয়া হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন,এই সময়ে দেবী পার্ব্বতী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে সম্ভোগ করিলেন। এইরূপে সম্ভূক্ত হওয়াতে কুমারীভাব নষ্ট হইল দেখিয়া তিনি স্বপ্নাবস্থাতেই রোদন এবং হস্তাদি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরেই রোদন করিতে করিতে শোণিতাক্ত বসনে সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র ঊষা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিলেন। তখন চিত্রলেখানাম্নী কোন

সখী ঊষাকে এইরূপে রোরুদ্যমান ও ভয়বিহ্বলা দেখিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিল, ঊষে! ভয় নাই, ভয় নাই। সখি! কেন তুমি রোদন করিয়া উঠিলে? তোমার পরিতাপেরই বা কারণ কি? তুমি যে বলিতনয় বাণের দুহিতা। হে সুভ্রু! জগতে তোমার ত' কোন ভয়েরই বিষয় নাই। হে বামোরু! তোমার পিতা সমরে দেবগণেরও সাক্ষাৎ অন্তকস্বরূপ, ইহাতেও কি তোমার ভয় করা উচিত? তুমি সর্ব্বদা নির্ভয়ে থাকিবে। উঠ উঠ আর ওরূপে পরিতাপ করিও না। হে কল্যাণি! দৈত্যকুল-দেবতা তোমার মঙ্গল করুন। অয়ি বরাননে! কস্মিনকালেও তোমার এ গৃহে ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। সখি! তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, দেবরাজ , শচীপতি ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে কত বার তোমার পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। কৈ, কখন কি আমাদের নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছেন? তোমার পিতা দূর হইতেই তাঁহাকে পরাভূত করিয়া নিষ্কাসিত করিয়া দিয়াছেন। অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত বাণপুত্র শ্রীমান্ তোমার পিতাই দেবগণকে ভয়াকুল করিয়া রাখিয়াছেন।

সখী চিত্রলেখা এই সকল কথায় সান্ত্বনা করিলে যশস্বিনী বাণনন্দিনী ঊষা তাহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন সখি! বলিব কি? আমার যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আর ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে অভিলাষ করিতেছে না। এই কথা বলিয়া স্বপ্নবিবরণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় কহিলেন, সহচরি! বল দেখি, আমি এখন কিরূপে সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দেবশত্রু পরন্তপ আমার পিতাকে এই কথা বলিব? হায়! আমার মহাবীর্য্য পিতার নির্ম্মল বংশে আমিই কলঙ্কিনী হইয়া বংশদূষণী হইলাম। এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ, আর জীবনধারণের ফল কি বল। যদি স্বপ্নবস্থাতেই কোন অভিমত পুরুষের সহিত আমার সমাগম হইত, তাহা হইলে আমার তত আক্ষেপের বিষয় হইত না, কিন্তু আমি যখন জাগরিত হইয়া উঠিয়াছি তখন আমার এ দশা কে করিল? আমি কন্যা অবস্থায় এইরূপে ধর্ষিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করি। হায়! আমি এরূপ কুলাঙ্গার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম যে, আমাকে কুলকলঙ্কিনী হইয়া অবশেষে নিরাশ্রয় হইতে হইল? যে নারী সাধ্বীগণের অগ্রগণ্যা, তাঁহারই জীবন ধারণ সার্থক।

এইরূপে কমললোচনা ঊষা সখীগণে বেষ্টিত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সমাগত সখীগণ তাঁহাকে এইরূপে অনাথার ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া বাষ্পকুলিতলোচনে কাতরসুরে কহিতে লাগিল, দেবি! দূষিত মনে কোন কার্য্য করিলেই দোষ হইয়া থাকে, কিম্বা শুভাশুভের ফলভাগীও হইতে হয়। তুমি ত' তাদৃশ দুষ্ট মনে কিছুই কর নাই তবে কেন দোষ স্পর্শ হইবে? তোমার মন বিশুদ্ধ, তথাপি যদি স্বপ্নাবস্থায় উপভুক্ত হইয়া থাক তাহাতেও তোমার সতীব্রত ভঙ্গ হইতেছে না। ব্যভিচারদোষও তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে কল্যাণি! মর্ত্যলোকে স্বপ্নকৃত দোষ দোষই নহে। দেবি! ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বিপ্রশ্রেষ্ঠ বুধগণ বলিয়া থাকেন, যে নারী মন, বাক্য বিশেষতঃ কর্ম্ম এই তিনের দ্বারা দূষিত হন তাঁহারাই পাপীয়সী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। হে ভীরু! তোমার মনকেও কখনই কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইতে দেখি নাই, তুমি নিয়তই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছ। তবে কি জন্য তুমি দোষদুষ্টা হইবে? আমরা জানি তুমি সতী সাধ্বী শুদ্ধস্বভাবা এবং মনস্বিনী হইয়া যদি স্বপ্নবস্থায় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া থাক, তাহাতে তোমার ধর্ম্মলোপ হইতেছে না। অয়ি ভাবিনি! প্রথমে যাহার

মন দুষ্ট হইয়া পশ্চাৎ কার্য্যেও পরিণত করে, তাহারাই অসতীপদবাচ্য হইয়া থাকেন। তুমি সতী কুলকামিনী অসামান্য অবস্থায় উপনীত হইলে, তখন আর কাহার দোষ দিব একমাত্র কালই ইহার নিদান।

কুষ্মাণ্ডদুহিতা সেই রোরুদ্যমানা বাষ্পকুললোচনা ঊষাকে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বিশালাক্ষি! অয়ি বরাননে! তুমি আর শোক করিও না। তুমি নিষ্পাপই রহিয়াছ। আমার স্মরণ হইয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভাবিনি! তুমি একদা দেবদেব মহাদেব সন্নিধানে পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মনে মনে পতিসহচারিণী হইয়া ঐরূপে বিহার করিতে অভিলাষ করিয়া ছিলে, তৎকালে দেবী পার্ব্বতী তোমার হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া দেখ। তিনি তোয়ায় বলিয়াছিলেন বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে নিশাযোগে তুমি হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া স্বপ্নবস্থায় স্ত্রীধর্ম প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিয়া উঠিবে এবং তৎকালে শত্রুসন্তাপকারী বীর পতিও তোমার লাভ হইবে। দেবী তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াই এই বর প্রদান করিয়াছেন। তাহাই এক্ষণে অবিকল ঘটিয়াছে, তাহার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব হে ইন্দুনিভাননে! তবে তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ? সখীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবীর বাক্য স্মরণ হওয়াতে বাণপুত্রীর সমস্ত শোক অপনীত হইল এবং তাহার নেত্রদ্বয়ও তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, সখি! যৎকালে ভগবান পার্ব্বতীনাথ ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবী আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন তৎসমুদায়ই এখন আমার স্মরণ হইল। তিনি আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। সখি! যদি সেই শঙ্করগেহিনী ইহাঁকেই আমার পতিত্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে আমি কিরূপে ইহাকে জানিতে পারি, তুমি তাহার উপায় বিধান কর।

অর্থতত্ত্বচতুরা কুষ্মাণ্ডদুহিতা ঊষার বাক্যশ্রবণে পুনরায় কহিতে লাগিল, দেবি! তাঁহার কুল শীল অথবা পৌরুষ ইহার একটাও আমরা অবগত নহি। অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব পুরুষকে তুমি সুপ্তাবস্থায় একবার মাত্র দেখিয়াছ। হে ভীরু! তিনি ত' রতিতস্কর, আমরা তাহাকে কিরূপে জানিব? হে অসিতাপাঙ্গি! তুমি তাহার জন্য ব্যাকুল হইও না। সখি! যিনি স্বীয় বিক্রমে আমাদের এই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমায় সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি কখনই প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। আমাদের নগর অদ্বিতীয় শত্রুসংহারকারী বলিয়া জগতে বিখ্যাত। কি আদিত্যগণ কি বসুগণ কি রুদ্রগণ কি মহাবীর্য্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় যিনি যতই পরাক্রান্ত হউন না কেন এই শোণিতপুরে কাহার প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। যে অরিসূদন বাণ মহীপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া এই নগরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন তিনি যে শত শত গুণে অলঙ্কৃত তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অয়ি সুলোচনে! যে নারীর এরূপ যুদ্ধবিশারদ স্বামী হয় না তাহার জীবন বা ভোগসুখে প্রয়োজন কি? তুমি যখন দেবীর প্রসাদে তাদৃশ গুণশালী সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় পতি লাভ করিয়াছ তখন তুমিই ধন্য তুমিই বাস্তবিক পার্ব্বতীর অনুগ্রহের আস্পদ। এক্ষণে তিনি যাহার পুত্র এবং যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহার নামই বা কি এই সমুদায় যেরূপে জানিতে হইবে আমি তাহার উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা শুনিয়া

দানবনন্দিনী কহিলেন, সখি! তবে বল আমি কিরূপে ঐ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিব? সকলেই আত্মকার্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকেন সুতরাং আমি ত' এ বিষয়ে কিছু উপায় দেখিতেছি না। যাহাতে আমি জীবন প্রাপ্ত হইতে পারি তাহা তুমি চিন্তা করিয়া বল।

ঊষার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুষ্মাণ্ডদুহিতা পুনরায় সেই রোরুদ্যমান সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিশালাক্ষি! চিত্রলেখা নাম্নী অপ্সরা তোমার সখী। সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। অতএব তুমি তাহাকে শীঘ্র এই বিষয় বিজ্ঞাপন কর। তাহার অপরিজ্ঞাত বিষয় জগতে কিছুই নাই। কুষ্মাণ্ডতনয়া কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে ঊষা তখন হর্ষোৎফুল্লনয়নে প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে আনয়ন করিলেন। চিত্রলেখা প্রণয়বশতঃ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ঊষা কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত কাতর সূরে কহিতে লাগিলেন, সখি! আমি তোমাকে যাহা বলিব অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অয়ি কমললোচনে! যদি তুমি অদ্য আমার প্রাণপ্রিয় পদ্মপলাশলোচন মত্তমাতঙ্গবিক্রম কান্তকে আনিয়া দেও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে আমার এ জীবন বিসর্জ্জন করিব। চিত্রলেখা ইহা শ্রবণ করিয়া মৃদু মধুরবচনে ঊষার আনন্দোৎপাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি সুব্রতে! আমি ইহা কিরূপে জানিতে পারিব? সখি! তোমার হৃদয়াপহারকের কুল, শীল, বর্ণ, রূপ ও বাসস্থান ইহার আমি কিছুই অবগত নহি। তবে আমি বুদ্ধিবলে এই পর্য্যন্ত করিতে পারি যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাহারা প্রভাব, আভিজাত্য (কুলমর্য্যাদা) রূপ ও গুণে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মনুষ্যলোকেও যাহার লোকবিখ্যাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মধ্যে তোমার নিকটে উপস্থিত করিব। তুমি সেই সমুদায় আলেখ্যগত মহাত্মগণকে সন্দর্শন করিলেই তোমার কান্তকে চিনিতে পারবে। তখন তিনি আর আমাদিগের দুরধিগম্য হইতে পারিবেন না।

হিতচিকীর্ষু চিত্রলেখা এই কথা বলিলে ঊষাও তথাস্তু বলিয়া তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর সুন্দরী চিত্রলেখা লঘুহস্ততা নিবন্ধন সপ্তদিনের মধ্যেই সমস্ত আলেখ্য যথাযথ প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সমুদায় হস্তলিখিত চিত্রপট বিস্তারপূর্ব্বক সখী জনসমক্ষে প্রিয়সখী ঊষাকে সন্দর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ইহাঁরা দেশমধ্যে দানববংশের শ্রেষ্ঠ, ইহাঁরা কিন্নর, ইহাঁরা উরগ কুলোৎপন্ন, ইহাঁরা যক্ষ, ইহাঁরা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁরা গন্ধর্ব্ব, ইহাঁরা ভোগবিলাসী দৈত্যকুলোৎপন্ন বলিয়া বিখ্যাত এতদ্ভিন্ন যাঁহারা মর্ত্যলোকের মধ্যে বিশিষ্টতম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহারাও এই পটে চিত্রিত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই সমুদায় আলেখ্য দর্শন কর। আমি সকলকেই অবিকল চিত্রিত করিয়া আনিয়াছি। তুমি স্বপ্নে যাহাকে অবলোকন করিয়াছিলে যদি তিনি ইহাঁর মধ্যে থাকেন তবে তাঁহাকে বাছিয়া লও।

তদনন্তর মত্ত কামিনী ঊষা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেবগণ তদনন্তর দানব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকে অতিক্রম করিয়া পরে যদুবংশীয়গণকেও অতিক্রম করিলেন, অনন্তর যদুনন্দন ভগবান কৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে তৎসন্নিহিত মহামতি অনিরুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তিনি বিস্মিত হইয়া উৎফুল্লনয়নে চিত্রলেখাকে কহিলেন, সখি! এই তোমার সেই চৌর। ইনিই হর্ম্ম্যতলে সুপ্তাবস্থায় আমায়

কলঙ্কিণী করিয়া আসিয়াছেন। আমি ইহাঁর রূপ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। অয়ি ভাবিনি! এখন তুমি ইহার কুল, শীল, গুণ, আভিজাত্য ও বাসস্থান এবং ইহার নামই বা কি এই সমুদয় যথার্থ করিয়া বল। আমি তোমার মুখে শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা পরে স্থির করিব।

চিত্রলেখা কহিল, হে বিশালাক্ষি! ইনিই কি তোমার কান্ত? ইনি যে ত্রৈলোক্যনাথ ধীমান কৃষ্ণের পৌত্র মহাত্মা প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইহাঁর মত পরাক্রমশালী ত্রিজগতে আর নাই। ইনি পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া অন্য ভূধরকে চূর্ণ করিতে পারেন। তুমি যখন ঈদৃশ গুণশালী যদুপুঙ্গবকে পতি লাভ করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য। ত্রিলোচনগেহিনী পার্ব্বতী তোমার ঈদৃশ সাধুশীল যোগ্য বর প্রদান করিয়া অপার অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঊষা কহিলেন, হে বিশালাক্ষি! আমি যাহাতে সেই কান্তসমাগম লাভ করিতে পারি তাহার ভার তোমাকেই লইতে হইতেছে। একার্য্য অন্যের সাধ্য নহে। তুমি ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশপথে যথেচ্ছ গমন করিতে পার এবং শিল্প উপায়াবধারণেও তোমার বিলক্ষণ পটুতা আছে, অতএব তুমিই আমার হৃদয়নাথকে আনিয়া দেও। হে ভীরু! সখীজনের সুখশান্তিবিষয়ে কোন তর্কই নাই, যাহাতে আমার কান্ত সন্নিধানে উপস্থিত হইলে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পার, তাহারই উপায় অনুধ্যান কর। আপৎকালে মিত্র কার্য্য করিলেই বিজ্ঞলোকে তাঁহাকে মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমি কামশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি, আমার দুরবস্থার এক শেষ হইয়া উঠিয়াছে, এ সময়ে তুমি আমার জীবন দান কর। সুন্দরি! যদি তুমি আমার সেই দেব তুল্য প্রিয় স্বামীকে অদ্যই আনয়ন করিয়া না দেও, তবে আর আমি এ জীবন ধারণ করিতে পারিব না, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

ঊষার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখা কহিল, অয়ি সুচিস্মিতে! অয়ি কল্যাণি! তোমাকেও আমার বাক্য শ্রবণ করিতে হইতেছে। দেবি! তোমার পিতৃভবন যেমন সর্ব্বাবয়বে রক্ষিত হইতেছে, সেই দ্বারকাপুরীও সেইরূপ, বরং ইহা অপেক্ষাও দুষ্প্রবেশ্য। তাহার দ্বার সমুদায় লৌহময় কপাট দ্বারা রুদ্ধ থাকে, তাহাও গুপ্ত সুতরাং আগন্তুক লোকের পক্ষে নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। বৃষ্ণি কুমার অন্যান্য দ্বারকাবাসীদিগের দ্বারা সতত সুরক্ষিত হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ইহার প্রান্তভাগে সলিলপূর্ণ পরিখা খনন করিয়া দিয়াছেন। উহা আবার সাক্ষাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার আদিষ্ট পুরুষ সিংহদিগের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। ঐ পরিখার উপরেই বিশাল দুর্গ প্রাচীর। উহা ধাতুময় পর্ব্বত দ্বারা রচিত হইয়াছে। এইরূপ সাতটি প্রাচীরে নগর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। অপরিচিত লোকের সাধ্য কি যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব তোমার আত্মাকে, আমাকে ও তোমার পিতাকে রক্ষা কর।

ঊষা কহিলেন, সখি! তুমি যোগপ্রভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পার। কোন স্থানই তোমার দুষ্প্রেবেশ্য নহে; আমি আর তোমায় অধিক বলিতে চাহি না। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, শ্রবণ কর। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ অনিরুদ্ধ বদন যদি আমি দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই যমসদনে প্রবেশ করিব। অতএব তুমি যদি আমায় জীবিত দেখিতে অভিলাষ কর, তবে আমার দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া গমন কর। যদি কখন আমি তোমার সখী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকি, যদি আমি তোমাকে প্রণয়সম্ভাষণ করিয়া থাকি, তবে আমার কান্তকে

শীঘ্র আনিয়া দেও। আমি তোমারই নিতান্ত শরণাগত হইলাম। জীবন যাইবে, স্বজন ধ্বংস হইবে, কুলক্ষয় হইবে, এ সমুদায় কামার্ত্ত লোকে বিবেচনা করিতে পারে না। যে কোন কার্য্য যতই গুরুতর হউক না কেন যত্নাতিশয্যে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। সেই দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতে এক মাত্র তুমিই সমর্থ। আমি তোমায় বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কান্ত দর্শন করাও।

চিত্রলেখা কহিল, সখি! ক্ষান্ত হও। তোমার এই অমৃতায়মান বাক্য পরম্পরায় আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তোমার এই মনোহর প্রিয় ভাষিতই আমাকে সমুদ্যত করিয়া তুলিয়াছে, আর তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। এই আমি চলিলাম। আমি এখনই দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর মহাবাহু তোমার কান্ত অনিরুদ্ধকে অদ্যই এই স্থানে আনয়ন করিব। দৈত্যদিগের অশিবকর ও কুলক্ষয়কারী এই সত্য বাক্য বলিয়া মনোবেগশালিনী চিত্রলেখা তংক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। এদিকে ঊষা সখীগণে সমাবৃত হইয়া পতিচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। অনন্তর সখীজনের প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া মহর্ষি তপোধনগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক তৃতীয় মুহূর্তে বাণপুর হইতে প্রস্থান করিল। ক্ষণকালমধ্যেই কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, দ্বারকা কৈলাস শিখরসদৃশ শত শত প্রাসাঙ্গরাজিতে সুশোভিত হইয়া নভোমণ্ডল তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

১৭৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর চিত্রলেখা দ্বারবতী প্রাপ্ত হইয়া প্রাসাদসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপে অনিরুদ্ধের প্রবৃতি জন্মাইতে হইবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন,ভগবান দেবর্ষি নারদ সলিলাশয়ে আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে চিত্রলেখার নয়নদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন সে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অধোমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে নারদ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ? আমি উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। চিত্রলেখা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সেই লোকপূজিত ত্রিদিবনিবাসী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন্! শ্রবণ করুন। শোণিত পুরে বাণ নামে এক মহাসুর বাস করে। তাহার পরম রূপবতী ঊষানাম্নী এক কন্যা আছেন। দেবী পার্ব্বতীর বর প্রসাদে তিনি প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে স্বপ্নমাত্রে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই পতি রূপে বরণ করিয়াছেন এবং নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি সেই সখী ঊষার দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া অনিরুদ্ধকে তথায় লইয়া যাইবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি উহার উপায় বিধান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন। আমি মহাত্মা অনিরুদ্ধকে লইয়া গেলে আপনি এই সংবাদ ভগবান কৃষ্ণকে প্রদান করিবেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি এই উপলক্ষে মহাসুর বাণের সহিত কৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। কারণ সেই মহাসুর বাণ যুদ্ধার্থ সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে অনিরুদ্ধ কদাচ তাহাকে জয় করিতে পারিবেন না। সেই সহস্রবাহু মহা প্রতাপশালী বাণকে জয় করিতে একমাত্র মহাবাহু প্রভু কৃষ্ণই সমর্থ হইতে পারেন। ভগবন্! আমি যে জন্য এখানে আসিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি তাহা নিবেদন করিলাম। হে মহামুনে! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কিরূপে মহামতি পুণ্ডরীকাক্ষ এই বিষয় অবগত হইতে পারিবেন? কিরূপেই বা আমি অনিরুদ্ধকে হরণ করিব? কিরূপেই বা আমি কৃষ্ণের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইব? মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন। তিনি পৌত্র শোকে সন্তপ্ত হইলে আমায় যে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে মহাত্মন্! এই বিষয়ে আপনার প্রসন্নতাই আমার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। অতএব যাহাতে ঊষা পতিলাভ করিতে পারেন, অথচ আমিও বিপন্ন না হই, আপনাকেই তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে।

চিত্রলেখার মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাহাকে কহিলেন, বৎসে! ভয় নাই, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি কন্যা পুরেপ্রবেশ করিয়া অনিরুদ্ধকে লইয়া প্রস্থান কর। যদি এই উপলক্ষে পরে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তবে সেই সময় তুমি আমাকে স্মরণ করিবে। অয়ি অনঘে! যুদ্ধদর্শনার্থ আমার পরম কৌতূহল আছে। উহা দর্শন করিতে পাইলে আমিও নিতান্ত প্রীতিলাভ করিব এবং আমার কৌতূহলও তৃপ্ত হইবে। আমি তোমাকে এই সর্ব্বলোক বিমোহিনী তামসী বিদ্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ইহার প্রভাবেই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিলে চিত্রলেখা ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং পুনরায় সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নারদকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। অবিলম্বে দ্বারবতীমধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দেখিতে লাগিল, অগ্রে কামদেবের বৃহৎ অট্টালিকা, তৎপার্শ্বেই অনিরুদ্ধের গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার দ্বারদেশে সুবর্ণ বেদিকার উপর পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত আছে। উহার তোরণ স্বর্ণ ও বৈদূর্য্য মণি দ্বারা খচিত এবং মাল্যদামে বিভূষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, উহার উপরিস্থিত প্রাসাদকণ্ঠে বিবিধ বর্ণ মণি ও প্রবালাদি দ্বারা খচিত হওয়াতে নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মধ্য ভাগে দেবগন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছেন। প্রদ্যুম্ন তনয় অনিরুদ্ধ এই ভবনেই সুখে বাস করিতে ছিলেন। অপরপ্রধান চিত্রলেখা সহসা তম্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অনিরুদ্ধ পরম সুন্দরী নারীগণের মধ্যে তারকাবেষ্টিত তারাপতির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নারীগণ চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া ও বিহার করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন। তিনি তন্মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ যক্ষপতি কুবেরের ন্যায় পরম শোভা ধারণপূর্ব্বক মাধ্বীকমধু পান করিতেছিলেন। তথায় বিশুদ্ধ তানলয় সহকৃত বাদ্য ও মধুর সঙ্গীত হইতেছে। অন্যদিকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্ত্রীগণ নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু চিত্রলেখা দেখিল, তাঁহার হৃদয় কিছুতে আকৃষ্ট নহে। তিনি যেন অনন্যমনে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহার মনের সন্তোষ বিধান করিতে পারিতেছে না। কি ভোগাভিলাষ কি মধুপান সকল বিষয়েই তিনি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। চিত্রলেখা তাহাকে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারি, তাহার হৃদয়ে কেবল সেই স্বপ্নই বিরাজমান রহিয়াছে। তখন তাঁহার ভয় ও উৎকণ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে অপনীত হইল কিন্তু অনিরুদ্ধ স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া শক্রধ্বজের ন্যায় শোভা পাইতেছেন দেখিয়া যশস্বিনী চিত্রলেখা মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কি উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করি? কিরূপেই বা মঙ্গল হইবে? প্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তামসী বিদ্যাবলে সভাস্থ সমস্ত কামিনীগণকে আচ্ছন্ন করিল। তদনন্তর আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রাসাদতলে উপস্থিত হইল এবং অনিরুদ্ধকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া আত্মদর্শনপূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া স্নিগ্ধমধুরবাক্যে কহিল, হে বীর! হে যদুনন্দন! আপনার সর্ব্ব বিষয়ে কুশল ত’? দিবাভাগ প্রদোষকাল ইহারা ত’ আপনাকে সুখ বিতরণ করিতেছে। হে মহাবাহো! আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ঊষা আমার সখী, আমি তাঁহারই কথা বলিব। আপনি যাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন, যাঁহার কৌমার হরণ করিয়াছেন এবং যিনি আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন আমি তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি, হে সৌম্য! সেই কামিনী আপনার দর্শন প্রাপ্তি লালসায় নিরন্তর রোদন করিতেছেন, অনবরত জৃম্ভন, মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরিতাপ করিতেছেন। হে বীর! যদি আপনি গমন করেন, তাহা হইলেই তিনি জীবন ধারণ করিতে পারিবেন, নতুবা তাহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদুনন্দন! যদিও গৃহস্থিত সহস্র নারীতে আপনার মনোরঞ্জন করিতেছেন তথাপি একমাত্র আপনাতেই অনুরাগিণী কামিনীর পাণিগ্রহণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবী পার্ব্বতীর বরপ্রসাদে আপনিই তাঁহার মনোমত পতি হইয়াছেন। চিত্রপটে আপনার আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আমি তাহাঁকে প্রদান করিয়া

আসিয়াছি, কেবল তদ্দর্শনেই তিনি কোনরূপে জীবনধারণ করিতেছেন। আপনার দর্শনলালসায় সেই আলেখ্য ক্রোড়ে রাখিয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। অতএব আপনি তাঁহার প্রতি অনুকুল হইয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করুন। সখী ঊষা আপনার চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, আমরাও আপনার পদতলে নিপতিত হইলাম। যদুনন্দন! আমি তাঁহার কুলশীল, রূপগুণ ও পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শবণ করুন। বিরোচনতনয় বলি নামে এক জগদ্বিখ্যাত অসুরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাবীর বাণ শোণিতপুরের রাজা। এই মহাসুরই আমার সখী ঊষার পিতা। সখী আমার আপনাকে কামনা করিয়া গতচিত্তে কেবল আপনারই অনুধ্যান করিতেছেন। অতএব আপনাকে না পাইলে তিনি আর কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। দেবী ভগবতীও যে তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছেন তাহার আর সংশয় নাই। এখন সেই কল্যাণিনী সুশ্রোণী অবলা আপনার সহিত মিলন হইলেই প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।

রাজন! চিত্রলেখার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিরুদ্ধ কহিতে লাগিলেন, শোভনে! আমি তাঁহাকে স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়া অবধি কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছি বলিতেছি শবণ কর। আমি কি দিন কি রাত্রি সর্ব্বক্ষণই কেবল তাহারই রূপ, কান্তি, গতি, সংযোগ ও রুদিত চিন্তা করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছি। চিত্রলেখে! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি এবং আমার সহিত যদি তুমি সখ্য ইচ্ছা কর, তবে আমায় লইয়া চল, আমি প্রিয়াকে দেখিতে অভিলাষ করি। অনিরুদ্ধের এই অভিলষিত জানিতে পারিয়া চিত্রলেখা নিতান্ত প্রীত হইল। তদনন্তর তথা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে সেই স্ত্রীজনমধ্যস্থিত যুদ্ধ দুর্ম্মদ প্রদ্যুম্নতনয়কে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধচারণসেবিত আকাশপথে উৎপাতিত হইল। মনোবেগগামিনী চিত্রলেখা এইরূপে অনিরুদ্ধকে লইয়া সহসা শোণিতপুরে প্রবেশ করিল; অতঃপর মায়াবলে অনিরুদ্ধকে অন্যের অদর্শন করিয়া যে স্থানে ঊষা বাস করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র ঊষা সেই অপূর্ব্ব ভূষণে অলঙ্কৃত বিচিত্র অস্ত্রধারী ও কন্দর্পসম রূপবান্ অনিরুদ্ধকে সখীসমভিব্যাহারে সহসা আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। প্রিয়সমাগম সন্দর্শন করিয়া কামিনীর নয়নদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কর্ত্তব্যপরায়ণা ঊষা সেই প্রাসাদতলে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রিয়তম যদুনন্দনের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুরবাক্যে কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! কার্য্যবিশারদে। তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে, এক্ষণে ইহা গোপনে রাখিতে পারিলেই মঙ্গল নতুবা জীবন সংশয় উপস্থিত হইবে। অতএব বল কি রূপে ইহা গোপন করিব?

চিত্রলেখা কহিল, সখি! আমার এ বিষয়ে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে পুরুষকারই শ্রেষ্ঠ। অবলম্বিত পুরুষকার ক্ষণকালের মধ্যে দৈবকে বিনাশ করিতে পারে। যদি দেবীর প্রসন্নতা অনুকূল হয় এবং তুমিও সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে ইহা গোপনে রাখিতে চেষ্টা কর তবে উহা কদাচ প্রকাশ হইবে না।

সখী চিত্রলেখার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবনন্দিনী আশ্বস্ত হৃদয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক কহিলেন, সখি! তুমি যাহা বলিলে তাহাই সত্য, আমি আর ঐজন্য উদ্বিগ্ন হইব না। এই কথা বলিয়া অনিরুদ্ধকে কহিলেন, যে সুভগচৌরকে আমি স্বপ্নে অবলোকন করিয়াছি, যাঁহার নিমিত্ত আমরা এত দুঃখভোগ করিতেছিলাম, যাঁহাকে প্রিয়কামনা করিয়া দুরাশা করিয়া ছিলাম, সৌভাগ্যবলে অদ্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। হে মহাবাহো! নারী হৃদয় নিতান্ত কোমল; সেই জন্যই আপনার কুশল জিজ্ঞাসায় উহা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত'? ঊষার এই অর্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যদুনন্দনও শুভতর বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে ঊষার নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দবারি বহিতে লাগিল। তখন যদুসিংহ হস্ত দ্বারা তাঁহার নয়নাশ্রু মার্জ্জিত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক হৃদয়গ্রাহী বাক্যে কহিলেন, হে বরারোহে! অয়ি অমৃত ভাষিণি! তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্বত্র কুশল! অয়ি শুভদর্শনে! আমি রাত্রিকালে স্বপ্নবস্থায় যে নারীপুর একবারমাত্র অবলোকন করিয়া ছিলাম, অদ্য তোমার প্রসাদে সেই অপূর্ব্ব দেশ সন্দর্শন করিতে পাইলাম। আর যেরূপে আমি এই স্থানে আসিতে পারিয়াছি, ইহাও তোমার প্রসন্নতার ফল। দেবী পার্ব্বতীর বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, অতএব তাঁহার প্রসন্নতা জানিতে পারিয়া তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, অদ্যই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি; এখন আমি তোমারই শরণাগত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অনিরুদ্ধ এই কথা বলিলে ঊষা তাঁহাকে সত্বর নির্জ্জন গৃহান্তরে লইয়া গেলেন এবং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সভয়চিতে কান্তের সহিত একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর গান্ধর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে বিবাহ বিধি সমাধা করিয়া উভয়ে চক্রবাক মিথুনের ন্যায় একত্র সঙ্গত হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ঊষা দিব্য মাল্য ধারণ ও বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া এইরূপে অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন, আমার এ বিষয় আর কেহই জানিতে পারে নাই সুতরাং নিঃশঙ্ক হৃদয়ে কান্তসহবাসে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যৎকালে মহামতি অনিরুদ্ধ দিব্য বসন, দিব্য মাল্য, দিব্য অনুলেপন ধারণ করিয়া ঊষার ভবনে প্রবেশ করেন, তৎকালেই বাণ-রক্ষী এই বিষয় অবগত হইয়া অন্য এক চরদ্বারা বাণ মহীপতির নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করে। অমিত্রঘাতী মহাবীর বাণ চরমুখে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সেই কিঙ্কর সেনাকেই আদেশ করিল, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া গমন কর এবং এখনই দুর্ম্মতিকে বিনাশ কর। যে দুরাত্মা আমার পবিত্র কুল দূষিত করিয়াছে, যৎকর্ত্তৃক আমার দুহিতা ঊষা বলপূর্ব্বক ধর্ষিত হওয়াতে আমার বংশ, মর্য্যাদাও বিধ্বস্ত হইল, আমি কন্যাকে এখনও সম্প্রদান করি নাই, যে দুরাত্মা সেই কন্যাকে বলপূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কি সাহস! কি বীর্য্য? দুর্ম্মতির ধৃষ্টতারও সীমা নাই। দুরাত্মা আমার এই ভবনে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিল । ইহার মত মহামুর্খও ত' আর জগতে নাই।

এই কথা বলিয়া বাণ পুনর্ব্বার কিঙ্কর সেনাকে আদেশ করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই একত্র সমবেত ও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যথায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছিলেন, তদভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা হস্তে নানা প্রকার অস্ত্রধারণ এবং স্ব স্ব গাত্র বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অনিরুদ্ধের বধ বাসনায় মহাক্রোধভরে ভীষণ

সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্নতনয় সহসা গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি এ? ব্যাপারটা কি? অনন্তর দেখিতে লাগিলেন সৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া তদভিমুখে আগমন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহারা আসিয়া তাহারই অধিষ্ঠিত বৃহৎ প্রাসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

তৎকালে যশস্বিনী ঊষা স্বগৃহের চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা আমারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই আগমন করিয়াছে; আমারই কান্তকে বিনাশ করিবার জন্যই এরূপে সমবেত হইয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহার নয়নযুগল বাষ্পভরে আকুল হইয়া উঠিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি হা কান্ত হা কান্ত বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মৃগলোচনা ঊষাকে এইরূপে রোদন করিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ননন্দন তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! ভয় নাই, আমার সন্নিধানে থাকিয়া তোমার ভয়ের বিষয় কি হইতে পারে? আমি কিছুমাত্র তোমার ভয়ের কারণ দেখিতেছি না, বরং তোমার আনন্দেরই সময় উপস্থিত হইল। অয়ি যশস্বিনি। তোমার পিতার সমস্ত ভৃত্যবর্গও যদি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেও আমি অণুমাত্র চিন্তা করি না। হে ভীরু! তুমি আমার বিক্রম দর্শন কর। এই কথা বলিয়া মহাবীর অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অমনি তাঁহার কান্তভাব অপনীত হইল, মুর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় মহাবীরবেশে দশনাবলিদ্বারা দশনচ্ছদ দংশন করিয়া অতিবেগে সেই সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর বাণসৈন্যের সহিত অনিরুদ্ধের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এদিকে চিত্রলেখা উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া দেব দর্শন নারদকে স্মরণ করিল। এইরূপে স্মৃত হইবা মাত্র মুনিপুঙ্গব নারদ নিমেষমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সমরস্থলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া অনিরুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! বৎস অনিরুদ্ধ! তোমার মঙ্গল হইবে। আমি নারদ তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহাবল প্রদ্যুম্নতনয় দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন পূর্ব্বক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি হৃষ্টচিতে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাণসৈন্যগণ ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মহাবীর অনিরুদ্ধ তাহাদের সেই গর্জ্জিত শ্রবণে প্রতোদপীড়িত হস্তীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়া প্রাসাদতল হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাভুজ অনিরুদ্ধ দশনাবলী দ্বারা ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক ভীমবেশে আগমন করিতেছেন দেখিয়াই সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নানাযুদ্ধবিশারদ অনিরুদ্ধ অন্তঃপুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অতুল্য পরিঘ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের বধোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারাও তখন চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া কেহ বাণ বর্ষণ, কেহ গদা নিক্ষেপ, কেহ অসিপাত, কেহ মুষল, কেহ পট্টিশ, কেহ শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। আর কতকগুলি সমরপতি শস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ দানব মহাক্রোধে আসিয়া পরিঘ ও নারাচ অস্ত্রে প্রদ্যুম্নতনয়কে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। বর্ষাকালে সজল জলধর যেমন আকাশমণ্ডলে অবস্থান করিয়া গভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করে, সূর্য্য যেমন

তদুপরি স্বকীয় প্রখর কিরণ বর্ষণপূর্ব্বক স্থিরভাবে বিচরণ করিতে থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতপ্রিয় প্রদ্যুম্নতনয় সেই সৈন্যসাগরের মধ্যে অবিচলিত হৃদয়ে বিচরণ করিতে করিতে সিংহনাদপূর্ব্বক ঘোর পরিঘ প্রহার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দণ্ডকাষ্ঠ ও অজিনাম্বরধারী নারদ সন্তুষ্ট হইয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমিততেজা অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর পরিঘ প্রহারে ব্যথিত হইয়া দানবসৈন্যগণ বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্ষিপ্রপরাক্রম অনিরুদ্ধ এইরূপে রণস্থলে সৈন্যগণকে বিদূরিত করিয়া আনন্দিতমনে গ্রীষ্মবসানে নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরের গভীর রবানুকারী সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিষ্ঠতিষ্ঠ বলিয়া পুনরায় তাহাদিগের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা নিতান্ত ব্যথিত, ভীত, রণপরাঙ্মুখ ও পলায়নপর হইয়া দানবপতি বাণসন্নিধানে উপস্থিত হইল, তৎকালে মহাত্মা অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়াতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনবরত রুধিরধারা পতিত হইতেছিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছিল, মনের শান্তি একবারে তিরোহিত হইয়াছিল, ভয়বিহ্বল হওয়াতে লোচন ঘূর্ণিত হইতেছিল। দৈত্যপতি বাণ সৈন্যগণকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিতে লাগিল, ভয় নাই, ভয় নাই। হে দানবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলে একত্র হইয়া যুদ্ধ কর। এই কথা বলিয়া পুনরায় সেই ভয়লোচন দানবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, এ কি? তোমরা ত্রিলোকবিখ্যাত যশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া কি জন্য ক্লীব পুরুষের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া বৈক্লব্য আশ্রয় করিলে? যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তোমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ, এই ব্যক্তিই বা কে? তোমরা উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে নানা প্রকার যুদ্ধে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলে, তাহার কি পরিণাম এই হইল? অদ্য আর আমি রণস্থলে তোমাদের সাহায্য চাহি না, তোমরা নিপাত হও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

এইরূপে তাহাদিগকে বহুভৎসনা করিয়া বাণ অন্যান্য দশসহস্র বীরসৈন্যকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। এই প্রমাথগণভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ আদিষ্ট হইবামাত্র নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রৌদ্র বেশে শত্রুনিপাত বাসনায় বহির্গত হইল। এই প্রদীপ্তলোচন সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া। একভাগ বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত মেঘবৃন্দের ন্যায় নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অপর ভাগ ক্ষিতিতলে থাকিয়া ভীমকায় হস্তিযুথের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে করিতে প্রধাবিত হইল। যাহারা অন্তরীক্ষে গমন করিতেছিল তাহারাও তখন বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর শব্দে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সমরক্ষেত্রে ঐ উভয় দলই একত্র মিলিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে কেবল থাক্ থাক্ শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অনিরুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অবিচলিত চিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা সাধারণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, একাকী অনিরুদ্ধ সহস্র সহস্র মহাবীর্য্য দানব সৈন্যের সহিত অক্ষুব্ধহৃদয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অনিরুদ্ধ দানবগণের প্রক্ষিপ্ত পরিখ ও তোমরাস্ত্র ধারণ করিয়া তদ্বারাই তাহাদিগকে নিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবগণ পুনরায় পরিঘ প্রহার করিল, অনিরুদ্ধ তাহাও ধারণ করিয়া দ্বারা মহাবল দানবসৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা মহাক্রোধে চর্ম্ম ও নিস্ত্রিংশ নিক্ষেপ করিল, একমাত্র শত্রুন্তপ অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিয়া তদ্দারা তাহাদিগকে প্রহার ও অকুতোভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দানবসৈন্যগণ দেখিতে লাগিল, তিনি কখন ভ্রান্ত কখন উদ্ভ্রান্ত কখন আবিদ্ধ কখন আপ্লুত কখন বিদ্রুত কখন প্লুত প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ প্রকার গতিতে বিচরণ করিতেছেন। তিনি একাকী কিন্তু শত্রুগণ দেখিতে লাগিল তিনি যেন সহস্র সহস্র হইয়া ব্যাদিতানন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রণমধ্যে বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। তদনন্তর মহাবীর্য্য দানবগণ অনিরুদ্ধের অস্ত্রপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হওয়াতে ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়া পুনরায় রণস্থল হইতে কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ রথে আরোহণপূর্ব্বক দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বাণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই মহারণে দানবগণের হৃদয়ে এরূপ ভয়সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহারা স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে সহসা সন্নিহিত হইতে দেখিলেও চমকিয়া উঠিতে লাগিল এবং ঘন ঘন রুধিরবমন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বিষাদভরে রণপরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। ইহাদের ভয়ের কথা অধিক কি বলিব, ইতঃপূর্ব্বে দেবগণের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেও দৈত্যগণ কখন এরূপ ভয় অনুভব করে নাই। কতকগুলি গিরিশৃঙ্গ প্রমাণ ভীষণকায় মহাশূলাস্ত্রধারী দানব সমরে পরাজিত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ভয়বিহ্বলহৃদয়ে বাণের আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশাল গগনতলে ধাবিত হইল, কেহ বা তদবস্থায় রণভূমিতেই পতিত হইয়া রহিল।

এইরূপে সমস্ত দৈত্যসৈন্যগণ পরাভূত হইয়া একবারে রণস্থল পরিত্যাগ করিল, একটীও আর অবশিষ্ট রহিল না দেখিয়া বাণ যজ্ঞীয় প্রদীপ্ত হুতহুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে অন্তরীক্ষচারী মহর্ষি নারদ তদ্দর্শনে অনিরুদ্ধের প্রতি প্রীত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক রণাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে বীর্য্যবান বাণ মহাক্রোধে কুষ্মাণ্ডচালিত রথে আরোহণ করিয়া যে স্থানে অনিরুদ্ধ স্বরস্থিত অসি উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তথায় উপস্থিত হইল। তাহার বাহুসহস্রে পট্টিশ, অসি, গদা, শূল ও পরশ্বধ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান থাকাতে শত শত ধ্বজাবিশিষ্ট ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার অঙ্গুলি সমুদায় গোধাচর্ম্মবিহিত অঙ্গুলিত্রাণ পিহিত, সহস্র বাহুতে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দীপ্তি পাইতেছে। দানবশ্রেষ্ঠ সশর শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ক্রোধরক্ত নয়নে সিংহনাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রে দুর্ম্মতি! থাক্ থাক্। বাণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরাজিত প্রদ্যুম্নতনয় তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু দেবাসুরের যুদ্ধকালে যেরূপ রথারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল, বাণের রথও সেইরূপ কিঙ্কিণীজলে শব্দায়মান রক্তবর্ণ ধ্বজাপতাকাবিশিষ্ট এবং ভল্লূক চর্ম্মে আবৃত ছিল। সহস্র অশ্বে ঐ রথ বহন করিতেছিল।

যদুনন্দন দানবপতিকে তাদৃশ রথারোহণে আসিতে দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শরীর যেন তেজঃপ্রভাবে স্ফীত হইয়া সমরোৎসাহে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অসি চর্ম্মধারী বীর অনিরুদ্ধ যুদ্ধ লালসায় আদি দৈত্যবধোদ্যত নরসিংহের ন্যায় সুচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে বাণও খড়্গচর্ম্মধারী প্রদ্যুম্ন তনয়কে পাদচারে আসিতে দেখিয়া তাহার বধ বাসনায় অতুল আনন্দলাভ করিতে লাগিল। বাণ মনে করিল, এ

একজন তনুত্রবিহীন খড়্গপাণি সামান্য মানুষমাত্র, এ আবার মহাবল সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কিরূপে অজেয় হইল? এইরূপ চিন্তা করিয়া যুদ্ধার্থ অভিমুখে ধাবিত হইল এবং 'ধর মার' বলিয়া আক্রমণ করিল। প্রদ্যুম্নতনয় বাণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে হাস্য করিয়া তদভিমুখে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময় বাণপুত্রী ঊষা ভয়াকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক প্রবোধবচনে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় রণস্থলে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর দৈত্যপতি বাণ অনিরুদ্ধকে বধ করিবার কামনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রক নামক বহুতর শর নিক্ষেপ করিল। অনি রুদ্ধও তাহার পরাজয় বাসনায় ঐ সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বাণ পুনরায় অনিরুদ্ধমস্তকে ঐ ক্ষুদ্রক বাণ অনবরত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনিরুদ্ধ চর্ম্মফলক দ্বারা আপতিত সহস্র সহস্র বাণ নিবারিত করিয়া উদয়াচলে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সম্মুখগত হস্তীকে পাইলে সিংহ যেমন তাহাকে পরাভব করে, সেইরূপ অনিরুদ্ধও অভিমুখাগত বাণকে এইরূপে পরাভব করিয়া রণস্থলে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বাণ অতি তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী সহস্র সহস্র বাণ তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ এইরূপে আহত হইয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অসুরপতি তাহার ধাবন কালেও তদুপরি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবাহু যদুনন্দন বাণশরে নিতান্ত বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, অতি দুষ্কর কার্য্য করিবার বাসনায় বাণের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাহার উপর অসি, মুষল, পট্টিশ, শূল, তোমর ও অসংখ্য বাণ বৃষ্টি হইতেছিল, সুতরাং তাঁহার শরীর হইতে অজস্র রুধির ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু তিনি ইহাতেও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। বরং সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার রথ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে রথে ছেদন করিলেন এবং অবিলম্বে রথবাহী অশ্বগণকেও খড়্গ প্রহারে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন যুদ্ধবিশারদ বাণ পুনরায় বাণবর্ষণ, তোমর ও পট্টিশক্ষেপে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তদ্দর্শনে দানবগণ 'আমাদের শত্রু নিহত হইয়াছে' মনে করিয়া আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু অনিরুদ্ধ পুনরায় এক লম্ফপ্রদানে সেই সমস্ত বাণাবরণ ভেদ করিয়া রথপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বাণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মহাক্রোধে ঘোররূপ অতি ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিল। ঐ শক্তি দেখিতে সাক্ষাৎ অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যমদণ্ডের ন্যায় উগ্রদর্শন। উহার চতুর্দ্দিকে শত শত ঘণ্টা মালাকারে লম্বমান ছিল। উহা নিক্ষেপ করিবামাত্র ভয়ঙ্কর উল্কার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া চলিতে লাগিল; তখন পুরুষোত্তম অনিরুদ্ধ ঐ জীবনান্তকারী শক্তিকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফন দ্বারা উহাকে ধারণ করিলেন এবং ঐ শক্তি দ্বারাই বাণকে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিলেন। শক্তি দানবের দেহ ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবেশ করিল। দৈত্যপতি শক্তি প্রহারে গাঢ়তর বিদ্ধ, ব্যথিত ও অবশেষে ধ্বজদণ্ড আশ্রয় করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর মূর্চ্ছাবসানে কুষ্মাণ্ড তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দানবেন্দ্র! কি জন্য আপনি এই সমুদ্যত প্রবল শত্রুকে উপেক্ষা করিতেছেন? এ আপনার সামান্য শত্রু নহে। আমি এখন দেখিতে পাইতেছি এ মহাবীর বিষম শত্রুর কিছুতেই ক্ষোভ বা আকার বৈলক্ষণ্য নাই। প্রত্যুত আপনাকে লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি

বলিতেছি, আপনি এখনই মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করুন নতুবা আর গত্যন্তর নাই। মায়াযুদ্ধ ব্যতীত কিছুতেই ইহাকে বধ করিতে পারিবেন না। প্রভো! প্রসন্ন হউন আত্মাকে এবং আমাকে রক্ষা করুন, উপেক্ষা করিতেছেন কেন? এখনই ইহাকে সংহার করুন, আমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন না।

কুষ্মাণ্ডের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর দৈত্যপতি উত্তেজিত হইয়া ক্রোধভয়ে কর্কশবাক্যে কহিতে লাগিল, আমি এখনই ইহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব; গরুড় যেমন সর্পকুলকে ধারণ করে, সেইরূপ এখনই ইহাকে ধারণ করিতেছি; এই কথা বলিয়া বাণ রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় সহসা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। অপরাজিত প্রদ্যুম্নতনয় বাণকে অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া স্বীয় বিক্রমভরেই তথায় দণ্ডায়মান হইয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ বলিতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া তামসী মায়া আশ্রয়পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অনিরুদ্ধের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত নিক্ষিপ্ত শর সর্পাকৃতি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার দেহ রাশি রাশি সর্প দ্বারা বেষ্টিত হইল; তখন তিনি সর্পকুলে বেষ্টিত ও সর্ব্বাঙ্গ বদ্ধ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় নিস্পন্দ করিয়া রাখিল। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদ্গারী সর্পমুখ বাণ সমুদায় তাহাকে সর্ব্বথা বেষ্টন করিয়াছে, তাহার গতিপ্রবৃত্তি নিরোধ করিয়াছে, তিনি নির্ব্ব্যাপার নিস্পন্দ, কিন্তু তখাপি তিনি ভীত বা ব্যথিত নহেন বরং পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে রণস্থলে অবস্থান করিয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর দৈত্যপতি বাণ ধ্বজদণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কর্কশবাক্যে অনিরুদ্ধকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল এবং কুষ্মাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কুষ্মাণ্ড! শীঘ্র এই কুলাঙ্গারকে বধ কর। এই দুরাত্মাই আমার কুল দূষিত করিয়াছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া কুষ্মাণ্ড কহিল, রাজন! আমি এই সময়ে আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনি শ্রবণ করুন। অগ্রে জানুন এই ব্যক্তি কাহার পুত্র, কোথা হইতেই বা আগমন করিয়াছে, কেই বা ইহাকে এখানে আনয়ন করিল? রাজন্! আমি ইহাকে অনেকবার রণস্থলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে আমার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইহার পরাক্রম সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সদৃশ। এ রণস্থলে দেবকুমারের ন্যায় যেন ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর এ ব্যক্তি অসাধারণ বলবান প্রগাঢ় বীর্য্যশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। হে দৈত্যপতে! ইহাকে বধ করিতে গেলে বাস্তবিক মহান্ দোষই আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। বিশেষতঃ গান্ধর্ব্ববিবাহের রীত্যনুসারে আপনার তনয়া ইহার পাণি গ্রহণও করিয়াছেন, অতএব তাহাকে আর সম্প্রদান করা যাইবে না, কেহ গ্রহণও করিবেন না। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া বধ করুন। আমার মতে অগ্রে ইহার সম্বন্ধে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া শেষে বধ্য অথবা পূজ্য, ইহার অন্যতর কোনটী স্থির করিবেন। ইহার বধে অনেক দোষ আছে কিন্তু রক্ষা করিলে অনেক গুণ। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ সর্ব্বথা সম্মানেরই যোগ্যপাত্র। সর্পগণ ইহাকে বেষ্টন করিয়া বিলক্ষণ ব্যথিত করিতেছে তথাপি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করিতেছেন না। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইনি একজন সদ্বংশজাত ধৈর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমশালী এবং অদ্বিতীয় সাহসী। রাজন্! আপনি বিবেচনা

করিয়া দেখুন, ইহার মত যশস্বী বীর্য্যশালী ও প্রধান পুরুষ জগতে নিতান্ত বিরল। কারণ বধরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও আমাদিগকে গ্রাহই করিতেছেন না। ইনি যদি আপনার মায়া প্রভাবে বদ্ধ না হইতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাদিগকে এক এক করিয়া সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিতেন। ইনি যুদ্ধে সর্ব্ব প্রকার কৌশলই পরিজ্ঞাত আছেন, অতএব ইহাকে আপনা অপেক্ষাও বরং অধিক বীর্য্যবান বলা যায়। গাত্রে ইহার অজস্র শোণিতপাত হইতেছে, সর্পগণ দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়াছে, তথাপি ত্রিশিখা ভ্রুকুটী করিয়া আমরা যে এখানে রহিয়াছি তাহা লক্ষ্যই করিতেছেন না। ইনি ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইলেও যেন স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া আপনাকেও গ্রাহ্য করিতেছেন না। এই বীর্য্যবান যুবা কে? ইনি দ্বিবাহু হইয়াও সহস্রবাহু আপনার সহিত সম্মুখ সমরে অক্ষুব্ধহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে বীর! ইনি যখন এই অবস্থায় পড়িয়াও আপনাকেও গ্রাহ করিলেন না তখন এই অসাধারণ, বলবীর্য্যশালী মহাপুরুষ কে? ইহা আপনার অবশ্য জ্ঞাতব্য। রাজন্! যদি অভিরুচি হয় তবে এক বার জানিয়া দেখুন। আপনার এই কন্যা অন্য কাহার নহেন, ইহার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাঁর সহিতই বহির্গত হইবেন। যদি ইনি আপনার অভিমত কোন মহদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কন্যার যোগ্য পাত্র হন তবে অবশ্যই আপনাকে ইহাঁর সম্মান রক্ষা করিতে হইতেছে। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি ইহাঁকে রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া কুষ্মাণ্ড নিরস্ত হইল।

মহাত্মা কুষ্মাণ্ড এই সকল কথা বলিলে মহাবল দৈত্যপতি বাণ 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিল। অনন্তর ধীমান অনিরুদ্ধের রক্ষাকার্য্যে প্রধান প্রধান রক্ষিবর্গকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং স্ব ভবনে গমন করিল। এদিকে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ মহাবল অনিরুদ্ধকে মায়াবলে বদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকে সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য হইতেছে চিন্তা করিয়া দেবর্ষি আকাশমার্গে দ্বারকায় কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন অনিরুদ্ধ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ক্রূরমতি দানব এই যুদ্ধেই প্রাণ হারাইবে দেখিতেছি। মুনিবর দ্বারকায় গমন করিয়া শঙ্খচক্রগদাধারীকে এই বিষয় যথাযথ জানাইবেন তাহা হইলেই ইহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। এদিকে ঊষা অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বেষ্টিত দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাষ্পপূর্ণলোচনে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে অনিরুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি ভীরু! অয়ি চারু লোচনে! রোদন করিতেছ কেন? ভয় করিও না। হে সুশ্রোণি! তুমি এখনই দেখিতে পাইবে, মধুসূদন অবিলম্বেই আমার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার শঙ্খধ্বনি, বলদেবের বাহ্বাস্ফোটন শুনিয়ামাত্রেই দানবগণ নিধন প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি দানবকামিনীগণের গর্ভ পর্য্যন্ত নিপতিত হইবে।

মহারাজ! ঊষা অনিরুদ্ধের বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু পিতার তাদৃশ নৃশংস ব্যাপার আলোচনা করিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন।

১৭৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অনিরুদ্ধ ঊষার সহিত বাণপুরে বলিপুত্র অসুররাজ বাণকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলেন, তখন তিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি প্রথমতঃ অনন্ত অক্ষয় আদি দেব সনাতন দেবপ্রবর প্রভু নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃতা বরদাত্রী দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনিরুদ্ধ কহিলেন, দেবি! আমি আত্মহিত কামনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূতহৃদয়ে তোমার স্তব করিব বাসনা করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মহেন্দ্র-বিষ্ণুভগিনি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি গৌতমী, কংস ভয়দাত্রী এবং যশোদর আনন্দবর্দ্ধিনী, তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! তুমি গোকুলসতা, তুমি পবিত্র, তুমি নন্দগোপনন্দিনী, তুমি প্রজ্ঞা, তুমি দক্ষা, তুমি শিবা, তুমি পুণ্যা, তুমি দনুপুত্র-প্রমর্দ্দিনী, তুমি সর্ব্বদেহস্থা, তুমি সর্ব্বভূত-নমস্কৃত। তোমাকে নমস্কার। তুমি দর্শনী, পূরণী, মায়া, শশিবক্ত্রা, শশিপ্রভা, শান্তি ধ্রুবা, জননী, মোহনী, তোষণী, দেবতা ও ঋষিগণের স্তবনীয়া এবং সর্ব্বপ্রাণীর নমস্যা তোমাকে নমস্কার। তুমি কালী, কাত্যায়নী, দেবী, ভয়দা, ভয়নাশিনী, কামগমা, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মচারিণী, সৌদামিনী, মেঘরবা, বেতালী, বিপুলাননা, যূথমাতা, মহাভাগ, শকুনি ও রেবতী। তুমি তিথি সকলের মধ্যে পঞ্চমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী। তুমিই সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, তুমিই সমুদায় নদী, তুমিই দশ দিক। তুমি নগর, উপবন, উদ্যান ও অট্টালিকায় বাস করিয়া থাক। তুমি হ্রী, শ্রী, গার্গী, গান্ধী, যোগিনী ও সর্ব্বদা যোগদাত্রী। তুমি কীর্ত্তি, তুমি আশা, তুমি দিক্, তুমি স্পর্শা, তুমি সরস্বতী তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবগণের মাতা, সাবিত্রী, ভক্তবৎসল, তপস্বিনী, শান্তিকরী, একানংশা, সনাতনী, কৌটীর্য্যা, মদিরা, চণ্ডা, ইলা ও মলয়বাসিনী। তুমি ভূতধাত্রী, ভয়করী, কুষ্মাণ্ডী , কুসুমপ্রিয়া ও দারণী । মন্দরগিরি, বিন্ধ্যাচল ও কৈলাস পর্ব্বত তোমার বাসস্থান। তুমি বরাঙ্গনা, সিংহরথা, বহুরূপা, বৃষধ্বজা, দুর্ল্লভা, দুর্জ্জয়া, দুর্গা, নিশুম্ভভয়দর্শিনী, সুরাপ্রিয়, সুরা, ইন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী ও শিবা। তুমি কিরাতী, চীরবসনা, চৌরসেনাগণের নমস্কৃতা, আজ্যপা, সোমরসপায়িনী, সৌম্য এবং সর্ব্বপর্ব্বতবাসিনী। তুমি শুম্ভ নিশুম্ভমথনী, গজকুম্ভোপমস্তনী, সিদ্ধসেনজননী ও সিদ্ধ চারণগণসেবিতা। তুমি বরবর্ণিনী, কুমার কার্ত্তিকেয় তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি পর্ব্বতনন্দিনী পার্ব্বতী। তুমিই পঞ্চশত দেবকন্যা, তুমিই আবার দেবপত্নী। তুমি কদ্রুর সহস্র পুত্রের পুত্রপৌত্রগণের উৎকৃষ্ট পত্নী। তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি স্বর্গে অপ্সরোগণের মাননীয়া। তুমি ঋষিপত্নীগণ, যক্ষগণ ও গন্ধর্ব্বগণের সেবিতা। কি বিদ্যাধর কামিনী, কি সাধ্বী মানবী, কি অন্যবিধ সীমন্তিনী সকলেরই তুমি একমাত্র আশ্রয় স্বরূপা। ত্রিজগতের সকলেই তোমার নিকটে প্রণত হইয়া রহিয়াছে; কিন্নরগণ উচ্চৈঃস্বরে তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। তুমি অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, অথবা তুমি যাহা তাহাই, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে গৌতমি! লোকে তোমাকে এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষি! এই দেখ আমি তোমার চরণদ্বয় আশ্রয় করিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া আমার বন্ধন মুক্ত কর। তুমি সকলেরই বন্ধনমুক্ত করিতে সমর্থ।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর এই সমুদায় নাম কীর্ত্তন করিবেন, তাহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মারুত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের এবং বসুগণ, বিশ্বগণ,

সাধ্যগণ, মরুৎসহচারী পর্জ্জন্য, ধাতা, ভূমি, দশদিক, গো, নক্ষত্র কুল, গ্রহগণ, নদীসমস্ত, হ্রদসমুদায়, সাগর সমুদায়, বিবিধ বিদ্যাধর, গগণবিহারিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত জগতের নাম কীর্ত্তন করা হইবে। আর যিনি সমাহিত চিত্তে দেবীর এই পবিত্র স্তব পাঠ করিবেন সপ্তম মাসে দেবী তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন। হে কাত্যায়নি! হে বরদে! হে বামলোচনে! তুমি অষ্টাদশভুজা, তুমি দিব্যাভরণভূষিতা, তোমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হারে অলঙ্কৃতা, তুমি অত্যুজ্জ্বল মুকুটালঙ্কৃত, আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, নমস্কার করিতেছি। হে মহাদেবি! আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর, আয়ু, পুষ্টি, ক্ষমা ও ধৃতি প্রদান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনিরুদ্ধ এই রূপে স্তব পাঠ করিলে দুর্দ্ধর্ষপরাক্রমা শরণবৎসলা মহাদেবী পার্ব্বতী অনিরুদ্ধের হিতের নিমিত্ত বাণ পুরে সেই বন্ধনালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র অনিরুদ্ধের বন্ধন সমুদায় বিমুক্ত হইয়া গেল। ভগবতী তখন সেই অসমসাহসী অনিরুদ্ধকে সান্ত্বনাবচনে বুঝাইয়া স্বীয় অপার করুণা প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর অনিরুদ্ধ ঊষা কর্ত্তৃক অপহৃত চিত্ত হইয়া এই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ভগবতীর প্রসাদে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করাতে তাহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন তিনি ভক্তিভাবে সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর ভগবতী স্বহস্তে তাঁহার বর্জ্জতুল্য দৃঢ় লৌহ পঞ্জর ভঙ্গ করিয়া প্রসন্নবদনে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস অনিরুদ্ধ! চক্রধারী ভগবান্ দৈত্যনিসূদন অবিলম্বেই এখানে আসিয়া তোমার বন্ধন মুক্ত করিবেন। তুমি সময় অপেক্ষা কর। তিনি বাণের বাহুশত ছিন্ন করিয়া তোমাকে স্বীয় নগরীতে লইয়া যাইবেন।

এই সময় মহামতি কৃষ্ণ নারদমুখে বাণপুরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণপুত্রীর সহিত অনিরুদ্ধকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত গরুড়বাহনে আরোহণ করিলেন। অনিরুদ্ধও পুনরায় ভগবতীকে স্তব করিতে লাগিলেন; কহিলেন, হে দেবি! হে বরপ্রদে! হে শিবে! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে সুরবৈরনাশিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সদাশিবে! হে কামচারিণি! হে সর্ব্বহিতৈষিণি! তোমাকে নমস্কার। হে মহিষমর্দ্দিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বদা শত্রুতাপিনি! তোমাকে নমস্কার। হে যশস্বিনি তুমি ব্রহ্মাণী, তুমিই ইন্দ্রাণী, তুমি রুদ্রাণী, তুমি সর্ব্বভূতগণের মঙ্গলদায়িনী, তুমি আমাকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর; আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জগন্নাথে! হে জগৎপিয়ে! হে দান্তে! হে মহাব্রতে! হে ভক্তপ্রিয়ে! হে জগন্মাতঃ! হে শৈলপুত্রি! হে বসুন্ধরে! তোমাকে নমস্কার। হে বিশালাক্ষি! তুমি আমাকে নিস্তার কর। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বরি! তুমি রুদ্রপ্রিয়া, তুমি মহাভাগা, তুমি ভক্তগণের বিপদ্বিনাশিনী, আমাকে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ভয় ও ত্রাস হইতে ত্রাণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে এই পবিত্র আর্য্যাস্তব পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

১৭৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধগৃহে সহসা প্রিয়স্বামী অলক্ষিত হইলেন দেখিয়া কামিনীগণ সমবেত হইয়া একবারে নাথবিরহিণী কুরীর ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, হায়! কি হইল! নাথ কোথায় গেলেন। এই যে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা কে হরণ করিল? হায়! কৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে অনাথার ন্যায় ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে রোদন করিতে হইল। যাঁহার বাহুচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, আদিত্যগণ ও মরুদগণ স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে জগৎ কম্পিত হয়, আমরা সেই কুলের বধু হইয়াছি, আমাদেরই আজ এই মহদয় উপস্থিত হইল! অনিরুদ্ধ তাহার পৌত্র স্বয়ং অসামান্য বীর তথাপি তাঁহাকে কে হরণ করিল? যে ব্যক্তি এইরূপ দুঃসহ কার্য্য করিয়া তাহার ক্রোধোৎপাদন করিয়াছে, সে দুর্ম্মতি নিশ্চয়ই জগতে কাহাকেও ভয় করে না। অথবা যে দুরাত্মা ব্যাদিতানন মৃত্যুর দশনপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই দুর্ম্মতিই ঈদৃশ কার্য্য করিয়া বাসুদেবকে সমরার্থ আহ্বান করিয়াছে। যদুপুঙ্গব কৃষ্ণের নিকটে এইরূপ অপরাধ করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও সে কি রূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? হায়! নাথকে হরণ করাতে আমরা কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলাম, কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম, প্রিয়বিরহে আমাদিগকে কৃতান্তবশবর্ত্তী হইতে হইল। এইরূপে সেই পরমাঙ্গনাগণ রোদন ও পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নেত্র হইতে অনবরত অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের বাষ্পপূর্ণ নয়নাবলী বর্ষাগমে সলিলসিক্ত সরোজকুলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এইরূপে সেই রোরুদ্যমানা কামিনীগণের কুটিলপক্ষরাজিবিরাজিত পরমমনোহর নয়নাবলী ক্রমে ক্রমে রুধিরাক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; প্রাসাদতল হইতে সহসা ঘোর রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন সহস্র সহস্র কুররী আকাশমণ্ডলে থাকিয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠিয়াছে। তখন যদু বংশীয় পুরুষশ্রেষ্ঠগণ সেই ভীষণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনিরুদ্ধের গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অনিরুদ্ধের গৃহ হইতে কি জন্য এরূপ রোদনধ্বনি শ্রুত হইতেছে, কৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে কোথা হইতে এ ভয় উপস্থিত হইল, যাদবগণ স্নেহবশতঃ বিষম অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া গদ গদ স্বরে এইরূপ বলিতে বলিতে গুহানিঃসৃত দুর্দ্দান্ত সিংহের ন্যায় স্ব স্ব গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণের সভায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। ভেরী শ্রবণে সকলেই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, ব্যাপারটা কি? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অনিরুদ্ধগৃহে যেরূপ হইয়াছিল তাহাই আর বলিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ যাদবগণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধে ও দুঃখে তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং বাষ্প পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই নিস্তব্ধ হইলে বিপৃথু দেখিলেন, যোদ্ধৃকুলশ্রেষ্ঠ মহামতি কৃষ্ণও নিতান্ত উন্মনা হইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তখন তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষে! তুমি কি জন্য এ সময়ে এরূপ চিন্তাকুল হইলে? আমরা সকলে তোমাই বাহুবল

আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। কৃষ্ণ! তোমাকে আশ্রয় করিয়া যাদবগণ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার সমুদায়ও সমাধা করিয়া আসিতেছেন। অধিক কি দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার উপর জয় পরাজয়ের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া স্বর্গধামে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তুমি কি জন্য এরূপ চিন্তিত হইলে? তোমার জ্ঞাতিগণ তোমার ভাগ্য দর্শনে সকলেই একেবারে শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। হে মহাভুজ! তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার কর। এরূপ সময়ে তুমি চিন্তাবিষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে চলিবে না। তুমি বৃথাচিন্তা পরিহারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোনিবেশ কর।

বিপৃথু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বাগ্মিবর কৃষ্ণ অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় কহিতে লাগিলেন, বিপৃথো! আমি এই আপতিত ঘটনা আলোচনা করিয়া অতি বিষম চিন্তায় মগ্ন হইয়াছি। কিন্তু চিন্তা করিয়াও কর্ত্তব্য বিষয়ের কিছুই উপায়াবধারণ করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য আমি তোমার বাক্যেরও উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে এই সভায় যাদবগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, এখন প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় কি তাহা আপনারাও অবধারণ করুন এবং আমিও যে কারণে চিন্তিত হইয়াছি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছে একথা প্রচারিত হইলে পৃথিবীতে যত রাজন্যগণ আছেন সকলেই আমাদিগকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ মনে করিবেন। পূর্ব্বে শাল্ব আমাদিগের রাজা আহুককে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তৎকালে তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলাম। তৎপরে প্রদ্যুম্ন বাল্যকালে শম্বর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, সে স্বয়ংই শম্বরকে সমরে নিহত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। এবারে আমার এই দুঃখ হইতেছে যে, অনিরুদ্ধকে কে কোথায় লইয়া গেল জানিতেও পারিতেছি না। হে মানবশ্রেষ্ঠগণ! এরূপ বিপদে যে আমি আর কখন পড়িয়াছিলাম তাহা ত' আমার মনে হয় না। যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিয়া আমার মস্তকে ভস্মাচ্ছাদিত পদ নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি তাহাকে সবংশে সমরে সংহার করিব। কৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সাত্যকি কহিলেন, কৃষ্ণ! অনিরুদ্ধের অন্বেষণের নিমিত্ত চরপ্রয়োগ কর। তাহারা পর্ব্বত বন প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া অনুসন্ধান করুক। তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া আহুককে কহিলেন, মাহাত্মন! আপনি চরগণকে আহ্বান করিয়া অনিরুদ্ধের অন্বেষণার্থ শীঘ্র নিযুক্ত করুন। এই কার্য্যে গূঢ় ও বাহ্য উভয়বিধ চরকেই আদেশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা নরপতি আহুক কৃষ্ণের বচন শ্রবণমাত্র সত্বর হইয়া অনিরুদ্ধের অন্বেষণার্থ চরগণকে আদেশ করিলেন। কহিয়া দিলেন, তোমরা অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ কর। কি গূঢ় কি প্রকাশ্য উভয়বিধ স্থানেই অন্বেষণ করিবে। কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়া বেণু বেষ্টিত লতাপিহিত স্থান সমুদায় এবং রৈবতক পর্ব্বত, খাক্ষবান্ গিরি ও তাহাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল উদ্যান বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই এক এক করিয়া অনুসন্ধান কর। তোমরা সহস্র সহস্র অশ্বে ও রথে আরোহণ করিয়া সত্বর নিঃশঙ্ক চিত্তে সমুদায় উদ্যানেই গমন করিয়া যদুনন্দনকে অন্বেষণ করিবে।

এই সময়ে সেনাপতি অনাধৃষ্টি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, হে প্রভো! যদি অভিমত হয় তবে আমি কিছু বলিতে অভিলাষ করি শবণ করুন। আমি অনেকক্ষণ হইতে আপনাকে বলিব বলিয়া মনে করিতেছি। অসিলোমা, পুলোমা, নিন্দ ও নরকাসুর নিহত হইয়াছে। ভৌম, শাব্দ, সৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক অসুরকেও আপনি নিপাত করিয়াছেন। ভীষণশত্রু হয়গ্রীবকেও আপনি সবংশে সংহার করিয়াছেন, আপনি দেবগণের জন্য সময়ে সময়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত শত্রুই নিঃশেষিত করিয়াছেন, সুতরাং এখন আর কোন রাজাই আপনার শত্রু নাই। হে গোবিন্দ! আপনি যুদ্ধ করিয়া সমুদায় শত্রুকে সবংশে নিহত করিয়াছেন। কিন্তু, পারিজাত হরণে ঐরাবতপৃষ্ঠস্থিত যুদ্ধবিশারদ ইন্দ্রকে যে আপনি বাহুবীর্য্যবলে পরাভূত করিয়াছেন, কেবল তাহারই সহিত আপনার মহান্ বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব বোধ হয় ইন্দ্র সেই বৈনির্য্যাতন করিবার জন্যই অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া থাকিবেন। নতুবা আর কাহার সাধ্য যে আপনার সহিত এরূপ বৈর নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনাবৃষ্টি এই কথা বলিলে ধীমান্ কৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, হে তাত! সেনাপতে! আপনি ওরূপ শঙ্কা করিবেন না। দেবগণ কখন এরূপ নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা অকৃতজ্ঞ, ক্ষুদ্রচেতা মূঢ় ও নির্ব্বোধও নহেন। কেবল দেবগণের নিমিত্ত দৈত্যকুল সংহারে আমার বিশেষ যত্ন; তাহাদেরই প্রীতিসাধনের নিমিত্ত আমি সমরক্লেশ সহ্য করিয়া দর্পিত মহাসুরগণকে নিহত করিতেছি। আমার মন প্রাণ দেবকার্য্যের জন্যই অর্পিত হইয়াছে; দেবভক্তি দেবপরায়ণতাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবগণ আমাকে এরূপ জানিয়া কি জন্য আমার অনিষ্ট করিবেন। তাঁহারা উদার প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও নিয়তভক্ত বৎসল, অতএব তাঁহাদের হইতে আমার কোন অনিষ্ট শঙ্কাই নাই। আপনি অনভিজ্ঞতাবশতই এরূপ বলিতেছেন। আমার অনুমান হয় কোন পুংশ্চলীই এরূপ কার্য্য করিয়াছে; মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের এরূপ কার্য্য কখনই সম্ভব হয় না।

মহারাজ! চিন্তানিমগ্ন অদ্ভূতকর্ম্মা কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাগ্মিবির অক্রূর সস্নেহ মধুরবাক্যে কহিলেন, প্রভো! ইন্দ্রের যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায়ই আমাদের কর্ত্তব্য এবং আমাদের করণীয় সমুদায়ই ইন্দ্রের কার্য্য; সুতরাং দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, আমরাও দেবগণকে রক্ষা করিব। আপনি মধুনিহন্তা বীর দেবদেব সনাতন বিষ্ণু, কেবল দেবগণের নিমিত্তই এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ অক্রূরের এই বাক্যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, এই কার্য্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই করেন নাই। প্রদ্যুম্নতনয়কে কোন পুংশ্চলী নারীই অপহরণ করিয়াছে। দৈত্যকুমারীগণ মায়াবিদ্যায় বিলক্ষণ পটু, তাহারাই কেহ হরণ করিয়া থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্য কোন ব্যক্তি হইতে ভয় সম্ভাবনা নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! মহাত্মা কৃষ্ণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবেই যে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া যাদবগণ একবাক্যে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে সূত ও মাগধগণও মধুর শব্দে স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল; ইত্যবসরে পূর্ব্ব প্রেরিত চরগণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৃদু ও গদগদস্বরে কহিতে

লাগিল, রাজন্! আমরা উদ্যান, সভাস্থল, শৈল, পর্ব্বতগুহা, নদী, সরোবর প্রভৃতি সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কুত্রাপি অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইলাম না। ঐ সময় কৃষ্ণের চরেরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও কহিল, যদুনন্দন! আমরা সমুদায় দেশ দেখিয়া আসিলাম কিন্তু কুত্রাপি প্রদ্যুম্নতনয়ের অন্বেষণ পাইলাম না। এক্ষণে যদি কোন অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয় তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন।

তদনন্তর সকলে দুঃখিত হৃদয়ে বাষ্পপূর্ণ লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইহার পর আর কর্ত্তব্য কি? তন্মধ্যে কেহ কেহ রোষপরবশ হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। কাহার বা নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, কেহ বা ভ্রুকুটি করিয়া অর্থসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপ চিন্তা ও 'আমাদের অনিরুদ্ধ কোথায় রহিল' বলিয়া নানাপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে সকলেই অতি দুঃসহ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিতান্ত বিমনা হইয়া অতি কষ্টে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধকে হরণ করিল এই কথা বারম্বার বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রত্যুষ সময়ে মহাবাহু কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত তদীয় আলয়ে ঘোররবে তূর্য্য ও শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। নির্ম্মল প্রাতঃকালে দিবাকরও ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ একাকী হাসিতে হাসিতে যাদবগণের সভায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সকলেই সভাগৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তখন উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঋষির সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, সমিতিদুর্জ্জয় বিমনায়মান প্রভু কৃষ্ণ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই অতি সুন্দর আস্তরণমণ্ডিত শুভ্রাসনে সমাসীন হইয়া যাদবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ন্যায়ানুগত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, যাদবগণ! তোমরা অদ্য কি জন্য এইরূপ চিন্তাবিষ্ট নিঃসঙ্গ উন্মনা ও উৎসাহহীন হইয়া যেন নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছ? মহাত্মা নারদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাসুদেব কহিলেন, ভগবন! শ্রবণ করুন। গত রাত্রিতে কোন্ ব্যক্তি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। তাহার নিমিত্ত আমরা সকলেই যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছি। হে ব্রহ্মন্! যদি আপনার এই বৃত্তান্ত বিদিত কিম্বা শ্রুত হইয়া থাকে তবে সেই প্রিয় ও শুভসংবাদ প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

মহাত্মা কেশব এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ সহাস্য বদনে কহিলেন, মধুসূদন! বলিতেছি শ্রবণ করুন। দৈত্যপতি বাণের সহিত একাকী অনিরুদ্ধের দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অপ্রতিমতেজা বাণের ঊষা নাম্নী এক কন্যা আছে, তাহারই নিমিত্ত অপ্সরা চিত্রলেখা তোমার অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পূর্ব্বে দৈত্যরাজ বলির সহিত ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এই উভয়ের যুদ্ধ ও সংগ্রাম স্থলে সেইরূপই হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত মহাযুদ্ধ স্বচক্ষে

আদ্যোপান্ত সমস্ত দর্শন করিয়াছি। যুদ্ধ প্রবৃত্ত বাণ কিছুতেই অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে মায়াযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক নাগপাশে তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।

হে গরুড়ধ্বজ! বাণ অনিরুদ্ধকে বধ করিতেও আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তুমি আর বিলম্ব করিবে না, যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। জয়াকাঙ্ক্ষীদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নহে। বীর পুরুষ এরূপ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি প্রাণ রক্ষা করেন তবে তাঁহার সে প্রাণেই বা প্রয়োজন কি ?

মহারাজ! মহর্ষি নারদমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রতাপশালী বীর্য্যবান্ বাসুদেব যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সমুদায় আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে চন্দন চূর্ণ ও লাজ বর্ষণ আরম্ভ হইল। তখন নারদ কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গরুড়কে স্মরণ কর। অন্য বাহনে তথায় তুমি প্রবেশই করিতে পারিবে না। যে পথে গমন করিতে হইবে উহা অতি দুর্জ্জয় পথ।

হে জনার্দ্দন! যে স্থানে সম্প্রতি অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই বাণপুর এখান হইতে একাদশ সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। মনোবেগগামী মহাবীর্য্য অতি প্রতাপশালী বিনতানন্দনই কেবল এক মুহূর্ত্তমধ্যে তোমাকে লইয়া বাণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারেন। অতএব গোবিন্দ! তুমি তাহাকে আহ্বান কর, সেই পতগরাজই তোমাকে লইয়া গিয়া বাণকে দেখাইয়া দিবেন।

রাজন্! নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হরি গরুড়কে স্মরণ করিলেন। মহাবল বৈনতেয় স্মৃত হইবামাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়গর্ভ মধুরবাক্যে মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে পদ্মনাভ! হে মহাবাহো! কি জন্য আপনি আমায় স্মরণ করিয়াছেন; ভগবন্! যদি আমা দ্বারা আপনার কোন কার্য্য সাধন হয় তবে আমি উহা স্বরূপতঃ শুনিতে অভিলাষ করি। হে বিভো! আজ্ঞা করুন আমি এই পক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা কাহার রাজ্য নাশকরিব? গোবিন্দ! আপনার প্রভাবে আমার এই বল কে না জানে? হে বীর কোন্ মহামূর্খ অদ্য দর্পান্ধনিবন্ধন আপনার গদাবেগ ও চক্রাগ্নি উপেক্ষা করিয়া শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে? কাহার নিমিত্ত অদ্য আপনি সিংহমুখ হলাস্ত্র প্রয়োগ করিবেন? প্রভো! কাহার দেহই বা অদ্য আপনার অস্ত্রে নির্ভিন্ন হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবে? কাহার প্রাণই বা আপনার শবে অদ্য মুগ্ধ হইয়া পড়িবে? কেই বা অদ্য সপরিপারে যমালয়ে উপস্থিত হইবে।

ধীমান্ বিনতানন্দন এই কথা বলিলে, বাসুদেব কহিলেন, পক্ষিবর! শ্রবণ কর। বলির পুত্র বাণ শোণিতপুরে তদীয় দুহিতা ঊষার নিমিত্ত প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। অনিরুদ্ধও কামার্ত্ত হইয়া তথায় মহাবিষ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পতগরাজ! তাহারই উদ্ধার করিবার জন্য আমি তোমায় আহ্বান করিয়াছি। তুমি পক্ষিকুলের শ্রেষ্ঠ; তোমার মত বেগশালী জগতে আর কেহ নাই। তুমি ব্যতীত তথায় গমন করিতে আর কাহার সাধ্য নাই। অতএব প্রদ্যুম্ন তনয় যেস্থানে বাস করিতেছে আমাকেও

তথায় শীঘ্র লইয়া যাও। হে বীর! তোমার পুত্রবধূ বিদর্ভ নন্দিনী পুত্রের নিমিত্ত অনবরত রোদন করিতেছেন, তোমার প্রসাদেই ইনি আজ পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। হে পন্নগনাশন! হে মহাভুজ! তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত মিলিত হইয়া অমৃত আহরণ করিয়া আনিয়াছিলে। হে মহাবল! তুমি আমার আত্মা, তুমি আমার ধ্বজ, তুমি আমার ভক্ত। হে পতগেশ্বর! আমার প্রতি তোমার যে সখ্যভাব ও ভক্তি আছে অদ্য তাহার উপযুক্ত কার্য্য কর। বেগে তোমার সমান কেহ নাই। তুমিই পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে সুপর্ণ! আমি নিশ্চয় জানি পূর্ব্বকালে তুমিই একাকীমাত্র তোমার মাতাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলে। অন্য এক সময়ে তুমি পক্ষবিক্ষেপমাত্র দ্বারা সমস্ত দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিলে। তুমি স্বীয় বিক্রমবশতঃ সমুদায় সুরগণকেও পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়াছিলে। অতএব তুমি আমাকে সেই অগম্য দেশে লইয়া চল। আমার বিজয় এখন তোমারই আয়ত্ত। তুমি গুরুতায় সুমেরু তুল্য, লঘুতায় পবন সদৃশ। তোমার তুল্য বিক্রমশালী কোনকালে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। হে সত্যসন্ধ! হে মহাভাগ! হে বিনতানন্দন! হে মহাদ্যুতে। তুমি অদ্য অনুরুদ্ধ হইয়া আমার সাহায্য কর ।

গরুড় কহিলেন, হে মহাভুজ কৃষ্ণ! আপনার এই বাক্য অতীব অদ্ভুত, কেশব! আপনার প্রসাদেই আমি সর্ব্বত্র বিজয়ী। হে মধুসূদন! আপনি আমাকে যে স্তব করিলেন, তাহাতে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। কৃষ্ণ! আপনিই আমার স্তবনীয়, সুতরাং আমি আপনাকে স্তব করিব, তাহা না হইয়া আপনি আমায় স্তব করিলেন। আপনি বেদের অধ্যক্ষ, দেবগণের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বকামপ্রদ। আপনার দর্শন কখনই নিষ্ফল হয় না।

এই কথা বলিয়া বিনতানন্দন কৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে প্রভো! তুমি বর প্রার্থীদিগের অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাক। তুমি চতুর্ভুজ, তুমি চতুর্ম্মূর্ত্তি, তুমি চাতুর্হোত্রেরও প্রবর্ত্তক। তুমি চতুরাশ্রমবেত্তা, তুমি চতুর্ব্বিধ হোতা, তুমিই মহাকবি। তুমি ধনুর্দ্ধারী, তুমি চক্রধর, তুমি শঙ্খধর এবং দেহান্তরে তুমিই ভূমিধর বলিয়া প্রখ্যাত ছিলে। হে প্রভো! তুমি হলধারী, তুমি মুষলী, তুমি চক্রী, তুমিই দেবকীতনয়। তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি গোধনপ্রিয়, তুমি কংস হন্তা। তুমি চাণুর মহাসুরের নিধনকর্ত্তা তুমি আদিমল্ল, তুমি মল্লগণের উৎপাদক, তুমি মল্লপ্রিয়, মহামল্ল ও মহাপুরুষ। তুমি বিপ্রপ্রিয়, বিপ্রহিত, বিপ্রজ্ঞ ও বিপ্রভাবন। তুমি বেদ প্রতিপাদ্য, বরেণ্য, মহান এবং তুমিই দামোদর বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছ। তুমি প্রলম্বাসুর, কেশী ও অসিলোমাকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি রাবণ ও বালির প্রাণসংহার করিয়া বিভীষণ ও সুগ্রীবকে রাজ্যদান করিয়াছ, তুমি বলির রাজ্য অপহরণ কর। তুমি রত্নাপহারক, তুমিই সমুদ্রোদ্ভূত মহারত্ন। তুমি বরুণনামে অভিহিত এবং সরিৎসমুদায় তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি খড়্গাধর ধনুর্দ্ধারী এবং ধনুর্দ্ধরদিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। লোকে তোমাকে মহাধনুর্দ্ধারী ধনুঃপ্রিয় দাশার্হ বলিয়া জানে। হে সুব্রত! তুমি গোবিন্দ নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তুমিই জলধি, তুমি আকাশ, তুমিই ঘোর অন্ধকার ও সমুদ্রমন্থনকারী, তুমিই মহান। তুমি বহুফলশালী স্বর্গ, তুমি স্বর্গধর, তুমি মহী, তুমিই মহামেঘ, তুমি বীজোৎপাদক। তুমি ত্রৈলোকের মন্থন কর্ত্তা, তুমি ক্রোধ, তুমি লোভ, তুমিই সকলের মনোরথ। তুমি সকলের সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিয়া থাক অথচ তুমিই আবার কামনারূপী, তুমি সর্ব্বধনুর্দ্ধর। তুমি সম্বর্ত্ত, বর্ত্তন, প্রলয়, নিলয় ও মহান্। তুমি

হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, রূপবান, পুরুষোত্তম। তুমি ঈশ্বর, তুমিই মহাদেব, তুমি অসংখ্য গুণসম্পন্ন। ভগবন্! তুমি দেব, সনাতন ও স্তবনীয় হইয়া আমাকে স্তব করিতেছ। তোমার কটাক্ষপাতে অতি ভীষণ ঘোর প্রাণিগণও যমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তির্য্যগ্ নরক প্রাপ্ত হয়, আর তুমি কৃপাকটাক্ষ করিয়া যাহাদের প্রতি একবারমাত্র অবলোকন কর, তাহারা ইহলোকে পরমসুখে থাকিয়া চরমে পরম স্বর্গলাভ করে। হে মহা বাহো! এই আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞাকর ভৃত্য আপনার আদেশ পালনার্থ উপস্থিত হ য়াছি। আপনার জয় হউক গরুড় এই কথা বলিয়া পুনরায় কেশবকে কহিলেন, হে বীর! হে মহাবল! আমি প্রস্তুত হইয়াছি আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। এই কথা বলিয়া গরুড় মহা আনন্দে কৃষ্ণের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর মাধব গরুড়ের কণ্ঠশ্লেষপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! শত্রু বিনাশার্থ এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। এইরূপে প্রীতিসহকারে অর্থ দান করিয়া মহাবাহু পুরুষোত্তম কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি ধারণপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তদুপরি আরোহণ করিলেন। যিনি চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্বেদ, চতুর্দ্দন্ত এবং ষড়ঙ্গবেত্তা; যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, কমললোচন, উর্দ্ধরোমা; যাহার ত্বক সমুদায় কোমল, অঙ্গুলি ও নখ সমুদায় সমান; যাহার নখ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগ রক্তবর্ণ; যাহার স্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, বাহু গোল ও আজানুলম্বিত, মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ এবং যিনি পরাক্রমে সিংহের ন্যায়; যিনি সূর্য্যসহ স্রেরন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া প্রকাশ পান; যিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপে দীপ্তি পাইতেছেন; যিনি প্রভু ও ভূতভাবন; প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া যাহাকে বড় গুণ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন; প্রজাপতিগণ, সাধ্যগণ ও ত্রিদশগণের মধ্যে যিনি নিত্য ; সেই মহাভাগ প্রতাপশালী কৃষ্ণকেশ বলবান্যস্নশীল সর্ব্বপ্রিয় মহাভুজ কৃষ্ণ দ্বারকারক্ষার্থ সমুচিত আজ্ঞা প্রদান করিয়া যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সূত মাগধগণ এবং বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের পশ্চাতে দেব হলায়ুধ উপবেশন করিলেন, তৎপশ্চাৎ শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন উপবিষ্ট হইলেন।

হে মহাবাহো! তুমি বাণ ও তাহার অনুচর বর্গকে রণস্থলে জয় কর। যুদ্ধস্থলে তাহারা কেহই তোমার সম্মুখ রণে অবস্থান করিতে পারিবে না। পরাক্রমপ্রভাবে বিজয়লক্ষ্মী তোমারই হস্তগত হইবে। সমস্ত দৈত্যসেনা ও দৈত্যেন্দ্র বাণকে তুমি যুদ্ধে জয় করিবে। চতুর্দ্দিক হইতে সিদ্ধ চারণ ও মহর্ষিগণের এই সমস্ত আকাশ বাণী শ্রবণ করিতে করিতে কেশব যুদ্ধার্থ গমন করিলেন।

১৭৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খশব্দ এবং সূত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ ও অন্যান্য নরগণ সকলেই কৃষ্ণকে অতি ভীষণ শত্রুর সহিত সমরোন্মুখ দেখিয়া জয় ও আশীর্ব্বাদ সূচক স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্র সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া পরম শোভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বিনতানন্দন আকাশমার্গে উড্ডীন হইলেন; তৎকালে উভয়ের তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতঃপর পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ বাণের নিধনাকাঙ্ক্ষায় অষ্টভুজ এক বৃহৎ

পর্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে অসি, চক্র, গদা ও বাণ সমুদায় এবং বাম পার্শ্বে চর্ম্ম, ধনু, বজ্র ও শঙ্খ স্থাপন করিলেন। তখন তিনি সহস্র শীর্ষ ধারণ করিলেন। বলদেবও সহস্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সশৃঙ্গ কৈলাস পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে; যেন পরুড়কে আশ্রয় করিয়া সহস্রনিশাকর সমুদিত হইতেছে। যিনি সংগ্রামে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিবেন সেই মহাত্মা মহাবাহু প্রদ্যুম্নের শরীরও সনৎকুমার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। বলবান গরুড় বায়ুপথ রোধ করিয়া আকাশপথে অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষবিক্ষেপ দ্বারা পর্ব্বত সমুদায় কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর গরুড় বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণগণের সুখকর মার্গে উপনীত হইলেন। এই সময়ে বলরাম অসামান্য সমর সমুৎসুক কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! আমরা কি জন্য সহসা এরূপ প্রভাহীন হইয়া পড়িলাম? পূর্ব্বে ত' কখন আমাদের এরূপ হয় নাই। আমরা সকলেই সুবর্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। কি এ; আমরা কি সুমেরু পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়াছি? তখন ভগবান কৃষ্ণ কহিলেন, আমার বোধ হয় বাণের নগর সন্নিহিত হইয়াছে। তাহারই রক্ষায় নিমিত্ত প্রজ্জ্বলিত হুতাশন চতুর্দ্দিক হইতে নির্গত হইতেছে। ঐ আহবনীয় অগ্নির প্রভা আমাদের গাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে এইরূপ বর্ণ বৈরূপ্য জন্মিয়া থাকিবে।

রাম কহিলেন, কৃষ্ণ! যদি আমরা নগরের সন্নিহিত হইয়া থাকি এবং সেই জন্যই আমাদের শরীর এরূপ নিষ্প্রভ হইয়া থাকে তবে তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বল এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য। কিরূপ কার্য্যই বা আমাদের পক্ষে হিতকর হইবে? কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৈনতেয়! এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ বিষয়ে তুমিই আমাদিগকে উপদেশ দেও। তোমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় উহা আমি স্থির করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কামরূপী মহাবল গরুড় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের সহস্র মুখ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর মহাল বৈনতেয় সত্বর আকাশগঙ্গায় গমন করিয়া অবগাহন ও প্রভূত পরিমাণে জলপান করিয়া অগ্নির উপরিভাগে অবস্থান করিয়া ঐ জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ বিনতানন্দন অগ্নি নির্ব্বাপণের এইরূপ উপায় অবলম্বন করাতে সমস্ত উদ্দীপিত অগ্নির একেবারে উপশম হইল। তদ্দর্শনে সুপর্ণ বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, অহো! এই অগ্নির কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! এই অগ্নিই যুগক্ষয়ে সমস্ত বিশ্বসংসার দগ্ধ করিয়া থাকেন; সেই অগ্নি অদ্য ধীমান কৃষ্ণেরও বর্ণ বৈরূপ্য ঘটাইল। অতএব আমি বোধ করি ত্রিলোকমধ্যে এই অগ্নিত্রয়ই সর্ব্বপ্রধান।

অনন্তর পাবক প্রশান্ত হইলে মহাবল পক্ষিরাজ কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পক্ষবিক্ষেপে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রুদ্রানুচর অগ্নিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিবিধ ভয়াবহ মুর্ত্তিধারী এই তিনজন গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া কি জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? ইহারাই বা কে? এইরূপ নানাবিতর্ক করিয়া স্থূলবুদ্ধি অগ্নিগণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা যাদবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সংগ্রামে আসক্ত হইলে তথা হইতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ঘোরতর সিংহগর্জ্জিতের ন্যায় সেই শব্দ শ্রুত

হইয়া বাণ এক দূতকে আহ্বান করিয়া কহিল, দূত! তুমি শীঘ্র গমন কর; কোথায় এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া আসিবে; আর বিলম্ব করিও না, এখনই গমন কর। বাণের এইরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই মনোবেগতুল্য দ্রুতগামী এক পুরুষ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাসুদেবের সহিত অনলগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কল্মষ, কুসুম, দহন, শোষণ ও মহাবল তপন এই পঞ্চবিধ প্রখ্যাত স্বাহাগ্রাহ্য অগ্নি এবং স্বধাগ্রাহ্য পিঠর, পতগ, স্বর্ণ, অগাধ ও ভ্রাজ এই পঞ্চবিধ অগ্নি স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বষট্‌কারাশ্রয় জ্যোতিষ্টোমবিভাগীয় মহাদ্যুতি অগ্নিদ্বয়ও যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এই উভয় অগ্নির মধ্যে ভগবান মহর্ষি অঙ্গিরা আগ্নেয় রথে আরোহণপূর্ব্বক সমুজ্জ্বল শূলাস্ত্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং নিশিত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া মহামতি কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, অগ্নিগণ! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর। আমি এখনই তোমাদিগের ভয় জন্মাইয়া দিতেছি। আমার অস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া এখনই তোমাদিগকে ভয়ে পলায়ন করিতে হইবে। কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গিরা প্রদীপ্ত ত্রিশূল হস্তে কৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন এখনই কৃষ্ণের প্রাণ গ্রহণ করিয়াই অঙ্গিরা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণ অবিলম্বে যম, অর্ক ও অগ্নিতুল্য প্রভাশালী অতি তীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রনামক মহাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেই প্রদীপ্ত ত্রিশূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তদনন্তর মহাযশা কৃষ্ণ তূণাকর্ণনামক সাক্ষাৎ অন্তকতুল্য প্রদীপ্ত অস্ত্র দ্বারা অঙ্গিরার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। সেই প্রহারেই অঙ্গিরার সর্ব্বশরীর রুধিরাক্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিহ্বল ও নিস্তব্ধ হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট ব্রহ্মতনয় অগ্নি সমুদায় সত্বর বাণপুরে প্রস্থান করিলেন।

১৮০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা বাণপুরে উপস্থিত হইলে নারদ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! এই সেই শোণিতপুর অবলোকন কর। এই নগরে মহাতেজা রুদ্রদেব বাণের শুভ সাধন ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবতী পার্ব্বতী এবং কার্ত্তিকেয়ের সহিত বাস করিতেছেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহামুনে! এক্ষণে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করুন। কিন্তু শুনুন যদি রুদ্রদেব বাণকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলেও আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।

কৃষ্ণ ও নারদ উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে গরুড় দ্রুতবেগবশতঃ নিমেষমাত্রে শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মেঘ যেমন চন্দ্রকে উদ্গিরণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ মুখে শঙ্খযোজনা করিয়া মুখমারুত দ্বারা উহা পূর্ণ করত সেই শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। মহাবীর্য্য কৃষ্ণ এইরূপে শঙ্খবাদনপূর্ব্বক তত্রত্য সকলের ভয়োৎপাদন করিয়া অদ্ভুতকর্ম্মা বাণের পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সহসা সেই শঙ্খধ্বনি ও ভেরী নিস্বন শ্রবণ করিয়া বাণসৈন্য সকল চর্ম্ম বর্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধার্থ

সসজ্জ হইতে লাগিল। অনন্তর বাণের আদেশে কোটি কোটি কিঙ্করসৈন্য প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে সেই অসংখ্য নীলাঞ্জন কান্তি অক্ষয় সৈন্যসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘোরতর ঘনঘটায় দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে। অনন্তর দৈত্য দানব রাক্ষস ও প্রমাথ শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্যাদিতানন যক্ষরাক্ষস ও দানবগণ চতুর্দ্দিক হইতে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ প্রভৃতি চারিজনের গাত্র হইতে রুধির পান করিতে লাগিল, তখন মহাবল বলভদ্র সেই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! মহাবাহো! শীঘ্র ইহাদিগের ভয়োৎপাদন কর। ধীমান্ বলভদ্র কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া অস্ত্রবিদ গ্রগণ্য সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ তাহাদের বধ করিবার নিমিত্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অগ্রে ক্রব্যানাস্ত্রে অসুরগণকে দূরে নিঃসারিত করিয়া ঐ যে স্থানে শূল পট্টিশ শক্তি ঋষ্টি পিনাক ও পরিঘাস্ত্র লইয়া সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছিল তথায় সত্বর গমন করিলেন। তথায় প্রমথগণভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ নানাপ্রকার ভীষণমূর্ত্তি পর্ব্বত ও মেঘ সদৃশ অসংখ্য বাহনে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘবৃন্দ বায়ুবেগে চালিত হইতেছে যেন পর্ব্বত সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনন্তর সেই যোধগণ শূল, গদা, মুষল, কুলিশ ও পট্টিশ হস্তে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল।

বলরাম গরুড়পৃষ্ঠে থাকিয়া সেই সমুদায় সৈন্য সন্দর্শনে কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি এই সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি। কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্! আমারও ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমি প্রাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিব, সুপর্ণ আমার সম্মুখে, প্রদ্যুম্ন বামপার্শ্বে এবং আপনি আমার দক্ষিণে থাকিয়া এই ঘোর যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, রোহিণীনন্দন গিরিশৃঙ্গসদৃশ গদা মুষল ও লাঙ্গলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় যেন সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধবিশারদ অতি বলশালী রাম লাঙ্গলাগ্র দ্বারা সৈন্যগণকে আকর্ষণ করিয়া মুষল প্রহারে তাহাদিগকে প্রোথিত করিতে লাগিলেন। পুরুষব্যাঘ্র মহাবল প্রদ্যুম্ন শরজালবর্ষণে যুধ্যমান দানবগণের চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। স্নিগ্ধাঞ্জনকান্তি শঙ্খচক্রগদাধারী জনার্দ্দন বারম্বার শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধীমান্ বিনতানন্দন পক্ষবিক্ষেপ, তুণ্ডাঘাত ও নখপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া অনেককেই শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভীমবিক্রম দৈত্যসেনগণ এইরূপে যাদবগণকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ এইরূপে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি জ্বর ভস্মাস্ত্র লইয়া সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র ঘন গর্জ্জিতের ন্যায়। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখ ব্যাদান করিয়া জৃম্ভন করিতেছে, শরীর যেন অত্যন্তনিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল

করিতেছে। গাত্র সমুদায় রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল, চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায়; সে ক্রোধভরে তর্জ্জন করিয়া বলদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, কি, বড়ই যে বলমদে মত্ত হইয়া কে রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছে তাহা ত দৃক্পাতও করিতেছ না। থাক্ থাক্ আর তোমাকে প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। এই কথা বলিয়া প্রলয়াগ্নিতুল্য ঘোরতর মুষ্টি উদ্যত করিয়া বলরামের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল। কিন্তু বলরামও অসংখ্য মণ্ডলাকার পথে এরূপ দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে প্রহার করিতে অবসরই পাইল না। তখন অপ্রতিমতেজা জ্বর সহসা ভস্ম লইয়া তাঁহার পর্ব্বতাকার শরীরে নিক্ষেপ করিল। ভস্ম তাঁহার বক্ষোদেশে পতিত হইল। তথা হইতে স্খলিত হইয়া সেই প্রজ্বলিত ভস্ম সুমেরু শিখরে নিপতিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার শৃঙ্গ সমুদায় বিদীর্ণ হইয়া গেল। বক্ষো লগ্ন অবশিষ্ট ভস্মে বলদেবও জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও জৃম্ভন করিতে করিতে নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিলেন। নেত্রের আকুলতা ও গ্লানি উপস্থিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তিনি তখন ক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিচেতন প্রায় হইয়া কৃষ্ণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! মহাবাহো! আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি নিতান্তই দগ্ধ হইলাম। বৎস! কিরূপে আমার ইহা শান্তি হইবে?

অমিততেজা বলদেব এই কথা বলিলে যোদ্ধৃবর কৃষ্ণ ভয় নাই বলিয়া পরমস্নেহসহকারে সহাস্য বদনে যেমন তাহার সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন অমনি তাহার তাপশান্তি হইল। মধুসূদন এইরূপে বলদেবের দাহ মোচন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জ্বরকে কহিলেন, জ্বর! এস, আসিয়া যুদ্ধ কর। তোমার যে কিছু শক্তি ও পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই যুদ্ধে প্রদর্শন করাও। এই কথা বলি মাত্র মহাবল জ্বর দক্ষিণ হস্তদ্বয় দ্বারা জ্বালাগর্ভ ভয়ঙ্কর ভস্ম নিক্ষেপ করিল। যোদ্ধৃবর কৃষ্ণের গাত্রে উহা পতিত হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই উহা নির্ব্বাপিত হওয়াতে অগ্নির সমস্ত উত্তাপ শান্তি হইল। জ্বর তখন ভুজগাকার বাহু উদ্যত করিয়া কৃষ্ণের গ্রীবাদেশে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থলে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। এইরূপে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ও জ্বর এই দুই পুরুষ সিংহের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর্ব্বতের উপর ঘন ঘন বজ্রপাত হইলে যেরূপ শব্দ হইতে থাকে এই উভয়ের ঘোর সংগ্রামে সেইরূপ মুষ্টিপাত শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে তথায় কেবল 'এরূপ প্রহার কর্ত্তব্য নহে' এইমাত্র উচ্চশব্দ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তদনন্তর সেই মহাযুদ্ধে শরীরধারী ভগবান জগৎপতি গগনচারী হইয়া স্বীয় বাহুবলে জগতের প্রলয় উপস্থিত করিয়াই যেন কণকাভরণভূষিত জ্বরকে নিপীড়িত করিলেন।

১৮১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শক্রনিসূদন কৃষ্ণ জ্বরকে মৃতবোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহু বলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিবেন অমনি বাহুস্পৃষ্টমাত্রে তাঁহাকে আর পরিত্যাগ না করিয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে পুনঃ পুনঃ পদস্খলন, রোমাঞ্চ, জৃম্ভন, শ্বাসপতন, আলস্য ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। মহাযোগী শক্রতাপন কৃষ্ণ ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহার শরীরে জ্বরাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই জ্বর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জ্বরের সৃষ্টি করলেন। ভীমপরাক্রম তেজস্বী কৃষ্ণ এই ঘোররূপী উগ্রমূর্ত্তি সর্ব্বজীনভয়ঙ্কর বৈষ্ণব জ্বরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে পূর্ব্ব প্রবিষ্ট জ্বরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহাকে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বাণবেধ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তখন জ্বর উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমায় পরিত্রাণ করুন আমায় পরিত্রাণ করুন।' ঐ সময় আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে, হে কৃষ্ণ! হে যদুনন্দন! হে অনঘ! হে মহাবাহো! জ্বরকে বিনাশ করিবেন না, বরং উহাকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া ত্রিকালগুরু জগন্নাথ হরি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জ্বরও কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে কহিল, হে যদুনন্দন গোবিন্দ! আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, নিবেদন করিতেছি, আপনাকে উহা শ্রবণ করিতে হইবে। হে দেব! আমার যাহা অভিলাষ আছে তাহা আপনাকে সম্পাদন করিতে হইবে। হে দেবেশ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন; জগতে যেন আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্বর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থীদিগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। জ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহাই হইবে। তুমি পূর্ব্বের ন্যায় একমাত্র জ্বরই থাকিবে; দ্বিতীয় জ্বর যাহা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে উহা আমার শরীরে লীন হউক।

রাজন! মহাযশা কৃষ্ণ জ্বরকে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় কহিলেন, জ্বর! তুমি এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্ব্বজাতির মধ্যে যেরূপে বিচরণ করিবে তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমার আত্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর, তৃতীয় ভাগ দ্বারা মানবগণকে ভজনা কর। এইরূপে তোমার যে তৃতীয় ভাগ হইবে তাহারই চতুর্থাংশ পক্ষিকুলমধ্যে বিচরণ করিবে। অবশিষ্টাংশ দ্বারা তুমি মনুষ্যমধ্যে ঐকাহিক, খোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে; অবশিষ্ট জাতির মধ্যে তোমাকে যেরূপে বাস করিতে হইবে তাহাও আমি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে তুমি কীট, পত্রমধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফলমধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে তুমি হিম, পৃথিবীতে ঊষর, জলমধ্যে নীলিকা, ময়ূরদিগের মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বতের মধ্যে গৈরিক, গোগণের মধ্যে অপস্মারক ও খোরক নামে অভিহিত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। তুমি মহীতলে এইরূপে বিবিধরূপী হইয়া তোমার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। তোমাকে

দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণীমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে, দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত তোমার এ প্রভাব আর কেহই সহ্য করিতে পারিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্বর পরম সন্তুষ্ট হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক কহিল, মাধব! আপনি সর্ব্বজাতিতে আমার প্রভুত্ব স্থাপন করায় আমি কৃতার্থ হইলাম। হে পুরুষর্সভ! এক্ষণে আমি আপনার কোন প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে অভিলাষ করি, আজ্ঞা করুন কি কার্য্য করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিব। অসুরকুল প্রমাথী ত্রিপুরবিনাশন হয় আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু রণস্থলে আপনি যখন আমাকে পরাভূত করিলেন, তখন আপনি আমার প্রভু আমি আপনার কিঙ্কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! জ্বরের বাক্য শুনিয়া বাসুদেব কহিলেন, জ্বর! আমার মনোগত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। তখন জ্বর কহিল, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমি ধন্য ও নিতান্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। হে চক্রায়ুধ! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। কৃষ্ণ কহিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করিয়া এই মহাযুদ্ধে তোমার এবং আমার যে পরাক্রম, ভুজবল ও অস্ত্রবল প্রদর্শিত হইল, ইহা পাঠ করিবে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সে যেন বিগতজ্বর হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! কৃষ্ণ এই কথা বলিলে মহাবল জ্বর যদুসিংহকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

১৮২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তাঁহারা তিনজনে তিন অগ্নির ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমরে অনবরত বাণবর্ষণদ্বারা দৈত্যসৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে ঘোরতর দানবীসেনা চক্র চক্রপ্রহার, লাঙ্গলাস্ত্র পাত ও বাণবর্ষণ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তৃণরাশি প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে বিষম বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ কৃষ্ণ শরাগ্নিও সৈন্যেন্ধনযোগে অত্যন্ত বিবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রলয়াগ্নিসদৃশ সেই ভীষণ সমরানলে সহস্র সহস্র দানবসৈন্য ভস্মসাৎ হইতে লাগিল।

এই সময় সেই দানবসেনামধ্যে দৈত্যপতি বাণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, সৈন্যগণ তোমরা কি জন্য ভয়বিহ্বল হইয়া এরূপ লঘুতা প্রদর্শন করিতেছ? দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইতে পলায়ন করাও কি তোমাদের উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে? আর কি জন্যই বা কবচ, অসি গদা প্রাস খড়্গ চর্ম্ম পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতেছ? তোমাদের জাতি ধর্ম্ম ও হরসংসর্গ একবার মনে করিয়া দেখ। এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আর পলায়ন করিতে হইবে না।

দৈত্যপতি বাণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবসৈন্যগণ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ ভয়সঞ্চার হইয়াছিল তাহাতে আর প্রত্যাগমন করিতে পারিল না। তাহারা ভয় মোহিত হইয়া প্রায়ই রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবলমাত্র প্রমাথগণ তথায় অবশিষ্ট রহিল। সেই ভগ্নাবশিষ্ট সৈন্য পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, তৎকালে বাণের সখা ও প্রধান অমাত্য বীর্য্যবান্ কুষ্মাণ্ড সৈন্য সমুদায়কে পলায়িত দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, সৈন্যগণ! এই দেখ তোমাদের অধিপতি বাণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এই ভগবান শঙ্করও এই কুমার কার্ত্তিকেয় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত আছেন। তথাপি তোমরা কি নিমিত্ত রণে ভঙ্গ দিয়া মোহবশতঃ পলায়ন করিতেছ। যাহা হউক এখন তোমরা প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া ও যুদ্ধ কর। ভয়মোহিত সৈন্যগণ কুষ্মাণ্ডবাক্য শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু চক্রাগ্নি প্রভাব মনে করিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অমিততেজা কৃষ্ণকর্ত্তৃক এই রূপে সমস্ত বল ভঙ্গ হইল দেখিয়া মহাদেব ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন বাণের রক্ষার্থ এক অতি প্রভাশালী রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কুমার কার্ত্তিকেয় অগ্নিবর্ণ অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাবীর্য্য নন্দী প্রভু মহাদেবের রথেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব ওষ্ঠ সন্দংশনপূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন; তাঁহার সেই সিংহযুক্ত ঘোরনির্ঘোষ রথ যেন আকাশকে পান করিয়াই চলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ রূপধারী ভয়াবহ বিকটাকার সহস্র সহস্র প্রমথগণ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে কেহ সিংহমুখ, কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ নাগমুখ, কেহ অশ্বমুখ, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ খরমুখ, কেহ গজমুখ, কেহ অশ্বগ্রীব, কেহ ছাগমুখ, কেহ গোমায়ুমুখ, কেহ মার্জ্জারমুখ, কেহ বা মেষবক্ত্র। ইহাদিগের মধ্যে কাহার গলদেশে সর্পযজ্ঞোপবীত, কেহ বা চীরবসনধারী, কাহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, কাহার কেশকলাপ জটা হইয়া পড়িয়াছে, কাহার বা উর্দ্ধগামী হইয়া রহিয়াছে। কেহ বা নগ্নাবস্থায় শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সৌম্যমূর্ত্তি, কেহ বা পুষ্পমালা পরিধান করিয়াছে। কেহ বা দিব্য অস্ত্র, কেহ বা অন্যবিধ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছে। প্রমথগণের মধ্যে কেহ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে। সকলেরই দশনাবলী বৃহৎ ও রক্তাক্ত, সকলেই অত্যন্ত মাংস লোলুপ ও বলিপ্রিয়।

এইরূপে প্রমথগণ দেবদেব শত্রুমর্দ্দন মহাদেবকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সমরোদ্যত হইয়া মহোৎসাহে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর অক্লিষ্ট কর্ম্মা রুদ্রদেবের দিব্য রথ দেখিয়া কৃষ্ণ গরুড়ারোহণে যুদ্ধার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদনন্তর প্রভূত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাদেব ক্রোধে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের প্রতি শত শত নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ সেই হর শনিকরপাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধ বশতঃ এক অত্যুৎকৃষ্ট পার্জ্জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন হরি হরপ্রভাবে প্রপীড়িত হওয়াতে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন; নাগসমুদায় উর্দ্ধমুখে বিচলিত হইতে লাগিলেন; পর্ব্বত সমুদায় জলধারায় আকুল হইয়া স্খলিত হইতে লাগিল; কোন কোন পর্ব্বত স্ব স্ব শিখরসমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; দিক বিদিক্ ভূমি আকাশ প্রভৃতি

সমুদায় স্থানই যেন প্রজ্বলিতের ন্যায় লক্ষ্য হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে বজ্রপাত আরম্ভ হইল; ভীষণমূর্ত্তি অশুভ শিবাসকল ঘোর রবে শব্দ করিয়া উঠিল; ইন্দ্র ঘোরতর শব্দ করিয়া শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; উল্কাপাত হইয়া বাণ-সৈন্যগণের সম্মুখভাগ আচ্ছন্ন করিল; বায়ুর গতি একেবারে রুদ্ধ হইল; জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; ওষধি সমুদায় প্রভাশূন্য, গগণচারিগণ গতিপ্রবৃত্তিশুন্য হইল; ইত্যবসরে ব্রহ্মা ত্রিপুরান্তকারী রুদ্রদেবকে সমরে উদ্যত, দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ আকাশপথে থাকিয়া যুদ্ধসন্দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিষ্ণুর সেই পূর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত পার্জ্জন্য অস্ত্র জ্বলিতে জ্বলিতে রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। ঐ অবকাশে নতপর্ব্ব সহস্র সহস্র বাণ চতুর্দ্দিক হইতে রুদ্রদেবের রথোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য রুদ্রদেবও তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই অস্ত্রে এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হয়। ঐ শরাগ্নিতে আচ্ছন্ন ও দহমান হইয়া কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও গরুড় এই মহাকায় চারজনই একবারে অলক্ষিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। অসুরগণ এইবারে কৃষ্ণ নিহত হইয়াছে বলিয়া মহানন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ মহা প্রতাপশালী বাসুদেব যুদ্ধক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ উহা সহ্য করিয়া বরুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব ঐ বরুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তারা সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র একবারে শান্তিলাভ করিল। আগ্নেয় অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া মহাদেব পুনরায় প্রলয়াগ্নি সদৃশ পৈশাচ, রাক্ষস রৌদ্র ও আঙ্গিরস এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র যুগপৎ নিক্ষেপ করিলেন। বাসুদেবও ঐ সকল অস্ত্রের প্রশমনের নিমিত্ত বায়ব্য, সাবিত্র, বাসব ও মোহন এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে স্বীয় অস্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা মহাদেবের অস্ত্র নিবারণ করিয়া মহাবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় ব্যাদিতানন বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র প্রধান প্রধান অসুয়গণ, অসুরসৈন্যগণ, ভূত ও যক্ষগণ ভয়মোহিত হইয়া চকিতনয়নে দিগদিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

রাজন! এইরূপে, প্রমথগণভূয়িষ্ঠ সৈন্যগণ ভয়বিহবল হইয়া পলায়ন করিলে দৈত্যপতি বাণ; মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ অস্ত্রধারী মহারথ মহাবীর ঘোর দৈত্যসেনায় পরিবৃত হইয়া দেবগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ জপ, মন্ত্রপাঠ ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অসুরপতি কুবেরের ন্যায় মুক্তহস্তে তাহাদিগকে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র, ধেনু, ফল, স্বর্ণমুদ্রা ও রাশি রাশি ধন দান করিতে লাগিল। তাহার সহস্রসূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথ অসংখ্য কিঙ্কিণীজালে ও অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণে মণ্ডিত থাকাতে তাহার দীপ্তি সহস্র চন্দ্র ও অযুত নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনই যেন দীপ্তি পাইতে লাগিল। মহাভুজ কার্ম্মুকধারী অসুরপতি যাদবগণের বিনাশ বাসনায় উগ্র মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দানবানীত সেই রথে আরোহণ করিল। এই সময়ে মহারথসঙ্কুল দৈত্যসাগর যাদবগণের প্রতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন বাতবিক্ষোভিত মহার্ণব ভীষণ তরঙ্গাকুল হইয়া লোকবিনাশের নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়াছে। রাজন্! এইরূপে ভীষণমূর্ত্তিধারী সৈন্য ও মহারথগণ সশর শরাসন উদ্যত করিয়া সপর্ব্বত কাননের ন্যায় অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল, তৎপশ্চাৎ বাণ অবস্থিতি করিয়া রহিল।

১৮৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময় জগৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। কি রুদ্রদেব, কি নন্দী, কি রথ, কিছুই আর লক্ষিত হয় না। তৎকালে ক্রোধে ও বলদর্পে মহাদেবের শরীর দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিপুরান্তকর চতুর্ম্মুখ বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অন্তর্যামী মহাত্মা বাসুদেব উহা জানিতে পারিয়া লঘুহস্ততানিবন্ধন অগ্রেই জৃম্ভণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অসুর ও রাক্ষসগণের বিজেতা মহাবল মহাদেব ঐ জৃম্ভণাস্ত্রে বিমোহিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার আর সংজ্ঞা রহিল না। অনন্তর রণমদোন্মত্ত বাণ মহাদেবকে পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত করিয়া কহিল, আপনি অন্য বাণ সৃষ্টি করুন। তখন তিনি আপনাকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিমোহিত দেখিয়া যেমন অন্য শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, অমনি স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ মহাবল সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান কৃষ্ণ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ প্রস্থাপিত করিতে লাগিলেন। তখন জগতীতলস্থ সমস্ত জীব মহাদেবকে বিমোহিত দেখিয়া এবং পাঞ্চজন্যের ভীষণ শব্দ ও ধনুকের আস্ফালন শুনিয়া একবারে ভয়াকুল হইয়া পড়িল। এই অবসরে রুদ্রদেবের পারিষদ্গণ মায়াযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু বীর্য্যবান মকরকেতু সেই সমুদায় পারিষদ্গণকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া শরজালবিস্তার দ্বারা দানবগণের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাদেব জৃম্ভণকালে যেমন মুখব্যাদান করিয়াছেন, অমনি তাঁহার বক্ত্রমধ্য হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইল। ঐ অগ্নিতে দশদিক্ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে ধরণীদেবী উভয়পক্ষীয় মহাত্মগণ দ্বারা নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া কম্পিত কলেবরে উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেব মহাবাহো! আমি রুদ্রদেব ও কৃষ্ণেরভারে আক্রান্ত হইয়া ইহাঁদিগের তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে পুনরায় বুঝি আমাকে একার্ণব হইয়া যাইতে হয়। হে লোকপিতামহ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার এ ভার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহাতে আমার এ ভার লঘু হয় এবং যাহাতে সমস্ত চরাচর ধারণ করিতে পারি তাহারই উপায় বিধান করুন। তদনন্তর ব্রহ্মা কশ্যপপুত্রী পৃথিবীকে কহিলেন, ধরিত্রি! আর ক্ষণকাল আত্মধারণ কর, এখনই লঘু হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! ভগবান্ ব্রহ্মা এই সমুদায় দেখিয়া রুদ্রদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেব! ভুমি স্বয়ং ইহার বধ বিধান করিয়া কি জন্য আবার উহাকে রক্ষা করিতেছ? হে মহাবাহো! কৃষ্ণের সহিত তোমার যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য নহে। কারণ কৃষ্ণ তোমারই দ্বিধাকৃত আত্মা, সুতরাং এ যুদ্ধ কৃষ্ণের সহিত না হইয়া আপনার সহিতই হইতেছে। এই কথা শুনিয়া অবিনাশী প্রভু মহাদেব কৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে সমস্ত চরাচরভূত ত্রিলোক অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে তন্মধ্যে ধনুর্ব্বাণহস্তে বিমুগ্ধ দেখিতে লাগিলেন। তখন দ্বারবতীতে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও তাহার স্মরণ হইল। সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যের আর কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কৃষ্ণদেহ হইতে বিনির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, আর আমি কৃষ্ণের

সহিত যুদ্ধ করিব না। এখন পৃথিবীর ভার লাঘব হউক। অনন্তর কৃষ্ণ ও রুদ্র উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীতিসহকারে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সেই পরম যোগিদ্বয় যে পরস্পরযুক্ত হইয়াছিলেন উহা আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। কেবল একমাত্র লোকপিতামহ ব্রহ্মাই উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ব্রহ্মা এই সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া পার্শ্বস্থিত দীর্ঘদর্শী মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি একদা রাত্রিযোগে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলাম, মন্দর গিরির পার্শ্বদেশে পদ্মবনে হরি হররূপ হর হরিরূপ ধারণ করিয়াছেন। হর শঙ্খচক্রগদা পাণি হইয়া পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন। হরি ত্রিশূল, পট্টিশ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। হর গরুড়ধ্বজ, হরি বৃষভধ্বজ হইয়াছেন। ভগবন্! এই সমুদায় দেখিয়া আমার নিতান্ত বিস্ময় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে আপনি ইহার যথাযথ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পিতামহ! শিব বিষ্ণুরূপী, বিষ্ণুও শিবরূপী এ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদই নাই। ইহাঁরা উভয়েই সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। ইহাঁদের আদি মধ্য ও অন্ত নাই; ইহাঁরা উভয়েই অবিনাশী; তথাপি ইহাঁদিগের হরিহরাত্মক রূপবিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনিই পিতামহ। রুদ্র বিষ্ণু ও পিতামহ ইহাঁরা তিন জনই এক মূর্ত্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁরা তিন জনেই বরদাতা, লোককর্ত্তা, লোক নাথ ও স্বয়ম্ভূ। ইহাঁরা সকলেই অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। যেমন জল মধ্যে জলপ্রবেশ করিলে জলমূর্ত্তিই হইয়া যায়, সেই রূপ বিষ্ণু রুদ্রশরীরে প্রবেশ করিলে রুদ্রমূর্ত্তিই হইয়া থাকেন। যেমন অগ্নির সহিত অগ্নি মিশ্রিত হইলে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই হয় না, সেইরূপ রুদ্র বিষ্ণুদেহে লীন হইলে বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছুই হয় না। ফলতঃ রুদ্র অগ্নিময় বিষ্ণু সোমাত্মক, এই জন্যই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডও অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাঁরা উভয়ে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা।

ইহাঁরাই জগতের কল্যাণদাতা ও সর্ব্বময় প্রভু। জগতের উপাদান ও সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়েরও ইহাঁরাই সৃষ্টিকর্ত্তা। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালরূপী। ইহাঁরা দুই জনেই বক্তা, ইহাঁরাই প্রভাময়। ইহাঁরা উভয়েই স্রষ্টা ও পালয়িতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরা তিনজনে মেঘরূপে বর্ষণ করেন, সূর্য্যরূপে প্রভা বিস্তার, বায়ুরূপে বহন করিতেছেন।

পিতামহ, আমি আপনার নিকট এই গুহ্যতম বিষয় ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি ইহা নিত্য শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি রুদ্রদেব ও বিষ্ণুর প্রসাদে চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে আমি সেই সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা দেবদেব হরিহরকে ব্রহ্মার সহিত স্তব করি। রুদ্রদেবের উপাস্য যেমন বিষ্ণু, বিষ্ণুর উপাস্যও তদ্রূপ রুদ্রদেব। ইহাঁরা উভয়েই একাত্মা, দৃশ্যতঃ দ্বিধাভূত হইয়া নিত্য জগতে বিচরণ করিতেছেন। শঙ্কর হইতে বিষ্ণু ভিন্ন নহেন, বিষ্ণু হইতেও রুদ্র ভিন্ন নহেন, এই জন্যই ইহাঁরা পূর্ব্বকালে একত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। আমি সেই সংহতচারী রুদ্র ও কৃষ্ণকে নমস্কার করি। সেই ত্রিনেত্র ও দ্বিনেত্রকে নমস্কার। পিঙ্গললোচন ও পদ্মলোচনকে নমস্কার। কুমার গুরু ও প্রদ্যুম্ন গুরুকে নমস্কার। ধরণীধর ও গঙ্গাধরকে নমস্কার। ময়ুরপিচ্ছ ও কেয়ূরধারীকে নমস্কার। কপালমালী ও বনমালীকে নমস্কার। চর্ম্মাম্বরধারী ও পীতাম্বরকে নমস্কার। লক্ষ্মীপতি ও উমাপতিকে নমস্কার।

খট্টাঙ্গধারী ও মুষল ধারীকে নমস্কার। ভস্মাঙ্গরাগ ও কৃষ্ণাঙ্গধারীকে নমস্কার। শ্মশানবাসী ও আশ্রমবাসীকে নমস্কার। বৃষভবাহন ও গরুড়বাহনকে নমস্কার। অনেকরূপী ও বহুরূপীকে নমস্কার। প্রলয়কর্ত্তা ও সাগরশায়ীকে নমস্কার। ভৈরবমূর্ত্তিধারী ও বহুরূপধারীকে নমস্কার। বিরূপাক্ষ ও সৌম্যলোচনকে নমস্কার। দক্ষযজ্ঞবিনাশক বলির নিয়ন্তাকে নমস্কার। পর্ব্বতবাসী ও সাগরশায়ীকে নমস্কার। দেবারিনাশন ও ত্রিপুরবিনাশনকে নমস্কার। নরকাসুরঘাতন ও মদনকারীকে নমস্কার। অন্ধকনাশী ও কৈটভঘাতীকে নমস্কার। সহস্রহস্ত ও অসংখ্য বাহুকে নমস্কার। সহস্রশীর্ষ ও বহুশীর্ষকে নমস্কার। হে ভগবন্ বিষ্ণো! হে ভগবন শিব! তোমাদিগকে নমস্কার। হে দেব! হে দেবপূজিত! হে যজুঃসমবেদগীত! হে দেবারিনাশন! হে সুরপূজিত! হে কামিগণের কর্ম্ম! হে অমিতপরাক্রম! হে হৃষীকেশ! হে স্বর্ণকেশ? তোমাদিগের উভয়কেই নমস্কার।

রাজ! ভগবান্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্যাস, ধীমান নারদ, ভারদ্বাজ, গর্গ, মহাত্মা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাৎস্য সুমন্তু, অগস্ত্য, পুলস্ত্য ও মহাত্মা ধৌম্য প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একত্র সমবেত হইয়া রুদ্র দেব ও বিষ্ণুর এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। এই হরিহরাত্মক স্তোত্র যে ব্যক্তি নিয়ত পাঠ করিবেন, তিনি রোগবিমুক্ত ও বলবান্ হন। তাঁহার সৌভাগ্য সম্পৎ লাভ হয় এবং স্বর্গ হইতে কখন তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হয় না। তিনি অপুত্র হইলে পুত্রলাভ করেন, কুমারীগণ ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে তাহাদের সৎপতি লাভ হয়। গুর্ব্বিণী ইহা শ্রবণ করিলে সৎপুত্র লাভ করেন। যথায় এই স্তোত্র পাঠ হয় তথায় রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, বা বিনায়কগণের ভয় থাকে না।

১৮৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর মহাত্মা মহাদেব ও কৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে। পুনরায় কৃষ্ণের সহিত অতি ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে কুমার কার্ত্তিকেয় কুষ্মাণ্ড চালিত রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ বলদেব ও প্রদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কার্ত্তিকেয় অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতে করিতে তিনজনের প্রতি অত্যুগ্র শতশর নিক্ষেপ করিলেন; এইরূপে শর প্রহারে ব্যথিত হইয়া সাক্ষাৎ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রদীপ্ততেজা সমর কুশল ইহাঁরা তিন জনেই বায়ব্য, আগ্নেয়, ও পার্জ্জন্য এই ত্রিবিধ অস্ত্র কুমারের প্রতি যুগপৎ নিক্ষেপ করিলেন; কুমারও তৎক্ষণাৎ অন্য তিন অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা ঐ অস্ত্রত্রয় নিবারণ করিয়া শৈল, বারুণ ও সাবিত্র এই ত্রিবিধ অস্ত্রে তিনজনকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্নের অস্ত্র মায়ায় ভীষণ ধনুর্ব্বাণবারী কার্ত্তিকেয়ের বাণ সমুদায় ব্যর্থ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে গুহ ক্রোধে অধীর হইয়া দশন দ্বারা ওষ্ঠ সন্দংশনপূর্ব্বক অতি দুর্দ্ধর্ষ সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় ব্রহ্মশিরোনামক, অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন অত্যুগ্র অতি দুর্দ্ধর্ষ লোক বিনাশন দুঃসহ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে সকলে হাহাকার করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অস্ত্রতেজ প্রবৃদ্ধ হইয়া জগৎ ম্লানীভূত করিলে অতিবীর্য্য প্রভু কেশিমথন কেশব স্বীয় চক্র গ্রহণ করিলেন; মহাত্মা

কেশবের এই অস্ত্র জগদ্বিখ্যাত এবং পৃথিবীতে এমন কোন অস্ত্র নাই যে, উহা তদ্বারা উপশমিত বা হীনপ্রভ না হয়। গ্রীষ্মান্তে নিবিড় ঘনঘটা যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে ক্ষীণপ্রভ করিয়া থাকে সেইরূপ কৃষ্ণের চক্রাস্ত্র নিক্ষেপে কুমারের ব্রহ্মশির নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় গুহ বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি অতি ঘোররূপা সর্ব্বলোক ভয়াবহ শত্রু নাশিনী এক কাঞ্চনময়ী অমোঘ শক্তি গ্রহণ করিলেন; উহার দীপ্তি প্রকাণ্ড উল্কা ও যুগান্তকালীন অগ্নির সদৃশ। চতুর্দ্দিকে কিঙ্কিণী মালা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কার্ত্তিকেয় সেই শক্তি ক্রোধভরে নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জ্জনে সমস্তলোক ত্রস্ত হইল; নিক্ষিপ্ত শক্তি কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গগনতল উজ্জ্বল করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদিদেবগণ নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই শক্তি কৃষ্ণকে দগ্ধ করিল। কিন্তু মহাবল কৃষ্ণ সেই মহাশক্তি সন্নিহিত হইবামাত্র একমাত্র হুঙ্কার ধ্বনিতে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তাদৃশ শক্তি ভূতলে পতিত ও ব্যর্থ হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ কৃষ্ণকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী বাসুদেব পুনরায় দৈত্য বিনাশন চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ কালে মহাদেবের আদেশানুসারে দিগ্‌বাসা দেবী কোটবী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুমারকে রক্ষা করিবার জন্য রণস্থলে উভয়ের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই দেবী কোটবী পার্ব্বতীর অষ্টমাংশ, ইহার নাম লম্বা। অদ্ভুত রূপলাবণ্যবতী কণক শক্তিহস্তা সেই দেবী লম্বাকে মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া মহাবাহু কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমাকে ধিক্! তুমি শীঘ্র এস্থল হইতে নিঃসৃত হও। আমি যাহাকে নিশ্চয় বধ করিব, স্থির করিয়াছি, কেন তুমি তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তৎকালে দেবী কোটবী বিভু বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারের রক্ষার্থ বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন,দেবি! তুমি এখনই কার্ত্তিকেয়কে লইয়া শীঘ্র রণস্থল হইতে প্রস্থান কর। নতুবা কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। অদ্য আমার সম্মুখে যিনি উপস্থিত হইবেন, আমি তাহারই সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিয়া উপেন্দ্র স্বীয় চক্রাস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন। এদিকে দেবী কোটবীও ধীমান কৃষ্ণের বচনশ্রবণে কার্ত্তিকেয়কে লইয়া মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে কুমার দেবীকর্ত্তৃক রক্ষিত ও সমরভূমি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে বাণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল আমিই মাধবের সহিত যুদ্ধ করিব।

১৮৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহাশব্দে ভেরী ও তুরী বাদিত হইতে লাগিল; বীরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বাণ যুদ্ধার্থ কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল, এদিকে অপ্রতিমতেজা কৃষ্ণও বাণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, দেখিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাণ গরুড় পৃষ্ঠাসীন যদুপুঙ্গব কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া ক্রোধ ভরে কহিল, কৃষ্ণ! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, আজ আর তোমাকে জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে হইবে না; দ্বারকা বা দ্বারকাবাসী বন্ধুগণকেও আর তোমায় দেখিতে হইবে না। মাধব! এখনই তুমি বৃক্ষাগ্রভাগ সমুদায় সুবর্ণ বর্ণ দেখিবে। তুমি আজ নিতান্তই কাল প্রেরিত হইয়া মরিবার নিমিত্ত ওই সমরে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ। হে গরুড়ধ্বজ! তুমি অষ্টভুজ, সহস্রবাহু আমার সহিত অদ্য তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব তোমার আর পরিত্রাণ নাই। অদ্য আমি তোমাকে সমরে পরাভূত ও নিহত করিলে এই শোণিত পুর হইতেই একবার মাত্র তুমি দ্বারকা পুর স্মরণ করিবে। আমার এই যে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সমাযুক্ত নানাপ্রকার অঙ্গদ বিভূষিত বাহু সহস্র দেখিতেছ উহাই যুদ্ধসময়ে কোটীবাহু হইয়া পড়িবে। দৈত্যবর এইরূপে মহা আস্ফালন সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমুদ্রগর্ভ হইতে বাতোদ্ধূত তরঙ্গমালা সকল মহাবেগে সমুত্থিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; ক্রোধে তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বোধহইল যেন, বহ্নি ও সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইয়া জগৎ দগ্ধ করিতেছে। মহর্ষি নারদ তাহার তাদৃশ সগর্ব্ব বাক্যশ্রবণে নভস্তলকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন মহাশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুনি কৌতুহল পরবশ হইয়া উৎফুল্ললোচনে সর্ব্বত্র প্রায় পর্য্যটন করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে যুদ্ধ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যোগাসন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, বাণ! বৃথা গর্জ্জন করিতেছ কেন? শূরগণ কদাচ বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করেন না। তর্জ্জনে প্রয়োজন কি? এসো যুদ্ধে অগ্রসর হও; দিতিনন্দন! যদি বাক্য দ্বারাই যুদ্ধে জয় লাভ হইত, তাহা হইলে তোমার এই বহু অসম্বদ্ধপ্রলাপে অবশ্য তুমি জয়ী হইতে পারিতে। কিন্তু তাহা হইতেছে না। আইস হয় আমাকে জয় কর, অথবা পরাভূত হইয়া চির কালের নিমিত্ত দীনভাবে অবাঙ্মুখ হইয়া ধরাতলে শয়ন কর। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ মর্ম্মভেদী অমোঘ বাণ সমুদায় তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই শরে বিদ্ধ হইয়া বাণও কৃষ্ণের প্রতি শর বর্ষণ আরম্ভ করিল। অনন্তর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল; দৈত্যপতি ঐ যুদ্ধে পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, তোমর, শক্তি, মুষল ও পট্টিশ প্রভৃতি সাক্ষাৎ হুতাশনতুল্য অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা কেশবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। বাণ সহস্র বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়া কেশবকে দ্বিবাহু মনে করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; অষ্টবাহু কেশবও শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করিয়া সহস্রবাহুর সহিত অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দানবপতি বাণ কৃষ্ণের লঘু হস্ততা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু তপোবলে যে অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রলাভ করিয়া ছিল, সেই অস্ত্র গ্রহণ করিল। ঐ

অস্ত্র যুদ্ধে কুত্রাপি প্রতিহত হয় না প্রত্যুত শত্রুকুল বিনাশ করিয়া থাকে। হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় প্রীত হইয়া ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বলিতনয় বাণ সেই দিব্য পরমাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। অস্ত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র সমস্ত দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সেই অস্ত্র হইতে অতি ঘোরতর সহস্র সহস্র বাণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল; তৎকালে গাঢ়তর অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই পরিজ্ঞাত রহিল না। দানবগণ সাধু সাধু বলিয়া দৈত্যপতিকে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। দেবগণের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তদনন্তর ঐ অস্ত্র হইতে মহাবেগে স্ফুলিঙ্গ উদ্‌গিরণ করিতে করিতে ঘোরতর বাণ বৃষ্টি আরম্ভ হইল; বায়ুগতি ও মেঘসঞ্চরণ রুদ্ধ হইয়া পড়িল; বাণবিসৃষ্ট অস্ত্রে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া মধুসূদন অতিবেগশালী কালান্তককল্প পার্জ্জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র সমস্ত তিমিররাশি তিরোহিত এবং অগ্নির উত্তাপও প্রশমিত হইল। এইরূপে পার্জ্জন্যাস্ত্রে দানবাস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে দানবগণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া নিতান্ত ক্ষুন্ন হইয়া পড়িল। দেবগণ আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া দৈত্যপতি ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় সেই গরুড়পৃষ্ঠস্থিত কেশবের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ করিল। মুষল পট্টিশাস্ত্র নিক্ষেপে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শত্রুনিসূদন কৃষ্ণও তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া অবলীলাক্রমে স্বকীয় বাণ দ্বারা সেই সমুদায় বাণ বৃষ্টি নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত যখন দুই মহাবীরে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে তৎকালে কৃষ্ণ স্বীয় শার্ঙ্গ শরাসন বিনির্ম্মুক্ত বজ্রসার শর দ্বারা দৈত্যপতির রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা তিল পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। পরক্ষণেই আবার তাহার গাত্রাবরণ কবচ, মস্তকস্থিত মহাপ্রভ মুকুট, হস্তধৃত কার্ম্মুক ও অঙ্গুলিত্রাণ সমুদায় ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ এক নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলে তদ্দ্বারা দৈত্যপতির হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই মর্ম্মান্তিক প্রহারেই তাহাকে হতচেতন ও মূর্চ্ছিত করিয়া পাতিত করিল। প্রাসাদ শিখরাসীন মহর্ষি নারদ দৈত্যপতিকে তাদৃশ নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া কক্ষবাদনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং অঙ্গুলিস্ফোটনপূর্ব্বক কি ভাগ্য কি ভাগ্য বলিয়া কহিতে লাগিলেন, অহো! আমার জন্ম সফল এবং জীবন ধন্য হইল। আমি অদ্য দামোদরের পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম; হে মহাবাহো! হে দেবপূজিত বাণকে জয় কর। যে জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ তাহাও সফল হউক। নারদ এইরূপে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া শাণিত শরনিকরপাতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দৈত্যপতি বাণ ও কৃষ্ণ উভয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, ইত্যবসরে উভয় মহারথীর ধ্বজদ্বয়ে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দৈত্যপতির ময়ূর ও কৃষ্ণের গরুড় উভয়ে মহাক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষ প্রহার তুণ্ডাঘাত ও চরণতাড়ন দ্বারা পরস্পর গুরুতর আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বিনতা নন্দন বিষম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া মহাবেগে প্রদীপ্ততেজা ময়ূরের উপর নিপতিত হইল। পতিত হইয়াই চঞ্চুপুট দ্বারা তাহার মস্তক ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ পক্ষ দ্বারা প্রহার এবং পাদপ্রহারে তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। মহাবল গরুড় এইরূপে অতিবেগে কখন আকর্ষণ, কখন বিকর্ষণ করিয়া অবশেষে ভূতলে পতিত করিল।

ময়ূর হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন মরীচিমালী প্রভাকরই গগনমণ্ডল হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে ময়ূর পতিত হইলে মহাবল বাণ ও তৎসঙ্গে নিপতিত হইল; নিপতিত হইয়া দৈত্যরাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে আত্মকার্য্য চিন্তা করিতে লাগিল। কহিল, আমি রণমদোন্মত্ত হইয়া সুহৃদ্বাক্য অবহেলা করিয়াছি, সেই পাপেই অদ্য আমাকে এই সমুদায় দেব ও দৈত্যগণের সমক্ষে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল।

ঐ সময় অন্তর্যামী ভগবান্ রুদ্রদেব বাণকে রণস্থলে তাদৃশ বিষণ্ন ও হীনবীর্য্যপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহার রক্ষার্থ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর গম্ভীর স্বরে পাশ্ববর্ত্তী নন্দীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, নন্দিকেশ্বর! তুমি আমার এই সিংহসমাযুক্ত দীপ্তিমান রথে আরোহণ করিয়া যথায় বাণ অবস্থান করিতেছে তথায় গমন কর এবং তাহাকে এই রথ প্রদান করিয়া যুদ্ধে যোজনা কর। আমি এই স্থলেই অবস্থান করিব; যুদ্ধার্থ সৈন্যগণমধ্যে আর গমন করিতেছি না। তুমি বাণকে এই রথ প্রদান করিলেই সে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। তুমি তথায় থাকিয়া তাহাকে রক্ষা কর; আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র গমন কর।

মহারথী নন্দী মহাদেবের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা বলিয়া রথারোহণে তাথা হইতে বহির্গত হইল। সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া বাণকে মৃদুস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, দৈত্যপতে! মহাবল! শীঘ্র আগমন করিয়া এই রথে আরোহণ কর। আমি সারথি হইতেছি, আর বিলম্ব করিও না, রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর। বাণ নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অমিততেজা ধীমান্ মহাদেবের সেই ব্রহ্মনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিল। আরোহণ করিয়াই অতিবীর্য্য দৈত্যরাজ মহা ক্রোধে সর্ব্বানিঘাতন প্রদীপ্ত ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র গ্রহণ করিল। ঐ অস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সকলেরই হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। পূর্ব্বকালে লোকরক্ষার নিমিত্ত কমলযোনি স্বয়ং উহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বীয় চক্রাস্ত্রে উহাকে নিরস্ত করিয়া বিখ্যাতকীর্ত্তি সমরে অপ্রতিমতেজা বাণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাণ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে আত্মগৌরব প্রকাশ করিবার জন্য কত কথাই বলিয়াছিলে, এখন তোমার তৎসমুদায় সাহঙ্কার বাক্য কোথায় রহিল? এই ত' আমি যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতেছি। এসো, যুদ্ধ কর, পুরুষত্ব প্রদর্শন করাও। পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামক এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাঁহারও সহস্রবাহু ছিল, কিন্তু রাম তাঁহাকে সমরভূমিতে দ্বিবাহু করিয়াছিলেন। অদ্য তোমারও বাহুবীর্য্য সম্ভূত দর্প সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই আমি এখনই রণস্থলে তোমার দর্পোপশমন করিতেছি। যাবৎকাল আমি তোমার দর্পকর ভুবনচ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎকাল তুমি অবস্থান কর। আজ আর আমার হস্ত হইতে তোমার পরিত্রাণ নাই।

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই পরম দুর্লভ অতি দারুণ দেবাসুরতুল্য যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া হর্ষাতিশয়বশতঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে প্রমথগণ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের নিকটে পরাভূত হইয়া দেবদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইল।

ঐ সময় পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণ বর্ষাকালীন ধারাধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া বাণের বাহু সমুদায় ছেদন করিবার নিমিত্ত সহস্রধার চক্র গ্রহণ করিলেন। ঐ চক্রে সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বজ্র, অশনি, ইন্দ্র, ত্রেতাগ্নি, ব্রহ্মচর্য্যাগ্নি, ঋষিগণের তপস্যা ও জ্ঞান,

পতিব্রতা কামিনী, মৃগ, পক্ষী, নাগ, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ ও ত্রৈলোক্যের যাবতীয় তেজ এবং স্বীয় তেজ নিহিত করিলেন। সমস্ত তেজ সমবেত হওয়াতে চক্রাস্ত্র অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণ বাণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহারও শরীর হইতে তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাদেব কৃষ্ণকে চক্রপাণি দেখিয়া ঐ তেজঃপুঞ্জপূর্ণ অপ্রমেয় সমুদ্যত চক্রাস্ত্র অনিৰ্ব্বাৰ্য্য বোধ করিয়া রুদ্রাণীকে কহিলেন, পার্ব্বতি। কৃষ্ণ যে চক্রাস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ত্রিলোকমধ্যে কাহার সাধ্য নাই যে উহা নিবারণ করে। অতএব উহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই তুমি রণস্থলে গমন করিয়া বাণকে রক্ষা কর। দেবী ভগবতী ত্রিলোচনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লম্বাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, লম্বে! তুমি বাণকে রক্ষা করি বার জন্য শীঘ্র গমন কর। অনন্তর হিমালয় দুহিতা যোগাবলম্বনপূর্ব্বক লোকলোচনের অদৃশ্য ভাবে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং একমাত্র তাহাকে আত্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন। অনন্তর তথা হইতে অন্তর্দ্ধানপূর্ব্বক বাণকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাসা হইয়া বাসুদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহারাজ! কৃষ্ণ তখন সেই দ্বিতীয় রুদ্রপ্রিয়া দেবী লম্বাকে পুনর্ব্বার নগ্নবেশে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ‘অসিতাপাঙ্গি! তুমি বাণকে রক্ষা করিবার জন্য পুনরায় আমার সম্মুখে রণস্থলে উপস্থিত হইলে? আমি উহাকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিব। কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণ রক্ষার্থিনী দেবী লম্বা মধুর বাক্যে তাহাকে এই কথা কহিলেন, মহাভাগ! তুমি যে সর্ব্বলোকের সৃষ্টি কর্ত্তা পুরুষোত্তম, মহাদেব, অনন্ত, অব্যয়, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ, জগতের আদিপুরুষ, তাহা আমি বিদিত আছি। কিন্তু দেব! তুমি অদ্য অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী আমার বাণকে বিনাশ করিতে পাইবে না। বাণকে অভয় প্রদান করিয়া আমায় জীবপুত্রী কর। হে মাধব! আমি ইহাকে বর প্রদান করিয়াছি এবং রক্ষা করিতেও আগমন করিয়াছি, অতএব আমার এ উদ্যম বিফল করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

দেবী এই কথা বলিলে, পরপুরঞ্জয় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি আমার সত্য বাক্য শ্রবণ কর। বাণ বাহুসহস্রবলে মহাদর্পিত হইয়া আমার প্রতিও আস্ফালন করিতেছে। অতএব অদ্য আমি উহার ঐ সমস্ত বাহু ছেদন করিব, দুইমাত্র বাহু অবশিষ্ট রাখিব। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি তদ্দ্বারাই জীবপুত্রী থাকিতে পারিবে অথচ ও আর অসুরদর্প আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি স্পর্ধা করিতে পারিবে না। অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ এই কথা বলিলে ‘দেবদেব! এই আমার বাণ রহিল’ এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

তখন যোদ্ধৃবর মহাবাহু বাগ্মিবর প্রভু কৃষ্ণ কার্ত্তিকেয়জননী দেবীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায় দিয়া রোষভরে বাণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাণ! যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। নিতান্ত অশক্তের ন্যায় রণস্থলে কোটবীকে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করিতেছ কেন? তোমাকে ধিক! তোমার পৌরুষকেও ধিক! এই কথা বলিয়া মহাত্মা কৃষ্ণ নিমীলিত লোচনে বাণকে লক্ষ্য করিয়া চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমস্ত লোক মুগ্ধ হইত; ক্রব্যাদগণ ও ভূতগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না; কোপোজ্জ্বলিত গদাধর সেই চক্রাস্ত্র সমুদ্যত করিয়া নিক্ষেপ করিলে, উহাতে তৎক্ষণাৎ অলাত চক্রের ন্যায়, দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় বাণের রথ পথে উপস্থিত হইয়া এরূপ

দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল যে তাহার আর অবয়ব সংস্থান কিছুই লক্ষ্য হয় না। এইরূপে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিবেগে বাণের সন্নিহিত হইয়া তাহার সমস্ত বাহু পর্য্যায়ক্রমে ছেদন করিল, দুইটীমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। এইরূপে সেই ভীষণ চক্রাস্ত্র বাণকে ছিন্নশাখ দ্রুমের ন্যায় দ্বিবাহু রাখিয়া পুনরায় কৃষ্ণের করে উপস্থিত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দৈত্যবিনাশনচক্র এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে অজস্র রুধিরস্রাবে বাণের শরীর প্লাবিত হইয়া উঠিল। তখন ছিন্নবাহু মহাবল দৈত্যপতি তাদৃশ রুধির প্রবাহ সন্দর্শনে মত্ত হইয়া স্বীয় শরীর পর্ব্বতাকার করিল এবং মুহুর্মুহু ঘন গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে কুপিত হইয়া অরিসূদন কৃষ্ণ তাহাকে একবারে বিনাশ করিবার জন্য পুনরায় চক্রাস্ত্র ক্ষেপণ করিতে উদ্যম করিলেন। মহাদেবও তৎক্ষণাৎ কার্ত্তিকেয় সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! মহাবাহো! পুরুষোত্তম! আমি তোমাকে বিলক্ষণ বিদিত আছি। তুমি মধুকৈটভহন্তা, তুমি দেব দেব, তুমি সনাতন, তুমিই লোকের একমাত্র গতি, এই সমস্ত জগৎ তোমা হইতে প্রসূত হইয়াছে। ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি অসুর, কি মানুষ, কেহই তোমাকে জয় করিতে পারে না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি এই অনিবার্য্য অসংহার্য্য শত্রু ভয়ঙ্কর সমুদ্যত চক্রকে সংহৃত কর। হে কেশিনিসূদন! আমি এই বাণকে অভয় প্রদান করিয়াছিলাম, তুমি ইহাকে নিহত করিলে আমার বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়। এইজন্য আমিই তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, আমার বাক্য রক্ষা কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, দেব! আপনার বাণ জীবিত থাকুক; এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম।

আপনি দেবগণ ও অসুরগণের সর্ব্বথা পূজ্য, আপনাকে নমস্কার, আমি চলিলাম। আমার এখনও কর্ত্তব্যকার্য্য অসম্পাদিত রহিয়াছে। অনুমতি করুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতে গমন করি।

১৮৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ মহাদেবকে এই কথা বলিয়া গরুড়ারোহণে যেখানে প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ শররুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথায় সত্বর গমন করিলেন। কৃষ্ণ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলে নন্দী বাণকে শুভকর বাক্যে কহিলেন, বাণ! তুমি এই ক্ষতার্ত্ত শরীরেই দেবদেব মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হও। বাণ নন্দীরবাক্যে সত্বর গমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তাদৃশাবস্থাপন্ন অবলোকনে রথে আরোপণ করিয়া মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, বাণ! তুমি দেবসন্নিধানে উপনীত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমার শ্রেয়ো লাভের সম্ভাবনা আছে। জীবিতপ্রার্থী ভয়বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে প্রণোদিত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্ন মনে মহাদেবের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল মহাদেব তাহাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হত চৈতন্য প্রায় বারম্বার নৃত্য করিতেছে দেখিয়া করুণার বশীভূত

হইয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক সঞ্চার হইতেছে, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

বাণ কহিল, বিভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন; আমি যেন চিরদিন অজয় ও অমর হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম প্রার্থনা।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চিরদিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন অতএব এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর অভিলাষ থাকে তাহাও প্রার্থনা কর।

বাণ কহিল, দেব! আমি যেমন ব্রণপীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপে নৃত্য করে তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতা সম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপে নৃত্য করিবে তাহার এইরূপ ফললাভই হইবে। এক্ষণে তোমার মনোগত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে তাহাও প্রদান করিব।

বাণ কহিল, হে ভব! চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, উহা আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ করুক।

মহাদেব কহিলেন, হে অসুরেন্দ্র! তোমার শরীরে চক্র প্রহারজনিত আর কোন যন্ত্রণাই থাকিবে না। প্রত্যুত তুমি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। বংস , আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া চতুর্থ বর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, যাহা আকাঙ্ক্ষা থাকে প্রার্থনা কর।

বাণ কহিল, হে বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন আমি যেন আপনার প্রমথ গণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাদ্যুতি মহাদেব 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া পুনরায় কহি লেন, বৎস! তুমি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমার সংসাবশতঃ দিব্যরূপ, অক্ষতগাত্র নীরোগ ও অকুতোভয় হইবে। হে প্রখ্যাত বলবীর্য্য! আমি তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। এবং যদি তোমার অন্য কোন সাধু প্রার্থনা থাকে, তাহাও আমার নিকট ব্যক্ত কর। তখন বাণ কহিল, হে দেবসত্তম! বাহুচ্ছেদ জনিত যেন আমার অঙ্গ বৈরূপ্য না থাকে। দ্বিবাহু হইলেও যেন আমার অঙ্গসৌষ্ঠবের ব্যাঘাত না হয়।

মহাদেব কহিলেন, হে মহাসুর! তুমি আমার নিকটে যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে তৎসমুদায়ই তোমার সিদ্ধ হইবে। তুমি আমার ভক্ত, ভক্তকে অদেয় আমার কিছুই নাই। অতএব তুমি যাহা কিছু প্রার্থনা করিলে তৎসমস্তই তোমার পূর্ণ হইৰে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ত্রিনেত্র এই কথা বলিয়া প্রমথগণে বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বলোক সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

১৮৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বাণ এইরূপে বহুতর বরলাভ করিয়া প্রীতমনে মহাকালত্ব প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের সহিত গমন করিল। এদিকে বাসুদেব বারম্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ভগবন্! অনিরুদ্ধ কোথায় নাগবন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছ? আপনি যথার্থ করিয়া বলুন। স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বীর প্রদ্যুম্নতনয় অপহৃত হওয়াতে সমস্ত দ্বারকাপুরী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মুক্ত করাই আমাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব আমি শীঘ্র তাহাকে মুক্ত করিয়া দেখিতে বাসনা করি। তাহার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। ভগবন্! আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, বলুন বৎস কোথায় রুদ্ধ রহিয়াছে।

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন, মাধব! অনিরুদ্ধ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া কন্যাপুরে অবস্থান করিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে বাণের অন্তঃপুর হইতে পরি চারিকা চিত্রলেখা আসিয়া নিবেদন করিল, হে দেব! এই আমাদের মহাপ্রতাপশালী মহাত্মা দৈত্যপতির অন্তঃপুর; আপনি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করুন। অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ, সুপর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও ইহাঁরা সকলেই অনিরুদ্ধকে মোচন করিবার জন্য কন্যাপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় যে সকল শররূপী মহাসর্প অনিরুদ্ধের শরীর পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহারা গরুড়কে দেখিবামাত্র সহসা তাহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া স্ব স্ব শবপ্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহাত্মা বাসুদেব অনিরুদ্ধকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া স্নেহ ভরে তাহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধও তখন পরম প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবদেব! আপনি সর্ব্বদাই রণবিজয়ী; রণস্থলে আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ লোক জগতে কে আছে? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও রণস্থলে আপনার সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন।

ভগবান কহিলেন, বৎস! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ কর। এখন আমরা দ্বারকা পুরীতে গমন করিব। এইরূপ অভিহিত হইলে অনিরুদ্ধ ও কুমারী ঊষা উভয়ে বাণ পরাভূত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পর্য্যায়ক্রমে মহাবল বিখ্যাতকীর্ত্তি বলদেব, মহাত্মা মাধব, মহাবীর্য্য খগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণ, অবশেষে বিচিত্র কর্ণধারী প্রভু মকর কেতুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন, তৎপশ্চাৎ অসুরকুল নন্দিনী ঊষা সখীগণে পরিবৃত হইয়া অতিবল বলদেব, চতুর্ভুজ বাসুদেব, অপ্রতিহত বেগশালী গরুড়কে অভিবাদন করিয়া সলজ্জভাবে পুষ্পবাণধারী প্রদ্যুম্নের চরণে প্রণিপাত করিলেন।

এই সময়ে তেজপুঞ্জ কলেবয় দেবর্ষি নারদ দেবেন্দ্রের আদেশানুসারে বাসুদেবের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, বাসুদেব! আজ কি আনন্দের দিন, সৌভাগ্যক্রমে আপনি অনিরুদ্ধের সহিত সমাগত হইয়াছেন। তখন কৃষ্ণ অনিরুদ্ধাদির সহিত তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। নারদও সমুচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, বিভো! অনিরুদ্ধের এই বীর্য্যলব্ধ বিবাহ কার্য্য এই স্থানেই আজ সমাধান করুন। বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয়গণের সকৌতুক বচন পরম্পরা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। মহর্ষি নারদের এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনার সেইরূপ অভিলষিত হইয়া থাকে তবে তাহাই হউক। শীঘ্র আয়োজন করুন।

ইত্যবসরে বাণ সচিব কুষ্মাণ্ড বৈবাহিক সম্ভার সমুদায় সংগ্রহ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেব! আমি শরণাগত, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভয় প্রদান করুন। মধুসূদন ইতিপূর্ব্বেই নারদের মুখে কুষ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া তাহাকে অভয় প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্মুখগত দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিবর কুষ্মাণ্ড! আমি পূর্ব্বেই দেবর্ষি নারদমুখে তোমার সাধুশীলতা জানিতে পারিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরম সুখে কাল যাপন কর। এই রাজ্য আমি তোমাকেই দান করিলাম; তুমি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া চিরজীবী হও।

মহারাজ! ভগবান কৃষ্ণ এইরূপে মহাত্মা কুষ্মাণ্ডকে অভয় প্রদান করিয়া অনিরুদ্ধের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ বহ্নি স্বয়ং আসিয়া বিবাহস্থলে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের শুভ লগ্ন স্থিরীকৃত হইলে, অপ্সরোগণ কৌতুক করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিরুদ্ধও ভার্য্যার সহিত মঙ্গলস্নান সমাধা করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ আসিয়া বিবাহসভার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া স্নিগ্ধ মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ধীমান শক্রু নিসূদন কৃষ্ণ সমস্ত দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অনিরুদ্ধের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে বর দাতা রুদ্রদেব, ভগবতী পার্ব্বতীও কার্ত্তিকেয়কে আমন্ত্রণ করিয়া দ্বারকা গমনে সমুৎসুক হইলেন। এই সময়ে মন্ত্রিবর কুষ্মাণ্ড কৃষ্ণকে দ্বারকা গমনে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার প্রীতি সাধনোদ্দেশে কহিল, পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার নিকট আমার কিছু বিজ্ঞাপ্য আছে, শ্রবণ করুন। বরুণহস্তে দৈত্যপতি বাণের কতকগুলি গোধন আছে। মাধব! উহারা অমৃতকল্প দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। ঐ দুগ্ধ পান করিলে মনুষ্যমাত্রেই অত্যন্ত বলশালী ও অন্যের অপরাজেয় হইয়া উঠে।

কুষ্মাণ্ড এই কথা বলিলে, বাসুদেব প্রীত হইয়া বরুণালয় গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কেশবকে মধুরসম্ভাষণে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় ভবন ব্রহ্মালোকে গমন করিলেন। ইন্দ্র দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণহিতাকঙ্ক্ষী অন্যান্যলোক যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণের সহিত দ্বারকাগমনে সমুৎসুক হইলেন। বাণমহিষী ঊষাকে সখীগণ সমভিব্যাহারে ময়ূরবাহনরথে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ, মহাবল প্রদ্যুম্ন ও বীর্য্যশালী অনিরুদ্ধ গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, তেজস্বী বিহগবর গরুড় আকাশ পথে উড্ডীন হইলেন। তখন তাঁহার পক্ষ পবন বেগে তরুগণ উম্মলিত, মেদিনী কম্পিত, দিক্সমুদায় আকুলিত, অম্বরতল ধূলিধূসরিত প্রভাকর ক্ষীণ জ্যোতি হইলেন।

বাণ বিজয়ী যাদবগণ এইরূপে গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে তাঁহারা দূরবর্ত্তী আকাশ হইতে দেখিতে পাইলেন সমুদ্রের উপকূলে সেই সমুদায় দিব্যদুগ্ধ প্রস্রবিনী বাণধেন্দুগণ বিচরণ করিতেছে, ইতঃপূর্বে কৃষ্ণ কুষ্মাণ্ড মুখে ঐ সমুদায় গোধনের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখিয়া অর্থবিশারদ অনাদি নিধন ভগবান পুরুষোত্তম গরুড়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গরুড়! এই সমুদায় বাণগোধন যে স্থলে বিচরণ করিতেছে তথায় গমন কর। সত্যভামা আমায় বলিয়া দিয়াছেন, বাণের যে সকল গোধন আছে, শুনিতে পাই তাহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া অসুরগণ কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না। অন্যান্য প্রাণিগণও তাহাদিগের দুগ্ধপান করিলে সকলেই বিগতজ্বর হইয়া থাকে অতএব যদি কার্য্য বিপ্রতিপত্তি না ঘটে তবে ঐ সকল গোধন আমার জন্য লইয়া আসিবেন। যদি কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, তবে আনিবার প্রয়োজন নাই।

গরুড় কহিলেন, দেব! আমি ঐ সমুদায় গোধন দেখিতে পাইতেছি সত্য, কিন্তু উহারা আমাকে দেখিয়া সহসা বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। এক্ষণে কর্তব্য কি? আজ্ঞা করুন। গরুড় এই কথা বলিয়া পক্ষবায়ুতে সাগরকে বিক্ষোভিত করিয়া সহসা সাগরগর্ভে প্রবেশ করিলেন। গরুড়কে এইরূপে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে দেখিয়া বরুণের অনুচরগণ

সসম্ভ্রমে বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ দুর্জ্জয় বরুণসৈন্যগণ যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া ধীমান্ কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র বরুণসৈন্য আসিয়া পন্নগারি ও কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মহাত্মা কেশবের বাণ বর্ষণে সমস্ত বরুণসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণের প্রহারে পলায়নপর হইয়া বরুণালয়ে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রদীপ্ত অস্ত্রধারী ষষ্টিসহস্র বরুণ রথী যুদ্ধার্থ আগমন করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণের শরজালাগ্নিতে চতুর্দ্দিক ভস্মীভূত হইতে লাগিল; তখন সেই দুর্দ্ধর্ষ বরুণসৈন্য আত্মপরিত্রাণের আর উপায় না পাইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা তথায় অবশিষ্ট রহিল, তাহারাও বীরাগ্রগণ্য বলশালী বলদেব, জনার্দ্দন প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রপ্রহারে এবং গরুড়ের তুণ্ডাঘাতে নিহত হইল।

অক্লিষ্টকর্ম্ম কৃষ্ণকর্ত্তৃক সমস্ত বল ভগ্ন হইল দেখিয়া বরুণ বিস্মিতহৃদয়ে স্বয়ং কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাহাকে নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর শুভ্রবর্ণ, করে উৎকৃষ্ট শরাসন, মস্তকে অজস্রজলস্রাবী শ্বেতচ্ছত্র। সলিলপতি স্ববলে ও পুত্রপৌত্রাদি সমভিব্যাহারে অবস্থান করিয়া মহাক্রোধে স্বীয় মহাধনু আস্ফালন করিয়া মহাবেগে ধাবিত হইলেন এবং সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় শরজাল বর্ষণে কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে জনার্দ্দনও পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রথাপিত করিয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা দিক্ সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। বরুণদেব কৃষ্ণের নির্ম্মল শরপ্রহারে ব্যথিত হইয়াও অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বাসুদেব ঘোর বৈষ্ণবস্ত্র ধারণ করিয়া মন্ত্রপূত করিলেন এবং অবিলম্বে বরুণের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সলিল পতে! এই শক্রমর্দ্দন ঘোরদর্শন বৈষ্ণবাস্ত্র তোমকেই বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত করিয়াছি। ক্ষণকাল স্থির হইয়া অবস্থান কর।

মহাবল বরুণদেবও সেই বৈষ্ণবাস্ত্রে স্বীয় বারুণাস্ত্র সংযোজিত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বৈষ্ণবাস্ত্র প্রশমনের নিমিত্ত বরুণাস্ত্র হইতে অনবরত জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। যেমন বরুণাস্ত্র হইতে জলরাশি নিঃসৃত হইয়া বৈষ্ণবাস্ত্রে নিপতিত হয় অমনি বৈষ্ণবাস্ত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এরূপে বরুণাস্ত্র দগ্ধ হইয়া গেলে বৈষ্ণবাস্ত্র পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই প্রজ্বলিত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রভাবে সমস্ত দিক্ দগ্ধ হইতে লাগিল, বরুণসৈন্য সকল ভয়াকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে বরুণদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! তুমি তমোগুণে মুগ্ধ হইতেছ কেন? স্থূল সূক্ষ্মারূপা তোমার পূর্ব্বপ্রকৃতি স্মরণ কর এবং এই উপস্থিত তমোগুণকে পরিহার কর। হে যোগেশ্বর! হে মহামতে! সত্ত্বগুণ আশ্রয় করাই তোমার প্রকৃতি; পঞ্চভূতাশিত দোষ সমুদায় এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। হে বিভো! তোমার এই যে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান হইতেছে আমি উহার জ্যেষ্ঠমূর্ত্তি। সুতরাং জ্যেষ্ঠতানিবন্ধন আমি তোমার মান্য; তবে কি জন্য আমাকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলে? হে যোদ্ধবর! অগ্নি কখন অগ্নির উপর বিক্রম প্রকাশ করে না, অতএব ক্রোধ পরিহার কর। তুমিই জগতের মূল কারণ; সুতরাং তোমার উপর প্রভুত্ব করা কাহার সাধ্য? পূর্ব্বে তুমিই যে বিকৃতাত্মিকা প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাই এই সমস্ত

জগতের বীজ রূপে পরিণত হইয়াছে। তোমার সেই প্রকৃতিই অগ্নিতে তেজ, সোমদেবে আলোক প্রদান করিয়াছে। তুমি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। তবে কি জন্য আমাতে মুগ্ধ হইতেছ? তুমি অজেয়, তুমি শাশ্বত,তুমি দেব, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি ভূতভাবন, তুমি অক্ষয়, তুমি অব্যয়, সৰ্ব্বত্র তোমার বিদ্যমানতা আছে, অথচ তুমি কুত্রাপি নাই। হে মহাদ্যুতে! আমি তোমার রক্ষণীয় অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই সমস্ত জগতের নিদান; তোমা হইতে এই জগৎ বহুলীকৃত হইয়াছে। হে মহাদেব! বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া তোমার ক্রীড়া করিবার প্রয়োজন কি? আমি প্রকৃতির বিদ্বিষ্ট নহি,প্রকৃতি দূষিত হয় ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। হে পুরুষর্ষভ! যখন যখন প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয় তখন তুমি অবতীর্ণ হইয়া উহার প্রশমন করিয়া থাক। তোমার ক্রোধাদি বিকারাবির্ভাব কেবল দুষ্টদমনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। তুমি সৰ্ব্বদা অধাৰ্ম্মিক ও মূঢ়দিগকেই দমন করিয়া থাক। যখন এই জগৎ তম বা রজোগুণে সংসৃষ্ট হয় তখনই মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। হে সৰ্ব্বজ্ঞ! পরাবরজ্ঞানও তোমার অপ্রতিহত, তুমি প্রজাপতির ন্যায় ঈশ্বর ধৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়া কি জন্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছ?

ধীরপ্রকৃতি লোকরঞ্জন প্রকৃতি চিত্তাভিজ্ঞ। কৃষ্ণ বরুণদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং হাস্যবদনে কহিলেন, দেব! এই উপস্থিত বিরোধ শান্তির নিমিত্ত আমাকে ধেনুগুলি প্রদান করুন।

বরুণ কহিলেন, দেব! পূৰ্ব্বে বাণের সহিত আমার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে আমি জীবিত থাকিতে এ গোধন গুলি অন্য কাহাকেও প্রদান করিব না। এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা করি। নিয়মভঙ্গ করিলে যে চরিত্র দোষ জন্মে, তাহা তোমারও অবিদিত নাই। সাধুরা নিয়মভঙ্গকে কখনই প্রশংসা করেন না। হে মধুসূদন! নিয়মভঙ্গ করিলে অধৰ্ম্মভাগী হইতে হয়। অধাৰ্ম্মিক লোকেরা কখনই পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না। হে মাধব! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। নিয়মসম্বন্ধে যাহা সত্য তাহাই আমি তোমায় কহিলাম, এক্ষণে যদি তুমি আমাকে অনুগ্রহ ভাজন বলিয়া বোধ কর তবে আমায় রক্ষা কর; অন্যথা আমার বিনাশ করিয়া গোধনগুলি লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বরুণদেব এই কথা কহিলে, যদুবংশ বৰ্দ্ধন কৃষ্ণ নিয়ম ভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিয়া হাস্য করিতে করিতে বরুণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! যদি আপনি বাণের সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়া থাকেন তবে আমি কি জন্য উহা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিব? আপনি সত্যভ্রষ্ট হন, ইহা আমার অভিলষিত নহে। অতএব আপনার প্রীতির জন্য গোধনগুলি পরিত্যাগ করিলাম। আপনিও মুক্ত হইলেন; এক্ষণে আপনি অভীষ্ট প্রদেশে গমন করুন।

অনন্তর বরুণদেব মহা আনন্দে ভেরীতুরী বাদন পূর্ব্বক অর্ঘ্য আনয়ন করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিলেন। যদুনন্দন কৃষ্ণও বরুণদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে বলদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্র সহচারী হইয়া দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মরুগণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, আকাশগামী কিন্নরগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ, রাক্ষসগণ,

বিদ্যাধরগণ এবং অন্যান্য সিদ্ধচারণ প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাভাগ দেবর্ষি নারদও বাণজয় ও বরুণের প্রিয়কার্য্য সাধিত হইল দেখিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে দ্বারকায় গমন করিলেন। চক্রগদাধর কৃষ্ণ দূর হইতে কৈলাস শিখর সদৃশ প্রাসাদরাজি এবং কন্দর শোভিত দ্বারকা সন্দর্শন করিয়া পুরবাসিগণকে সতর্ক করিবার জন্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধাপিত করিলেন। পুরবাসিগণ সেই শঙ্খধ্বনি ও আনুযাত্রিক দেবগণের কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। সকলেই পূর্ণকুম্ভ স্থাপন, লাজ বিসর্পণ ও বহুবিধ পুষ্পোপহার দ্বারা স্ব স্ব দ্বারদেশ সজ্জিত করিয়া দ্বারকা পুরীর শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পথ সমুদায় পরিষ্কৃত ও রত্নমালায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। বিপ্রবর্গ অর্ঘ্যহস্তে, স্তুতিপাঠকগণ বিবিধ স্তব পাঠে গরুড়াসীন নীলাঞ্জন বর্ণ, পরম শোভাধারী মহাবল কেশিসূদন কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা আরম্ভ করিল। তিনি দ্বারকার উপবনে উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও চারণগণ চতুর্দ্দিক হইতে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। দ্বারকাবাসিগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং পরমানন্দ সহকারে একবাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগের সাত্বতপতি মহারথ পুরুষোত্তম গরুড়ারূঢ় হইয়া অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া দুর্জ্জয় বাণ দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। জগৎপতি কৃষ্ণ স্বয়ং যখন আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, তখন আমাদের তুল্য ধন্য ও অনুগৃহীত আর কে আছে?

দ্বারকাবাসিগণ এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে মহারথ দেবগণ বাসুদেবভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বাসুদেব, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিত্তদ্ধ সুপর্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র দেব বিমান সমুদায় আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় বিমান হংস, ঋষভ, মৃগ, নাগ, বাজি, সারস ও ময়ুর বাহনে সংযোজিত ছিল। নানাবেশধারী বিমান সমুদায় আকাশমার্গে থাকিয়া শোভা পাইতেছে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ সহস্র সহস্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কুমারগণকে মধুর ও স্নেহপূর্ণবাক্যে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, কুমারগণ! এই দেখ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সাধ্যগণ। ইনি দানব ভয়ঙ্কর মহাভাগ সহস্রলোচন নাগবাহন ইন্দ্র, ইহাঁরা সপ্তর্ষি; ইহাঁর অন্যান্য মহাত্মা ঋষিগণ, ইহাঁরা চক্রধারী, এই সকল সাগর, হ্রদ, দিক্, বিদিক্, বাসুকি প্রভৃতি মহাবল নাগগণ, গোগণ, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, নক্ষত্র, রাক্ষস ও কিন্নরগণ; সকলেই আমার প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। তোমরা ইহাঁদিগকে যথাক্রমে বন্দনা কর।

কুমারগণ বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা দেবগণকে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। পৌরগণ দেবগণকে সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাদিগকে পূজা করিবার জন্য পূজোপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, অহো! আমরা বাসুদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া অদ্য কি মহৎ আশ্চর্য্যই সন্দর্শন করিলাম। অনন্তর চন্দন চূর্ণ পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত স্বর্গবাদিগণকে পূজা করিলেন এবং লাজ বিসর্পণ, ধূপদান, স্তোত্র পাঠ ও প্রণতি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা শেষ করিলেন।

এই সময়ে মহাবীর্য্য বাসব আহুক, বাসুদেব, যদুনন্দন শাম্ব, সাত্যকি, উল্মুক, মহাবল বিপৃথু, মহাভাগ অক্রূর, নিশঠ ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক সভাসীন অন্ধককে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সমস্ত যাদবগণকে কহিলেন, এই তোমাদের যদুনন্দনকৃষ্ণ মহাত্মা মহাদেব ও কার্ত্তিকেয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে পৌরুষগুণে যশোলাভ করিয়া বাণকে রণস্থলে পরাস্ত করিয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন। দৈত্যপতি বাণের সহস্র বাহু ছিল, এই কৃষ্ণ তাহার প্রায় সমস্ত বাহু ছেদন করিয়া দুইমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। যে নিমিত্ত মহাত্মা কৃষ্ণের মনুষ্যলোকে জন্ম হইয়াছে, তাহার আর প্রায় অসম্পাদিত রহিল না। আমাদের আর কোন বিষয়ে কষ্ট রহিল না। এক্ষণে তোমরা মাধ্বীকমধু পান করিয়া পরমসুখে বিহার কর। সুখে তোমাদের কালাতিপাত হউক। মহারাজ! সহস্রলোচন দেবেন্দ্র এইরূপে দৈত্যবিনাশন কৃষ্ণকে স্তব করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণপূর্ব্বক সমস্ত দেবগণের সহিত স্বর্গ লোকে গমন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ ও যক্ষ, রাক্ষস এবং কিন্নর প্রভৃতি সকলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও জয়শব্দ দ্বারা সভাজন করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন। এইরূপে পুরন্দর প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহাবল যদুনন্দন যাদবগণকে একে একে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং সকলের সহিত সমবেত হইয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৮৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু আহুক হর্ষোৎফুল্লনয়নে দ্যুতিমান কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদুনন্দন! অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিনই উপস্থিত হইয়াছে, অদ্য আমরা সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াছি। অনিরুদ্ধ আমাদের কুশলে প্রত্যাগত হইয়াছে, দর্শন করিলাম। ভাগ্যবতী ঊষা সখীগণে পরিবৃত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অনিরুদ্ধের সহিত বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন। অতএব আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অনিরুদ্ধের উপলক্ষে একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কুষ্মাণ্ডদুহিতা রামা ঊষার সখীভাবে আগমন করিয়াছে, ঐ মহা ভাগকে লইয়া বৈদর্ভী গৃহপ্রবেশ করুন। তুমি উহাকে শাম্বহস্তে প্রদান কর। অবশিষ্ট কুমারীগণকেও যথাক্রমে কুমারগণের হস্তে অর্পণ কর। অদ্য অনিরুদ্ধগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হউক। তোমার গৃহে বিবিধ মঙ্গল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তথায় অন্তঃপুরনারীগণ কেহ বাদি বাদন, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বা সঙ্গীত আলাপন করিতেছে। কেহ কেহ পরমানন্দে পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, কেহ কেহ বা নানা প্রকার মাল্যধারণ ও অপূর্ব্ববস্ত্র পরিধান করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ মধুপান করিয়া অন্যের দিকে বেগে প্রধাবিত হইতেছে। কেহ কেহ আনন্দে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেবী রুদ্রাণী ঊষাকে সখীগণে পরিবৃত করিয়া ময়ূর বাহন রথে প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ কুলনন্দিনী পরম রূপবতী ঊষাকে এক্ষণে গৃহে প্রবেশিত কর।

অনন্তর দেবকী, রেবতী ও বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী প্রভৃতি রমণীগণ যথোচিত মঙ্গলাচরণ করিয়া ঊষাকে অনিরুদ্ধগৃহে প্রবেশিত করিলেন। অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া স্নেহ ও হর্ষে তাঁহাদের নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় তুর্য্যধ্বনি ও

স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল কার্য্য আরম্ভ হইল। এইরূপে ঊষা গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক হর্ম্ম্যতলে অবস্থান করিয়া যদুপুঙ্গব অনিরুদ্ধের সহিত মিলিত হইলেন এবং বিভবানুরূপ উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী বিপুলনিতম্বা মানব রূপধারিণী অপ্সরা চিত্রলেখা ঊষা ও তদীয় সখীগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ত্রিদিবালয়ে গমন করিলেন। এইরূপে অন্যান্য সখীগণও ঊষার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলে সেই অসুরসুন্দরী প্রথমতঃ মায়াবতীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রদ্যুম্নগৃহিণী মায়াবতী স্বীয় পুত্রবধুকে দেখিয়া অপার আনন্দসলিলে মগ্ন হইলেন এবং অপূর্ব্ব বস্তু ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাদবকামিনীগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলধুরন্ধর! যেরূপে ভগবান্ বিষ্ণু রণস্থলে দৈত্যপতি বাণকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাহাকে জীবন্মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর যদু নন্দন আরও কিয়ৎকাল দ্বারকায় অবস্থানপূর্ব্বক যাদবগণে পরিবৃত, এবং পরমসুখ সম্পদ লাভ করিয়া অপ্রতিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিয়া ছিলেন। হে পৃথিবীপতে! এইরূপে এবং এই সকল কারণে সেই প্রভাবশালী শ্রীমান্ বিষ্ণু বসুদেব কুলে দেবকীর উদরে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ ও বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

মহারাজ! নারদ প্রশ্নের পর আপনি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় আমূলতঃ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। বিষ্ণুর মাথুর কল্পে যে যে স্থলে আপনার সংশয় ছিল তাহাও আমি কীর্ত্তন করিয়াছি। ফলতঃ জগতে আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই নাই। কেবল একমাত্র কেশবই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য কল্পেও সেই বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সেই একমাত্র কেশবই ধন্য; কি দেবতা, কি দৈত্য, কি অন্য, কুত্রাপি বিষ্ণু ব্যতীত ধন্যতর আর কিছুই নাই। তিনিই আদিত্য, তিনিই বসুগণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মরুদগণ, তিনিই আকাশ, তিনিই পৃথিবী, তিনিই দিক, তিনিই সলিল, তিনিই জ্যোতিষ্কমণ্ডল, তিনিই ধাতা, তিনিই বিধাতা, তিনিই সংহর্ত্তা, তিনিই কাল, তিনিই সত্য, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই তপস্যা, তিনিই সনাতন; তিনিই নাগগণের মধ্যে অনন্ত, তিনিই রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর; এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সেই একমাত্র নারায়ণ হইতে প্রসূত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বজগৎ এবং সমস্ত দেবগণের স্বামী, সেই সনাতন বিষ্ণুকে সমস্ত দেবগণ তর্চ্চনা করিতেছেন। অতএব হে ভরতকুলনন্দন! আপনি তাঁহাকে নমস্কার করুন।

হে মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে বাণ যুদ্ধ ও কেশবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণে আপনি বংশপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। অন্য যে ব্যক্তি এই অত্যুত্তম বাণযুদ্ধ ও কেশবমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন অধর্ম্ম কখন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। রাজন্! আপনি যজ্ঞ সমাপনের পর আমাকে যে কৃষ্ণচরিত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, উহা আমি সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। এই অখিল আশ্চর্য্য পর্ব্ব যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবেন। যিনি প্রতিদিন

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সমাহিতচিতে ইহা পাঠ করিবেন, কি ইহলোকে কি পরলোকে কোন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; প্রত্যুত তিনি ব্রাহ্মণ হইলে সর্ব্বজ্ঞ, ক্ষত্রিয় হইলে বিজয়ী, বৈশ্য হইলে ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এবং শূদ্র হইলে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবেন। কোন অশুভ তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না, তিনি দীর্ঘকাল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবেন।

সৌতি কহিলেন, হে ঋষিবর! পরীক্ষিততনয় মহারাজ জনমেজয় বৈশম্পায়নমুখে যে হরিবংশ শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন আমি তাহাই কোথায়ও সংক্ষেপে, কোথায় বা বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়?

বিষ্ণুপর্ব্ব সমাপ্ত

ভবিষ্যপর্ব্ব

১৯০তম অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে লোমহর্ষতনয়! তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি পরিজ্ঞাত আছি, অতএব মহারাজ জনমেজয়ের পুত্রসংখ্যা কত? এবং কাহার উপরই বা মহাত্মা পাণ্ডবগণের বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তোমার নিকট শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা ও নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন কর।

সৌতি কহিলেন, মুনিবর! পরীক্ষিততনয় মহারাজ জনমেজয়ের কাশ্যানাম্নী পত্নীতে দুই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, একের নাম চন্দ্রাপীড়, অন্যের নাম সূর্য্যাপীড়। চন্দ্রাপীড় পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন, সূর্য্যাপীড় ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া মোক্ষপথের অনুসন্ধিৎসু হন। চন্দ্রাপীড়ের মহাধনুর্দ্ধারী একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অতি বদান্য যাগশীল সত্যকর্ণ হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার ভ্রাতা শ্বেতকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অপুত্রত্ব নিবন্ধন বহু ভ্রাতৃবতী চারুরূপা সুচারু তনয়া সহধর্ম্মিণী মালিনীকে লইয়া বন প্রস্থান করেন। কথিত আছে, সেই বনগমনের কিয়ৎ কাল পরেই যদুবংশনন্দিনী মালিনীর গর্ভসঞ্চার হয়। তখন প্রজানাথ শ্বেতকর্ণ স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষাচরিত মহাপ্রস্থান পথের অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সহধর্ম্মিণী মালিনীও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, পথি মধ্যেই তাঁহার এক পরমসুন্দর রাজীবলোচন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তথাপি সেই পতি পরায়ণ কামিনী সদ্যপ্রসূত তনয়কে পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীর ন্যায় পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুকুমার কুমার গিরিকুঞ্জে পতিত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে সেই ভাগ্যধর বালকের পুষ্টির নিমিত্ত মেঘগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎকালে পৈপ্পলাদ ও কৌশিক নামক প্রবিষ্টার দুই পুত্র যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তদ্দর্শনে কৃপা পরবশ হইয়া শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জলে প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার পার্শ্বদ্বয় রুধিরাক্ত রহিল দেখিয়া পুনরায় এক শিলাতলে ঘর্ষণ করিলেন। ঐরূপ ঘর্ষণ করাতে তাহার পার্শ্বদেশ অজের ন্যায় শ্যাম বর্ণ হইয়া উঠিল। তদনুসারে তাঁহারা তাহার নাম অজপার্শ্ব রাখিলেন। অনন্তর ঐ বিপ্রদ্বয় কুমারকে লইয়া ঋষিবর বেমকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বেমকপত্নী তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয়ও তাহার সহায় হইয়া রহিলেন। এই তিন ব্যক্তিরই পুত্র পৌত্রগণ তুল্য কালজীবী হইয়াছিলেন। সুতরাং তদ্দারাই পাণ্ডবগণের এই পৌরববংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে নহুষতনয় ধীমান রাজা যযাতি জরা সংক্রমণকালে পরমপ্রীত হইয়া এই শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন যে, যত কাল চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহপরিবেষ্টিত এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, তাবৎকাল মধ্যে মহী কখনও পৌরবশূন্য হইবে না।

১৯১তম অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে ব্যাসশিষ্য ধীমা বৈশম্পায়ন যেরূপে নিখিল হরিবংশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশন ইতিহাসসমন্বিত অমৃততুল্য হরিবংশ সেইরূপেই কীর্ত্তন করিলে। উহা শ্রবণ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ জনমেজয় সর্প যজ্ঞাবসানে এই অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

সৌতি কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্পসত্রের পর রাজা জনমেজয় এই অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সর্পযজ্ঞ সমাপনের পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন, অনন্তর ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মহাত্মগণ! আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিব বাসনা করিয়াছি। আপনারা অশ্ব উন্মোচন করুন।

ঐ সময়ে মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ জনমেজয় মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া অর্ঘ্য পাদ্য ও আসন প্রদান দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। উভয়ে যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলে সমুদায় সদস্যগণ মহর্ষিদর্শনে পুলকিত হইয়া তথায় আসিয়া চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। তখন বেদ বেদাঙ্গ ও সংহিতাদি বিষয়ের নানাপ্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল। এইরূপে বহুবিধ শাস্ত্রার্থতত্ত্ব আলোচনার পরে মহীপাল জনমেজয় স্বীয়প্রপিতামহ ও পাণ্ডবপিতামহ সেই ঋষিবরকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ঐশ্বর্য্যবিধায়ক মহাযশস্কর যে অত্যুৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন উহা ক্ষীরপরিপূর্ণ শঙ্খের ন্যায় মধুর এবং বহুল শ্রুতিসারার্থ পরিপূর্ণ; উহা শ্রবণ করিয়া সম্বৎসরকাল আমার সম্বন্ধে যেন নিমেষমাত্রের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছে। অমৃতপানে অথবা স্বর্গসুখভোগে যাদৃশ তৃপ্তিলাভ হয় না, সেইরূপ আপনার এই মহাভারতীয় কথা শ্রবণেও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিনা। ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই। অতএব এই কুরুকুল নাশের হেতু নির্দ্দেশ করুন। আমার বোধ হয় রাজসূয় যজ্ঞই ইহার প্রধান কারণ হইবে। দুর্দ্ধর্ষরাজন্যগণের উপদ্রব যেমন তাঁহাদের ধ্বংসের একমাত্র নিদান, রাজসূয় যজ্ঞও সেইরূপ যুদ্ধের মূল; আমি শুনিলাম পূর্ব্বে সোমদেব এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ সমাপনের পরই ঘোরতর তারকাময় সংগ্রাম উপস্থিত হয়; অনন্তর বরুণদেব ঐ মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিলেও সর্ব্বভূতবিনাশন দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। অন্য এক সময়ে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এই যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাহাতেও ক্ষত্রিয়নাশন, আড়ীবক যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব আমার বোধ হয় আর্য্য যুধিষ্ঠিরের এই মহাযজ্ঞ রাজসূয়ানুষ্ঠানই ভারতযুদ্ধের মূল; আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পিতামহ। কি অতীত কি অনাগত সর্ব্ববিষয়েই আপনার সর্ব্বজ্ঞতা আছে। আপনি আমাদের আদিপুরুষ ও নাথ; আপনি জানেন, এই যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সম্পন্ন করা বড়ই দুষ্কর, সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ না হইলেও উহা প্রজাক্ষয়ের কারণ হইয়া উঠে। তথাপি আপনি

কিজন্য এই প্রজাক্ষয়কর তুমুল-যুদ্ধ-মূল মহাযজ্ঞ রাজসূয় হইতে আমার পুরুষগণকে নিবারণ করিলেন না? রাজন্যগণ দুর্ম্মন্ত্রীপরায়ণ হইলেই অনাথের ন্যায় সকল বিষয়েই অপরাধী হইতে পারেন। কিন্তু আপনি যাঁহাদিগের নেতা তাঁহাদিগকে ওরূপে নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হইতে হইবে কেন?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ কালবশেই ওরূপ বিরুদ্ধ পথে গমন করিয়াছিলেন, উহার ভবিষ্য ফল আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ের উল্লেখ করি না। বিশেষতঃ ভবিতব্য বিষয়ের নিবারণেও আমার সামর্থ্য নাই। কালগতি নিবারণ করা কাহার সাধ্য? তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি এখন তোমাকে ভাবি বিষয়ের সমস্ত কথা বলিতে পারি এবং শুনিয়াও তুমি কার্য্য বিশেষ হইতে ক্ষান্ত হইতে পার। কাল কখন পুরুষদের অধীন হয় না। কাললিখন নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য, অশ্বমেধ যজ্ঞ ক্ষত্রিয়দিগের অনুষ্ঠেয় কার্য্য মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে বটে কিন্তু তুমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বাসব উহার বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন। যদি তুমি পুরুষকারবলে কোনরূপে ঐ দৈব প্রতিবন্ধক পরিহার করিতে পার, তথাপি ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এই বিঘ্নোৎপাদন বিষয়ে কি ইন্দ্র কি উপাধ্যায় কি যজমান কাহার কোন অপরাধ নাই। একমাত্র কালই দুরতিক্রমণীয়। কালবলে যজ্ঞ লোপ হইবে বলিয়া বিধাতাই ঐরূপ বিঘ্নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে পুনরায় প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ কালক্রমে দ্বিজাতিগণও যজ্ঞফলবিক্রেতা হইয়া উঠেন। ফলতঃ কালই এই চরাচর বিশ্বের সমস্ত কার্য্যাকার্য্যের নিদান।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! অশ্বমেধযজ্ঞ নিবৃত্তিবিষয়ে কি কারণ উপস্থিত হইতে পারে যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে আমি উহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হই।

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! একমাত্র ব্রহ্মকোপই তাদৃশ যজ্ঞ বিঘ্ন বিষয়ে কারণ হইবে। অতএব তুমি তাহারই পরিহারের নিমিত্ত যত্ন কর। তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। হে পরন্তপ! তুমি যে বাজিমেধযজ্ঞের উদ্যোগ করিয়াছ, যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে তাবৎকাল কোন ক্ষত্রিয় আর উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! ব্রহ্মকোপানলতেজে এখন যে অশ্বমেধের অবসান হইয়া গেল, উহার নিমিত্তই কি আমি হইলাম? ইহা শ্রবণ করিয়া আমার ভয় ও লজ্জা যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে। মাদৃশ সুকৃতসম্পন্ন লোক তবে কিরূপে পাশজড়িত বিহঙ্গমের আকাশগমনের ন্যায় কলঙ্কিত হইয়া পরলোকে গমন করিতে সাহসী হইবে? অতএব আপনি যেমন যজ্ঞবিষয়ে ভাবি অনিষ্ট সন্দর্শন করিতেছেন সেইরূপ যদি উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোন উপায় থাকে তবে তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! যেমন তেজ অন্য তেজ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া তেজ মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অশ্বমেধযজ্ঞ দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্ঞানরূপে অবস্থান করিবে। অনন্তর কলিযুগে সেনানায়ক অতিতেজস্বী কোন ব্রাহ্মণ কশ্যপকুলে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞেরও প্রত্যাহরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে

প্রলয়কর শ্বেত গ্রাহেরও আবির্ভাব হইবে। তখন ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত ফলও মনুষ্যগণের বলবিধান করিবে। তখন তাঁহারা ঋষিগণ সংগোপিত যুগান্তকদ্বারে সুখে বিচরণ করিতে পারিবেন। তখন তাহাদের ইন্দ্রিয় সমুদায় পূর্ব্বপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিবে। তখন দানমূলক ধর্ম্ম নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিবে। চতুরাশ্রমেরই ধর্ম্মপ্রচার শিথিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু মানবগণ অল্পতপোবলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। অতএব হে জনমেজয়! সেই যুগান্ত কালে যাহারা কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইবে তাহারাই ধন্য।

১৯২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! এখন সেই কাল আসন্ন অথবা দূরবর্ত্তী তাহার আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না। কেবল অল্পায়াসে সেই কলিকালসুলভ প্রভূত-পুণ্য-লাভ করিবার প্রত্যাশায়ই আমরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখন সমস্ত যুগের অবসান হইয়া কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব তাহারই মাহাত্ম কীর্ত্তন করুন।

শৌনক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে প্রজা সমুদ্বেগকর প্রনষ্টধর্ম্ম কলিযুগ উপস্থিত; অতএব আপনি তাহারই বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

সৌতি কহিলেন, হে মহামতে! মহারাজ জনমেজয় কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া ভগবান্ বেদব্যাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ভবিষ্য বিষয়ের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! নৃপতিগণ কলিযুগে আত্মরক্ষণতৎপর হইয়া কাহাকে রক্ষা করিতে অথবা বলিভাগ আহরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। যথার্থ ক্ষত্রিয়গণ রাজপদ লাভ করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ শুদ্রোপজীবী, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচার হইবে। শ্রোত্রিয়গণ ধনুর্দ্ধারী, ধৃত বিক্রয়ী হইয়া পড়িবে; পংক্তি ভেদের কথামাত্রও থাকিবে না; কলিযুগে মানবগণ শিল্পজীবী ও অসত্যপরায়ণ হইয়া মদ্য ও আমিষপ্রিয় হইয়া উঠিবে; বন্ধু ভার্য্যাকে ভজনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবে না; তৎকালে চৌরগণই রাজধর্ম্ম অনুষ্ঠান ও রাজবর্গ চৌর ব্যবহার অবলম্বন করিবে। ভৃত্যগণের নির্দ্দিষ্ট বেতন থাকিবে না, তাহারা যথেচ্ছ অর্থ শোষণ করিবে; ধনের গৌরব বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইবে, সাধু বৃত্তির কিছুমাত্র সম্মান থাকিবে না। পতিত ব্যক্তির উপর কিছুমাত্র ঘৃণা থাকিবে না; পুরুষগণ ক্রিয়াকাণ্ডরহিত, মুক্তকেশ ও শিখাবর্জ্জিত হইবে; জনপদমাত্রেতেই অন্নবিক্রয়ীর অভাব থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী ও প্রমদাগণ যোনিবিক্রয়ী হইয়া পড়িবে; সকলেই ব্রহ্মবাদী, সকলেই বাজসনেয়ী হইয়া উঠিবে; শূদ্রগণ 'ভো' এই সম্মান সূচক শব্দ প্রয়োগের ভাজন হইবে। দ্বিজাতিগণ তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রয় করিবেন। ঋতু সমুদায় ক্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। শূদ্রগণ শুক্লদন্ত প্রফুল্লনেত্র মুণ্ডিতশির কাষায় পরিধায়ী হইয়া বুদ্ধ মতানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিবে; শ্বাপদগণের প্রাচুর্য্য ও ধেনুসংখ্যার হ্রাস হইবে; বস্তুমাত্রেরই স্বাদ ন্যূনহইয়া আসিবে; ম্লেচ্ছগণ মধ্যদেশে ও মধ্যদেশবাসীরা ম্লেচ্ছদেশে বাস করিবে; প্রজাগণ ক্রমশঃ নীচপথগামী হইয়া পড়িবেন; দ্বিবৎসর বয়স্ক বৎসগণকে কর্ষণোপযোগী করিয়া লইবে; মেঘ সকল এরূপ আশ্চর্য্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে যে, বলীবর্দ্দের এক শৃঙ্গ সিক্ত এবং অপর শৃঙ্গ শুষ্ক থাকিবে; সুতরাং পল্বল কর্ষণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর থাকিবে

না; সকলেই পরস্পর চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৌরকুলের উন্নতি সাধন করিবে; দরিদ্রগণ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিলেই তদ্দ্বারা আপনাকে বিলক্ষণ ধনাঢ্য মনে করিতে থাকিবে; ধর্ম্মাচরণের আর নাম গন্ধও থাকিবে না। ভূমি সমুদায় মরুপ্রায় ও নীরস হইয়া পড়িবে; পথ সকল তস্করগণে আবৃত হইবে; লোকমাত্রেই প্রায় বাণিজ্যোপজীবী হইবে; যে সকল পিতৃদত্ত বস্তু শাস্ত্রানুসারে অবিভাজ্য, তাহাও পুত্রগণ সকলে বিভাগ করিয়া লইবে; সকলে লোভপরতন্ত্র হইয়া পরধন হরণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলিবে; কামিনীগণ রূপ, লাবণ্য ও রত্নালঙ্কারে আস্থাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র কেশবিন্যাস দ্বারাই আত্মশরীরের ভূষণ সম্পাদন করিবে; গৃহস্থগণ স্রক্ চন্দনাদি বিলাসদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র ভার্য্যাই প্রধান উপভোগ্য বস্তু বলিয়া আদর করিবে এবং সর্ব্বথা ভয়বিহ্বলচিতে বাস করিবে; সমস্ত পৃথিবী বৃথা রূপগর্ব্বিত দুশ্চরিত্রা নারীগণে পরিবৃত হইয়া পড়িবে; স্ত্রীগণের সংখ্যা অধিক পুরুষসংখ্যা অল্প হইবে; এই সমস্ত কলিযুগের লক্ষণ। তৎকালে যাচকসংখ্যাও অনেক হইবে; কিন্তু কেহ কাহাকে প্রদান করিবে না; প্রতিগ্রহ বিষয়েও বর্ণবিচার থাকিবে না; সকলেই সকল জাতির দান গ্রহণ করিবে; প্রজামাত্রেই রাজদণ্ড চৌরদণ্ড ও অগ্নিদণ্ডে নিতান্ত ক্ষীণ ও বিব্রত হইয়া পড়িবে; শস্যবপন নিষ্ফল হইবে; পুরুষগণ তরুণাবস্থায় বৃদ্ধতুল্য হইয়া পড়িবে; ফলসিদ্ধি হউক বা না হউক চেষ্টা করিয়াই আপনাকে সুখী মনে করিবে; বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর বায়ু বহিতে থাকিবে এবং তৎসঙ্গে কর্কররাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে; পরলোকের বিদ্যমানতা বিষয়ে সকলেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবে; রাজ্যগণ বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া ধন ও ধান্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। দ্বিজাতিগণ আবশ্যক না হইলেও শপথ ও অঙ্গীকার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না। শিক্ষিতগণও ঋণের অপলাপ করিবে; শান্ত প্রকৃতি হৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারিবে না; ক্রোধনেরই অল্পায়াসে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হইবে; ধেনুগণের অভাবে লোক অজাকুল পোষণ করিবে; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মহামুর্খদিগের অভিপ্রায়ানুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বৃদ্ধের উপদেশ ব্যতীতও সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবে। জগতে অকবি আর কেহই থাকিবে না। ক্রিয়াকাণ্ডবজ্জিত বিপ্রগণ ক্ষত্রিয়দিগকে সৎপথে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তাহারা তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিবে। হে রাজন! যাহাদের যজ্ঞে অধিকার নাই সেই সুরাপায়ী জারজাত ব্রহ্মবাদী পতিত শূদ্রগণই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণগণ ধন তৃষ্ণায় অযাজ্য যাজন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে। ভো শব্দ প্রয়োগ করিয়া কেহ কাহাকেও সম্বোধন করিবে না। নারীসকল একমাত্র শঙ্খালঙ্কার ধারণ করিবে। নক্ষত্র সমুদায় বিবর্ণ, দিক্ সকল কলুষিত হইয়া থাকিবে। সন্ধ্যারাগে দিগ্‌দাহ হইতে আরম্ভ হইবে। পুত্র পিতাকে, বধূ শ্বশ্রূদেবীকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে। শিষ্যগণ বাক্যবাণে গুরুকে ও তর্জ্জনা করিতে থাকিবে। কলিযুগে মানবগণ ভিন্ন জাতীয় প্রমদাগণের সম্ভোগ করিতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িবে। মতাবশতঃ তাহাই আবার স্বমুখে ব্যক্ত করিতে বিলক্ষণ উৎসুক হইয়া উঠিবে। অগ্নিহোত্রানুষ্ঠায়ী নরগণ ভিক্ষা ও বলি প্রদান না করিয়া কার্য্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই অগ্রভাগ ভোজন করিবে। কামিনীগণ নিদ্রিত পতিকে, পুরুষগণ প্রসুপ্তা ভার্য্যাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য পুরুষে ও অন্য নারীতে আসক্ত হইবে। ব্যক্তি মাত্রেই

ব্যাধিবর্জ্জিত বা মনঃপীড়াশুন্য থাকিবে না, সকলেই অসূয়াপরবশ হইয়া পড়িবে। অনিষ্ট চেষ্টা মানুষের একটা ভূষণ হইয়া পড়িবে।

১৯৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কলিকালবশতঃ ব্যক্তিমাত্রেই এইরূপে কলুষিত হইয়া উঠিলে, কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? তাহাদিগের আচার ব্যবহার, চেষ্টা, কর্ম্ম, আকৃতি ও আয়ুপরিমাণ কিরূপ হইবে? কিরূপে কত দিনেই বা আবার সত্যযুগের অবতারণা হইবে?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! অতঃপর ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইলে সকলেই অধার্ম্মিক শীলব্যসনী হইয়া উঠিবে, সুতরাং অল্পায়ু হইয়া পড়িবে। অল্পায়ু হওয়াতে বলহানি, দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বিবর্ণতা, বিবর্ণতায় ব্যাধিপীড়া, ব্যাধি প্রযুক্ত নির্ব্বেদ, নির্ব্বেদ হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ঐ আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পুনরায় ধর্ম্মশীলতা উপস্থিত হইবে। তখন কেহ কেহ ধর্ম্মোদ্দেশে ধর্ম্মমার্গ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিবে। কেহ মধ্যস্থ বৃত্তি অবলম্বন কেই বা হেতুবাদপরায়ণ হইয়া বহুবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে বিমর্ষ হইয়া পড়িবে। কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই উভয়বিধ প্রমাণমধ্যে কেহ অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিবেন, কেহ বা প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন প্রমাণই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ বেদসিদ্ধ মত অগ্রাহ্য করিবেন। তৎকালে রমণীগণ ধর্ম্মের ভান করিতে থাকিবে। তৎকালে মন্দবুদ্ধি মূঢ়চেতা পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিকতাপরায়ণ নরগণ ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িবে। কেবল বাদবিতণ্ডায় কৌতূহলী হইয়া উঠিবে।

বৎস! এইরূপে ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলে কতিপয় অবশিষ্ট লোক যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সত্য ও দানধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে। ফলতঃ যৎকালে প্রায় সমস্তলোক অভক্ষ্যভক্ষক, নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে, যখন ক্ষত্রিয়গণ বিপ্রবর্গের চিরাগত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিবে, যখন জ্ঞান ও বিদ্যার প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, যৎকালে অল্পায়াসে তপঃফল সিদ্ধিলাভ করিবে, যখন ঘোরতর যুদ্ধ, প্রবল ঝটিকা, মুষল ধারে বারিবর্ষণ ও মহাভয় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন কলিযুগের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া সমস্ত জগৎ দূষিত হইয়া উঠিবে। তখন বিপ্ররূপ রাক্ষস ও স্বার্থপর মহীপতিগণ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী উপভোগ করিতে আরম্ভ করিবে। তখন বেদাধ্যয়ন বষট্‌কারের নাম গন্ধও থাকিবে না। সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ ও ঘোরতর অভিমানী হইয়া উঠিবে; রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণরূপে মিথ্যাব্রত ধারণ করিয়া সমস্ত গ্রাস করিবে; লোকমাত্রেই মূর্খ, স্বার্থপর, লুব্ধ, নীচপ্রকৃতি, জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধায়ী, আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পররত্নাপহারক, পরদারাপহারী, কামাত্মা, দুরাত্মা, ছলগ্রাহী ও অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে; ঐ সমুদায় তুল্যধর্ম্মী লোক সত্যযুগোৎপন্ন মুনিগণকে কেবলমাত্র মৌখিক সম্মান করিবে, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করিবে না। তখন তাহারা শস্যাপহারী, বস্ত্রাপহারী, অন্নাপহারী ও করণ্ডাপহারী হইয়া উঠিবে। অধিক কি তস্করগণও অন্য তস্করের দ্রব্যাপহরণ করিতে আরম্ভ করিবে। যখন এইরূপে তস্কর দ্বারা তস্করের ক্ষয়কাল উপস্থিত হইবে তখনই লোকের কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইবে। যখন অবশেষে তাহারা হতসর্ব্বস্ব, ক্ষুভিত, ক্রিয়াকাণ্ডবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিবে বর্ণের

প্রভেদমাত্র থাকিবে, তখনই করভার প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ অরণ্যবাস আশ্রয় করিবে। তখনও পুত্রগণ পিতৃদেবকে বধুগণ শ্বশ্রূদেবীকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে। শিষ্যগণও গুরুর প্রতি বাক্য বাণ প্রয়োগ করিতে থাকিবে। যাগযজ্ঞের নাম গন্ধও থাকিবে না। কি রাক্ষসগণ, কি শ্বাপদ, কি কীট, কি মূষিক, সকলেই তখন মানবগণের উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তৎকালে লোকের কি দুরবস্থাই উপস্থিত হইবে তাহা বলিতে হৃদয়ের শোণিত সমুদায় শুষ্ক হইয়া যায়। পরিবারস্থ একব্যক্তিও আরোগ্য সুখ অনুভব করিতে পারিবে না। উদরান্নের জন্যও সকলে হাহাকার করিতে থাকিবে। যাহারা রক্ষক তাহারাই তখন ভক্ষক হইয়া পড়িবেন। ভূপতিগণ ধনলুব্ধ হইয়া সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার অভিপ্রায়ে দেশে দেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। মানবগণ নির্ধন ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সপরিবারে শিশুগণকে স্কন্ধে লইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে স্বদেশ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কৌশিকী নদীর অপর পারে উপস্থিত হইবে। সকল লোকই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, মেকল ও ঋষিজনসেবিত গিরিগুহা আশ্রয় করিবে। কি হিমালয়ের পার্শ্ব দেশ কি লবণ সাগরের উপকূল কি গভীর অরণ্য কুত্রাপি বিন্দুমাত্র স্থান পতিত থাকিবে না। সর্ব্বত্রই ম্লেচ্ছ গণের সহিত সকলে বাস করিবে। পৃথিবীর কোন স্থানই শূন্য বা অশূন্য থাকিবে না। শস্ত্রধারী রক্ষাকর্ত্তাই তখন অপহর্ত্তা হইয়া পড়িবে। মনুষ্যমাত্রেই তখন মৃগ, মৎস্য, পক্ষী, শ্বাপদ, মুনি জনোচিত চীরবসন বিবিধপর্ণ, বল্কল অজিন দ্বারা বাস নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিবে। সকলেই কাঠশঙ্কু দ্বারা বৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ধান্য বীজ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক অজ, মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র প্রভৃতি পশুপালন করিবে। জলের নিমিত্ত নদীকূল আশ্রয় করিয়া স্রোতস্বতীর স্রোত অবরোধ করিবে; সকলেই পকান্ন বিক্রয় করিবে। বৃক্ষরুহ যেমন মূল দ্বারা বৃক্ষকে জড়াইয়া তাহারই রস আকর্ষণ করে, সেইরূপ মনুষ্যগণও আত্মপরিবার মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিবে, লোক সমুদায় বহু অপত্যশালী হইবে, কিন্তু পুত্রগণ পুত্রধর্ম্ম পরাঙ্মুখ হওয়াতে তাহাদিগকে একরূপ অপুত্রাবস্থাতেই অবস্থান করিতে হইবে। কেহই কুললক্ষণ রক্ষা করিবে না। ধর্ম্মের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না। ত্রিংশৎবর্ষে লোকের আয়ুঃশেষ হইয়া পড়িবে; যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বল, বিষয়ব্যাকুল ও রজোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং রোগনিবন্ধন ইন্দ্রিয় সকল এক বারে নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। আয়ুর অল্পতাবশতঃ লোকের হিংসাবৃত্তিও ন্যূন হইয়া আসিবে, তখন তাহাদের সাধুদর্শন ও সাধু শুশ্রূষাও একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া পড়িবে। ক্রমে দুর্ব্যবহারের ক্ষয় ও সত্যের আবির্ভাব আরম্ভ হইবে। মনোরথ চরিতার্থ না হওয়াতে পুনরায় বুদ্ধ ধর্ম্মের আদর হইতে থাকিবে। কুলক্ষয় সন্দর্শনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আর তত প্রবৃত্তি থাকিবে না।

এইরূপে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মশুশ্রূষা, সত্য, দান ও প্রাণরক্ষণে যত্নাতিশয় হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের পুনঃসঞ্চার ও তদ্দারা ধর্ম্মবিশ্বাসী পরিবর্ত্তনশীল জনগণেরও সর্ব্বথা মঙ্গল সাধন হইতে থাকিবে; তখন তাহারা ধর্ম্মই কি সুস্বাদু বস্তু বলিয়া সর্ব্বত্র উহার প্রচার করিতে আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বে যেমন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের লোপ হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইবে, সকলের মনে এই

রূপ ধর্ম্মভাব উপস্থিত হওয়াতে সত্যযুগেরও পুনরবতারণা হইবে। একমাত্র সদাচারই সত্যযুগের পরিচায়ক, তদ্বিপরীতেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে।

কাল একমাত্র কিন্তু চন্দ্র যেমন তমসাচ্ছন্ন হইলে, বিবর্ণ হইয়া যায় আবার তমোমুক্ত হইলেই পুনরায় পূর্ণচন্দ্র প্রতিভাত হইয়া সমস্ত জগৎ সুধাধবলিত করিয়া থাকে তদ্রূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে কলিযুগের আবির্ভাব হওয়াতে জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে আবার ধর্ম্ম ভাবের উদ্রেক হইলেই সেই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সত্যযুগ অবতীর্ণ হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, তাহাকেই আবার বেদার্থ কহে।

ঋষিগণ যুগ বিশেষে কালধর্ম্মানুসারে কার্য্যফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এবং আয়ুরও হ্রাসবশতঃ শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ হইয়া আসিতেছে। বিধাতা যেমন নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন তদনুসারেই আহবমান কাল এই যুগ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে, জীবলোকও সেই যুগ ধর্ম্মানুসারে ক্ষণকালও একভাবে স্থির থাকিতে পারে না। নিয়তই ক্ষয়োদয় হেতু পরিবর্ত্তমান হইয়া বিচরণ করে।

১৯৪তম অধ্যায়

সৌতি কহিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপে অতীত ও সমাগত কালমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মহারাজ জনমেজয়কে আশ্বাসিত করিলেন। তখন সভাস্থ সকলে কহিতে লাগিলেন, আমরা মহর্ষির বাঙ্ময় অমৃত রস পান করিয়া যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হইয়াছি। ফলতঃ অমৃতধারা বর্ষণে ও চন্দ্রপ্রভা প্রকাশে লোকের যাদৃশ আনন্দ অনুভূত হয়। মহর্ষির সেই মধুর বাক্য শ্রবণেও সভাস্থ সকলেরই তপ তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মকামার্থ সমন্বিত করুণাব্যঞ্জক বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন, রমণীয় উপাখ্যান সমুদায় শ্রবণ করিয়া কেহ অশ্রুমোচন, কেহ তাহার অনুধ্যান করিতে লাগিলেন; অনন্তর মহর্ষি সভ্যগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সভা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক 'আবার দেখা হইতেছে' এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে বিপ্রগণ, তপোধন মহর্ষিগণ, ঋত্বিকগণ ও মহীপতিগণ কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে আসীন হইলেন। অতঃপর মহারাজ জনমেজয় ঘোরতর সর্পকুলের প্রতি বৈরনির্য্যাতন সাধন করিয়া মুক্তবিষ সর্পের ন্যায় ক্রোধ পরিশূন্য হইলেন। মহামুনি আস্তিক হোমাগ্নিপ্রদীপ্ত-শিরা-তক্ষককে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় আশ্রম পদে প্রতিগমন করিলেন। নরপতি জনমেজয়ও স্বজন পরিবৃত হইয়া হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, প্রজাগণও পরমাহ্লাদিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞে যথাবিধি দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞীয় অশ্ব বিধিপূর্ব্বক হনন করিয়া নিপাতিত করিলে, কাশীরাজ-তনয়া মহিষী বপুষ্টম সেই মৃত অশ্বের সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেখিয়া তাহার কামনা করিলেন। তখন তিনি অশ্ব শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক মহিষীর সহিত সঙ্গত হইলেন। নিহত অশ্ব সহসা জীবিত হইয়া উঠিল

দেখিয়া যজ্ঞদীক্ষিত মহারাজ জনমেজয় হোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই অশ্ব ত' নিহত হয় নাই, ইহাকে পুনরায় বিনাশ করুন; তখন মহাজ্ঞান সম্পন্ন হোতা স্বীয় জ্ঞানবলে ঐ সমস্ত ইন্দ্রের কার্য্য জানিতে পারিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন। নরপতি জনমেজয় ইন্দ্রের তাদৃশ দুশ্চেষ্ঠিত জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ইন্দ্র! যদি আমার যজ্ঞ ফল, তপঃফল ও প্রজাপালনে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে তবে আমি বলিতেছি আমার সেই কর্ম্মফলে অদ্য হইতে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে যেন অস্থিরচিত্ত ও অজিতেন্দ্রিয় তোমাকে কেহ অর্চ্চনা না করেন। এই কথা বলিয়া ঋত্বিক্গণকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋত্বিকগণ! তোমাদিগকেও বলিতেছি, তোমাদিগের অমনোযোগ বশতই আমার যজ্ঞে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তোমরাও আর আমার অধিকারে বাস করিতে পাইবে না। এখনই আমার রাজ্য হইতে সবান্ধবে বহির্গত হও।

রাজা এই কথা বলিলে বিপ্রবর্গ রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা নারীপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিষম ক্রোধে পত্নীদিগকে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোমরা এখনই এই পাপীয়সী দুষ্কৃতচারিণী বপুষ্টমাকে আমার গৃহ হইতে দূর করিয়া দেও। এই কুল ধর্ষিণী আমার মস্তকে সরজষ্ক পাদ বিক্ষেপ করিয়াছে। উহা হইতে আমার মান, যশ ও সম্ভ্রম সমস্তই দূষিত হইয়া উঠিল; অতএব উপভুক্ত মাল্যদামের ন্যায় ঐ পাপীয়সীকে আর আমি দেখিতেও ইচ্ছা করি না। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরপুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত দেখিয়াও তাহাকে গৃহে অবস্থান করিতে অনুমোদন করে, তাহাকে সুস্বাদু বস্তুর উপভোগ ও সুখশয়ন হইতে একবারেই বঞ্চিত হইতে হয়।

রাজা জনমেজয় বিষম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন ইত্যবসরে বিশ্বাবসু নামা গন্ধর্ব্বরাজ তথায় আসিয়া নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে ত্রিশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন উহা কখন ইন্দ্র সহ্য করিতে পারেন না। তিনিই রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে আপনার যজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই রম্ভাই কাশীরাজের দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়া আপনার পত্নী হইয়াছিলেন। সেই রম্ভাই এই বপুষ্টমা; ইনি নারীকুলের রত্নস্বরূপ এবং ইহার মত সাধ্বী জগতে আর কেহ নাই। কেবল ইন্দ্রই আপনার যজ্ঞ বিনাশ কামনায় এই ছিদ্র ধরিয়া যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছেন।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কি যজ্ঞ কি সম্পদ সকল বিষয়েই আপনি ইন্দ্রতুল্য। পাছে যজ্ঞফলে আপনি তাহার ইন্দ্রত্ব লোপ করেন এই ভয়েই তিনি বিলক্ষণ শঙ্কিত ছিলেন; সেই জন্যই আপনার যজ্ঞের বিদ্যোৎপাদন করিয়াছেন। দেবেন্দ্র আপনার যজ্ঞ বিঘ্ন কামনা করিয়া এইরূপ মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক যজ্ঞনিহত অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া আপনি যাহাকে বপুষ্টমা মনে করিতেছেন সেই রম্ভাতে সঙ্গত হইয়াছেন। আপনি যজ্ঞকর্ত্তা গুরুগণকেও তিরস্কার করিলেন। সুতরাং তারা কি আপনি কি বিপ্রগণ সকলেই যজ্ঞফল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বাসব যেমন আপনা হইতে শঙ্কিত ছিলেন বিপ্রগণ হইতেও সেইরূপ; কিন্তু একমাত্র মায়াবলে ঐ উভয় হইতেই পরিত্রাণ পাইলেন।

নতুবা ইন্দ্র মহাতেজস্বী ও বিজিগীষু হইয়াও কি জন্য এই লোকনিন্দিত স্বীয় নপ্তৃদাপহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। ইন্দ্রেতে যে সমুদায় অসাধারণ গুণ আছে, তৎসমুদায় আপনাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে; কি অসামান্য বুদ্ধি, কি ধর্ম্মজ্ঞান, কি দমগুণ, কি পরমেশ্বর্য্য, কি কীর্ত্তি, ইহার কোন অংশেই আপনি নন নহেন। তথাপি যে এইরূপ যজ্ঞ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, দুরতিক্রমণীয় একমাত্র কালই ইহার কারণ। ইহাতে কি ইন্দ্র কি গুরুগণ কি আপনি কি বপুষ্টমা কাহার কোন দোষ নাই। ইন্দ্রও সেই কালপ্রেরিত হইয়া স্বীয় প্রভাবলে অশ্বশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে রোষিত করিয়াছেন। এক্ষণে যদি সুখের আশা থাকে, তবে দৈবের অনুকূলবর্ত্তী হইয়া অবস্থান কর। শ্রোতোবেগের প্রত্যাবর্ত্তন করা যেমন দুঃসাধ্য দৈবের প্রতিকূলাচরণ করিয়া সুখী হওয়াও সেই রূপ দুষ্কর, আপনি মনের ক্ষোভ পরিহার করিয়া এই নিরপরাধ স্ত্রীরত্নকে উপভোগ করুন। নিরপরাধা কামিনীকে পরিত্যাগ করিলে তাহারাও অভিসম্পাত প্রদান করিতে পারেন। হে রাজন! স্ত্রীজাতির দোষ তত ধর্ত্তব্য নহে, তাহাতে ইনি আবার দিব্যাঙ্গনা, সুতরাং ইহার দোষ অবশ্য মার্জ্জনীয়। সূর্য্যের প্রভা, অগ্নিশিখা ও যজ্ঞ-হুতাশনের আহুতির ন্যায় স্ত্রীগণ পরধর্ষিত হইলেও কখন দূষিত হন না। এই জন্যই পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, বরং যত্নপূর্ব্বকই তাঁহাদিগের প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সুশীল ভার্য্যা গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় সতত পূজনীয়।

১৯৫তম অধ্যায়

সৌতি কহিলেন, এইরূপে বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া মহারাজ জনমেজয় বপুষ্টমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তখন তিনি মিথ্যা শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া মনকে সুস্থির করিলেন। তখন তিনি পুনরায় রাজ্য পালনে মনোনিবেশ করিলেন, বপুষ্টমাও লোকনিন্দা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। রাজা পূর্ব্ববৎ বিপ্রসেবা এবং যাগযজ্ঞ ও দানাদি সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কদাচ অন্যথা করা যায় না; এই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস আমায় পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলেন 'কালধর্ম্মে যজ্ঞকার্য্য কদাচ সফল হইবে না' মহারাজ জনমেজয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বসন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। এবং যথাবিধি প্রজাপালন করিয়া মনের সুখে বপুষ্টমার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি মহাত্মা বেদব্যাসের এই মহাকাব্য পাঠ করিবেন তিনি সর্ব্বলোকপূজ্যতা, দীর্ঘায়ু ও অতি দুর্লভ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন। দেবেন্দ্রের এই পাপমোক্ষণ বিষয় পাঠ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। প্রত্যুত তাহার কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকে না। তিনি অভিলষিত বিবিধ ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী হইয়া থাকেন। যেমন কোন পুষ্পপ্রভব বৃক্ষবীজ হইতে বৃক্ষকে বৃদ্ধি করে, সেইরূপ মহর্ষি প্রভাব বাক্যে মহর্ষিরই মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে অপুত্রের পুত্রলাভ, স্থানভ্রষ্ট লোকের পুনর্ব্বার স্বস্থানপ্রাপ্তি, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রোগমুক্তি হইয়া থাকে। কদাচ তাহাকে বন্ধন গ্রস্ত হইতে হয় না, তাহার পুণ্য ক্রিয়া সফল

হইয়া থাকে। মহর্ষি বিরচিত এই বাক্য পরম্পরা যে কন্যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহার সৎপতি লাভ এবং সেই পতি হইতে স্বজন হিতকারী সর্ব্বগুণসম্পন্ন শত্রুমর্দ্দন পুত্রও জন্ম গ্রহণ করে। ঐ পুত্রও পৃথিবীতে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া শত্রুমণ্ডলী জয় করিতে সমর্থ হয়। বৈশ্য ইহা শ্রবণ করিলে তাহার অতুলেশ্বর্য্য লাভ হয়। শূদ্রগণ সদগতি প্রাপ্ত হয়। মহাত্মগণের এই পুরাণচরিত অধ্যয়ন করিলে মানবগণের নৈষ্ঠিকী বুদ্ধির উদয় হয়, সেই বুদ্ধিবলে সমস্ত সংশয় দূরীকৃত হইলে মানব বীতরাগ হইয়া পরম সুখে ভূলোকে বিচরণ করিতে থাকে।

হে ঋষিগণ! আমি আপনাদিগের নিকট মহর্ষি বেদব্যাস রচিত অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মগণের আশ্চর্য্য উপাখ্যান কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তারক্রমে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পুনরায় আপনারা স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে আমূলতঃ স্মরণ করিলে পরম সুখে জগতে বিহার করিতে পারিবেন। এক্ষণে আপনাদিগের আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় ব্যক্ত করুন, আমি বলিতেছি।

১৯৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে যোগিবর! আপনি এক্ষণে সেই একার্ণবশয়ান ভগবান্ পদ্মনাভের সৃষ্টিকার্য্য এবং পূর্ব্বে কিরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে দেবগণ ও ঋষিগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, নিখিল যোগই বা কিরূপ, এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। ভগবন্! আমি সেই মহাত্মা নারায়ণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না প্রত্যুত শ্রবণলালসা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইতেছে। আপনি বলুন সেই ভগবান পুরুষোত্তম কতকাল শয়ান এবং কতকালই বা জাগরিত থাকেন; তিনি স্বয়ং কালযোনি হইয়া কিরূপে কালে শয়ন করেন; আবার গাত্রোত্থান করিয়াই বা কিরূপে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে কাহারা প্রজাপতি ছিলেন, কিরূপে সেই সনাতন বিষ্ণু এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন। শুনিতে পাই, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রলয়-পয়োধি-জলে একার্ণবীকৃত হইলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি দেবতা, কি অসুরগণ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি অনল, কি অনিল, কি আকাশ, কি মহীতল, সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; তৎকালে এক মাত্র ভূতপতি মহাতেজা বিরাটমূর্ত্তি সুরগুরুশ্রেষ্ঠ প্রভু নারায়ণ কিরূপে কোন্ কোন্ বিধি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। হে ভগবন্! আমরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপবিষ্ট এবং আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনি সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিষ্ণুর ভূত ভবিষ্যৎ অবতারবিষয়ক মহিমা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুকুলর্ষভ! ভগবান নারায়ণের মহিমা শ্রবণে আপনার যে স্পৃহা জন্মিয়াছে ইহা আপনার কুলোচিত ধর্ম্ম। যাহা হউক এক্ষণে আমি আদি দেবগণ ও বাগ্মিবর মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াহি এবং সুরগুরু সদৃশ পরাশরতনয় শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপোবলে অবগত হইয়া আমায় যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি যথাশক্তি ও যথাশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ভরতবংশাবতংস!

আমি একজন সামান্য ঋষিমাত্র, আমার সাধ্য কি যে সেই নারায়ণের মহিমা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারি। অধিক কি সাক্ষাৎ বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাও তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত নহেন।

আমি শুনিয়াছি, আপনি যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণেরও অতি গোপনীয় পদার্থ। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পরম তত্ত্ব, সর্ব্বযজ্ঞে যজনীয়, আত্মতত্ত্ববিদেরা তাঁহাকে সতত অনুধ্যান করিয়া থাকেন; তিনিই কর্ম্মচারীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু। তিনিই দৈব ও দৈবাতীত বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি ভূতাত্মা ও ভূতগণের অধিষ্ঠাতা এবং মহর্ষিগণের পরমারাধ্য পদার্থ। তিনিই সত্য, তিনিই বেদলক্ষিত, যতিগণ তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলতঃ তিনিই কর্ত্তা, তিনিই কারক, তিনিই বুদ্ধি, তিনিই মন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি প্রধান পুরুষ ও নিয়ন্তা প্রভৃতি যাহা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তিনি তৎস্বরূপ। তিনি কালের অধীন নহেন বরং কালকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং স্বাধীনভাবে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনিই পঞ্চবিধ প্রাণস্বরূপ। তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই। তিনি পঞ্চবিধরূপে এই পঞ্চভূতের নির্ম্মাণ করিতেছেন, আবার মায়া বলে সমস্তই আত্মাতে বিলীন করিতেছেন। সেই ভগবান নারায়ণই স্বয়ং সমস্ত করিতেছেন, তিনিই আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হইতেছেন। তিনিই আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, তিনিই আবার আমাদিগকে ব্যাকুল করিতেছেন। আমরা নির্বৃত হইয়া তাহারই যজ্ঞ করিব এবং তাঁহাকেই অভিলাষ করিব। তিনিই বক্তা, তিনিই বাক্যের প্রতিপাদ্য, তিনিই অহঙ্কার, তিনি শুভকর শ্রোতব্য তিনিই কথনীয়; তিনিই বাক্য, তিনিই শ্রুতি, তিনিই বিশ্ব তিনিই বিশ্বপতি তিনিই রহস্য; ফলতঃ জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই একমাত্র সেই নারায়ণস্বরূপ। কি সত্য অসত্য, কি কার্য্য কারণ, কি স্থাবর জঙ্গম, কি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্তই তাঁহার স্বরূপ। তিনি পুরুষ প্রবর, তিনিই প্রভু, তিনিই বরিষ্ঠ।

১৯৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি যে সত্যযুগের কথা বলিয়াছি, উহা চার সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। তাহার সন্ধি আট শত বৎসর। এই যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পদ, অধর্ম্ম একপামাত্র। এই কালে মানবগণ সাধুশীল ও স্বধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া কার্য্য করে। বিপ্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, রাজন্যগণ রাজধর্ম্মানুরাগী, বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্যে তৎপর, শূদ্রগণ শুশ্রূষারত হইয়া থাকেন, তৎকালে সত্য তপস্যা ও ধর্ম্মই বৃদ্ধি পায়। সকলেই সাধুচরিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান ও প্রশংসা করিতে থাকেন। কি, ধার্ম্মিক কি নীচকুলোদ্ভব সকলেরই ব্যবহার সত্যযুগে একবিধ হইয়া থাকে।

তদনন্তর ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। তাহার সন্ধিকালও ছয় শত বৎসর; এই যুগে তিন পাদ ধর্ম্ম ও দুই পাদ অধর্ম্ম; সত্য যুগের ন্যায় ইহাতেও সত্য ও উৎসাহের বৈলক্ষণ্য হয় না; কিন্তু মানবগণ ধর্ম্মলালসায় মহাব্যগ্র হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেই বিকারবশতঃ চতুর্ব্বর্ণ মধ্যেই দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে থাকে। বিধাতা ত্রেতাযুগকে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে কুরুরাজ! দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর। ইহার সন্ধিকাল চার শত বৎসর। এই যুগে বিপ্রবর্গ অর্থলোভী ও জ্ঞানিগণ রজোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন; এই সময়ে মানবগণ শঠ প্রবঞ্চক ও নীচাশয় হইয়া পড়ে; ইহাতে ধর্ম্ম দ্বিপাদ ও অধর্ম্ম ত্রিপাদ হয়; কৃতযুগের ধর্ম্মসেতু এই সময়ে ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিনাশ ও আস্তিকতা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়; ব্রত ও উপবাসের নাম গন্ধও থাকে না।

অতঃপর অতি ভীষণ কলিযুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর; ইহার সন্ধি দুই শত বৎসরে পূর্ণ হয়। কলিযুগে ধর্ম্ম একপামাত্র, অধর্ম্ম চারপাদ; এই যুগে মানবগণ ঘোরতমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া কামপরায়ণ হইয়া উঠে; উপবাসের নামও থাকে না, সাধু লোকের একবারে অসদ্ভাব হইয়া পড়ে; তৎকালে সত্যও দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; সকলেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্নেহবন্ধন একবারেই পরিত্যাগ করে; আস্তিক ও ব্রহ্মবাদী লোক বিরল হইয়া উঠে। বিপ্রগণ শূদ্রাচার ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণচার ধারণ করে; সকলেই আশ্রমের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং জাতিমাত্রেই প্রায় বর্ণসঙ্কর হইয়া উঠে। লোকমাত্রেই অগম্যাগমন ও বেদে বিষম সন্দেহ করিতে থাকে।

হে মহারাজ! এই দ্বাদশ সহস্র বৎসরই এক দিব্য যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারই এক সপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়। এই মন্বন্তরের চতুর্দ্দশগুণে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার এক দিন গত হইলে রুদ্রদেব সমস্ত শরীরীর প্রাণ সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তখন সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণগণ, দৈত্য দানবগণ, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, ভুজগগণ, পর্ব্বত, নদী, পশুজাতি, তির্য্যগ্‌জাতি কীট ও পতঙ্গাদি কেহই আর নিস্তার পায় না।

সেই মহাভূতপতি ভূতভাবন মহাদেব পঞ্চভূতাত্মক জগৎ সংহার করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি প্রখরসূর্য্য হইয়া চক্ষু নাশ, বায়ুরূপে প্রাণসংহার বহ্নিরূপে সমস্ত দিগ্‌দাহ ও মেঘরূপে সর্ব্বলোক প্লাবিত করিতে থাকেন।

১৯৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সেই মহাযোগী নারায়ণ সপ্তমূর্ত্তি বিভাবসু হইয়া স্বীয় প্রদীপ্ত কিরণজালদ্বারা সাগর সমুদায় শোষণ করেন। অনন্তর সেই রশ্মিতে নদী, কূপ ও পর্ব্বত স্থিত সলিলরাশি গ্রহণ ও বসুধাকে সহস্রধা বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য রস সমুদায় আকর্ষণ করেন। অতঃপর রসান্তর সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণকে বিতরণ করিতে থাকেন; তখন সেই পদ্মপলাশলোচন পুরুষোত্তম তৎসমুদায় জীবগণকে স্বীয় শরীরে লীন করেন। তিনি বলবান বায়ুস্বরূপ হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিধুননপূর্ব্বক দেবতা ও অন্যান্য দেহীদিগের পাণবায়ু সংহার করিতে থাকেন; তৎকালে পঞ্চইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গন্ধাদি এবং শরীরাদি পার্থিব গুণ সকল পৃথীকে, জিহ্বারস ও স্নেহ প্রভৃতি সলিলগুণ সমুদায় সলিলকে, রূপ ও চক্ষুরাদি জ্যোতিগুণ সমুদায় জ্যোতিকে, স্পর্শ প্রাণবায়ু ও অঙ্গ বিক্ষেপাদি বায়ব্য গুণ সমুদায় বায়ুকে আশ্রয় করে। তদনন্তর ঐ সমুদায় অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় সেই অন্তকালস্থায়ী একমাত্র ভগবান হৃষীকেশকে আশ্রয় করে। তখন

সেই ভগবান পুরুষোত্তম ঐ অগ্নি ও বায়ুমিশ্রিত, রূপাদি গুণ সকলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দেন। ঐ মিশ্রিত গুণের পরস্পর সংঘর্ষণে ঘোরতর পাবক শতধা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ঐ অত্যুগ্র অগ্নির নাম সম্বর্ত্তক; সম্বর্ত্তক প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত, পাদপ, গুল্ম, লতা, তৃণ, দিব্য বিমান, বিবিধ নগর, পুণ্যাশ্রম, দিব্যস্থান এবং অন্যান্য আশ্রয়স্থান প্রভৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে থাকে। এইরূপে ত্রিলোক ভস্মীভূত হইলে সেই সহস্রাক্ষ মহাতেজা লোকগুরু ভগবান নারায়ণ মহামেঘ স্বরূপ হইয়া পুনর্ব্বার সলিলবর্ষণ দ্বারা ঐ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করেন। তদনন্তর সেই ক্ষীরসদৃশ সুস্বাদু পবিত্র সলিলসেক দ্বারা ধরাতল ক্রমশঃ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পরক্ষণেই সমস্ত জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে আর তখন জীব সঞ্চার থাকে না। তখন কি সূর্য্য কি পবন কি আকাশ প্রভৃতি সমুদায় মহাভূতগণও সেই অমিত তেজা সনাতন পুরুষের অন্তরে লীন হইয়া যায়। এইরূপে সেই অমিতবুদ্ধি সনাতন বিষ্ণু কখন শোষণ, কখন পান, কখন জীবকল্পনা, কখন দাহ, কখন সন্তাপ প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া এক অতি অপূর্ব্ব রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী একার্ণবশয়নে শয়ন থাকিয়া যোগাবলম্বনে দশ সহস্র শত বৎসর অতিবাহিত করেন। তৎকালে সেই অব্যক্ত মহাপুরুষকে কেহই জানিতে পারেন না।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! আপনি যে একার্ণববিধির কথা উল্লেখ করিলেন, উহা কিরূপ? অর্থাৎ উহার কি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে? আর যোগই বা কিরূপ? আর আপনি যে পুরুষের কথা বলিলেন তিনিই বা কে? এবং যোগীই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান নারায়ণের একার্ণববিধির এই পর্য্যন্ত নিরূপিত সময়, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন না। কারণ তৎকালে তাঁহার এমন কোন পার্শ্বচর থাকেন না যে তিনি উহা দেখিতে পারেন বা পরিমাণ করিতে পারেন অথবা জানিতে পারেন। সুতরাং সেই একমাত্র সনাতন প্রভু ব্যতীত আর কে উহা জানিতে সমর্থ হইবেন?

১৯৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সমস্ত জগৎ একার্ণবীভূত হইলে মহাদ্যুতি প্রভু নারায়ণ সমস্ত সলিল আচ্ছাদন করিয়া মহার্ণব সদৃশ রজোমধ্যে একাকী শয়ন করেন। কিন্তু এই মহাবাহু স্বয়ং রজোগুণশূন্য। ইহাঁকেই ব্রাহ্মণেরা অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রভু আত্ম রূপ প্রকাশ দ্বারা যখন তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক কালত্রয় ব্যাপিয়া শয়ন করেন তখন তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানও তিরোহিত হইয়া যায়। তিনিই পুরুষ ও যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পুরুষাখ্যাধারী যে কোন পদার্থ লক্ষিত হয় তাহাও সেই পুরুষোত্তম স্বরূপ।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মপরায়ণ ঋত্বিক নামধারী যে সকল বিপ্রবর্গ যজ্ঞকার্য্য সমাধান নিমিত্ত তাঁহারই দেহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন সম্প্রতি আমি তাঁহাদিগের বিষয় ও নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ তিনি সামবেদের গানকর্ত্তা উদ্গাতা ও ব্রহ্মাকে মুখ হইতে সৃষ্টি করেন। অনন্তর হোতা ও অধ্বর্য্যুকে বাহু হইতে, পরে প্রস্তার,

মিত্রাবরুণ প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিহর্ত্তা ও হোতাকে উদর হইতে, অধ্যাপক ও নেতা এই দুই জনকে ঊরুদ্বয় হইতে, অগ্নীধ্র ও ব্রহ্মণ্যকে পাণিদ্বয় হইতে, গ্রাবাণ ও সুনেতা এই উভয়কে বাহুদ্বয় হইতে সৃষ্টি করিলেন। জগৎপতি ভগবান এই ষোড়শ সংখ্যক ঋত্বিকগণকে সৃষ্টি করিলে তাঁহারা প্রণব ও অর্থ ভাবনাদি ষোড়শবিধকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই যাজ্ঞিক বেদবক্তা ও অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু। অতএব এই যজ্ঞময় পুরুষই বেদ, বেদও আবার ঈশ্বরময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ ও বৈদিকী কার্য্যকলাপও সেই ঈশ্বরময়।

সম্প্রতি ভগবান্ একার্ণবে শয়ন করিলে যে আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবানের বরপ্রসাদে বহুসহস্রবর্ষজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ভগবৎকুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করেন; তথায় তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি সেই সাগরশয়ান ভগবানের জঠরমধ্যে থাকিয়াই পৃথিবীস্থ পুণ্য তীর্থ, পুণ্যাশ্রম, নানাস্থান, দেশ রাষ্ট্র, বিচিত্র নগর দর্শন করিয়া অবশেষে জপহোমাদিতে রত হইয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করেন। অনন্তর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ যখন মুখবিবর দিয়া নিঃসৃত হন, তখন বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে আপনাকে আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন সমস্ত জগৎ একার্ণবীভূত ও ঘোর তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভয়সঞ্চায় হইল এবং আত্ম জীবিতবিষয়েও সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তাহার পর সেই সলিলশায়ী দেব ভগবানকে দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহামুনি মার্কণ্ডেয় মাধ্যস্থ অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; একি, আমার কি মোহ উপস্থিত হইল? অথবা স্বপ্নই দেখিলাম, অথবা মনের কোন অভূতপূর্ব্ব ভাবই উপস্থিত হইয়াছে। নতুবা এরূপ অসম্বন্ধ ও অযুক্ত বিষয় ত' কখন সত্য হইতে পারে না। এখানে চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, পর্ব্বত ও ভূতল কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, অতএব এ আবার কোন্ লোক?

এইরূপ চিন্তার পর দেখিতে পাইলেন সেই মহার্ণবমধ্যে সজল জলধরের ন্যায় এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতোপম পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে সমস্ত সমুদ্ভাষিত হইয়াছে। গাম্ভীর্য্যগুণে জাগরিত বলিয়া বোধ হইতেছে, পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস বহিতেছে। তদ্দর্শনে মুনিবর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইনি কে জানিবার নিমিত্ত নিকটে গমন করিলেন। নিকটে গমন করিবামাত্র পুনরায় তাঁহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া মোহবশতঃ উহা স্বপ্নবৎ বোধ করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন তদ্রূপ তাহার সেই কুক্ষিমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নানাতীর্থ, পুণ্যাশ্রম ও বহুবিধ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে পাইলেন দেবকুক্ষিস্থ যাগশীল ব্রাহ্মণগণ যথোচিত দক্ষিণা করিয়া শত শত যজ্ঞ সমাপন করিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ও সদ্বৃত্ত আশ্রয় করিয়া চতুরাশ্রমোপযোগী স্ব স্ব কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে শত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু উদরের অন্ত দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা মুনিবর মার্কণ্ডেয় পুনরায় মুখবিবর হইতে নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়াই দেখিলেন

ন্যগ্রোধবৃক্ষশাখায় এক বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আর কুত্রাপি কিছু নাই। সমস্ত জগৎ একার্ণব, চতুর্দ্দিকে নীহারজালে সমাচ্ছন্ন। সেই অন্ধীভূত ভীষণ জগতে কোথায়ও আর জীবসম্পর্ক নাই । তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। কিন্তু শঙ্কা বশতঃ তিনি আর সেই সূর্য্যসঙ্কাশ বালকের নিকট গমন করিতে সাহসী হইলেন না। তখন তিনি সলিলরাশির একান্তে অবস্থান করিয়া সশঙ্কহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলাম তিনিই কি দেবমায়া প্রভাবে এই রূপ বালকরূপে অবস্থান করিতেছেন?

মহারাজ! চতুর্দ্দিকে সুগভীর নিস্তব্ধ সমুদ্র, মহামুনি মার্কণ্ডেয় একাকী তদুপরি ভাসমান হইয়া শান্ত ও ভয়বিহ্বলচিত্ত হইয়া কিছুমাত্র মনের শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। তখন সেই বালকরূপধারী অন্তর্য্যামী ভগবান নারায়ণ মেঘগম্ভীর স্বরে মুনিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ভয় নাই, সম্প্রতি তুমি আমার নিকটে আগমন কর। হে মুনে! মার্কণ্ডেয়! তুমি নিতান্ত বালক সেই জন্যই ওরূপ ভয়াবুল হইয়াছ। ভয় নাই নিকটে আইস।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি জীবনের কত সহস্র বৎসর অতিক্রম করিলাম; কিন্তু আমাকে অদ্যাপি কেহত নাম ধরিয়া আহ্বান করে না। অধিক কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকেন অতএব দেবগণ মধ্যেও ত' এরূপ সমুদাচার সম্ভাবিত নহে। তবে কে আমার তপোবল ও দীর্ঘ জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেছে। যে আমার তাদৃশ ঘোর তপস্যা পরাভবপূর্ব্বক মার্কণ্ডেয় নামে সম্বোধন করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যুকাল আসন্নতর তাহাতে আর সংশয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহামুনি মার্কণ্ডেয় মোহবশতঃ রোষভরে এইরূপ বলিলে ভগবান্ পুরুষোত্তম পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সেই পুরাতন হৃষীকেশ, তোমার জন্মদাতা পিতা ও আয়ুঃ প্রদাতা গুরু। তবে তুমি কিজন্য আমার নিকট আগমন করিতেছ না? পূর্ব্বকালে তোমার পিতা মহামুনি অঙ্গিরা পুত্র কামনা করিয়া ঘোরতর তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া ছিলেন। তাহাতেই আমি তোমাকে ঘোরতপস্বী অনলসম তেজস্বী অপরিমিত কালজীবী মহর্ষি করিয়া প্রদান করিয়াছিলাম। নতুবা একার্ণবশায়ী যোগাবলম্বী ক্রীড়াকারী আমার স্বরূপ সন্দর্শনে আত্মসম্ভূত তুমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ?

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘায়ু লোকপূজিত মহাতপা মার্কণ্ডেয় প্রহৃষ্ট বদন ও বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে মায়াবলে এই একার্ণব মধ্যে অবস্থান করিয়া বালকবেশে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আপনার সেই মহামায়ার বিষয় আপনার নিকট স্বরূপতঃ জানিতে অভিলাষ করি। আর সম্প্রতি ইহাও জিজ্ঞাসা করি, জগতে আপনার এই মুক্তি কোন নামে প্রসিদ্ধ? লোকে আপনাকে কি বলিয়া জানিবে? সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড যেরূপ জলাকীর্ণ দেখিতেছি ইহার মধ্যে ত' কোন জীবই অবস্থান করিতে পারে না, অতএব আমি বিবেচনা করি আপনি কোন অচিন্তনীয় পদার্থ হইবেন।

ভগবান্ কহিলেন, মার্কণ্ডেয়! আমি নারায়ণ, আমি ব্রহ্মা, আমা হইতেই সমস্ত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা আমিই সকলের সংহর্ত্তা আমি মহেন্দ্র পদে অবস্থান করিলে লোকে আমাকে শক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমি ঋতুগণের মধ্যে বৎসর। আমি যুগনামেও অভিহিত হইয়া থাকি। যুগাবর্ত্তও আমি। আমি সর্ব্ববিধ প্রাণী ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা। আমি সমস্ত দেবতাস্বরূপ, ভুজগণের মধ্যে আমি শেষ নামে পরিচিত; পক্ষি মধ্যে আমিই গরুড়। আমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ ও সহস্র পাদ; আমি আদিত্য আমি যজ্ঞ পুরুষ আমি দেবযজ্ঞ। আমি হব্যভুক্ অগ্নি; আমিই যাদঃপতি সমুদ্র। পৃথিবীতে যে সকল তপোনিরত দ্বিজেন্দ্রগণ বহুজন্মে অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে জ্ঞানবলে সেই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন; আমি তাঁহাদের সেই জ্ঞান স্বরূপ। আমি জ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত বিশ্বকে আত্মস্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করি। আমি যোগীদিগের মধ্যে প্রধান যোগবিৎ। আমি সর্ব্বভূতের কৃতান্ত এবং বিশ্ব সংসারেরও কালস্বরূপ। আমি কর্ম্ম, আমি ক্রিয়া, আমি জীব, আমি সকলের ধর্ম্মসাধন; অথচ আমি সর্ব্বভূতের ক্রিয়াতীত; আমার জনয়িতা কেহ নাই, স্বয়ং আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি নিত্য। আমি প্রধান পুরুষ, আমি দেব, আমি অনাদি, আমি অক্ষয় ও অব্যয়। আমি সমস্ত আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম ও তপস্যা; আমি ক্ষীরোদ সাগরবাসীদের হয়গ্রীব, আমি সৎ, আমি সত্য, আমিই অদ্বিতীয় প্রজাপতি। আমি সাংখ্য, আমি যোগ, আমিই সর্ব্বলোকের পরমপদ অর্থাৎ মুক্তি; আমি যজনীয়, আমি ভব, আমি বিদ্যাধিপতি, আমি জ্যোতিঃ, আমি বায়ু, আমি ভূমি, আমিই আকাশ। আমি ক্ষীরোদ সাগর, আমি সমুদ্র, আমিই বড়বানল। আমি জল, আমি নক্ষত্র, আমি দশ দিক্, আমি বর্ষ, আমি সোম, আমি পর্জ্জন্য, আমি রবি, আমি সম্বর্ত্তক অনল নাম পরিগ্রহ করিয়া সলিলময় হবি পান করিয়া থাকি। আমি পুরাণ পুরুষ এবং সেই পুরুষপরায়ণ ও আমি; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ও আমা হইতে সম্ভূত হইআছে। বৎস! তুমি যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, যাহা কিছু শুনিতে পাইতেছ, যাহা অনুভব করিতেছ, তৎসমুদায়ই আমা হইতে উৎপন্ন।

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে আমিই সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এখনও আবার আমিই সৃষ্টি করিব।

হে মার্কণ্ডেয়! যুগে যুগে আমা দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইবে। তুমি জানিবে, এ নিখিল জগৎ আমারই। যদি তুমি আমার সেবার্থ হইয়া ধর্ম্ম প্রার্থনা কর তবে আমার কুক্ষিমধ্যে বিচরণ কর, সুখী হইতে পারিবে। আমার এই শরীর মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই অবস্থান করিতেছেন, আমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও অপরাজিত। আমি একাক্ষর ও দ্বক্ষর মন্ত্রস্বরূপ। আমি ত্রিপাদ গায়ত্রী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের পরম নিদর্শন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই ভগবান্ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে যেরূপে আহ্বান করিয়া ছিলেন এবং যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বেদান্ত প্রসিদ্ধ বাক্যগুলি মহাত্মা বেদব্যাস পুরাণ মধ্যে নিহিত করিয়া গিয়াছেন।

রাজন! অনন্তর বিশ্বরূপ ভগবান সেই মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে কুক্ষিমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। মুনিবর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ও হংসখ্য অব্যয় পুরুষের সেবা পরায়ণ হইয়া পরম সুখে

বিহার করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! কাল বিপর্য্যয় সময়ে এই জগৎ সমস্ত একার্ণব হইয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি তিরোহিত হইলে সেই হংসাখ্য মহাপ্রভ বিবিধ অক্ষয় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পুনরায় জগৎসৃষ্টি করিয়া বিচরণ করিতে থাকেন।

২০০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর বিভুনারায়ণ আপবাখ্য শরীর ধারণ করিয়া কুম্ভ সম্ভব আত্মদেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তদনন্তর অনন্ত শক্তি ঈশ্বররূপধারণ করিয়া জগৎসৃষ্টির উপকরণীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই আকাশশূন্য সলিলময় দুর্লক্ষ্য জগতে তপস্যানিত সলিলশায়ী ভগবান চিন্তা করিতে করিতে মহার্ণবকে ঈষৎ বিক্ষোভিত করিলেন, সেই বিক্ষোভবশতঃ উর্ম্মিমালা উপস্থিত হইয়া এক সূক্ষ্ম ছিদ্র সমুদ্ভূত করিল। সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রই আকাশ; তদনন্তর তিনি শব্দময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; ঐ সলিল সম্ভূত অক্ষোভ্য মূর্ত্তিই সমীরণ। ঐ মারুতমূর্ত্তি লব্ধাবকাশ হইয়া ক্রমে আত্মশরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; তখন আকাশ ও সমীরণ উভয়ের সমর্দ্দনে সমুদ্র বিষম ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। সমুদ্রের সেই বিক্ষোভবশতঃ উর্ম্মিমালা সকল পরস্পর আহত হইয়া সমুদ্রসলিল মন্থন করাতে প্রভু স্বয়ং ঘোরশিখাযুক্ত বৈশ্বানর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই অনলে বিস্তর সলিল শোষণ করিতে লাগিল; এইরূপে জলনিধির সলিল ক্ষয় হওয়াতে ক্রমে ছিদ্রবর্দ্ধিত হইয়া আকাশের আয়তন বৃদ্ধি করিতে লাগিল; এই রূপে ঈশ্বর প্রথমতঃ আত্মতেজঃ সম্ভূত অমৃতরস তুল্য পবিত্র জলের সৃষ্টি করিয়া জল হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু এবং ঐ জল বায়ু ও আকাশের সংঘর্ষণে পৃথিবী ও অনলের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ দেব নারায়ণ ঐ পঞ্চ মহাভূত দর্শনে পরম প্রীত হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত তাহার নিদানীভূত ব্রহ্মার জন্মবিষয় চিন্তা করিলেন।

হে মহারাজ! যিনি অন্য কল্পে পৃথিবীমধ্যে তপোনিরত দ্বিজেন্দ্রগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, যিনি জ্ঞানবান্, যিনি জন্মান্তর সংসর্গ হইতে একবারে নির্ম্মুক্ত যিনি প্রধান যতি, যিনি স্বচক্ষে বিশ্বের আত্মাকে সন্দর্শন করিয়াছেন, যোগবিৎ জগদীশ্বর সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বজনবিজ্ঞেয় ঐশ্বর্য্যবান্ পরম বিক্রমশালী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মপদে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ হরি নিশ্চিন্ত হন এবং সেই মহার্ণবমধ্যে কখন শয়ন কখন বহুবিধ ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে থাকেন। তদনন্তর ভগবান্ স্বীয় নাভিদেশ হইতে এক সহস্রদল হিরন্ময় পদ্ম সমুৎপাদিত করেন। উহাতে রেণুসম্পর্কমাত্র নাই, কিন্তু উহার গন্ধে সর্ব্বদিক্ আমোদিত করে। উহার প্রভা হুতাশনের প্রজ্বলিত শিখা ও শরৎ কালীন নির্ম্মল ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তখন সেই চারুদর্শন অতিতেজঃপুঞ্জধারী নাভিকমল মহাত্মা নারায়ণের শরীরোপরি বিরাজিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করে।

২০১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ সেই যোগবিদগ্রগণ্য সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বজীবস্রষ্টা সর্ব্বতোমুখ দেব ব্রহ্মাকে সেই বহু যোজনবিস্তৃত সূর্য্যাদি সর্ব্বতেজোময় গন্ধাদি সর্ব্ব গুণময় এবং পার্থিবলক্ষণযুক্ত হিরন্ময় পদ্মে যোজন করিলেন। পুরাণবেত্তা মহর্ষিগণ এই পদ্মকে নারায়ণসম্ভূত অত্যুৎকৃষ্ট পৃথিবীরুহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যিনি পদ্মাসনা দেবী তাহাকে পৃথিবী এবং যাহারা তাহার সারভূত গর্ভাঙ্কুর তাহাদিগকে দিব্য পর্ব্বত বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঐ সমুদায় পর্ব্বতের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। হিমবান্, সুমেরু, নীল, নিষধ, কৈলাস, ক্রৌঞ্চবান্, গন্ধমাদন, শিখরত্রয়শোভিত পরম রমণীয় পবিত্র মন্দর, গিরিশ্রেষ্ঠ উদয়, অস্ত ও বিন্ধ্য। এই সকল পর্ব্বত দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহাত্মগণের আশ্রয়, অতি পবিত্র এবং সর্ব্বপ্রাণিগণের অভীষ্ট ফলপ্রদ। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই জম্বুদ্বীপ যাজ্ঞিকগণের বসতিস্থান; সুতরাং ইহা কর্ম্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহার গর্ভ হইতে দেবামৃত রসোপম যে সলিল রাশি নিঃসৃত হয় তাহাই শত শত নদীরূপে পরিণত হইয়া দিব্যতীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহারাই মহাবেগে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশর আছে, তাহারাই পৃথিবীস্থ অসংখ্য ধাতুপর্ব্বত। হে নরাধিপ! উহার যে সমুদায় পত্র অতিশয় উর্দ্ধগামী হইয়া রহিয়াছে, তৎমুদায় অতি দুর্গম শৈলব্যাপ্ত ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উহার নিম্নস্থ পদ্মপত্রের অধোভাগ বিভাগক্রমে কিয়দ্দংশ দৈত্যদিগের এবং কিয়দ্দংশ উরগগণের বাসার্থ কল্পিত হইয়াছে ইহাকে পাতাল কহে। তাহার নিম্নে কেবলমাত্র উদকময় স্থান। এই স্থানে মহাপাতকগ্রস্ত মানবগণ মগ্ন হইয়া থাকে। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে জলরাশি বিদ্যমান আছে, উহা একার্ণব বলিয়া কথিত হয়। ঐ একার্ণবের চতুর্দ্দিগবর্ত্তী জলরাশিকে চার জলসাগর কহে। ইহাই নারায়ণের আদ্য মহাপুষ্কর সম্ভব। ইহাকে মহর্ষিগণ পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্টি প্রারম্ভেই পুরুষোত্তম এইরূপ পদ্ম সৃষ্টি করেন বলিয়া বেদতত্ত্বার্থদর্শী যাজ্ঞিক পুরাণ মহর্ষিগণ যজ্ঞস্থলে পদ্ম বিধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ বিধাতা এইরূপে পদ্মপ্রণালীদ্বারা পর্ব্বত ,দেশ, নদী প্রভৃতির সন্নিবেশ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! সেই অপ্রতিম প্রভাবশালী প্রভা করতুল্য অপ্রতিমদ্যুতিমান্ যোগিবর প্রভু স্বয়ম্ভূ যখন এক মহার্ণবে শয়ান থাকেন তখনি এইরূপ জগন্ময় পদ্মনিধির সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন।

২০২তম তধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সহস্র যুগের শেষ অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন অবসান হইলে আবার যেমন চতুর্যুগের আদিভূত সত্যযুগের প্রারম্ভ হইবে অমনি তৎকালে প্রথমেই তমোগুণ সম্ভূত মধুনামা মহাসুর এবং রজোগুণ সম্ভূত কৈটভ তাহার সহায়ভূত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা উভয়েই কামরূপী এবং ইহাদের মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর। ইহাদের পরিধেয় বসন একের কৃষ্ণ ও অপরের রক্তবর্ণ; উভয়েরই দন্ত শ্বেত, উজ্জ্বল ও

তীক্ষ্ণ। একের মস্তকে কিরীট, অপরের মস্তকে মুকুট, উভয়ের বাহু কেয়ূর ও বলয়ে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। চক্ষু মহাবৃষভের ন্যায় তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, বাহু আজানুলম্বিত, ইহাদের আপাদমস্তক শরীর এরূপ প্রকাণ্ড যে, দেখিলে বোধ হয় যেন দুইটি পর্ব্বত গতিশীলতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের শরীর কান্তি ঘোর নীল বর্ণ মেঘের ন্যায়। ইহাদের মুখ প্রথমোদিত সূর্য্যের ন্যায়, ইহাদের হস্ত বিদ্যুৎসম্পৃক্ত তাম্রবর্ণ মেঘের ন্যায় সুতরাং দেখিতে অতি ভীষণ। তাহারা উভয়েই অসাধারণ বলবান, এমন কি প্রতি পদক্ষেপেই যেন সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। সাগর শয়ান অরিসূদনকেও যেন কম্পিত করিয়া সেই পুষ্করতীর্থে বিচরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যোগিশ্রেষ্ঠ প্রদীপ্তদেহ ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাসৃষ্টিয় মানসে বিশ্ব দৈবত, মানস পুত্র ঋষি ও অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এদিকে ক্রূরমতি দৃপ্তদানবদ্বয় যুদ্ধ কামনায় রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার নিকট গমন করিয়া ক্রোধভরে কহিল, ওহে! তোমার ত' চার মুখ দেখিতেছি, মস্তকেও শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ আছে, নিশ্চিন্ত হইয়া এই পুষ্কর মধ্যে অবস্থান করিতেছ, মোহবশতঃ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছ না। তুমি কে? তোমায় এখানে কে প্রেরণ করিয়াছে? তুমি কোথা হইতে উদ্ভুত হইলে? কে তোমার স্রষ্টা, কেইবা তোমার রক্ষা কর্ত্তা, তোমার নামই বা কি? এখন আইস, আমাদের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু জানিবে আমরা উভয়েই পরমেশ; আমাদের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে।

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি এই জগতে 'ক' এইনামে অভিহিত ও নিতান্ত অপরিজ্ঞাত, আমি সেই যোগরত স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা। তোমরা আমাকে জানিতে পারিতেছ না।

মধুকৈটভ কহিল, মহামতে! আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত জগতে আর কেহ নাই। আমরাই রজ ও তমোগুণ প্রভাবে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। আমরা যোগিদিগের রজঃ ও তমোময় দুঃখ লক্ষণ। ধর্ম্মশীল সাধুরা আমাদিগের দ্বারা প্রতারিত হয়। আমরা সর্ব্ব প্রাণীর, অপরাজেয় প্রতিযুগেই আমরা সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকি। আমরাই অর্থ, আমরাই কাম, আমরাই যজ্ঞ, আমরাই লোকের স্বর্গফলপ্রদ। অধিক কি যাহাতে সুখ, যাহাতে আনন্দ, যাহাতে উন্নতি, যাহাতে অবনতি, যাহাতে ন্যায়, যাহাতে অন্যায়, এই সমুদায় মধ্যে যাহা কিছু প্রার্থিত তৎসমুদায়ই আমরা।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দৈত্যপতে! যে গুণ যোগিগণের পরম আদরণীয়, যাহা পূর্ব্বে আমি সংগ্রহ করিয়াছি, গুণাধার নারায়ণ তাহাই প্রদান করিয়া আমাকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যিনি যোগরত মহাত্মাদিগের পরমারাধ্য ও অক্ষয় সত্ত্বগুণস্বরূপ, যাহা হইতে রজঃ ও তমগুণের সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি কি সাত্ত্বিক কি অন্য সমুদায় জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা দেবই তোমাদিগের রণকণ্ডু উপশমিত করিবেন।

বৈশম্পায়ন করিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মধুকৈটভ সেই বহু যোজনবিস্তৃত অর্ণবশায়ী শ্রীমান হৃষীকেশ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, দেব! আমরা তোমাকে বিশ্বযোনি অদ্বিতীয় পুরুষপ্রধান বলিয়া অবগত আছি। তোমার উপাসনার নিমিত্তই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। আপনার দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না; আপনি সত্যস্বরূপ এবং পরম কারুণিক ঈশ্বর; অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি।

আমাদের প্রার্থনা এই যে তুমি বরপ্রদানে অনুগৃহীত কর। হে অমোঘ দর্শন! হে অজিতঞ্জয় ! তোমাকে নমস্কার।

ভগবান কহিলেন, হে অসুরসত্তম! তোমরা আমার কাছে কি বর প্রার্থনা কর শীঘ্র বল। আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছি, এখন যদি তদপেক্ষাও অধিককাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ কর তবে তাহাও তোমাদের সিদ্ধ হইবে, কিন্তু আমার অভিলাষ এই যে তোমরা আমার বধ্য হও। তোমরা উভয়েই মহাত্মা অতি তেজস্বী ও ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ।

মধুকৈটভ কহিল, হে সুরশত্রুবিনাশন! হে প্রভো! যে স্থানে কোন জীবেরই দেহপতন হয় নাই, আমাদিগকে সেই স্থানে নিহত কর; তদ্ভিন্ন আমরা তোমার পুত্রতা লাভ করিতে পারি তাহারও অভিলাষ করি।

ভগবান কহিলেন, মধুকৈটভ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমরা কল্পান্তরে আমার পুত্র হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহারাজ! অতঃপর সেই বিশ্বসংহর্ত্তা মহাদ্যুতি সনাতন বিষ্ণু এইরূপে বর প্রদান করিয়া সেই রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন ভবভাবনোপম দৈত্যদ্বয়কে স্বীয় ঊরুদেশে স্থাপন করিয়া একবারে দলিত করিলেন।

২০৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই বেদবিদগ্রগণ্য মহাবাহু ব্রহ্মা সেই নাভি-কমলে অবস্থানপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মা একতঃস্বতই বিলক্ষণ তেজস্বী তাহাতে আবার তপঃপ্রভা দ্বারা দ্বিগুণিত তেজঃপুঞ্জ ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ তমোহর সহস্রাংশুর ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অচিন্ত্যাত্মা সনাতন অক্ষয় পুরুষ নারায়ণ আত্মশরীর স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিদ্বয়ে পরিণত হইলেন। এক মুর্ত্তিতে মহাতপা অতিতেজস্বী যোগাচার্য্য, অন্য মূর্ত্তিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কপিলনামা মতিমান সাংখ্যাচার্য্য। ইহাঁরা উভয়েই যোগী ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ এবং দেবর্ষিদিগের স্তবনীয়। সেই বেদার্থদর্শী উর্জ্জিততেজা মহাত্মদ্বয় অমিততেজা ব্রহ্মার সমিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি বিশ্বাত্মা সুতরাং তোমার তেজ সর্ব্বব্যাপী, তুমি সকলের প্রতিপালক, লোক গুরু মহান। ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূ ভুর্বঃ স্ব এই তিন ব্যাহৃতি মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ঐ তিন ব্রহ্মশ্রুতি হইতে তিন লোক সৃষ্ট হয়। রাজন্! তন্মধ্যে প্রথমতঃ তাহার মানস হইতে ভূ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ভূ উৎপন্ন হইয়াই ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার কি সাহায্য করিব? বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহামতে! এই যে বরদ যোগাচার্য্য নারায়ণ এবং এই, যে নারায়ণরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবকে দেখিতেছ, ইহারা তোমাকে যাহা বলিবেন তুমি তাহাই সম্পাদন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে তাহার ভূরাখ্য মানসপুত্র কপিলদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, আমি আপনাদিগের

শুশ্রূষার্থ প্রস্তুত, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

তখন নারায়ণ ও কপিলদেব উভয়ে কহিলেন, হে মহামতে! যাহা সত্যস্বরূপ, যাহা অক্ষয় যাহা অষ্টাদশ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিস্বরূপ, যাহা অমৃত স্বরূপ সেই পরাৎপর ব্রহ্মকে স্মরণ কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তরদিকে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন।

তদনন্তর মহাচেতা প্রভু ব্রহ্মা চিন্তারতচিত্তে পুনরায় দ্বিতীয় মানসপুত্র ভুবকে সৃষ্টি করিলেন। এই দ্বিতীয় মানসপুত্র ভুব সৃষ্ট হইয়া লোকপিতা ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, প্রভো! আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভুবকেও নারায়ণ ও কপিলদেবের নিকটে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরম পদ লাভ করিলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় পুত্র প্রস্থান করিলে প্রভু কমলযোনি পুনরায় স্বীয় মানস হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি কুশল 'ভূর্ভব' নামে আর এক পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। এই তৃতীয় পুত্রও পূর্ব্বের ন্যায় আদিষ্ট হইয়া নারায়ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ! কথিত আছে এইরূপে ব্রহ্মার তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়, ভগবান নারায়ণ ও যতীশ্বর কপিলদেব তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই পরম ব্রহ্মে লীন হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ব্রতধারী হইয়া পুনরায় ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রভু ব্রহ্মা তৎকালে একাকীমাত্র থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে স্বীয় শরীরার্দ্ধ হইতে শুভলক্ষণ এক ভার্য্যা সমুৎপাদিত করিলেন। ঐ ভার্য্যা কি তপস্যা, কি তেজ, কি নিয়ম সব্বাংশেই তাহার অনুরূপা এবং লোক সৃষ্টিবিষয়েও বিলক্ষণ কুশলিনী। মহাতপা ব্রহ্মা সেই ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত প্রজাপতি এবং বহুবিধ জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি লোকমাতা ত্রিপদা গায়ত্রীর সৃষ্টি করিলেন। ঐ গায়ত্রী হইতে চতুর্ব্বেদের আবির্ভাব হইল। অতঃপর আত্মকার্য্য সৌকর্য্য লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোককর্ত্তা কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ইহাঁরাই প্রজাপতি বলিয়া বিখ্যাত হন এবং ইহাদিগের হইতেই সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশ্বেশ নামা মহাতপা আত্মজই সর্ব্বাগ্রজ। এই বিশ্বেশ সর্ব্বাশ্রমোপযোগী পবিত্র ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন। তাহার পর দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা ও মনু এই কয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই অথর্ব্ববেদসম্ভূত ও মহর্ষি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের ত্রয়োদশ কন্যা হইতেই বহুসংখ্যক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, খসা, প্রাধা, সুরসা, বিনতা ও কদ্রু এই দ্বাদশ ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এই সমস্ত দক্ষর কন্যা, এই সময়ে মরীচি তপোবলে কশ্যপ নামে এক পুত্র লাভ করেন। দক্ষ স্বীয় প্রথমোক্ত দ্বাদশ কন্যাকে ঐ কশ্যপহস্তে প্রদান করেন। নক্ষত্রনামধেয়া পুণ্যলক্ষণা রোহিণী প্রভৃতি সপ্ত বিংশতি কন্যা সোমদেবকে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মৈকদর্শী ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা ও সর্ব্বকামসম্পন্না শুভলক্ষণা দেবী মরুত্বতী এই পাঁচ কন্যাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের পত্নীত্বরূপে প্রদান করিলেন; অনন্তর যিনি ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়া ছিলেন সেই কামরূপিণী পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী সুরভি

নামে গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন লোকসজ্জন কৌশলজ্ঞ জগদর্চ্চিত ব্রহ্মা গোকুল সৃষ্টি করি বার জন্য সেই কামধেনুরূপিণী সুরভিতে সঙ্গত হইলেন। উহা হইতে তাঁহার একাদশ পুত্র উৎপন্ন হয়। উহারা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদের শরীরের কান্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায়, দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা দেহপ্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মার চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে রোদন করিছিলেন সেই জন্যই তাঁহারা রুদ্রনামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাঁদের নাম নির্ঋতি, সর্প, অজ, একপাদ, মৃগব্যাধ, পিনাকীদহন, অহির্ব্রধ্ন, কপালী ও অপরাজিত মহাতেজা সেনানী। ইহাঁরাই একাদশ রুদ্র। এতদ্ভিন্ন ঐ সুরভি হইতে গোবৃষ, অকৃষ্ণমাষ, অক্ষত, ক্ষুদ্রসৈকত, অজ, অত্যুত্তম অমৃত, উৎকৃষ্ট ওষধিসকল সৃষ্ট হইল। অতঃপর ধর্ম্ম হইতে লক্ষ্মীর গর্ভে কাম, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, চ্যবন, ঈশান, সুরভি, অরণ্য, মরুত, বিশ্বাবসু, বলধ্রুব, মহিষ, তণূজ, অনঘবিধান, বৎসর, বিভূতি, অসুরমর্দ্দন পর্ব্বত, বৃষ ও নাগগণের সৃষ্টি হয়। এই সর্ব্বলোকনমস্কৃতা সাধ্যা পরে বাসব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আরও সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র দেব মরুত, দ্বিতীয় ধ্রুব, তৃতীয় বিবস্বান্, চতুর্থ সোমদেব, পঞ্চম পর্ব্বত, ষষ্ঠ যোগেন্দ্র, সপ্তম বায়ু, অষ্টম নিকৃতি নামা বসু। এই আট জন ধর্ম্ম হইতে সাধ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বার গর্ভসম্ভূত বিশ্বদেবগণও ধর্ম্মের পুত্র। মহাবাহু সুধর্ম্মা, মহাবল পরাক্রান্ত শঙ্খপাদ, উক্থ, মহাবাহু বপুস্মান্, অনন্ত ও মহীরণ ইহারা চাক্ষুষ মনুর সন্তান। এতদ্ভিন্ন তাহার আরও কয়েকটী সন্তান হয়; উহাদের নাম বিশ্বাবসু, সুপা, মহাযশা বিভু, ভাস্কর প্রতিম তেজস্বী ঋষিপুত্র রুরু। বিশ্বেদেবগণ দেবমাতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। মরুত্বতী হইতে যাঁহারা সমুৎপন্ন হন তাঁহারা দেব মরুত্বান্ নামে অভিহিত। ঐ সকল পুত্রের নাম অগ্নি, চক্ষুঃ, হবিঃ জ্যোতিঃ, সাবিত্র, মিত্র, অমর শরবৃষ্টি, মহাভুজ সংক্ষয়, বিরজ, শুক্র, বিশ্ববসু, বিভাবসু, অশ্মন্ত, চিত্ররশ্মি, নিষ্কুষিত, নহুষ আহুতি, চারিত্র, ব্রহ্মপন্নগ, বৃহন্ত ও শত্রুতাপন বৃহদ্রূপ ইহাঁয়াই মরুদগণ। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ ত্বষ্টা, বরুণ অংশ, অর্য্যমা রবি, পূষা, মিত্র, বরদ মনু ও পর্জ্জন্য। ইহাঁর দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিত্য ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে রূপশ্রেষ্ঠ ও বলশ্রেষ্ঠ নামে পরম রূপবান্ দুই পুত্র জন্মে। অনন্তর অদিতি হইতে দেবগণ ও দিতিগর্ভে দৈত্যগণ, দনু হইতে দানবগণ, সুরমা হইতে সরীসৃপগণ, কালা হইতে কালকেয়গণ, খসা হইতে রাক্ষসগণ, গ্রহমাতা সিংহিকা হইতে গন্ধর্ব্বগণ, অনায়ুষা হইতে ব্যাধি ও ঈতিগণ প্রাধা হইতে অপ্সরোগণ, ক্রোধা হইতে ভূত পিশাচ পক্ষিগণ গুহ্যক ও সুরভিনয় গোগণ ব্যতীত সমুদায় চতুষ্পদ সমুৎপন্ন হয়। বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। দেবী কদ্রু হইতে সমুদায় পর্ব্বত ও পন্নগগণ জন্মে।

রাজন্! মহাত্মা নারায়ণের পুষ্কর প্রাদুর্ভাব সময়ে এইরূপে বিশ্বসংসারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই পুষ্কর প্রাদুর্ভাব আমি ভগবান্ দ্বৈপায়নপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তনও করিলাম। মহর্ষিগণ ইহার যথেষ্ট স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যিনি অবহিতচিতে এই অত্যুৎকৃষ্ট পৌরাণিক বৃত্তান্ত

শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে শোকতাপ শূন্য হইয়া সৰ্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ এবং পরকালে স্বর্গফল উপভোগ করিতে পারেন।

২০৪তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রক্ষন্! আমি আপনার নিকট বহুগুণ প্রশংসিত অন্যোন্যসম্ভূত পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরমোৎকৃষ্ট দিব্য চরিত শ্রবণ করিলাম। উহা সুললিতবহুবিধছন্দ,বিস্তৃতসমাস, সরল ও শ্রুতিমধুর পদ বিন্যাসাদি দ্বারা রচিত হইয়াছে। উহাতে ধৰ্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ, ব্রাহ্মণগণের প্রভাব, যোধগণের পরাক্রম, বৈরনির্য্যাতন, দুস্তর প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে সমুত্তরণ এবং পরাজিত মহীপতিগণের স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ঘোরতর সংগ্রামে যে সমুদায় রাজ্যগণ রণভূমিতে শয়ন করেন, তাঁহাদের রাজ্যসমুদায় তৎপুত্রেরাই অধিগত হইয়াছিলেন সুতরাং ক্ষত্রিয়বিরোধ একেবারে বংশ পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভগবদনুগৃহীত কৌরবরাজই তন্মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। আপনি এই সমুদায় বিষয় এবং চাতুৰ্ব্বর্ণ বিভাগ ও তাহাদের ধৰ্ম্ম, বীরগণের স্বর্গফল হেতু কৰ্ম্মকাণ্ডও পৃথক পৃথক রূপে অনেকবার কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। হে দ্বিজ! এতদ্ভিন্ন আপনি যে মানবগণের কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ ও তাহার কারণ; তীর্থভ্রমণ, কৰ্ম্মক্ষয় ও দানযোগে যে ফল লাভ হয়, এই সমুদায় বিষয় অনেকবার কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, ইহা কেবল আপনার ভুতানুকম্পাবশতঃ জ্ঞান গৌরব প্রদর্শনার্থ নহে। যাহা হউক আপনি যে সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, উহা আমি দিব্যচক্ষু লাভ করিলেও একদিনে বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে হে ব্রক্ষন্! আমি আপনার নিকট ব্রক্ষজ্ঞান বিষয় বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছি।

২০৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! আপনি যে বেদ সম্পর্কযুক্ত কৰ্ম্মাতীত ব্রহ্মবিষয় শুনিতে অভিলাষ করিয়াছেন, উহা আমি কহিতেছি, ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যিনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত কারণ, যিনি সৎ ও অসৎ এই উভয়াত্মক, যাঁহার কিছুমাত্র অপূর্ণতা নাই, যিনি আত্মযোনি, যিনি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, যাহার বিনাশ নাই, যিনি চতুর্যুগের প্রভবিতা, যিনি অসম্ভত, যিনি অজাত, যিনি সৰ্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ যাহাকে অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া জানেন, সেই পরবক্ষ সৰ্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন, সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন, সমুদায় বিষয় শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার মুখ ও মস্তক সকলদিকেই ব্যাপ্ত আছে, এইরূপে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

সেই সৰ্ব্বব্যাপক অব্যক্ত চিদানন্দ ব্যক্তরূপ দেহে অবস্থান করিয়া বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি কোন কালেই দৃশ্যমান নহেন। যেমন অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে, সেই রূপ সেই চিদাত্মা অচিন্ত্য পুরুষ সৰ্ব্বজীবে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছেন। সেই পরমেষ্ঠী প্রজাপতি কালভেদে ও অবস্থাভেদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বৰ্ত্তমান হইয়া থাকেন। তিনিই যথার্থতঃ সৰ্ব্ব লোকের প্রভু ও সৰ্ব্বলোকের নাথ। সেই দুৰ্জ্জেয় নারায়ণসম্ভূত আত্মা

হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি অব্যক্ত হইলেও বাসনাদি সংস্কারবশতঃ ব্রহ্মযোগে ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়া প্রভু শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, তিনিই জঙ্গমাত্মক সমস্ত চরাচরেরও প্রভু। তিনি 'সোঽহং' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিব বলিয়া ছিলেন, সেই জন্যই এই সমস্ত প্রজা তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তিনিই সর্ব্বসম্ভূতপ্রভব। ফলতঃ কি অহঙ্কারতত্ত্ব, কি অন্যান্য পদার্থ এই বিশ্ব সংসার সমস্তই তাহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার অবলম্বন কিছুই নাই, তিনি দুর্জ্ঞেয় ও জয়শীল। তিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, তিনিই ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য। তিনি স্বয়ং অব্যক্ত হইলে ও পঞ্চবিধ উপাধি ধারণ করিয়া বেদোক্তবিধানে বিবিধ ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি অর্থে বায়ু সৃষ্টি করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সলিলরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সলিলে এই বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছে; তিনি বিধাতার ও বিধাতা। তিনি এই সমস্ত বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন বলিয়া ধাতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পঞ্চভূতসৃষ্টিপ্রণালী ক্রমে ক্রমে আকাশ, বায়ু ও সলিল হইতে এই স্থূলতর পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই বায়ুসম্ভূত সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে সাগরজলে নিমগ্ন ছিল। ভগবান্ উহাকে পৃথিবীসংজ্ঞা প্রদান করিবার বাসনা করিয়াছিলেন; সেই জন্যই উহার সলিলভাগ পৃথক হইয়া পড়ে। অনন্তর ঘনত্ব ও দ্রবত্ব এই উভয় ধর্ম্মনিবন্ধন লোকে উহা ভূ ও সলিল এই পৃথক্ নামে অভিহিত করিয়াছে। সলিলসম্ভূতা এই পৃথিবী যখন প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন থাকিয়া অতি গম্ভীরস্বরে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! আমি এই জলমধ্যে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; আমাকে উদ্ধার করিয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন করুন। তেজোমুর্ত্তিময়ী সর্ব্বভূত ধাত্রী ধরিত্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মহার্ণবমধ্যে পতিত হইলেন এবং পৃথিবীকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিলেন। এই দুষ্কর কার্য্য সমাধা করিয়া যোগবলে একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই আকাশ, তাহা হইতে লোকবিধাতা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা অদ্যাপি প্রাণিগণের হিতকামনায় সূক্ষ্মাজ্ঞান ও যোগবলে এই ধরণীকে ধারণ করিতেছেন। অনন্তর সূর্য্যদেব পৃথিবীর মধ্যদেশ ভেদ করিয়া সমুদ্ভূত হইলেন। তিনি যখন উর্দ্ধে উত্থিত হন, তৎকালে তাঁহার রশ্মিজালে যেন সমস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সূর্য্যমণ্ডল হইতে অন্য এক মণ্ডল নিঃসৃত হইল। ব্রহ্মঘোনি ব্রহ্মা সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন ও তাহাতে সোমদেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সোমমণ্ডল হইতে নিশ্বাসবায়ু নির্গত হয়। উহাই আবার জ্যোতিবিবর্দ্ধনবর্ণাত্মক জ্যোতিঃ। ঐ জ্যোতিই বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ সেই জ্যোতিঃসম্ভূত যোগময় জ্ঞান হইতে বেদনিদান দিব্য সনাতন পুরুষকে সৃষ্টি করেন। সেই সনাতন পুরুষের দ্রবত্ব জল, ঘনত্বই পৃথিবী, ছিদ্র আকাশ, জ্যোতিঃ চক্ষু এবং স্পন্দনই বায়ু। এইরূপে সেই সনাতন পুরুষ হইতে পাঞ্চভৌতিক পুরুষ শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা, সর্ব্বভূতেই তিনি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান জীবগণের প্রজ্ঞানিহিত; যোগ ধর্ম্মে ঐ সত্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইলেই আত্মা ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান উপস্থিত হয়। যে তপনরূপী অগ্নি দেহীদিগের শরীরে জঠরাগ্নিরূপে নিয়ত ৰাস করিয়া পঞ্চভূতের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, তাহাকেই অজ্ঞলোকে আত্মা ও তত্ত্বদর্শীরা ঈশ্বর বলিয়া

নির্দ্দেশ করেন। ঐ আত্মা পূর্ব্ব সংস্কারের গুণাগুণ বশতঃ কখন ক্ষয় কখন বৃদ্ধি, কখন শান্তি, কখন অশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় বিমোহিত মূঢ়গণ ব্রহ্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া স্বকীয় কর্ম্মফল অনুসারে উৎপত্তি ও নিধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা যাবৎকাল ব্রহ্মের বিষয় স্বরূপতঃ জানিতে না পারে, সুতরাং ব্রহ্মানন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকে তাবৎ তাহাদিগকে বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু যখন যোগধর্ম্ম সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় তখনি তাহারা অনায়াসে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদপূর্ব্বক চরমে পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারে। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মার ইহলোককে নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া বিষয়বাসনাদি একবারে পরিত্যাগ করেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের গর্ভ প্রবেশ, গর্ভনির্গমন, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি কর্ম্মফল সন্দর্শন করিতে থাকেন এবং স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল সকলও প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদিগেরও মোক্ষোপায় সকল জানিতে পারেন। যে প্রলোভন প্রবল হইয়া বায়ু বিলোড়িত সমুদ্রের ন্যায় মনুষ্যগণকে বিচলিত করে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষু বলে সেই হৃদয়গ্রাহিণী বাসনাকে সংযত করিয়া ফেলেন। যিনি জ্ঞানবলে ঐরূপ বিষয়ভোগবাসন হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, কাঁহার চিত্তশুদ্ধি ও যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং সেই জ্ঞান বলে আত্মাকে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন। যখন জীবের যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখন তিনি সেই জ্ঞানবলে তেজোমূর্ত্তি ব্রহ্মার ন্যায় ইহলোক ও পরলোকের সৃষ্টি ও সংহার করিতে সমর্থ হন এবং নরকোপ কর্ম্মফলে যাহারা তির্য্যকযোনি প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকেও তিনি ব্রহ্মার্পিত চিত্ত দ্বারা মুক্ত করিতে পারেন। কর্ম্মফল দ্বারা ভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলের কোন সংশ্রব নাই।

২০৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সূর্য্যদেব উত্থানকালে পৃথিবীর মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছিলেন, তদ্দারা বসুধার যে ছিদ্র সমুৎপন্ন হয় তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ অচল সুমেরু সংস্থাপিত হইয়াছে। উহাতে পর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষপূরক কল্পদ্রুম ও কামধেনুর বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহার নাম পর্ব্বত এবং চলিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া তাহার নাম অচল হইয়াছে। তাহার বিস্তীর্ণ পৃষ্ঠদেশে পরম জ্যোতির্ম্ময় বিপুলৈশ্বর্য্যশালী পুরুষাকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা বসতি করেন। সেই পরমাত্মা হইতেই ঐরূপ জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে, পর্ব্বত শীর্ষনিহিত সেই জ্যেতির্ম্ময় পদার্থই পুরুষ বিগ্রহ। সেই পুরুষের মুখভাগ হইতে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় যে চতুর্ভুজ চতুর্ব্বদন তেজোময় অন্য এক পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ব্রহ্মের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন সেই জন্য তাহার নাম ব্রহ্মা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বে যে মহাবরাহরূপ ভগবান সলিলগর্ভ হইতে দেবী পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাও এই ব্রহ্মমূর্ত্তি।

মহারাজ! লোকতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা বলেন, এই ব্রহ্মস্থান এক অলৌকিক পদার্থ। সুমেরু পদসন্ধিতে যে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহাই ব্রহ্মালোক। তাহার উচ্চতা শতসহস্র যোজন, বিস্তার উহার চতুর্গুণ। অথবা দিব্যজ্ঞানবলে ক্রমাগত বহুসহস্রবৎসর গণনা করিলেও কেহ উহার দৈর্ঘ্য বা বিস্তারের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজেন্দ্র! উহার চতুর্দ্দিক চার শিলা দ্বারা পরিবেষ্টিত; ইহারও দৈর্ঘ্যবিস্তারের ইয়ত্তা করা যায় না, যোগযুক্ত ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ইহার দৈর্ঘ্যবিস্তার শত শত কোটি যোজন হইবে।

রাজন্ ! ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত সমবেত হইয়া স্বীয় তেজ দ্বারা দেবেন্দ্র, একাদশ রুদ্র, বসুগণ দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেব, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত পৃথিবী ও রাজন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। যে বিষ্ণুতেজ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, বেদবিৎ বাহ্মণগণ তাহাকেই ব্রহ্মতেজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ এই লোকত্রয়ই সেই ব্রহ্মাতেজে প্রতিষ্ঠিত, আবার সেই অব্যক্ত ব্রহ্মময় তেজও যোগিগণ যোগবলে হৃদয়ে ব্যক্তরূপে ধারণ করিয়াছেন; অচ্ছলবাদীরা ভক্তিভাবে যে সকল বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই নিত্যকর্ম্ম। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ উহাকেই হিতকর কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে; উহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। যে তেজ এই বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহা সেই পরব্রহ্মের এক অংশমাত্র। উহার প্রভাব অনন্ত বলিয়া সত্যব্রত পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বিশ্ব শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

মহারাজ! সেই নির্ব্বাণপদাভিলাষী ব্রহ্মবিদ গ্রগণ্য সনাতন ব্রহ্মা স্বীয় বিশ্বময় অংশকে স্ফূল রূপ ও মনোময় অংশকে সূক্ষ্মরূপ দেখিয়া সৃষ্টি কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনার্থ ঐ উভয়বিধ রূপকে স্ত্রী পুরুষরূপে পরিণত করিয়া বিপুল ভোগে আসক্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারই সলিলধারারূপ বিগ্রহ হইতে সোমদেবের সৃষ্টি হইয়াছে। তদনন্তর ভগবান সেই ধারাবর্ষণ দ্বারা মহেশ্বরকে জীবগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া অম্বরতলে ঘোরতর নাদ করিতে আরম্ভ করেন। তদ্বারাই নদীর সৃষ্টি হয়। সেই নদী ব্রহ্মালোককে পবিত্র করিয়া গো অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, সেই জন্য তাহার নাম গঙ্গা হইল। ঐ গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। তদনন্তর ইহলোক ও পরলোকে স্বীয় মাহাত্ম্য খ্যাপনের নিমিত্ত শত সহস্র তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ নদীসলিল দ্বারা ধান্যাদি বীজসমুদায় অঙ্কুরিত হইয়া জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ বীজ ও মনুষ্যাদি জীবগণই মনীষীদিগের কার্য্যারম্ভের মূল কারণ। ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে যে অক্ষরময়ী বাণী নিঃসৃত হয়, তাহাই বেদ নামে অভিহিত হইআছে। বেদ ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে নির্গত হইয়া ছিল বলিয়া চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত উপদেশসুরূপ। ঐ বেদের জ্ঞানময় পুণ্য নিদান সনাতন চারি পাদ আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মাই ঐ অনন্ত বেদের অধিপতি। ধর্ম্মেরও চতুষ্পদ। ধর্ম্ম সেই চতুষ্পদ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন। ঐ চার পাদ চার আশ্রম স্বরূপ, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, পবিত্র গার্হস্থাশ্রম দ্বিতীয়, তপোভার সম্পন্ন বানপ্রস্থাশ্রম তৃতীয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সন্ন্যাসশ্রম চতুর্থ, ধর্ম্মের এই চার পাদই স্বর্গের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ মননাদি দ্বারা যে

অতি গুহ্য যোগ জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞান বলে মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় তখন আর বেদের প্রামাণ্য আবশ্যকতা করে না। গৃহস্থগণ এইরূপে যোগরত হইলে পিতৃগণ তাঁহাদের কার্য্য দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করেন; মেরু শিখরাসীন ঋষিগণও তদ্দর্শনে মেঢ্রের উপর পাদদ্বয় নিহিত করিয়া; জানু সন্ধিতে গ্রীবাযরোধ পৃষ্ঠদেশ সংনমন সহাস্য বদনে নাভিদেশে হস্তদ্বয় উত্তান ভাবে সংস্থাপনাদি দ্বারা অঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হন। তখন সেই যোগীশ্বর যোগবলে প্রাণ সংযমন অভ্যাস করিয়া জীবাত্মাকে নাষিকা যুগলের মধ্যে সংস্থা পনপূর্ব্বক মনোমধ্যে বিষ্ণুরূপ কল্পনা করিয়া লন। এইরূপ করাতে ইন্দ্রিয়সমুদায় বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ করে। তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিধারী বিষ্ণু সমুদ্ভাসিত হইয়া নভোমণ্ডলবিহারী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়মন্দিরকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিতে থাকেন। অতঃপর ব্রহ্মযোগ বশতঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ মধ্যে জ্ঞানালোক এরূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে যেন দ্বিতীয় দিবাকরই সমুদিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। ফলতঃ ক্রিয়ানুসারে ধরিতে গেলে শাশ্বত ব্রহ্ম কখন নিয়ম কখন নিয়ন্তৃত্বরূপে প্রতিভাত হন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ললাট মধ্যস্থ দ্বিধাভূত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পদার্থকে মূঢ়াত্মারা কদাচ লাভ করিতে পারে না। জীবগণ মাত্রেরই চক্ষু মধ্যে সেই পরম জ্যোতি চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি বিম্বরূপে নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা ধ্যানযোগে চিত্তকে সুস্থির করিয়া আত্মানুসন্ধানে আসক্ত হন, তাঁহারাই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ। ফলতঃ যাঁহারা বেদজ্ঞ এবং সত্যবতপরায়ণ তাদৃশ ব্রাহ্মণগণই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হন, অন্যের সাধ্য নহে। কারণ তাঁহারা যোগ মাহাত্ম্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। উৎকট বিষয়ভোগ বাসনা তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া হিংসাদি বিবিধ কুৎসিত কর্ম্মে আসক্ত ও অন্তরাত্মাকে ব্যাকুলিত করিয়া তুলে। সুতরাং তাদৃশ বিষয়াসক্ত চিত্ত মানবগণ যোগী হইলেও সেই পরমানন্দ ভোগে বঞ্চিতই হইয়া থাকে। অতএব শ্রেয়াংশে যখন এত বিঘ্ন; বিষয় ভোগে যখন মন এত আকৃষ্ট হয় তখন কর্ত্তব্য হইতেছে যে ঐরূপে মন আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে হৃদয়স্থিত সেই পরম জ্যোতিঃ পদার্থের সহিত সংযোগ করাইয়া একেবারে 'সোঽহং' ভাবনায় ব্যাপৃত রাখে। তাহা হইলেই সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা আছে। ঐ বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিই আকাশাদি মহাভূতগণের কারণ, উহাই অকারাদি বর্ণ চতুষ্টয় ঘটিত ওঙ্কারাত্মক পরম পুরুষ, ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ শাশ্বত তেজোময় অব্যক্ত চৈতন্যরূপী মহাপুরুষকে কদাচ সাক্ষাৎ করিবার সম্ভাবনা নাই।

তিনি রূপাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণের অতীত ; কিন্তু তেজোগুণ সম্পন্ন, তিনি রূপবিহীন হইলেও সুবিমল চন্দ্রকিরণের ন্যায় অতীব দীপ্তিশালী; তিনি চতুর্ব্বেদাত্মক, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, মস্তক হইতে অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ বেদ চতুষ্টয় জাত মাত্রেই স্ব স্ব উপাধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া বেদনামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ বেদ হইতে ব্রহ্ম যজ্ঞ নামে এক সনাতন পুরুষের সৃষ্টি হয়। অথর্ব্ব বেদ হইতে যে ভাগ সৃষ্টি হয় তাহাই ঐ পুরুষের মস্তক, ঋক্ বেদ হইতে গ্রীবা ও বাহুদ্বয়, সামবেদ হইতে হৃদয় ও পার্শ্বদেশ, যজুর্ব্বেদ হইতে বস্তি, শীর্ষ, কটি, জঙ্ঘা, ঊরু ও চরণ নির্ম্মিত হয়। এইরূপে চতুর্ব্বেদ হইতে চতুর্ভাগাত্মক দিব্যরূপী যজ্ঞপুরুষ কল্পিত হইয়াছে।

মহারাজ! এই বেদময় যজ্ঞপুরুষই কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্রই সর্ব্ব প্রাণীর পক্ষেই সুখাবহ। যিনি যোগসিদ্ধ কর্ম্ম সাধ্য সর্ব্বভূত প্রভব সনাতন ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে সমর্থ, তিনিই বেদবিৎ; তিনিই ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধ পদবীধারণ করিতে পারেন। ফলতঃ যাহারা মুক্তিলাভের নিমিত্ত মনঃসংযমাদি করিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, তাদৃশ বেদ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বৈষ্ণব যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! কাষ্ঠাদি সংযোগবিহীন হইলে অনল যেমন আপনা হইতেই নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ ভোগ্যবস্তু না পাইলে মনও স্বতই প্রতিনিবৃত হইবে। অতএব মন একবার সমাধিতে লীন হইলে পুনরায় বিষয়াকৃষ্ট হইবার কারণ কি, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন উহার বাহ্যকারণ কিছুই নাই। কিন্তু শারীরিক বা মানসিক কোন গূঢ় কারণ থাকাতেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। যে জ্ঞান দ্বারা মর্ত্যগণ সেই গূঢ় কারণ জানিতে পারিবেন সেজ্ঞা ন সাধারণতঃ অতি দুর্লভ, ব্রতপরায়ণ দেবেতারা বলিয়া গিয়াছেন কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। হে মহীপতে! ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রের অনুশীলন, উপযুক্ত আচার্য্যেয় উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিনয় নম্রতা প্রদর্শন, ব্রহ্ম যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শুচি হইয়া ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আচার্য্যের উপাসনা এবং সায়ং প্রাতঃকালে ন্যাসাদি ধারণা ইত্যাদি সদনুষ্ঠানে আসক্ত হইবে। তাহা হইলেই অন্তরায় সমুদায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মে মনঃ সমাধান করাই মুক্তি লাভের প্রধান সাধন। ঐরূপ করিতে পারিলেই পরমোৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদ লাভ হয়। ফলতঃ চিত্তের প্রসন্নতা ও বিকার রাহিত্য এই দুইটী ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের প্রধান উপাদান; সুতরাং চিত্ত নির্ব্বিকার হইলেই অনায়াসেই পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন আর জন্মনিবন্ধন দুঃখ ভোগ, মমতা বা স্নেহ বন্ধনের লেশমাত্রও থাকে না। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই উভয় দ্বারা যাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় তিনিই সনাতন ব্রহ্ম।

মহারাজ যাঁহার বেদার্থদর্শী, বিনীত এবং সর্ব্ব প্রকার ভোগ্য বস্তুতে একবারে স্পৃহাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা কালযোগে বিগর্হী অর্থাৎ দ্বারাদি সংসর্গকে ঘৃণিত মনে করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব পদ বিদিত হইতে সমর্থ, তাহাদিগকে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। যদিও কার্ম্মানুষ্ঠান পুনর্জন্মের প্রতিষ্ঠাপক, কিন্তু উহা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষ প্রাপ্তিই সাধন হয়। ফলতঃ ফলাভিসন্ধি থাকিলেই জীবগণ বদ্ধ হইয়া থাকে, উহা না থাকিলেই মুক্তি পায়। অতএব যাহারা সামান্য ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহারা সংসারে আবদ্ধ হয় আর তাহা না করিলেই ইন্দ্রিয়বন্ধনবিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ হয়; আর তাহাকে মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ইহলোকে আগমন করিতে হয় না।

২০৭তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! সম্প্রতি আপনি যোগোপসর্গ, যোগস্বরূপ, ধ্যাতব্যপদ, সিদ্ধি ও সিদ্ধিগুণ এই কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করুন; আমি উহা বিশদরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহা আমি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মাদি যোগীদিগেরও বিবিধ প্রকার যোগোপসর্গ ঘটিয়া থাকে। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদি গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্ম চিন্তা করিলেও যাঁহার সম্যক বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, তাঁহারও যোগসিদ্ধিবিষয়ে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জীবগণের নবদ্বার বিশিষ্ট দেহমধ্যে কামক্রোধাদি অনেকগুলি উপসর্গ আছে। ধীশক্তিবলে উহাদিগকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে শরীরাভ্যন্তরে একপ্রকার তেজের উদ্ভব হয়। ঐ তেজ মস্তকমধ্যে উত্থিত হইয়া ঘোরতর ধূমোদগমন করিতে থাকে। ঐ ধূম নীল, লোহিত, পীত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠারাগ, কপোতগ্রীব, বিশুদ্ধ বৈদূর্য্যমণি, পদ্মরাগমণি, স্ফটিকমণি, নাগেন্দ্রগাত্র চন্দ্রকিরণ ও ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় বিবিধবর্ণ। সেই বিবিধ বর্ণ ধূম সমুদায় মেঘবৎ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে বোধ হয় যেন পক্ষবান পর্ব্বত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। অতঃপর ঐ সমুদায় ধূম ঘনীভূত হইয়া সজলজলধরের আকার ধারণ করে। অনন্তর তাহা হইতে বারিধারা নিপতিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকে। এইরূপে ধূম সমুদায় উপশমিত হইলেই যোগীর মস্তক হইতে এক ঘোরতর অগ্নি শত শত শিখায় আবৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন তাঁহার সর্ব্বগাত্র হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় শত সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে। এইরূপে জলধরমণ্ডলী হইতে যে পরিমাণে ধারাবর্ষ হইতে থাকে যোগীবরের গাত্র হইতে সেই পরিমাণে অগ্নি স্ফুলিঙ্গও নিঃসৃত হইতে থাকে। তদনন্তর ঐ সমস্ত বারিধারা প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিজ্বালা একবারে নির্ব্বাপিত করে। এইরূপে ঐ দুই উপসর্গ উপশমিত হইলে পুনরায় ঘোরতর বায়ুর উদ্ভব হয়। এই বায়ু আকাশাদি গুণসম্ভূত, সূক্ষ্ম প্রাণবায়ুর বিবর্দ্ধন। ইহার বেগ ও নির্ঘোষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বলও অল্প নহে। হে মহারাজ! এই ঘ্রাণগোচর বায়ু শরীরস্থ সলিল ও অনল প্রভৃতি মহাভূতের সহিত সঙ্গত হইয়া প্রাণ শব্দে বাচ্য হয়। ইহারাই আবার পরস্পর সমবেত হইয়া পৃথকৃবিধ শত সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করে। ফলতঃ এই অগ্নি, বায়ু, জল, ভুমি প্রভৃতি ধাতু সমুদায় সেই ব্রহ্মনিয়োগে সংহত হইয়া পৃথিবীর বীজরূপে পরিণত হইয়াছে।

মহারাজ! তখন সেই যোগীর নেত্রদ্বয়মধ্যে যে ব্রহ্মবস্তর আবির্ভাব হয়, তিনিই সূক্ষ্ম ও বিরাট নামে অভিহিত। তৎকালে সেই যোগীই স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সর্ব্বজগতের আধার; প্রলয়কর্ত্তা ভগদ্বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন। তাহা হইতেই তখন বহুতর সূক্ষ্ম ও বিরাট বস্তু সৃষ্টি হইতে থাকে। ফলতঃ তিনিই তখন সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া উঠেন। তৎকালে সুখদুঃখাদি ভোগবান্ অন্যান্য জীবগণ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঐ যোগীর শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাহা হইতেই ব্রহ্ম বিবিধ মূর্ত্তি নিঃসৃত হইয়া ধরণীদেবীকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিক্ আশ্রয় করে। কি পার্থিবগণ, কি ঋষিগণ সকলেই সেই যোগীবরকে লাভ করিয়া তাহাতেই লীন হন এবং পার্থিব সম্বন্ধও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মহারাজ! এইরূপে যোগিগণ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয়বন্ধন হইতেও বিমুক্ত হন।

সুতরাং উহ পরিণামে যে প্রকৃতি লাভ করেন উহা কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের কদাচ প্রাপ্য নহে। কারণ কর্ম্ম সমুদায় অনিত্য; তাহা হইতে নিত্যবস্তুর অধিগম হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। কর্ম্মবলেই এই অনন্ত সংসার অচ্ছিন্ন তন্তুর ন্যায় পুনরাবর্ত্তন করিতেছে সুতরাং কর্ম্মই সংসার প্রবাহের মূলকারণ। প্রথমতঃ ধূম হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়; মেঘ হইতে নির্ম্মল সলিল, সলিল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ফল, ফল হইতে রস, রস হইতে জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি সনাতন ব্রহ্ম তিনিও এই রসাত্মক। তপঃশ্রান্ত সত্যবত পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বিবিধ কারণে এই রসাত্মক ব্রহ্মকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অব্যক্ত হইলেও মায়াবলে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানরত জীবগণ সেই বিবিধ বেশধারী সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্মকে সামান্য, চক্ষুতে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। যাহারা তপোবলে সমস্ত পাপরাশিকে ভস্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন সেই ব্রহ্মবাদী যতিগণই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি তাঁহাদের ভ্রূযুগল মধ্যে মেঘনির্ম্মুক্ত সুধাংশুর ন্যায় বিরাজমান থাকেন। তখন তাঁহার নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া যোগধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকেন। তখনি তাঁহাদের সেই যোগধর্ম্মের যথার্থ ফল লাভ হইয়া থাকে।

মহারাজ! এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের শত শতবার প্রলয় ও সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি, নিধন ও পরমৈশ্বর্য্যাদি যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে তৎসমুদায়ই সেই একমাত্র ভগবান ব্রহ্মাই বিধান করিতেছেন। সেই কর্ম্মফল বিধাতাই লোকস্থিতি ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত ভূতগণকে কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সহস্র যুগসমন্বিত দ্বাদশ সহস্রযুগে তাহার এক যুগ হয়। ইহাকেই ব্রহ্মযুগ বলে। ইহাই সর্ব্বযুগের আদি অর্থাৎ সত্য যুগ। ঐরূপ সহস্রযুগের অবসান হইলে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া সমস্ত সংহার করে। তৎকালে সত্ত্বাদি কারণ গুণসম্ভূত এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া সেই সূক্ষ্ম স্বরূপ পরম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।

২০৮তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সত্য যুগ ও কলিযুগের মাহাত্ম্য উত্তমরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি পূর্ব্বতন অন্য যুগদ্বয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। আমি উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহা আমি বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। যোগাসক্তচিত্ত ভগবান ঈশ্বর ঐশ্বর্য্য লাভানন্তর প্রজাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া স্থাণুর ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি রজোগুণে আকৃষ্ট হইয়াই জীবসৃষ্টির বাহুল্য করিয়াছেন। তিনি মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানময় পদে আসক্ত রহিয়াছেন। তাঁহা হইতেই আবার তাদৃশ প্রভাবশালী

সহস্র সহস্র পদের সৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ! যে বাহ্মণ সতত বেদবিহিত ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই স্বানুষ্ঠিত যোগবল হইতে পরমেশ্বর্য্য ও বিপুল জ্ঞানলব্ধ হন। তদনন্তর ঐ জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য কেবল পরোপকারের নিমিত্তই নিয়োগ করিতে থাকেন। এইরূপ নির্ব্বিকার কার্য্য দ্বারা সেই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ আকাশরূপ ঐশ্বর্য্যে লীন হন। এই সম্প্রাপ্ত আকাশই নির্ম্মল অক্ষয় ব্রহ্ম। কি ব্রহ্মবাদী, কি যতি, কি অন্যবিধ মানব দেহিমাত্রেরই এইরূপ ঐশ্বর্য্যযোগ হইলে তাহারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই লীন হইতে পারেন। ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানবশতঃ যে আকাশ রূপ ঐশ্বর্য্যের উদ্বোধ হইল, ঐ উদ্বোধনন্তরই আবার তিনি বায়ুস্বরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। এই রূপে বহুবিধ মহাবল তৈজস বিকার হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলে যখন তাহার ধ্রুব ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ পরম ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখনি তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে নিরালম্ব তেজোময় ব্রহ্মপদার্থ নির্গত হইয়া নিরালম্ব বায়্বাদি মহাভূত আশ্রয় করিয়া অদৃশ্যভাবে গগনাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকেন। ইহলোকে মানবগণ ইন্দ্রসদৃশ বহুনেত্রশালী হইলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। যে ব্রহ্মসত্তম সাধুগণ সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ওঙ্কারভূত বিশুদ্ধ চৈতন্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ। মনীষী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এই ওঙ্কারই পরমব্রহ্ম। ঐ ওঙ্কার বিশুদ্ধ চৈতন্য সহকারে সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করে। দ্বিজাতিগণ 'ওম্' এই মহাশব্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। উহা অবিনাশী, নিত্য ও বায়ুস্বরূপ। এই ওঙ্কার রূপবর্জ্জিত হইলেও বিবিধ ধাতুর সহিত সঙ্গত হইয়া রূপবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঐ ওঙ্কারভূত ব্রহ্ম স্বাধীনভাবে সর্ব্বজীবে বিচরণ করিতেছেন, সুতরাং কিছুতেই আসক্ত নহেন।

হে মহারাজ! যে সকল বিশুদ্ধ চেতা দান্ত মনীষী ব্রাহ্মণ যশঃস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর সহিত মিলিত হন, যাঁহারা ব্রহ্মলোক ও অত্যুত্তম বৈষ্ণবপদ আকাঙ্ক্ষা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির নিমিত নির্ব্বিকারচিত্তে বিবিধ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন, যাহারা সংসারে জন্ম গ্রহণ করিব বলিয়া আর বাসনা করেন না, তাঁহারাই ঐ ওঙ্কাররূপ বেদাত্মক পরব্রহ্মকে একাগ্রচিত্তে নিরন্তর অনুধ্যান করিতে থাকেন। তাঁহারা সেই মাল্য ত্রিতয়রূপ ওঙ্কারোপহার দ্বারা সত্যপরাক্রম বিষ্ণুরূপ পরমাত্মার পূজা করেন। ফলতঃ বেদই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় তাঁহারা সেই বেদপ্রমাণানুসারে যোগ ও বিষ্ণুপূজা এই উভয়বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বেদবেত্তা ব্রহ্মাভিজ্ঞ ব্রহ্মবাদী শুদ্ধান্তঃকরণ কর্ম্ম নির্ম্মুক্ত সত্যব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যে মহাত্মাকে মোক্ষকালে দেখিতে পান তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমাদ্ভুত বৈষ্ণব তেজ, তিনি রস, তিনিই ঐশ্বর্য্য। কিন্তু বায়্বাদি প্রবল বিকার সত্ত্বেও, কদাচ তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তির আশা নাই। সেই ঘোররূপ বিঘ্নসমুদায় মহাত্মগণের হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করে। তাহারা সলিলরূপে সাধুর হৃদয় আচ্ছাদন করে, তখন তাহারা ক্ষুব্ধ ও বিচেতন হইয়া পড়েন। কখন বা ঐ সমুদায় বিকার অতিশয় শীত ও অতুষ্ণ উর্ম্মিমালারূপে উদিত হইয়া একবারে সাধুর হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন তাহারা মনে করেন, যেন মহার্ণবমধ্যে নিমগ্ন হইয়া শরীর দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই উহার আর নিবৃত্তি হইবে না। কখন বোধ করেন নদীতীর ভগ্ন হইয়া তাহার সলিল রাশিতে একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম, আর উঠিতে পারিব না। আবার কখন মনে করেন

জলনিমজ্জননিবন্ধন প্রবল শীতে শরীরপাত করিল। কখন মনে হয় অন্ন বস্ত্রের সংস্থানও রহিত হইয়া গেল। কখন বোধ হয় গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে শুভ্রবর্ণ জলরাশি স্রোতবেগে আসিয়া মস্তকে নিপতিত হইতেছে। কখন বা বোধ করেন যেন সলিলপূর্ণ শুক্ল ও পীতবর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমান্ সুগভীর জ্যোতি মস্তকের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিতেছে।

মহারাজ! যোগসাধনসময়ে এই সমুদায় বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদিগকে নিরোধ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণ পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হইয়া থাকেন। এক বার সিদ্ধ হইলে তাঁহারা যোগবলে না করিতে পারেন এরূপ কার্য্যই জগতে নাই। তাঁহাদের জিহ্বাগ্র হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে সহস্র সহস্রধারাবর্ষী মেঘোৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই অতি প্রভাবশালী সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বজীবে ধাতু পোষণার্থ নানাবিধ রসের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন সেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির হেতুভূত যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থ হৃদয়ে অবস্থান করেন, তৎকালেও কোথা হইতে উহার বিঘ্নকর নানা প্রকার বিকার ও তৈজস ঐশ্বর্য্য উদিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিতে আরম্ভ করে। বোধ হয় যেন কতকগুলি ঘোরতর বিকটাকার রক্ত লোচন গম্ভীরমূর্ত্তি নরবিগ্রহ ও উদ্যত করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে; যেন তাহারা চক্ষু উৎপাটন করিয়া লয়, যেন তাহারা জিহ্বাগ্রভাগ শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেন তাহারা বিবৃতাস্য হইয়া বারম্বার চীৎকার করিতে থাকে। আবার যেন তৎক্ষণাৎ নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া কখন নৃত্য কখন সঙ্গীত আলাপ দ্বারা পরম প্রীতি সাধন করিতে থাকে। পরক্ষণেই আবার যেন স্ত্রীবেশে মোহিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মৃদুমধুরবাক্যে সহাস্যবদনে কণ্ঠাশ্লেষপূর্ব্বক চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে। অতঃপর কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভাব সন্দর্শন করিলেই একবারে সকলে চরণ যুগলে নিপতিত হইয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় কতই অনুনয় বিনয় করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা মন হরণ করিতে থাকে।

মহারাজ! যোগসাধনের এই প্রকার বহুবিধ উপদ্রব আছে। এই সমস্ত বিঘ্নকর বিভীষিকা যিনি উপশমিত করিতে সমর্থ সেই ব্রাহ্মণই ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া যথার্থ সিদ্ধ হইতে পারেন। অগ্নিজালার ন্যায় আদিত্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার সেই তেজোরূপ ঐশ্বর্য্য জলবিন্দুরূপে পরিণত হয়। তখন উহার জ্যোতিরূপে আকাশপথে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে। পরিশেষে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহ দিব্য চন্দ্র সূর্য্যের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া ধ্রুবনক্ষত্রকে অবলম্বনপূর্ব্বক কাল পরিমাপক অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংবৎসর, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, কলা, কাষ্ঠা, দিবা, রাত্রি, নিমেষ, উন্মেষ, নক্ষত্রগতি ও গ্রহগতিরূপে জগতে বিরাজ করিতে থাকেন। কিন্তু যদি সেই যোগী রজঃ ও তমোময় বিকাসম্ভূত পার্থিব ঐশ্বর্য্যে এক বার মুগ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার যোগাসন যতই দৃঢ় হউক না কেন তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে একবারে অধঃপতিত হইতে হয়। কেবলমাত্র লোভকে জয় করিতে পারিলেই ঐ সমস্ত বিকারসম্ভূত ঐশ্বর্য্যকে তৃণতুল্য মনে করিয়া সমস্ত বিঘ্নকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু যিনি ঐরূপ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠেন, তাহার যোগসিদ্ধি দূরে থাকুক দুঃখের আর অবধি থাকে না। তখন তিনি পুনঃপুনঃ ব্যথিত হইয়া বসুধাতলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। কি ভৌতিক, কি অন্যবিধ বিবিধ বিষয়বসনা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে

থাকে। তখন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের দাস হইয়া পড়েন। তখন সত্য সত্যই সেই যোগভ্রষ্ট বিষয়াসক্ত সাধুকে মূর্ত্তিমান শক্তি, তোমর, নিস্ত্রিংশ গদা ও ক্ষুরধার সদৃশ অসি দ্বারা বিপাটিত করিয়া শেষকালে মর্ম্মভেদী শরনিকরপাতে তাঁহাকে বিদারিত করিয়া ফেলে।

মহারাজ! এই সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি নিরোধ করিয়া আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিলেই যোগিগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারেন। তখন বিকার নাশ ও সমাধিযোগবশতঃ তাঁহার সমস্ত পার্থিব ঐশর্য্যভোগ হইতে থাকে। যাবৎ দেহপাত না হয় তাবৎ তিনি দিব্য পুরুষ সংসর্গে দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ দিব্যার্থ শ্রবণ করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারেন। কর্ম্মবন্ধন সমুদায় তাঁহার একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় আর কিছুতেই তিনি অবসন্ন হন না। পরিণামে অক্ষয় কৈবল্য লাভ করিয়া একেবারে সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া উঠে।

২০৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি যে যোগের কথা উল্লেখ করিলাম উহা মানবগণের অবলম্বনীয়। উহাতে অনেক বিজ্ঞ আছে, ফলও অল্প; এই জন্যই লোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্য এক অসাধারণ যোগ আশ্রয় করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র অন্তরাত্মরূপে ব্রহ্মযোগ আশ্রয় করেন। অনন্তর সেই যোগবলেই অবলীলাক্রমে সর্ব্বাঙ্গ ধারণ করিয়া মানসে প্রজাসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নেত্র হইতে পরম রূপ লাবণ্যবতী অপ্সরা, নাসিকা হইতে বিচিত্রাম্বরধারী নৃত্য গীত ও বাদিত্রকুশল শত সহস্র তুম্বরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব সৃষ্ট হয়; তদনন্তর সেই যোগ ভগবান প্রভু স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মাযোগবলে চারুনেত্রা সুকেশী অপুর্ব্বযুগলসম্পন্না চারুবদনা শত পদ্মপত্র বিরাজমানা ধর্ম্মচারিণী সুভাষিণী সর্ব্বলোক পূজনীয়া বেদরূপিণী, মূর্ত্তিমতী শ্রীকে সৃষ্টি করেন; এইরূপে সেই সর্ব্বভূতাত্মরূপী ভগবান ব্রহ্মা চক্ষু হইতে মনঃকল্পিত অপ্সরা এবং নাসিকা হইতে গন্ধর্ব্বগণকে সৃষ্টি করিয়া গন্ধর্ব্বগণের নিমিত্ত সঙ্গীতশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিপ্রগণের নিমিত্ত সামগীতাত্মক বেদশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অতঃপর তাঁহার পাদদ্বয় হইতে অসংখ্য নর, কিন্নর, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, গজ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ এভৃতি চতুষ্পদ জন্তু এবং তাহাদের পোষণার্থ বহুবিধ জাতির উৎপত্তি হয়। যাহারা কর্ম্মপ্রাপ্তির আশায় হস্তদ্বারা ভোজন করিতে আরম্ভ করিল, তিনি তাহাদিগের নিমিত্ত মনঃকল্পিত কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। আবার তিনি জীবমাত্রের মুখাভিলাষ করিয়া প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ুকার্য্যেরও সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে গোধন, বাহু হইতে পক্ষিগণ এবং বিবিধ আকারধারী জলচরগণ সমুৎপন্ন হয়। তাহা হইতে কাম ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবংশকর জ্বলিততেজা দিব্যমূর্ত্তি মুনিবর অঙ্গিয়াও প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার যুগল মধ্য হইতে ব্রহ্মবংশ প্রবর্ত্তয়িতা যোগিবর পরমধার্ম্মিক ভৃগুললাট মধ্য হইতে কলহপ্রিয় ঋষিবর নারদ, মূর্দ্ধা হইতে মহাযোগী সনৎকুমার সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অনন্তর সেই লোকপিতামহ প্রজাপতি শাশ্বত রজনীর সোমদেবকে ব্রাহ্মণগণের রাজ্যপদে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, নিশাকর ঘোর তপস্যাবলে গ্রহগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বকীয় প্রভামণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যোগ সিদ্ধ হইয়া সেই ভগবান্

লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বকীয় গাত্র হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিলেন। ফলতঃ সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে স্বর্গাদি সর্ব্বস্থান, পৃথক পৃথক ভূতগণ এবং বিবিধ যোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

রাজন্! এই প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মময় যজ্ঞ, ইনিই প্রকৃতসাংখ্যযোগ, ইনিই বিজ্ঞান, ইনি চার্ব্বাক্দিগের স্বভাব, ইনিই নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদিগের প্রকৃতি ও পুরুষ, ইনিই ঈশ্বর হইতে কখন ভিন্ন কখন অভিন্ন, ইনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সকলের সংহর্ত্তা, ইনি কালরূপী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইনিই আবার কালক্ষয়, ইনিই জ্ঞেয়, ইনিই বিজ্ঞান অর্থাৎ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন ইনি তাঁহার তৎস্বরূপ।

২১০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার নিকট সর্ব্বযুগের আদি ব্রহ্মযুগ অর্থাৎ সত্য যুগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে ক্ষত্রযুগ অর্থাৎ ক্ষত্রধর্ম্মের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। শুনিয়াছি এই যুগ নাকি বহুবিধ যজ্ঞকার্য্য পরিব্যাপ্ত এবং বিবিধ নিয়মেও পরিপূর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! আমি আপনার নিকট ক্ষত্রযুগের বিষয় বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন। এই যুগ প্রজাগণের যজ্ঞানুষ্ঠান ও বহুবিধ দান ধর্ম্ম দ্বারা সৎকৃত হইয়াছে। যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ মুনিগণ মুক্তি সাধন নির্ব্বাধ বৈধকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা আবার মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিয়ত যজ্ঞাদি কার্য্য ও সমদমাদিগুণে অত্যাসক্ত হইয়া উঠেন, যাঁহার কেবল মাত্র ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, বেদ যাঁহাদিগের এক মাত্র সাধন, সেই বেদভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ হওয়াতে যারা ব্রহ্মচর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহারা অন্যের পাবন, তাহারাই কল্পান্তরে জ্ঞানসিদ্ধ ও সমাহিতমতি শুদ্ধচরিত ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হন। এইকল্পে ইন্দ্রিয়াতীত যোগাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মসম্ভব প্রজাপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রভূত প্রজা সৃষ্টি করেন, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ, উগ্রতম রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়গণ, আর ঐ উভয়ের চিকার হইতে বৈশ্য এবং তমোগুণ বিকার হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু, আদিকালে শ্বেত, লোহিত, পীত ও নীল এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের সৃষ্টিকরাতেই জগতের প্রজাগণও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারা একাকৃতি ও দ্বিপদ হইলেও ধর্ম্মের পার্থক্য নিবন্ধন কর্ম্মফল ভিন্ন হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম্ম সমুদায় প্রথম বর্ণত্রয়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের বেদাধিকার। মহাযোগী কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণুরূপী প্রভু প্রাচেতস দক্ষ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবলে যাহার যেরূপ কর্ম্মফল তদনুসারে তাহাকে উচ্চ নীচ বংশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শূদ্রগণ কর্ম্ম কাণ্ড বিবর্জ্জিত এই জন্য তাহারা তাদৃশ সৎকার লাভ করিতে পারে নাই এবং উপনয়ন সংস্কারাদি দ্বারা বোধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। মথ্যমান অরণি হইতে যে ধূমোদ্গম হয় তাহা যেমন কোন কার্য্যকরই হয় না, সেইরূপ শূদ্রগণ শত শত যোনি পরিভ্রমণ করিলেও উপনয়ন সংস্কার ও বেদ অনধিকার নিবন্ধন

কোন কালেই ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী হয় না। অন্য যে তিনবর্ণ ব্রহ্মযোনি দক্ষপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাবল সম্পন্ন। তাঁহাদের উৎসাহ বীর্য্য ও তেজের ইয়ত্তা নাই।

২১১তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তো যুগের যাহা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যাহা জানিলে সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সেই সনাতন পুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারিব তাহাই শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! পূর্ব্বকালে পুরুষোত্তম দক্ষ যোগবলে স্বীয় শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগে নারী ও অপর ভাগে পুরুষরূপ অবলম্বন করিয়া মেরুশিখরে আসীন ছিলেন। এই সময় তিনি সেই শরীরার্দ্ধসম্ভূতা সর্ব্বজনমনোরমা পরমসুন্দরী রমণী হইতে কতক গুলি পদ্মনিভাননা কন্যা উৎপাদন করিয়া পুনরায় সেই নারীরূপ পরিহারপূর্ব্বক পরম মনোহর পুরুষরূপ আশ্রয় করিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই কান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্ম বিধানানুসারে কন্যাগণকে ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমদেবকে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করিয়া স্বয়ং সমাহিত চিত্তে পরম পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রদেশে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তপস্যা আরম্ভ করিয়া তথায় মৃগগণের সহিত বিচরণ এবং তৃণ ও ফল মূলাদি দ্বারা জীবিকা ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে মৃগগণ স্বভাবসিদ্ধ হিংসা দ্বেষ পরিহার করিয়া পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। যাঁহারা তপোবলে চিত্তবিকারকে দগ্ধ করিয়াছেন, সেই তপোনিরত পুণ্যকর্ম্মা ব্রাহ্মণগণও তাঁহার তপঃফল সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি অচির কালের মধ্যেই ইন্দ্রিয়গণকে ঘোর সংগ্রামে পরাভূত করিয়া চিত্তকে বশীভূত করিলেন। তখন তিনি সর্ব্বতা লাভ করিয়া কর্ম্মফললক্ষণা সিদ্ধি দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলে।

মহারাজ! এই সময়ে অতি বদান্য মান প্রবীর মানবগণও চরমে সস্ত্রীক বনগমনপূর্ব্বক মৃগসহচারী ও নিরামিষভোজী হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন, স্তোত্র সংসিদ্ধ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই দেহকে ব্রহ্মের প্রথম অধিষ্ঠান স্থান করিয়া লন। সেই জন্য জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মুক্তিমার্গানুসন্ধায়ী বসুধাচারী অভিযুক্ত যতিগণ উহাকেই ব্রহ্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহারাজ! যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রহ্মার মানস সম্ভূত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মপদে বিলীন হন, তাহাদিগকেও প্রাক্তনকর্ম্ম ফলে পুনরায় সংসার শ্রমে আসিয়া বিচরণ করিতে হয়। অতএব প্রাক্তন ফল অতিক্রম করা নিতান্ত দুরূহ। যে সকল প্রজা একবারে সমাধিবলে অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিল, তাহারাও কালবলে পুনরায় ব্যক্তীভাব আশ্রয় করে, কি স্থাবর কি জঙ্গম কি স্থূল কি সূক্ষ্ম সকলেই কাল যোগবশতঃ কখন যোগ কখন বা যোগজ্ঞান শূন্য হইতেছে। যাহা হউক এই সমস্ত দক্ষ কন্যাগণ কালধর্ম্মজ্ঞ: অক্ষয় পুরুষ মহর্ষি কশ্যপের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রসব করিয়াছেন। ফলতঃ, কি আদিত্যগণ, কি বসুগণ, কি বিশ্বদেবগণ, কি মরুগণ, কি অনেকশীর্ষনাগগণ, কি সাধ্যগণ, কি পন্নগগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি কিন্নরগণ, কি যক্ষগণ, কি পক্ষিগণ, কি পক্ষবা গরুড়, কি

পশুগণ সহকৃত ধেনুগণ, কি মানবমণ্ডলী, কি জলজাল, কি ভূধর শ্রেণী, কি হস্তী, কি সিংহ, কি ব্যাঘ্র, কি অশ্ব, কি খড়্গী, কি বিষাণধারী, কি বৃষভ, কি মৃগ, কি চতুঃ শৃঙ্গধারী হরিণগণ, কি পদ্মপর্ণবৎ সুন্দরবর্ণ পন্নগ গণ, কি এতদ্ভিন্ন বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত কামরূপী প্রাণিগণ এবং অসামান্য রূপ, গুণ, শরীর, সাধুতা ও পরাক্রমশালী মুনিগণ সকলেই এই সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে পুনঃ পুনঃ সমুদ্ভূত হইয়া আসিতেছেন। আত্মতত্ত্ব বেদপরায়ণ ধর্ম্মচারী মহাত্মগণ যে মানসলোক হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, দেবগণও সেই মানস লোক হইতে সমুদ্ভূত হইয়া স্বর্গ লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

হে রাজন! এতদ্ভিন্ন যে সকল গৃহস্থগণ গুরু শুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া অবশেষে তপঃসিদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যোগগতি প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সস্ত্রীক উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শিলাতলে অবস্থানপূর্ব্বক ধৈর্য্যগুণে অতি কঠোর ব্রতচর্য্যার অনুষ্ঠান বশতঃ কর্ম্ম জন্য ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও চরমে কৃতকৃতার্থ হইয়া এই স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

২১২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যদেশ অতি রমণীয় স্থান। উহা নানাবিধ ধাতুদ্বারা রঞ্জিত, সমতল ক্ষেত্র বহু পাপ শ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ ও শীতল। উহাতে তৃণের ও কণ্টকের লেশমাত্রও নাই এবং মনঃশিলাদি নানাপ্রকার ধাতুর রঞ্জিত থাকায় পরম সুদৃশ্য হইয়াছে। তথায় নিয়ত পঞ্চস্বরে বেদত্রয় পাঠ হইতেছে। জটাজিনধারী জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রযজ্ঞপরায়ণ ব্রহ্মহিতব্রত বিপ্রগণ সেই সুমেরু পৃষ্ঠে একমাত্র বহ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মাকে সম্মুখে লইয়া সমাহিত চিত্তে মন্ত্রভেদে অগ্নির নাম ভেদমাত্র করিলেন। এই অগ্নি এক হইলেও বেদপারগ মুনিগণ কর্ত্তৃক ত্রিধাসংস্কৃত হওয়াতে ত্রেতাত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই এক মাত্র মহান অগ্নি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আজ্যসংযুক্ত স্বাহাকার মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বলোক-সৎকৃত-ব্রাহ্মণ-নির্ম্মাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সেই পদ্মানন শিখাধারী জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মা দণ্ড, চর্ম্ম, শর ও খড়্গ ধারণ করিয়া সমাহিত চিত্তে পুষ্কর মধ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণবর্গ ইন্দ্রপোক্ত সামবেদ গান করিতে লাগিলেন। ঐ যজ্ঞ কার্য্যোপযোগী যে সমুদায় ঘৃত, ক্ষীর, যব, ব্রীহি ও আজ্যাদি আহৃত হইয়াছিল তৎসমুদায় বেদবিহিত বিধানানুসারে সেই অগ্নিতে পরমব্রহ্মপদ উদ্দেশ করিয়া সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সমীগর্ভোত্থিত আগ্নেয়ী অরণিমনপূর্ব্বক পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে অন্য এক অগ্নির আধান করিলেন। যজ্ঞ কার্য্যোদ্দেশে হুতাশন মুখে যেরূপ আজ্যাদি বিবিধ বস্তুর আহুতি প্রদত্ত হয় হুতাশনও তদনুসারে হব্যময় ফলও প্রদান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই যজ্ঞবিধানজ্ঞ ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বিবিধ দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যাহা হউক এই যজ্ঞে বৃহস্পতি স্বয়ং বেদ চতুষ্টয় পাঠ করেন। ঐ বেদগান শিক্ষাগুণে রাগ ও উদাত্তাদিস্বর সংযুক্ত হইয়া এরূপ শ্রুতি মধুর হইয়া উঠিল যে সাক্ষাৎ সরস্বতীরই কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমুচ্চারিত বেদ ধ্বনিতে সেই ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বিতীয়

ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই যজ্ঞবেদিতে উপবেশন করিয়া বৃহস্পতি অনাময় বেদগান আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন বর চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ সমুদীরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। অনন্তর সমিধ, কলসপূর্ণ সামরস, স্রুক স্রবাদি পাত্র সমুদায়, যব, ধান্য, আজ্য, পশু, সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু এবং সুবর্ণাদি দ্রব্য সমুদায় ঐ যজ্ঞে প্রদত্ত হইল। বেদবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানময় দেবতা অন্যান্য তেজোমূর্ত্তিধারী দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া উদ্গীথাদি উপসনা সহকারে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান ব্রহ্মা শমী সম্ভূত আগ্নেয়ী অরণিমন্থন করিয়া বেদোক্ত বিধানে প্রথমতঃ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সদস্যগণ চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া যজ্ঞের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নানা বিচিত্র কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ পুঞ্জ কলেবর ঋত্বিক্গণও যজ্ঞের পরমশোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহাদেব বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। এই যজ্ঞভূমিতে সমস্ত দেবগণ আগমন করিলেন। বেদবদাঙ্গ পারদর্শী বিনীত ব্রহ্মবাদী তপঃশ্রান্ত মহর্ষিগণও এই যজ্ঞ সন্দর্শন করিয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ যজ্ঞস্থলে ত্রিবিধ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। বেদপাঠকগণ ইন্দ্র প্রোক্ত স্তোত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যজুর্ব্বেদও যথা বিধি অধীত হইতে লাগিল। তপশ্রোন্ত ব্রহ্মপরায়ণ সত্যব্রত মুনিগণও এই যজ্ঞানুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য সেই ব্রহ্মসম্ভূত পুরাণ ঋষি বৃহস্পতি স্বয়ং ব্রহ্মকার্য্যে এবং হোতৃকার্য্যে ব্রতী হইলেন। যজমান এইরূপে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া যজ্ঞফল সমস্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিলেন।

অদিতি বিষ্ণুর তাদৃশ মহিমা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তপশ্চর্য্যা দ্বারা শেষ গর্ভে তাহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে রাজন! সেই বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ, তিনিই অজ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই নির্দ্বন্দ্ব, তিনিই পরিগ্রহশূন্য, তাহা হইতে ইন্দ্রাদি সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট পদের সৃষ্টি হইয়াছে,পরেও হইবে। সে পদের ধ্বংস নাই, পরিমাণ নাই, কর্ম্ম প্রাপ্যও নহে। নির্দ্দোষ মুনিগণ তাঁহার আত্মা।

মহারাজ! সেই একমাত্র বিষ্ণুপদ ব্যতীত সমস্ত পদার্থই দোষাঘ্রাত। রূপসরাদি বিষয় সমুদায় আকর্ষণ শক্তি দ্বারা একেবারে মনকে কলুসিত করিয়া ফেলে। যদিও রূপাদি সংসর্গ পরিহার করা দেহীদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর; তথাপি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপাদি বিষয়ে যাঁহারা মুগ্ধ না হন, তাঁহারই যথার্থ নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ মুনিপদ বাচ্য হন। মুনিরা পরিগ্রহ ধর্ম্ম শুভ হইলেও তাহাকে অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তৎপরিহারই যথার্থ বিদ্যার লক্ষণ। যখন ব্রহ্মবাদিগণ সেই মুনিত্ব প্রতিপাদক বিদ্যা বলে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তখন আর তাঁহাদের রাগদ্বেষাদি বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় না। বেদজ্ঞান, ব্রতমান ও ইন্দ্রিয়সংযমনাদি দ্বারা সাধুগণ যে স্বর্গলোক আশ্রয় করেন, বৃদ্ধগণ উহাকেই লোক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় হব্যভোজী দেবগণ লাব্ধাধিকার হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যজমানগণও স্ব স্ব কর্ম্ম ফল অনুসারে অমৃতপদলাভ করিয়া পত্নী সহচারী হইয়া নিরুদ্বেগে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! সেই যজ্ঞাবসানে যজ্ঞফলদাতা ভগবান নারায়ণ সর্ব্বভূতের উপর কারুণ্যবশতঃ নির্ম্মলান্তঃকরণে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক যজমানগণকে সেই শৈলেন্দ্র প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মণাদি জাতিগত ভেদ বিদ্যমান থাকায় তাঁহারা সর্ব্বোদ্যম সহকারেও মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়ীভূত সেই শৈলের কোন অংশই ভেদ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহারা নিতান্ত শ্রান্ত ও বিষণ্ন হইয়া পুনরায় বসুধাতলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে গিরিবর সেই দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণকে প্রণামপূর্ব্বক প্রশান্ত মধুরস্বরে কহিলেন, হে ইন্দ্রিয়াসক্ত যজমানগণ! আপনারা এরূপ পরস্পরবিরোধী হইলে দিব্য শত বর্ষেও বলপূর্ব্বক এ পর্ব্বত ভেদ করিতে পারিবেন না। যখন আপনার সমাহিত চিত্তে এই ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন তখনই অনায়াসেই নির্ব্বৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন। রাগ দ্বেষ দ্বারা শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই শাশ্বত ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে। অতএব অপেক্ষা কর, সময় উপস্থিত হইলে আমি তোমাদিগকে ভেদনকার্য্যে নিয়োগ করিব। তখন কি শিলাতল, কি চতুর্দ্দিক বিস্তৃত শিখর, কি ধাতু, কি বিশীর্ণপার্শ্ব বিবর, কি নাগগণ, কি গুহাশায়ী ব্যালগণ কেই আর প্রতিবন্ধক থাকিবে না, বরং আপনাদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত পথ প্রদর্শক হইবে। যজমানগণ গিরিবরের এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

২১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলনন্দন! সেই গার্হস্থ্যধর্ম্মী দ্বিজগণ শৈলেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ অবধি দিন দিন বলি হোম ও দেবপূজা প্রভৃতি সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; সেই তপঃপ্রার্থী মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ ঐ পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মসদন নামক তৃণকণ্টকশূন্য সমিধ কুশাদিপূর্ণ অতি পবিত্র স্থান মনোনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক পরমপদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এই স্থান অতি রমণীয়। কি গৃহধর্ম্মনিরত পবিত্রচেতা গৃহিগণ, কি নিস্পৃহ মুনিগণ, কি অন্যান্য কর্ম্মফলাসক্ত দ্বিজসত্তমগণ, কি অগ্নিহোত্রস্নায়ী চীরবল্কলবাসা জিতক্রোধ সমাহিতমতি জিতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থিগণ, সকলেই তথায় বাস করিতে অভিলাষ করে।

রাজন! যাঁহারা পূর্ব্বাচরিত ক্রম অবলম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই সনাতন পুণ্যলাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন সমাপন না করিয়া গৃহগমন, কি কোন কঠোরব্রতাবলম্বন, কি বানপ্রস্থাদি দ্বারা আত্মপরিত্যাগ কিম্বা এক বারেই গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ঋক্, যজু, সাম, এই বেদত্রয়ের মধ্যে কোন একটিতে অধিকার না হইলে সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাঁহারা দারপরিগ্রহ পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি গৃহস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নমাত্র, না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন, ধার্ম্মিক রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগকে শূদ্রকর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া বেদাধ্যয়ন বা বেদের সমাদর না করেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণই বলি না।

অতএব যে ব্রাহ্মণ স্বীয় উন্নতির অভিলাষ করেন তিনি বেদাধ্যয়ন না করিয়া কোন কার্য্যই আরম্ভ করিবেন না।

২১৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদপরায়ণ যাগশীল নারদাদি দেবর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য জাত দ্বারা বাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া মধুর বচনে ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মার স্তোত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদের সেই যজ্ঞ সন্দর্শন এবং সর্ব্বভূতহিতকর প্রীতিবর্দ্ধন স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাগ্যবশতই তোমাদের, এরূপ যজ্ঞে প্রবৃতি জন্মিয়াছে। তদনন্তর মহর্ষি কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কশ্যপ! তুমিও পৃথিবীতে গমন করিয়া পুত্রগণের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। তোমার সুরাসুরাদি পুত্রগণ সার্ব্বিক রাজসিক ও তামসিক এই প্রকার প্রকৃতি অনুসারে সম্পূর্ণদক্ষিণ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। সুরাসুরগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ‘অগ্রে আমরা যজ্ঞ করিব অগ্রে আমরা যজ্ঞ করিব’ বলিয়া ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিল। পরক্ষণেই ঘোরতর জিগীষাবশতঃ উভয়দলেই বাস্ফোটনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত মহর্ষিগণ এবং বেদবেদাঙ্গপারগ বহুতর বাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে নিরন্তর নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাঁহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। প্রত্যুত গোষ্ঠস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় পরস্পর জয়াভিলাষে যুদ্ধারম্ভ করিল। অনেকেই নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতবৎ নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি মহাবল পরাক্রান্ত দেবতা ও অসুরগণ ঘোরতর গর্জন করিয়া মহাক্রোধে পক্ষবান্ পক্ষীর ন্যায় বাহু বিস্তার করিয়া পরস্পরকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নৌকা যেমন বীরপুরুষের পদভরে আক্রান্ত হইয়া গভীরজলে টলিতে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীও তাঁহাদের পদভরে আক্রান্ত হইয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। শব্দায়মান বৃষভকুলের ন্যায় পর্ব্বত সমুদায়ও নিতান্ত বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। বায়ুবেগপ্রভাবে নদীসমুদায় বিক্ষোভিত হইল।

মহারাজ! অনন্তর মধুদৈত্যের সহিত বিষ্ণুর ঘোররর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ মহাপ্রলয়ের ন্যায় অতি ভীষণ হইলেও একবারমাত্র ধারাধর যেমন অগ্নির বিষম উত্তাপকে ক্ষণকালের মধ্যে শান্তি করে, সেইরূপ ভগবান নারায়ণ মধুদৈত্যের সমস্ত বল ও পরাক্রম একবারে উপশমিত করিলেন।

২১৫তম অধ্যায়

মহারাজ! সেই মহাবল পরাক্রম দিতিনন্দন মধু বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ ইন্দ্র সম্পত্তির বাসনা করিয়া দুর্ভেদ্য লৌহনির্ম্মিত পাশাস্ত্র দ্বারা মহেন্দ্রকে পর্ব্বতমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর যুদ্ধমদে মত্ত হইয়া প্রথমেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বিষ্ণুকে আহ্বান করিতে লাগিল। তৎকালে কশ্যপপুত্রগণ কালবশবর্ত্তিতানিবন্ধন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কিয়দ্দংশ দৈত্যপক্ষ কিয়দ্দংশ দেবপক্ষ আশ্রয় করিল। মধুপক্ষীয়গণ অতি ভীষণ গদা গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। ঐ সময়ে গীতবাদ্যবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ হাস্যসহকারে গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতে লাগিল। বীণাবাদ্য স্বভাবতঃই অতি মধুর, তাহাতে আবার সম্বন্ধ তানলয় সহকৃত হওয়াতে মধুপক্ষায়গণের মন একবারে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। এইরূপে

কমলযোনির নিয়োগবশতঃ সত্যবাদী গন্ধর্ব্বগণ দৈত্যদিগের মনোবিকার উৎপাদন করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বদিগের মধুর সঙ্গীতে দৈত্যপতির মন আকৃষ্ট হইলেও সে সিংহনাদ করিয়া মধুরিপুর অভিমুখে উপস্থিত হইল। তৎকালে অন্যান্য অসুর ও সুরগণেরও মন বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

এদিকে ভগবান বিষ্ণু এইরূপে দৈত্যপতির মন আকর্ষণ করিয়া অগ্নি যেমন নিগুঢ়ভাবে কাষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ যোগবলে মন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় উজ্জ্বলহৃদয় ঋষিগণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পিতামহকে অগ্রে করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন দৈত্যরাজ মধু রোষকষায়িতলোচনে বিষ্ণুর শঙ্খধারণোপযোগী হস্তের উপর আঘাত করিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ দৈত্যবরের বক্ষস্থলে এক চপেটাঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই দৈত্য পতি রুধির বমন করিতে করিতে জানু সঙ্কুচিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। পতিত ব্যক্তিকে প্রহার করা বীরোচিত কার্য্য নহে এই মনে করিয়া অচিন্ত্যশক্তি যুদ্ধবিশারদ বিষ্ণু আর তাহাকে প্রহার করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈত্যরাজ বিষম ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় ভূতল হইতে উত্থিত হইল। তখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সে দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। অনন্তর উভয়েই অতি রোষভরে কর্কশবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তর্জন গর্জন করিতে বাহুযুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষী, উভয়েই বাহুবলশালী, উভয়েই যুদ্ধবিশারদ, উভয়েই তপঃশ্রান্ত, উভয়েই সত্যপরাক্রম। উভয় বীরেই দৃঢ়তর প্রহারপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যুধ্যমান বীরদ্বয়কে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষবান্ গিরিদ্বয় স্ব স্ব পক্ষ বিস্তার করিয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কখন উভয়েই পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন। কখন বা সমরমদিরায় উন্মত্ত হইয়া ভীষণ মাতঙ্গদ্বয়ের দন্তাঘাতের ন্যায় পরস্পর নখর প্রহারদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই ক্ষত স্থান হইতে অজস্র রুধিরধারা নিপতিত হইতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হয় যেন বর্ষাকালে পর্ব্বতদ্বয় অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত কাঞ্চনসমুদায় নির্গলিত হইতেছে। উভয়েরই কলেবর রক্তাক্ত, উভয়েই পদাঘাতে পৃথিবী বিদারণ করিতে সমুদ্যত। দুই বীরে পরস্পর নিদারুণ প্রহার করিয়া মাংসলোপ বিস্তৃত পক্ষ পক্ষিদয়ের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সিদ্ধগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া পরমার্থ সংযুক্ত বাক্য দ্বারা সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! শরীর সমুদায় ধাতু নির্ম্মিত, তন্মধ্যে নির্লিপ্তভাবে যে চৈতন্যের সত্ত্বা আছে, সেই চৈতন্যেই দেহ সংযুক্ত তেজোময় সনাতন ব্রহ্ম। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জীবমাত্রেই সূক্ষ্মভূত হইয়া তাহাতে লীন হয় এবং সময় উপস্থিত হইলে আবার সেই সমুদায় সূক্ষ্মভূত উপাদান সকল বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমুৎপন্ন হইতে থাকে। সেই সুরূপ বহুরূপ কামফলদাতা ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে ত্রিভুবনস্থ সমস্ত জীবগণকে প্রবোধিত করিয়া নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। তিনি যোগাত্মা হইলেও নানাকারণবশতঃ মানষী তনু আশ্রয় করিয়া নানারূপে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। তিনি পরব্রহ্ম, তিনি সূক্ষ্মভূত আত্মা, তিনিই ঈশ্বর। তিনি বেদরূপে

ব্রাহ্মণহৃদয়ে, যুদ্ধরূপে ক্ষত্রিয় মনে, দানরূপে বৈশ্যগণে এবং পরিচর্য্যরূপে শূদ্রান্তঃকরণে বাস করিতেছেন। তিনি ক্ষীর প্রদানে ধেনুরূপী, যজ্ঞীয়প্রোক্ষণে তিনি অশ্ব, পিতৃগণে তিনি উষ্মারূপী, দেববৃক্ষে হবি এবং দর্শ, পূর্ণমাস, পিণ্ড ও পিতৃযজ্ঞ এই চার; আর মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিন; সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তবিধ অন্নরূপী হইয়া পিতৃগণের সহিত এই ত্রিলোক পালন করিতেছেন। হে ঈশ! তুমিই চন্দ্র সূর্য্যাত্মক; তুমি কখন তেজোময় মূর্তিধারণ করিয়া সমস্ত প্রকাশ করিতেছ, আবার কখন তমোময় মূর্ত্তিতে সমস্ত আচ্ছন্ন করিতেছ। সপ্তধাবিভক্ত পিতৃগণ যে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, তাহাও তোমারই স্বরূপ।

হে বিভো! তুমিই সেই বিষয়াদি পঞ্চভূত, তুমিই সেই অহঙ্কারাদি পঞ্চতন্মাত্র, তুমিই সনাতন, তুমিই দিব্য, তুমিই শাশ্বত, তোমা হইতেই ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সমস্ত তেজের মূল কারণ, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি তোমা হইতে তেজ গ্রহণ করেন; এই জন্যই (আদান করেন বলিয়া) তোমার নাম আদিত্য হইয়াছে। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে তুমিই সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া খর-কিরণ-বর্ষণে ভস্মীভূত করিয়াই যেন সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাক। তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও বসুগণের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বসন্ধি সেই সেই ঘোর অমাবস্যাতে গূঢ়ভাবে এই ত্রিলোক বিচরণ করিয়া থাক। তুমি যাগশীল ব্যক্তিবর্গের কর্ম্মফলদাতা এবং পুষ্টিবর্দ্ধন। তুমি যে কার্য্যের যাহা নিমিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছি, তাহার কখন বিপর্য্যয় হয় না। তুমি পক্ষে পক্ষে বালভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্ররূপে বনস্পতি, ওষধি ও পৃথিবীকে যুগপৎ প্রাপ্ত হইতেছ। হে ভূতেশ! হে বিভো! এই পৃথিবীতে ভূতগণের পোষণের নিমিত্ত যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে তুমি তৎসমুদায় স্বরূপ। এই পৃথিবীতলে তুমিই দ্বিবিধ শাশ্বত ধর্ম্ম। তুমি দেব যজ্ঞ, তুমি মন্ত্রবাক্য, তুমি আত্মযজ্ঞ, তুমি লোকাতীত! যে চন্দ্র ও সূর্য্য স্বর্গের দ্বিবিধ পথ স্বরূপ; সেই পিতৃযান নির্ম্মল চন্দ্রও তুমি এবং দেবযান সেই ভাস্করও তুমি। তুমি উৎপর হও নাই অথচ মায়াবলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে একীভূত করিয়া এই বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবরূপে বিচরণ করিতেছ। তুমিই একমাত্র পুরাতন বিরাট পুরুষ। তোমার ক্ষয় ও পরিমাণ কিছুই নাই, তুমিই সমস্ত কার্য্য ও অকার্য্যের মূল অথচ তুমি স্বয়ং সর্ব্ববিষয়েই নির্লিপ্ত। তুমি তেজোরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ, বায়ুরূপে আকাশে বিচরণ করিতেছ, তুমি মহত্তত্ব, অহঙ্কারত ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্তমূর্ত্তি দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। শম দমাদি সাধন প্রলয়কালীন সংহার, ধারণ, পোষণ, ইন্দ্রিয়পরিচালন ও বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই তুমি বিধাতা। নিষ্পাপ, ক্রিয়ানুষ্ঠান বশতঃ সত্যপথগামী সর্ব্বজীবে সমানুরাগী জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ নিয়ত তোমারই সেবা করিয়া থাকেন।

মহারাজ! সিদ্ধ মুনিগণ এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্ নারায়ণ স্বীয় প্রকাণ্ড দেহ হয়শির নামক মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহার সেই বেদময় রূপ এবং সর্ব্বদেবময় শরীর আবির্ভূত হইল। ঐ মূর্ত্তির শিরোদেশে মহাদেব, হৃদয়ে ব্রহ্মা অবস্থান করিলেন। শরীর হইতে নবোদিত সূর্য্যরশ্মি নিঃসৃত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য্য চক্ষুদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। জঙ্ঘাতে বসুগণ সর্ব্বসন্ধিতে সাধ্য ও দেবগণ, রসনাতে দৈববৈশ্বানর, বাগিন্দ্রিয়ে বাগ্‌বাণী, জানুদেশে মরুগণ ও বায়ু অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু সুরগণেরও বিস্ময়কর সেই অদ্ভুত প্রকাণ্ড রূপপরিগ্রহ করিয়া ক্রোধরক্তলোচনে দৈত্যপতিকে নিপীড়িত করিলেন। সে পতিত হইলে তাহার শরীর মেদ ও রক্তের যারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া রক্তাংশুক পরিবৃতা কামিনীর ন্যায় শোভমান হইল। এইজন্যই অসুরগণ পৃথিবীকে মেদিনী নামে অভিহিত করিয়াছে।

২১৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মধুদৈত্য নিপতিত হইল দেখিয়া সেই পুষ্করবাসী জীবমাত্রেরই আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সকলেই হৃষ্টচিত্তে গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সুপার্শ্বনামা গিরিবারের বহুবিধ ধাতু রঞ্জিত শৃঙ্গ সমুদায় কাঞ্চন দ্বারা মণ্ডিত হইয়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। অন্যান্য পর্ব্বতগণেরও অত্যুন্নত শিরভাগ সমুজ্জ্বল ধাতুরঞ্জিত হওয়াতে বিদ্যুৎপরিশোভিত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গিরিগণের পক্ষপবনে উদ্ধূত হইয়া অঞ্জনবর্ণ বালুকাসমুদায় গিরিশিখর আচ্ছাদন করিলে মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আর কতকগুলি পর্ব্বতের শিখরসমুদায় অভ্রভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল; তত্রত্য পাদপগণ পক্ষাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল সুতরাং তত্রত্য কাঞ্চনাদি ধাতুসমুদায় উচ্ছিন্ন হইল; তখন উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভূধর আকাশেই অবস্থান করিতেছে। আর কতকগুলিপক্ষযুক্ত শিখরশালী স্ফটিকমণিব্যাপ্ত সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তমণিবিভূষিত কাঞ্চনময় পর্ব্বত পক্ষবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বিহঙ্গমগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। শ্বেতধাতুব্যাপ্ত মহাশৈল হিমালয়ও সূর্য্যকিরণ প্রকাশিত, পঞ্চমধ্যবিনিঃসৃত উজ্জ্বল মণি এবং তাম্রবর্ণ পুষ্পসুশোভিত কাঞ্চনময় শিখর দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিল। স্ফটিকমণিব্যাপ্ত উচ্চশিখর মন্দর গিরিও বজ্রগর্ভ নিরালম্ব স্বর্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শৃঙ্গবান ধাতুবিভূষিত অত্যুন্নত তোরণাকৃতি নিবিড় পাদপরাজিবিরাজিত কৈলাস পর্ব্বতও তৎকালে গন্ধর্ব্বগণের বাদ্যোদ্যম, কিন্নরগণের সঙ্গীত, সুর কন্যাগণের বিহার দ্বারা ক্রীড়াপর্ব্বত হইয়া উঠিল। ফলতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদি দ্বারা কৈলাস গিরি নিতান্ত মনোদ্দীপক হইয়া উঠিল। নীলনীরদবৎ শ্যামবর্ণ বিন্ধ্যগিরির শৃঙ্গ সমুদায় গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ; তদুপরি আদিত্যরশ্মি নিপতিত হইয়া দ্বিতীয় মেঘের আকার ধারণ করিয়াছে। তত্রত্য তরুগণ পুষ্পস্তবকে পরিশোভিত হওয়াতে বর্ষাকালীন অবাতবিক্ষোভিত বিদ্যুদ্বিলসিত মেধাবলীর ন্যায় শোতা ধারণ করিল। তরুসমাশ্রিত লতামণ্ডপে বিহঙ্গগণ বিলীন থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিচিত্র কনকভূষণে ভূষিত হইয়া মাতঙ্গগণ শোভা পাইতেছে। বসন্তসময়ে কুসুমসুশোভিত লম্বমান লতা সকল মারুতবেগে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং অনবরত পুষ্পবর্ষণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তটাঘাতনিবন্ধন বারিবিন্দু উচ্ছ্বলিত হইয়া বেলা অতিক্রম করিতেছে। বহু শাখাপল্লব সুশোভিত বৃহৎস্কন্ধ সারবান্ পাদপ সমুদায় বিপুল ফলশালী হইয়া যেন বসুন্ধরাকে ধারণ করিতেছে। মধুপ্রিয় মধুকর ও

মধুকরী এবং মধুপানমত্ত বিগঙ্গমগণ মধুররে গান করিয়া যেন কামদেবের আগমন সময় সূচনা করিতে লাগিল।

মহারাজ! ভগবান নারায়ণ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া তথায় মধুবাহিনী নামে এক নদী প্রবাহিত করিলেন। উহার উভয়পার্শ্বে অতি সুন্দর সুন্দর ঘাট সমুদায় নির্ম্মিত হইল। মধ্যস্থান গভীর জলে পরিপূর্ণ; উহার বালুকা রাশি অঙ্গাবর্ণ। নির্ম্মল জলপ্রবাহ বিবিধ বিচিত্র কুসুমদামে পূর্ণ হওয়াতে পরম সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। শ্রোতস্বতী ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপরতন্ত্র ঋষিগণের বাক্যানুসারে পুষ্কর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া কপিলাধেনুরূপ ধারণ করিয়া অতিবিস্তীর্ণ ব্রহ্মযজ্ঞে মধুর দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিলে। মহারাজ! সেই প্রধানপুরুষ ভগবান নারায়ণ কেবল কূটস্থবস্তুর অনুসন্ধানের নিমিত্তই পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকেন। তিনিই আবার শুদ্ধ শাশ্বত পরমাদ্ভূত পরমাত্মাকে ভজনা করিয়া থাকেন। বেদবাক্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে যে অজ্ঞানতিমিরবিনাশন জ্ঞানের উদয় হয়, উহাও অভ্রান্ত নহে। ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইলে যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতে প্রকৃতি, পুরুষ ও আত্মা এই তিনের পার্থক্য উপলব্ধি হইতে থাকে।

রাজন! অহঙ্কারতত্ত্ব এক বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য। গুরুপদেশ উহার দ্বারস্বরূপ; সত্ত্বাদি গুণত্রয় উহার জীবন। অন্যের কথা আর কি বলিব সিদ্ধ মহর্ষিগণও উহার আনুগত্য, পরিত্যাগ করিতে পারেন না। উহার মোহিনীশক্তি বিচিত্র কাঞ্চন নির্ম্মিত সুচিত্র বেদিকার ন্যায়। ইহা কি জাগ্রত অবস্থা, কি হয় সকল অবস্থাতেই অপরিহার্য্য।

মহারাজ! পুষ্কর পরিভ্রমণান্তে ব্রহ্ম যজ্ঞ সমাধা করিয়া বিপুলদক্ষিণ প্রজাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন, যেমন মহামেরুর রূপ পঞ্চবিধ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অহঙ্কারবলে অদ্ভুতদর্শন হইয়াও চেতনাসম্পন্ন হইয়াছে, আমিও সেইরূপ কল্পনা দ্বারা এই রূপকে বিবিধ ভাগে কল্পনা করিব। অনন্তর পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারা তিন লোক প্রত্যক্ষ করিব। তাহার পর ষষ্ঠেন্দ্রিয় অর্থাৎ মানস দ্বারা ধর্ম্মচারিণী বৃত্তির সৃষ্টি করিব। সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাম ও মোহের বশীভূত হইয়া সেই সম্পত্তিরই অনুধ্যান করেন এবং তাহাতে আসক্ত হন, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াদি বাসনা হইতে বিমুক্ত তাঁহারা নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া অবস্থান কয়েন। সকলেরই দেহ পঞ্চমহাভূতনির্ম্মিত সুতরাং তাহাদের চেষ্টাও ভিন্নরূপ; এই নিমিত্ত কেহ আর আমাকে লাভ করিতে পারে না। তবে যাঁহারা প্রণবাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে অনেকবার স্মরণ করিয়াছেন, তপঃপ্রভাবে যাহাদের পাপরাশি একবারে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই আমার অব্যক্তরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। যাঁহারা ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া উহার ক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে পাইতে আশা করে, তাঁহারা স্বর্গ জয় করিয়া অনায়াসে আমার দর্শন লাভ করিতে পারে। যিনি দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে আনিতে পারেন তিনিই মরুস্থিত অত্যুচ্চ অহঙ্কার পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, তিনি পরলোকেও নন্দন ও কাম্যক বন প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাহারা আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া সদ্বিদ্যা আশ্রয়পূর্ব্বক এই পুষ্কর তীর্থে ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় শরীর ক্ষয় করিবেন, তাহারা সিদ্ধিলাভ এবং বহুবিধ অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া পরম সুখে ইহলোক এবং পরলোক অতিবাহিত

করিবেন। যৎকালে সমাধিনিরত যোগিগণ স্বীয় তপঃ প্রভাব অন্যকে দর্শন করাইতে পারেন তখন তাঁহারা সদ্বিদ্যাপ্রভাবে গৌরীসিদ্ধ নামে অভিহিত: হইয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া উঠেন। মূলাধারাদি ছয় প্রকার আনাভিসন্ধিতে অভিজ্ঞতা জন্মিলে আর তাহাকে যোগভ্রষ্ট হইতে হয় না। তখন তিনি পঞ্চভূতবন্ধন হইতে মুক্ত হন, ক্রিয়ানুষ্ঠানেরও আর আবশ্যকতা থাকে না। অপরাধী যেমন সহস্র গুণ কর প্রদান করিয়া রাজকোপ হইতে মুক্তি পায়, সেইরূপ বিপ্রসম্মান ও নিষ্কাম অর্থ দান দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিলাভ করা যায়। ঈশ্বর প্রতিনিবন্ধন প্রভৃত পুণ্যফল লাভ হয়। অধিক কি সেই দানফলে দানকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষ গণও পরলোকে সুখলাভ করেন। ব্রাহ্মণসংকুল যজ্ঞে যাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ ও ভক্তি আছে, তাঁহারা তাহাতে যজ্ঞান্ত স্নান করিয়া ঐরূপ যথেষ্ট পুণ্যফল প্রাপ্ত হন। হে তপোধনগণ! আমি যজ্ঞসম্বন্ধীয় যে সকল কথা কহিলাম, উহা উপদেশমাত্র নহে, উহা আমার বরস্বরূপ জানিবে। ধর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মাচরণ করিলে অবশ্যই উহা ফলবান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

২১৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! সেই সত্যসাধন পরমধার্ম্মিক কমললোচন ভগবান নারায়ণ মোক্ষপ্রার্থী হইয়া পুষ্করতীর্থে পবিত্র পর্ব্বতোপরি একপদে অবস্থান করিয়া আত্মাতঃ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, উহা কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত। ভগবান সোমদেবও স্বয়ং সর্ব্বগাত্রে ভস্ম বিলেপনপুর্ব্বক নয় সহস্র বৎসর একাগ্রচিত্তে তপশ্চরণ করেন। তৎকালে তাঁহার রূপরসাদি বিষয় সকলের উপলব্ধি মাত্র ছিলনা। তারা তিনি ব্রাহ্মী সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বকীয় তেজঃপ্রভায় অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরাভবপূর্ব্বক জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার রসাত্মক সম্পদ বলে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া কি স্বর্গ, কি আকাশ, কি পৃথিবী সর্ব্বত্রই দৃশ্য মান হইতেছেন, মহাযোগী দেবদেব মহেশ্বর ও স্বীয় রূপ অন্তর্হিত করিয়া বৃষরূপে দক্ষিণ পাদ উত্তোলন ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া নয় সহস্র এক শত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বায়ু তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঘনীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর যখন তিনি বিবৃতাস্য হইয়া উদ্গার উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন তখন ঐ বায়ু ফেনীভূত হইয়া মুখবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। ঐ ফেন সমুদায় তরলও নহে কঠিনও নহে। কেবল নির্য্যাস মাত্র। ঐ বায়ু জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে। তখন ঐ সজল বায়ু ফেনাকার পরিত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে মেঘরূপে পরিণত হয়। সেই ঘনীভূত নীলবর্ণ মেঘ হইতে ভূতলে করকাপাত আরম্ভ হয়। ঐ করকা শুষ্কও নহে কঠিনও নহে। তদনন্তর ঐ বায়ু ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করেন। অতঃপর বহ্নিও সেই পুষ্কর তীর্থে বিশাল জটা ধারণ চীর বল্কল পরিধান, অনাহার ও মৌনাবলম্বন করিয়া চতুঃসহস্র বৎসর নিরতিশয় অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহার স্বকীয় তেজ হইতে অন্য এক মহাগ্নি সমুদ্ভূত হয়। ঐ অগ্নি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া স্বর্গ প্রকাশন, স্বর্গবাসী ও তমোনুদ নামে বিখ্যাত হইল। তন্মধ্যে স্বর্গবাসী

অগ্নি স্বর্গে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, স্বর্গ প্রকাশন হইতে যে ধূম নির্গত হয় সেই ধূম ভূলোকে মনুষ্য লোকের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অগ্নি হইতেই সূর্য্যের তেজও সংহৃত হইয়াছে এবং মর্ত্তবাসী যোগী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত জীবের তেজও আকৃষ্ট হইয়াছে।

মহারাজ! মহাতেজা সর্ব্বত্রগামী জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা পুষ্পমিত্র নামক যক্ষও এই পুষ্কর তীর্থে অবস্থান করিয়া সমাহিত চিত্তে তপস্যা করিয়া ছিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে যে পরিমিত ধারা ভূতলে নিপতিত হয় যক্ষপতি ততকাল এখানে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। এই অগণিত সহস্র বৎসর তিনি ভূমিতে জানু পাতিত করিয়া অনিমিষনেত্রে নভোমণ্ডলে নয়নার্পণপূর্ব্বক সূর্য্য মণ্ডলে জগৎ অবলোকন করেন। তাঁহার নেত্র সূর্য্যমণ্ডলে নিহিত হওয়াতে সূর্য্যরশ্মির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর সূর্য্য হইতে যে পরিমাণে কিরণজাল নিঃসৃত হয় তাহার নেত্রও সেইরূপ সহস্র সহস্র হইয়া উঠিল। এইরূপে বহু নেত্র লাভ এবং উহা তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য রশ্মির সহিত মিলিত হওয়াতে তিনি যজ্ঞীয় দূত হুতাশনের ন্যায় দ্যুতিধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সেই তপোবলে চিরজীবী হইয়া অবশেষে প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভাস্বরনেত্রে আদিত্য লোক লাভ করেন। অনন্তর কর্ম্মক্ষয় অথবা যুগক্ষয় বশতই হউক সেই যক্ষরাজ পুনরায় বসুধাতলে উপস্থিত হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করেন। ঐ তপস্যা শেষ হইলে তিনি মেরু শিখরে আসিয়া নরবাহন কুবেরত্ব লাভ করিলেন, তখন অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিলষিত ভোগ্যবস্তু উপভোগপূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তপঃফলদাতা বিষ্ণুও পরিণামে তপোবলে জগৎপ্রকাশিত হইয়াছেন। ফলতঃ সেই সনাতন বিষ্ণু ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন পুরুষই নাই যে, যক্ষরাজ কুবেরের তুল্য তপশ্চরণ করিতে পারে।

মহারাজ! বহুশীর্ষ নাগরাজ বাসুকি ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মারূপী ব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া তপস্যা করেন। সত্যপরায়ণ বলবান ব্রহ্মসম্ভূত ধর্ম্মাত্মা নাগরাজ অনন্তদেবও বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক অবাক্‌শির হইয়া লম্বমান হন। অনন্তর তিনি জিহ্বা লেহন করিতে আরম্ভ করিলে শরীর হইতে বিষক্ষরণ হইতে লাগিল। এই রূপ তিনি অনাহারে সহস্র বৎসর অতীত করেন। তাঁহার শরীর হইতে যে বিষ নিঃসৃত হইয়াছিল, উহা কালকূট নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ কালকূট অতি ভয়ানক বস্তু, উহার নাম শ্রবণ করিলেও লোকে ভয়াকুল হইয়া উঠে, কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। ঐ নিদারুণ প্রাণনাশক বিষ সমস্ত পৃথিবী ভুজগমাত্রে অনুসৃত হইয়াছে, এমন কি বহুতর স্থাবর জঙ্গম মধ্যেও অনুগত হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছে। হে ভরত বংসাবতংস! ঐ তীক্ষ বিষযুক্ত জীবগণ অত্যন্ত হিংস্র। তাহারা সেই হিংস্র স্বভাব নিবন্ধন এমন কি আপনার অঙ্গও আপনি বিনাশ করে। অনন্তর মহাভাগ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত বেদাক্ষরময় বিষহর এক মন্ত্রও সৃষ্টি করিলেন। সেই মন্ত্র এই-

গরুত্মান্ বিততৈঃ পক্ষৈঃ নখাগ্রৈঃ সলিলং মহীং
সমা সহস্রং সংপূর্ণং বলাগ্রেণা বলম্বতে।
পর্ণভারৈশ্চ বিকাচৈ বিশীর্ণৈর্ব্বসুধাতলে,

ররাজ বসুধাচৈব তৈঃপর্ণৈর্ব্বহু চিত্রিতৈঃ।

হে মনুষ্যে। এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাণি মাত্রেই কি ইহলোক কি দেবলোক সর্ব্বত্রই বিষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহারা নক্ষত্র মালা বিরাজিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় সীয় শরীরের শোভাধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মাত্মা ইন্দ্রও হেমন্তকালে পুষ্করজলে প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্গত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। তৎকালে তাঁহার জটারাশি মধ্যে বহু মৎস্য বাস করিয়াছিল। অনন্তর বিপুল দেহধারিণী ধর্ম্মমতি পৃথিবীও স্বতলে গমনপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া একাগ্রচিত্তে একশত সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। হে মহারাজ! যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন, যিনি ব্রহ্মযোনি, যাঁহার আদি নাই অন্তও নাই, যিনি জীবরূপে সর্ব্বদা বিষয় ভোগ করিতেছেন, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যাঁহার আত্মার পরিমাণ নাই, যাঁহার আকার মাই, যিনি সমাধি বলে অথবা ব্রহ্মযোগ বশতঃই হউক দিবাতে উপবিষ্ট এবং রাত্রিতে স্থিরভাবে অবস্থান করেন, সেই সত্যসন্ধ ধর্ম্মাত্মা নারায়ণই সকলের অভীষ্ট ফলদাতা। এই পৃথিবীতে তপশ্চরণার্থ তাঁহার যে কর সমুদ্যত হয় তাহাই বিপুল আকাশে তপনরূপ ধারণ করিয়া চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদির আশ্রয়ীভূত ঘোর নিশাতমকে বিনাশ করে। পৃথিবী যে দক্ষিণ হস্ত সমুদ্যত করিয়া তপস্যা করিয়া ছিলেন, সেই হস্তও মহামনস্বী মহাযোগীস্বরূপ ধর্ম্ম। সোমদেব হইতে ঘোরতিমিররূপা অবিদ্যার উপশম হয়। কারণ ঐ আকার প্রকারশূন্য অক্ষয় ছায়ারূপা অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয়ভাবে ভূমিলিঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া পরিণামে চন্দ্রমণ্ডলে বিলীন হয়। পৃথিবীও তপঃপ্রবর্ত্তক তীর্থস্নানাদিকার্য্য সমাধা করিয়া দুশ্চর তপশ্চরণ দ্বারা পরিণামে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ঐরূপ চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশের পর আবার সূর্য্যকিরণে আকৃষ্ট ও শুদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হন। কারণ যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ঐ সলিলবস্বনা পৃথিবী বিষ্ণুতেজে অতি সূক্ষ্ম আকার ধারণপূর্ব্বক একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। তদনন্তর সূর্য্যরশ্মিতে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় কাঞ্চনজড়িত স্ফাটিক মণির ন্যায় তটবেষ্টিত নদীরূপে পরিণত হন। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশনিবন্ধন তদীয় রশ্মিসাগরে অভিভূত হইয়া একেবারে লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া পড়েন। আবার যখন সেই রশ্মিমণ্ডল হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া যোগার্থ প্রধাবিত হন, তখন আকাশগঙ্গার আকার ধারণ করেন। তখন তিনি সুগন্ধি তরুলতার শীতল ছায়ায় পরিবৃত এবং দিব্যগন্ধযুক্ত বিবিধ সরোজনিকরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন। তখন ইহার জঘনদেশ কাঞ্চনভূষণ ও স্ফটিকমেখলায় অলঙ্কৃত, পদ্মরেণুতে বর্ণ ঈষৎ পীতবর্ণ, চক্রবাক কর্ণভূষণ হইল এবং পুষ্পমালা পরিবৃত নীলবর্ণ জলরাশি সুদীর্ঘ কেশপুরে শোভা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন কোন স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পরমাসুন্দরী কামিনী মন্থরগমনে বহুদূর গমন করিতেছেন। সেই এই লোকধাত্রী ধরিত্রী প্রথমতঃ তপশ্চরণ মাহাত্ম্যে চন্দ্রশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ গঙ্গারূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মভূত পুষ্করে সঙ্গত হওয়াতে পাবনত্ব লাভ করিয়াছেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী তপোবলে নিষ্পাপকলেবর ঋষিগণ লোকশিক্ষার্থ ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব চার পাদযুক্ত বেদচতুষ্টয় যথাক্রমে গ্রথিত করিলে এই চন্দ্রমণ্ডলনিঃসৃত লোকহিতৈষিণী তপস্বিনী দেবী ব্রহ্মবাদিনী সরস্বতীরূপে সরসংযোগসহকারে সেই চার বেদই পাঠ করিয়াছিলেন। ইনিই মেরুপৃষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া মন্দগমনে মন্দরপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায়

উপস্থিত হইয়া উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যন্ত পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক ঘোরতর শব্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবমাত্রেই ঐ শব্দ শ্রবণে বিস্মিত হইয়া উঠিল। অনন্তর বিরামসময় উপস্থিত হইলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; সত্যবাদিনী দেবী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিলেন না, তখন জীবমাত্রেই নিস্তব্ধ হইল। তাহারা বলপূর্ব্বক বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে ইচ্ছা করিলেও বলিতে সমর্থ হইল না। অনন্তর সেই ভগবতী সরস্বতী সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ মনে মনে স্বরযোগ বিভাগ করিয়া উচ্চৈঃসরে বাক্য কহিয়া উঠিলেন। তখন সমস্ত দেহিগণ তাহা হইতেই বাক্যকথন শিক্ষা করিল এবং সকলেই আনন্দভরে গান করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুগণ, অশ্বিনগণ, চীরবসন, জটা ও মঞ্জুমেখলধারী গন্ধর্ব্বগণ, কিরগণ, নাগগণ এবং বরুণপ্রভৃতি অন্যান্য মনীষিগণ সকলেই তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণও তপস্যাপ্রবৃত্ত হইয়া শরীর শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে ভগবান বিষ্ণু স্বীয় মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যজ্ঞাদিফলভূক দ্বিতীয় বিষ্ণুত্ব অর্থাৎ চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই মূর্ত্তিতে সেই মহাযোগী ভগবান আদিত্যাদি সহচরগণকে সম্যক রক্ষা করিতেছেন। এইরূপে সেই সনাতন বিষ্ণু দ্বিধাকৃত হইয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রভূত পুণ্করমধ্যে স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত বিধূম পাবকের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন এবং তিনি এই কর্ম্মক্ষেত্রভূত জগতে লোকশিক্ষার নিমিত্ত তদীয় মনঃকল্পিত অগ্নি আধান করিয়া পৃথিবীকে সন্তাপিত করিয়াই যেন সয়ং তপস্যা করিতেছেন। ইনিই কর্ম্মরূপে জীবগণের চরমে সদ্গতি প্রদান করিতেছেন। ঐ বিষ্ণুরূপ অগ্নি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখারূপ আদিত্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর অনুসৃত হইয়া অত্যুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারেন না, সেইরূপ বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিতেও কোন ব্যক্তি সমর্থ নহে। ঐ অগ্নি বিধূম অনলের ন্যায় সর্ব্বত্র দীপ্তি পাইতেছেন। ঋত্বিকগণ সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকল্প প্রদীপ্ত বিষ্ণুরূপ অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে বিবিধরূপে কল্পনা করিয়াছেন। যে কালপর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপন না হন, তাবৎকাল সেই বিষ্ণুরূপ অগ্নিকে বিষ্ণু সয়ং রক্ষা করিয়া তথায় অবস্থান করেন ইহা কেহই জানিতে পারে না। এই অগ্নিরূপী বিষ্ণুই আবার শত শত শরীর ধারণ করিয়া মেঘনায়ক ঐরাবতরূপ ধারণ কয়েন। তদনন্তর প্রাণিগণের প্রাণবর্দ্ধন সেই ঐরাবতরূপী নারায়ণ লোকহিতার্থ সুশীল বারিসেক যারা অন্নাদি পোষণ করিয়া জীবগণের অন্তঃস্থিত জঠরানল শান্তি করেন। অতঃপর সেই মহাযোগী অসমশক্তি বিষ্ণু সিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মে আত্ম সমাধানপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে তিনি আপাদমস্তক সমস্ত শরীরকে সঙ্কোচ করিয়া সহস্রদল পদ্মে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করেন।

হে মহারাজ! এই যোগধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ; ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিকল্প নাই। ইহা জীবমাত্রেই কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্র সুখাবহ। হে পরন্তপ রাজন! ইতঃপূর্ব্বে যে যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ যজ্ঞে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণাকার প্রজ্জ্বলিত হুতাশনতুল্য তেজস্বী দৈত্যগণ মায়াময় নগরে সংবৃত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া যজ্ঞবিঘ্নার্থ উপস্থিত হয়। উপস্থিত হইয়াই যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণের নিমিত্ত গিরিশৃঙ্গ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কখন বা বলদর্পে অন্ধ হইয়া মায়াবলে মেঘরূপ ধারণপূর্ব্বক বারিবর্ষণ করিতে

লাগিল। তখন অগ্নি, প্রলয়কালীন আদিত্যের ন্যায় শিখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দৈত্যগণ আর সে অনলতাপ সহ্য করিতে পারিল না। ঐ অগ্নি সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় বিষম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দৈত্যগণ ভগ্নোদ্যম ও ভগ্ন পরাক্রম হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক নিতান্ত বিষণ্ন বদনে তদীয় শিখরে উপবেশন করিল। এ দিকে ঐ যজ্ঞীয় হুতাশনও আকাশ মার্গে সমুপস্থিত ও বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরীক্ষচারী দৈত্যগণকে দগ্ধ করিয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐরাবত বিপ্রবর্গের বদনোদ্গত মন্ত্রবলে প্রেরিত ধারাবর্ষী মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্যের ন্যায় বিপ্রসন্তানগণকে সম্মানিত করিয়া ধরাতলে প্রভূত বারি বর্ষণ, করিতে লাগিল।

২১৮তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন! এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা তপোবলে সিদ্ধ হয় না। অতএব জিজ্ঞাসা করি দেবগণ তপস্যাসক্ত হইয়া অতঃপর কি কি কার্য্য করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বিষ্ণুময় দেবগণ যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইলে ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণগণ পুষ্কর হইতে অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক যথাবিধি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া হুতাশন ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া ঘোরতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে ঐ তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া তাহা হইতে এক পুরুষবিগ্রহ সমুত্থিত হইল। ঐ পুরুষ ব্রহ্মদণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের তেজঃপুঞ্জ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি শরীরপ্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। ফলত ইনিই বিষ্ণু; ইহার হস্তে অসি, চর্ম্ম, শাসন, গদা, লাঙ্গল, চক্র, শর, চর্ম্ম, পরশ্বধ, শূল, বজ্র, খড়্গ, শক্তি, উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক, মুষল ও লাঙ্গল এই ষোড়শবিধ অস্ত্র বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য দেবগণ স্ব স্ব যোগবললব্ধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইহার সহচর হইলেন। দেবেন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্র, রুদ্রদেব শূল ও পিনাক, মৃত্যু দণ্ড ও পাশাস্ত্র কাল শক্তি, ত্বষ্টা পট্টিশ, কুবের পরশ্বধ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে বিশ্বকর্ম্মা ও ত্বষ্টা বহুবিধ অস্ত্রও প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর অগ্নিরূপধারী পরমাত্মা বিষ্ণু ইন্দ্র, প্রতাপশালী সূর্য্য এবং মহাত্মা রুদ্রদেবকে রথ প্রদান করিলেন। তৎকালে ত্বষ্টা বেদবিধানানুসারে সৈন্যসংগ্রহ এবং বিশ্বকর্ম্মা বহুবিধ বিমান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সত্য পরাক্রম বিষ্ণুও স্বীয় শরীরাংশভূত পুষ্কর হইতে বহুতর সেনার সৃষ্টি করিলেন। সূর্য্য ও নক্ষত্র নিচয়ের অবস্থানজন্য স্বর্গস্থান কল্পিত হইল। এই স্থানে অবস্থান করিয়া ইন্দ্র সমরভূমিতে বহুদৈত্যের বিনাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মরূপী ভগবান বিষ্ণু দৈত্যগণের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে মনে করিয়া নির্ব্বিকার ও সমাহিতচিতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রভাববলে আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও রৌদ্র এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবল দৈত্যগণও তপোবল ও শিক্ষাবলে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত এবং মহাবীর্য্য চতুরঙ্গ বলে বেষ্টিত হইয়াও ক্ষণকালের মধ্যে দেবসমর নিতান্ত অসহ্য মনে করিতে লাগিল। তখন তাহারা রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাণ্ডবিভূষিত রথে মন্দর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে তপঃফলদাতা মহাযোগী বিষ্ণুও নিমেষ মধ্যে দৈত্যগণের চতুরঙ্গবল সংহার করিয়া বসুধাতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যগণও চর্ম্ম ও চীরবসন পরিধায়ী ব্রাহ্মণ এবং সুরগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার অন্য তপস্যা আরম্ভ করিল।

২১৯তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তৎকালে এইরূপ বিবিধ উৎপাতকারী মহাগ্রহ বিদ্যমান সত্ত্বে প্রজাগণ কিরূপে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রজাপরায়ণ প্রজাপতি ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া প্রজাপালক বেণতনয় পৃথুকে রাজ্য পালনের নিমিত্ত রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে প্রজাগণও মহীপতি পৃথুকে পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ইনি আমাদের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, বৃত্তি দাতা এবং শিল্প প্রবর্ত্তয়িতা। সৌভগ্যবলেই বিধাতা ইহাঁকে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রাজা করিয়াছেন। এই সময় দেবগণ তপঃশ্রান্ত হইয়া গন্ধমাদন শিখরে বিশ্রামার্থ সুখশয়ন করিয়া ছিলেন। ইতোমধ্যে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল। তখন বসন্তকাল সুলভ কুসুমাবলী ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া সৌরভ ভরে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ঐ গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া কি দেবগণ কি অসুরগণ সকলেই মত্ত হইয়া উঠিলেন। একতঃ পার্থিবগন্ধ মাত্রেই অতি উৎকৃষ্ট সুখকর ও মনোহারী, তাহাতে আবার পুষ্প সৌরভ বায়ুবশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে দৈত্যগণ সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত, প্রফুল্লচিত হইয়া উঠিল এবং সুখামৃত রসে অভিষিক্ত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এই পুষ্পেরই যখন এত মাধুর্য্য তখন না জানি ইহার ফলের কতদুর মধুরতা। দেহীদিগের শুভাশুভ কার্য্যদর্শনে যেমন তাহাদের কর্ম্মবুদ্ধির অনুমান হয়, আমরাও সেইরূপ অনুমান বলে কামরূপী বিশাল মন্দর পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্র হইতে ওষধি সকল মন্থন করিব। তদনন্তর অমৃত মন্থন করিয়া উহা পান করিলে নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। মহাবল বিষ্ণু আমাদের অগ্রণী হইবেন। আমরা তাঁহার সাহায্যে পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ই শত্রুগণের সহিত উপভোগ করিতে পারি। আর আমরা এই মন্দর স্থিত শাখাপল্লব বিরাজিত পুষ্প ফল সুশোভিত বৃক্ষ মাত্রকে গিরিগুহা হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া পৃথিবীতে লইয়া যাইব। এইরূপ কথোপকথন করিয়া দিতিসন্তানগণ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক মন্দর উৎপাটনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ধাবিত হইল। দৈত্যগণের এইরূপ উদ্যম দর্শনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন। দানবেরা গিরি সন্নিধানে গমন করিয়া উহার উদ্ধার্থ বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃত কার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে সেই বিশাল পর্ব্বতশিখরে জানু পাতিয়া সমাধিবলে মনঃসংযমনপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। তপস্যাবলে পাপরাশি ভস্মসাৎ হইলে তখন তাহারা অবনত মস্তকে ব্রহ্মার শরণাগত হইল। অন্তর্য্যামী ভগবান লোক পিতামহ তাহাদের, অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ত্রিলোক হিতকামনায় আকাশবাণীচ্ছলে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবগণ! তোমরা স্বয়ং কখনই এ গিরি উদ্ধৃত করিতে পারিবে না; আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুগণ, দেবগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা কর। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তখন তোমরা অনায়াসে এই সারবান্ গিরিকে হত্যামলকের ন্যায় হস্তে তুলিয়া অমৃত আহরণে সমর্থ হইবে। বাহুবলশালী দৈত্যগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলের নিকট গমন করিল এবং অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সকলেই মিলিত হইয়া কায়মনোযত্নে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মন্দর মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে বহু কল্পনা করিয়া সহস্র বৎসর কাল সমুদ্রকে মন্থন করিতে লাগিল। ঐরূপে মথিত হইলে প্রথমতঃ ওষধি পরে অমৃত উত্থিত হইল। অসুরগণ অমৃত প্রাপ্তি মাত্রেই লোভ বশীভূত হইয়া উহা হরণ করিল। তদনন্তর প্রভূত তেজোবলশালী দেবগণ পুনরায় মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা হইতে ধন্বন্তরি, মদ্য, দেবী লক্ষ্মী, কৌস্তুভমণি, নির্ম্মল শশাঙ্ক,

উচ্চৈঃশ্রবা নামক অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব উত্থিত হইয়া অবশেষে পুনর্ব্বার অমৃত উৎপন্ন হইল। তখন দেবগণ সেই অমৃত পানে উদ্যত হইয়া সন্নিহিত রাহুকে কহিলেন তোমাদের মধ্যে অন্য কোন দৈত্য এ অমৃত পান করে নাই ত? নারায়ণ এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ চক্রাস্ত্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। এদিকে দেবী পৃথিবী ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই দেবগণ ও সনাতন ঋষিগণসেবিত অমৃত ইন্দ্রহস্ত হইতে অপহরণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

২২০তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর! বিষ্ণুর পরক্রমবলে দৈত্যগণ নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্য দানবগণ স্বীয় বলক্রমে কি করিতে ইচ্ছা করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল দৈত্য ও মানবগণ স্বকীয় পরাক্রমবলে পুনরায় রাজ্য এবং দেবগণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুনিতে পাই দৈত্যপতি বলি ত্রিলোকৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রার্থী হইয়া যিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বলি তাহাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিতেন। ঐ দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞ কিরূপে সম্পন্ন হয় এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত দানবশ্রেষ্ঠ মহীপতি বলি প্রভূত স্বর্ণ দান করিয়া যে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিল, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে তাদৃশ যজ্ঞ পূর্ব্বে আর কখন অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহাসুর বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে মহাব্রতধারী বেদার্থদর্শী ব্রাহ্মণগণ, পরমযোগী সিদ্ধগণ, বিবিধ ধর্ম্মযজনবিশোষিতদেহ বালখিল্যাদি ঋষিগণ, ধর্ম্মপরায়ণ অন্যান্য অনেক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ, বিপ্রগণ পূজনীয় মহাভাগ সহস্র সহস্র ঋষিগণ যজ্ঞ দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বিপুল ধনরত্ন আহরণ করিয়া মহাসমৃদ্ধিতে যজ্ঞ হইতে লাগিল; দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সপুত্রে যাজন কার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ইতোমধ্যে সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জকলেবর বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু সেই যজ্ঞভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বলি তাঁহাকে কহিলেন, আপনার যাহা অভিলষিত হয়, বলুন আমি আপনাকে তাহাই দান করিব । ভগবান বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহাই প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে সত্যপরাক্রম বিষ্ণু দিব্য বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়া ত্রিপাদক্ষেপে ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। তখন দৈত্যগণ হৃতরাজ্য হইয়া পাতালতলে গমন করিল; দানবী সেনাগণও প্রাস, অসি, তোমর, যন্ত্র, লগুড়, ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কোষ, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রসহকারে দৈত্যগণের সহিত পাতালতলে প্রবেশ করিল। তখন বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ পরম অহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্রকে ত্রিলোকাধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইন্দ্রও স্বধামৃত দ্বারা ঐ সমুদায় পিতৃলোককে তর্পণ করিলে ব্রহ্মা আবার সেই দিব্য অমৃত ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এই কার্য্য দ্বারা ইন্দ্র অক্ষয়ত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর পিতামহ করস্থিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত হইয়া উঠিল। সেই শঙ্খ শব্দ শ্রবণ করিয়া ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক ‘ইন্দ্র

আমাদের নাথ হইলেন' বলিয়া পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ মন্দরবাসী জীবমাত্রেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

১২১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বিষম কাণ্ড সংঘটনের পর হইতে সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিল। তখন দেবতা ও মনুষ্য একত্র পরম সৌহার্দ্দভাবে এই পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিলেন। সকলেই সমাধিপরতন্ত্র হইয়া প্রেমাশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিলেন। দেবগণ স্বয়ং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

রাজন্! এই সময়ে দেবগুরু ভগবান্ বৃহস্পতি ঋষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচেতানন্দন দক্ষ প্রজাপতিকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। দক্ষ মূঢ়তানিবন্ধন সেই যজ্ঞে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করেন নাই। রুদ্রদেব উহা অবগত হইয়া মহাক্রোধে ঐ পশুভূত দক্ষের সমুচিত শান্তি বিধানে সমুদ্যত হইলেন; নন্দী তাঁহার সহচর হইল, এই পুরুষবিগ্রহধারী পরম ধার্ম্মিক নন্দী রুদ্রদেবেরই অংশ। ইনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই স্বীয় আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেই পরমাত্মভূত রুদ্রমূর্ত্তি হইতে সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে বিবিধাকার বিকটমূর্ত্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। কেহ সুরূপ, কেহ কুরূপ, কেহ বা বিরূপাক্ষ, কেহ ঘটোদর, কেহ কেহ ঊর্দ্ধনেত্র, কাহার শরীর অতি দীর্ঘ, কাহার হ্রস্ব, কেহ শিখাধারী, কেহ জটাধারী, কেহ ত্রিনেত্র, কেহ শঙ্কুকর্ণী, কাহার পরিধান চীরবসন, কাহার পরিধান চর্ম্ম, কাহার হস্তে কূট মুদ্গরর, কেহ কেহ ঘণ্টা কেহ কেহ মুঞ্জমেখলা ধারণ করিয়াছে। কেহ কটকধারী, কেহ কুণ্ডলধারী, কেহ ডিণ্ডিম, কেহ ভেরী, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ বেণু, কেহ শঙ্খ, কেহ মুরজ ধারণ করিতেছে, কেহ কেহ করতলে তালপ্রদান করিতেছে। এই সমস্ত সহচরে পরি বেষ্টিত হইয়া ভগবান্ মহাদেব পিনাক ধারণ করিলে, উগ্রায়ুধধারী সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ঐ সমস্ত ভীষণাকার সহচরসমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া অতি ঘোরতর উৎপাত আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালীন প্রদীপ্তহুতাশন শিখাজালে পরিবৃত হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। অনন্তর নন্দী ও পিনাকপাপি উভয়ে সেই মহাযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুচর নিশাচরগণ স্বীয় যূপ সমুদায় উৎপাটনপূর্ব্বক চীর ও চর্ম্মবসন পরিধায়ী মুনিগণকে ত্রাসিত করিয়া ধাবিত হইল; আর কোন কোন তাম্রলোচন অনুচরগণ জিহ্বা বিস্তার করিয়া যজ্ঞীয় হবির্ভোজনে প্রবৃত হইল; কেহ কেহ যজ্ঞের পশু সকলকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ যূপ উৎপাটিত করিয়া পশুদিগকে প্রহার করিতে লাগিল; কেহ জলসেচন দ্বারা বহ্নি নির্ব্বাণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল; কেহ কেহ সোমরস অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল; আর কতকগুলি জবাকুসুমবৎ রক্তলোচন নিশাচর পদ্মদলসন্নিভ হস্ত প্রসারণ করিয়া যজ্ঞীয় কুশ সমুদায় হরণ করিল; কেহ যূপাগ্রভাগ ভগ্ন, কেহ বা কলস সমুদায় উৎক্ষেপণপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; যজ্ঞভূমির শোভা সম্পাদনার্থ যে সমুদায়

কাঞ্চন বৃক্ষ আরোপিত হইয়াছিল, কেহ কেহ তৎসমুদায় ছেদন, কেহ বা শরনিকরপাতে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ সঞ্চিত সুবর্ণ রাশি দূরে প্রক্ষেপ, কেহ বা হিরন্ময় পাত্র সমুদায় চুর্ণ করিয়া ফেলিল; কেহ কেহ অরণি সকলের মন্থন আরম্ভ করিল; এইরূপে রুদ্রানুচরগণ নানাপ্রকার উৎপাত করিয়া যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া ফেলিল এবং নখপ্রহারে তত্রত্য সমুদায় লোককে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

তখন সেই মহাযজ্ঞ এইরূপে দিবারাত্র ভিদ্যমান হওয়াতে উদ্বেলিত মহার্ণয়ের ন্যায় ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। এদিকে মহাদেবও ভগবান্ স্বয়ম্ভর পূর্ব্বপ্রদত্ত সশর শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সেই কীচকবংশসম্ভূত কঠোর ধনুতে শসন্ধানপূর্ব্বক যজ্ঞদেবকে প্রহার করিলেন। বাণ বিদ্ধ হইবামাত্র যজ্ঞ আর ভূলোকে অবস্থান করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে ব্রহ্মার নিকট ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই শরবিদ্ধ কলেবরে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি মৃগরূপ যজ্ঞকে গম্ভীরস্বরে মৃদু বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যজ্ঞ! তুমি মহাদেবের আনতপর্ব্ব ত্রিশিরা শর দ্বারা বিজিত হইয়াছ, অতএব তুমি ঐরূপেই রুদ্রদেবের সহিত এক আকাশমণ্ডলে অবস্থান করিবে। তুমি এখানে নক্ষত্রগণের শীর্ষদেশে অবস্থান করিয়া মৃগশিরা নাম গ্রহণপূর্ব্বক পরমসুখে সঞ্চরণ কর। তোমার সোমদেবত্ব লাভ হইবে। তুমি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীমধ্যে শাশ্বত ধ্রুবরূপে অবস্থান করিবে। বাণাহত হইয়া এখানে অতিবেগে ধাবনকালে তোমার শরীর হইতে যে রুধির উত্থিত হইয়াছে, ঐ রুধির বহুবর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রায়ুধ নামে অভিহিত হইবে। ঐ ইন্দ্রধনু বর্ষাকালে বৃষ্টির সূচক হইবে। ইহার দর্শনে জীবগণ সুখ দুঃখ উভয়ই অনুভব করিবে; অদ্যাবধি সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে এই বিচিত্রবর্ণ অদ্ভুতদর্শন ইন্দ্রায়ুধ অবলোকন করুক। উহা রাত্রিতে কখনই দৃষ্ট হইবে না, দিবসের শেষ ভাগেই লক্ষিত হইবে। ঐ ইন্দ্রধনু ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইবে।

হে মহারাজ! এদিকে দক্ষপক্ষীয় শত শত ধনুর্দ্ধারী ও বাণপাণি যোদ্ধবর্গ রুদ্রভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ভগবান্ পিনাকপাণি নন্দী ও রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিয়া যুগান্তকালীন সমুদ্যত প্রদীপ্ত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহামতি বিষ্ণুও এক হস্তে বিপুল শার্ঙ্গধনু, এক হতে চক্র, অন্য এক হস্তে সঘন্টা গদা, অপর হস্তে খড়্গ ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি গোচর্ম্মবিহিত অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান করিয়া অগ্রহস্তে শঙ্খ ধারণপূর্ব্বক রুদ্রদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন সুধাংশু সুশোভিত সজল জলধর শোভা পাইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে আদিত্যগণ ও বসুগণ দিব্যাস্ত্রে বিভূষিত হইয়া সমুজ্জ্বল অনলের ন্যায় অবস্থান করিলেন। মরুদগণ ও বিশ্বদেবগণ রুদ্রপক্ষ আশ্রয় করিলেন; গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, যক্ষ, পন্নগ ও ন্যস্তদণ্ড ঋষিগণ মধ্যস্থ অবলম্বন করিয়া লোকহিতকামনায় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; কোন পক্ষই আশ্রয় করিলেন না।

অনন্তর উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে প্রথমত বীরাগ্রগণ্য রুদ্রদেব বিষ্ণুর হৃদয় ও সমস্ত অঙ্গসন্ধিতে অতি তীক্ষ্ণধার শর নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মসম্ভব সেই বিষ্ণু তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; রোষেরও উদ্রেকমাত্রও হইল না। অনন্তর তিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপ করিয়া শরযোজনা করিলেন। সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের

ন্যায় সেই শর নিক্ষিপ্ত হইলে মহাদেবের জক্রদেশে বিদ্ধ হইল। মহাদেব তাদৃশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সামান্য বজ্রপাত কি মন্দাগিরির দৃঢ়সন্ধি ভঙ্গ করিতে পারে? যাহা হউক অতঃপর সনাতন বিষ্ণু সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা মহাদেবের কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিলেন। শুভ্রাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ নিপতিত হওয়াতে ভগবান মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

তখন রুদ্রদেব বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! তুমি দেব, তোমার আদি নাই অন্তও নাই। তুমি জীবের আগমাচার্য্য অর্থাৎ বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রের উপদেষ্টা; কার্য্যবিশেষে তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না। তুমিই সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা, তুমি আবার সংহর্ত্তা, অণুমাত্র ক্রোধও তোমাতে স্থান পায় না সেই জন্যই তুমি যাবতীয় পদার্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ। অতএব হে দেব। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

মহারাজ! যিনি স্বয়ং নিখিল জীবগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন, তিনিই আবার নারায়ণকে জীবেশরূপে কল্পনা করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে শুভতর মধুর বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল; সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন হে দেব সনাতন! তোমাকে নমস্কার।

এই সময়ে রুদ্রসম্ভব বলবান নন্দী ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পিনাক উত্তোলনপূর্ব্বক বিষ্ণুর মস্তকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সর্ব্বভূতপতি সুরোত্তম ভগবান হরি ঈষৎ হাস্য করিয়া নন্দীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টিপাতমাত্র নন্দী স্তম্ভিত হইল; এদিকে বিষ্ণুও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষমাগুণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। সেই অচিন্ত্য অপ্রমেয় অজেয় শত্রুতাপকারী সনাতন হরি শান্তভাবে অবস্থান করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকারী অগ্নি নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নিষ্কাম সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু প্রসঙ্গচিত্তে রুদ্রদেবের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তখন বিষ্ণু পুনরায় যজ্ঞ সন্ধি সংযোজিত করিলেন। বিষ্ণু ও রুদ্রের সেই ঘোর সংগ্রামে সেনাগণ প্রথমে যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সে সেই পক্ষে অবস্থান করিল। এই যুদ্ধ জগতে দক্ষযজ্ঞবিনাশন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; রাজন! যজ্ঞ সনাতন পদার্থ এবং সর্ব্বজীবের হিতকর। প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ! মহাত্মা ভগবান নারায়ণের ইহাই পুষ্কর প্রাদুর্ভাব। মহামতি দ্বৈপায়ন পুরাণে পুষ্কর বিষয়ক প্রস্তাবে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, মহর্ষি প্রশংসিত তৎসমুদায় আমি আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই অত্যুৎকৃষ্ট পুরাণ বিষয় অবহিতচিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে অধিকারী হন। কোনকালে বা কোন লোকে তাঁহাকে শোকতাপের মুখাবলোকন করিতে হয় না। আর যে অমিত বুদ্ধিমান শুচি ও প্রযতচিত্ত হইয়া এই পুরাণকথিত দিব্য কথা পাঠ করিয়া অন্যকে শ্রবণ করাইবেন তিনিও সমস্ত অধ্যাত্মবিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিতে পারিবেন।

২২২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পুরাণে অমিততেজা বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব শ্রবণপ্রসঙ্গে সাধুদিগের মুখে বরাহ অবতারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার কিরূপ চরিত, কিরূপ ব্যবস্থা, বরাহ অবতারের প্রয়োজনীয়তাই কি, তাহার কিরূপ কার্য্য, গুণ, সন্ততিই বা কি, তাঁহার কি প্রকার? মনীষিতা, তিনি যোগময় কি যজ্ঞময়, তাঁহার আকার প্রকার কিরূপ, তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, তাঁহার আচার ও প্রভাবই কিরূপ, তিনি পুরাকালে কি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার আমি কিছুই অবগত নহি; অতএব আপনি সেই বরাহ চরিত সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। সম্প্রতি যজ্ঞোপলক্ষে মহাত্মা দ্বিজাতিগণও সমবেত হইয়াছেন, আমি ইহাঁদের সমক্ষে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বকালে অরি সূদন ভগবান নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয় জলধিজল-নিমগ্ন পৃথ্বীকে দশনাগ্রভাগ দ্বারা যেরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি অতি উদার বেদময়বাক্যে অলঙ্কৃত, অদ্ভুতকর্ম্মা সেই কৃষ্ণের ব্রহ্মসম্মিত বিবিধ শ্রুতিসম্মত কৃষ্ণদ্বৈপায়নসমীরিত মহাবরাহ অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শুচি ও বাক্‌যত হইয়া শ্রবণ কর। এই শ্রুতিসম্মত পুরাতন বৃত্তান্ত নাস্তিকের নিকট কদাচ কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। কারণ এই অখিলপুরাণশাস্ত্রে কথিত নারায়ণ চরিত্রকে পণ্ডিতগণ সাংখ্যযোগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যিনি যথার্থ ভক্তিমান এবং উহার তাৎপর্য্যার্থ পরিগ্রহ করিতে সম্যক অধিকারী তাহাকেই ঐ সমুদায় গুঢ়বিষয় বিজ্ঞাপন করা বিধেয়। বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিগণ, মানস সৃষ্ট ও অন্যান্য পুরাতন মহর্ষিগণ, বসুগণ, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ,দৈত্যগণ, পিশাচগণ, নাগগণ, নানাবিধ ভূতগণ, এতদ্ভিন্ন পৃথিবীতে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছাদি আছে, তাহারা এবং চতুষ্পদ ও তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণ, অন্যান্য অঙ্গম জীবগণ, অথবা যাহার জীব এই সংজ্ঞালাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই সেই নারায়ণের আত্মস্বরূপ। যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মার দিন অবসান হইয়া আসিলে যখন প্রলয়কর সর্ব্বপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হয়, তৎকালে ভগবান্ হিরণ্যরেতা ত্রশিখি অনলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত জীবগণকে শোষণ করিতে আরম্ভ করেন; তখন কি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, কি ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র, কি সর্ব্ববিদ্যা, কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই সেই তেজে দগ্ধাঙ্গ, বিবর্ণ ও বিষণ্ন মুখকান্তি হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেবগণ সমভিব্যাহারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া সেই হংসাখ্য মহদক্ষস্বরূপ মহাযোগী প্রভু নারায়ণ শরীরে বিলীন হইয়া যায়।

মহারাজ! যেমন নিয়তই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে, সেইরূপ জীবগণও একবার নারায়ণ শরীরে প্রবিষ্ট আরবার উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ যুগসহস্র অতীত হইলে এক কল্পও শেষ হইয়া যায়। তখন জীবকৃত সমস্ত নিঃশেষ হইয়া উঠে; তখন একমাত্র ভগবান জগদ্গুরুই সুর অসুর পন্নগ প্রভৃতি সর্ব্বলোক সংহার করিয়া আত্মোদরে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। যিনি অব্যক্ত শাশ্বত দেব, যাঁহার কুক্ষিদেশে জগৎ ব্রহ্ম লীন হইয়া থাকে, তিনিই এই জগৎ পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। যখন সূর্য্যের রশ্মি তিরোহিত, চন্দ্রকিরণ অস্তমিত, ধূম, অগ্নি ও পবন অন্তর্হিত হয়, যখন যজ্ঞ ও তপস্যার নামমাত্রও থাকে না, যখন আকাশে পক্ষিসম্পাত, পথে জীবসঞ্চারবহিত হয়, যখন আলোক দূরীভূত হওয়াতে ঘোর তিমির জগৎ আচ্ছন্ন করে, যখন সমস্ত লোক অদৃশ্য হইয়া পড়ে,

কর্ম্মকাণ্ডের কথাও থাকেনা, যখন সর্ব্বসম্পাত কোলাহল শান্ত হয়, বৈরভাব আর জগতে স্থান পায় না, যখন লোকমাত্রেই নারায়ণরূপ স্বভাবে বিলীন হইয়া যায়; তখন সেই শীতবসনধারী আরক্তলোচন নবনীরদশ্যাম শিখাসহস্রশোভিত জটাভারধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, রক্তচন্দনচর্চ্চিত একমাত্র পরমেষ্ঠী হৃষীকেশ শয়ন করিবার উপক্রম করেন। তৎকালে তিনি বিদ্যুৎসহকৃত ধারাধরের পরম শোভা ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তখন তাঁহার গলদেশে সহস্র সহস্র পুণ্ডরীকমালা দোদুল্যমান হইতে থাকে। তদীয় পত্নী লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া শয়ন করেন। লোকপিতামহ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতিও সেই শরীরে নিদ্রাভিভূত হইয়া বিচেতন হইয়া পড়েন। তখন অমিতবিক্রান্ত ভগবান নারায়ণ কোন অনির্ব্বচনীয় যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া শয়ন করেন।

এইরূপে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সেই বিবুধাধিপ পুরুষোত্তম প্রভু শক্তিবলে স্বয়ং পুনরায় জাগরিত হন। জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন। তখন সেই বাক্‌পতি স্বীয় প্রাজাপত্যধর্ম্মে পিতৃগণ, দেবগণ, মানবগণ প্রভৃতি সর্ব্বলোকের বিধান করেন। রাজন্! তিনিই কর্ত্তা, তিনিই বিকর্ত্তা, তিনিই সংহর্ত্তা, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ধাতা, তিনিই বিধাতা, তিনিই সংযম, তিনিই নিয়ম। কি বেদ, কি বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কি মোক্ষ, কি গতি, কি ধর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি তপস্যা, কি সত্য এ সমুদায়ই একমাত্র নারায়ণের অধীন, নারায়ণ অপেক্ষা আর কেই শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, হইবেও না। তিনিই স্বয়ম্ভূ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই ত্রিভুবন স্বামী, তিনিই বায়ু, তিনিই যজ্ঞ, তিনিই প্রজাপতি, তিনি সৎ, তিনি অসৎ, তিনিই প্রজাকর। দেবগণ যাহা জানিতে অভিলাষ করেন, তাহা তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা দেবতারাও জানেন না। কি সপ্ত প্রজাপতি কি সপ্ত মহর্ষি কি সমস্ত দেববর্গ কেহই ইহাঁর অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, সেই জন্য ইনি অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রকৃত রূপ কি তাহা দেবগণও দেখিতে সমর্থ নহেন। তবে যখন ইনি স্বয়ং মূর্ত্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখনই কেবল দেবগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। যখন তিনি আত্মদর্শন করান তখনই তাহারা দেখিতে পান। যাহা তিনি দেখান না, তাহা কে অনুসন্ধান করিতে সমর্থ? তিনিই সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, তিনিই অগ্নি ও মারুতের গতি, তিনিই কি তেজঃপদার্থ, কি তপশ্চর্য্যা কি অমৃত এই সমুদায়েরই মূল কারণ। তিনিই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের প্রবর্ত্তয়িতা, তিনিই চাতুর্হোত্রের ফলভুক্। তিনি চতুঃসাগরের অন্ত, তিনিই চতুর্যুগের নিবর্ত্তক। সেই মহাযোগী ভগবান নারায়ণই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া আত্মোদরে ধারণপূর্ব্বক সহস্র বৎসরের পর আবার উহার বীজভূত অণ্ড প্রসব করেন। সেই অণ্ড হইতেই সুর, অসুর, দ্বিজ, ভুজগ, অপ্সরোগণ দ্রুম ওষধি ভূধর যক্ষ গুহ্যক শ্রুতিধর ও রাক্ষসকুল দ্বারা পরিবৃত এই নিখিল জগৎ সমুৎপন্ন হয়।

২২৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদে উল্লিখিত আছে যে, ঐ জগদাধারভূত অণ্ড প্রথমতঃ হিরন্ময় ছিল। তাহাতেই প্রজাপতির মূর্ত্তি নিহিত থাকে, সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে

বিভু নারায়ণ ঐ অণ্ড উর্দ্ধমুখ, করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করেন, পরে লোকসৃষ্টিনিদান ভগবান্ উহাকে অধোমুখে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পুনরায় আট ভাগ করিয়া ফেলেন। উহার উর্দ্ধতন ছিদ্রই আকাশ, অধোভাগ রসাতল; ঐ আকাশই পুণ্যাত্মাদিগের প্রধান গতি। যিনি দেবলোক সিসৃক্ষাবশতঃ অণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহার অষ্টধা বিভক্ত ছিদ্রও করিয়াছেন। ঐ সমুদায় ছিদ্রই দিক্ বিদিক্ এই দুই নামে অভিহিত হইয়াছে। অণ্ডবিভাগকালে উহা হইতে যে সকল খণ্ড নিঃসৃত হয়, তৎসমুদায়ই নানারাগে রঞ্জিত বিচিত্র মেঘরূপে পরিণত হয়। অণ্ডমধ্যে যে সকল দ্রবাংশ নিহিত ছিল, তাহাই ভূমণ্ডলে স্বর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। উহার ক্লেদাংশে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এই পরিদৃশ্যমান মহাসমুদ্র। এই সমুদ্রই প্রলয়কালে একার্ণবী কৃত আকার ধারণ করে। সুবর্ণময় অণ্ডবিভাগ কালে দেবলোক সৃষ্টিবাসনায় উহায় যে ভাগ উর্দ্ধমুখ করিয়া খণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা হইতে যে জল ক্ষরিত হয় তদ্বারা কাঞ্চনগিরি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ গিরি নির্ম্মাণাবসানে যে জল অবশিষ্ট থাকে, তদ্বারাই দিক বিদিক অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি সমুদায় স্থান আপ্লুত হয়। ফলতঃ ঐ জল যে যে স্থানে নিপতিত হয় সেই সেই স্থানে পর্ব্বতের উদয় হইয়াছে। এইরূপে বহু যোজন বিস্তৃত নিবিড় কাননপূর্ণ সহস্র সহস্র অত্যুচ্চ শিখরধারী ভূধরগণে পরিবৃত হইয়া পৃথিবীও গুরুভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে আবার নারায়ণাত্মক প্রভূত দিব্য জল পৃথিবীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। তখন তাদৃশ গুরুভার নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে ধরণী উহা ধারণ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ অধঃপাতে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে পৃথিবীকে নিতান্ত নিপীড়িত এবং রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লোকহিত কামনায় উহার উদ্ধারার্থ কৃতসংকল্প হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন এই নিরপরাধ পৃথিবী আমার তেজঃপ্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, পঙ্কনিমগ্না দুর্ব্বল গাভীর ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিতেছে।

ঐ সময় পৃথিবীও আপনাকে বিপন্ন মনে করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! তুমি ত্রিবিক্রম, তুমি অমিতবিক্রম, তুমি মহানৃসিংহ, তুমি চতুর্ভুজ, তুমি পরম মনোহর শার্ঙ্গধনু, চক্র গদা ও অসিধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমি সকলের অভীষ্ট ফলদাতা অতএব তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ বলিয়াই আমি ধারণ করিতে পারি। তুমি এই নিখিল জীবপ্রবাহকে ধারণ ও পোষণ করিতেছ; আমাকেও রক্ষা করিতেছ, সেই জন্যই আমি তোমার প্রসাদে পশ্চাৎ ধারণ করিতে পারিয়াছি। অতএব তুমি যাহা ধারণ কর আমিও তাহাকে ধারণ করি। তুমি যাহা ধারণ কর না, আমিও তাহা ধারণ করিতে পারি না। জগতে এরূপ কোন পদার্থই নাই, যাহা তুমি ধারণ কর নাই। হে বীর! হে নারায়ণ! তুমি জগতের হিতকামনায় যুগে যুগেই আমার গুরুভার অপনয়ন করিয়া থাক। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি দুরাত্মা দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন যখন তোমার শরণাগত হইয়াছি, তখনই তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর। এক্ষণেও আমি তোমার নিতান্ত শরণাগত; আমি দানবগণের ও তোমার তেজঃপ্রভাবে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রসাতলে গমন করিতেছি, আমায় রক্ষা কর। যাবৎকাল আমি তোমার শরণাগত না হই, তাবৎকালই আমার ভয়; কিন্তু আমি শত শত বার দেখিয়াছি, যখন মনের সহিত তোমার শরণাপন্ন হই, তখন আর আমার ভয় কোথায়?

অতঃপর ভগবান নারায়ণ পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! ভয় নাই, তুমি এখনই শান্তিলাভ করিবে। এই আমি তোমাকে তোমার অভীপ্সিত উপযুক্ত স্থানে আনয়ন করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন তাহার দিব্যরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এই পৃথিবীত জলনিমগ্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমি কোন রূপ আশ্রয় করিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করিব। ক্ষণ কাল চিন্তার পরেই সেই প্রভু নারায়ণ জলক্রীড়া প্রিয় পৃথিবীসমুদ্ধরণক্ষম যজ্ঞ বারাহ রূপকে স্মরণ করিলেন। তখন তিনি সেই বাঙ্ময় ব্রহ্মরূপিণী মূর্ত্তি ধারণ করিলে নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন তাহার নিকট গমন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁর শরীর বিস্তৃতিতে দশ যোজন এবং উচ্চে শত যোজন হইয়া উঠিল। শরীরকান্তি নীল মেঘের ন্যায় ঘোর তিমিরবর্ণ, কণ্ঠস্বর মেঘধ্বনির ন্যায় গভীর। অবয়বসংস্থান প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ, দন্ত শ্বেত প্রদীপ্ত অত্যুগ্র, চক্ষু বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জল এবং আদিত্যের ন্যায় অতি তেজস্বী, তাঁহার স্কন্ধ অতিশয় স্থূল আয়ত ও বৃত্তাকার। তাঁহার বিক্রম দৃপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায়, কটীদেশ পীন, উন্নত ও বৃষের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত।

ভগবান বিষ্ণু এইরূপ যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার্থ রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পদচতুষ্টয় চতুর্ব্বেদ, যূপ তাঁহার দন্ত, ক্রতু তাঁহার হস্ত, চিতি তাঁহার মুখ, অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, দর্ভ সমুদায় তাঁহার রোমাবলী, প্রণব উহার শীর্ষদেশ, অহোরাত্র তাঁহার চক্ষুদ্বয়, বেদাঙ্গ তাঁহার শ্রুতিভূষণ, আজ্য তাঁহার নাসা, শ্রুব উহার তুণ্ড, সাম বেদধ্বনি তাঁহার মহান্ কণ্ঠস্বর, সত্যধর্ম্ম তাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্য, সাধুপদ্ধতি তাঁহার পাদ বিহরণ, ক্রিয়াময় গোনাদাদি উহার ঘোণা, পশু উহার জানু, মখ উহার আকৃতি, উদ্গাতা উহার অস্ত্র, হোম উহার লিঙ্গ, বীজ ও ওষধি উহার মহাফল, বায়ু উহার অন্তরাত্মা, সত্র উহার স্ফিক, সোমরস উহার শোণিত, বেদি উহায় স্কন্ধ, হবি উহার গন্ধ, হব্য কব্য উহার বেগ, প্রাগবংশ উহার দ্যুতিমান্ শরীর, দক্ষিণা উহার হৃদয়, উপাকর্ম্ম উহার ওষ্ঠকান্তি, হোমাগ্নি উহার নাভিভূষণ, নানাপ্রকার ছন্দ উহার গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ উহার আসন, ছায়া উহার পত্নী এবং শরীর উহার মণি শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত।

লোকগুরু মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ প্রজাপতি নারায়ণ এই যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া। সহসা পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সলিল সমাচ্ছন্ন রসাতলগতা পৃথিবীকে লোকহিতের নিমিত্ত দশনাগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধার করিলেন। অনন্তর পৃথিবীধর বিষ্ণু পৃথিবীকে স্বস্থানে আনিয়া প্রথমতঃ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আবার সহসা ধারণ করাতে ধরাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মেদিনী তদবধি পরম নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন। অনন্তর ভগবতী ধরণী এইরূপে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সেই উদ্ধারকর্ত্তা বিষ্ণুকে নমস্কার করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকহিতের নিমিত্ত সাগরাম্বুধরা ধরার উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর তদুপরি লোক স্থাপন বাসনায় সেই পদ্মপলাশলোচর মহাযশা বিষ্ণু পৃথিবীর স্থান বিভাগ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২২৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পৃথিবী তখন জলরাশির উপর ভাসমান হইয়া বিস্তীর্ণ নৌকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেহের বিস্তৃতিবশতঃ আর জলমগ্ন হইলেন না। তখন ভগবান বিষ্ণু কিরূপে পৃথিবীর স্থান বিভাগ করিবেন, কিরূপে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নতিবিধান করিবেন, কিরূপে নদী সমুদায় খনন করিবেন; গমনপথ, উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বিস্তার করিবেন, তাহারই অনুধ্যান করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল চিন্তার পর পৃথিবীকে চতুষ্কোণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মহাসমুদ্র বেষ্টন করিয়া দিলেন; পৃথিবীর মধ্যস্থলে সুবর্ণময় মেরু পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। তাহার বিস্তার শত যোজন, উর্দ্ধে সহস্র যোজন, উহার শৃঙ্গ সমুদায় সুবর্ণমণ্ডিত এবং বালার্কসদৃশ সমুজ্জ্বল। তদুপরি হিরন্ময় প্রকাণ্ড স্কন্ধসমাযুক্ত নানাবিধ পাদপশ্রেণীকে ফল পুষ্পে সুশোভিত করিয়া কল্পনা করিলেন। অনন্তর তথা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া তথায় উদয়াচল সংস্থাপন করিলেন; এই পর্ব্বত শতযোজন বিস্তৃত, উচ্চতা তাহার দ্বিগুণ; তদনন্তর তথায় সৌমনস নামক এক পর্ব্বত স্থাপন করিলেন; ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগ নানা রত্নে খচিত হওয়াতে সন্ধ্যাকালীন বিবিধ বিচিত্র বর্ণ মেঘের ন্যায় শোভ ধারণ করিল; তাহার পর শতযোজন সমুন্নত সহস্রশৃঙ্গসমাকীর্ণ নানা মণি বিভূষিত পাদপপরিপূর্ণ অন্য এক পর্ব্বতের কল্পনা করিলেন। বিশ্বশিল্পী প্রজাপতি নারায়ণ ঐ পর্ব্বতে সর্ব্বজীবনমস্কৃত স্বকীয় আসন সংস্থাপন করিয়া আত্মবাসস্থান নির্ণয় করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় অতঃপরই ঘোর তুষারমণ্ডিত অসংখ্য গুহা ও দুর্গম অটবীসমাকুল মহাশৈল হিমালয়ের স্থাপন করিলেন; উহাতে তুষারসম্ভবা পরম সুন্দর পুলিনদেশ সুশোভিত বসুধারানাম্নী এক নদী প্রবাহিত করিলেন; ব্রাহ্মণগণ সেই বেগবতী স্রোতস্বতীকে পাইয়া পরম প্রীতিসহকারে উহার সেবা করিতে লাগিলেন; ঐ তটিনী শঙ্খ ও মুক্তা বিভূষিত পবিত্র শতমুখে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিক সুশোভিত করিয়া তুলিল। নদীতীরস্থ বৃক্ষ সমুদায় ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া গিরির উপরিভাগ পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন করাতে শোভার আর ইয়ত্তা রহিল না।

এইরূপে পূর্ব্বদিকের শোভা সম্পাদন করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলেন; তথায় অর্দ্ধকাঞ্চন ও অর্দ্ধরজতময় এক রমণীয় পর্ব্বত সংস্থাপন করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতের এক পার্শ্বে সূর্য্য ও অপর পার্শ্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। গিরিবরের উভয়বিধ বর্ণ যুগপৎ সমবেত হওয়ায় যেন চন্দ্র সূর্য্য তেজে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল; অনন্তর সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ পরম রমণীয় দিব্য মহীরুহব্যাপ্ত ভানুমান নামক মহাগিরি সংস্থাপিত হইল। তদনন্তর কুঞ্জরাকৃতি কুঞ্জরগিরি, কাঞ্চনগুহাপরিবৃত বহুযোজনবিস্তৃত ঋষভাকার ঋষভ পর্ব্বত, কাঞ্চনশৃঙ্গ ও চন্দনবৃক্ষ সুশোভিত শতযোজন সমুন্নত পুষ্পিত মহেন্দ্র নামক

শৈলেন্দ্র, তৎপরে মলয়গিরি, এই গিরির শিখর সমস্ত সুবর্ণ বর্ণ, ইহার উপরিভাগে অসংখ্য বিবিধ রত্ন বিরাজিত রহিয়াছে, অত্যুন্নত মহীরুহগণ বিচিত্র কুসুমে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, ইহার তেজে চন্দ্র সূর্য্যও তিরস্কৃত হয়, অন্যান্য পর্ব্বতেরও ক্ষোভ জন্মে। তদনন্তর শিলাজাল সমাকুল মৈনাকের সৃষ্টি করিলেন; মৈনাক সৃষ্টির পর বিন্ধ্যাচল স্থাপন করেন। বিন্ধ্যাচল অতি রমণীয় পর্ব্বত, ইহার আয়তি ও বিস্তৃতির সীমা নাই। সহস্র সহস্র শিখর দ্রুমলতাদি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। তদনন্তর উহার দক্ষিণভাগে উন্নতপুলিনা দুগ্ধবৎ স্বাদুললিলা পয়োধরা নাম্নী স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিলেন। ইহার আবর্ত্ত অতি ভয়ঙ্কর, সলিলরাশি কলকলধ্বনিতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ দিককে মুখরিত করিতেছে। ইহার শত শত তীর্থ (ঘাট) যেন অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া কটাক্ষ করিতেছে। পবিত্র জলে দক্ষিণদিক আপ্লাবিত।

মহারাজ! ভগবান নারায়ণ এইরূপে দক্ষিণ দিকের নদী ও পর্ব্বত সংস্থান সমাধা করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তথায় শত যোজন উচ্চ এক বিশাল অস্তগিরি সংস্থাপন করিলেন । ঐ গিরি অত্যুন্নত হিরন্ময় বিচিত্র শিখরনিকরে পরিশোভিত এবং কাঞ্চনময় শিলা ও গুহাজালে অলঙ্কৃত করিলেন। উহার উপরিভাগ ভাস্বর শাল তাল বৃক্ষে এবং পরম সুন্দর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে তথায় ষষ্টিসহস্র পর্ব্বত সন্নিবেশিত করিলেন। এই সমুদায় গিরি কি শরীকান্তি, কি উজ্জ্বলতা, কি উন্নতি, কি বিস্তৃতি সকল বিষয়েই সুমেরুন তুল্যস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল। অনন্তর প্রভু তৎপার্শ্বে ষষ্টিযোজন বিস্তৃত এবং যষ্টিযোজন সমুন্নত স্বকীয় বরাহমূর্ত্তির অনুরূপ বরাহনামক পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন। পুনরায় ঐ প্রদেশে বৈদূর্য্যনামক এক দিব্য গিরিও সংস্থাপিত হইল। উহার শিলাসমুদায় রজত ও কাঞ্চনময়; উহার পার্শ্বে অন্য এক পর্ব্বত সন্নিবেশিত হইল, তাহার নাম শঙ্খ পর্ব্বত। ইহার বর্ণ শঙ্খের ন্যায় শুভ্র এবং আকার প্রকারও তদনুরূপ। ইহার উপরিভাগে অসংখ্য শ্বেতপাদপ এবং পরমশোভাকর সহস্র শৃঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে মহাদ্রুম পারিজাত স্থাপিত হইল। ঐ পারিজাতের মণিময় ও হিরন্ময় দিব্য পুষ্প বিকসিত হইয়া দিক্‌মুদায় আলোকময় করিয়া তুলিল। এইরূপে সমস্ত পাশ্চাত্য প্রদেশ বিবিধ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত করিয়া সেই বরাহরূপ ভগবান বিষ্ণু তথায় পরম রমণীয় পবিত্রসলিলা ঘৃতধারানাম্নী প্রবাহিনী প্রবাহিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে পশ্চিম প্রদেশের পর্ব্বত সংস্থাপন সমাধা করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথায় প্রথমতঃ সুবর্ণময় ভাস্করপ্রতিম অন্তরীক্ষব্যাপী এক বিশাল পর্ব্বত সংস্থাপন করিলেন। উহার নাম সৌম্য গিরি। ঐ প্রদেশে সূর্য্যসম্পর্ক না থাকিলেও ঐ পর্ব্বত প্রভায় সমুদায় স্থান সর্ব্বদা আলোকময় হইয়া থাকিত। অধিক কি যেমন সূর্য্যকিরণে অন্যান্য গ্রহগণ একবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন, তদ্রূপ এই পর্ব্বত প্রভায় সূর্য্যও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সহস্রশৃঙ্গ নানাতীর্থসমাকুল ও বিবিধ রত্ন বিরাজিত যে পর্ব্বত স্থাপন করিলেন, ইহার নাম অস্তগিরি। অতঃপর মনোহর গুণসম্পন্ন শৈলশ্রেষ্ঠ মন্দর এবং কুসুমগন্ধমোদিত গন্ধমাদন স্থাপিত হইল। ঐ গন্ধমাদন শিখর হইতে শুভদর্শনা সুবর্ণ সলিলা. এক তরঙ্গিণী তটিনী প্রবাহিত করিলেন। উহার নাম জম্বু; তদনন্তর ত্রিশিখর,

পুষ্কর ও শুভ্র মেঘবর্ণ কৈলাস পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে মধুধারাবাহিনী শতমুখী নাম্নী এক দিব্য স্রোতস্বতীরও সৃষ্টি করিলেন।

মহারাজ! যৎকালে এই সমুদায় পর্ব্বতের সৃষ্টি হয় তখন উহারা পক্ষযুক্ত ও কামচারী ছিল; প্রভু নারায়ণ এইরূপে পৃথিবীর সমুদায় স্থান বিভাগ ও সমাধা করিয়া দেবতা ও অসুরদিগের উৎপতিবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২২৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভূতভাবন দেবাদিদেব নারায়ণ জগৎ সৃষ্টিকামনায় যখন চিন্তা করিতেছেন, তৎকালে সহসা তাঁহার মুখ হইতে এক পুরুষবিগ্রহ নির্গত হইল। ঐ পুরুষ নির্গত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন! আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন। তখন দেবদেব জগৎপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি আত্মবিভাগ কর, এই কথা বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন। দীপ নির্ব্বাণ হইলে যেমন তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও আলোক থাকে না, সেইরূপ সেই ভাস্বরমূর্ত্তি জগৎপতি অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আর কোন চিহ্নই রহিল না।

তদ্দর্শনে মহান বিস্মিত হইয়া পুরুষ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজন্! যে সমুদায় যাহাকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভই এইরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। ইনিই প্রথমে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করেন। সেই জন্যই ইনি প্রজাপতি, সেই জন্যই সর্ব্বাগ্রে ইহার যজ্ঞভাগ কল্পিত হইয়াছে।

প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন, এক মহাত্মা আমাকে 'আত্মবিভাগ কর' এই কথা বলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এখন আমি কিরূপে আত্মবিভাগ করিব, এ বিষয়ে আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইতেছে। এই কথা বলিয়া যখন প্রজাপতি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, তৎকালে আকাশ হইতে সহসা 'ওম্' এই শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই ভগবান বিষ্ণুই কি পৃথিবী কি স্বর্গ কি আকাশ সর্ব্বত্র সেই মহান শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ শব্দ অভ্যাস করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার হৃদয় হইতে বষট্‌কার শব্দ পুনরায় সমুত্থিত হইল। অনন্তর ভূ আকাশ ও অন্তরীক্ষব্যঞ্জক স্মৃতিময় পবিত্র মহাব্যাহৃতি সমুদায় উদ্ভুত হইল। পরে চতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মিক ছন্দোময়ী দেবী উৎপন্ন হইলেন। তখন প্রভু প্রজাপতি তাহার দিব্য পদ স্মরণ করিয়া দেবী সাবিত্রীর দৃষ্টি করিলেন। তাহা হইতে তিনি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডময় ঋক্‌যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর তাঁহার মানস হইতে সন, সনক, বিভু সনাতন, বরদাতা সনক, বিভু সনৎকুমার ও রুদ্র এই ছয়জন মহর্ষি সমুৎপন্ন হইলেন। যোগনিরত যতিগণ ও বিজাতিগণ ব্রহ্মা, কপিলদেব ও ব্রহ্মযোগী এই ছয় মহর্ষিকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। অতঃপর ভগবান্ স্বয়ম্ভ মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রজাপতি মনু এই আট মহর্ষিকেও মানস হইতে সৃষ্টি করিলেন। উহাঁরাই দেবতা অসুর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণীর পিতৃগণ স্বরূপ; ইহাঁরা এবং ইহাঁদিগের হইতে যে সমুদায় প্রজা সমুৎপন্ন হয় তাঁহারা যুগ সহস্রান্তে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সকলেই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিবেন। পুনরায় সহস্র বৎসরের

পরেই আবার প্রজাসমুৎপাদক ঐ সমুদায় দেবগণের উৎপত্তি হইতে থাকে। কিন্তু কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা প্রতিযুগেই ঐ সমুদায় দেবগণের জন্ম ও নামের বিশেষ হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবানের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে তদীয় ভার্য্যা সমুৎপন্ন হইলেন। এই ভার্য্যার গর্ভে দক্ষের যে সমুদায় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই লোকমাতা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। ঐ সমুদায় কন্যা হইতে এই জগৎত্রয় প্রজাপরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; অদিতি, দিতি, দনু, প্রাধা, মুনি, খসা, অনাযুষা, কদ্রু, বিনতা, সুরভি, ইরা, ক্রোধবসা ও সুরসা এই ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে প্রদান করেন। অনন্তর সৃষ্টিকৌশলজ্ঞ দক্ষ মনে মনে প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে চিন্তাসক্ত হইয়া অরুন্ধতি, বসু, কামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা এই দশ কন্যা ব্রহ্মপুত্র মনুকে প্রদান করেন। তদনন্তর কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, ক্রিয়া, মতি, পুষ্টি ও লজ্জা এই কয়েকটি কমললোচনা পূর্ণচন্দ্রাননা মনোরমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ধর্ম্মকে প্রদান করেন। যে সলিলাত্মক প্রভু অত্রিমুনির নয়ন হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছেন সেই পতি তিমিরারি ভগবান মরীচিমালী চন্দ্রমার হস্তে রোহিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করেন; কালক্রমে ইহাদের গর্ভে যে সমুদায় পুত্র পৌত্রাদি জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, পুষা, ধাতা, পুরন্দর, ত্বষ্টা, ভগ, অংশ, সবিতা ও পর্জ্জন্য এই সমুদায় লোভাবন দেবগণ অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। শুনিতে পাই দিতির গর্ভে কশ্যপের দুইটিমাত্র পুত্র জন্মে, একের নাম হিরণ্যকশিপু, অপরের নামহিরণ্যাক্ষ। ইহারা উভয়েই অত্যন্ত বীর্য্যবান এবং অপরিমিত বিক্রমশালী। তপস্যা বিষয়ে ইহারা পিতার তুল্য সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর মহাবল শালী পাঁচ পুত্র হয়; উহাদের নাম প্রহ্লাদ, সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, বিক্রমশালী হ্রদ এবং অনুহ্রদ। প্রহ্লাদের বিনোচন, জম্ভ ও কুজম্ভ এই তিন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। বিরোচনের পুত্র বলি, বলির পুত্র বাণ, বাণের পুত্র পরপুরঞ্জয় ইন্দ্রদমন। দনুর গর্ভে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই বংশপরম্পরায় বিখ্যাত ও মহাবল পরাক্রান্ত। তন্মধ্যে বিচিত্তিনামা জ্যেষ্ঠতনয় রাজপদে অভিষিক্ত হন। ক্রোধারও অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হয়। তাহারা সকলেই অতিশয় উদ্ধত স্বভাব, ক্রোধপরতন্ত্র ও খলপ্রকৃতি ছিল। সিংহিকা চন্দ্রসূর্য্য বিমর্দ্দনকারী রাহুকে প্রসব করেন। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত চক্ষু নীল মেঘ-সমপ্রভ পরম দারুণ সাক্ষাৎ কালান্তকগণ কালার পুত্র। কদ্রুর বহু পুত্র মধ্যে সহস্রশীর্ষ শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিনজন প্রধান, ইহাঁরা সকলেই লোকমর্য্যাদাভিজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা, বেদবেত্তা, জীবহিতকারী, বরদাতা ও কামরূপী। বিনতার পুত্র তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ ও আরুণি। প্রাধার গর্ভে প্রথমতঃ অনবদ্যা, অমূকা, অনূনা, অরুণপ্রিয়া, অনুগা ও সুভগা এই কয়েকটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষ্মণা, ক্ষেমা ও মনোরমা রম্ভা এই আটটি অপ্সরার জন্ম হয়। এই অপ্সরোগণ পুণ্যলক্ষণাক্রান্তা, ভাগ্যবতী এবং দেব ও ঋষিগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছিল। মুনিরও অনেকগুলি কন্যা জন্মে। তাহারাও অপ্সরা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ সমুদায় কন্যার নাম অমিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা ও শারদ্বতী। বিশ্বাবস্থা ও ভরণ্য এই দুই জন গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত; মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অনুম্লোচা, প্রম্লোচা, ও মনোবতী এই

একাদশ কন্যা বৈদিকীঅপ্সরা নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা প্রজাপতির মানস হইতে সম্ভূত হইয়া ত্রিভুবনের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। অমৃত, গো, রুদ্রগণ ও ব্রাহ্মণ এই চতুষ্টয় সুরভির অপত্য বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! আমি যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাঁরা সকলেই কশ্যপের সন্তান। সম্প্রতি মনু বংশপরম্পরা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুতীর গর্ভে মরুৎগণ, বসুর গর্ভে বসুগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, জন্মগ্রহণ করেন। লম্বা, নাগবীথী ও জামিজা হইতে ঘোষের উৎপতি হয়। পার্থিব পদার্থ মাত্রেই অরুন্ধতী হইতে সমুৎপন্ন হয়। সংকল্পা হইতে সঙ্কল্প ধর্ম্ম পুত্র জগৎপ্রিয়, কামদেব লক্ষ্মী হইতে, আবার সেই কামদেব হইতে রতির গর্ভে হর্ষ ও যশের জন্ম হয়। সোমদেবের পুত্র বর্চ্চা, ইনি রোহিণী গর্ভ সম্ভূত; ভগবান্ মরীচিমালী সোমদেব উদয়কালে এই মহাপ্রভাশালী বর্চ্চার সহকারিত্ব লাভ করিয়া তাদৃশ তেজস্বী হইয়া উঠেন।

রাজ! এইরূপ সহস্র সহস্র পুত্র ও স্ত্রীগণের পরস্পর সম্মিলনই এই প্রকাণ্ড জগতের মূল। ভগবান্ প্রজাপতি দেহীদিগের ক্ষমতা সন্দর্শনে যথাযোগ্য আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব দশদিক্, ক্ষিতি, অর্ণব, খেচর, পাদপ শ্রেণী, ঔষধ, উরগ, সরিৎ, সুর, অসুর, ভুবনস্রষ্টা প্রজাপতিগণ, নভোমণ্ডল, পার্থিবক্রিয়া যজ্ঞ ও ভূধর প্রভৃতি যাহা কিছু দৃশ্যমান পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই সেই একমাত্র বিশ্ববিধাতাই সৃষ্টি করিয়াছেন।

২২৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া আদিত্য সমতেজা বজ্র ও কবচধারী জয়শীল ইন্দ্রকে ত্রিলোক ও দেবগণের রাজা করিলেন। এই দেবরাজ স্মৃতিসহায় ইন্দ্র অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে অধ্বর্য্যুগণ ইহাঁকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন এবং জাতমাত্রে কুশ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ছিলেন, সেই জন্য ইনি কৌশিক নামও অধিগত হইয়াছেন। এইরূপে সহস্রলোচন ইন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইলে ব্রহ্মা অন্যান্য রাজ্য বিভাগ করিয়া তাহার অধিপতি নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ যজ্ঞ, তপঃকার্য্য, গ্রহনক্ষত্র, দ্বিজাতি ও ওষধিরাজ্যে সোমদেবকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর প্রাজাপত্যপদে দক্ষকে; জলাধিপত্যে বরুণদেবকে ; পিতৃগণাধিপত্যে সর্ব্ব বিনাশমূল বৈশ্বানর ও যমকে ; সর্ব্বপ্রকার গন্ধ, অশরীরী জীব, শব্দ, আকাশ ও বল এই সমুদায়ের রাজ্যে বায়ুকে; সর্ব্বপ্রকার ভূত, পিশাচ, মাতৃগণ, গোগণ, সমস্ত উৎপাত, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত ব্যাধি, ঈতি ও সমুদায় প্রেতগণের রাজ্যে মহাদেবকে; যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, ধন ও রত্ন এই সমুদায়ের আধিপত্যে কুবেরকে; দংষ্ট্রিবর্গের রাজ্যে শেষকে; নাগাধিপতি বাসুকিকে সমস্ত সরীসৃপরাজ্যে তক্ষককে ; সাগর, নদী, মেঘ ও বৃষ্টিরাজ্যে আদিত্যগণের কনিষ্ঠ পর্জ্জন্যকে; গন্ধর্ব্বগণের আধিপত্যে চিত্ররথকে; অপ্সরোগণের আধিপত্যে কামদেবকে, সমস্ত চতুষ্পদ ও সমস্ত বাহনগণের আধিপত্যে মহেশ্বরধ্বজ শ্রীমান গোবৃষকে; দৈত্যগণরাজ্যে হিরণ্যাক্ষ ও. কৌরবরাজ্যাভিষিক্ত

হিরণ্যকশিপুকে; সমস্ত দানব ও সমস্ত অসুরগণের আধিপত্যে মহাবল বিচিত্তিকে; কালকেয়গণের কর্ত্তৃত্বে মহাকালকে ও অনাযুষার পুত্রগণের আধিপত্যে বৃত্রাসুরকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সিংহিকার তনয় রাহু নামে যে মহাগ্রহ ছিলেন, তাঁহাকেই সমস্ত উৎপাত ও সমস্ত অশুভের পতিত্বে নিযুক্ত করিলেন। ঋতু, মাস, যুগ, পক্ষ, ক্ষপা, দিবা, তিথি, পর্ব্ব, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ যোগ ও গণনার আধিপত্যে সংবৎসর; চক্ষু পক্ষী ও সর্পগণের রাজ্যে মহাবল পরাক্রান্ত গরুড়; যোগ ও সাধ্যগণের আধিপত্যে জবাকুসুমসমপ্রভ গরুড়ভ্রাতা অরুণ অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর দেবরাজ মহেন্দ্র অরুণপুত্র বিরথকে পূর্ব্বদিকের পালনকার্য্যে, আদিত্যতনয় মহাযশা ধর্ম্মরাজকে দক্ষিণদিক্ পালনে, কশ্যপের ঔরসপুত্র সলিলপতি বরুণকে পশ্চিম দিক্ পালনে এবং মহেন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান একলোচন পিঙ্গল নামা পুলস্ত্যপুত্রকে উত্তরদিকের পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মহারাজ! লোকভাবন স্বয়ম্ভূ এইরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেবগণকে স্বর্গরাজ্যে পৃথক পৃথক স্থান প্রদান করিলেন। কেহ সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, কেহ বহ্নির ন্যায় প্রভাশালী, কেহ বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতিমান, কেহ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল স্থান সমুদায় লাভ করিলেন। ঐ সমুদায় স্থান বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বহুশত যোজন বিস্তৃত এবং অভিলাষানুরূপ ফলোৎপাদক। এই সকল স্থান সুকৃতিসম্পন্ন লোকেরই প্রাপ্য, পাপিষ্ঠ দুরাত্মারা কদাচ ঐ স্থান লাভ করিতে পারে না। পুণ্যাত্মারা সুকৃতিবলে যে লোক প্রাপ্ত হন, তাহা সৌম্যাকৃতি তারাগণের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বদানিরত, দান্ত, সরলস্বভাব, সত্যবাদী, দীনপ্রতিপালক, ব্রহ্মবাদী, লোভ বর্জ্জিত ও রজোগুণবিরহিত হইয়া ভূরিদক্ষিণ বিবিধ পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই স্বীয় তপঃপ্রভাবে ঐ মুক্তলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রাজন্! লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে তনয় গণকে স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মসদন পুষ্করে আরোহণ করিলেন; দেবগণও পিতামহদত্ত অধিকার লাভানন্তর মহেন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ত্রিলোকাধিপত্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অধিগত হওয়াতে তাঁহার যেমন স্বর্গবাসের অধিকারী হইলেন, তেমনি আবার যশোলাভ করিতে লাগিলেন। যেমন যজ্ঞীয় অংশভাগী হইলেন তেমনি অপার আনন্দও প্রাপ্ত হইলেন।

২২৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর একদা ভগবানের মায়াবশতঃ পক্ষধর ভূধরগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক মাতঙ্গগণের ন্যায় হ্রদমজ্জনান্তে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে অসুরপতি হিরণ্যাক্ষ অসুরপুর পালন করিতেছিলেন। হ্রদমজ্জনান্তে ভূধরগণ অসুরদিগের সন্নিধানে গমন করিয়া দেবতাদিগের একাধিপত্যের বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রূরমতি অসুরগণ পৃথিবী হরণার্থ যুদ্ধের সম্পূর্ণ আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমপরাক্রম অসুরগণ চক্র, অশনি, খড়্গ, ভূষণ্ডী, ধনুক, প্রাস, পাশ, শক্তি, মুষল ও গদা প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সজ্জিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধান করিয়া, মত্তমাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কেহ অশ্বে, কেহ অশ্বযুক্ত রথে, কেহ উষ্ট্রে কেহ বৃষে কেহ মহিষে কেহ গর্দ্দভে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বা স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া পদাতিবেশে সজ্জিত হইল। এই রূপে মহাসুরগণ সুসজ্জিত হইয়া সমরাভিলাষে : হিরণ্যাক্ষকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মহা আহ্লাদে-বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণও দৈত্যদিগের সমরোদ্যোগ পরিজ্ঞাত হইয়া আপনারাও চতুরঙ্গ দলে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের সম্যক উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গোধাচর্ম্ম বিহিত অঙ্গুলিত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক বাণপূর্ণ তূণীয় এবং অত্যুগ্র অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দেবসেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। অনন্তর দেবগণের তূর্য্য ও ভেরী মহাশব্দে বাজিয়া উঠিলে অসুরপতি হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ পুরন্দরের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর সেই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যপতি পরশু, নিস্ত্রিংশ, গদা, তোমর, শক্তি, মুষল, ভিন্দিপাশাস্ত্রে বাসবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; অতঃপর ঘোরতর অস্ত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেগপ্রভাবে ঐ সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রের গাত্র হইতে ক্রমাগত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সমুদায় নির্গত হইতে লাগিল; অন্যান্য পরাক্রান্ত দানবগণ সেই সময়ে অতি তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, খড়্গা, ক্ষেপনীয়, মুদগর, গণ্ডশৈল, অট্ট সদৃশ বিপুল অশ্ম, গুরুঘাতনী, শতঘ্নী, যুগ, যন্ত্র এবং বিদারণশীল অর্গল দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণও সেই ধুম্রকেশ, হরিদ্বর্ণশ্মশ্রু, বিবিধাস্ত্রধারী সন্ধ্যাভ্রবৎরক্তবর্ণদেহ, অত্যুজ্জ্বল কিরীটধারী, নীল পীতাম্বর শুভ্র বৃহৎ ও উৰ্দ্ধমুখ দন্তধারী, আজানুবাহু, সিংহনেত্রে, বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত, উদ্যতায়ুধ অসুয়গণে পরিবেষ্টিত, মহাবীর্য্য, দৈত্যগণের অভয়প্রদ, প্রলয়াগ্নিতুল্য সাক্ষাৎ অন্তকসদৃশ হিরণ্যাক্ষকে আসিতে দেখিয়া সকলেই তাহাকে নিদারুণ নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। আর কতকগুলি ধনুর্ব্বাণধারী দেবসৈন্য হিরণ্যাক্ষকে জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় রণস্থলে আসিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ইন্দ্রের পশ্চাৎ ভাগে পলায়ন করিতে লাগিল। দৈত্যসেনাগণ সুবর্ণজড়িত উজ্জ্বল কবচ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গন নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলের শোভা ধারণ করিল। অনন্তর উভয় সেনাদল একত্র সমবেত হইলে ঘোররত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাহার বাহু ভঙ্গ হইল, গদাঘাতে কাহার শরীর চূর্ণ হইয়া গেল, নিশিত শরনিপাতে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। কেহ কেহ ভূতলে নিপতিত হইল, কেহ বা ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রতিপক্ষের রথ ভঙ্গ করিল, কেহ বা রথ সম্পাতে বিমর্দ্দিত হইয়া গেল। ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ সৈন্য সম্বাধ হইয়া উঠিল যে আর কেহ তাহার মধ্যে রথ চালনা করিতে পারে না। দেবসেনারূপ মহামেঘ সমুদিত হইলে তন্মধ্যে দেবাস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ, শোভা পাইতে লাগিল; তখন পরস্পর অজস্র বাণবর্ষণ আরম্ভ হইলে যুদ্ধ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। তখন মহাবল দিতিনন্দন হিরণ্যাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বদিবসে অর্ণবের ন্যায় স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত দানবের মুখ হইতে সহসা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; সেই অগ্নির উত্তাপে তৎসমীপবর্ত্তী বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর দানবগণ ঘোরতর অস্ত্রবর্ষণ করিয়া সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন অত্যুচ্চ পর্ব্বতগণ সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া

রহিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে হিরণ্যাক্ষের বাণ প্রভাবে দেবগণ আর চলিতে বা অগ্রসর হইতে পারিলেন না; অনেকেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ সমরে ভীত হইয়া এরূপ হতবুদ্ধি হইয়া উঠিলেন যে, বিশেষ যত্নবান হইয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; সহস্রলোচন ইন্দ্রও তাহার অস্ত্রপ্রভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐরাবত পৃষ্ঠে থাকিয়াও এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধস্থলে আর তাঁহার একপাদও চলিবার সামর্থ্য রহিল না। এইরূপে সেই দৈত্যপতি সমস্ত দেবগণকে পরাভূত এবং ইন্দ্রকে স্তব্ধ করিয়া নিখিল জগৎকে স্বীয় করতলস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তখন দেবগণ দেখিতে লাগিলেন, অসুরপতি সজল জলধরের ন্যায় গভীর গর্জন করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্বরস্থিত শরাসন বিধূনন করিয়া আস্ফালন করিতেছে।

২২৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সুরপতি, স্তম্ভিত, দেবগণ পরাজিত হইলে চক্রগদাধর নারায়ণ স্বয়ং হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য মানস করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে পর্ব্বত প্রমাণ বরাহ মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি অসুরান্তকারী ভগবান তাঁহার সেই মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সমরাঙ্গনে আগমন করিলেন; তিনি উপস্থিত হইয়াই নির্ম্মল চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল এক অপূর্ব্ব শঙ্খ এবং সহস্রকোটি পর্ব্বতপ্রমাণ চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ! যিনি সমস্ত দেবগণের দেবতা, যিনি মহাবুদ্ধি, যিনি মহাযোগী ও মহেশ্বর। দেবগণ যাঁহাকে নানা পূজ্য উপাধি প্রদান করিয়া সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বজীবে শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, সাধুগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যিনি লোকদিগের ভাবন, যিনি অব্যয়; যিনি সুরেন্দ্রগণের বৈকুণ্ঠ, ভোগিগণের মধ্যে অনন্ত, যোগবেত্তাদিগের বিষ্ণু, যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের যজ্ঞ, যাঁহার প্রসাদে দেবগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিদত্ত ত্রিধাহুত আজ্য ভোজন করিতেছেন। যিনি দৈত্যগণের সম্বন্ধে ভীষণ নিধনাগ্নি, দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। যিনি পবিত্র বস্তুরও পাবন, স্বয়ম্ভূরও বিভু! যাহার চক্র যুগে যুগেই দানবকুলে প্রবিষ্ট হইয়া বীর্য্য বলে অতিদৃপ্ত দানবকুলকে আকুলিত করিয়া তুলেন। সেই বলদর্পিত জগৎপূজ্য দেব নারায়ণ যখন মুখ মারুতে দৈত্যবিমোহন পুরাণ শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া দৈত্য জীবন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন দানবগণ সেই অসুর ভয়াবহ ঘোর শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্ষুভিত হৃদয়ে দশদিক্ অবলোকন করিতে লাগিল; তদনন্তর মহাসুর হিরণ্যাক্ষ মহাক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া 'এ কে রণস্থলে উপস্থিত হইল' বলিয়া সেই বরাহরূপী পুরুষবিগ্রহ শঙ্খচক্রধারী দেবদুঃখ বিমোচন দেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে চন্দ্রসূর্য্য মধ্যবর্ত্তী নীল পয়োধরের ন্যায় অসুরসূদন নারায়ণ এক হস্তে শঙ্খ অপর হস্তে চক্র ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্ত হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অসুরগণ খড়্গাদি অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করিয়া নারায়ণের প্রতি ধাবমান হইল; পরে সেই অতি বলশালী দৈত্যগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। কিন্তু হরি কম্পমান

অচলের ন্যায় সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অতিবীর্য্য মহাতেজা দানব হিরণ্যাক্ষ এক প্রজ্বলিত শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মহাবরাহ-বক্ষে নিক্ষেপ করিল। শক্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাবল বরাহ ঐ সমীপাগত মহাশক্তিকে দেখিয়া একমাত্র হুঙ্কারদ্বারা তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে শক্তি প্রতিহত হইল দেখিয়া ব্রহ্মা তখন অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান বিষ্ণুর নিকটে এ সামান্য শক্তিতে কি করিতে পারে?

তদনন্তর ভগবান বিষ্ণু প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় চক্রাস্ত্র দ্বারা দানবেন্দ্রের শিরচ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। দানব দণ্ডায়মান রহিল কিন্তু তাহার মস্তক বজ্রনিহত শৃঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে মহাবল দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে অন্যান্য দানবগণ ভয়চকিত চিত্তে দশদিকে পলায়ন করিল। এদিকে সেই বরাহরূপধারী চক্রপাণি ভগবান্ নারায়ণ যুগান্তকালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় সমরাঙ্গনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

২২৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান পুরুষোত্তম এইরূপে সমস্ত দৈত্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণকে মুক্ত করিলেন। তখন সমস্ত দেবগণ উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দেবরাজকে অগ্রে করিয়া নারায়ণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! মহাবাহো! অদ্য আমরা আপনার প্রসাদে ও বাহুবলে যমের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবন প্রাপ্ত হইলাম। ভগবন্! আপনার শাসনসত্ত্বে দিতিনন্দনগণ আমাদের কি করিতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার পাদশুশ্রূষা করিতে অভিলাষ করি। পদ্মপলাশলোচন নারায়ণ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ। তোমাদের সমস্ত শক্ত নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাদের ঐশ্বর্য্য ও যজ্ঞভাগ উভয়ই লাভ হইল; অতএব আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়োগ যথানিয়মে প্রতিপালন কর। বিশেষতঃ ইন্দ্র! তুমি কি সৎ, কি অসৎ সকলের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য বিধান আছে, তাহার সম্যক অনুষ্ঠান কর। ব্রতাবলম্বী মুনিগণ তপোবলে স্বর্গে গমন করুন। যাঁহারা পুনঃপুনঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা সেই স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভাগী হউন। ধর্ম্মশীল সাধুগণের সদ্ভাব ও দুরাত্মা পাপিষ্ঠগণের অভাব হউক। সর্ব্বাশ্রমবাসিগণই সাধুশীল হইলে তাহাদের স্বর্গ লাভ হউক। যাহারা সত্যশূর, দানশূর, রণশূর ও অসূয়াশূন্য, তাহারা স্বাধিকার লাভ করুক। আর যাহারা অবিশ্বাসী, কামপরায়ণ, অর্থলোলুপ, শঠ, বেদবিদ্বেষী, নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করুক। অমরগণ! আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিলাম, তৎসমুদায়ই পালন কর, তাহা হইলে আমি সত্ত্বে কখন কোন শত্রু তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না।

রাজন্! শঙ্খচক্রগদাধারী দেব নারায়ণ এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎকালে সমস্ত দেবগণমধ্যে মহান বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা বরাহসম্বন্ধীয় এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তদুদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক নাকপৃষ্ঠে গমন করিলেন।

অনন্তর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় আধিপত্য লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও পুনরায় ত্রিভুবনের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া যশোলাভ করিতে লাগিলেন। ধরণীও দানবগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তি লাভ করিলেন। তখন পুরন্দর এ বিষয়ে মহীধরগণেরই কৃতাপরাধ বুঝিতে পারিয়া পৃথিবীর স্থৈর্য্যসম্পাদন করিবার জন্য তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদনপুর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন। সমুদায় পর্ব্বতেরই পক্ষ ছিন্ন হইল, কেবল একমাত্র মৈনাকই দেবগণের সহিত নিয়মবিশেষে বদ্ধ হইয়া সপক্ষ রহিলেন।

মহারাজ! পুরাণতত্ত্ববিৎ বিপেন্দ্রগণ পুরাণে মহাত্মা নারায়ণের আদ্য বরাহমূর্ত্তির আবির্ভাব এইরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিত বিবিধ শ্রুতিসম্মত এই নারায়ণচরিত অশুচি, পাপাত্মা, নৃশংস, ক্ষুদ্র, নীচাশয়, গুরুদ্বেষী, কুশিষ্য, কৃতঘ্নদিগের সন্নিধানে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা আয়ু, মহী ও যশ কামনা করেন তাঁহাদেরই এই দেবজয়ের বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহা অতি পুরাতন, বেদসঙ্গত, শান্তিদায়ক, পবিত্র, বিজয়প্রদ ও মহাস্বস্ত্যয়ন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি মহাত্মা বরাহবতারের বিষয় আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা যজ্ঞাদি পুণ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করেন, পরমাত্মরূপ সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই তাঁহার পূজা করা হয়। অতএব হে রাজন্! আপনি সেই লোকনাথ দেবগণের আশ্রয়, ব্রাহ্মণদিগের গতি, জীবহিতকর স্বয়ম্ভূ, নারায়ণরূপী মহাবরাহকে নমস্কার করুন।

২৩০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকট বরাহাবতারের কথা উল্লেখ করিলাম, সম্প্রতি নারায়ণ যে নৃসিংহমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন, সেই নৃসিংহাবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে অতি প্রভাব শালীদৈত্যদিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পঞ্চ শতাধিক একাদশ সহস্রবৎসর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া জলবাসে অতিবাহিত করেন। অনন্তর শম, দম ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কিছুকাল অতীত করিলে তাহার তাদৃশ নিয়ম ও তপস্যা দর্শনে ব্রহ্মা প্রীত হইলেন। তখন সেই চরাচর গুরু ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য শ্রীমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভূ আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিক, বিদিক্, নদী, সাগর, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও আকাশবিহারী মহাগ্রহ প্রভৃতি দেবগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, সপ্তর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, পুণ্যাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হংসযুক্ত অর্কবর্ণ দীপ্তিমান রথে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যপতি সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সেই দৈত্যেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুব্রত! আমি তোমার তপস্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার যথার্থ ভক্ত। এক্ষণে তোমার যাহা অভিলষিত হয় বর প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হউক।

তখন দানবপতি হিরণ্যকশিপু আমাকে কৃতার্থ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন। হে সর্ব্বলোকপিতামহ! আমাকে এই বর প্রদান করুন, দেবগণ, কি অসুরগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি মানুষ, কি পিশাচ ইহাদের

মধ্যে কেহই যেন আমাকে বিনাশ করিতে পারে না। তপঃপ্রভাবশালী ঋষিগণও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আমায় শাপ প্রদান করিতে না পারেন। যেন অস্ত্র শস্ত্র, গিরি, পাদপ, শুষ্ক ও আর্দ্র পদার্থ দ্বারাও আমার বিনাশ না হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাও আমার প্রার্থনীয় যে, কি স্বর্গ কি পাতাল কি আকাশ কি অবনি কি রাত্রি কি দিন ইহার কুত্রাপি যেন আমার মৃত্যু না হয়। তবে যিনি একমাত্র পাণিপ্রহার দ্বারা সবলবাহনে আমার জীবন নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই যেন আমার মৃত্যুস্বরূপ হন। এই জগতে আমিই যেন সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই বায়ু, আমি হুতাশন, আমি সলিল, আমিই অন্তরীক্ষ, আমি নক্ষত্র, আমি দশ দিক্, আমিই কাম, আমিই ক্রোধ, আমিই বরুণ, আমিই বাসব, আমিই যম, আমি ধনাধ্যক্ষ কুবের, আমিই যক্ষ, আমিই কিম্পুরুষগণের অধিপতি, আমিই মহাসমরে দিব্য মূর্ত্তিমান অস্ত্র হইব। হে দেব! সমস্ত দেবলোক আমারই উপাসনা করিবে।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস দৈত্যপতে! আমি তোমাকে এই সমস্ত অদ্ভুত বরই প্রদান করিলাম। তুমি আমার প্রভাবে সমস্ত অভীষ্টই লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ! এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশপথে ব্রহ্মর্ষিসেবিত স্বকীয় বৈরাজ নামক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব্ব ও নাগগণ এই বরপ্রদানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিপীড়িত করিবে। এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহাতে তাহার বধসাধন হইতে পারে, তাহারও উপায় বিধান করুন। এই লোকহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক প্রভু হব্যকব্যস্রষ্টা ভগবান দেব প্রজাপতি সুশীতল বচনায়ু দানে দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, দেবগণ! তপঃফল অনিবার্য্য; সে যেরূপ তপস্যা করিয়াছে, তাহার ফল সে অবশ্য লাভ করিবে। উহার অবসানে ভগবান বিষ্ণুই তাহার বধ সাধন করিবেন। পঙ্কজযোনি ভগবান ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব দিব্য স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে সেই দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বরলাভ মাত্রেই দর্পিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণের উপর বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ আশ্রমবাসী সত্যধর্ম্মপরায়ণ শান্তপ্রকৃতি ব্রতধারী মুনিগণ ব্রাহ্মণগণের উপরই ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান্ মহাসুর ত্রিভুবনস্থ সমস্ত লোক ও পরাভূত করিয়া স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে যখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বরমদে উন্মত্ত ও কালপ্রেরিত হইয়া দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত এবং দৈত্যগণকেই যজ্ঞভাগী করিল, তখন আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, দেবগণ, যক্ষগণ, দ্বিজগণ ও মহর্ষিগণ সকলে সমবেত হইয়া একমাত্র শরণ্য বেদময় যজ্ঞময় - স্বরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানস্বরূপ সর্ব্বলোক নমস্কৃত সনাতন বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ নারায়ণ! হে প্রভো! আমরা তোমার শরণাপন্ন; দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমিই আমাদের বিধাতা, তুমিই আমাদের পরম গুরু, তুমিই আমাদের পরম দেব, তুমিই ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রেষ্ঠ; হে পদ্মপলাশলোচন! হে শত্রু পক্ষক্ষয়কারিন্! দৈত্যবংশ বিনাশের নিমিত্ত তুমি আমাদের আশ্রয় হও।

বিষ্ণু কহিলেন, অমরগণ! আর ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর। অচিরকালের মধ্যেই তোমাদের স্বর্গাধিকার পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইবে। আমি এখনই সেই বরদর্পিত অমরেন্দ্রেরও অবধ্য দানবেন্দ্রকে সগণে নিহত করিতেছি।

মহারাজ! এই কথা বলিয়া ভগবান্ প্রভু নারায়ণ দেবগণকে বিদায় দিলেন এবং কি উপায়ে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুর বধসাধন করিবেন তাহারই অনুধ্যান করিতে করিতে হিমালয়পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দৈত্য দানব ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ এক অপূর্ব্ব নৃসিংহমূর্ত্তি আশ্রয় করাই স্থির হইল। তখন অর্দ্ধভাগ মনুষ্য অর্থভাগ সিংহাকৃতি রূপ আশ্রয় করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওঙ্কার তাহার সহায় হইল; এইরূপে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিলম্বে হিরণ্যকশিপুর সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই মূর্ত্তি তেজে ভাস্করসদৃশ, কান্তিবিষয়ে সাক্ষাৎ সুধাকরের ন্যায়। তিনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক হস্ত দ্বারা অপর হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক অসুপতির অতি বিস্তীর্ণ অপূর্ব্ব মনোহর সভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সভার বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য সার্দ্ধশতযোজন এবং উন্নতি পঞ্চযোজন। ঐ সভা নিরবলম্ব আকাশে অবস্থিত এবং ইচ্ছা হইলে সর্ব্বত্র পরিচালিতও হইতে পারে। উহাতে অভিষণীয় কোন বস্তুরই অসম্ভাব নাই, প্রত্যুত তথায় গমন করিলে জরা, শোক ও শ্রম ক্লান্তি ইহার কিছুই থাকে না। এই শান্তিবিধায়িনী শুভকরী সভা শুভ্রাসনে মণ্ডিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। এই সভা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহার মধ্য দিয়া সলিলরাশি প্রবাহিত হইতেছে। ফলকুসুম-সুশোভিত রত্নময় অগণ্য পাদপশ্রেণীতে সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত। স্থানে স্থানে নীল, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, লোহিত ও শ্যামবর্ণ বিতান ও শত শত মঞ্জরীযুক্ত গুল্ম সমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে। শ্বেতাভ্রসদৃশ সেই সভাস্থল সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন উহা সলিলোপরি ভাসমান হইয়া রহিয়াছে। উহার সর্ব্বত্র বিবিধ বিচিত্র মনোহর আসন বিন্যস্ত আছে। দিব্যগন্ধে সমুদায় স্থান আমোদিত করিয়া রাহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, বরং সুখেরই পরাকাষ্ঠা অনুভব হয়; শীতোষ্ণ উভয়ই সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় উপস্থিত হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা বা গ্লানি ইহার আর কিছুই থাকে না। ইহার দিব্য মণিময় সমুদায় বিবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে এরূপ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে যে, কোনকালে উহার কক্ষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি উহার প্রভা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে; ফলতঃ ঐ সভা সর্ব্বথা হৃদয়গ্রাহী, তথায় কি দিব্য, কি মর্ত্য, কোনরূপ ভোগ্যবস্তুরই অভাব নাই। প্রভূত সুস্বাদু ভোজ্য ও পেয় বস্তু সর্ব্বদা সঞ্চিত রহিয়াছে। সুগন্ধি মালা এবং নিয়ত পুষ্প ফল সুশোভিত পাদপশ্রেণী তথায় পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উষ্ণতার প্রাদুর্ভাব হইলে শীতল জল দ্বারা উহার শীতলতা এবং শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে উষ্ণতা সম্পাদিত হইতেছে। নদী ও সরোবরের তীরদেশে যে সমুদায় বৃক্ষশ্রেণী আরোপিত ছিল, উহাদের প্রকাণ্ড শাখা সমুদায় পুষ্প, নবপল্লব, অঙ্কুর ও লতাবিতানে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত গমন করাতে অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; সুগন্ধি পুষ্প, সুরস ফল, সুশীতল সলিল, সরোবর ও সমস্ত তীর্থ এই সভায় বিরাজ করিতেছে। কমল, পুণ্ডরীক, সুগন্ধি শতপত্র,

রক্ত কুবলয়, নীলকুমুদে ঐ সমুদায় সরোবর পরিপূর্ণ। তথায় সরোবরপ্রিয় ক্রৌঞ্চ, রাজহংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ও কুবরগণ ইতস্ততঃ কেলি করিতেছে। স্ফটিক, মণি তুল্য শুভ্রবর্ণ কলহংস ও সারসীগণ সুস্বরে গান করিতেছে। কোথায় পুষ্পমঞ্জরীধারিণী নানাপুষ্পসুশোভিত সুগন্ধ মনোহর লতা সকল বৃক্ষাগ্রভাগ অলঙ্কৃত করিয়াছে। কোন স্থানে কেতক, অশোক, পুন্নাগ, তিলক, অর্জ্জুন, চূত, নীপ, কদম্ব, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, শাল্মলী, পাটলী, বেতস, হরিদ্রক, শাল, তাল, পিয়াল ও মনোহর চম্পক এবং অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষসমুদায় বিরাজমান রহিয়াছে। কোথাও প্রজ্বলিত হতাশনতুল্য প্রভাশালী স্কন্ধযুক্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বহু তালপ্রমাণ উন্নত বিক্রম কৃষ্ণ, কোথাও অঞ্জনবর্ণ অশোক, পর্ণাশ ও বঞ্জুলক বৃক্ষ শোতা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোথাও বা বরুণ, বৎসনাত পনস, চন্দন, নীল, সুমনা, পীত, অশ্বত্থ, তিন্দুক, প্রাচীন আমলকী, লোধ্র, মল্লিকা, ভদ্রদারু, আম্রাতক, জম্বু, লকুচ, শৈলবালুক, সর্জ্জরস, কুন্দুরু, পুন্নাগ, কুটজ, রক্তকুবরক, নীপ ও অগুরু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। কোথাও কদম্ব,কামরাঙা, দাড়িম, বীজপূরক, কালীয়ক, দুকূল, হিঙ্গু, তৈলপর্ণী, খর্জ্জুর, নারিকেল, চর্ম্মবৃক্ষ, হরীতকী, মধুক, সপ্তপর্ণ, বিল্ববৃক্ষ বিদ্যমান আছে। কোথাও লতাবৃত গুল্ম এবং ফলপুষ্পোশোভিত নানা প্রকার লতা শোভমান হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ কুসুম সুশোভিত ফলভারাবনত অগণ্য মহীরুহগণ চতুর্দ্দিকে বিরাজমান আছে। তাহাদের অগ্রশাখায় নানাদিক্‌দেশ হইতে চকোর, শতপত্র মত্তকোকিল ও সারিকা প্রভৃতি রক্ত পীত অরুণবর্ণ পক্ষিগণ আসিয়া উপবেশন করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

২৩১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সভা মধ্যে উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু এক অতি উৎকৃষ্ট দিবাকরসদৃশ সমুজ্জ্বল আস্তরণ সংবৃত লম্ব পরিমিত দিব্য সিংহাসনে আসীন রহিয়াছে। দিব্যগন্ধ সুশীল পবিত্র সমীরণ তাহার চতুর্দ্দিকে মন্দ মন্দ সঞ্চয় করিতেছে। দেবতা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশুদ্ধ তান লয় সহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, সৌরভেয়ী, সমীচী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা, উর্ব্বশী এবং অন্যান্য নৃত্যগীত বিশারদ সহস্র সহস্র অপ্সরোগণ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর মনোরঞ্জন করিতেছে। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুও দিব্যকুল, বিচিত্র বস্ত্রাভরণে অলঙ্কৃত ও সহস্র পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট আছে। বরলব্ধ অন্যান্য দৈত্যগণ সেই মহাবাহু হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেছে, তন্মধ্যে বিরোচন পুত্র বলি, নরক, পৃথিবীঞ্জয়, প্রহ্লাদ, বিচিত্তি, মহাসুর গর্ব্বিষ্ঠ, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, সুনতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, সুরূপ, মহাবল বিরূপ, দশগ্রীব, বালী, মহাবল মেঘবাসা, ঘটাভ, বিকটাভ, সংহ্রাদ, ইন্দ্রতাপন ইহারাই প্রধান। এই সমুদায় দৈত্যদানবগণ সকলেই ভাস্করকুণ্ডলধারী, সকলেরই গলদেশে মালা, সকলেই বাগবিতণ্ডায় বিলক্ষণ পটুতা প্রদর্শন করিতেছে, সকলেই পূর্ব্বাচরিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠানবলে বরলাভ করিয়াছে, সকলেই শূরলক্ষণাক্রান্ত, সকলেই মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এই সমুদায়

এবং অন্যান্য বহুতর দৈত্যদানবগণ দিব্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ সর্ব্বদা সমুদ্যত রহিয়াছে। কেহ কেহ সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় গমনাগমন করিতেছে। ফলতঃ ইহাদের আভরণ কি বসন, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি কবচ, কি ধ্বজ, কি বাহন সকলই বিচিত্র। বিশেষতঃ সেই হিরণ্যমুকুটধারী পর্ব্বত প্রমাণ দানবগণের বাহুলগ্ন কেয়ুর দর্শন করিলে ইন্দ্র ধনুরই ভ্রান্তি জন্মে। সভাগৃহের স্বর্ণবেদিকা সকল বিচিত্রমণি এবং নির্ম্মল হীরকখণ্ডদ্বারা খচিত এবং উহার রুচির গবাক্ষ সমুদায় গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত। ভগবান্ নরসিংহরূপী নারায়ণ সেই সভাসমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট নির্ম্মল সুবর্ণহারবিভূষিত দিনকর-কর-ভাস্বর অসংখ্য দৈত্যসেবিত দিতিতনয় হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

২৩২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় সেই মহাবাহু আকুঞ্চিত কেশর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি ভগবান নৃসিংহদেবকে ভীষণ কালচক্রের ন্যায় সমাগত, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ কহিতে লাগিল, হায় কি চমৎকার শঙ্খ, কুন্দ ও ইন্দু, বিনিন্দিত রূপ! এমন বিচিত্র রূপ ত' কখন দেখি নাই। এই কথা বলিয়া সকলেই বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া এক দৃষ্টে সেই নরসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। এই সময়ে হিরণ্যকশিপুর পুত্র বীর্য্যবান্ প্রহ্লাদ দিব্যচক্ষুতে সেই সমাগত দেবমূর্ত্তি ক্ষণকাল দর্শন করিয়া দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি দৈত্যদিগের আদি; আপনার নিকটে বলিতে কি, এরূপ অপূর্ব্ব নরসিংহ মূর্ত্তি ত' আর কোনকালে দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই। ইহাঁকে দর্শন করিয়া অবধি আমার মন যেন বলিয়া দিতেছে, ইনি কোন অব্যক্ত দিব্য প্রভাবশালী, ইহা হইতেই আমাদের দৈত্যকুল বিনষ্ট হইবে। এই মহাত্মার শরীরে কি দেবতা, কি সাগর, কি নদী, কি হিমালয়, কি পারিপাত্র, কি অন্যান্য কুলাচল, কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র, কি আদিত্য, কি অগ্নি, কি ধনদ, কি বরুণ, কি যম, কি শচীপতি ইন্দ্র, কি মরুগণ, কি গন্ধর্ব্ব, কি তপোন ঋষিগগ, কি নাগ, কি যক্ষ, কি পিশাচ, কি ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ, সমস্তই সন্দর্শন করিতেছি। ইহাঁর ললাটদেশে স্বয়ং ব্রহ্মা ও পশুপতি প্রতিভাত হইতেছেন। মহারাজ! অধিক কি বলিব, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে যেমন সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই নরসিংহ শরীরে কি স্থাবর, কি জঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়, কি আপনি, কি আমি, কি এই সমস্ত দৈত্যগণ, কি শত শত বিমান, কি এই সভা, এমন কি সমস্ত ত্রিভুবন ও শাশ্বত লোকধর্ম্মপর্য্যন্ত সমস্তই লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, গ্রহগণ, যোগগণ, মহী, নভোমণ্ডল, উৎপাতকাল, ধৃতি, স্মৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম, তপ, দম, মহানুভব সনৎকুমার, বিশ্বদেবগণ, বসুগণ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, মোহ ও পিতৃগণকেও দেখিতে পাইতেছি।

২৩৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দনুজাধিপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত অনুচর দানবগণকে আদেশ করিল, তোমরা এই অপূর্ব্বমূর্ত্তিধারী সিংহকে শীঘ্র ধারণ কর। যদি তাহাতে কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হয় তবে উহাকে একেবারেই বধ কর। দানবগণ এই বাক্য শ্রবণমাত্র হৃষ্টচিত্তে মহা আস্ফালনপূর্ব্বক ভীমবিক্রম মৃগেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। তদ্দর্শনে মহাবল নৃসিংহ ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া তদীয় সভা একবারে ভয় করিয়া ফেলিলেন। সভা ভগ্ন হইলে অদ্ভুতবিক্রম হিরণ্যকশিপু স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্ব-শস্ত্র শ্রেষ্ঠ অতি ভয়ঙ্কর দণ্ডাস্ত্র, অত্যুগ্র কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ধর্ম্মচক্র, অপরাভূত মহাচক্র, ইন্দ্রচক্র, ভীষণ ঋষিচক্র, ত্রৈলোক্যসংহারক মহৎ পিতামহচক্র, বিচিত্রাশনি, শুষ্কাশনি, আর্দ্রাশনি ভয়ানক শূল, কঙ্কাল, মুষল, ব্রহ্মশিরনামক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ঐষিকাস্ত্র, ইন্দ্রাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শৈশিয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, কাপালাস্ত্র, কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিহত শক্তি, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শিরোনামাস্ত্র, শিশিরপ্রভ সোমাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, অপরাজিত অদ্ভুত সর্পাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভন, পাতন ও অতি দারুণ ত্বাষ্ট্রস্ত্র এবং অন্যের ক্ষোভকারী কিন্তু স্বয়ং অক্ষোভ্য মহাবীর্য্য মুদ্গর, মুগ্ধকর মায়াময় সংবর্ত্তাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, অতি প্রিয় আনন্দকর অসি প্রস্বাপন, প্রমথন, ও বরুণাস্ত্র। অপ্রতিহতগতি পাশুপত অস্ত্র। এই সমুদায় অস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধাস্ত্র নরসিংহের উপর প্রদীপ্ত হুতাশনের উপর ঘৃতাহুতির ন্যায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গ্রীষ্ম সময়ে সূর্য্য যেমন হিমাচলের কিরণবর্ষণ করিয়া তাহাকে সমাচ্ছন্ন করেন, তদ্রূপ অসুরপতিও প্রদীপ্ত অস্ত্রবর্ষণে সিংহরূপী হরিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাগর যেমন মৈনাক পর্ব্বতকে জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে সেইরূপ দৈত্যগণের সৈন্যসাগর অমর্ষ পবনে উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে নৃসিংহদেবকে একবারে আপ্লাবিত করিল। তাহারা প্রাস পাশ, খড়্গ, গদা, অসি, মুষল, বজ্র, অশনি, শিলা, মহান, মুদগয়, কূটপাশ, শূল, উলূখন পর্ব্বত, প্রদীপ্ত শতঘ্নী ও দারুণ দণ্ডাস্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে হরিকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অতিবীর্য্য মহাত্মা হরি তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। দানবগণ সমুদ্যত বাহুদণ্ডে পাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের বজ্র ও অশনির ন্যায় অতি বেগে আসিয়া চতুর্দ্দিকে নৃসিংহকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ত্রিশীর্ষ নাগ শিশুগণ চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে ; সুবর্ণমালালঙ্কৃত দানবগণ চীনবসন পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মুক্তামালায় সুসজ্জিত করাতে বিশালপক্ষ হংসের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। আর কতকগুলি বায়ুতুল্য পরাক্রমশালী সৈন্যগণের মুকুটবিভূষিত শিরোদেশে কেয়ুর, মাল ও বলয়প্রভায় প্রতিভাত হইয়া প্রভাতকালীন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভ ধারণ করিল। পাদপ পরিবৃত ভূধর যেমন ধারাবর্ষী জলধরপটলে আচ্ছন্ন হইলে ঘোরতিমিরময় হইয়া উঠে, সেইরূপ দৈত্যসেনাগণের নিরন্তর প্রক্ষিপ্ত প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভগবান নৃসিংহদেবও একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। মহাবল দৈত্যসেনাগণ সমবেত হইয়া এইরূপে ঘোরতর অস্ত্রজালে ব্যথিত করিলেও প্রতাপশালী ভগবান্ নারায়ণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না বরং হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন অগ্নিতুল্য তেজস্বী দিতিসুতগণ তাঁহার সেই নৃসিংহ মূর্ত্তিতে একান্ত ভীত হইয়া বায়ুবশে সাগরোত্থিত উর্ম্মিমালার ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহাদের

শরীর উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; তখন মহাসুরগণ সকলে একস্থানে উপস্থিত হইয়া শত শত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অতিবেগবান্ যুগান্তককল্প বাণসমুদায় নৃসিংহের উপর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

২৩৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সমুদায় দৈত্যগণের মধ্যে কাহার মুখ খরাকৃতি, কাহার মুখ মকরাকার, কাহার মুখ সর্পের ন্যায়, কেহ কেহ বানরমুখ, কেহ বরাহমুখ, কাহার মুখ নবদিত অর্ক সদৃশ, কাহার মুখ ধূমকেতুর ন্যায়, কেহ কেহ অর্দ্ধচন্দ্র মুখ কেহ বা অগ্নিমুখ, কেহ হংসমুখ, কেহ কেহ কুক্কুটাস্য, কেহ ব্যাদিতাস্য, কেহ পঞ্চাস্য, কেহ লেলিহান, কেহ কাকমুখ, কেহ গৃধ্রমুখ, কাহার জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, কেহ ত্রিশীর্ষ কেহ কেহ উল্কা মুখ আর কতকগুলি বলদর্পিত দানব মহাগ্রহ তুল্য। এইরূপ নানামুখ ও বিবিধ আকৃতিধারী দানবগণ সেই কৈলাসশিখরতুল্য অবধ্য মৃগেন্দ্রের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু কিঞ্চিমাত্রও ব্যথিত করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে মহাক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিত সর্পের ন্যায় পুনরায় মৃগেন্দ্রবক্ষে ঘোরতর শরপাত করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। যেমন খদ্যোতকুল আকাশে উত্থিত হইয়া পর্ব্বত শরীরে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ দানবশরসমুদায়ও মৃগেন্দ্র শরীরে লীন হইয়া গেল। অনন্তর তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া শত শত চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত চক্রাস্ত্র উচ্চ আকাশে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণ যুগপৎ সমুদিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান নৃসিংহ ঐ সমুদায় পাবকার্চ্চিসদৃশ প্রজ্বলিত চক্রাস্ত্র সকল একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। যৎকালে ঐ সমুদায় চক্রাস্ত্র তাঁহার মুখবিবরে প্রবেশ করে তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ মেঘোদরমধ্যে বিলীন হইতেছে।

মহারাজ! এই ব্যাপার দর্শনে দৈত্যবর হিরণ্যকশিপু স্বয়ং এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিল। ঐ শক্তি হুতাশন ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া নৃসিংহদেব একমাত্র ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনিতে তাহাকে চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই শক্তি এইরূপে মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহকৃত এক প্রকাণ্ড উল্কা আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। ঐ সময় নৃসিংহদেব কতকগুলি নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে উহার দূর হইতে নীলোৎপলদলের মালার ন্যায় উজ্জ্বল দর্শন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। প্রবলবায়ু যেমন তৃণাগ্র সমুদায় দূরে অপসারিত করে তদ্রূপ নৃসিংহদেব বিক্রম প্রকাশ করিয়া গর্জ্জন করিবামাত্র সমস্ত দৈত্যসৈন্য একবারে উৎসারিত হইল। অনন্তর দৈত্যগণ আকাশপথে উত্থিত পর্ব্বতপ্রমাণ শিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই শিলাবর্ষণ দশদিকব্যাপ্ত খদ্যোতকুলের ন্যায় তাঁহার গাত্রে নিপতিত

হইতে লাগিল। ধারাধরগণ যেমন সলিলবর্ষণ দ্বারা রজত পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে দৈত্যগণ শিলাবর্ষণ দ্বারা সেইরূপ অরিন্দম মৃগেন্দ্রকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমুদ্রগণ যেমন মহাবেগে আক্রমণ করিয়া মন্দরগিরিকে বিচলিত করিতে পারে না তদ্রূপ দৈত্যগণ প্রাণ পণে চেষ্টা করিয়া সেই দেবদেব নৃসিংহদেবকে বিচলিত করিতে পারিল না। শিলাবর্ষণ নিস্ফল হইলে দৈত্যগণ মুষলধারায় জলবর্ষণ আরম্ভ করিল। এই সলিলধারা বর্ষণে কি দিক্ কি বিদিক্ কি নভোমণ্ডল সর্ব্বস্থান আচ্ছন্ন করিয়া উঠিল। তৎকালে ঐরূপ ধারাবর্ষণের সহিত ঘোরতর প্রবলবায়ুও বহিতে লাগিল সুতরাং জগতে যেন আর কিছুই জ্ঞাতব্য রহিল না। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানেই ধারা সংযোগ হইল। কিন্তু নৃসিংহদেবকে স্পর্শও করিতে পারিল না। কারণ সেই মৃগেন্দ্ররূপী ভগবানের মায়াবলে তাঁহার মস্তকের উপর মেঘের সম্পর্ক ছিল না; কেবল তাঁহার পার্শ্বদেশে অনবরত বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে অশ্মবর্ষ নিবারিত ও জলবর্ষণ বিশোষিত হইলে দানবগণ মায়াবলে বায়ুচালিত ঘোরতর অগ্নির সৃষ্টি করিল। ঐ মহাভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত হুতাশন চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়া আকাশপথে আগমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে মহাবল দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক এই অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভীষণ অগ্নিও অপ্রতিমতো নারায়ণকে দগ্ধ করিতে পারিল না। দ্যুতিমান্ সহস্রলোচন ইন্দ্রই মেঘগণকে প্রেরণ করিয়া জলবর্ষণ দ্বারা ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। অনলমায়াও ব্যর্থ হইল দেখিয়া দানবগণ যুদ্ধকালে পুনরায় মায়া বিস্তার করিয়া ঘোর তিমিরের কল্পনা করিল। ঐ তিমির প্রভাবে চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। তখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র ভগবান নৃসিংহদেবই স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দানবগণ দেখিতে লাগিল তাঁহার ললাটদেশে ত্রিশিখা ভ্রুকুটি ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

২৩৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সমস্ত নিহত হইয়া গেলে দৈত্যগণ নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল। হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রোষারুণিতনেত্রে যেন সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল; সাগর সমুদায় ক্ষুব্ধ হইল, সকানন ভূধরগণ বিচলিত হইতে লাগিল; সমুদায় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘোর উৎপাত ও ভয়সূচক আবহ প্রবহাদি সপ্তবিধ বায়ু তীব্র বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল গ্রহগণের উদয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আকাশমণ্ডলে সমুদিত হইয়া মহা আহ্লাদে পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। নিশাকর অতিচারী হইয়া যোগবিশেষে মিলিত হইয়া গ্রহ নক্ষত্রগণের সহিত গগনমার্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । ভগবান্ দিবাকর একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। রাহুগ্রহ তৎকালে অদৃশ্য থাকিলেও নভস্তলে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিল। গগনবিহারী ভগবান্ সূর্য্য অসিতবর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর ধূমশিখা উদ্গিরণ করিতে

লাগিলেন। সোম দেবের উপরিভাগে যে সপ্তসূর্য্য বিদ্যমান আছেন; তাঁহারাও ঘোর তিমিরবর্ণ আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। ইহার বামে ও দক্ষিণে শুক্র এবং বৃহস্পতি সমুদিত হইলেন। শনৈশ্চর মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বালার্কসদৃশ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিলেন। যুগান্তকর গ্রহগণ সুমেরু গিরির কনক শৃঙ্গে যুগপৎ আরোহণ করিলেন। নক্ষত্রগণবেষ্টিত চন্দ্রমা সপ্তগ্রহে পরিবৃত হইয়া চরাচর বিনাশের নিমিত্ত রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে সমুদিত হইলেন। রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করিয়া উল্কা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। ঐরূপে আহত উল্কা সমুদায় প্রজ্বলিত ও ঘোরদর্শম হইয়া চন্দ্রের উপর পতিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও শোণিত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। পতনকালে বিদ্যুতের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া অতি কঠোরতর বজ্র ধ্বনি আরম্ভ করিল। পাদপগণ অকালে পুষ্প ফল প্রসব করিতে লাগিল। লতা সমুদায়ও অকালে ফলবতী হইয়া দৈত্যক্ষয় সূচনা করিতে লাগিল। ফলের উপর ফল ও পুষ্পের উপর পুষ্প সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। দেব প্রতিমা সকল কখন উন্মীলিত, কখন নিমীলিত, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন বা বিলাপ করিতে করিতে কখন ধূমোদ্গিরণ কখন অগ্ন্যুদিগরণপূর্ব্বক যুগান্তকাল বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। কি গ্রাম্য কি বন্য মৃগপক্ষিগণ মিলিত হইয়া ভৈরবনাদে চীৎকার করিতে লাগিল। নদী সমুদায় কলুষমলিনা হইয়া প্রতিকূলবেগে বহিতে লাগিল। দিক্ সকল রক্তবর্ণ রেণু দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আবিল হইয়া উঠিল। পূজার্হ বনস্পতিগণ পূজাপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া বায়ুবশে নিহত ভগ্ন ও শায়িত হইতে লাগিল। লোকক্ষয়কর সূর্য্য অস্তাচলাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও প্রাণিগণের ছায়া পরিবর্ত্তিত হইল না। তৎকালে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর গৃহের উপরিভাগে, ধনাগারে ও অস্ত্রাগারে মদ্য বর্ষণ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ আয়ুধাগারের সমুদায় স্থান ধূমপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন হিরণ্যকশিপু এই সমুদায় মহোৎপাত অবলোকন করিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন! কি নিমিত্ত এই সমস্ত মহোৎপাত উপস্থিত হইল; শুনিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে মহাসুর! যে নিমিত্ত এই সমুদায় অতি ভীষণ মহোৎপাত লক্ষিত হইতেছে উহা আমি বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর; হে দৈত্যেন্দ্র! যে রাজার অধিকারে এই সমুদায় উৎপাত উপস্থিত হয়, হয় তাহার রাজ্য নাশ অথবা রাজা স্বয়ংই নিহত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক এরূপ কার্য্য কর যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে; এই সমুদায় লক্ষণ দর্শনে আমার বোধ হইতেছে অচিরাৎ তোমার ঘোর অনিষ্ট সংঘটন হইবে, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। শুক্রাচার্য্য দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলিয়া তোমার মঙ্গল হউক এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! শুক্রাচার্য্য গমন করিলে দৈত্যপতি একান্তে আসীন হইয়া ব্রহ্মবাক্য অনুস্মরণপূর্ব্বক অতি দীনভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল এবং মনে মনে কহিতে লাগিল, এই যে ঘোরতর উৎপাত দেখিতে পাইতেছি, উহা আমাদেরই অসুরকুল বিনাশ ও সুরগণের বিজয়ের নিমিত্তই কাল প্রেরিত হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। এইরূপ

চিন্তার পরেই হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া ওষ্ঠ দংশন ও গদা গ্রহণপূর্ব্বক তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল। তখন তাহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। নাগেন্দ্রগণ ও ভয়বিহ্বল চিত্তে মহীধর পৃষ্ঠ হইতে স্খলিত হইতে লাগিল, নাগগণ বিষজ্বালাকুল বক্ত্র হইতে অগ্নি উদগীরণ করিতে লাগিল। চতুঃশীর্ষ, পঞ্চশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ পন্নগগণ এবং বাকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলাপত্র, কালিয়, বীর্য্যবান মহাপদ্ম, সহস্রশীর্ষধারী নাগ, হেমতালধ্বজ শেষ, অনন্ত ও মহীপাল ইহারা স্বভাবতঃ নিষ্কম্প হইলেও দৈত্যরাজভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। যে সমস্ত ধরণীধর জলমধ্যে থাকিয়া চতুর্দ্দিকে পৃথিবীকে ধারণ করিতেছে, তাহারাও কম্পিত হইয়া উঠিল। পাতালতলবাসী সলিলরাশি, যাহারা কোনকালে বিচলিত হয় না, তাহারাও সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গবেনা, মহাভাগা, গোদাবরী, চর্ম্মণ্বতী, নদনদীপতি সিন্ধু, স্ফটিকমণির ন্যায় স্বচ্ছসলিলশোণ, স্রোতস্বিনী নর্ম্মদা, বেত্রবতী, গোকুল পরিবৃতা গোমতী, সরস্বতী, মহী, কালমহী, পুষ্পবাহিনী তমসা, ইক্ষুমতী, মহানদী দেবিকা, বিবিধ রত্নবিভূষিত জাম্বুনদ, সুবর্ণাকরমণ্ডিত সুবর্ণ কুড্য ও শৈলকাননবিভূষিত মহান লৌহিত্য প্রভৃতি নদ নদীগণও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কৌশিক, রজতাকরবিশিষ্ট দ্রবিড়, মহাগ্রামসম্পন্ন মগধ, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, পহল, বিদেহ, মালব ও কাশি কোশল প্রভৃতি দেশসমুদায়ও কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ! বিনতানন্দন সুপর্ণের কৈলাস শিখরের ন্যায় অত্যুচ্চ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল। রক্তসলিল লৌহিত্য সাগর এবং শ্বেতমেঘ সদৃশ শুভ্রবর্ণ ক্ষীরোদ সমুদ্রও মহাবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে পর্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণবেদিকা সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ধারাধরগণ যাহাকে সতত সেবা করিতেছে, যাহাতে সূর্য্যকিরণের দীপ্যমান সুবর্ণময়শাল তাল তমাল এবং পুষ্পিত কর্ণিকার প্রভৃতি পাদপশ্রেণী বিরাজমান রহিয়াছে, সেই শতযোজন সমুন্নত উদয়াচল ধাতুমণ্ডিত অয়োমুখনামা বিশাল পর্ব্বত এবং তমালবৃক্ষ পরিবৃত সুগন্ধময় মলয়গিরি পর্য্যন্তও কম্পিত হইয়া উঠিল। সুরাষ্ট্র বাহ্লীক মদ্র, আভীর ভোজ, পাণ্ড্য, অঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্তক, ঔড্র, পৌণ্ড্র, বামচূল, কেরল প্রভৃতি দেশবাসীগণ এবং অপ্সরোগণে সহিত দেবগণও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধ-চারণ-সেবিত বিবিধ বিচিত্র বিহগকুল, কুসুমিত লতা ও বৃক্ষরাজি সুশোভিত পরম মনোহর অগস্ত্যভবন, যাহার স্বর্ণময় শৃঙ্গে অপ্সরোগণ বাস করেন, যে পর্ব্বত সাগরভেদ করিয়া সজল শরীরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে সকলেই মনে করিয়াছিল, যে চন্দ্র সূর্য্যের সহিত প্রিয়বয়স্যভাব স্থাপন করিবার নিমিত্তই শিখরভাগ দ্বারা গগনতল নির্ভেদপূর্ব্বক অতি উচ্চ গগণে সমুত্থিত হইলে সেই পরম শোভাকর প্রিয়দর্শন পুষ্পিতক পর্ব্বত চন্দ্র সূর্য্যের ময়ূখমালার ন্যায় দীপ্যমান, সাগরসলিলসমাবৃত শতযোজন বিস্তৃত পরম সুন্দর বিদ্যুত্বান্ পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে নিরন্তর বিদ্যুম্মালার সম্পাত হইতেছে। যাহাতে বৃষভগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, সেই শ্রীমান ঋষভ পর্ব্বত অগস্ত্যভবনের ন্যায় প্রকাণ্ড কুঞ্জর পর্ব্বত, বিশালরথ্যা অতি দুর্গম্য নাগপুরী এবং রসাতলবাহিনী ভোগবতীও কম্পিত হইয়া উঠিল। মহামেঘগিরি পারিযাত্র গিরি, চক্রবান গিরি, বরাহ গিরি স্বর্ণময় প্রাগজ্যোতিষ নগর, যাহাতে দুর্দ্দান্ত অসুরপতি নরকাসুর বাস করিত; মেঘগম্ভীরধ্বনি পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ মেঘনামা বিশালগিরি, এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে যষ্টিসহস্র পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। বালার্কসদৃশ দেবনিলয় মহাগিরি সুমেরু, হেমশৃঙ্গ

নামক মহাশৈল, মেঘসখ গিরি এবং যাহার কন্দর দেশে যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত বাস করে, যাহাতে বিটপিশ্রেণী পুষ্পফলে সুশোভিত পরম মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে; সেই শৈলেন্দ্র কৈলাসও বিচলিত হইয়া উঠিল। কাঞ্চনসরোজবিরাজিত বৈখানস সরোবর হংসমালাকুল মানস সরোবরও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল; সরিদ্বরা কুমারীও অস্থিরপ্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত, মন্দরগিরি, ইহাকে সর্ব্বদা তুষারমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়; ঊষীরবীজ গিরি, মহেশ্বরাধিষ্ঠিত অদ্রিরাজ হিমালয়, প্রজাপতির আবাস ভূমি পুষ্কর পর্ব্বত, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চগিরি, সপ্তর্ষিশৈল, ধূমবর্ণ পর্ব্বত এই সমস্ত ও অন্যান্য অচলশ্রেণী কম্পিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তৎকালে হিরণ্যকশিপুর ক্রোধে কি নদী, কি সাগর, কি কপিলদেব, কি ব্যাঘ্রনামা মহীপুত্র, কি খেচর, কি পাতালবাসী নিশাপুত্রগণ, কি অঙ্কুশাস্ত্রধারা অতি ভীষণ উর্দ্ধগামী বেগবান্ মেঘনামা রুদ্রগণ সকলেই কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

২৩৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মহাবলশালী মরুদ্গণ সকলে সমবেত এবং সূর্য্য সম তেজঃপুঞ্জকলেবর মৃগেন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; তন্মধ্যে লোকয় নিমিত্ত ব্যথিতহৃদয় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভগবান নৃসিংহদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দেব! এই লোকনাশন দুরাচার দুষ্টমতি দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করুন। হে দৈত্যনাশন! তুমি ব্যতীত ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এমন লোক জগতে আর কেহই নাই। অতএব লোকহিতের নিমিত্ত ইহাকে বিনাশ করিয়া ত্রিলোকের শান্তি বিধান করুন; তুমি ভিন্ন শরণ্য আর কেহই নাই, কোনকালে যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।

রাজন! দেবাদিদেব নারায়ণ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি গভীর ধ্বনিতে সিংহনাদ করিলেন। মহাত্মা মৃগেন্দ্রের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণের মন ও হৃদয় বিপাটিত হইল। পরক্ষণেই তদীয় অনুচর ক্রোধবশগণ, কালকেয়গণ, বৈগলেয়গণ, বীর্য্যবান্ সৈংহিকেয়গণ, ভয়ঙ্কর শব্দায়মান সংহ্রদীয়গণ, বিদ্বেষগণ, ব্যাঘ্রলোচন ক্ষিতিকম্পন মহীপুত্র কপিলগণ, পাতালতলবাসী খেচর, নিশাপুত্রগণ, মেঘনির্ঘোষ, অঙ্কুশাস্ত্রধারী উর্দ্ধগামী, ভীমবেগ, ভীষণকর্ম্মা, অর্কলোচন অন্যান্য দৈত্যগণ এবং মেঘের ন্যায় ঘোর আকৃতি, বেগ, গর্জ্জন ও দ্যুতিধারী দৃপ্ত অসুর হিরণ্যকশিপু শূল বজ্র হস্তে নৃসিংহের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন নৃসিংহরূপী ভগবান নারায়ণও একমাত্র ওঙ্কারসহায়ে উল্লম্ফন প্রদানপূর্ব্বক ভীষণ নখর প্রহারে দৈত্যপতির হৃদয় বিদারণ করিয়া সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন।

মহারাজ! ভীষণশত্রু দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে কি পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক কি আকাশ ও আকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি গণ, কি দিক্, কি নদী, কি শৈল, কি মহার্ণব, সমস্তই প্রসন্নতালাভ করিল।

২৩৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দেবতা, ঋষি ও তপোধনগণ মহা আনন্দে দেবাদিদেব সনাতন বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে দেব! তুমি লোকহিতের নিমিত্ত এই যে নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলে, পরমার্থদর্শী মহাত্মগণ তোমার এই মূর্ত্তিকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবেন এবং মুনিগণ সমস্ত লোক ও সমস্ত জীবপ্রবাহমধ্যে তোমার এই মৃগেন্দ্রমূর্ত্তি প্রখ্যাপিত করিয়া গান করিতে থাকিবেন। হে বিভো! আমরা তোমারই প্রসাদে পুনরায় স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলাম। দেবগণ এই কথা বলিলে ব্রহ্মা পরম প্রীত হইয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তুমি অক্ষর, অব্যক্ত অচিন্ত্য, পরমগুহ্য, কূটস্থ, সনাতন, অনাময়, আদি পুরুষ। সাংখ্যযোগে তোমার যেরূপ তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তাহা তুমিই জান। তুমি মায়াময় শাশ্বত পুরুষ। তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, তোমা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; তুমি আমাদের আত্মা, তুমি আমাদের প্রভু, সুতরাং আমরাও তুমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমার মূর্ত্তিই চতুর্ব্বেদরূপে চতুর্ধা বিভক্ত; তুমি সর্ব্ব লোকগুরু, তুমিই প্রভু। তুমি চতুর্যুগসহস্রের কর্ত্তা, তুমি সর্ব্বলোকান্তকারীরও অন্তক। তুমি চাতুর্হোত্র যজ্ঞ, তুমি চতুরাত্মা, তুমিই সনাতন; তোমা হইতেই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠালাভ করে। তোমার বল ও পৌরুষের ইয়ত্তা নাই। কপিল প্রভৃতি যতিগণের তুমিই একমাত্র গতি; তোমার আদি অন্ত ও মধ্য নাই, তুমি সকলের আত্মা, তুমিই পুরুষোত্তম। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি সংহর্ত্তা তুমিই ভূতভাবন। তুমি ব্রহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি মহেন্দ্র, তুমি বরুণ, তুমি যম, তুমি কর্ত্তা, তুমি বিকর্ত্তা। পরাসিদ্ধি, পরমদেব, পরমমন্ত্র, পরম তপস্যা, পরম ধর্ম্ম ও পরম যশ, এ সমুদায়ই তুমি। তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ; পরম শরীর, পরমধাম, পরমযোগ, পরমাবাণী, পরমরহস্য, পরমাগতি, পরমসত্য, পরমহবি, পরমপবিত্র, পরমমার্গ, পরমযজ্ঞ এবং পরমহোত্র এ সমস্তই তুমি এবং তুমিই সর্ব্বাগ্রগণ্য পরম পুরুষ। তুমি পরাৎপর, তুমি পরম পদ, তুমি পরমপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি পরম দেবতারও পরম দেবতা, তোমা অপেক্ষা প্রভু আর কেহই নাই। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমিই পরমতত্ত্ব, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধাতারও ধাতা, লোকে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্বোৎকৃষ্ট যশ, তুমিই পরমারাধ্য পবিত্র বস্তু; তোমাকেই সকলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি পরমগুহ্য তুমি পরমমন্ত্র। তুমি পরম যোগ দ্বারা গুপ্ত এবং তুমিই সর্ব্বপ্রধান পুরাতন পুরুষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছ।

মহারাজ! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে দেবাদিদেব নারায়ণের স্তব করিয়া স্বীয় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তদনন্তর সূর্য্যধ্বনি ও অপ্সরোগণের নৃত্য গীত শেষ হইলে সেই অব্যক্ত প্রকৃতি গরুড়ধ্বজ দেব নারায়ণ নরসিংহ রূপ পরিত্যাগ এবং স্বীয় পুরাতন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অষ্টচক্র অতিপ্রদীপ্ত ভূতবাহন রথে; ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলস্থ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! এইরূপে নৃসিংহদেব দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুকে পূর্ব্বকালে বিনাশ করিয়াছিলেন।

২৩৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকটে নরসিংহাবতারের কথা উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে যে মূর্ত্তিতে অতি প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অতি মনোহর পরম সুন্দর বামনরূপ আশ্রয় করিয়া বলবান বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপাদবিক্রমে সমুদ্রসন অসংখ্য উর্ব্বীধর পরিবৃতা উর্ব্বীকে আত্মসাৎপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বামনাবতারের বিষয় পুনরায় বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! যিনি পুরাণে পুরাণাত্মা বিভু নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, যিনি পদ্মনাভ মহাবাহু লোকদিগের নিত্য সিদ্ধ প্রকৃতি, যিনি আদি অন্ত মধ্য রহিত, যিনি ত্রিলোকের আদিপুরুষ, যিনি সনাতন দেবদেব, যিনি দেবাধ্যক্ষ, যিনি কৃষ্ণ, যিনি লোকনমস্কৃত, যিনি হব্য কব্যের ভোক্তা, যিনি স্রষ্টা, তিনি আবার কিরূপে দেবমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অনুজ হইলেন? তিনি আবার কি জন্যই বা বামনত্ব লাভ করিলেন? এ বিষয়ে আমারও বিষম সংশয় ও মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে, অতএব আপনি তাহার অবতারের বিষয় বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাণ কবিগণ, ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই ঋষিগণপ্রশংসিত অপূর্ব্ব কথা এক্ষণে আমিও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মরীচিতনয় সুর গুরু প্রজাপতি কশ্যপের দুই ভার্য্যা ছিলেন। একের নাম অদিতি, দ্বিতীয়ের নাম দিতি। ইহার উভয়েই ভগিনী ছিলেন। অদিতির গর্ভে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশটী কশ্যপের পুত্র জন্মে। দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, হ্লাদ, সংহ্লাদ, জম্ভ ও অনুহ্লাদ এই পাঁচটী মহাবল পুত্র হয়। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। এই মহাতেজস্বী বলবান্ দৈত্যদিগের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশবিস্তার হইলে বহুসহস্র দৈত্যগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। নরসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে দেবকুল বিনাশ করিবার জন্য তাহারা বলিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিল। তাহারা দেখিল, বলি হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ধার্ম্মিক, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, শৌর্য্যশালী, অধ্যয়নাসক্ত, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, পরাবরার্থবিৎ, তত্ত্বদর্শী, তেজস্বী, ও কৃতজ্ঞ, তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সেই বিরোচন তনয় বলিকে দৈত্যধিপত্যে দিব্য অভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিল। এইরূপে সহাস্য বলি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক কাঞ্চনকলসপূর্ণ তীর্থ সলিল দ্বারা তাহাকে হিরণ্যকশিপুর পদে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর অতুলবীর্য্য বলি সিংহাসনে উপবেশন করিলে দানবগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং সকলে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি অবগত আছ যে, তোমার পিতা হিরণ্যকশিপু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে নিহত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সেই পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হে

সুসূদন! এক্ষণে তোমার সেই পিতামহ রাজ্য প্রত্যাহরণ কর; ইহাই আমাদের অভিলাষ। আমরাও প্রাণপণে তোমার সাহায্য করিব, তুমি স্বীয় অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সুখী হও। অতএব হে বিভো! তুমি এই সহস্র সহস্র অসুরগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে দেবপতি ইন্দ্রকে সগণে পরাজয় কর। তোমার মত অমিত বলবিক্রমশালী জগতে আর কেহ নাই। তুমি স্বীয় গুণে তোমার পিতামহের ন্যায় প্রভূত যশোলাভ করিতে পারিবে।

২৩৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অসামান্য বলশালী মহামতি দৈত্যপতি বলি তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা আহ্লাদপূর্ব্বক সমাগত অসংখ্য অসুরগণকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও; আমি অদ্যই সমস্ত জগৎ জয় করিব। বিরোচনতনয় বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানবগণ মহাড়ম্বরে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিল। বীর্য্যবান মহাপদ্ম, নিকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, কাঞ্চনাক্ষ, কপিস্কন্ধ, ব্যঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, সিতকেশ, ঊর্দ্ধবক্ত্র, বজ্রনাভ, শিখী, জটী, সহস্রবাহু, বিকচ, মীনাক্ষ, প্রিয়দর্শন, একাক্ষ, একপাদ, একমুণ্ড, বিদ্যুদক্ষ, চতুর্ভুজ, গজোদর, গজশিরা, গজগন্ধ, গজেক্ষণ, অষ্টদংষ্ট্র চতুর্দংষ্ট্র, মেঘনাদী, জলন্ধম, করাল, জ্বালজিহ্ব, শতাঙ্গ, শতলোচন, সহস্রপাত, কৃষ্ণমুখ, মহাসুর কৃষ্ণ, রণোৎকট, শৈলকম্পী, কুলাকুল, সমুদ্র, রসভ, চণ্ড, ধূম্র প্রিয়ঙ্কর, গোব্রজ, গোখুর, রৌদ্র, গোদন্ত, স্বস্তিক, ধ্রুব, মাংসপ, মাংসভক্ষক, বেগবান্, কেতু, শিবি, পঙ্কদিগ্ধশরীর, বৃহৎকীৰ্ত্তি, মহাহনু, সমপ্রভ, বিকুম্ভাণ্ড, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, শ্বেতশীর্ষ, চন্দ্রহনু, চন্দ্রহা, চন্দ্রতাপন, বিক্ষর, দীর্ঘকণ্ঠ, মদ্যপ, মারুতশাসন, কালকঞ্জ, মহাক্রোধ, শলভ, কুলভ, ক্রথ, সমুদ্রমথন, নাদী, মহাবল বিদর্ভ, প্রলম্ব, নরক, বালী, খসৃম, কাললোচন, বরিষ্ঠ, গবিষ্ঠ, ভূতলোন্মথন, বিভু, সুপ্রসাদ, কিরীটী, সূচীবক্ত্র, সুবাহু, খঞ্জবাহু, বরুণ, কলভোদর, সোমপ, দেবযাত্রী, প্রবর, বীরমর্দ্দন, শুশ্রূষু, চণ্ডশক্তি, কুশনেত্র ও শশিধ্বজ প্রভৃতি দানবগণের নাম আমার যতদূর স্মরণ হইল তাহারই উল্লেখ করিলাম। এতদ্ভিন্ন আরও মারীচির কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধন বহুতর দানবগণ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বহুসহস্র রথে আরূঢ় হইয়া চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল; তাহারা সকলেই দিব্যমাল্য, দিব্যবস্ত্র, দিব্য কবচ পরিধান এবং দিব্য অনুলেপন ও অত্যুচ্চ ধ্বজ ধারণ করিয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক স্যন্দনধ্বনিতে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া মহাবেগে নির্গত হইল। তাহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, সকলেই দিব্যাস্ত্রধারী, সকলেরই হস্ত ভুজঙ্গফণার ন্যায় ভীষণ, সকলেই দুর্জয় সকলেই দুর্দ্ধর্ষ সকলেই রক্তনেত্র। সেই চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিতুল্য বীর্য্যবান্ মহেন্দ্র বজ্রসদৃশ বেগশালী হরিৎ ও ধূম্রবর্ণ কেশকলাপধারী দৈত্যগণ যখন মহাবল পরাক্রান্ত অতিবীর্য্য কোটি রথসৈন্য পরিবৃত সহস্রবাহু বলিপুত্র মহারথ বাণকে অগ্রে করিয়া ঘোররবে গমন করিতে লাগিল; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন শরৎকালীন ঘোর ঘনঘটার ভীষণ নিনাদে দিকসমুদায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা সকলেই মায়াবী, সকলেই শূর, সকলেই অস্ত্রযোধী, সকলেই বর প্রসাদে বলমদোন্মত্ত, সকলেরই শরীরকান্তি কাঞ্চনশৈলের ন্যায়, সকলেরই পরিধান কৌশেয়বস্ত্র। কাহার মস্তকে উষ্ণীষ, কাহার মস্তকে কিরীট, কাহার

মস্তকে মুকুট; সকলেই দিব্যভূষণে ভূষিত, সকলেরই গাত্রে হিরণ্যকবচ, সকলেরই ধ্বজ পতাকা হিরণ্য নির্ম্মিত; সকলেই রথারূঢ় হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন শারদীয় আকাশে গ্রহগণ সমুদিত হইয়াছে। তাহারা প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সুবর্ণনিষ্ক পরিধান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত কিংশুক পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত অনুচরের মধ্যগত হইয়া প্রাবৃট্‌কালীন মেঘের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার রথ ত্রিনল্ব পরিমিত, উহা বিচিত্র অক্ষ ঈশা ও ধ্বজ দ্বয় দ্বারা সুশোভিত। উহার পত্র রচনাও অতি চমৎকার। রথের চতুর্দ্দিক সুবর্ণজালে আচ্ছাদিত এবং তাহার মধ্যভাগ গদা পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা পূর্ণ হইল। দৈত্যপতি বাণ শক্তি ও গদা হস্তে রথোপরি আসীন হইলে বালিখিল্বগণপরিবৃত সূর্য্যের ন্যায় অসংখ্য দৈত্যসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ ব্যাদিতানন পাঁচ জন সেনাপতিকর্ত্তৃক ঐ রথ রক্ষিত হইতে লাগিল। উহাদের নাম সুবাহু, মেঘনাদ, ভীমবেগ, গগনমূর্দ্ধা ও কেতুমান্।

মহারাজ! এইরূপে দৈত্যপতি বাণ তদীয় সুবর্ণরজতমতি পতগরাজ গরুড়াকৃতি ও জলদ গভীরধ্বনি রথে অবস্থান করিয়া সুরসৈন্যগণের সংহারার্থ সমুদ্যত হইয়া রহিল। ঐ সময়ে অনাযুষার পুত্র মহাসুর বল শতসহস্রভাস্বর রথে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং সহস্র ভল্লুকযযাজিত নীল লৌহময় বায়সধ্বজ দুর্জ্জয় রথে আরোহণ করিল। ঐ বল নামা অসুর নীলবসন পরিধান করিয়া বৈদূর্য্য পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই একার্ণব সদৃশ সৈন্যসাগরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রভাতকালে সমুদ্রস্থিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাহার মস্তকে কাঞ্চনতুল্য অত্যুৎ কৃষ্ট শোভাকর কিরীট বিদ্যমান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তড়িদ্‌গুণে অরুণবর্ণ শিখরপ্রদীপ্ত গিরিরাজই শোভা পাইতেছে। এদিকে নমুচি নামক মহাসুরও ষষ্টিসহস্র রথ লইয়া বহির্গত হইল। ঐ সমুদায় রথই মেঘরবানুকারী গর্দ্দভসংযুক্ত। রথিগণ সকলেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী; সকলেই বেগবান্ এবং মহাবল পরাক্রান্ত। অতিবীর্য্যশালী নমুচি স্বয়ং যে রথে আরোহণ করিয়াছিল উহা সর্ব্বরত্ন দ্বারা ভূষিত এবং সহস্র ব্যাঘ্রে সংযোজিত ছিল। অসুরেন্দ্রের শার্দ্দূল ধ্বজ হিরন্ময় রথ অন্যান্য রথমধ্যে স্থাপিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যে মধ্যাহ্নকালীন দিবসনাথই শোভা পাইতেছে। সেই ভীমবেগ মহাবল নমুচি নীলাম্বর পরিধানপূর্ব্বক শরাসন হস্তে করিয়া সাক্ষাৎ হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

তৎকালে ময়দানবও কিঙ্কিণীজালঘোষিত সুবর্ণপরিষ্কৃত ধ্বজপতাকাসমাযুক্ত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় এক রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। ঐ রথ চার চক্রযুক্ত; উহার আয়তন আটনল পরিমিত, উপরিভাগ স্বর্ণজালে মণ্ডিত এবং অন্যান্য অঙ্গ ব্যাঘ্র চর্ম্ম দ্বারা পরিবৃত। অসংখ্য ঈহা মৃগ উহাতে সংযোজিত ছিল। রথের রচনাবলীও অতি চমৎকার; উহাতে শত শত বাণপূর্ণ তূণীর, শক্তি, তোমর গদা, মুগ্দার এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত হইল। লম্বকেশর সহস্র ঋক্ষসংযুক্ত সিংহকেতন ঐ রথ সন্দর্শন করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন রজতগিরি শোভমান হইতেছে। ময়দানব ঐ রথে গমন করিতে আরম্ভ করিলে নির্ম্মল রজতবিন্দু সুশোভিত সুবর্ণজড়িত মণি সমুজ্জ্বল বিচিত্র রচনাযুক্ত অযুত শত সহস্র রথ তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

২৪০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! অনন্তর ঘোর তিমিরবর্ণ মহাদৈত্য পুলোমা শক্রুরথসংহারক এক লৌহময় রথে আরোহণ করিল। ঐ রথের আকার বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় এবং উহার সমস্ত অভ্যন্তরভাগ লৌহজালে আকীর্ণ। চলিতে আরম্ভ করিলে উহার চক্রনেমিধ্বনিতে যেন সমুদ্রও ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঐ রথ গদা পরিঘ খড়্গ তোমর পরশ্বধ, শক্তি মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয় যেন সজল জলধরে পরিপূর্ণ। উহাতে বায়ুসমবেগশালী সহস্র সহস্র উষ্ট্র সংযুক্ত ছিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ পুলোমা উহাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে সূর্য্যবর্ণ তেজঃ প্রদীপ্ত ষষ্টি সহস্র রথ উহার অনুসরণ করিল। সেই খড়্গ ধ্বজ মহারথে দৈত্যপতি অবস্থান করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন উদয়াচলে কিরণমালী সবিতাই সমুদিত হইয়াছেন। মহাত্মা পুলোমা সুবর্ণ খচিত মহা গদা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সৈন্য সাগরমধ্যে উচ্ছ্রিত শিখ ধূমকেতু উদিত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল হয়গ্রীব হয়গ্রীবাকৃতি মহা সুর ও শত সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া যে রথে আরোহণ করিল, উহার আকার ধারাধরের ন্যায় ঘোর তিমিরবর্ণ এবং উহা শক্রসৈন্য বিমর্দ্দন। সেই শ্বেতশৈলাকৃতি শুভ্রকুণ্ডলধারী মহারথ হয়গ্রীব যুদ্ধ বাসনায় ভয়ঙ্কর রথে অবস্থান করিলে। শ্বেতশৃঙ্গ অচলের ন্যায় শোভমান হইল। অতঃপর যখন দৈত্যপতির সেই নাগধ্বজ সপ্তচূড় বৈদূর্য্যমণি শোভিত প্রবাল খচিত রথ বেগে চলিতে আরম্ভ করিল তখন দেবেন্দ্রানুগামী দেবগণের ন্যায় শত শত মহাবীর্য্য মহারথ অসুরসৈন্য তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল।

এই সময়ে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীমান। প্রহ্লাদও এক দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইল। সর্ব্বমায়াধারী শত যজ্ঞানুষ্ঠাতা অনলার্চিসম তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রহ্লাদ রথারোহণ করিলে অসংখ্য রথ ও সৈন্য তাহার সাহায্যার্থ সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই অমিতবীর্য্য, সকলেই কুণ্ডলধারী, সকলেরই কণ্ঠধ্বনি দুর্দ্দিননাদী মেঘের ন্যায়। এই সমুদায় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া প্রহ্লাদ দেবগণ পরিবৃত সাক্ষাৎ ভগবান্ পিতামহের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। সেই মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম দৃপ্ত দানব সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থান করিলে সমস্ত সুরসৈন্যগণ তাহাকে অঙ্কুশবৎ দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দৈত্যপতি ধৈর্য্যগুণে অগাধ সমুদ্রের ন্যায়, শরীর তাহার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায়, তেজ তাহার ভাস্করের ন্যায় ক্ষমা তাহার পৃথিবীর ন্যায়। প্রহ্লাদ যখন তালধ্বজ সেই প্রদীপ্ত রথে সমরক্ষেত্রে গমন করিতে আরম্ভ করিল তখন শত শত দানবগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। এই অনুযাত্রিগণ সকলেই হিরণ্যকবচধারী, সকলেই রত্নভূষণে ভূষিত, সকলেই দিব্যাঙ্গরাগধারী এবং সকলেই সুবর্ণজড়িত বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি রচিত অঙ্গদ পরিধান করিয়াছে। ইহারা সকলেই রণোৎসাহী, কদাচ রণক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে। ইহারা স্ব স্ব রথে উপবেশন করিয়া আকাশস্থ মহাগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যস্থিত পরমধার্ম্মিক সত্য পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় অসূয়াশূন্য

অগ্নি, বায়ু, বরুণও মেঘতুল্য পরাক্রান্ত দৈত্যপতি প্রহ্লাদ সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।

অতঃপর সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ মহামায়াবী রথযূথাধিপতি মহারথ শম্বর এক অতি দিব্য রথে আরোহণ করিল। ইহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত, কর্ণে ইহার উজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল দোদুল্যমান রহিয়াছে। শরীর ইহার মেঘের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ; দিব্যমাল্য ও দিব্য অনুলেপনে চর্চ্চিতাঙ্গ। মস্ততে বিদ্যুৎ ও অর্ক সমুজ্জ্বল মুকুট, গাত্রে মণিরত্নচিত্রিত বৈদূর্য্যমণি-মধ্য সুবর্ণ কবচ পরিধান করাতে সন্ধ্যামেঘসমাচ্ছন্ন অস্তাচলের ন্যায় শোভমান হইল। ঐ শম্বরাসুর রথ চালনা করিলে অসামান্য বলশালী চিত্রযোধী কালকল্প ত্রিংশৎ শত সহস্র দৈত্যসেনা তাহার অনুগমন করিল। ঐ সমরশোভাকর ক্রৌঞ্চধ্বজ রথে শুক্লবর্ণ সহস্র ঘোটক সংযুক্ত ছিল। উহার প্রভা বিদ্যুতের ন্যায়, শব্দ অতি ভীষণ, বেগও ভয়ঙ্কর। সেই রথে আরূঢ় হইয়া দৈত্যরাজ শোভা পাইতে লাগিল।

২৪১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হিরণ্য কশিপুরপুত্র শক্রপুরজেতা অনুহ্রদও যুদ্ধলালসায় বহির্গত হইল। ইহার রথ চার চক্রযুক্ত তিননল পরিমিত এবং সিংহমুখ বক্রগামী মহাবীর্য্য অশ্বগণে সংযোজিত ছিল। ভয়ঙ্কর গভীরধ্বনিতে ঐ রথ চালাইতে আরম্ভ করিলে কি কানন, কি পর্ব্বত, এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘোর সিংহনাদী লক্ষ লক্ষ দৈত্যগণ হেমমালাজড়িত রথে আরোহণ করিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সমস্ত অসুরগণের মধ্যে কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ প্রাস, কেহ পাশ, কেহ পরশ্বধ, কেহ শূল, কেহ মুদ্গার, কেহ সুবর্ণকোষ নির্ম্মুক্ত বজ্র ধারণ করিয়াছিল। সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট কবচ ধারণ করিয়া স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অনুহ্রদ তদীয় অত্যুন্নত বিশাল পর্ব্বত সদৃশ, সত্ত্ব ও বলের অনুরূপ কাঞ্চনরত্নচিত্রিত অপ্রতিম রথে অবস্থান করিয়া সমর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর অগ্নিমতেজঃপুঞ্জকলেবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পবিত্রাত্মা মহাবল বিরোচন এক প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করিল। এই বলির পিতা বিরোচন ব্যূহনির্ম্মাণনিপুণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। ইন্দ্র যেমন সমস্ত দেবগণের মধ্যে প্রধান, বিরোচনও সেইরূপ সমস্ত অসুরগণের শ্রেষ্ঠ। ইহার রথ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিক কিঙ্কিণীজালে পরিবেষ্টিত এবং উৎকৃষ্ট বেগগামী সহস্র অশ্বে সংযোজিত ছিল। ইহার রচনাবলি স্বর্ণ ও প্রবাল দ্বারা রচিত; উহার উপর শ্রেণীবদ্ধ মুক্তাফল লম্বমান থাকাতে আরও সুদৃশ্য হইয়াছিল। দৈত্যেন্দ্র এই গজধ্বজ সন্ধ্যামেঘবৎ বিবিধবর্ণ পতাকালঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল।

অনন্তর বিরোচনকনিষ্ঠ বীর্য্যবান কুজম্ভ মণি কাঞ্চনবিভূষিত বহুসহস্র রথে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। অনুযাত্রিগণ সকলেই মদবলগর্ব্বিত, সকলেই সমরপ্রিয়, সকলেরই হস্তে প্রাস, পাশ ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাসুর কুম্ভের আকার প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায়, বর্ণ মর্দ্দিত অঞ্জনের ন্যায়, মস্তকে অত্যুজ্জ্বল

ভাস্করমণিবিভূষিত কিরীট শোভা পাইতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ রত্নখচিত বিচিত্র কবচে আচ্ছাদিত। তাহার প্রকাণ্ড প্রদীপ্ত শরীর অবলোকন করিলে স্বর্গদ্বার স্থিত সূর্য্য বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। সেই রণদক্ষ অসামান্য বীর্য্যবান্ অগাধ বলবুদ্ধিসম্পন্ন মহাসুর কুম্ভ সেই তালধ্বজ প্রকাণ্ড সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া দানবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মেরুশিখরাসীন ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।

এই সময়ে অসিলোম নামে মহাসুরও যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। ইহার শরীর অতি প্রকাণ্ড, মুখ বিকটাকার ও রক্তবর্ণ, চক্ষু শকটচক্রের ন্যায়, দন্ত অতি বিশাল, পরিধান কৃষ্ণবসন, মস্তকে কিরীট, যুদ্ধাস্ত্র প্রকাণ্ড পর্ব্বত। ফলতঃ ইহার মূর্ত্তি সর্ব্বাবয়বেই ভীষণ। ঐ দৈত্যবর যাত্রা করিলে সহস্র সহস্র ত্রিদশশত্রু দানবগণ বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া উহার সহচর হইল। ইহাদেরও প্রধান যুদ্ধাস্ত্র পর্ব্বত ও বৃক্ষ; ইহারা সকলেই ঘোর ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জন করিতে করিতে আকাশে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালে নীল নীরদের ন্যায় সমস্ত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল।

অতঃপর অনায়ুষার পুত্র দৈত্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন বৃত্র নামক মহাসুর এক দিব্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে নির্গত হইল। এই মহাকায় দৈত্যের মুখ তাম্রবর্ণ, উদর লম্বিত, জিহ্বা দীপ্ত, শ্মশ্রু হরিত বর্ণ, লোমসমুদায় উর্দ্ধমুখ, অঙ্গ নীলবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ, বাহু আজানুলম্বিত, দন্ত শ্বেত, পরিধান রক্তবস্ত্র এবং ভূষণ স্বর্ণকেয়ূর। বিকটমূর্তি দানব মায়াবীদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য; ইহার শত শত কিঙ্কিণীনিনাদিত রক্তধ্বজপতাকাশালী চক্রকেতু সুবর্ণ সমুজ্জ্বল রথে সহস্র অশ্ব সংযোজিত ছিল। তপ্তকাঞ্চনবিন্দুবৎ পিঙ্গললোচন দৈত্যরাজ অন্যান্য রথসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বীয় অপূর্ব্ব রথে অবস্থানপূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সমুদিত সূর্য্যচক্রের ন্যায় কালচক্রোপম চক্রায়ুধধারী একচক্রনামা দৈত্যবর কালস্বরূপ লৌহ ও শিলাস্ত্রধারী দৃপ্ত দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন দিব্য ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। উহার সমভিব্যাহারে অশীতি সহস্র অদ্ভুত যোদ্ধা মহারথিগণ লৌহ ও কাঞ্চনময় বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা সকলেই ঘোরদর্শন, মহাকায়, মহাবলপরাক্রান্ত ও রুধির লোচন। যখন ওষ্ঠপুট সন্দংশন করিয়া সুরসৈন্যগণের বধোদ্দেশে তাহারা সমরসজ্জা করিল, তৎকালে সমরদুর্জ্জয় সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় সেই অসুরগণকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নীলবর্ণ পয়োধরগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বিরাজ করিতেছে। এইরূপে সেই সাগরসদৃশ গভীরাকৃতি নীল বক্ত্র দুর্দ্ধর্ষ মায়াবী বিশালকায় কিরীটধারী সুবর্ণভূষিত দৈত্যসেনাগণ স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া উদ্বেলিত মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে যখন গমন করিতে লাগিল, তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া আকাশবিহারী পক্ষবান্ পর্ব্বতের ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল।

অনন্তর বৃত্র ভাতা বলদৈত্য সুরসৈন্যগণের বধের নিমিত্ত বলিপুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল; তাহার গলদেশে সুবর্ণমালা, দন্ত অতি বৃহৎ, কর্ণে সুন্দর কুণ্ডল, পরিধান রক্তবসন, নয়নদ্বয় সুগোল, মস্তকে কিরীট, হস্তে বৃহৎ কোদণ্ড ও বিশাল পরম সুন্দর বাণ গ্রহণ করিয়া সেই মত্ত মাতঙ্গ ও শার্দ্দূল পরাক্রম সমর দুর্জ্জয় তাল প্রমাণ বৃহৎকায় দানব সর্পধ্বজ গর্দ্দভযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে নির্গত হইল; চক্রের

ভীষণ ধ্বনিতে বজ্রনির্ঘোষও পরাভূত হইতে লাগিল। সুবর্ণপট্টবিভূষিত, শূল ও মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র পরিপূর্ণ বহুসহস্র রথ সজল জলধরের ন্যায় আসিয়া তাহার অনুগমন করিল। এইরূপে সেই পবনসম বেগশালী বিশাল পক্ষ বিকসিত পঙ্কজবৎ গৌরবর্ণ দৈত্যেন্দ্র উল্লিখিত রথে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

এই সময়ে মহাবীর্য্য বিকটমূর্ত্তি পর্ব্বতাকার শতশীর্ষ শতোদর পীতাম্বর ও পীতমাল্যধারী সিংহিকাতনয় রাহু পরম মনোহর সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য মণি ভূষণে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চনপরিষ্কৃত মণিজাল জড়িত, শত শত পতাকা ও অশ্বযুক্ত রথে সত্বর আরোহণ করিল। আরোহণ করিয়াই যখন ঘোররবে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল তখন পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল; দৈত্যপতির হিরণ্ময় দিব্য রথধ্বজ ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ছিল। উহার পরিচ্ছদ লৌহনির্ম্মিত এবং ময়ূর পক্ষের ন্যায় বিচিত্র; এই অসুরপতি যখন সুর শত্রুগণের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইল তৎকালে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ মহাবেগবান্ অন্যান্য বহুসংখ্যক রথ তাহার অনুসরণ করিল; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রদীপ্ত কিরণমালী দিবাকরই অস্তাচলে গমন গমন করিতেছেন।

দনুবংশবিবর্দ্ধন কশ্যপতনয় শ্রীমান্ বিপ্রচিতি পুত্র পৌত্রগণের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। এই দৈত্যবর সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বেদার্থদর্শী তপোবল সম্পন্ন; স্বয়ম্ভূ, স্বয়ং ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রসাদে অসুরপতিও স্বয়ং অন্যকে বর দান করিয়া থাকে; মহাদ্যুতি অসুরেন্দ্র তপোবলে ঈশিত্ব, বশিত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্য গুণশালী হইয়াছিল। ইহার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই মায়াবী, শূর অস্ত্রধারী ও রণদুর্জ্জয়; ইহাদের শরীর কমলোদরের ন্যায় রক্তবর্ণ, মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, রজতময় কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উজ্জ্বল; ইহাদের সমস্ত রথই ময়দানবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; ঐ হংসধ্বজ শ্বেতবর্ণ শ্বেতদণ্ড শত্রু-রথ বিমর্দ্দন রথ সমুদায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শারদীয় মেঘবৃন্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; বিচিত্রিপক্ষীয় দৈত্যগণের মধ্যে সকলেরই পরিধান শ্বেতবসন, সকলেরই গলদেশে শ্বেতপুষ্পের মাল্য, মস্তকে শ্বেতছত্র, কর্ণে শ্বেত কুণ্ডল, বক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তাহার; ফলতঃ ইহারা সকলেই মহাগ্রহ তুল্য শত্রু ভয়ঙ্কর শরীর ধারণ করিয়া দেবগণের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল; এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি দৈত্য রক্ত ও চিত্রিত বসন পরিধান এবং বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অনুগমন করিয়াছিল ; দৈত্যপতি স্বয়ং কৈলাস শিখরাকৃতি আটনল আয়ত ত্রৈলোক্য বিজয়নামক রথে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; এই রথে চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সহস্র অশ্বসংযোজিত ছিল; শত শত পতাকা রথোপরি উড্ডীন হইতেছিল; সেই বিবিধ অস্ত্রপূর্ণ রথোপরি হংস, ইন্দু ও কুন্দসদৃশ বিশাল শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করাতে শ্বেতপর্ব্বতোপরি সমুদিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দানবমুখ্য কেশী, যাহার লোচন তাম্রবর্ণ ও দীপ্তিমান, যাহার আকৃতি নীল মেঘের ন্যায় ঘোর তিমির বর্ণ, মহাগ্রহের ন্যায় শত্রুভয়ঙ্কর, যাহার পরিধান বিচিত্র বসন, যাহার গলদেশে বিচিত্র মাল্য শোভা পাইতেছে, সেই রক্তাভরণ ভূষিত শতাক্ষ, শত বাহু, হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রু, শঙ্কুকর্ণ মহানাদী উগ্রদর্শন মহাবল দৈত্যপতি কোটিঘণ্টানিনাদিত দিব্য মহিষসংযুক্ত মহামেঘাকৃতি নানাবর্ণ বিচিত্র পতাকা বিভূষিত উষ্ট্রধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া সমরার্থ

নির্গত হইল। এইরূপে কেশী যখন দেবগণের অভিমুখে যাত্রা করিল, তৎকালে দ্বিপঞ্চাশত সহস্র রথী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, ইহাদের আকৃতি গাঢ় অঞ্জনের ন্যায়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মুখমণ্ডল হইতে দন্ত নির্গত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বলাকা যুক্ত মেঘমালা সমুদিত হইয়াছে। দৈত্যপতির শিরোভাগে বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত সুবর্ণময় উজ্জ্বল কিরীট বিদ্যুৎসহকৃত ভাস্কর প্রভা ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন হিমাচল শিখর দাবানল প্রায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময়ে সুরহন্তা অসুরপতি বৃষপর্ব্বা সূর্য্য যেমন সুমেরুশিখায় আরোহণ করেন তদ্রূপ ভার সহমহামূল্য এক বৃহৎ রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। উহার কূবর সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত; চক্রনেমি রজতময়, উজ্জ্বল আভা সূর্য্যরশ্মি, নক্ষত্র ও বিদ্যুৎসদৃশ। কেয়ূর ও মুক্তাখচিত অঙ্গদ প্রভৃতি সামরিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং সহস্রতার বর্ম্ম পরিধান করাতে বৃষপর্ব্বা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে সমস্ত দৈত্যসেনাগণ সমরোল্লাসে বদ্ধপরিকর হইয়া নির্গত হইলে অবশেষে বল মদোন্মত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর বলি দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণি বিভূষিত বিদ্যুৎপ্রভ ষোড়শ নল পরিমিত বিশাল রথে আরোহণ করিল। মহারাজ বলির নেত্রদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত গোল ও কিংশুকবৎ রক্তবর্ণ। হস্তদ্বয় অঙ্গুলি ত্রাণ পিহিত। দৈত্যবর রথে আরোহণ করিলে গজানন, বিকটাকৃতি সুবর্ণ পরিচ্ছদবিভূষিতাঙ্গ, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সহস্র দিতি নন্দনগণ রথরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল, এই দেবরথ সদৃশ মহারথ সহস্র মায়াভিজ্ঞ ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে অসংখ্য ঈহামৃগ অঙ্কিত ছিল। বীরগণের সমস্ত রথ অগ্র অগ্রে চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ রথ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যাত্রাকালে দৈত্যরাজ বলি গলদেশে কিঙ্কিণীজালজড়িত হেমময় শতপদ্ম সুশোভিত বিজয়দায়িনী নির্ম্মল বিচিত্র পুষ্পময়ী মালা পরিধান করিল। ঐ প্রভাবিচিত্র মালা পরিধান করিয়া সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত বিশাল বাহুবলি তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় অথবা শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় কিম্বা সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চনময় শৃঙ্গে নবোদিত সূর্য্য রাগে রঞ্জিত মেঘজালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রাস, পাশ, স্বর্ণমণ্ডিত চর্ম্ম, খড়্গ, পরশ্বধ, ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ বিচিত্র শরাসন, দিব্যগদা, বজ্র, শক্তি, দিব্য শূলা, প্রদীপ্ত বাণ ও নারাচ পূর্ণ বিবিধ তূণীর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র রথমধ্যে স্থাপিত হওয়াতে প্রকাণ্ড উল্কার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। বিনীত সুদ পরিচারকগণ সুবর্ণ ও মণিমুক্তাবিভূষিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক রথ বেদিতে দণ্ডায়মান হইয়া বালব্যজন দ্বারা বলিকে বীজন করিতে লাগিল। অধঃশিরা, বাজিশিরা, দুরাপ, শিবি, মতঙ্গ, বিকচ, শতাক্ষ, জয়, নিকুম্ভ, কুপথ এই দশ জন দানব দানবাধিপতির রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র পদাতিসৈন্য দানবরাজের রক্ষার্থ শতঘ্নি, চক্র, অশনি ও শক্তিহস্তে বায়ুতুল্য বেগে অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইল। দৈত্য রাজের যুদ্ধনির্য্যাণকালে চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝর্ঝর, ডিণ্ডিম ও মহাঘোষ দুন্দুভি প্রভৃতি রণবাদ্য সকল তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কাঞ্চন বেদিকা সংলগ্ন কাঞ্চনমণ্ডিত দণ্ড সুবর্ণখচিত পতাকাযুক্ত অত্যুচ্চধ্বজা সমুদায় সূর্য্যের আভা ধারণ করিল। দৈত্যপতির মস্তকস্থিত সুবর্ণময় প্রকাণ্ড অসিপত্র ও কণ্ঠস্থিত সুবর্ণময়ী মালার শোভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হইয়া উঠিল। দৈত্যর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজ বলির

মঙ্গলার্থে মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। বেদবিদ্যাবিশারদ দৈত্যহিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ পুরোহিতগণ সমাহিতচিত্তে জয়কর মন্ত্রপাঠ ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ণ আরম্ভ করিলেন। দৈত্যরাজ পবিত্রহৃদয়ে ধনপতি কুবেরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট ধেনু, গ্রামরত্ন ও সুবর্ণমুদ্রাদি প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বহু কিঙ্কিণী সমাকুল অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণচিত্রিত তদীয় রথ সহস্র সূর্য্য, সহস্র চন্দ্র, অযুত তারকাজালবেষ্টিত সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল বলি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত রথোপরি আসীন হইলে তাহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। যেমন প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ঘোরতর বায়ুবেগ প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র লোকবিনাশের নিমিত্ত অতিবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যসাগর দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অতিবেগে প্রবাহিত হইল। লোকবিত্রাসন সেই দৈত্যসেনাগণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ ও ধনুর্ব্বাণ সমুদ্যত করিয়া ক্রমে ক্রমে যখন দৈত্যরাজ বলির পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎকালে তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কাননযুক্ত পর্ব্বত সমুদায়ই শোভা পাইতেছে।

২৪২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি দৈত্যসেনাগণের বিষয় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে দেবসৈন্যগণের বিষয় আমূলতঃ বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ভগবান দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণের যুদ্ধসমুদ্যোগ শ্রবণ করিয়া মরুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বগণ, সাধ্যগণ, অষ্টবস্তু, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগগণ, সমুদায় বিদ্যাধরগণ, মহারথ গন্ধর্ব্বগণ, মহার্ণবগণ, শৈলগণ, মহাবীর্য্য রুদ্রগণ, যম, কুবের, জলাধিপতি বরুণ, মহাত্মা সিদ্ধগণ, মনস্বী পিতৃগণ, শত শত রাজর্ষিগণ ও যোগসিদ্ধগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত শীঘ্র সুসজ্জিত হউন।

শত্রুসম বিক্রমশালী মহাত্মা দেবগণ দেবরাজের বাক্য শ্রবণ ও আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই সকলে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সকলেই বিচিত্র কবচ ধারণ, বিবিত্র ধ্বজ ও নানাবিধ অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রণোৎসাহে সমুৎসাহী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ বৃষে, আরোহণ করিলেন। অনন্তর হরিতশ্মশ্রু হরিতনেত্র ইন্দ্র হরিদ্বর্ণ অশ্বযোজিত ঐরাবতধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া সমরার্থ প্রস্তুত হইলেন। এই আদিত্যবর্ণ সুনাভ বৃহৎ রথ স্বয়ম্ভূকর্ত্তৃক মহাদেবের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার সুবর্ণরচনাবলি ও কাঞ্চনমাল্যদাম অতি অপূর্ব্ব। ইহার কূবরাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় বিদ্যুৎ প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইয়াছে। দেখিতে কৈলাসশৃঙ্গের ন্যায় অতি মনোহর, চক্র সমুদায়ও অতি পরিপাটী। উহার সর্ব্বাঙ্গ তারাসহস্র দ্বারা খচিত এবং দেবোচিত মাল্যদামে পরিবৃত। উহার ধ্বজ অতিশয় উন্নত, অক্ষ অক্ষয়, ফলতঃ উহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত অঙ্গই জ্বলিতেছে।

মহারাজ! সেই দীপ্তিশালী মহাবেগ রথে আরোহণ করিয়া ভগবান শচীপতি লোকনাথ বজ্রায়ুধধারী দেবরাজ মহেন্দ্র সহস্রতারাপ্রদীপ্ত হুতাশন ও আদিত্যসম প্রভাসম্পন্ন বর্ম্ম, সূর্য্যপ্রভ কিরীট ও সুবর্ণময়ীমালা পরিধানপূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মারচিত ভাস্কর রশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত অত্যুগ্র মহাসুরগণের রুধিরপায়ী শতপর্ব্ব বজ্রাস্ত্র, মহাগ্রহতুল্য মহৎ অশনিদ্বয়, অমোঘ শক্তি, অতি ভীষণ চক্রাস্ত্র, মহৎ শরাসন, খড়্গ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমরার্থ নির্গত হইলেন। পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিয়া যে অমৃত উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও তড়িৎসম প্রভাশালী অদিতিদত্ত মণি কুণ্ডল ধারণ করিয়া যখন গমন করিতে লাগিলেন তৎকালে সেই কুণ্ডলপ্রভায় দিক বিদিক্ সমস্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রভু সুররাজ যখন সমরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সহস্র নয়নও সমোল্লাসে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন শুভ্র মেঘবৃন্দ সহস্র তারাকুলে বেষ্টিত হইয়া শারদীয় নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়াছে। অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বৃহস্পতি, নারদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি দেবর্ষিগণ জয় ও আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সেই অত্যুর্জ্জিত বলবীর্য্যশালী দেবেন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পুরন্দর দেবরাজের অশ্বগণ মাতলিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সুররাজকে লইয়া এরূপ বেগে ধাবমান হইল যেন তাহার পাদবিক্ষেপে নভস্তলকে সদর্পে আকর্ষণ করিতেছে। অক্ষয় পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মর্ষি, সুরর্ষি ও রাজর্ষিগণও সকলে সমবেত হইয়া শূল, পরশ্বধ, প্রদীপ্ত শরাসন, অশনি গ্রহণ ও সূর্য্যকিরণ সন্নিভ হিরন্ময় বর্ম্ম পরিধান করিয়া অমিত্রতাপন মহাতেজা দেবরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ধনেশ্বর কুবেরও অশ্বসহস্রযুক্ত সুদৃঢ় মহার্হ দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা হস্তে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। অগ্নি ও ধূমের ন্যায় ভীষণাকার রাক্ষস ও নিশাচরগণ বিবিধ বিশাল অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রুদ্রসখা কুবেরের অগ্রে অগ্রে চলিল। লোহিতলোচন মর্দ্দিত অঞ্জনবর্ণ যক্ষগণ প্রাস, গদা ও অসি হস্তে চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর পুণ্যাত্মা প্রভু প্রাণপতি ধার্ম্মিকবর সূর্য্যতনয় ভগবান যম, সূর্য্য ও বিদ্যুৎপ্রভ শতাশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। পাপনির্লিপ্ত দেহ তপঃপ্রদীপ্ত পিতৃগণ এবং বিবিধ অস্ত্রধারী ভুবনপ্রধান ভীষণ ভূতগণ সেই লোকপাল কৃতান্তের অনুগমন করিলেন। তখন ব্যাধিপতি মহাবল কৃতান্ত হিরন্ময় কমলদল নির্ম্মিত মনোহর মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহা সুরগণের নিধনার্থ ভীষণ দণ্ড এবং অস্থি, মেধ, আমিষ ও শোণিতলিপ্ত ভয়ঙ্কর মুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাধিগণে পরিবৃত হইয়া ধাবমান হইলেন। অসুরদর্পহন্তা মহাত্মা জলাধিপতি বরুণদেব সুবর্ণ মণ্ডিত ত্রিশীর্ষ ভুজগব্যাপ্ত কুন্দ ও ইন্দুসদৃশ শুভ্র বর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক বৈদূর্য্য ও মণিমুক্তাদি রচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পাশহস্তে অসুরনিপাত মানসে যাত্রা করিলেন। জলদেবতাগণ ও জলজাত জীবসমুদায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভীষণ ভুজঙ্গগণ তাঁহার পূজা ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কৈলাসশৃঙ্গবৎ শুভ্রদেহ অপ্রমেয় বিগ্রহ অমৃতপায়ী মহাত্মা সমুদ্রনাথ অর্কসমপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় আকাশপথে যাত্রা করিলেন। তদীয় তনয়গণ ও মহোরগগণ তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। যৎকালে তিনি রথারূঢ় হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের রমণীয়

মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক অকুতোভয়ে নভোমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জীবমাত্রেই বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ধাতা, অর্য্যমাংশ ভগ, বিবস্বান, পর্জ্জন্য, মিত্র, শশী, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও পূষা প্রভৃতি দেবগণ অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রাশ্বসদৃশ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। ঐ সমুদায় অশ্ব উরশ্ছদ, ধ্বজ, কিঙ্কিণী, বৈদূর্য্যমণি ও কাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত দেবসেনার মধ্যে কাহার পরিচ্ছদ প্রভা দিবাকরের ন্যায়, কাহার প্রজ্বলিত হুতাশনশিখরের ন্যায়, কাহার নিশাকরের ন্যায়, কাহার বিদ্যুদগ্নির ন্যায়, কাহার নীলমেঘের ন্যায়, কাহার কৃষ্ণবর্ণ লৌহের ন্যায় উজ্জ্বল। দেবগণ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত ঐ সমুদায় মহাপ্রভ ও সুবর্ণপদ্মরচিত মালা পরিধান করিয়া বায়ু ও সলিলপ্রবাহের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ধার্ম্মিকবর তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পরম রূপবান্ মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুবর্ণচিত্রিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। এই সময়ে অসামান্য বলশালী মনুতনয় বসুগণ, কেহ রথে, কেহ বৃহৎকায় নাগ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণ অসি হস্তে লইয়া দৈত্যবধার্থ যাত্রা করিলেন। অরুণ ও ধূমবর্ণ দেহ রুদ্রগণ শুভ্রবর্ণ বৃষে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এইরূপে মহাবীর্য্য অসামান্য রণোৎসাহী দীপ্ততেজা স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেবগণ নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যখন সমোল্লাসে গমন করিতে লাগিলেন, তখন উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদের তেজোরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহাদের কণ্ঠে উজ্জ্বল সুবর্ণমালা বিদ্যমান থাকাতে চপলারাজিবিরাজিত ধারধরের শোভাধারণ করিয়াছেন। তপঃপ্রদীপ্ত সূর্য্যমরীচিবর্ণ বীর্য্যবান বিশ্বেদেবগণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহাঁরা সকলেই দুর্দ্ধর্ষ, সকলেই রণমদোন্মত্ত, সকলেই পদ্মমালায় সুশোভিতকণ্ঠ। ইহাঁদের রথ সমুদায় সুবর্ণবর্ণ; তাহাতে আবার বৈদূর্য্যমণিমুক্তাদিদ্বারা খচিত হওয়াতে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। রথমধ্য সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ। উহার উপরিভাগে সুবর্ণজালমণ্ডিত নির্ম্মল শ্বেতসূত্র দেখিলে বোধ হয় যেন অগ্নিই জ্বলিতেছে। উরচ্ছদ, ধ্বজ ও কিঙ্কিণীমালায় সুসজ্জিত রথাশ্বসকল পবনবেগে ধাবিত হইল। কৈলাসশৃঙ্গ প্রমাণ মহাকায় মহাবল দিগগজ সমুদায় তাহাদের সহিত গমন করিতে লাগিল। অতঃপর মহা প্রভাবশালী উগ্রায়ুধধারী প্রদীপ্তমুখকান্তি দেবগণ ও সাধ্যগণ বিবিধ সুবর্ণমালা পরিধান করিয়া যখন বেগে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল প্রজ্বলিত মহোল্কা দ্রুতবেগে নিপতিত হইতেছে; যেন ভাগীরথীর তরঙ্গমালা বেগে প্রধাবিত হইতেছে। সেই জয়শীল মহাবল বরেণ্য সাধ্যগণের তেজঃপ্রভায় দিক বিদিক আলোকময় হইয়া উঠিল। ব্রহ্মবিদ্গণ তাহাদিগকে নমস্কার ও ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাহাদের পূজা ও গন্ধর্ব্বসমুদায় তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অসুরপতির বিনাশের নিমিত্ত তাহাদের সেই মণিমুক্তাদিবিভূষিত ও চর্ম্মবসমুজ্জ্বল শরীরকান্তি দ্বিগুণতর হওয়াতে যেন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কি দেবগণ, কি সাধ্যগণ, উভয়দলেরই ধ্বজশোভা, শরীরকান্তি, বর্ম্মপ্রভার আর অবধি রহিল না। চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। মহারথ দেবগণ এইরূপে মহাস্ত্র ধারণ ও উগ্রমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শত্রুসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহারা সকলেই অতি বীর্য্য, সকলেই রণোৎসাহসম্পন্ন, সকলেরই আকার ও শব্দ ভীষণ জলধরের

ন্যায়, সকলেই রণমদোন্মত্ত, সকলেরই শরীর রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত এবং সুগন্ধি মাল্য ও বসন দ্বারা বিভূষিত, সকলেই বাহু আজানুলম্বিত, সকলেরই চক্ষু রক্ত বর্ণ, সকলেরই গলদেশে সুবর্ণপদ্মমালা, সকলেই অভীপ্সিত বিবিধ অস্ত্রধারী, সকলেই কামরূপী, সকলেরই অঙ্গে দৈত্যাস্ত্রনিবারণ বৈদূর্য্য ও সুবর্ণখচিত মহাপ্রভ বর্ম্ম, সকলেরই স্কন্ধে ও পৃষ্ঠদেশে অসিপ্রভায় শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে দেবসৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া অসুরঘাতিনী গদা হস্তে দেবরাজকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে অসুরবিনাশার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

২৪৩তম অধ্যায়

মহারাজ! অনন্তর উভয়দলের সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকালে মহোদধিগণ স্ব স্ব বেলা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বসংহারার্থ উভয়দিক হইতে একত্র সঙ্গত হইল। মহাবল রণমদোন্মত্ত করিওাকৃতি বাহু দুর্দ্ধর্ষ শত শত বীরগণ উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ম্ম পরিধান এবং ঘোর অশনি, খড়্গ, বজ্র, শক্তি, কাঞ্চনপট্টনদ্ধ মহতী গদা, মুদ্গর, শূল ও বৃক্ষসমুদায় বিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক গভীর জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে উভয়দল পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে দন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল। সুরগণের মধ্যে পঞ্চম বীর মহাবল দেব শ্রেষ্ঠ সাবিত্র অসুরপতি বাণের সহিত, অতি দুর্দ্ধর্ষ বসুগণের মধ্যে ধ্রুব অনায়ুষার পুত্র মহাসুর বলের সহিত, বলবান বায়ু সসজ্জ হইয়া পর্ব্বতাকার মহাদৈত্য পুলোমার সহিত, সুরবর ধর ব্যাদিতাস্য সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় সৈন্য সামন্ত পরিবৃত অসুররাজ নমুচির সহিত, সুরশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা ময়দানবের সহিত, হয়গ্রীব নামক অসুর অমিতবীয্য ভাস্কর প্রতিমতেজা মহাবীর পূষার সহিত, মহাবীর্য্য মহা মায়াবী যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাসুর শম্বর ভগের সহিত, দৈত্যগণের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি শরভ ও শলভ ইহারা উভয়ে শিশিরাস্ত্র ধীমান্ সোমদেবের সহিত, বলবান্ বলির পিতা মহাবল বিরোচন সাধ্য বিষ্বকসেনের সহিত, হিরণ্যকশিপুর তনয় মহাতেজা কুজম্ভ প্রাসাস্ত্রধারী অংশের সহিত, প্রদীপ্ত মুখ বিকটাকার পর্ব্বতাস্ত্র অসুরপতি অসিলোমা বলবান্ মারুতের সহিত, অনায়ুষার পুত্র বৃত্রনামা মহাসুর দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদয়ের সহিত, চক্রধারী অতি দুর্দ্ধর্ষ দিতিতনয় একচক্র দেব সাধ্যের সহিত, মদ্যপানবশতঃ লোহিতনেত্র বীর্য্যবান বৃত্রভ্রাতা মহাসুর বল মৃগব্যাধ রুদ্রের সহিত, বিকৃতাকার শতশীর্ষ সহোদর রাহু অজৈকপাদের সহিত, বর্ষাকালীন জলধরা কৃতি দানবশ্রেষ্ঠ কেশ ধনেশ্বর কুবেরের সহিত, অতিবীর্য্য বৃষপর্ব্বা বলব বিশ্বদেব বিষ্কম্ভুর সহিত, মহাবীর প্রহ্রাদ স্বীয় বীরতনয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তকরূপধারী কালের সহিত যুদ্ধারাম্ভ করিল। অনন্তর মহাবল অনুহ্রাদ ভীষণ গদাধারী ধনপতি কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয় পক্ষের সেনাদল কম্পিত করিল। পরে দৈত্যগণের আনন্দবর্দ্ধন দৈত্যেন্দ্র বিপ্রচিতি মহাত্মা বরুণের সহিত, অসামান্য বলশালী দানবপতি বলি মহাবল দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইল। অন্যান্য দেবগণ ও অসুরগণ ঘোরতর

সিংহনাদপূর্ব্বক প্রাস অসি শর ও শক্তি প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর সমরস্থলে পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল মহোৎপাত আবির্ভূত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ই এই সমরে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সপ্তবিধ মারুত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পর্ব্বত সমুদায় সহসা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গগনাঙ্গনে সপ্তসূর্য্য সমুদিত হইয়া মহার্ণবগণকে শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিল। মথ্যমান বায়ুবশে পৃথিবীও বিদার্ণ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রায়ুধলাঞ্ছিত ঘোর ঘনঘটা আবিভূত হইয়া ভীষণ শব্দে দিক্ সমুদায় ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন করিল। জীবগণ ভয়াবিবহ্বল চিত্তে বিষম আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। যুগান্তকালের ন্যায় দেবগণের মধ্যে ক্রূর গ্রহ সমুদিত হইতে লাগিল। কি আকাশমণ্ডল, কি দিক্, কি ভূমি, কি ভাস্কর, কিছুই আর লক্ষ্য হয় না; সমস্তই রণোধিত ধূলিপটলে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তন্মধ্যে আবার ধূমসহকৃত তুমুল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে সমস্ত দিক্ নিরতিশয় গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! আমি যে সমুদায় মহোৎপাতের নাম নির্দ্দেশ করিলাম, ঐ সমুদায় এবং তদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ দেবনির্ম্মিত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া কি পৃথিবী, কি,আকাশ, সর্ব্বত্রই সমভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই দেব দৈত্যগণের সমরক্ষেত্র অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। তখন কমলযোনি দেবগুরু ব্রহ্মা সমস্ত সুরগণ ও সঙ্গবেদচতুষ্টয়, বিদ্যা ও সিদ্ধ মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাস্বর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধদর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ রথ বিবিধ মণিময় সহস্রস্তম্ভযুক্ত হওয়াতে বিচিত্র শোভাধারণ করিয়াছিল। রথের চতুর্দ্দিক প্রতপ্ত সুবর্ণজালে জড়িত এবং উহার মধ্যে শত শত আনন্দভেরি নিনাদিত হইতেছিল। নক্ষত্র ও চন্দ্রকিরণে রথের সার্ব্বাবয়ব আলোকময় এবং সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিভূষিতাঙ্গ। তদীয় পুত্র পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি ও অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সেই রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া ঋক্ ও সামবেদোক্ত স্তোত্রপাঠে সেই বরদ দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাবক, সাঙ্গবেদ, মখদেবতা ও অন্যান্য জীবমাত্রেই সেই ভুবনেশ্বর মহানুভব স্বর্গাধিপতি স্বয়ম্ভূর সেবা করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন পাবকযোনি মহর্ষিমুখ্য বৈখানসগণ এবং সমস্ত দেবপুরোহিতগণ সমরদর্শনে সমুৎসুক হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্যদিকে দিবাকর বাগ্মিবর ষট্‌যোগেশ্বর নররূপী দেব নারায়ণ গগনমণ্ডলে অবস্থান করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে যুদ্ধদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ণশশধরের ন্যায় কমনীয় কান্তি চতুর্ব্বেদধর ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে অত্যুজ্জ্বল প্রভা নির্গত হইয়া নবোদিত শরৎকালীন চন্দ্রমার ন্যায় সমস্ত দিক্ তিমিরশূন্য ও আলোকময় করিল।

২৪৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণের ভীষণ সিংহনাদে যেন ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে আবার গোমুখাকৃতি ডম্বর, ভেরী, মুরজ, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি মহাস্বন বাদ্যযন্ত্র সমুদায়

ঘোররবে বাজিয়া উঠিল। তখন সেই রণভূমিতে স্বর্গীয় শূরগণের অভিমত ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ যজ্ঞ উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর শব্দে রণভূমি মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দানব প্রহ্লাদ ঐ যজ্ঞের নেতা, যুদ্ধপ্রবর্ত্তক বিরোচন উহার অধ্বর্য্যু, নমুচি উহার হোতা, বৃত্রাসুর উহার পরিচারক ও অন্যান্য দৈত্যগণ উহার মন্ত্র স্বরূপ হইল। প্রবল পরাক্রান্ত পুত্রগণও পিতৃগণের অনুসরণ করিল। দৈত্যবর বাণ ঐ যজ্ঞের যষ্টা হইল। দুর্জ্জয় ব্রাহ্ম, পাশুপত, ঐন্দ্র ও স্থূলাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ উহার মন্ত্রস্বরূপ হইল; অনুহ্রদ ঐ সমুদায় মন্ত্র উত্তমরূপে যোজনা করিতে লাগিল। শত্রুভয়ঙ্কর শ্রীমা ময় দৈত্য উহার উদ্গাত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জনপূর্ব্বক দেব সৈন্যগণকে নিরারণ করিতে লাগিলেন। হুতাশন তুল্য দ্যুতিমান মহাবল রাজা বলি জপ্যমন্ত্র ও হোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদে ব্রতী হইলেন। এইরূপে বৈরেন্ধন সহকৃত ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বালিত হইল। অসুরগণ রথবেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্রপূত আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ঘোরতর ভেরীনাদ বেদপাঠস্বরূপ হইয়া সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হইতে লাগিল। বল, বলক ও মহাসুর পুলোমা ইহারাই চমসরূপে যজ্ঞকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। এই মহাফলোৎপাদক যুদ্ধযজ্ঞে নির্ম্মল বিবিধ দণ্ডসমাযুক্ত রথপংক্তিই যুপকার্য্য সমাধা করিল। কর্ণি, নালীক, নাচ, বৎসদন্ত, মহাশব্দ তোমর ও চাপনিচয় উহার সোমকলসস্বরূপ হইল। অস্থি, অন্ত্র, কপাল ও মস্তক এই যজ্ঞের পুরোডাস, রুধিরস্রোত ইহার আজ্য, সৈন্যমণ্ডল উহার যাজ্ঞীয় কাষ্ঠ, গদা সমুদায় উহার পাষাণ স্বরূপ। হয়গ্রীব, অসিলোমা, রাহু, কেশী, বিরোচন, জম্ভ, মহাবল কুজম্ভ ও বিপ্রচিত্তি ইহারা সদস্য হইল। রথাক্ষ সদৃশ বাণ সমুদায় ইহার স্রুক, ধনুষ্কোটি ও শারাসন-জ্যা উহার স্রুব হইল। তৎকালে বৃষপর্ব্বা প্রতিস্থানিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। মহাসেনারূপ পত্নী সহচরী হইয়া বলি সেই রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইল। দিতি নন্দন মহাবাহু শম্বর ঐ যজ্ঞের পশুবন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। যে মহাসুর অগ্নিস্থাপনকার্য্যে সাক্ষাৎ হুতাশনতুল্য সেই প্রতাপশালী কালনেমি এই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ হইল। দৈত্যগণ গত জীবিত সুরসেনাগণের দেহপুঞ্জে যজ্ঞকার্য্য ঘোরতর বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। উগ্রমূর্ত্তি দিতিপুত্রগণ ঘোররর গর্জ্জন করিয়া মহা আহ্লাদে দেবগণের কধিররূপ সোমরস পান করিতে লাগিল। মহাদৈত্য বলি যখন সুরসমরে বিজেতৃত্বপদ লাভ করিতে লাগিল তখন সমরজ্ঞাবসানে যে তাহার যজ্ঞান্তস্নান অবশ্যম্ভাবী তাহাতে সংশয় কি? ভূরিদক্ষিণ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রতধারী যজ্ঞকর্ত্তা মহা সুরেন্দ্রগণ, প্রাণপণ করিয়া ত্রৈলোক্য হরণার্থ যুদ্ধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইল। সকলেই কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী, সকলেই ব্রতাবলম্বী, সকলেই মুঞ্জমেখলাধারী, সকলেরই কার্য্য এক, সকলেই ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী।

মহারাজ! তখন সুর ও অসুরসৈন্য এই উভয়দলের মধ্য হইতেই মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। নানাবিধ অস্ত্রধারী ত্বরিতগতি যোদ্ধৃবর্গের আস্ফালনগর্ভ ও আক্রোশপূর্ণসিংহনাদে মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনিতে, অশ্বপুঞ্জের হ্রেষারবে, শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের ভীষণ নির্ঘোষে, রথচক্রের ঘরশব্দে রণস্থল সর্ব্বথা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। দেব ও দানব সৈন্যগণ শস্ত্রপাণি হইয়া অতি অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত মাতঙ্গগণ ও রথবৃন্দ সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘাবলিই শোভা পাইতেছে। শক্তি, ঋষ্টি, প্রদীপ্ত গদা, শূল, খড়্গ, পরশ্বধ

প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের প্রভাপুঞ্জে চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া উঠিল। বিবিধাকার সম্পন্ন অসংখ্য রথের শিরোদেশ কনকমণ্ডিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতই জ্বলিতেছে। উজ্জ্বল ভাস্করসদৃশ প্রভাশালী কবচ পরিধান করাতে কি দেব, কি অসুর, উভয়বিধ সৈন্যগণই আকাশবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঋষভাক্ষ দেবগণ সেনা মুখে শোভা পাইতে লাগিলেন। রণবীরগণের বিচিত্র আয়ুধসহকৃত নানাবর্ণ পতাকা সকল বায়ুবশে আন্দোলিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। ধ্বজা, অলঙ্কার, বস্ত্র, চর্ম্ম ও কবচ এ সমুদায়ই সূর্য্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল, তাহার উপর আবার ভাস্করপ্রভা পতিত হওয়াতে যেন সমস্তই সূর্যরশ্মি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অপ্রমেয় পাদচারী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠিল। গিরিশিখরাকৃতি দীপ্তাম্বরধারী উভয়দলের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরক্ষণেই ঘোরতর অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ হইল। মুষল, মুদ্গর, শূল, লৌহশলাকা, উলূখল, বজ্র, অশনি, খড়্গ ও বৃক্ষপ্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিরন্তর নিক্ষেপপূর্ব্বক পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। শাণিত অতি তীক্ষ্ণ বাণসমুদায় অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল।

মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে, ইত্যবসরে দৈত্যপতি বাণ সুরশ্রেষ্ঠ সাবিত্রকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বধ বাসনায় অন্য এক দুর্ভেদ্য শরাশন গ্রহণ করিল। তখন দৈত্যপুঙ্গব বাণ আহুতিপ্রাপ্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বিষমতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া সূর্য্য যেমন স্বীয় প্রখর কিরণবর্ষণে গভীর সাগরের সলিল শোষণ করিতে আরম্ভ করেন, সেইরূপ বাণবর্ষণ দ্বারা দেবগণের সমুদ্রতুল্য মহাসেনা শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহাবেগবান সাবিত্রদেব, মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপর অশনি নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ এক অত্যুৎকৃষ্ট শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শক্তি পতনকালে প্রকাণ্ড উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু অদ্ভুত যোদ্ধা বাণ ক্ষুর অস্ত্র দ্বারা উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দেবদসত্তম সাবিত্র তখন সুতীক্ষ্ণ দানবমর্দ্দী আশীবিষতুল্য বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত পীতধার চন্দ্রপ্রভ এক অসি গ্রহণ করিলেন। প্রজ্বলিত মহাপ্রভ খড়্গ ধারণ করিয়া সুরবর সাবিত্র রণমুখে দণ্ডায়মান হইলে রক্তলোচন মহাকায় বলিনন্দন বাণ তাহাকে সম্মুখীন দেখিয়া অর্ককিরণ সদৃশ অশনিপ্রতিম বাণ সমুদায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার সুবর্ণপুঙ্খ দীপ্তাগ্র উগ্রবেগ আশীবিষতুল্য অন্য কতকগুলি সুদৃশ্য শর গ্রহণকরিয়া আকর্ণপূর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক সাবিত্রের চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে লাগিল। দৈত্যপতির এই সমস্ত অগ্নিপ্রভ দৃঢ়চাপবিনির্ম্মুক্ত শরজালে জলধরসমাচ্ছন্ন কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় সাবিত্রকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন আর তিনি তাদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে রথ লইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইল।

তদ্দর্শনে মহা আনন্দিত হইয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্ররথের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময়ে অসুরশ্রেষ্ঠ বলনামক দৈত্য এক প্রকাণ্ড গদা গ্রহণপূর্ব্বক ধ্রুবনামা কোন বসুর মস্তকে প্রহার করিল। সেই ভয়ঙ্কর গদাপ্রহারে ধ্রুবের স্কন্ধদেশ ও বিচিত্র বর্ম্ম একবারে মথিত হইয়া গেল; তদ্দর্শনে অন্যান্য বসুগণ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা মেঘাবলি যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে,

সেইরূপ বলদৈত্যকে আবৃত করিলেন। দৈত্যপতি সেই বাণবর্ষণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইয়া শত্রুগণের মস্তকে গুরুতর গদাপ্রহার আরম্ভ করিল। অশনি প্রহারের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমর্থিত হইতে লাগিল; দেবসৈন্যগণ তখন চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই বজ্রনির্ঘোষ গদাপাত শব্দে রথিগণ আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহারাও মহাত্রস্ত হইয়া রথপরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে ঐ বিক্ষিপ্ত মহারথগণ একবারে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া দানবপতির উপর অজস্র বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ক্ষুরপ্র, ভল্লাস্ত্র, বৎসদন্ত ও শিলীমুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র মুহু মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তড়িংপুঞ্জ, অর্ক ও প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য তেজস্বী মহাবাহু দৈত্যবর সাক্ষাৎ ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় ঐ দেবচাপনির্ম্মুক্ত বাণসমূহ যেন অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র দ্বিতীয় মহার্ণবের ন্যায় অতি বেগে ধাবিত হইলে যেন দিক সমুদায় স্তম্ভিত হইয়া উঠিল; দেবগণ সিন্ধুবেগাহত মহীধরের ন্যায় নিপীড়িত হইয়া উঠিলেন। বায়ু যেমন স্বীয় বেগ প্রভাবে মহীরুহগণকে কম্পিত ও মর্দ্দিত করে, তদ্রূপ দানবপতিও স্বকীয় পরাক্রমে দেবকুল কম্পিত করিয়া তুলিল।

এই সময়ে অন্য দুই বসুর সহিত বলদৈত্যের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুতাপন আপ ও অনিল মেঘের ন্যায় শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি ঐ সমস্ত বাণ আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিল। ধ্রুব তদ্দর্শনে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া পুনরায় বলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং উভয়েই ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই মহাবীর, উভয়েই সৎকুলোৎপন্ন, উভয়েই যশস্বী, উভয়েরই নখ শার্দ্দূলের ন্যায়, উভয়েরই দন্ত মহামাতঙ্গের ন্যায়। উভয়ে মহাবেগে রথচালনা করিয়া শরনিপাতে এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে উভয়েরই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল এবং উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর উভয়ে সহসা অসি ধারণ করিয়া মণ্ডলাকার গতিতে বিবিধ রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাক্রোধে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল এবং সেই খড়্গাঘাতে উভয়ের দিব্য চর্ম্ম ও শরাসন ছেদন করিয়া উভয়েই বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয়েই বিশাল বক্ষ, উভয়েই আজানুলম্বিত বাহু, উভয়েই বাহুযুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শী। যখন উভয়ে পরিঘবৎ বিশাল বাহু প্রসারণ করিয়া পরস্পর নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতের উপর বজ্রাঘাত হইতেছে। যেন হস্তিদ্বয় দন্তে দন্তে, যেন মহাবৃষভদ্বয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রোষভরে মুহূর্ত্তকাল এইরূপ পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিয়া অবশেষে দেবধ্রুব পরাজিত হইয়া বল দৈত্যের ভয়ে রথ পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্বাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

২৪৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে কুদ্ধ নমুচি মহাত্মা ধরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন বীরদয় মহাক্রুদ্ধ হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন উভয়ে

উভয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। বসুশ্রেষ্ঠ ধর হেমপৃষ্ঠ দুর্ভেদ্য ধনু বিস্ফারিত করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরজাল বর্ষণে এমন কি সূর্য্যের প্রভা পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে নমুচি ঈষৎ হাস্য করিয়া ধরের প্রতি শিলাশাণিত অতি প্রদীপ্ত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারথ দৈত্যপতি প্রথমতঃ নয়শরে ধরকে বিদ্ধ করিলে বসুশ্রেষ্ঠ অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় মহা ক্রোধে নমুচির প্রতি ধাবমান হইল। নমুচিও তাঁহাকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া মত্তমাতঙ্গ যেমন অন্য মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ অতিবেগে প্রধাবিত হইল। অনন্তর দৈত্য বর শত ভেরীর ন্যায় শব্দায়মান মহাশঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সৈন্যসাগর বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল। একপক্ষের ঋষ্যবর্ণ অশ্ব অপর পক্ষের হংসবর্ণ অশ্বে মিলিত হইলে সমরস্থল ঘোর সঙ্কুল হইয়া উঠিল। দৈত্যবর বাণ বর্ষণে বসুকে আচ্ছাদন করিল। ফলতঃ উভয় রথ পরস্পর সম্মুখীন হইল দেখিয়া দেবসৈন্য ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। উভয়ে ক্রোধভরে লোচন রক্তবর্ণ করিয়া পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ভীষণ শালদ্বয় অথবা মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। সেই রণস্থল নর, অশ্ব, রথ ও মত্ত বারণসঙ্কুল হইয়া যেন যমপুরীর ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। অন্যান্য মহারথ ও যোধগণ উভয়ের সেই যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কাহার জয় কাহারই বা পরাজয় হইবে, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই অজস্র শাণিত শর বর্ষণ করিয়া একবারে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন, ধারাবর্ষী মেঘদ্বয় অনবরত বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। যখন তাহারা সুবর্ণনির্ম্মিত ভাস্করপ্রভ বাণক্ষেপ আরম্ভ করিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যে, যেন উল্কাপাতেই আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কখন কখন প্রতীত হইতে লাগিল যেন মত্ত সারসগণ শরৎকালীন নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষণকালের মধ্যে দেবগণের মৃত অশ্ব ও গজশরীরে সমরক্ষেত্র আকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভস্তল মেঘকর্ত্তৃক আবৃত হইয়াছে। অনন্তর দৈত্যরাজ নমুচি সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণধার এক চক্র গ্রহণ করিয়া সুরবর ধরের প্রতি নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহার রথধ্বজা, অস্ত্র ও অশের সহিত দগ্ধ হইয়া গেল। চক্রতেজে রথ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্ম হইতেছে দেখিয়া বসুদত্তম ধর ভয়বিহ্বলচিত্তে আকাশপথে প্রস্থান করিল। বলগর্ব্বিত অসুররাজ নমুচি এইরূপে স্বরবর ধরকে পরাভূত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে দেবসৈন্যের দিকে গমন করিল।

এই সময়ে দেবপক্ষীয় বিশ্বকর্ম্মা ও দানব পক্ষীয় ময়দানব ইহারা উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহারা উভয়েই বিখ্যাত, উভয়েই অসংখ্য মায়াভিজ্ঞ, চিরবৈর ইহাদের পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি রণস্থলে উভয়ের সমাগম হওয়াতে ঘোরতর প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। ত্বষ্টা যেমন স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে বহুবিধ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া বলগর্ব্বিত পরাক্রান্ত ময়দানবকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ময়দানবও মহাবেগবান স্বর্ণবিভূষিত শাণিতাগ্র তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপে ত্বষ্টাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিল। ত্বষ্টা তখন মহাক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া ময়দানবকে প্রহারপূর্ব্বক শরজাল বর্ষণে দৈত্যসেনগণের জীবন আকর্ষণ করিয়াই যেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে আবার কনকদণ্ড ও বৈদূর্য্যমণি চিত্রিত এক ভয়ঙ্কর শক্তি গ্রহণ

করিয়া দৈত্যেন্দ্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ময়দানব তৎক্ষণাৎ তীক্ষাগ্র সপ্ত শরদ্বার সেই বজ্রতুল্য লৌহময়ী ভয়ঙ্কর গদাছেদন করিয়া ফেলিল। মহাসুর ময় এইরূপে সেই গদা ব্যর্থ করিয়া মহা ক্রোধে বিশ্বকর্ম্মার প্রাণ হরণ করিয়াই যেন ময়ূরপিচ্ছ শোভিত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ত্বষ্টাও অমনি প্রজ্বলিত বেগবান্ নতপর্ব্ব শরদ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বীরদ্বয় অবসর সময়ে যেমন পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেইরূপ গর্জ্জমান বৃষদ্বয়ের ন্যায়, বলবান শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদও আরম্ভ করিল। যেমন পরস্পরের আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল, সেই রূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ ও মহাক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় দৃষ্টিপাতও আরম্ভ হইল। ইহার! যখন আকর্ণ পূর্ণ সন্ধান করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে লাগিল তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ মাতঙ্গদ্বয় পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর ময়দানব মহাক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ খচিত সর্ব্বপ্রাণহর এক গদা গ্রহণ করিয়া ত্বষ্টার উপর নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে ভূধর যেমন চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ অসুরপতির এই গদা প্রহারে ত্বষ্টার অশ্ব সকল একবারে ভূতলশায়ী হইল। পরে ময়দানব বিষম ক্রোধে দুই ক্ষুরাস্ত্র প্রয়োগে ত্বষ্টার রথধ্বজ ছিন্ন করিয়া অপর দুই বাণে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিল; ত্বষ্টা তখন হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে ময়দানব এইরূপে রিপু পরাজয় করিয়া ধনুর্ব্বিস্ফারণপূর্ব্বক রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন জয়শ্রী তাহাকে সেবা করিতেছে, যেন তাহার শরীরকান্তি দীপ্যমান হুতশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন কালান্তক যমই দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে; যেন দাবাগ্নি দেবসৈন্যরূপ কানন একেবারে দগ্ধ করিতেছে। তাহার পর দৈত্য অতিতীক্ষ্ণ বিবিধাকার বাণ ও চতুর্দ্দশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ঐ সমস্ত বাণ দেব ত্বষ্টার শরীরে নিপতিত হইয়া কালপ্রেরিত বিষম ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় তাহার রক্ত পান করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রোষাবিষ্ট ভুজগগণ বিল মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইআছে। ঐ সময়ে ত্বষ্টাও সুবর্ণবিভূষিত চতুর্দ্দশ নারাচাস্ত্রে ময়কে প্রতিবিদ্ধ করিলেন; ঐ বাণ সমুদায়ও ময়দানবের দক্ষিণ হস্ত বিদারণ করিয়া বেগবান ভুজগের ন্যায় ভূমিপ্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি সমুদায় ভূতলে প্রবেশ করিতেছে। অনন্তর ময়দানব শোণিতাশন অতি তীব্র তিনটি বাণ পরিত্যাগ করিলে সেই বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ত্বষ্টা তৎক্ষণাৎ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক লজ্জিতহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া দৈত্যপতির আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন সেই দৈত্যেন্দ্র অতি মনোহর সুবর্ণ সমুজ্জ্বল স্বীয় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রণস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলদর্পিত দানবশ্রেষ্ঠ পুলোমা শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র সর্ব্বজীবশরীরান্তরচারী সাক্ষাৎ কালান্তক সদৃশ বলবান বায়ুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। যেমন কোন মত্ত মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দী মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়, তদ্রূপ পবন ও পুলোমার জ্যাস্ফালন

শ্রবণমাত্র দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যপতিও অবসর বুঝিয়া এরূপ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল যে, তারা দশদিক এক বারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যকিরণে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তদ্দর্শনে বায়ুও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন গর্জ্জিত সর্পের ন্যায় তাঁহার ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। চক্ষুদয় কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এদিকে দৈত্যপতির শরাসন নির্ম্মুক্ত ময়ূরপিচ্ছাশোভিত সুবর্ণ পুঙ্খ বাণ সমুদায় নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন দৈত্যরাজ পুলোমার কি শরাসন, কি ধ্বজ, কি পতাকা, কি ছত্র, কি ঈশ, সমুদায় স্থান হইতে যেন অনবরত সহস্র সহস্র বাণ প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে দিতিতনয় সুবর্ণনির্ম্মিত অতি তীক্ষ্ণ যে সমুদায় বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তৎসমুদায়ই বায়ু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শলভবৃত্তি আশ্রয় করিল।

অনন্তর পবনদেব তাহাকে মহাক্রোধে সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া প্রাণপণে তাহার প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার বেগ প্রতিহত হইল না দেখিয়া একবারে পুঞ্জীকৃত বাণরাশি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই আবার নতপর্ব্ব বিংশতি বাণ একবারে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে আকাশ অন্য দশ বায়ু সাধু সাধু বলিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। সেই লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে পুলোমার সৈন্যগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া ধাবিত হইল। অনন্তর বর্ষাকালীন বলাহকগণ যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, তাহারাও সেইরূপ শরবৃষ্টি দ্বারা পবনদেবকে আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সোমদেবকে ব্যথিত করে, তদ্রূপ পুলোমাপক্ষীয় সপ্ত মহারথও মহাক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেবকে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

অনন্তর বায়ু নানারত্নালঙ্কৃত করিশুণ্ডাকৃতি ভুজণ্ড সমুদ্যত করিয়া ঐ সপ্তমহারথের মস্তকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিলেন যে, তদ্বারাই তাহারা একবারে পঞ্চত্ব লাভ করিল। ঐ সময়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুলোমাও প্রাণপণে বায়ুর প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিয়া ছিল। কিন্তু পবনদেব উহা তৎকালে লক্ষ্য ও করিলেন না; তাঁহার সেই ভুজদণ্ড প্রহারে মহারথগণের অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাদের শিরস্থিত মুকুট ও শরীরস্থ বর্ম্ম সমুদায় শোণিতাক্ত হওয়াতে গৈরিকার্দ্র পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত হইল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, মত্ত মাতঙ্গগণ অথবা পুষ্পিত পাদপশ্রেণী নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ হইতে যে রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার সহিত রণভূমি-পতিত দেবদৈত্যপক্ষীয় অশ্ব গজের রুধিরস্রোতে মিলিত হইয়া ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধিনী অতি ঘোররূপা শোণিতময়ী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্বারা রণস্থলও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। গত প্রাণ সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস, খেচর, ধ্বজা, পতাকা, রথ, ঘণ্টাবিভূষিত বিদীর্ণকুম্ভ হস্তী, সুবর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বল নারাচ, দেবদানবনির্ম্মুক্ত আশীবিষতুল্য প্রাস, তোমর, ভল্ল, শক্তি, খড়্গ, পরশ্বধ, সুবর্ণময় শরাসন, গদা, মুষল, পট্টিশ, স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদ, কেয়ূর, মুকুট সুন্দর কুণ্ডল, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ এবং হার মণি ও গতজীবিত সৈন্যগণ রণস্থলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গ্রহ ও তারা কুলসঙ্কুল

নভোমণ্ডল শোভা পাইতেছে। ফলতঃ দেবদৈত্যগণের পরাক্রমানুরূপ মৃত হস্তী অশ্ব ও ভগ্নরথ দ্বারা রণস্থল অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ! অনন্তর পুলোমাপক্ষীয় সহস্র সহস্র দৈত্যসেনাগণ গদা মুষল হস্তে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া পবনদেবকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মাতঙ্গ যেমন অঙ্কুশ প্রহারে ব্যথিত হয়, পবনদেবও সেইরূপ তাহাদের সেই বাণ বর্ষণে আহত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি অষ্টশত দৈত্যসেনা সংহারপূর্ব্বক পথ প্রস্তুত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ বিস্তীর্ণ পথ অদ্যাপি আকাশমণ্ডলে লক্ষিত হইয়া থাকে। উহা বায়ুপথ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, সিদ্ধগণ উহাকে সতত দর্শন করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে মহাবীর্য্য হয়গ্রীব নামক দৈত্য রণস্থলে আসিয়া পূষার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোতর সিংহনাদ আরম্ভ করিল। পরে হেমজালবিভূষিত তাহার বিষম ধনু বিস্ফারিত করিয়া ক্রোধরনেত্রে পূষার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। সে যখন এক হস্তে শরাসন অপর হস্তে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ আরম্ভ করিল, তখন তাহার লঘু হস্ততানিবন্ধন এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন দৈত্যপতির হস্তস্থিত অগ্নিচক্রোপম প্রদীপ্ত শরাসন কেবল মণ্ডলাকারে অবস্থান করিতেছে, কখন জ্যা আকর্ষণ, কখন শসন্ধান, কখনই বা বাণমোচন করিতেছে, তাহার আর কিছুই লক্ষ্য হয় না।এইরূপে সেই দৈত্যপতির চাপবিনির্ম্মুক্ত সুবর্ণ পুঙ্খ শরজালে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এমন কি সূর্য্যের প্রভাপর্য্যন্ত আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন সেই গিরিশৃঙ্গ সদৃশ সুদৃঢ় শরাসন হইতে বাণ সমুদায় নিঃসৃত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন শ্রেণীভূত বকশ্রেণীই গমন করিতেছে। হয়গ্রীবের প্রক্ষিপ্ত এই সমস্ত বাণই গন্ধপত্র, শিলাশাণিত, কাঞ্চনবিভূষিত সরলা ও মহাবেগশালী। এই সমস্ত নিশিত বাণ চাপ বলে উদ্ধৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন গ্রীষ্মবসানে সহস্র সহস্র খদ্যোৎকুল আকাশে উঠিয়া বিচরণ করিতেছে।

এইরূপে মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ দৈত্যরাজ হয়গ্রীবও পূষার উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদনন্তর সুরবর পূষার অদ্ভুত বলবীর্য্য, পরাক্রম, উদ্যম ও সাহস অবলোকন করিয়া দেবগণ চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পূষা সেই সমুদ্র হইতে সমুদ্ধৃত বারিধারার ন্যায় শরবৃষ্টি গ্রাহ্যই করিলেন না। প্রত্যুত মহাক্রোধে শরাসন গ্রহণ করিয়া হয়গ্রীবের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার প্রকাণ্ডধনুক হেমপৃষ্ঠ ও ঘোর নিস্বন। দেখিলে দ্বিতীয় ইন্দ্রধনু বলিয়া প্রতীত হয়। অনন্তর সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া যেমন মণ্ডলাকার করিলেন, অমনি তাহা হইতে অনবরত বাণ নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। ঐ সমস্ত সুবর্ণপুঙ্খ বাণ নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া বিস্তৃত মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কিন্তু হয়গ্রীবের নতপর্ব্ব বাণদারা ঐ সমস্ত বাণ বিশ্বর্ণ হইতে লাগিল। তথাপি পূষা স্বীয় নামাঙ্কিত অসমুজ্জ্বল সুবর্ণ পরিষ্কৃত অত্যুগ্র দিব্য শরনিকরপাতে হয়গ্রীবকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তখন হয়গ্রীব আর সহ্য করিতে পারিল না; একেবারে ক্রোধে পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অতি তীক্ষ্ণশর বর্ষণ আরম্ভ করিল, তদ্বারা পূষার ধ্বজা, পতাকা, ধনু, রথরশ্মি ও অশ্বযোক্ত্র একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর আর চার বাণে রথের

অশ্বগণকে নিহত করিয়া সারথিকে রথ হইতে পাতিত করিল। এইরূপে পূষা হয়গ্রীব কর্ত্তৃক বিরথ হইয়া সিন্ধুর মহাতরঙ্গের স্যায় ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াই যেন ইন্দ্রপথে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে সুরবর ভগের সহিত দৈত্যপতি শম্বরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরবরের ধনুও অতি প্রকাণ্ড, উহার শব্দ বজ্রধ্বনি তুল্য, জ্যা অত্যন্ত দৃঢ়। সম্বর মহাক্রোধে সেই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রথাক্ষসদৃশ বহুতর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবসৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগদেবও সেই বিরুপাক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি সম্বরকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে অধরকম্পিত করিয়া সত্বর তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগ তথন ভীষণ জ্যাঘোষ দ্বারা দিক্ সমুদায় পূর্ণ করিয়া ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক শরনিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে শরবর্ষণ করিতে করিতে যখন সম্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, কোন মত্তমাতঙ্গ অন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি অথবা মহাবৃষভ অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হইতেছে। অনন্তর উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে মহাবেগশালী ধনুর্দ্বয় গ্রহণ করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে এক বারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধও তখন ঘোরতর হইতে লাগিল। সেই অপ্রমেয় নিরুপম যুদ্ধে পরস্পর এরূপ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, উভয়ের সন্নতপর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত বাণ সমুদায় উভয়ের শরীরে পতিত হইয়া উহাদের কাংস্যময় বর্ম্মভেদপূর্ব্বক শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে রুধিরধানায় উভয়ের শরীর আপ্লুত হইয়া উঠিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয় পরস্পর কটাক্ষপাত করিতে যত্নবান হইলেও নিশিত শর নিপাতের নিমিত্ত কেহ কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই অবসর পাইলেন না। অনন্তর কালান্তক যমোপম শম্বর ক্রোধরক্তনয়নে ভগের প্রতি বিষম নারাচাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল গরুড় যেন আকাশে থাকিয়া মহোরগগণকে প্রোথিত করিতেছে। কিন্তু ভগ ঐ সমুদায় অস্ত্র স্বসন্নিধানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আকাশপথে স্বীয় তীক্ষশরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্বরবর সুতীক্ষ্ণ মহাবেগশালী দিবাকর সমপ্রভ চতুঃষষ্টি বাণ যুগপৎ নিক্ষেপ করিল; ঐ সকল অস্ত্র ভগের শরীরে পড়িয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল; এইরূপে উভয়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শম্বর এই সময়ে মায়া জাল বিস্তার করিয়া সমুদায় স্থান ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তখন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, কেবলমাত্র বজ্রধ্বনির ন্যায় ঘন ঘন জ্যা শব্দ শ্রত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই ভুগের অস্বনাশ ও রথধ্বজ ছেদন করিয়া ধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ আরম্ভ করিল; সুবর স্বীয় অস্ত্রবলে ঐ সমুদায় বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন; তথাপি তাহার শরীরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও। অক্ষত রহিল না। অনন্তমায়াভিজ্ঞ দ্যুতিমান দেবসেনা বিনাশন শম্বরের মায়াবলে ও লঘুহস্ততা গুণে সুরবর প্রতারিত হইতে লাগিলেন, তিনি প্রথমতঃ মনে করিলেন, দৈত্যপতি শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, পরক্ষণেই আবার দেখিতে পাইলেম সে হতজীবন হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ পরেই আবার অসুর পতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া শত শত শম্বর হইয়া যুদ্ধ করিতেছে; ক্ষণকালের পর আবার এই সমুদায় ভাব পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকাণ্ড গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে। এইরূপে

কখন দেশমাত্র, কখন ভীষণ পর্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া আকাশ বিহারী মেঘের ন্যায় কখন উৰ্দ্ধে কখন অধোভাগে কখন পার্শ্বে বিচরণ করিতে লাগিল। কখন বা বিকটাকার ঘোরতর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত দেবসেনাগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

মহারাজ! সিংহ দর্শন করিয়া মৃগগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে সেইরূপ সেই বিকৃত মূর্ত্তি ভীম দর্শন শম্বরকে দেখিয়া দেবগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শম্বর অন্য এক সুদীর্ঘ দেহ ধারণ করিয়া সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া আকাশপথে আগমন করিতে লাগিল; আগমন কালে সে নভস্তলে থাকিয়াই দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সংবর্ত্তক নামা মেঘের ন্যায় বারিবর্ষণে পৃথিবী আপ্লাবিত করিল। পরক্ষণেই আবার ভীমপরাক্রম শতাবর্ত্ত ও শতশিখ অগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল; মুহূর্ত্তকাল পরেই আবার দৃষ্ট হইতে লাগিল, মহাসুর শতশীর্ষ শতোদর মহাশৈল কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে; তখন আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন তৎসমুদায়ই অসুরপতি গ্রাস করিয়া ফেলিল; গন্ধর্ব্ব নগরাকৃতি সেই অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বর রথারূঢ় হইয়া এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল, তখন কেহই আর তাহাকে দেখিতে পায় না। সেই অদ্ভুত যোদ্ধা শম্বরের মায়ার সীমা ছিল না, সে মায়াবলে অন্তর্হিত হইলে দেবগণ শঙ্কিত হৃদয়ে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন; সুরবর ভগও সেই দানব সমরে ভীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিলেন না; রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবরাজের শরণাগত হইলেন।

মহাপ্রতাপশালী দানবে এইরূপে ভগদেবকে পরাস্ত করিয়া যে স্থানে মহাতেজা অতি প্রভাশালী বহ্নি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কর্কশ স্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, বৈশ্বানর! এই আমি তোমার সাক্ষাৎ অন্তকরূপে উপস্থিত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল; এই সময়ে মহাবল দ্বিজরাজ সোমদেব অসুর সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত শিশিরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্যুতিমান গ্রহগণ পরিবৃত কৈলাস শিখরের ন্যায় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দানবসৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্তকালীন সাক্ষাৎ অন্তকই দণ্ডপাণি হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার শিশিরাস্ত্রপাতে রথ ও অশ্বসফল প্রোথিত হইয়া গেল। তিনি মহাবেগে রথ সমুদায় আকর্ষণ করিয়া দাবাগ্নির ন্যায় দানবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অস্ত্রবলে রথিগণ রথোপরি, গজারোহিগণ গজে, অশ্বারোহিগণ অশ্বপৃষ্ঠে, পদাতিগণ ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। বায়ু যেমন বেগবলে সমস্ত বনস্পতিকে কম্পিত করে, তদ্রূপ মহাতেজা চন্দ্রমাও শিশিয়াস্ত্র পাতে সমুদায় দৈত্যসেনাগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন; তখন ভগবান সোম দেবের অস্ত্র সমুদায় শত্রুশোণিতে আর্দ্র হইয়া পশুহনন প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের রুধিরাক্ত পিনাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে পরম শোভাকর মহাবল সোমদেব পলায়নোদ্যত স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে যুগান্তকালীন সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃবর্গ তাহাকে মৃত্যুর ন্যায় আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল;

ফলতঃ সোমদেব যেদিকে শিশিরাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই দৈত্যসেনাগণ বিশীর্ণ হইতে লাগিল, এইরূপে তিনি যখন স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দৈত্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই ঘোরতর সংগ্রামে কাল স্বয়ং মুখব্যাদান করিয়া সমস্ত অসুরসৈন্য গ্রাস করিতেছে।

শশাঙ্ক সমরস্থলে ঐরূপে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া দৈত্যদিগের চন্দ্র ও ভাস্কর উভয়ে তালপ্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিতে করিতে বৃষ্টিমান মেঘদ্বয়ের ন্যায় তথায় আসিয়া অজস্র শরবর্ষণে চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিল। অনন্তর সুর ও অসুরগণের কার্ম্মুক বিস্ফারণে সমরস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে দিক সমুদায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, বাদ্যমান ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ভীষণ শব্দে নভোমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল। জয়াকাঙ্ক্ষী সমর সমুৎসুক যোদ্ধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া গোষ্ঠস্থিত বৃষের ন্যায় মহা আস্ফালনপূর্ব্বক শরবর্ষণ আরম্ভ করিল; ঐ শরবর্ষণে উভয় পক্ষীয় কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও মালা বিভূষিত অসংখ্য সৈন্যগণ ছিন্নমস্তক হইয়া সমর ভূমিতে পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে। বাণছিন্ন শরাসনযুক্ত কবচ সংবৃত অলঙ্কৃত বাহুর সহিত রুধিরাক্ত কলেবর, কুণ্ডলবিভূষিত শশাঙ্কতুল্য মুখ, ভাস্বর ঊরু, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য গজ বাজিদিগের শরীর পতিত হইয়া মুহূর্তকালমধ্যে সমভূমি আকীর্ণ করিল। চাপরূপ বিপুলমেঘের উদয় হইলে শক্ররূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহাতে বাহনগণের গভীর নির্ঘোষেই বজ্রধ্বনির স্বরূপ হইয়া উঠিল। অচিরে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে দেবতা ও অসুরগণের তুমুল যুদ্ধ অতি ভীষণ আকারই ধারণ করিয়াছিল।

২৪৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, উভয় পক্ষীয় সৈন্য অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শরবর্ষণ নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল, অশ্বগণ আরোহী নিহত হওয়াতে স্বেচ্ছানুসারে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কি গজারোহী কি অশ্বারোহী কি রথী অনেকেই আর সমর ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। বেগবান শূর বীরগণের জ্যাঘোষ ও করতলধ্বনিতে আর কিছুই জানিবার উপায় রহিল না।

অমিততেজা যোধগণের শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ প্রহারে উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে ছিম বাহু ছিন্ন মস্তক ও ছিন্নশরাসন রাশীকৃত হইয়া উঠিল। অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ যে কত চূর্ণীকৃত ও নিপতিত হইল তাহার আর ইয়ত্তাকরা যায় না। তাহাদের গাত্র বিশ্রুত রুধির প্রবাহে ঘোরতর শোণিতময়ী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সৈনিকগণের কেশজাল ঐ নদীর শৈবালরূপে ভাসমান হইতে লাগিল। এদিকে দানবনিপীড়িত দেবগণের মধ্যে ভীষণ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। ফলতঃ দেবদৈত্যগণের এরূপ মহাভয়ঙ্কর ঘোর দর্শন অদ্ভুত যুদ্ধ আর কখন কেহ দৃষ্টিগোচর করে নাই।

এই সময় দৈত্যবর বিরোচন মহা ধনুর্দ্ধারী লোহিত নেত্র সাধ্যবর বিষ্বকসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। বিশ্বসেনও তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিনশরে তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। বিরোচন সাধ্যশরে ব্যথিত হইয়া ক্রোধে অঙ্কুশাহত গজপতি এবং অধ্বর প্রতিষ্ঠিত আহুতি প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সাতবাণ দ্বারা বিকৃসেনকে বিদ্ধ করিল। বিষ্বক্সেন দানবশরে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া মুর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন এবং ধ্বজদণ্ড আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দৈত্যসৈন্য মধ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর আশ্বাসিত হইয়া পুনর্ব্বার ধনুরাস্ফালনপূর্ব্বক যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। অসামান্য বলবান্ বিরোচনও নিশিত শর নিপাতে সমস্ত সুরসৈন্যদিগকে একে বারে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল। মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় তাহার ঘোরতর সিংহনাদ মুহুর্মুহু শ্রুত হইতে লাগিল। এদিকে দেবগণ সেই অশ্মবর্ষী বিদ্যুৎবিরাজিত প্রচণ্ড মেঘের ন্যায় শব্দায়মান উদ্যতাস্ত্র অনুরণণের শরবর্ষণে মহাত্রস্ত হইয়া রথিগণ রথ পরিত্যাগ অশ্বারোহীগণ অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক পদাতিগণ পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা বজ্রধ্বনির ন্যায় কার্ম্মুক নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রণস্থলেই লীন হইয়া পড়িল। ফলতঃ তৎকালে বিরোচন ভয়ে সকলেই ভীত হইয়া দেবরাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। যে চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি সৈন্য সাধ্যবব বিষ্বকসেনের শরীর রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল, তাহারাও বিরোচন হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না। মহাবাহু দৈত্যরাজ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পক্ষবিস্তার করিয়া বরুথিনী ভেদপূর্ব্বক সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট রথী, সাদী নিষাদী ও পদাতিগণ সমভিব্যাহারে বিশ্বসেন বিরোচনের প্রতি ধাবমান হইল। তাহারা সকলেই অসি, চর্ম্ম, গদা, শক্তি, পরিঘ, প্রাস, তোমর হস্তে করিয়া মহাশব্দে সিংহনাদ করিতে করিতে দৈত্যপতির সম্মুখীন হইল।

অনন্তর দানব অসি উদ্যত করিয়া মহাবেগে রণস্থলে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই রথিগণের ধনুক ও মস্তক ছেদন করিয়া পাতিত করিতে লাগিল এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রমৃত, প্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার যুদ্ধ পদবী প্রদর্শন করিতে লাগিল; তাহার খড়্গ প্রহারে কেহ মর্ম্মাহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিত হইল; কোন কোন দেবহস্তী দানবাস্ত্রে হতারোহী ও বিদীর্ণপৃষ্ঠ হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দেবসৈন্যই বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল; বিবিধ তোমর, চাপ ও মহামাত্রের অসংখ্য মস্তক ছিন্ন হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। দানবের খড়্গ প্রহারে মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল, মহারথিগণের মস্তক ও শরাসন ছিন্ন হইল, অনন্তর মহাবল দানব বেগে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক খড়্গপ্রহারে কখন রথী, কখন সারথি, কখন বা রথধ্বজ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল; কাহাকেও বা পাদপ্রহারে প্রোথিত করিল, কাহাকেও ভীষণ সিংহনাদে ত্রাসিত করিল; তদ্দর্শনে কেহ কেহ এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, সেই ভয়েই তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত অপহরণ করিল।

এইরূপে হস্তী, অশ্ব, রথী ও সুরসৈন্যগণের ক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যবসরে দৈত্যবর কুম্ভ অন্যতম আদিত্য অংশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই মত্ত বারণবিক্রম

কুজম্ভ অচলের ন্যায় সমরস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতিতীক্ষ্ণ অসংখ্য ভাস্বর শর নিপাতে রথারূঢ় সহস্র সহস্র সুর সৈন্যকে নিপীড়িত করিল। অধিক কি সেই বাণ পথের সম্মুখে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। অন্যান্য জীবগণ ভয় বিহ্বলচিত্তে ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্ধকার সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিল। দেবগণের পরাজয়ই ক্রমশঃ লক্ষিত হইতে লাগিল; অসামান্য বিক্রমশালী অংশও অসুরপতির দশ সহস্র বেগবান কুঞ্জরকেও ব্যথিত করিলেন; অরিন্দম দানব স্বীয় গজসৈন্য সমুদায় বেগে প্রত্যা গমন করিতেছে দেখিয়া এক অতি দুর্ব্ভেদ্য প্রস্তরবৎ কঠিন প্রকাণ্ড গদাগ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর গজসৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই গদাপ্রহারে অনেক হস্তীই ভগ্নদন্ত হইয়া পড়িল; কাহার কুম্ভস্থল, বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন ঐ সমুদায় কুঞ্জর আর প্রহারব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দানবশ্রেষ্ঠ কুজম্ভ তৎকালে দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল ঘোরদর্শন অমাত্যদানবগণ কুজম্ভের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিল, তাহারাও অতি তীক্ষ্ণ নির্ম্মল নারাচাস্ত্রে গজসেনাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; ঐ সময় কুজম্ভও ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, দাত্র ও অঞ্জলিক অস্ত্র দ্বারা উহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। ঐ সকল ছিন্ন মস্তক অঙ্কুশযুক্ত ছিন্ন বাহু পতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডলে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে; গজারোহী যোধগণের মস্তক ছিন্ন হওয়াতে এক একটি ছিন্ন শীর্ষ তাল বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল; ঐ সময় দেববর অংশের মত্ত মাতঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া কুজম্ভ মহাক্রোধে একবাণে তাহার কুম্ভস্থল বিদ্ধ করিল, বিদ্ধ হইবামাত্র সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ সমর বিমুখ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এইরূপে গজসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া গদাযুদ্ধ বিশারদ কুজন্ত প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে গদা প্রহার আরম্ভ করিল; দেবগণ দেখিতে লাগিলেন, তাহার সেই ভীষণ গদাপ্রহারে পর্ব্বত প্রমাণ হস্তী সমুদায়ও সমরে পতিত হইতে লাগিল; দেবেন্দ্রের বজ্রপ্রহারে পর্ব্বতগণ যেমন বিশীর্ণ হইয়া পড়ে অসুরপতির গদাপ্রহারেও সেই রূপ হস্তসৈন্য মাত্রেই বিশীর্ণ হইয়া পড়িল; তখন দেবগণ তাহাকে মূর্ত্তিমান অন্তক বলিয়া মনে করিলেন। মৃগেন্দ্রের গন্ধে যেমন অন্যান্য মৃগগণ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, সেই সুরগণও কুম্ভের দর্পে একেবারে বিশীর্ণ হইয়া পড়িলেন। সে যখন গজশোণিতাক্ত আয়সী গদা হস্তে করিয়া ক্রোধ পূর্ণ কলেবরে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখব্যাদনপূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, প্রলয় কালে ভগবান ত্রিপুরারি প্রজা সংহারের নিমিত্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; যেমন গোপালদণ্ড দর্শন করিয়া গোগণ ভীত হয় সেইরূপ গদাহস্ত দানবকে দেখিয়া মহাগজ সমুদায়ও দমিত হইয়া উঠিল। সুরগণ দেখিতে লাগিলেন, ভীম পরাক্রম দানব দণ্ড উদ্যত করিয়া আকাশপথে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ

করিতেছে; যে সমুদায় হস্তীসৈন্যের আরোহিগণ নিহত হইয়াছিল, তাহারা দৈত্যপতির পদপ্রহার ও বাণপাত সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়াই ধাবমান হইল; তৎকালে সেই পলায়মান হস্তিবৃন্দকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভীষণ বায়ুপ্রভাবে মেঘগণ দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। এইরূপে দৈত্যবর কুজম্ভ সমস্ত গজসৈন্যদিগকে অপসারিত করিয়া সমর ভূমিতে স্বয়ং সংবর্ত্তককালের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

২৪৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দেবরাজের আজ্ঞানুসারে তদীয় সমস্ত সৈন্য সেই ভীষণ গর্জ্জনকারী দৈত্যসেনাগণকে আক্রমণ করিল। হস্তী, রথ ও অশ্ব প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অপার সৈন্যসাগর যখন শঙ্খ ও দুন্দুভি বাদিত করিয়া পর্ব্বদিবসে বিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল, তখন দিক সমুদায় রজোন্ধকারে একেবারে অন্ধকারময় হইয়া উঠিল; কিন্তু অসামান্য বলশালী কুজম্ভ বেগে আসিয়া সেই সৈন্য সাগর স্তম্ভিত করিয়া মেরুর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায় মান হইল। অনন্তর কুম্ভ ঘোরতর গদাপ্রহার আরম্ভ করিলে দেবগণ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তখন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দৈত্যপক্ষীয় অসিলোমার সহিত দেবপক্ষীয় হরি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পরস্পর শরবর্ষণ আরম্ভ হইল।

সূর্য্য সমুদিত হইলে অন্ধকাররাশি যেমন দূরে উৎসারিত হয়, তদ্রূপ সেই দানবপতি বলবান অসিলোমা ধূমকেতুর ন্যায় সুরসৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে উৎসারিত করিতে লাগিল; দৈত্যপতির রথ সহস্র রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান ভীষণ মূর্ত্তি অতি দুর্দ্ধর্ষ দুর্নিবার্য্য ক্রূরমতি অসিলোমা সেই রথে উপবেশন করিয়া সলিলবর্ষী মেঘের ন্যায় অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই বিকট দর্শন অসিলোমা শরজাল বিস্তার করিয়া যখন সৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদ করিতে লাগিল তখন বোধ হইল যেন শরসমুদায় তাহার দন্ত, অসি যেন জিহ্বা বিস্তৃত শরাসন যেন তাহার বদন। সে সাক্ষাৎ সংহারকর্ত্তার ন্যায় যেন সুর সৈন্য সমুদায় গ্রাস করিতেছে। পরশুধারী শ্রীমান অসুরপতি সমরাঙ্গনে বাঘ্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মহা মেঘ সমুদিত হইয়াছে। জ্যানির্ঘোষ উহার বজ্র ধ্বনি, বাণবর্ষণ উহার বারিধারা, ধনু উহার বিদ্যুৎ গুণ প্রাপ্ত হইল। সৈন্যগণকে দেখিয়া সাগর ভ্রম উপস্থিত হইল। উদ্যত বাহু সমুদায় উহার গ্রাহগণ, কার্ম্মুক উহার তরঙ্গমালা, বাণাবর্ত্ত উহার মহাহ্রদ, গদা ও অসি উহার মকর, ধনুর্জ্যা উহার বেলা, নারাচ সমুদায় উহার মীন, সিংহনাদ উহার গভীর ধ্বনি। অশ্ব, গজ, পদাতি ও রথ সমুদায় সেই সাগরে মগ্ন হইতে লাগিল। মহাবল দানব শ্রেষ্ঠ অসিলোমা যখন দেবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল, তখন দেবগণ সেই উজ্জ্বল কাঞ্চনপ্রত বর্ম্মধারী অসুরপতির প্রতি আর দৃষ্টিপাত ও করিতে পারিলেন না। সকলেই দেখিতে লাগিলেন যেন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য প্রখরতর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, যেন গ্রীষ্মান্তে প্রজ্বলিত হুতাশন শিখাবিস্তার করিয়া দাবদাহ উপস্থিত করিয়াছে। উভয়দলের

সৈন্যগণ ঘোরতর সিংহনাদ আরম্ভ করিলে সকলেই মুগ্ধ ও আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণ আত্মগৌরব মনে করিয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। বরং দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। রুধির প্রবাহে সমরভূমি কর্দ্দমময়ী হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। সৈন্যগণ এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়াছিল যে তাহাদের আর দিক্ বিদিক্ কিছুই জ্ঞান রহিল না। অনবরত বাণবর্ষণ করিতেছে, ঐরূপ অস্ত্রবৃষ্টি করিতে করিতে অবশেষে এরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল যে, কে বা আত্মপক্ষ কেই বা পরপক্ষ, তাহার আর জ্ঞান পর্যন্ত রহিল না। কেহ কেহ মহাক্রোধে ওষ্ঠপুট সন্দংশনপূর্ব্বক মস্তকছেদন, অন্যের কেশাকর্ষণ করিয়া কেহ বা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বজ্রকল্প ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে কাহার প্রাণসংহার করিল।

মহারাজ! এইরূপে স্বর্গফলপ্রদ বীরগণের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অশ্ব অশ্বের প্রতি, গজ গজের প্রতি, বীর বীরের প্রতি, মহা বেগে ধাবমান হইল। কি সুরগণ, কি অসুরগণ, উভয় পক্ষেরই পরাক্রম অসীম, উভয় পক্ষই মহা রথ পূর্ণ, উভয় দলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। কেহ মুক্তকেশ, কেহ ছিন্ন কবচ, কেহ বিরথ, কেহ ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া কেবল হস্ত তাড়না ও পদ প্রহার দ্বারাই যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময়ে মহারথ হরি নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা অসিলোমার শরাসন ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পরক্ষণেই আবার শত শত আনত পর্ব্ব শরক্ষেপে দৈত্যপতির শরীর বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ দৈত্যপতির বিশাল দেহে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়া পর্ব্বত গাত্রে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট নাগগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার শরীর হইতে অজস্র ধারায় রুধির ধারা নির্গলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সুমেরু পর্ব্বতের গাত্রহইতে গৈরিক, ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

অনন্তর অসিলোমা মহাক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণ পুঙ্খ শাণিত বাণসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নিক্ষিপ্ত শরসমুদায় হরির গাত্রে বিদ্ধ হইয়া অনল ও সর্পবিষের ন্যায় মর্ম্মব্যথা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল এবং সহস্র সহস্র বাণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, দেখিলে বোধ হয় যেন ঘোর ঘনঘটাবলী কোন পর্ব্বত বিশেষকে একেবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দৈত্যবর পুনর্ব্বার এক কৃতান্ততুল্য সূর্য্যসন্নিভ অপ্রতিম বাণ সন্ধান করিয়া সুরবরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি সেই ভীষণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। অমনি চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। সূর্য্য নভস্তল হইতে স্খলিত হইলে যেমন সমস্ত জগৎ বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, এই সুরবর হরির পতনেও সেইরূপ সমস্ত লোক মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মহাসুর অবিলম্বেই আবার তাঁহার এক ত্রিংশৎ সহস্র যোধগণের উপর অস্ত্রক্ষেপ আরম্ভ করিল; তখন জয়লক্ষ্মী দানবের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া, দৈত্যরাজ প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় দীপ্যমান ও যুদ্ধমদে মত্ত হইয়া অন্য এক ভীষণ কর্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্ররথের প্রতি ধাবমান হইল।

এই মহাযুদ্ধে অশ্বিনী কুমারদ্বয় সসৈন্যে আসিয়া বলবান দেবশত্রু বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বৃত্রাসুর ধনুর্ব্বাণ ও অসিধারণপূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অচলের ন্যায় স্থিরভাবে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি ও জ্যা

আস্ফালন আরম্ভ করিলে জীব মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ পর্য্যন্ত সকলেই সেই অর্ণবধ্বনিতুল্য শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন; অতঃপর তাঁহারা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শক্তি, শূল ও পরশ্বধ, প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত অস্ত্র দৈত্যপতির উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর একমাত্র ভীষণ ভল্লাস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর প্রিয়দর্শন দৈত্যবর কি অন্তরীক্ষচারী কি ভূতলবিহারী সকলেরই শরীর বিদ্ধ করিল। মুহুর্তমধ্যে তাহার শর প্রহারে যক্ষ ও রাক্ষসগণের শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করিতে লাগিল। অনেকেরই মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন বিদীর্ণ কলেবর দেবগণ সমবেত হইয়া মহাবেগে সেই অসুরপতি বৃত্রাসুরকে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন অভ্রবৃন্দ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু আদিত্য যেমন স্বীয় কিরণ সহস্র বর্ষণ করিয়া সর্ব্বজীবকে প্রতপ্ত করেন, সেইরূপ দানবপতিও মর্ম্মভেদী সায়কপাতে দেবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ সেই বাণপ্রহারে বিবিধ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন কিন্তু অসুরপতির কিঞ্চিন্মাত্র মোহ লক্ষিত হইল না। তখন মহারথ দেবগণ পুনরায় তাহার প্রতি অসি, শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, তোমর, পরশ্বধ ও ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। বৃত্র সেই সমুদায় অস্ত্রে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া বিষমক্রোধে অতি তীক্ষ্ণ বাণসমুদায় তাঁহাদের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবগণ আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। সকলেই আর্ত্তস্বরে ঘোরতর চীৎকারপূর্ব্বক অসুরের ভয়ে গদা, শক্তি, শূল ও অসি প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র রণস্থলে পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিলেন; অনন্তর শূলগদাপাণি বিশালবক্ষ, মহাভুজ দৈত্যরাজ সমস্ত চরাচর বিশ্বকে ত্রাসিত করিয়া সমরাঙ্গনে আস্ফালন করিতে লাগিল। তৎকালে একমাত্র মহাবীর অশ্বিনীকুমারই কেবল এক হস্তে প্রকাণ্ড কোদণ্ড অন্য হস্তে শূলাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সেই অপ্রতিম যোদ্ধা বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবমান হইল। অবিলম্বে তাহার সম্মুখীন হইয়াই তিন বৎসদন্ত বাণে উহার পার্শ্বদেশ ব্যথিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী গদাযুদ্ধ বিশারদ বৃত্র ব্যথিত হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় গলগ্রহণ ও বেগে কুমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তদ্দারা তাহাকে প্রহার করিল। অনন্তর অশ্বিনীকুমারও এক প্রকাণ্ড শূলাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দৈত্যরাজ গদা প্রহারে সে শূল চূর্ণ করিয়া গরুড় যেমন সর্পের প্রতি ধাবমান হয় তদ্রূপ তাহার দিকে ধাবিত হইল; অনন্তর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া সেই ভীষণ গিরিশৃঙ্গাকৃতি গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে পাতিত করিল। অশ্বিনীকুমার সেই গদাপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্বীয় শূলাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথায় দেবরাজ যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; এদিকে বৃত্রাসুর ভীম পরাক্রম অশ্বিনীকুমারকে পরাস্ত ও জয়লক্ষ্মীকে হস্তগত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল।

২৪৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেম, মহারাজ! সেই মহা যুদ্ধে রণাজি নামা একজন দেবতা দৈত্যবংশীয় ধীমান্ একচক্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ মহাস্ফালনকারী একচক্রের সৈন্য ও রথমার্গ শরবর্ষণ দ্বারা অবরোধ করিলেন। পট্টি শাস্ত্রযোধী মহাবীর্য্য অসুরগণও শূল, ভুষুণ্ডী, গদা ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার সেই শূলাস্ত্র এমন ভয়ানক যে, চরাচর মধ্যে কাহার সাধ্য নাই যে, উহা নিবারণ করিতে পারে। পর্ব্বত শিখরাকার দেবগণ ও অসুরগণ সকলেই মহাবীর্য্য ও মহারথ, উভয় দলেই পরস্পর ঘোরতর আক্রমণ করিল। মহাসুর হিরণ্যকশিপুর রথের ন্যায় ইহারও রথে শত শত অশ্ব যোজিত ছিল। ঐ সমুদায় অশ্বের চরণপাতে রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে এবং একচক্রের বিষম বাণপাতে শত শত অমরগণেরও মৃত্যু উপস্থিত হইল। দৈত্যপতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সমপর্ব্ব অতিলঘু বিচিত্র শর সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া দেবগণের শত সহস্র আয়ুধ ছেদন করিল। দেবগণও অতি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা অসুরদিগের হস্তী, অশ্ব, রথ ও বহুতর সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন; তখন দিতিসুতাগণ স্ব পক্ষীয় সৈন্যগণের ক্ষয় হইতেছে জানিতে পারিয়া শরাসন হস্তে প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা অতি তীক্ষ্ণ শরনিকর পাতে কি দিক্ কি বিদিক সমস্ত অবরোধ করিয়া দেবগণকে ব্যথিত করিতে লাগিল; তখন মহাবাহু রণাজি অতি তীক্ষ্ণ প্রজ্বলিত ভীষণ মথনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র নিশিত শূলাস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু মহাসুর একচক্র স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে ঐ সমস্ত শলাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিল। পরক্ষণেই আবার রণজির উপর দশ নিশিত শর নিক্ষেপ করিল। সাধ্যবর তাহার সেই অস্ত্রবেগ সংহার করিয়া অতিবেগশালী অপর কতকগুলি অতি তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা তাহার সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাদিগের গাত্র সমুদায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রাবৃট্‌কালীন অতিবৃষ্টির ন্যায় রুধির ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। এদিকে দৈত্যগণও বজ্রস্পর্শ বেগবান সরলপাতী শর নিক্ষেপে দেবগণকে ত্রাসিত করিয়া তুলিল।

এই সময়ে দানব একচক্র রণস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিল এক দিকে একদল সৈন্যগজ আসিতেছে; উহাদিগের সর্ব্বশরীর উৎকৃষ্ট আভরণে অলঙ্কৃত, গর্জ্জন সমুদ্র ধ্বনির ন্যায় গভীর। সকলেই মত্ত, সুসজ্জিত, দর্পিত, কুলীন, বীর্য্যবান, প্রতি দ্বন্দিহন্তা এবং মহামাত্রকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। তদ্দর্শনে অসুরপতি দ্বিতীয় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐ সমুদায় সুশিক্ষিত ঐরাবতকল্প সৈন্যগজকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্যশরে প্রহৃত হইলেও হস্তিগণের গণ্ডস্থল হইতে ত্রিধারা হইয়া মদধারা নির্গলিত হইতে লাগিল। ধারাধরের ন্যায় গভীরতর গর্জ্জন করিয়া অত্যুচ্চ মহাদ্রির ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল; গদাযুদ্ধবিশারদ দৈত্যবর গদাপ্রহারে সেই সমুদায় সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদাবৃত সৈন্যগজকে, প্রবল বায়ু যেমন ঘোর ঘনঘটাকে উৎসারিত করে সেইরূপে সমুৎসারিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত গজসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া মহাসুর পুনর্ব্বার অশ্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; এই সকল অশ্বদিগের মধ্যে কাহার বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায়, কাহার ভল্লুকের ন্যায়, কাহার বা ময়ূরের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পারাবত বর্ণ, কতকগুলি হংসবর্ণ, কতকগুলি ক্রৌঞ্চবর্ণ। ইহাদের চক্ষুও নানাপ্রকার, কাহার চক্ষু মল্লিকার ন্যায়, কাহার চক্ষু অতি কদাকার। মহাবাহু অপ্রতিমতো ভীমপরাক্রম একচক্র মনোজব তুল্য

বেগশালী ঐ অশ্বসৈন্যগণকেও গদা প্রহারে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। তখন অচিন্ত্য বিক্রম গদাযুদ্ধবিশারদ শ্রীমান রণাজি দৈত্যবরের এইরূপ সমরব্যাপার অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ পরিতুষ্ট হইল। রণজিও রথারোহণে ইন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এদিকে মহাসুর একচক্রও ত্রিংশৎ শত সহস্র সৈন্য সংহার করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় রণস্থলে বিরাজমান রহিল।

ঐ যুদ্ধে বলনামা মহাসুর মহাত্মা মৃগব্যাধ নামক রুদ্রদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; মৃগব্যাধের পারিষদ্গণ বলকে দেখিয়া হুতহুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কেহ মত্ত মাতঙ্গে, কেহ দিব্যরথে, কেহ কেহ মহাবেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইল; রণস্থলে উপস্থিত হইয়াই সেই মহাবেগ, মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায়, মহারথ মহাসুরকে নবোদিত সহস্ররশ্মির ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর অস্ত্র সমুদায় তাহার পর্ব্বত প্রমাণ মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দানব সেই সমুদায় অস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া গভীর সিংহনাদে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তদ্দর্শনে সুরবর মৃগব্যাধ ও রথারোহণ, ও শরাসনে জ্যা রোপণ করিয়া হৃষ্টমনে তাহার অনুসরণ করিলেন; অনুসরণ করিয়াই তদুপরি তুমুল বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন গ্রীষ্মবসানে ধারধর ধারাবর্ষণে ভূধরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; এইরূপে মৃগব্যাধ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া দানব আকাশতলে জলদজালের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদপূর্ব্বক আরও দূর আকাশে সমুত্থিত হইল এবং তথা হইতে পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পতিত হইয়া মৃগব্যাধের রথ একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল; তখন মৃগব্যাধ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পারিষদগণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া মুদ্গার হস্তে আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইল; দানবও তাহাদের সহিত উত্থিত হইয়া সেই বিমল আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল; অনন্তর যেরূপ বৃক্ষ স্কন্ধে পরশু প্রহার করে রুদ্রদেবের পারিষদগণ তাহার মস্তকোপরি সেইরূপ মুদ্গার প্রহার করিতে লাগিল। অসুরবর সেই ভীষণ প্রহারে ব্যথিত হইয়া তাহাদের বেগ প্রতিরোধপূর্ব্বক গরুড় বিক্রমে পুনর্ব্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইল। অতঃপর সেই মহাবল অসুরপতি এক বিশাল শাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া সমস্ত রুদ্রানুচরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু দানবপতিও তাহাদের প্রহারে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; অনন্তর দানবের মৃগাদি জীবজন্তু সমন্বিত ও পাদপ সমাযুক্ত এক প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ সমুৎপাটিত করিয়া রুদ্রদেবের পারিষদগণের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রহারেই সমস্ত রুদ্রানুচর অবসন্ন হইয়া পড়িল, যাহার অবশিষ্ট ছিল দৈত্য পতি তৎসমুদায়কেও নিহত করিল। অনন্তর যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় দানব এক অশ্বকে লইয়া অন্য অশ্বের উপর, এক হস্তী ধরিয়া অন্য হস্তীর উপর, এক রথ লইয়া অন্য রথের উপর ও একজন যোদ্ধাকে ধরিয়া অন্য যোদ্ধার উপর বলপূর্ব্বক পাতিত করিয়া সমস্ত সুরসৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলিল; এইরূপে যে সকল হস্তী ও অশ্ব নিহত হইল এবং যে সমুদায় রথ ঈশার সহিত ভগ্ন হইয়াছিল, তদ্বারা সমস্ত রণভূমি

রুদ্ধমার্গ হইয়া ত্রিদশগণেরও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে দৈত্যেন্দ্র বল ও রুদ্রদেব মৃগব্যাধ উভয়ে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধে অজৈকপাদনামে ত্রিলোক বিখ্যাত দ্বিতীয় রুদ্র রাহুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; ইহাদের তুমুল যুদ্ধেও অতি লোমহর্ষণ ব্যাপার সমুদায় সংঘটিত হইয়াছিল; পরস্পর জিগীষু বীরগণের দেহ হইতে দুস্তর ঘোরতর শোণিতময়ী নদী প্রবাহিত হয়। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের কেশপাশ তাহাতে শালস্বরূপ হইয়াছিল। রুদ্রদেব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া মুর্ত্তিমান্ রৌদ্ররসের ন্যায় কি অসুরগণ কি শতমুখরাহু, কি তাহার অশ্ব কি সারথি সকলকেই প্রহার এবং তদীয় কাঞ্চনখচিত রথ একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; এদিকে সুরপতিরে একজন মহাবল পারিষদ রথশক্তি গ্রহণ করিয়া তদ্বারা দানবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। রাহু, রুদ্রদেব ও তাঁহার পারিষদ কর্ত্তৃক এইরূপে বিদীর্ণ গাত্র হওয়াতে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া এক তলপ্রহারেই রুদ্রদেবের রথ মর্দ্দিত করিল। অতি তীক্ষ্ণ শর প্রহারে রুদ্র ও তাহার অনুচরবর্গকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন রুদ্রও সেই বাণ বর্ষণকারী বিকটমূর্ত্তি দৈত্যকে সন্নত পর্ব্ব বণ প্রহারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য যেমন স্বীয় কিরণ জাল বর্ষণ করিয়া সুমেরুকে আচ্ছন্ন করেন তদ্রূপ নীল পর্ব্বতাকৃতি দানবও তীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া রুদ্রদেবকে ব্যথিত করিতে লাগিল। রণস্থলে শূল শক্তি ও পরশ্বধ হস্তে করিয়া কত কত পর্ব্বতাকার কামরূপী দানবগণ যে নিপতিত হইয়াছিল তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। এই সময় ভেরী, মৃদঙ্গ, পনব, শঙ্খ, পটহের ধ্বনি এবং নিপতিত দানবগণের আর্ত্তনাদ ও দেবগণের সিংহনাদে সমরস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল। চক্রসমুৎকীর্ণ ও অশ্ব খুরোত্থিত ধূলিপটলে যোদ্ধৃবর্গের গমন পদবী ও চক্ষু রোধ করিয়া ফেলিল। তখন সেই যুদ্ধমেদিনী শস্ত্ররূপ পুষ্পোপহার পূজিতা এবং মাংস শোণিতরূপ কর্দ্দমে দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। ভল্লাস্ত্র, খড়্গা, গদা, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, শত শত সাংগ্রামিক রথ, রণনিহত কুঞ্জর, দেব, দানব, রথচক্র, রথা, রথযুগ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল বিষম সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। পরস্পর বদ্ধবৈর ও জয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ এবং সৈন্যগণ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ শূরগণ, অজৈকপাদ ও রাহু ইহারা সকলেই পরস্পর ভয়ঙ্কর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

তথায় সমুপস্থিত সৈন্যগণের এরূপ ভীষণ কোলাহল শব্দ হইতেছিল যে, প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সমুদ্রই যেন ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে।

এইযুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমদর্শন ধূম্রাক্ষ নামা আর একজন রুদ্র গদা, পট্টিশ ও শূলাস্ত্রধারী কেশীর সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে তাহাকে এক শক্তি প্রহার করিলেন। এই সময় ঘোররূপ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী ভীমাক্ষ ও ভীমদর্শন রুদ্র প্রিয় অনুচরবর্গও তথায় আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল। এদিকে সমুজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলধারী দুর্জ্জয় কেশী রথারোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। উগ্রবীর্য্য রণবীর কেশী সমরস্থলে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মধ্যে মধ্যে তাহার মুখ হইতে অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তাহার স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায়, বিক্রম শার্দ্দূলের ন্যায়, শরীর প্রভা মহাজলধরের ন্যায়, কণ্ঠরব মৃদঙ্গ ধ্বনির ন্যায়। দানবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কেশী যখন

সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইল তৎকালে তাহার সিংহনাদে স্বর্গ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ শব্দে দেবসৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

এইরূপে দেবতা ও দৈত্য উভয় পক্ষীয় বীরগণ সময়োল্লাসে একত্র সমবেত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে সকলে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃগণ সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, সকলেই বীর, সকলেই সর্ব্বায়ুধধারী, সকলেই পরস্পর জিঘাংসু। যুদ্ধারম্ভে মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় উভয় পক্ষের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত বিশ্ব সংসার কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেবদৈত্যগণের চরণোত্থিত অরুণ বর্ণ ধলি পটল সমুত্থিত হইয়া দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন আর ধ্বজা, পতাকা, বর্ম্ম, উরগ অস্ত্র শস্ত্র, রথ বা সারথি কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল মাত্র রণ বীরগণের তুমুল সিংহনাদ মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; তখন কে বা আত্ম পক্ষ, কে বা পরপক্ষ তাহার আর কিছুই জানিবার উপায় রহিল না। দৈত্যগণ দানবদিগকে দেবগণ দেবতাদিগকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে রণভূমি উভয় পক্ষের শরীরনিঃসৃত রুধিরপ্রবাহে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ধূলি নিবারিত হইল, যুদ্ধ নিহত বীরশরীরে রণস্থল আকীর্ণ হইয়া উঠিল। দেবতা ও দানবগণ শূল, শক্তি, গদা, খড়্গা, পরিঘ, প্রাস, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। রুদ্র পারিষদ্‌গণ পরিঘাকার বাহু ও পর্ব্বত প্রহারে যেমন দানবগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন, দানবগণও সেইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল এবং বাণ বর্ষণও আরম্ভ করিল।

এই সময়ে সংগ্রামপ্রিয় দানব সত্তম কেশী মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া এক ঘোরতর বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দুর্জ্জয় রুদ্রানুচরগণ সেই অস্ত্রাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও ঘূর্ণিত হইয়া বজ্রাহত মহাবৃক্ষের ন্যায় রণস্থলে পতিত হইল। তখন দৈত্যগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। রুদ্রদেবের সহিত কেশীর এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধই হইয়া গিয়াছে।

২৪৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! লোহিতার্কবর্ণ দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা অদ্ভুতবিক্রম নিষ্কম্ভু নামা বিশ্বদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; দানব শত্রুপক্ষীয় সৈন্য একবার মাত্র অবলোকন করিয়া মহাক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় হস্তস্থিত শরাসন বিধূননপূর্ব্বক সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিল, সারথে! শীঘ্র রথ লইয়া ঐ স্থানে স্থাপন কর। ঐ দেখ, সমুদায় দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া সমরে আমাদের সৈন্য সমুদায় ধ্বংস করিতেছে। ইহারাই যে দানবসৈন্য বিনাশ করিয়া আমার কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছে ইহা নিতান্ত সামান্য নহে। অতএব অদ্য আমি এই যুদ্ধাস্পর্দ্ধী দেবগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, এই কথা বলিবামাত্র সারথি বেগে রথ চালাইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, মহাসুর; ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুগণের প্রতি বিষম শরজাল বিস্তার করিল। দেবগণ বৃষপর্ব্বার শরনিপাতে

এরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইতে লাগিলেন যে তাহাদের যুদ্ধ করা দূরে থাকুক সময়ে অবস্থান করিবার ও সামর্থ্য রহিল না। সুতরাং তাঁহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল নিষ্কম্ভু জ্ঞাতিগণকে এইরূপ বিপন্ন ও মৃত্যু দশাপন্ন অবলোকন করিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া রণ স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন। এবং নিষ্কম্ভুর অস্ত্রবল সন্দর্শনে আপনাদিগকেও বলবান্ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষপর্ব্বা রণস্থল মধ্যবর্ত্তী অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান নিষ্কম্ভুকে দেখিয়া ইন্দ্রের জলধারা বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবল নিষ্কম্ভু সেই অসংখ্য বাণপাত গ্রাহ্যই করিলেন না প্রত্যুত অবিকৃত চিত্তে সৈন্য সামন্ত পরিবৃত হইয়া রণমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া যখন বৃষপর্ব্বাভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন, তৎকালে পৃথিবীও কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরও তখন তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত বিভাবসুর ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। কমললোচন শ্রীমান্ সুরবর রথ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট অত্যুচ্চ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বৃষপর্ব্বার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষপর্ব্ব তৎক্ষণাৎ ঐ মহাবৃক্ষ এক হস্তে ধারণ করিয়া ঘোর সিংহনাদপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে করিতে তদ্বারাই নিষ্কম্ভুর গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী প্রভৃতি দেবসৈন্যকে একবারে শমন সদনে প্রেরণ করিল। তখন অন্যান্য দেবগণ সেই প্রাণহন্তা মহাক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় বৃষপর্ব্ব নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বীরবর নিষ্কম্ভু মহাক্রোধে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মর্ম্মভেদী ত্রিংশত শাণিত শরে দৈত্যপতিকে বিদ্ধ করিলেন। দৈত্যগণও তাঁহাকে এরূপে প্রতিবিদ্ধ করিল যে, সেই প্রহারেই দেববর নিষ্কম্ভু সমরস্থলে অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সমস্ত দেবগণ মুক্তকেশ, ভগ্নদপ ও পরাজিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বৃষপর্ব্বার ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাহারা এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে পলায়ন কালেও পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং একজন অন্যের উপর পতিত হইয়া পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নিষ্কম্ভুর সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।

মহারাজ! এই যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুতনয় মহাবীর্য্য রক্তলোচন প্রহ্লাদ দেববর কালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দানববীর প্রহ্লাদের যুদ্ধ যাত্রা কালে শুক্রাচার্য্য তাহার জয়ের নিমিত্ত সত্বর হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান, ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার প্রভৃতি স্বস্ত্যয়ন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বায়ু তৎকালে আজ্যগন্ধ বহনপূর্ব্বক সুরভি হইয়া বহিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য বিবিধ বিজয়াবহ মাল্য নিবেদন করিয়া প্রহ্লাদের মস্তকে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন। তাঁহার দশ সহস্র শিষ্য এবং অন্যান্য দানবদিগের শান্তির নিমিত্ত মন্ত্রজপ এবং অথর্ব্ব বেদোক্ত ব্রহ্ম স্তুতি আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রণ প্রবেশের উপযোগী সমস্ত বৈজয়িক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, সমরে অপরাঙ্মুখ ব্রতপরায়ণ কৃতস্বস্ত্যয়ন দানবগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক দৈত্যেন্দ্র বলিকে অর্চ্চনা করিয়া প্রহ্লাদ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রহ্লাদ ঐ সময়ে শত্রুরথবিদারক বিবিধ অস্ত্র সমাকীর্ণ সচক্র পর্ব্বতের ন্যায় এক দিব্য রথে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন

বর্ষাগমে সুমেরু শিখর আকাশ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে, প্রহ্লাদ দেখিতে পরম সুন্দর; তাহাতে আবার নানাপ্রকার অস্ত্র ও ধনুর্দ্ধারণ এবং উজ্বল বর্ম্ম, তনুত্র ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করাতে নিতান্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। তদীয় সমরপ্রিয় সৈন্যগণ পদ্মমালায় বিভূষিত হইয়া বন্ধুগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় দর্পিত ও কিঙ্কিণী সমাযুক্ত সৈন্য সহস্র ব্যূহাকারে তাহার অগ্র অর্থে চলিতে লাগিল। ঐ ব্যূহের একপার্শ্বে সপ্ততি রথ, অন্যপার্শ্বে সপ্ততি গজ সৈন্য এবং উহার মধ্যস্থলে কালনেমি নামা মহাসুর ধনুর্ব্বিস্ফারণ ও ঘোর সিংহনাদপূর্ব্বক বিকট হাস্য করিতে লাগিল। এইরূপে শক্রতুল্য তেজস্বী মহাবলশালী শত সহস্র দানবসৈন্য মহাদ্যুতি অসুরবরের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিতে লাগিল। সেই দানব ব্যূহের কি পার্শ্বদেশ কি সম্মুখভাগ এরূপ বিস্তৃত ও বর্দ্ধমান যে দেবগণ উহা ভঙ্গ করিবার কল্পনাও করিতে পারিলেন না। তাহার পর যে কত শত সহস্র দানবসৈন্য ধনু ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গমন করিতে লাগিল তাহার আর সংখ্যা করাই যায় না। তাহারা গমন কালে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, পট্টিশ ও মুদ্গর ধারণ করতে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীতি হইতে লাগিল। যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ মহাবীর্য্য যোধগণ সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া কখন ঘোরতর গর্জ্জন, কখন ভীষণ সিংহনাদ কখন বা মহা আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় সহস্র সহস্র তূর্য্যও বাজিয়া উঠিল। অনন্তর অশ্বের হ্রেষারব, গজগণের বৃংহিত মেঘ গর্জ্জন তুল্য দুন্দুভির নির্ঘোষ, শঙ্খ শব্দ ও পটহ ধ্বনি এই সমস্ত যুগপৎ বাদিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলই ঘোররবে আক্রোশ করিতেছে। তখন মহাবীর প্রহ্লাদ সাগর সদৃশ ভয়ঙ্কর সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, অপ্রতিমতেজা দৈত্যবরের ঘোরতর সিংহনাদে ত্রিভুবনস্থ সমস্ত জীব বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে বিষম উল্কাপাত আরম্ভ হইল। বায়ুও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। শিবাগণ বিকটস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদগীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর্য্য যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রহ্লাব ঈষৎ হাস্য করিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ! অদ্য তোমরা আমার বাহুবীর্য্য প্রত্যক্ষ কর! এখনি দেখিতে পাইবে দেবগণ আমার শরনিপাতে আর কেহই পরিত্রাণ পাইবে না, সকলেই নিহত হইয়া সমর ভূমিতে শয়ন করিবে। আমার সৈন্যগণের মধ্যে যাঁহাদের বন্ধুবান্ধব এই সময়ে দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তাহারা সেই শত্রুগণের মাংসে আত্মীয় প্রেত কৃত্য সমাধান করুন ।

সমস্থলে এই যে সমরবেণু সমুত্থিত হইয়া দিবাকরকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমি উহা শত্রুশোণিত দ্বারা প্রশমিত করিতেছি। এখনই আমার পর সমুদায় খদ্যোত শ্রেণীর ন্যায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পতিত হইতে থাকিবে। তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে আনন্দ উপভোগ কর। দেবগণ হইতে ভয় পরিত্যাগ কর। আমি অদ্য রণস্থলে দেবশ্রেষ্ঠ কালকে নিহত করিব। আমি আমার অন্তকসদৃশ বাণ দ্বারা সমস্ত দেববর্গকে পরাস্ত করিয়া মহারাজ বলিকে সন্তুষ্ট করিব, এই যে আমার তূণীর ও আশীবিষ তুল্য বাণ অবলোকন করিতেছ এ সমস্তই অক্ষয় জানিবে। জীবনাকাঙ্ক্ষী কোন্ ব্যক্তি আজ আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? অদ্য আমি সমস্ত রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকলের তুষ্টি বিধান করিব এবং

রাজগণেরও অনুরাগ ভাজন হইব। নিহত হইলেও স্বর্গবাস ক্লিপ্তই রহিয়াছে। অতএব সদ্গতি প্রাপ্তির এমন সদুপায় আর কি আছে? এক্ষণে হেদানবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ভরকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া সমস্ত শত্রু নিপাত কর। তাহা হইলেই নন্দন কাননে বিহার করিতে পারিবে।

দানবশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ স্বকীয় সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া সমস্থলে কালসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও মহাশূর। ইহাঁর পরাজয় কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। সুতরাং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও বাহু বলদর্পিত। তাহাতে আবার ষষ্টিসহস্র রথসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ তাহার যে সকল পুত্রগণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাও সকলে ভূরিদক্ষিণ শতযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, ক্ষমাগুণশালী ধর্ম্মপরায়ণ, নিত্যব্রতপরায়ণ, দাতা, প্রিয়বক্তা, শাস্ত্রবাদী, স্বদারনিরত, দান্ত, ব্রহ্মবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, নিত্যহোমানুষ্ঠায়ী, নিত্যবেদাধ্যয়নাসক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী। ইহারা অনেকবার যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্ব বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সম্প্রতি সেই মত্তমাতঙ্গবিক্রম সমরসমুৎসুক ক্রোধরক্তলোচন তনয়গণ পাদপ্রহারে সম্মুখবর্ত্তী পাদপ সকল ভগ্ন করিয়া ওষ্ঠ সন্দংশনপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শব্দে বীরগণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। সৈন্যগণ বেণুবাদন, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে লম্ফ উল্লম্ফন প্রদানপূর্ব্বক আসিয়া রণস্থল একেবারে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। বাণপাণি ক্ষমাগুণরহিত মহাভুজ দানবগণ তালপ্রমাণ শরাসন হস্তে করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে সুরাসুরগণের অজেয় কৃতান্ত সমরে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের সকলেরই শরীর তপ্ত কাঞ্চনাভরণে বিভূষিত, সকলেরই পরিধান শ্বেতবসন, সকলেই মানী, সকলেই জয়াকাঙ্ক্ষী, সকলেই স্বর্গাভিলাষী, সকলেই বীর, সকলেই শত্রুসংহারে উদ্যত। এইরূপে দৃপ্ত দৈত্যসেনা ধ্বজ পতাকাযুক্ত হস্তী অশ্ব ও রথসঙ্কুল হইয়া সমরভূমিতে শোভা পাইতে লাগিল।

এদিকে মহাকায় ভীমবিক্রম কালও ব্যাধিগণে পরিবৃত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সমর যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিয়া দেখিতে পাইলেন দানবী সেনা ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে মহা আনন্দে তাঁহারই সহিত যুদ্ধ মানসে বেগে আগমন করিতেছে। তখন তিনি আর তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। ব্যাধিগণের সহিত সত্বর সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রোধরক্তনয়নে দণ্ড, মুগর ও পট্টিশ প্রহারে সমস্ত সৈন্য এবং প্রহ্লাদকেও আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাধিগণও শর, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, বিচিত্র পরশু, অপূর্ব্ব ধনু ও শতঘ্নী অস্ত্রে সমস্ত দানবসেনা ব্যথিত করিতে লাগিল; যেমন বহুসংখ্যক ব্যাধি বহুসংখ্যক অসুরগণকে প্রহার করিতে লাগিল, তেমনি আবার বহুতর অসুরগণও ব্যাধিদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ শূলাস্ত্রে ব্যথিত হইল, কেহ পরশুধারে একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, কেহ কেহ বা পরিঘ ও অন্যবিধ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে আহত হইল। কেহ খড়্গ প্রহারে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; ব্যাধিগণও দানবগণের বিবিধাস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিল। দানবগণও আবার ব্যাধিগণকর্ত্তৃক নির্ম্মল তীক্ষ্ণধার খড়্গ, প্রাস, তোমর ও মুগর দ্বারা আহত, কেহ বা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত, কেহ মুষ্টিপ্রহারে গুরুতর আহত হইয়া দন্তে দন্ত সংযোগ ও চক্ষুস্থির

করিয়া রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। ঘোর আর্ত্তনাদ ও সিংহনাদ উভয় যুগপৎ সমুত্থিত হওয়াতে রণস্থল হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর শব্দ সমুদ্গত হইতে লাগিল; এইরূপে মুষ্টি প্রহারে চূর্ণমস্তক ও চপেটাঘাতে পিষ্টদেহ হইয়া উভয়পক্ষীয় বীরগণ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল; ক্রমে তাহাদের শরীর শোণিত প্রবাহে রক্তসলিলা নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; বস্ত্র উহার ফেন, ধ্বজা, উহার আবর্ত্ত, ছিন্ন বাহু উহার মহাসর্প, শূল ও শক্তি উহার মহামৎস্য, চাপ উহার গ্রাহ, রথের ঈশা সমুদায় উহার উপস্তম্ভ, ধ্বজদণ্ড সমুদায় উহার তীরস্থ পাদপরাজি স্বরূপ হইয়া উঠিল; ঐ নদী ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া মহাশব্দে নিঃসৃত হইল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ ও সুরশ্রেষ্ঠ কাল এই উভয় মেঘ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব শরাসনরূপ শক্রধনু ও অঙ্গদরূপ বিদ্যুৎ শোভায় শাভিত হইয়া শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহামেঘকান্তি বীরদ্বয়ের মধ্যে যখন একজন রথে অন্যজন নাগপৃষ্ঠে আসীন হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন উভয়দিকে অম্বুগর্ভ জলধরদ্বয়ই শোভা পাইতেছে; উভয়েরই শরীর তপ্ত কাঞ্চনরচিত বর্ম্ম ও কণ্ঠদেশ দিব্যহারে সুশোভিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন একদিকে সূর্য্য ও অপরদিকে জ্বলন্ত অনল সমুদিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড অচলাকৃতি বীরদ্বয় বজ্রসম-বাণ-পাতে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। যখন উভয়ে পরস্পর ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন কাহারও আর জীবনের প্রতি দৃকপাতও রহিল না; ঐ যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীর পুরুষগণও শরপ্রহারে ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ ও নিতান্ত ক্ষীণজীবিত হইয়া পড়িল। তাহাদের বক্ষঃস্থল রুধিরপ্রবাহে প্লাবিত হইয়া গেল। এইরূপে কেহ পতিত, কেহ পাতিত কেহ বা পতনোম্মুখ হইয়া রণস্থল পূর্ণ করিয়া ফেলিল; মহাবাহু মহাবল যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয়ের এরূপ ক্ষিপ্রহস্ততা যে তাহারা কখন শরগ্রহণ, কখনই বা উহার সন্ধান করিতেছেন, ইহা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দেখিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তাহার স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল এইমাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল যে প্রথম আকর্ষণে শরাসন যে মণ্ডলীকৃত হইয়াছিল তদবস্থায়ই রহিয়া গিয়াছে। অবশেষে প্রহ্লাদের বাণবর্ষণে, অন্তকসেনাগণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, বায়ুবশে মেঘ সমুদায় যেমন দিক দিগন্তে নীত হয়, সেইরূপ তাহারাও বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন প্রহ্লাদ কালের দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার অন্যান্য সেনা মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে এই বীরদ্বয়ের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ আর কোনকালে হয় নাই, হইবেও না। এই অদ্ভুতবীর্য্য প্রহ্লাদ ব্রণাঙ্কিত শরীরে জয়শ্রী লাভে বর্দ্ধিত হইলেন এবং কালও তদ্রূপ অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে অপহৃত হইলেন।

২৫০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রহ্লাদের অনুজ মহাবল অনুহ্লাদ ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যক্ষ সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল, মহাপ্রতাপশালী অসুরবর অনুহ্লাদ মহাক্রোধভরে সসৈন্যে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ধনাধিপতি কুবেরকেই প্রহার করিতে লাগিল; দেবগণও তখন উদ্যতায়ুধ হইয়া

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসুরপতি তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখনই শরাসন হস্তে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিল; অপ্রমেয় সাগরক্ষুভিত হইলে যেরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করে, তদ্রূপ এই যুদ্ধসাগরের মধ্যেও মহা আবর্ত্ত উপস্থিত হইল। দেবগণ ও অসুরগণের শরীরপাতে সমর ভূমি এরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত পৃথিবী পর্ব্বতমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্রমাসে পুষ্পিত কিংশুকদ্বারা সুমেরু পৃষ্ঠ রঞ্জিত হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, মণভূমিও বীররক্তে রঞ্জিত হইয়া সেইরূপ শোভমান হইল; যে সকল হস্তী অশ্ব ও বীরগণ নিহত হইয়া সমরভূমিতে নিপতিত হইয়াছিল তদ্বারা যমরাজ্য বিবর্দ্ধিনী ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল; মেদ ও মল উহার মহাপঙ্ক, বিস্তৃত অস্ত্র উহার শৈবাল, ছিন্ন শরীর ও খণ্ডিত মস্তক সমুদায় উহার মীন, অঙ্গের অন্যান্য অবয়ব সকল উহার বালুকারেণু, গৃধ্রগণ হংস, কঙ্ক উহার শব্দায়মান সারস, বশা উহার বিস্তৃত ফেনরাশি, উৎক্রোশ পক্ষীর শব্দ পরম্পরা উহার কুলু কুলু ধ্বনি স্বরূপ হইয়া উঠিল; বর্ষাকালে হংস-সারস-শোভিতা নদী যেমন ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্যকে ভয় প্রদর্শন করে, এই রণভূমিগত শোণিত নদীও সেইরূপ কাপুরুষগণের ভয় বিবর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল; দেবতা ও দানবগণ ঐ দুস্তর নদী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন গজযুথপতিগণ পদ্মরজঃসমাকীর্ণ তটিনীকে আলোড়িত করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর অনুহ্রাদ রথোপরি আসীন হইয়া যক্ষ সেনার উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতেছে দেখিয়া যক্ষপতি কুবের মহাক্রুদ্ধ হইয়া আকাশপথে বায়ু চালিত অভ্রবৃন্দের ন্যায় দৈত্যবল বিচলিত করিয়া তুলিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অনুহ্রাদ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণিং স্বীয় সূর্য্যভাস্বর রথে অতিদ্রুতবেগে কুবেরের প্রতি ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে শাসন আকর্ষণ করিয়া নিশিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ নিক্ষিপ্ত বাণ সমুদায় কুবেরের শরীর বিদ্ধ করিয়া তৎপৃষ্ঠস্থিত অন্যান্য যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর্য্য যক্ষরাজ সেই অনলোপম নিশিত শরে আহত হইয়া মহাক্রোধে অনুহ্রাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। অবিলম্বে সমস্ত যক্ষগণের সহিত সমবেত হইয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। শরৎকালে সহসা বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলে বৃষভগণ যেমন উহা নিবারণ করিতে না পারিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করে, দৈত্যপতি ও সেইরূপ কুবেরের নিদারুণ বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া নিমীলিত নয়নে সহ্য করিতে লাগিল। অনন্তর মহাক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শাখা পল্লব ও ফলসমাকীর্ণ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক কুবেরের মহাবেগশালী অশ্বদিগের উপর নিক্ষেপ করিল; অশ্বগণ সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব লাভ করিল। তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া দানবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এইরূপে দেব ও দৈত্যগণের মধ্যে ঘোর সমর উপস্থিত হইল। উভয়েরই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, উভয়েই পরস্পরের বধবাসন করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিবিধ ঘোরতর বাণ-সমু দায় নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দানবগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন; দানবগণও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর নিপাতে দেবগণকে সমর ভূমিতে পাতিত করিতে লাগিল; অনন্তর দানবগণ মহাকুদ্ধ হইয়া অনল সদৃশ কঙ্কপত্রযুক্ত সরলপাতী শাণিত শরে দেবগণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিল। ত্রিদশগণ সেই মহাবল অসুরগণের অস্ত্রে বিদারিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে ভীষণ গদা, পট্টিশ, শূল, মুগর তীক্ষ্ণাগ্রশর ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অসুরগণ তদ্দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পড়িল। শর প্রহারে কাহার শরীর বিদীর্ণ, খড়্গাঘাতে কাহার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে পুনরায় বিশাল বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ শিলা গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিল; নিক্ষিপ্ত মাত্রেই সেই সমুদায় শিলা ও মহাবৃক্ষের আঘাতে শত সহস্র দেবগণ একবারে মথিত হইয়া পড়িলেন। দৈত্যগণ ও অমনি সিংহনাদ করিয়া উঠিল। এইরূপে বিপুল শিলাবৃষ্টি, বহুশাখ পাদপক্ষেপ এবং পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রবর্ষণে যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। কাহার মস্তক ছিন্ন হইল, কেহ বিদলিত, কেহ আহত, কেহ ভূমি পতিত, কেহ রুধিরার্দ্র, কেহ তাড়িত, কেহ পলায়িত, কেহ বিদীর্ণবক্ষ, কেহ ছিন্নপাদ, কেহ কেহ বা ত্রিশূলপাতে গত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল, একপক্ষের অস্ত্রবর্ষণ, অপর পক্ষের শিলা ও পাদপক্ষেপদ্বারা যুদ্ধস্থল বিষম সঙ্কুল হইয়া পড়িল। তখন ধনুকের জ্যাঘোষ, মধুর তন্ত্রিনিষন, মুমুর্ষুগণের হিক্কা তাল প্রদান, রণনিপীড়িত যোধগণের আর্ত্তস্বর সঙ্গীতস্বরূপ হওয়াতে রণস্থল গন্ধর্ব্ব সমাজ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই সময়ে কুবের ধনুপাণি হইয়া শরবর্ষণে দানবগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দানবসৈন্য কুবেরের ভয়ে দিকদিগন্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া পিতৃতুল্য পরাক্রম অনুহ্লাদ ক্রোধে অধীর হইয়া প্রকাণ্ড শিলা কুবেরের রথের উপর নিক্ষেপ করিল। ঐ পতনোন্মুখী বিপুল শিলা সন্দর্শনে কুবের গদাগ্রহণপূর্ব্বক বেগে লক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে সেই প্রকাণ্ড শিলা চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ ও শাসনের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে কুবেরের রথ চূর্ণ করিয়া স্কন্ধ বিটপ সমাযুক্ত পাদপপাতে সুরগণের বিষম লাঞ্ছনা করিতে আরম্ভ করিল; ঐ পাদপপ্রহারে কেহ ছিন্ন শীর্ষ, কেহ ভগ্নপাদ হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ধরণীতলে শয়ন করিতে লাগিল; এই রূপে সমস্ত সুরসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া অবশেষে এক ভয়ঙ্কর গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক কুবেরাভিমুখে ধাবিত হইল। মহাবল অতিবীর্য্য ধনাধিপতি কুবের ও তাহাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গদা উত্তোলন ও গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দানবপতি নিকটে আসিবামাত্র ধনপতি মহাক্রোধে সেই বহুকণ্টকা গদা তাহার বক্ষস্থলে পাতিত করিলেন কিন্তু দৈত্যপতি তাহা লক্ষ্যই করিল না; প্রত্যুত সেই গিরিশৃঙ্গ তাঁহার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। ধনপতি সেই গিরিশৃঙ্গের আঘাতে নিতান্ত বিকলাঙ্গ ও রক্তচক্ষু হইয়া উৎপাটিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ভীমবিক্রম যক্ষ ও রাক্ষসগণ মহাত্মা ধনপতিকে বিচেতন দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রভু বিশ্রবার পুত্র মহূর্ত্তকাল ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়াই লব্ধসংজ্ঞ হইলেন এবং মহাক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া মহাশব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদে ত্রিভুবন প্রতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল যেন বজ্রধ্বনি হইতেছে, যেন পর্ব্বত সমুদায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

যক্ষপতি একবার নিহত হইয়াও পুনর্ব্বার গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহাক্রোধে আগমন করিতেছেন দেখিয়া অসুরগণ 'ইহার আর মৃত্যু নাই' স্থির করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অরাজ অনুহ্রাদ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আদানপূর্ব্বক

কহিলেন, অহে অসুরগণ! তোমরা কালনেমি, সুনেমি, মহানেমি প্রভৃতি দানবদিগকে এবং স্বীয় আভিজাত্য ও বলবীর্য্য বিস্মৃত হইয়া সামান্য দানবের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? হে মহাবীর্য্যগণ! ক্ষান্ত হও! প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কি জন্যই এত ব্যতি ব্যস্ত হইয়া পড়িলে? আর ইহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না। যক্ষপতি কেবল তোমাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র। আমি এখনই স্বীয় বিক্রমবলে উহাকে বিনাশ করিতেছি। তোমরা নিবৃত্ত হও।

অসুরগণ অনুহ্রাদের ঐ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতি নিবৃত্ত হইল এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রণস্থলে উপস্থিত হইয়া মহাক্রোধে দেবসৈন্যগণকে পুনরায় প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে সময়ে দৈত্যগণের অস্ত্রশস্ত্র প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মেঘগম্ভীরনিস্বন দর্পোদ্ধত দানবগণ কেহ কেহ কেবল ভুজপ্রহার, কেহ কেহ প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ, কেহ কেহ শিলাপাত, কেহ বা মুক্তিপ্রহার, কেহ কেহ চপেটাঘাত, কেহ বা নখাঘাত, কেহ কেহ বৃহৎ শাখা সমন্বিত পাদপক্ষেপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে দাবদাহ উপস্থিত হইয়া যেমন বন সমুদায় দগ্ধ করিতে থাকে সেইরূপ অনুহ্রাদও মহাক্রূদ্ধ হইয়া দেবগণের সৈন্যসাগর মথিত করিতে লাগিল। তখন মহাযোদ্ধৃবর্গের মধ্যে অনেকেই রুধিরার্দ্র কলেবরে সময় শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল যেন লোহিতবর্ণ পুষ্প সমাকীর্ণ পাদপশ্রেণী ছিন্নমুল হইয়া পতিত হইয়া রহিয়াছে। মহাবিক্রমশালী ধনপতি যুধ্যমান অনুহ্রাদের উপর আশীবিষ তুল্য নিশিত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনুহ্রাদ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, তাহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় বহির্গত হইতে লাগিল। তখন দানবপতি মহাক্রোধে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় যক্ষপতির প্রতি সহস্র সহস্র বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সমুদায় শরপ্রহারে কুবেরের শরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ হইতে অজস্র রুধিরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতগাত্র হইতে রুধির প্রস্রবণ নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই পুনরায় রোষারুণিতনেত্রে ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া অসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দানব অর্দ্ধ পথেই স্বীয় গদাপ্রহারে সেই গদা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন কুবের অন্য এক গদা গহণ করিয়া পুনর্ব্বার বেগে অসুরপতির দিকে ধাবমান হইলেন; মহাবল অনুহ্রাদ তাহাকে আসিতে দেখিবা মাত্র কৈলাসগিরি সদৃশ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তৎকালীন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সে সমস্ত সুরগণের অজেয়, সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ, যেন সমস্ত ত্রৈলোক্য গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ধনপতি তাৎকালিক তাহার সেই ভয়াবহরূপ সন্দর্শন করিয়া ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক মহেন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

২৫১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্যদিকে দৈত্যপতি বিপ্রচিতি ক্রোধভরে মহাসর্পের ন্যায় কতকগুলি প্রদীপ্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বরুণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দৈত্যপতির সেই শরজালে ব্যথিত হইয়া জলেশ্বর প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সর্ব্বলোক প্রভু ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতে অসমর্থ, সেইরূপ জলাধিপ বরুণদেবও বিপ্রচিত্তির সম্মুখে অবস্থান করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহাতে আবার দানবগণ সর্ব্বতোমুখ বজ্রনামক ব্যূহ রচনা করিয়া দেবসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; বিপ্রচিত্তির মুখমণ্ডলজ্যোতি সূর্য্যমণ্ডল অথবা অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মহাতেজা বরুণদেবও বিপ্রচিত্তিকে জয় করিবার অভিলাষে অতি তীব্র দৃষ্টিতে যেন তাহাকে দগ্ধ করিয়াই অবলোকন করিতে লাগিলেন। দৈত্যবর কৈলাস শিখরাকার যমদণ্ড সদৃশ দৈত্যভয় বিনাশন স্রগ্‌দাম বিভূষিত, কাঞ্চনপট্টনিবদ্ধ ঘোরতর এক গদা গ্রহণ করিল। গদা গ্রহণ করিয়াই উহা ভ্রামিত করিতে লাগিল এবং মুখব্যাদানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল; তাহার কণ্ঠদেশে নিষ্ক, ভুজদ্বয়ে অঙ্গদ ভূষণ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডলদ্বয়, মস্তকে অপূর্ব্ব মালা ও হস্তে লৌহময় পরিঘ বিদ্যমান থাকাতে ইন্দ্রধনু সুশোভিত বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত শব্দায়মান মেঘের ন্যায় শোভমান হইল। অনল যেমন সংঘর্ষিত হইলে অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করে, দানব বায়ুমধ্যে পরিঘাস্ত্র ঘূর্ণিত করিয়াও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার সেই পরিঘঘূর্ণনে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বনগর, অমরাবতী, সিদ্ধলোক এবং গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যবিভূষিত নভোমণ্ডল ঘূর্ণিত হইতেছে। পরিঘালঙ্কৃত দৈত্যরূপ অনল সুরেন্ধন সংযোগে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। তখন সমস্ত ত্রিদশগণ ও বরুণদেবও ভয়ে স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। একমাত্র দেবরাজ বাসবই নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দানব সেই ভাস্করপ্রতিম ভীমদর্শন ভীষণ পরিঘ বরুণদেবের সেনার উপর পাতিত করিল। সেই পতনেই দশ সহস্র দেব সৈন্য আহত হইল কিন্তু পরিঘও দেবগণের গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া অসংখ্য উল্কার ন্যায় আকাশপথে শোভা পাইতে লাগিল; পুনরায় সেই পরিঘ গ্রহণ করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে বরুণদেবের উপর নিক্ষেপ করিল কিন্তু উহা বরুণ শরীরে পতিত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার কণা সমুদায় উৎক্ষিপ্ত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন অনন্ত খদ্যোতমালা অম্বরতলে শোভা পাইতেছে। জলাধিপ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না বরং ভূপৃষ্ঠ অচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যে আহত ও ব্যথিত হইয়াছে। সেই জন্যই তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অরিমর্দ্দন অমিতবিক্রম বরুণ অমর্ষবশতঃ স্বীয় সর্ব্বসৈন্য সঙ্কোচ করিয়া তোয়ময় মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন চার সমুদ্র ও পন্নগগণ কূর্ম্ম ও মীনগণ তাঁহার সেই শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছশরীর পরিবেষ্টন করিল।

তখন পাণ্ডুর-বসন পরিধায়ী শ্রীমান বরুণ নানারত্নখচিত অঙ্গদ ও পাশাস্ত্র ধারণ করিয়া দেখিতে পাইলেন স্বীয় সৈন্য নিকটে আগমন করিয়াছে; দেখিবামাত্র মহাক্রোধে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। সৈন্যগণ! যদি দানবগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমি এখনি এই দুরাত্মাকে নিপাত করিতেছি। এই কথা শ্রবণমাত্র অর্ণব সমাশ্রিত পন্নগগণ জয়াভিলাষে বিষম গর্জ্জন করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে দৈত্যগণকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা নালীক, নারাচ, গদা, মুষল ও অসিপ্রহারে দৃপ্তদানবগণকে একবারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল; মহাবল পরাক্রম দানবসত্তম বিপ্রচিত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ বিভূষিত সূর্য্যসন্নিভ গারুড়াস্ত্রের কল্পনা করিল। সেই গারুড় শরপাতে দুর্জ্জয় পন্নগগণ প্রশমিত হইয়া ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমরভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাগজ অন্য গজদ্বারা প্রতিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। দৈত্যপতি প্রদীপ্ত শরনিকরপাতে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত দেবসেনাগণকে উত্তপ্ত করিলে, বরুণ ক্ষুব্ধ হইয়া বেগে ধাবমান হইলেন; দানব পূর্ব্বেই ব্যথিত ও ভগ্নদেহ হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি বরুণকে মহাক্রোধে আসিতে দেখিয়া হতচেতনের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পাশাস্ত্রধারী বরুণ কেবল দেবরাজের সম্মান রক্ষার্থই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বরুণ সৈন্যগণও এই সময়ে পর্ব্বতাগ্র ও মুষ্টিপ্রহারে মহাসুর বিচিত্তিকে মর্ম্মান্তিক নিপীড়িত করিল; মহাবীর্য্য অসুরবরও প্রথমতঃ অস্ত্র, অনন্তর শিলাপাত দ্বারা সেই সমুদায় বলোৎকট বরুণসৈন্যদিগকে অপসৃত করিয়া অনলতুল্য মহাবেগশালী শরপ্রহারে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। আহুতি প্রাপ্ত অগ্নি যেমন অধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সেইরূপ বরুণের হয় বিনাশ করিয়া বিপ্রচিত্তির তেজও নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তখন দানব সূর্য্যসন্নিত শীঘ্রগামী শরনিকরপাতে বারুণী সেনা একবারে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে বরুণ সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষীণাস্ত্র, কেহ ছিন্নদেহ, কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ বা শূল, শক্তি ও ঋষ্টিপ্রহারে রুধিরাক্ত কলেবরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বরুণদেবও অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

২৫২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি স্বয়ম্প্রভা শাণ্ডিল্যার পুত্র, যিনি ঋত্বিগ্‌দত্ত হব্য বহন করেন, যিনি হিরণ্যরেতা, যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, যিনি দেবদূত, যাহার বর্ণ ও গ্রীবা লোহিতবর্ণ, যিনি হর্ত্তা, দাতা, হবি, কবি ও পাবক, যিনি সর্ব্বদেবের আনন স্বরূপ, বিশ্ব সংসার যাঁহার ভোজ্য, যিনি বেদাত্মা, সুবর্চ্চস্ক, সহস্রার্চ্চি, বিভাবসু, কৃষ্ণবর্ত্মা ও চিত্রভানু। যিনি দেবগণের অগ্রণী, যিনি চিত্র, যিনি একরাট, লোকসাক্ষী, দ্বিজগণপ্রদত্ত আহুতি যাঁহার অতিপ্রিয়বস্তু, যিনি অর্চ্চিষ্মান বষট্‌কৃত, হব্যভুক্ শমীগর্ভ, স্বযোনি, সর্ব্বকর্ম্মকারী, যিনি সর্ব্বভূতের পাবন, সর্ব্বদেবের তপোনিধি, যিনি সমস্ত পাপের শান্তিদায়ক, ঘৃতপ্রাশন করা যাঁহার সতত অভ্যাস, যিনি প্রাণিগণের জঠরে থাকিয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন এবং

বহিশ্চররূপে জীবমাত্রের দেহ ভস্মীভূত করিতেছেন। যিনি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখাদ্বারা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, যিনি শুচিরোমা, যজ্ঞ যাহার অবয়বস্বরূপ, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রভু, যিনি হব্যভাগী, যিনি যজ্ঞীয় সোমরস পান করিয়া থাকেন, যিনি মহাতেজা, যিনি সমুদায় জীবের ঈশ, সর্ব্বভূতের ত্রাতা, অন্যে যাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে সমর্থ হয় না, যিনি সকলের পাবন, ঐশ্বর্য্য ও আত্মস্বরূপ, যিনি স্বধাধিপ, স্বাহা যাঁহার পত্নী, সাম ও অন্যান্য বেদ যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি দেব দেব, ক্রোধনস্বভাব রুদ্রাত্মা, ধুমকেতু, ধুমশিখ, নীলবাসা সেই সুরোত্তম হিরণ্যরে ভগবান্ হুতাশন দেবগণের পরাজয় সন্দর্শনে দৈত্যগণকে সমূলে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে বায়ুচক্র ও লোহিতাশ্বসংযুক্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিয়া সহস্র সহস্র অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দৈত্যসেনা দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

যিনি সর্ব্বজীবের দেহমধ্যে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সকলের নিয়ন্তী, প্রভু ও সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ, যিনি প্রভঞ্জন এবং যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বজীবকে নিঃশেষে বিনাশ করেন যিনি সপ্তস্বরগত হইয়া সঙ্গীত নিদান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি আকাশময় দেব, যিনি শব্দোৎপত্তির নিদান, যিনি কর্ত্তা, বিকর্ত্তা দূরগ, গতিমান্ ব্যক্তিদিগের উপায় ও প্রভু। শব্দ উচ্চারণের মূলীভূত কারণ বলিয়া ব্রহ্মা যাহাকে সনাতন বেদকর্ত্তা বলিয়া উপাধি প্রদান করিয়াছেন, যাহার মূর্ত্তি নাই কিন্তু মহাভূতমধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন, সেই অগ্নিসখা প্রভু সমীরণ সারথ্য স্বীকার করিয়া শমীগর্ভ অগ্নিকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রজ্বলিত শিখা সমুদায় স্বর্গ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া দশদিক আলোকময় করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়াগ্নিই দানবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ক্রমে শোণিত নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেদ ও মজ্জা উহার মহাপঙ্ক, কেশকলাপ উহার শৈবাল ও শাম্বল যোদ্ধৃবর্গের মস্তক সকল উহার উপলখণ্ড এবং যুদ্ধনিহত গজবৃন্দের প্রকাণ্ড দেহ তটস্বরূপ হইয়া উঠিল। বহ্নি সেই নদীস্রোতে সমস্ত দৈত্যগণকে ভাসাইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দিতিনন্দনগণ ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেও অবশেষে পরাজিত হইয়া পড়িল। সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পরিবেষ্টিত হইয়া কাহার মুকুট, কাহার কেশজাল, কাহার গাত্র, কাহার ভুজ, কাহার আনন, কাহার ঊরু, কাহার ছত্র, কাহার ধ্বজ, কাহার রথ একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সুতরাং অন্যান্য অসুরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। রথধ্বজ সমুদায় রণভূমির সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া রহিল। পাবকপরাভূত যে সকল দৈত্যসেনা পলায়ন করিতে লাগিল তাহারা এরূপভীত হইয়া ছিল যে কাহার সাধ্য হইল না পুনরায় পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করে। তাহারা মনে করিতে লাগিল “কি দিক্ কি আকাশ, কি মেঘগণ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভগবান্ কমলযোনি স্বয়স্তূ বুঝি ইহাকে যুগান্তকর করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।”

এই সময়ে মহামায়াধর ময় ও শম্বর নামক দৈত্যদ্বয় মায়াবলে বারিবর্ষণশীল মেঘ ও বরুণ মায়ার সৃষ্টি করিল। ঐ মেঘ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতাকার বারিবর্ষণ আরম্ভ করিল। তদ্বারা দৈত্যনাশন সেই ভয়ঙ্কর অগ্নির তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। তখন কীর্ত্তিমান মহাতেজা বৃহস্পতি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে

হিরণ্যরেতঃ! হে মহাবল! তুমি সুশিখ, তুমি জ্বলন, তুমি অক্ষয়, তুমি সর্ব্বভুক্। হে অনল! তুমি সপ্তজিহ্ব, তুমি সকলের ক্ষয় কর, তুমি লেলিহান। হে বিভো! বায়ু তোমার আত্মা, মহীরুহগণ তোমার শরীর, তুমি যেমন জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তেমনি জলও আবার তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাভাগ! তোমার শিখাসমুদায় কি উর্দ্ধ, কি অধ, কি পার্শ্ব সকল দিকেই সঞ্চরণ করিতেছে। হে অগ্নে! তুমিই এই জগতের সর্ব্বস্বরূপ; কারণ তুমি সর্ব্বপ্রাণীকে ধারণ করিতেছ, তুমিই প্রতিপালনও করিতেছ, সুতরাং তোমাতেই সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমিই একমাত্র হব্যবাহ, তুমিই আবার পরম হবি, সাধুগণ যজ্ঞস্থলে তোমাকেই উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে প্রভো! প্রাণিগণ যাহা কিছু ভোজ্য বা পেয় বস্তু ভোজন ও পান করে, তাহা তাহাদের নাম মাত্র; বস্তুতঃ তুমিই তৎসমুদায় পান ও ভোজন করিয়া থাক। তোমা হইতেই লোকে বিজয় প্রাপ্ত হয়, তোমাতেই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে হব্যবাহ! তুমিই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই সময় উপস্থিত হইলে সংহার করিয়া থাক। একমাত্র তুমিই কেবল জাতবেদারূপে সমস্ত জগতে তাপ প্রদান করিতেছ, সুতরাং তুমি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তাপ দাতা আর দ্বিতীয় নাই। হে দেব! তুমিই ইন্দ্র, তুমিই সমুদ্র, তুমি যজ্ঞস্থলে সর্ব্বাগ্রে ভাগ হরণ করিয়া থাক; তুমিই বিশ্বের ভূতি, তুমি বিশ্বের প্রসূতি, তুমিই প্রজাগণের প্রতিষ্ঠাতা।

হে ভগবন্! তুমিই তোমার রশ্মিমণ্ডল হইতে সলিল সৃষ্টি করিতেছ; তুমিই ওষধি, তুমি আবার ওষধিদিগের ও রস। হে অনল! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তুমি বিশ্বসংসার সংহার করিয়া থাক, আবার সৃষ্টিসময়েও সমস্ত সৃষ্টি করিতে থাক। বেদচতুষ্টয় তোমাকেই সর্ব্বভূতের নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তুমি দেবগণের হিতের নিমিত্ত রগস্থলে উপস্থিত হইয়া দানবগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, শত শত যজ্ঞস্থলে যে সলিল অর্চ্চিত হইয়া থাকে, তাহাও তোমা হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে; অতএব পাবক! তুমি সেই আত্মসম্ভূত জল হইতে কি জন্য বিষন্ন হইতেছ? হে সুরসত্তম! হে দৈত্যনিসূদন! হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে সহস্রভুক্! হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি অদ্য অসুরগণের হস্ত হইতে দেবগণকে পরিত্রাণ কর।

২৫৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অগ্নি বৃহস্পতির এই সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়াই যেন পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। সেই প্রদীপ্ত হুতাশনশিখায় দৈত্যগণের সমস্ত মায়া একবারে দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন তাহারা নিতান্ত হতবীর্য্য হইয়া বলির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে বাগ্মিবর প্রহ্লাদ দৈত্যপতি বলিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে অসুরসত্তম! আমি শুনিয়াছি ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারা আপনিই ত স্বয়ং অগ্নি, আপনিই ভাস্কর, আপনিই সলিল, আপনিই তারাপতি, আপনিই নক্ষত্র, আপনিই দিক, আপনিই আকাশ, আপনিই পৃথিবী। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয় স্বরূপও আপনি। আপনি তাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, যুদ্ধে অপরাজয়, প্রভুত্ব, বশিত্ব, অমিতবল, সর্ব্বজীবের উপর আধিপত্য, যোগীশ্বরত্ব ও

বীরত্ব এই সমস্তই অধিগত হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অমিতত্ব ও লঘুত্ব প্রভৃতি যে সমুদায় সাত্বিক্‌গুণ আছে তৎসমুদায়ও লাভ করিয়াছেন, হে রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, অতএব আপনি এই দেবরাজ ইন্দ্র ও অনুচর সহকৃত দেবগণকে পরাজয় করুন।

মহাত্মা প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ বলি মহাসন্তুষ্ট হইয়া যেখানে ইন্দ্ররথ অবস্থান করিতেছিল সেই স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও শুভাবহ পশুগণ সহসা সেই গমনোদ্যত সুসজ্জিত পরম শ্রীমান্ অসুরেন্দ্র বলিকে প্রদক্ষিণ করিল। জটাভারধারী তপস্বিগণ দৈত্যপতির মঙ্গলার্থ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কবিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অসুরেশ্বর বিবিধ রত্নখচিত সমুজ্জ্বল কাঞ্চন নির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, বর্ষাকালে বায়ুবেগ প্রভাবে মেঘসমুদায় যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বীয় সৈন্যগণও শত্রুবলে ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তদনন্তর দেখিতে লাগিল শত্রুসৈন্য সমুদায় অনলকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে পর্ব্বদিবসে সমুদ্রবেগের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। দেখিবা মাত্র দৈত্যরাজ মহাক্রোধে শূল, শক্তি, ঋষ্টি, গদা, অসি ও অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে করিতে ভীষণ কেশরীর ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অথবা জলদকালে মহামেঘের ন্যায় সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দিব্যাস্ত্র সমুদায় ধূম, ভুজবেগ বায়ু, পৌরুষ ও বিক্রম ইন্ধনস্বরূপ হওয়াতে মহাবল বলি রণস্থলে ঘোররূপী কালাগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন এই অগ্নিতে সমস্ত প্রজা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

২৫৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন এক মাত্র ইন্দ্র ভিন্ন সমস্ত দেবসৈন্য বলির শত শত শরপ্রহারে ভিন্নদেহ ও পরাজিত হইয়া ইন্দ্র সন্নিধনে গমন করিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুরপতে! তুমি ইন্দ্র, তুমি ধাতা, তুমি সর্ব্বলোকের প্রভু; তুমি অনুপম কান্তি, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই। হে সুরেশ্বর! আমরা সকলেই অসুরভয়ে সসৈন্যে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি, মহাসুরগণ তাহাদের রথ, রথচক্র ও রথধ্বজ চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; গদা, মুষল ও পট্টিশাস্ত্র প্রভাবে আমাদের সহস্র সহস্র রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ দৈত্যেন্দ্র রণস্থলে যে কি ভয়ানক কাণ্ডই উপস্থিত করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হে ত্রিদশাধিপতে! দৈত্যরাজ তোমার সমস্ত সেনা বিনাশ করিয়া ফেলিল আর উপেক্ষা করিতেছ কেন? হে শরণ্য! আমরা এক্ষণে তোমারই শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর।

অমরপতি দেবগণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসুরগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি দিবাকরের ন্যায় ভাস্বর মুকুট ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীরকান্তি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল; হস্তে নানারত্নখচিত অঙ্গদ, রোমাবলী ময়ূরের ন্যায়, চক্ষু ধূম্রবর্ণ, শত হস্ত ও সহস্র লোচন, শ্মশ্রু

হরিতবর্ণ, ধ্বজ নাগচিহ্ণে চিহ্নিত, হস্তে বস্ত্র ও ধনু, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত, শরীর প্রভা শতসূর্য্যের ন্যায়। শতশীর্ষধারী শ্রীমান্ যোগিবর দেবরাজ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল; সামবেদাধ্যায়ী মহর্ষিগণ মন্ত্রজপ ও স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতের দুর্দ্দম্য অদিতি নন্দন মহেন্দ্র শতপর্ব্বযুক্ত মহাভয়ঙ্কর শত্রুবিদারণ সর্ব্বতোমুখ বিকট হাস্যকারী অতি প্রদীপ্ত বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমস্ত অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; দেবরাজ ও দৈত্যরাজ উভয়েই অত্যন্ত বীর্য্যশালী সুতরাং উভয়ের যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রহ্লাদ দৈত্যপতির জয়সূচক স্তুতি পাঠ করিলে বলি তদ্দ্বারা প্রবোধিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অসুরেন্দ্রের সহিত সুরেন্দ্রের এইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল দেখিয়া অন্যান্য দেবতা ও অসুরে ও ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বলির উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহা বাহু বলি ঐ সমুদায় ছেদন করিল। তদ্দর্শনে মহাবল ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অতি দুর্ব্বার শত্রুদারক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রলয়াগ্নি সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র দর্শন করিবামাত্র ধীমান দৈত্য পতি আকাশে উত্থিত হইয়া বারুণাস্ত্রের কল্পনা করিল। তদ্দ্বারাই উহা প্রশমিত হইয়া গেল।

অনন্তর রণোন্মত্ত ইন্দ্র দৈত্যপতিকে একেবারে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে মহাক্রোধে এক পর্ব্বতাকার বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় এক অশরীরিণী আকাশবাণী উপস্থিত হইয়া হরিবাহন ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাবাহো! হে স্বরানন্দবর্দ্ধন পুরন্দর! হে সুরশ্রেষ্ঠ! ক্ষান্ত হও তুমি বলিকে জয় করিতে পারিবে না। এই দৈত্য বলি স্বীয় তপঃপ্রভাবে ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট যে বরলাভ করিয়াছে তদ্দ্বারা বাস্তবিকই অধিক বলবান হইয়াছে। হে সুরেশ্বর! তুমি কিম্বা অন্য কোন দেবতাই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। যিনি ইহাকে জয় করিবেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যিনি ব্রহ্মার সর্ব্বস্ব ধন, যিনি দেবগণের গতি, পরমরহস্য এবং একমাত্র লক্ষ্য, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, যিনি শ্রীমান্, যিনি পরাবর গতি ও প্রভু, যিনি দৃশ্যমান হইয়াও অদৃশ্য, যিনি মহা ভূত, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু যিনি সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ, সহস্রপদ, যাহার হস্তে শঙ্খ চক্র ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। যিনি পীত বসন পরিধান করেন, যিনি সুরারিগণের বিনাশ কর্ত্তা, যিনি স্বয়ং জেতা কিন্তু অন্যের অজয্য সেই শ্রীমান ভগবানই ইহাকে স্বয়ং জয় করিবেন।

দেবরাজ এই অশরীরিণী পরমাশ্চর্য্য দিব্যবাণী শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত রণক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন। হরিবাহন ইন্দ্র তথা হইতে অপসৃত হইলে যুদ্ধভূমিতে দানবগণের অতি ভীষণ সিংহনাদ হইতে লাগিল, অনন্তর ঘোরতর সৈন্যকোলাহল উপস্থিত হইয়া যেন পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই সময়ে যোধগণের বহ্বাস্ফালনপূর্ব্বক জয়ধ্বনি, শঙ্খনাদ, রণবাদ্যের ঘোরতর শব্দ এবং জয়কোলাহল একত্র মিশ্রিত হইয়া এক তুমুলকাণ্ড উপস্থিত করিল। তখন দৈত্যরাজ ও সসৈন্যে বন্ধুবান্ধবের সহিত বহির্গত হইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর শোভা ধারণ করিল।

২৫৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া সমরচেষ্টায় বিরত হইলে ত্রিলোকরাজ্য দৈত্যগণেরই করতলস্থ হইল। ময় ও শম্বর দৈত্যপতি মহাবল বলির জয়ঘোষণা করিল। দিক্‌সমুদায় পবিত্র এবং চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ধর্ম্মপথ প্রবর্ত্তিত হওয়াতে দিবাকর অয়নস্থ হইলেন। প্রহ্লাদ, শম্বর, ময় ও অনুষ্যদ ইহারা চারিজনে চতুর্দ্দিকের আধিপত্য লাভ করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। আকাশও দৈত্যদিগের অধিকৃত হইল। পূর্বে দেবগণ যে সমুদায় যজ্ঞের শোভা সম্পাদন করিতেন, এক্ষণে দৈত্যগণের প্রতি সেই ভার অর্পিত হইল। লোক সমুদায় প্রকৃতিস্থ সৎপথপ্রবর্ত্তিত হইল। পাপের আর নামগন্ধ ও রহিল না। সিদ্ধগণ তপস্যায় আসক্ত হইলেন; তখন ধর্ম্ম চতুষ্পদ ও অধর্ম্ম একপাদমাত্র রহিল। রাজ্যগণ প্রজাপালনে তৎপর হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। আশ্রমবাসীরাও আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অসুরগণ সকলে সমবেত হইয়া বলিকে স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিল; অসুরগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া হর্ষনিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে পদ্মাসন বরদাত্রী বীরসেবিনী লক্ষ্মী পদ্ম হস্তে বলির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বলি শ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি দৈত্যরাজ! দেবগণকে পরাস্ত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যুদ্ধস্থলে অসামান্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া দেবরাজকে পরাভূত করিয়াছ অতএব তোমার অলোকসামান্য সাহস ও বিক্রম সন্দর্শন করিয়া আমি স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজন্! তুমি যে অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহাতে এরূপ কার্য্য করা কিছুই বিস্ময়কর নহে। তোমার পিতামহ যে এই ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন তুমি তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছ। বিশেষতঃ তোমার রাজ্যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব হে অমিতবিক্রম! তুমি এই অক্ষয় ত্রিলোক রাজ্যভোগ কর।

সর্ব্বজনমনোহারিণী সৌম্যমূর্ত্তি বরদাত্রী লক্ষ্মী বলিকে এই কথা বলিয়া তাহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে হ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, প্রভা, ধৃতি, ক্ষমা, ভূতি, নীতি, বিদ্যা, দয়া, মতি, স্মৃতি, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, মুক্তি, শ্রুতি, প্রীতি, ইড়া, কান্তি, শান্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম দেবীগণ এবং নৃত্যগীতবিশারদ সমস্ত অপ্সরোগণ সেই মহারথ ইন্দ্রপদাভিষিক্ত বলিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। চরাচর বিশ্বমধ্যে দৈত্যগণেরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল; ব্রহ্মবাদী বলিরই অতুল ঐশ্বর্য্য অধিগত হইল।

২৫৬তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণ তখন কি করিতে লাগিলেন? কিরূপেই বা পুনরায় স্বর্গরাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সেই দিব্য আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমনপূর্ব্বক অদিতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে আকাশবাণী শ্রুত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন।

অদিতি কহিলেন, বৎস! যদি তোমরা এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া থাক তবে ত' তোমরা সমস্ত দেবগণে মিলিত হইয়াও বিরোচন সুত বলিকে বিনাশ করিতে পারিবে না। এক মাত্র সহস্রশীর্ষ পুরুষই তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ। তাহার উচ্ছেদ করা অন্য কাহার সাধ্য নহে; অতএব চল, সেই দৈত্যরাজ বলির পরাজয়ের নিমিত্ত কি উপায় হইতে পারে, তাহা একবার তোমাদের পিতা ব্রহ্মবাদী কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করি। এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণ অদিতির সহিত কশ্যপসন্নিধানে গমন করিলেন। দেখিলেন প্রদীপ্ত কলেবর সুরাসুর-গুরু তপোনিধি ভগবান্ কশ্যপ আসীন রহিয়াছেন; তিনি ত্রিষবণ সলিল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত করিয়া পরম সুন্দর শুভ্রকান্তি ধারণ করিয়াছেন; তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন ভাস্করপ্রভা অথবা অনলশিখাই প্রতিভাত হইতেছে। দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তপস্যামগ্ন তাহার স্কন্ধদেশে উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন, পরিধান বল্কল ও অজিন মস্তকে জটাভার যেন আহুতি প্রাপ্ত মন্ত্রপূত হুতাশন দীপ্তি পাইতেছে; সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ননিরত। ব্রহ্মবাদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জলেবর। সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রজাপতি। আত্মভাব বিশেষে তিনি তৃতীয় প্রজাপতি। মানসপুত্রগণ যেমন ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হন সেইরূপ দেবশ্রেষ্ঠগণ অদিতির সহিত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে ইন্দ্র যাহা শুনিয়াছিলেন তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

লোককর্ত্তা ভগবান্ কশ্যপ পুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মসদনে গমন করিবার বাসনা করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! চল, আমরা এক্ষণে সেই পরমাদ্ভুত ব্রহ্মালোকে গমন করি। তোমরা যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছ উহা একবার ব্রহ্মার নিকটে তামাদিগকেই বলিতে হইতেছে। এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ অদিতির সহিত ব্রহ্মর্ষি গণসেবিত ব্রহ্মসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; দেবগণও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত স্বর্গবাসী দেবগণ স্ব স্ব কামচারী যানে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে ব্রহ্মালোকে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সেই তপোরাশি অব্যয় ভগবান ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে অতিবিস্তীর্ণ পরমোৎকৃষ্ট তাহার মহতী সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই মঙ্গলদায়িনী শত্রুসংহার কারিণী রমণীয় সভামধ্যে মধুকরগণ অতি মধুর সুরে সামগানবিমিশ্রিত গান করিতেছে। বেদ বেদাঙ্গপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ বিশেষতঃ ঋগ্নে দজ্ঞ মহানুভবগণ যথাপদ ও যথাক্ষর ঋগ্বেদ গান করিতেছেন। অতিবিস্তীর্ণ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিধি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মর্ষিগণের বেদ ধ্বনিতে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যজ্ঞ কার্য্যনিপুণ, স্তোত্রপাঠপটু, সুশিক্ষিত শরনির্ব্বাচন দক্ষ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, মীমাংসা, হেতুবাদ প্রভৃতি তর্কবিদ্যাপারদর্শী, মধুরষর ও সুমধুরভাষী দ্বিজেন্দ্রগণের যথাবিহিত স্বরসংযোগে ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইতেছে। সুরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া এবং ঐ সমুদায় বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহারা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মেমনঃ সমাধান করিয়া বিস্ময়বিকসিতনয়নে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠগণ কশ্যপের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া পুনর্ব্বার পরমগুরু ব্রহ্মাকে মানসে প্রণাম করিলেন। কোথায় একবিধ স্বর কোথাও বা বিবিধ স্বর সংযুক্ত হংসধ্বনির ন্যায় গম্ভীর অথচ উচ্চৈঃস্বরে সমুচ্চরিত সুমধুর বেদধ্বনি তাঁহারা পুনরায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন, সভার অন্য এক স্থানে ব্রতধারী জপহোমপরাঙ্মুখ জিতেন্দ্রিয় বিপ্রগণ বিরাজ করিতেছেন; লোক পিতামহ সুরাসুরগুরু শ্রীমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অসীন রহিয়াছেন, তথায় দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, বিদ্যা, মন, অন্তরীক্ষ, বায়ু, তেজ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য কারণ, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, ক্রিয়া, ক্রতু, সংকল্প, প্রাণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, দ্বেষ, হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ, শনৈশ্চর, রাহু, প্রভৃতি গ্রহগণ মরুগণ, বিশ্বকর্ম্মা, নক্ষত্রগণ, দিবাকর, নিশাকর, দুঃখনিবারিণী সাবিত্রী, সপ্তবিধ বাণী, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র, গাথা, নিগম, ভাষ্য, সর্ব্বশাস্ত্র, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অর্দ্ধমাস, ছয়ঋতু, সংবৎসর, চারযুগ, সন্ধ্যা, রাত্রি ও সতত ভ্রমণকারী শাশ্বত অব্যয় কালচক্র ইহারা সকলে এবং এতদ্ভিন্ন অনেকেই সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভর উপাসনা করিতেছেন। ধার্ম্মিকবর কশ্যপ পুত্র ত্রিদশগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সর্ব্বতেজোময় ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত অচিন্ত্য বিগতক্লম পরমাসনে আসীন পর মেষ্ঠী ব্রহ্মাকে দূর হইতে প্রণাম করিলেন। অবনতমস্তকে যাহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া একবার মাত্র প্রণাম করিতে পারিলেই লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও বিগতক্লম হইয়া শান্তিপদ লাভ করে, সেই দেবপ্রভু ঈশ্বর মহাতেজা ব্রহ্মা কশ্যপের সহিত দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন।

২৫৭তম অধ্যায়

হে মহাবল সুরোত্তমগণ! তোমরা যে নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ, তাহা আমি অগ্রেই জানিতে পারিয়াছি। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। যিনি দানবমুখ্য বলিকে জয় করিবেন, তিনি কেবল সুরারিগণেরই একমাত্র বিজেতা নহেন। তিনি এই সমস্ত ত্রিলোকেরও বিজেতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা; যিনি সর্ব্বভূতের বিধাতা, বিশ্বের ধাতা, যিনি সনাতন, যিনি সকলের আদি, যিনি আমারও পিতাসরূপ, যে মহাত্মা সেই অতুলবীর্য্য বলিকে সমস্ত জগতের অজেয় করিয়াছেন, তিনি সকলের নিদান এবং আমাদিগেরও আদি। তিনি অচিন্ত্য বিশ্বাত্মা ও যোগী; তিনিই শত্রুগণের সংহর্ত্তা। তিনি যে কে, তাহা তোমরাও অবগত নই। কিন্তু সেই পুরুয়োত্তম তোমাদিগকে, আমাকে এবং নিখিল বিশ্বকে জানিতেছেন, তিনি এক্ষণে সমাধি অবলম্বন করিয়া যে স্থানে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন আমি তাহা তাঁহারই প্রসাদে অবগত আছি, বলিতেছি শবণ কর।

হে দেবগণ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে এক অতি পরম রমণীয় স্থান আছে; মনীষিগণ উহাকে অমৃত নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তোমরা তথায় গমন করিয়া ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ কর। তাহা হইলেই বর্ষাকালীন সজল জলধরের গভীর শব্দের ন্যায় তাঁহার সুস্পষ্ট স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী শ্রবণ করিতে পারিবে। দেবাদিদেব পরমাত্মারূপী ভগবানের সেই বাণী অভয়দাত্রী, শিবদারিনী, সংস্কারবর্ত্তী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সত্য, অব্যর্থ ও মনোহারিণী জানিবে। তাঁহার ব্রত সমাপ্ত হইলেই

তোমরা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিতে পারিবে। তোমরা সকলেই বরদ সুতরাং আমি আর তোমাদিগকে কি বর প্রদান করিব। তবে আমি এই কথা বলিতেছি, যখন সেই ভগবান ভূতভাবন যোগাত্মা তোমাদিগকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইবেন তখন কশ্যপ প্রণতিপূর্ব্বক আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন এই কথা বলিয়া যেন বরপ্রার্থনা করেন, আর তোমরা কহিবে আপনি আমাদের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করুন। তাহা হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিবেন; তখন তোমরা বর গ্রহণে কৃত কার্য্য হইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিবে।

হে মহারাজ! লোকপিতামহ ভগবান কমল যোনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অদিতি, কশ্যপ ও সমস্ত ত্রিদশবর্গ তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহারা ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট সরিৎপতি ক্ষীরোদ সাগরের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সাগর, সকানন পর্ব্বতসমুদায় এবং বিবিধ দিব্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া যে স্থানে উপস্থিত হইলেন উহা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময়; সূর্য্যের আলোক তথায় প্রবেশ করে না। সেই ভীষণ ঘোরতর স্থানে প্রাণিমাত্রেরও সঞ্চার নাই। ঐ স্থান কত দূর ব্যাপিয়া আছে তাহারও ইয়াত্তা হয় না। এই স্থানই অমৃত নামে অভিহিত। দেবগণ কশ্যপের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সহস্রবর্ষব্যাপক সর্ব্বকামফলপ্রদ দিব্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সেই যোগাত্মা সহস্রাক্ষ সুরেশ্বর দেব নারায়ণের প্রসন্নতার জন্য, আত্মভূতির জন্য কখন ব্রহ্মচর্য্য, কখন মৌন, কখন যোগাসন এবং শমদমাদি অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ কশ্যপ তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত বেদোক্ত পরম পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

২৫৮তম অধ্যায়

কশ্যপ কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে একশৃঙ্গবরাহ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বৃষার্চ্চিষ, সিন্ধুবৃষ ও বৃষাকপি; তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, তুমি সুরনির্ম্মিত, তুমি অনির্ম্মিত, তুমি ভদ্র, তুমি কপিল, তুমি বিশ্বসেন, তুমি ধ্রুব, তুমি ধর্ম্ম, তুমি ধর্ম্মরাজ, তুমি বৈকুণ্ঠ, তুমি ত্রেতাবর্ত্ত, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্যও নাই। তুনি ধনঞ্জয়, তুমি শুচিশ্রবা, তুমি অগ্নিজ, বৃষ্ণিজ, অজ ও অজয়; তুমি অমৃতেশয়, তুমি সনাতন, তুমি বিধাতা তুমি ত্রিকাম, ত্রিধাম, তুমি ত্রিককুদপালী ককুদ্বান্, তুমি দুন্দুভি, তুমি মহানাভ, লোকনাভ, পদ্মনাভ, তুমি লোকনাথ, তুমি বিরিঞ্চি, বরিষ্ঠ, বহুরূপ; তুমি ক্ষর ও অক্ষর; তুমি বিরূপ ও বিশ্বরূপ, তুমি সত্যাক্ষর ও হংসাক্ষর, তুমি হব্যভুক, তুমি খণ্ডপরশু, তুমি শুক্র, তুমি মুক্তকেশ, তুমি হংস, মহাহংস, মহদক্ষর, তুমি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, তুমি সূক্ষ্মম ও পরমসূক্ষ, তুমি ইন্দ্র, তুমি বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি সুরাজ, তুমি নীল, তুমি তম ও রজোগুণ শূন্য অথচ তম রজ ও সত্ত্ব, এই গুণ ত্রিতয় স্বরূপ, তুমি সর্ব্বলোক, সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠ, তুমি সুতপ, তপোগ্র, অগ্র, অগ্রজ, তুমি ধর্ম্মনাভ ও গভস্তিনাভ, তুমি ধর্ম্মনেমি, তুমি সত্য ধাম, সত্যাক্ষর গভস্তিনেমি, তুমি চন্দ্ররথ, তুমি নিষ্পাপ, তোমার বাসস্থান সমুদ্র তুমি অজ, তুমি একপাদ, তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্র সম্মিত, তুমি মহাশীর্ষ, তুমি সহস্রলোচন, তুমি সহস্রপাদ। তুমি, অধোমুখ,

মহামুখ, মহাপুরুষ ও পুরুয়োত্তম। তুমি সহস্রমূর্ত্তি, সহস্রাস্য, সহস্রভুজ, সহস্রপ্রভ। বেদ সমুদায় তোমাকেই সহস্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। হে বিশ্বদেব! হে বিশ্বসম্ভব? তুমিই সমস্ত দেবগণের সৌভাগ্য, তুমি বিশ্বের একমাত্র গতি, তুমি বিশ্বের একমাত্র আধার, আবার তোমাকেই বিশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করে। হে বরদ! তুমি বষট্কার, তুমিই বৌষট্ তুমি ওঙ্কার. তুমি যজ্ঞভাগীদিগের অগ্রগণ্য। তুমি শতধার, তুমি সহস্রধার, তুমিই ভূত, তুমি ভুবন, তুমি স্বধা তুমিই ব্রহ্মময়, তুমিই বক্ষময়, তুমি ব্রহ্মাদি তুমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী, তুমি পূষা, তুমি বায়ু, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি হন্তা, তুমি নেতা, তুমি মন্তা তুমিই হোম্যহোতা, তুমি শ্রুক্ শ্রুবাদি যাবতীয় যজ্ঞীয় উপকরণ তুমি যজ্ঞ, তুমিই আবার যজ্ঞকর্ত্তা এবং প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় হুতাশনও তুমি। তুমি গতিমান্দিগের গতি, মোক্ষ ও মোক্ষবিধাতা। তুমি গুহ্য, তুমি সিদ্ধ, তুমি ধন্য, তুমি পরম যোগ, তুমি সোম, তুমি দীক্ষা, তুমি দক্ষিণ, তুমিই বিশ্ব। তুমি অত্যন্ত স্থির, তুমি অত্যন্ত বৃদ্ধ, তুমি বিশ্বেন্দ্র, তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনারায়ণ ও নারায়ণ। তুমি মনুজগণের আশয়, তোমার বর্ণ ও তেজ আদিত্যের ন্যায়, তুমি মহাপুরুষ, সুরশ্রেষ্ঠ। হে আদি দেব! তুমি পদ্মতাস পদ্মেশয় পদ্মাক্ষ ও পদ্মগর্ভ। হে বিশ্বদেব! তুমি বিশ্বতোমুখ, বিশ্বাক্ষ, বিশ্ব সম্ভব ও বিশ্বভুক। হে ভূতাত্মন্! তোমার বিক্রম কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কি পাতাল, সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। তুমি চরাচরের বিভু, প্রভাকরের প্রভু, স্বয়ম্ভু ও ভূতগণের আদি। হে মহাভূত! তুমিই বিশ্ব ও বিশ্বপাতা, তোমা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হই আছে। তুমি পবিত্র, তুমি হোত্র, তুমি সত্য, তুমি তেজ, তুমি হবি. তুমি বিশৃভুক। হে সুরা সুরগুরো! তুমি ঊর্দ্ধকর্ম্মা, তুমি দিবস্পতি, তুমি ওতপ্রোত, তুমি বিশ্বস্পর্শী, তুমি বিশ্বপতি, তুমি ঘৃতাচি, তুমি মহাদেব, নৃদেব দেবস্তুত, অনন্তকর্ম্মা, বংশপ্রবর্ত্তয়িতা, প্রাগবংশ, তুমিই এই বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিতেছ। আমরাও তোমার শরণাগত বরপ্রার্থী, অতএব আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

২৫৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কশ্যপের এই পরম সুন্দর স্তব শ্রবণ করিয়া প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের সকলের প্রতিই নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমাদের মঙ্গল হউক; এক্ষণে তোমাদিগের যাহা অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর; আমি তাহাই প্রদান করিব। দেবগণ তাহার স্পষ্টাক্ষরযুক্ত বাক্যপরম্পরা আকাশ হইতে আসিতেছে বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইলেন না; তখন দেবগণের মধ্য হইতে কশ্যপ কহিতে লাগিলেন, হে অমরোত্তম! তুমি যখন আমাদের উপর প্রতি হইয়াছ, তখনই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, কেননা তুমিই আমাদের একমাত্র গতি; তবে যদি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ কর, তবে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার পুত্রত্ব স্বীকার কর এবং ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা হইয়া দেববৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অদিতি কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার পুত্র হইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

অনন্তর দেবগণ কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! তুমি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত দেবগণের ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বিধাতা ও শরণ্য হও, ইহাই আমাদের অভিলাষ; তুমি অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার করিলে বাসব প্রভৃতি দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব দেব শব্দের বাচ্য হইবেন; অতএব তুমি কশ্যপের পুত্রত্ব স্বীকার কর, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণ ও কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের সকলেরই অভিলাষই পূর্ণ হইবে, তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত প্রদেশে গমন কর। আমি বলিতেছি, যে কোন ব্যক্তি তোমাদের শত্রু হউক না কেন, সে কখন এক মুহূর্ত্তকালও আমার অগ্রে অবস্থান করিতে পারিবে না। আমি অচির কালের মধ্যে দেবশত্রু সমস্ত অসুরগণ বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিব। হে দেবসত্তমগণ! আমি আমার পরমেষ্ঠীয় কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণকে হব্যভোজী এবং পিতৃগণকেও কব্যভোজী করিব। দেবমাতা অদিতি ও অমিতাত্মা কশ্যপ! আপনাদেরও মনীষিত সম্পাদন করিব। এক্ষণে আপনারা যথাগত প্রদেশে স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বিশ্বেদেবগণ, কশ্যপ, অদিতি, সাধ্যগণ, মরুগণ, মহাবল বাসব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সেই সুরেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া পবিত্র পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী কশ্যপাশ্রমে গমন করিলেন। অবিলম্বে সেই ব্রহ্মর্ষিসেবিত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সকলেই স্বাধ্যায় নিরত হইয়া অদিতিগর্ভ-প্রতীক্ষায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে অদিতির গর্ভ সঞ্চার হইল। ক্রমে ক্রমে গর্ভ পুষ্ট হইয়া উঠিলে পরম পবিত্র অপূর্ব্বতেজ ধারণ করিল। অনন্তর দিব্যসহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সেই দেবশরণ অসুরনাশন বালক ভূমিষ্ঠ হইলেন। ইনি গর্ভবাসকালে প্রধান প্রধান দেবগণ ও ত্রিলোক স্থিত যাবতীয় মহাত্মাগণের তেজ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি সেই তেজঃপুঞ্জকলেবরে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না! দৈত্যগণের হৃদয়েও ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল।

২৬০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সপ্তপ্রজাপতি, সপ্তমহর্ষি, মহামুনি ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভাস্কর অস্তমিত হইলে যিনি সমুদিত হন সেই ভগবান্ অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ কশ্যপাশ্রমে আগমন করিয়া অচিরজাত বালককে সন্দর্শন ও নমস্কার করিতে লাগিলেন। অতঃপর মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রজাপতি দক্ষ, বশিষ্ঠপুত্র ঔর্ব্ব, স্তম্বকশ্যপ, কপীবান, অকপীবান্ দত্তোলি, চ্যবন, এই সাতজন বাশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত, হিরণ্যগর্ভনয়, ঔর্ব্বজাত ও সুতোগণ, গার্গ, পৃথু, অগ্র্য, জান্য, বামন, দেববাহু, যদুধ্র, সোমজ পর্জ্জন্য, হিরণ্যরোমা, দেবশিরা, সত্যনেত্র, বিশ্বগণ, অতিবিশ্ব, সুধামা, বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা আসিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঐ

সময়ে অপ্সরোগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। আকাশে গন্ধর্ব্বগণের তূর্য্যধ্বনি হইবা মাত্র তুম্বুরু অন্যান্য গন্ধর্বের সহিত আগমন করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাশ্রুতি, চিত্রশিরা, ঊর্ণায়ু, অনঘ, গোমায়ু, সূর্য্যবর্চ্চা ও সোমার্চ্চা এই সাতজন এবং যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি নন্দি, চিত্ররথ, ত্রয়োদশ শালিশির, চতুর্দ্দশ পর্জ্জন্য, পঞ্চদশ কলি, ষোড়শ নারদ, হাহা হুহু নামা গন্ধর্ব্ব ও মহাদ্যুতি হংস এই সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব্বগণ কেশবকে সেবা করিতে লাগিলেন। সুমধ্যমা, চারুমধ্যা, প্রিয়মুখ্যা, বরাননা, অনূকা, কামী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, রম্ভা, মনোরমা, অমিতা, সুবাহু, বিষ্ঠা, সুভগা, উর্ব্বশী, চিত্রলেখা, সুগ্রীবী, সুলোচনা, পুণ্ডরীক সুগন্ধা, সুরথা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতি, মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিকা ও পুঞ্জিকস্থলা প্রভৃতি সহস্র সহস্র সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত, অপ্সরোগণ পরমাহ্লাদের সহিত তথায় আগমন করিয়া কেহ কেহ নৃত্য কেহ সুমধুর গান করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা বিষ্ণুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই কশ্যপতনয় ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, প্রজ্বলিত বহ্নিসম তেজস্বী দ্বাদশ আদিত্যও কশ্যপালয়ে আসিয়া মহাত্মা সুরেশ্বরকে নমস্কার করিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, মহাযশা নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, অপরাজিত পিনাকী, হবন, প্রভু কপালী, স্থাণু, ভব ও একাদশ রুদ্র ইহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, মহাবল মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ, আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহাভাগ শেষানুজগণ, বাসুকি, কচ্ছপ চাপকুঞ্জ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, তেজঃপ্রদীপ্ত দুর্দ্দম্য মহাক্রোধ মহাবল অন্যান্য নাগগণ সকলেই আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিতে লাগিল; অনন্তর লোককর্ত্তা দেবগুরু ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত মহাত্মগণের সহিত আগমন করিয়া কহিলেন, যাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে সেই প্রভাবশালী সনাতন লোকনাথ শ্রীমান বিষ্ণুই এই জন্মগ্রহণ করিলেন; এই কথা বলিয়া ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক দেবর্ষিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

মহারাজ! ভগবান্ সুরনাথ এইরূপে কশ্যপ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাহার শরীরকান্তি নবজলধরের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, আকার বামনের ন্যায়; বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, সর্ব্বাঙ্গে রোমরজি বিরাজ করিতেছে; অপ্সরোগণ উৎফুল্লনয়নে সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। তাহার তেজঃপুঞ্জের কথা আর অধিক কি বলিব যদি আকাশপথে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হন তাহা হইলে এই মহাত্মার শরীরকান্তির সহিত কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে; ফলতঃ তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইতে লাগিল, ইনি সুরর্ষি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিকালভাবন, শুচিরোমা, বিশালবক্ষ, সর্ব্বতেজো ময় ও জগৎপ্রভু।

অতঃপর সেই বামনরূপী ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি পুণ্যাত্মগণের গতি, পাপিষ্ঠগণের অশরণ, মহাত্মা যোগীগণ যাহাকে পরম যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অষ্টধা বিভক্ত গুণ যাঁহার ঐশর্য্য, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাহাকে লাভ করিয়া সংযতেন্দ্রিয় মোক্ষমার্গান্বেষী ব্রাহ্মণগণ জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, সর্ব্বামীর পক্ষেই যিনি তপোরূপ, মনুজগণ দুশ্চর ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অনাহারে থাকিয়া যাহাকে আরাধনা করে, যিনি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, যিনি সহস্রশীর্ষ, যিনি রক্তলোচন, স্বর্গলিপ্সু বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ সতত

যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, যিনি সেই যজ্ঞ, যিনি এক হইয়াও নানাস্থানবাসী, যিনি অনুপম কবি, বেদ সমুদায় যাহাকে সর্ব্বাভিজ্ঞ বলিয়া গান করিয়া থাকে, যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে যাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা, যিনি ধর্ম্মজ্যোতি, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার চক্ষু স্বরূপ, আকাশ যাঁহার শরীর সেই মহাতেজা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ দেবগণের মনোগত ভাব জানিতে পারিলেও সম্প্রতি বালকতা নিবন্ধন অজ্ঞাতের ন্যায় সমাগত দেবগণকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে? কোন্ বরই বা তোমাদের প্রার্থনীয়? তাহা আমাকে বল; তোমাদের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, আমি তাহাই তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহাত্মা বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! ঘোরতর তপস্যা ও ব্রহ্মার বর প্রভাবে দৈত্যরাজ বলি অলোক সামান্য বলবিক্রমশালী হইয়া ত্রিলোক জয় করিয়াছে, আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের সকলেরই অবধ্যও হইয়াছে। তাহাকে দমন করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ, অন্য আর কাহার সাধ্য নাই। আপনি আমাদের শরণ্য, বরদ ও দেব। ভূতমাত্রেই ভয়ার্ত্ত হইলে আপনিই তাহা শান্তি করিয়া থাকেন, আমরা সেই দৈত্যভয়ে নিতান্ত ভীত, হৃতসর্ব্বস্ব, ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে সুরেশ্বর! আপনি ঋষিগণ ও সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত, অদিতি ও কশ্যপের প্রীতি সাধনার্থ পিতৃগণের যথাযোগ্য কব্য ও দেবগণের হব্য রক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হউন। এই আমাদের অভিলাষ; হে মহাবাহো! দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিলোকাধিপত্ব লাভ করিলেই ঐ সমুদায় রক্ষা হইবে, অতএব আপনি ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই অক্ষয় ত্রিলোক রাজ্য দৈত্য হস্ত হইতে প্রত্যায়ন করুন। দৈত্যপতি সম্প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে; এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য চিন্তা করুন।

২৬১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ এই কথা বলিলে বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু দেবগণের আনন্দ বিধান করিয়া কহিলেন, দেবগণ? তবে বেদপারগ মহাতেজা অঙ্গিরাতনয় মহর্ষি বৃহস্পতি আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন, আমি সেই যজ্ঞীয়সভায় উপস্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য প্রত্যাহরণার্থ যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! অনন্তর মহাতেজা শ্রীমান্ বৃহস্পতি বামনকে লইয়া ধীমান দানবেন্দ্রের সভায় গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ভগবান্ বালকরূপী বামন মৌঞ্জী যজ্ঞোপবীত, ছত্র, দণ্ড ও অজিনধারণ করিয়া বালক হইলেও বৃদ্ধবেশে সুরগুরুর সহচারী হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই সুরশ্রেষ্ঠ অচিন্ত্যাত্মা বামন বিরোচনতনয় বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞীয় সভার দ্বারদেশে সাংগ্রামিক পরিচ্ছদধারী দ্বারপালগণ যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি সহসা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মন্ত্রবিশারদ ঋত্বিক্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া দৈত্যরাজ বলি যে স্থানে অবস্থান করিতেছিল, বলী বামন সেই ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কুল যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া শুক্রাদি ঋত্বিক্‌গণ সমক্ষে ও বলির সন্নিধানে যজ্ঞকে

আত্মরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বেদতত্ত্বজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ, মহর্ষিগণ ও মুনিগণ শ্রোতা; একমাত্র অপরিণতবয়স্ক বালক বক্তা। বিবিধ শ্রুতি ও আগমসিদ্ধ প্রমাণপ্রয়োগ, অখণ্ড্য যুক্তি প্রদর্শন, নানাপ্রকার হেতুবাদাদি দ্বারা সেই সনাতন ভগবান যজ্ঞকার্য্যদক্ষ যজ্ঞরূপ বিষ্ণু প্রমাণ করিলেন যে, আত্মাই যজ্ঞ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন তাঁহার সেই বাকপটুতা, গভীর দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান ও জটিল বিরুদ্ধবাদী মুনিগণের নানাপ্রকার মতভেদের যথার্থ মীমাংসা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে সকলেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মীমাংসিত বিষয়ের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক কেহ আর বাঙনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিতেও সাহস করিলেন না। সামান্য বালকের তর্কজালে বৃদ্ধ উপাধ্যায় ঋত্বিক্‌গণ নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন দেখিয়া দৈত্য রাজ বলি নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তখন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বামনাকৃতি মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে, কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন, আগমনের প্রয়োজনই বা কি? আপনার তুল্য সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ ত' আমি আর কখন অবলোকন করি নাই। দেখিতে আপনাকে নিতান্ত বালক বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু বুদ্ধিতে সমস্ত মহিমাদিগের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবিষয়েও আপনাকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে আপনার বাক্যও সাধুজনোচিত। আপনার যেরূপ অলৌকিক রূপ দেখিতেছি, তাহা কি দেবতা, কি ঋষিগণ, কি নাগগণ, কি যক্ষগণ, কি অসুরগণ, কি রাক্ষসগণ, কি পিতৃগণ, কি গন্ধর্ব্বগণমধ্যে কাহারই সম্ভব হয় না। ফলতঃ আপনার মত পরমমনোহর প্রিয়দর্শন রূপ আর কখন চক্ষে দেখি নাই। আপনি যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন আমি আপনাকে নমস্কার করি। আজ্ঞা করুন আমি আপনার কোন্ কার্য্য সমাধা করিব।

মহারাজ! উপায়তত্ত্বজ্ঞ অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ বামন বলিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবল দানবেন্দ্র! তোমার এ যজ্ঞ সর্ব্বাবয়বে সুসংস্কৃত হইয়াছে ইহাতে ভক্ষ্যভোজ্যের অভাব নাই। পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তোমার এ যজ্ঞ সব্বাংশে তাহাই তুল্য। দেবরাজ ইন্দ্র ধর্ম্মরাজ যম এবং জলাধিপতি বরুণ যে সমুদায় যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তোমার এই যজ্ঞে পরাভূত হইল। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলও বিস্তর; ইহার অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপাপ বিনাশ ও স্বর্গমার্গ প্রদর্শন করে। ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া গিয়াছেন, অশ্বমেধ সর্ব্বকামময়, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা সুবর্ণশৃঙ্গ, লৌহপুর, বায়ুসমবেগবান্, সত্যনেত্র, কাঞ্চনবৎ গৌরবর্ণ মহাত্মা মহানুভব অশ্বমেধ সমস্ত বিশ্বের নিদান এবং পরম পবিত্র যজ্ঞ। নরগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বেদবিন্দু বিপ্রবর্গ ইহাকে সাক্ষাৎ বৈশ্বানর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম, যেমন মনুষ্যমধ্যে দ্বিজাতি যেমন অসুরদিগের মধ্যে তুমি, সেইরূপ যজ্ঞমধ্যে অশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দৈত্যপতি বলি বামন সমীরিত এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে কহিল, দ্বিজবর! আপনার অভিলাষ শ্রবণে আমি নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, অতএব যাহা অভিরুচি হয়, প্রার্থনা করুন আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব; আপনার মঙ্গল হউক।

বামন কহিলেন, দৈত্যপতে! আমি তোমার নিকট রাজ্য যান রত্ন ও স্ত্রী ইহার কিছুই অভিলাষ করি না। যদি তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক এবং ধর্ম্মে যদি তোমার যথার্থ মতি থাকে, তবে অগ্নিশরণার্থ আমারে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রদান কর।

বলি কহিলেন, হে বাগ্মিবন্ধু বিপ্রেন্দ্র! ত্রিপাদমাত্র ভূমিতে আপনার কি হইবে? আপনি আমার নিকট শতসহস্রপাদ স্থান প্রার্থনা করুন, আমি তাহাই আপনাকে প্রদান করি। উভয়ের এই পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! হে মহাসুর! তুমি ইহার বিষয় কিছুই জান না সেই জন্যই যথেপ্সিত বরপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইতেছ। ত্রিপাদভূমিও প্রদান করিতে স্বীকার করিও না। তুমি নিশ্চয় জানিবে ইনি মায়াচ্ছন্ন ভগবান্ হরি। দেবরাজ ইন্দ্রের হিতকামনায় বামনরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই ব্রাহ্মণকুমারবেশে এখানে আগমন করিয়াছেন।

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে দৈত্যরাজ ধ্যান নিমীলিতনেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর হর্ষগদগদরে স্বর্ণভৃঙ্গ হস্তে লইয়া বলিয়া উঠিল, উত্তম, যদি তাহা হয় তবে ইহা অপেক্ষা যোগ্যপাত্র আর কে আছে? এই কথা বলিয়া বিপ্রবর বামনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বিপ্রে! হে কমললোচন! আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রাঙ্মুখ হইয়া এই উপবেশন করিলাম। এক্ষণে বলুন কি পরিমিত ভূমি প্রদান করিব? ত্রিপাদভূমির আর পরিমাণ কি? আর আমি আপনাকে যে জলপ্রদান করিতেছি, উহা অভীপ্সিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করুন।

এই সময়ে শুক্রাচার্য্য পুনরায় কহিতে লাগিলেন, দৈত্যপতে! আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি তুমি ইহাকে কিছুই দান করিতে পাইবে না; কি জন্য ইহাকে দান করা কর্ত্তব্য নহে, ইনিই বা কে, তাহাও তুমি আমাকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়াছ; তথাপি যখন ইহাঁর প্রীতি কামনা করিতেছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইলে; এই কথা শুনিয়া দৈত্যরাজ কহিতে লাগিল, “ইনি কি সেই বিষ্ণু, ইনিই সেই সকলের নাথ, আমার যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে ইনি আমার নিকট যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তৎসমুদায় এই প্রভু দেবদেবকে প্রদান করিব; কেননা এই বিষ্ণু ব্যতীত শ্রেষ্ঠ দানপাত্র আর কে আছে?”

বামন কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র! আমাকে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর, তাহাই আমার পর্যাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার আর অন্যথা হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাতেজস্বী বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনতনয় বলি কৃষ্ণাজিননির্ম্মিত উত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক দানার্থ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার ধারণ করিলেন; এদিকে বামনও অসুরেন্দ্রকে নিগ্রহ করিবার মানসে শীঘ্র দৈত্যক্ষয় কর করপ্রসারণ করিলেন। তখন দৈত্যপতি প্রাঙ্মুখ হইয়া প্রসন্নমনে যেমন বামনহস্তে জল প্রদান করিতে উদ্যত হইল; অমনি আকারজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ প্রহ্লাদ তৎকালিক সেই অচিন্ত্যাত্মা অমিতবীর্য্য অসুরসৌভাগ্যজিহীর্ষু বামনের অভূত পূর্ব্ব মূর্ত্তি, সন্দর্শনে দৈত্যপতিকে নিষেধ করিয়া কহিল, বৎস! ক্ষান্ত হও, এই বামনরূপ বিপ্র কুমারহস্তে জল প্রদান করিও না; ইনি

নিশ্চয়ই তোমার প্রপিতামহহন্তা মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণু; ইনি কেবল তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন।

বলি কহিল, হায়! আমি এরূপ পাত্রে দান না করিয়া আর কাহাকে প্রদান করিব? এরূপ অনুগ্রহকারী লোকপিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম পাত্র প্রভুকেই বা কিরূপে লাভ করিতে পারিব? হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি যখন এই কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছি, তখন আমি অবশ্যই ইহাকে প্রদান করিব।

প্রহ্লাদ পুনরায় কহিতে লাগিল, দানবের! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধিতে ইহাকে দান করিতে সমুদ্যত হইয়াছ, ইনি সে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণকুমার নহেন। ব্রাহ্মণের রূপ কখন এরূপ হইতে পারে না, ইহাঁর আকার প্রকার দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি সেই নরসিংহ পুনরায় আগমন করিয়াছেন।

প্রহ্রাদের এই বাক্য শ্রবণে দৈত্যপতি বলি তাহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়া কহিল, যে কোন ব্যক্তি 'দেহি' এই বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করুন যদি কোন অসুর তাহা প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ দান করিতে অস্বীকার করেন, তবে উভয়েরই অলক্ষ্মীর অংশ সেই অসুর শরীরে প্রবেশ করে, আর আপনি ইহাও জানিবেন যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন তাহাকে বন্ধু বান্ধব ও বংশপরম্পরার সহিত ঘোর নরকে গমন করিতে হয়; আমি অলক্ষ্মীভয়ে নিতান্ত ভীত সুতরাং আমি ইহাঁকে বসুন্ধরা দান করিব, অন্য কোন ব্রাহ্মণ ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপাত্র নহেন সুতরাং আমি ইহাঁকে বসুন্ধরা দান করিব। আমি যখন ইহাঁকে বামনরূপে যাচঞা করিতে দেখিয়াছি তখন হইতে আমার অপার আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমি ইহাকে দান করিব কিছুতেই নিষেধ মানিব না; এই কথা বলিয়া দৈত্যপতি বটুরূপী বামনকে পুনরায় কহিল, বিপ্রবর! সামান্য ত্রিপাদমাত্র ভূমি দ্বারা আপনার কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে? বলুন, আমি আপনাকে সাগরবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী প্রদান করিতেছি।

বামন কহিলেন, দানবসত্তম! আমি সমস্ত পৃথিবীর অভিলাষী নহি; ত্রিপাদ ভূমি প্রাপ্ত হইলেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন দৈত্য রাজ বলি 'তথাস্তু' বলিয়া অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমিই সম্প্রদান করিল; তাহার হস্তস্থিত উৎসর্গবারি বামনহস্তে পতিত হইবামাত্র বামন অমনি অবামন রূপ ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বলিকে স্বীয় সর্ব্বদেবময় রূপ দর্শন করাইলেন। দৈত্যরাজ দেখিতে লাগিল, পৃথিবী তাহার পদদ্বয়, আকাশ মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাহার চক্ষুদ্বয়, পাদাঙ্গুলি সমুদায় পিশাচগণ, হস্তাঙ্গুলি সমুদায় গুহ্যকগণ, তাঁহার জানুতে বিশ্বেদেবগণ, জঙ্ঘাদ্বয়ে সুরোত্তম সাধ্যগণ, নখরাজিতে যক্ষবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন। অপ্সরোগণ তাঁহার শরীরস্থলেখা, বিদ্যুৎ তাঁহার অবলোকন, সূর্য্যমরীচিমালা তাঁহার কেশ রাশি, তারকা সমুদায় তাঁহার রোম কূপ, মহর্ষিগণ রোমরাজি, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্রদ্বয়, বিদিক্ বাহু, মহাবল বায়ু তাঁহার নাসা, চন্দ্রমা, তাঁহার প্রসন্নতা, ধর্ম্ম তাঁহার মন, সত্য তাঁহার বাণী, দেবী সরস্বতী তাঁহার জিহ্বা, মহাদেবী অদিতি তাঁহার গ্রীবা দীপ্তিমান সূর্য্য তাহার তালু, স্বর্গদ্বয় তাহার নাভি, মিত্র ও ত্বষ্টা তাঁহার হৃদয়, বৈশ্বানর তাঁহার মুখ, প্রজাপতি তাঁহার বৃষণ, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার হৃদয়, মহামুনি

কশ্যপ তাঁহার পুংস্ত্ব, বসুগণ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, মরুদগণ তাঁহার সর্ব্বসন্ধি, সর্ব্ববিধ ছন্দ তাঁহার দন্ত পংক্তি, জ্যোতিষ সকল তাঁহার বিপুল কান্তি, মহাদেব রুদ্র তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহার্ণব তাঁহার ধৈর্য্য, গন্ধর্ব্ব ও মহাবল ভুজঙ্গগণ তাঁহার উদর, লক্ষ্মী তাঁহার মেধা, ধৃতি তাঁহার কান্তি, সর্ব্ববিদ্যা তাঁহার নিতম্বস্থল, পরমাত্মায় উৎকৃষ্ট বাসস্থান তাঁহার ললাট, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় তপস্যা, বেদ সমুদায় তাঁহার কক্ষ ও স্তন, যজ্ঞ তাঁহার ওষ্ঠ, দ্বিজগণের চেষ্টিতই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান ও পশুবন্ধস্বরূপ হইল। মহাসুরগণ ভগবান বিষ্ণুর সেই দেবময় বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া মহাক্রোধে পতঙ্গের অনল পতনের ন্যায় তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

২৬২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে যে সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণ মহাত্মা বিরাটমূর্ত্তিধারী ভগবান বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়া ছিল, তাহাদের নাম এবং প্রধান প্রধান অস্ত্র শস্ত্র ও আভরণাদির বিষয় উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃ শির, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ হয়গ্রীব, মহাবেগশালী কেতুমান্, উগ্র, মহাসুর সোগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, অশ্বারোহী ও অশ্বপতি, প্রহ্রাদ, অশ্বশিরা, কুম্ভ,সংহ্রাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, হরি, হর, বরাহ, সংহর, অরুজ, বৃষপর্ব্বা, বিরুপাক্ষ, মুনীন্দ্র, চন্দ্রলোচন, নিষ্প্রভ, সুপ্রভ, নিরুদর, একবক্ত্র, মহাবক্ত্র, কালসন্নিভ, দ্বিবক্ত্র, বৃহৎকীর্ত্তি মহাজিহ্ব শঙ্কুকর্ণ, শরত, শলভ, কুপথ, কাপথ, ক্রথ, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃদুপ্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিক্ষর, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকাক্ষ, বৃত্র, ক্রোধ, বিমোক্ষণ, গরিষ্ঠ, হবিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, পৃথু, ইন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলদর্পিত কেতুমান্, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, কালবদন, করাল, কেশি, একাক্ষ, রাহু, তুহুণ্ড, সমল ও সৃপ, ইহারা এবং এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর দৈত্যগণ সেই ত্রিলোক আক্রমণকারী ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল।

অসুরগণের মধ্যে কাহার হস্তে পাশাস্ত্র কাহার হস্তে শতঘ্নী, কাহার হস্তে চক্র, কাহার হস্তে পরশ্বধ, কাহার হস্তে প্রাস, কাহার হস্তে মুদগর, কেহ বা পরিঘপাণি, কেহ শূলপাণি, কেহ পটিশহস্ত, কেহ মুষল পাণি, কাহার হস্তে মহাশিলা, কাহার হস্তে মহাবৃক্ষ, কাহার হস্তে গদা, কাহার হস্তে ভুষুণ্ডী, কাহার হস্তে বজ্র, কাহার হস্তে অসি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহাদেরর আকৃতিও ভিন্নপ্রকার; কেহ কূর্ম্ম বক্ত্র, কেহ কুক্কুটবক্ত্র, কেহ হংস, কেহ শিশুমার মুখ, কেহ মার্জ্জারমুখ, কেহ শুকবক্ত্র, কেহ বা অশ্ববদন, কেহ গোবক্ত্র, কেহ বভ্রুবক্ত্র, কেহ বা মৃগবক্ত্র, কেহ শল্যকি বক্ত্র, কেহ গজবক্ত্র, কেহ নকুলাস্য, কেহ শ্যেনাস্য, কেহ পারাবতাস্য, কেহ বানরানন, কেহ ছাগানন, কেহ মহিষানন, কেহ শৃগালানন, কেহ রৌদ্রানন, কেহ ক্রৌঞ্চানন, কেহ চক্রবাকমুখ, কেহ গোধাবক্ত্র, কাহার মুখ ঘোর নক্রের ন্যায়, কাহার মুখ ভীষণ ভল্লকের ন্যায়, কাহার মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ গণ্ডারের ন্যায়, কাহার মুখ সিংহের ন্যায়। কাহার মুখ ময়ুরের ন্যায় ; ইহাদের পরিধান কাহার গজচর্ম্ম নির্ম্মিত বসন, কাহার কৃষ্ণাজিন, কেহ বা চীর সংবৃত গাত্র। কেহ কয়ুগ্রীব, কেহ

লম্বশিখ, কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ মুকুটধারী কেহ কুণ্ডলধারীকেহ বা কিরীটধারী। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ বিবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র ও নানা বেশ ধারণ করিয়া গন্ধমাল্যে বিভূষিত হইয়া মহাত্মা হৃষীকেশকে আক্রমণ করিল। তখন বিভু অম্বর সূদন হরি পাদপ্রহারে ও চপেটাঘাতে সমস্ত দৈত্য গণকে প্রমর্দ্দিত করিয়া ত্রিপাদ বিক্ষেপ দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত ত্রিলোক হরণ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে আদিত্য সন্নিভ রশ্মি নির্গত হইয়া ত্রিলোক আলোকময় করিল। অতীতবেদী দ্বিজাতিগণ বলিয়া থাকেন, যৎকালে ভগবান্ ত্রিবিক্রম এক পাদ বিক্ষেপে ধরাতল আক্রমণ করেন তৎকালে চন্দ্রসূর্য্য তাহার স্তনমধ্যে, যৎকালে আকাশ আক্র মণ করিলেন তখন সকিথ (উরু) দেশে, যখন তিনি স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তৎকালে পাদমূলে অবস্থান করিয়াছিলেন। লোকনমস্কৃত প্রভাবশালী হরি এইরূপে সমস্ত লোক ও অসুর গণকে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বসুধা প্রদান করিলেন। অনন্তর বলিকে বাস করিবার জন্য পাতালতলে সুতল নামক স্থান প্রদান করি লেন। ধীমান্ বলিও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি তথায় থাকিয়া কি কার্য্য করিব আদেশ করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে মহাভাগ! হে সুব্রত! তুমি প্রার্থনা কর আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি। আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক এবং সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হউক। আমি তোমার প্রতি এইমাত্র আদেশ করিতেছি যে, ইন্দ্রবাক্য কদাচ অগ্রহ করিবে না, তাহা হইলেই শ্রেয়েলাভ করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া মধুরবাক্যে পুনর্ব্বার তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অসুরবর! তুমি আমায় যে জলদান করিয়াছ, আমি যখন উহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর তোমার দেবতা কিম্বা দৈত্য হইতে প্রাণের শঙ্কা নাই। তুমি এখন নির্ভীকহৃদয়ে অনুচর ও দৈত্যগণের সহিত পাতাল তলে প্রবেশ কর; তথায় প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসাদে সুতল নামক স্থানে পরম সুখে বাস কর। কিন্তু মনে করিয়া রাখিবে অমিততেজা দেবরাজ মহেন্দ্রের আজ্ঞা কখন লঙ্ঘনীয় নহে। অন্যান্য দেবগণ ও তোমার পূজ্য অতএব তাঁহাদিগকেও ভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহা হইলেই স্বর্গীয় অতীপ্সিত সুখভোগ তুমি সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে। কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্র সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া আমার প্রসাদে পুনরায় বিবিধ পরিচ্ছদ ও দৈত্যাধিপত্য লাভ করিতে পারিবে। তুমি যে সমুদায় সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহারও ফলভোগ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু মৎপ্রণোদিত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে পাতাল নাগ গণ তাহাদের শরীরবেষ্টনে তোমায় বন্ধন করিয়া ফেলিবে। সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ, অতএব তাঁহাকেও প্রতিদিন নমস্কার করাও তোমার কর্ত্তব্য।

বলি কহিল, হে দেবদেব! হে মহাভাগ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে সর্ব্বলোক মহেশ্বর! আজ্ঞা করুন, আমি সেই পাতালতলে কিরূপে অবস্থান করিব? কিরূপেই বা আমার অশনক্রিয়া সম্পন্ন হইবে? কোন বস্তুই বা আমার অক্ষয় তৃপ্তিকর হইবে।

ত্রিবিক্রম কহিলেন, দৈত্যরাজ! শ্রোত্রিয়শূন্য শ্রাদ্ধ, ব্রতশূন্য অধ্যয়ন, দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞ, ঋত্বিক শূন্য আহুতি প্রদান, শ্রদ্ধারহিত দান, অসংস্কৃত হবি এই ষড়্বিধ ভাগ তোমারই

নির্দ্দিষ্ট রহিল। যাহারা আমাকে অথবা আমার ভক্তগণকে বিদ্বেষ করে, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহারা দান কিম্বা যজ্ঞ করে এবং অগ্নিহোত্রী হইয়াও যাহারা বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আমার প্রসাদে তৎসমুদায়েরই পুণ্যফল তুমিই অধিগত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! দৈত্যপতি বলি মহাত্মা বিষ্ণুর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া দেবাজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক পাতলতলে প্রবেশ করিল। এই সময়ে ভগবান বিষ্ণুও রাজ্য বিভাগ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিক্ যমকে দক্ষিণ দিক্ বরুণদেবকে পশ্চিমদিক ধনাধিপতি কুবেরকে উত্তরদিক্ প্রদান করিলেন। অধোভাগে নাগরাজের এবং উর্দ্ধভাগে সোমদেবের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। এইরূপে ত্রৈলোক্যের বিভাগ কার্য্যে সমাধা করিয়া অজিতপ্রভু বিষ্ণু দেবগণের শোকাপনয়ন ও ইন্দ্রকে সর্ব্বভূতের আধিপত্য প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ত্রিদিব প্রস্থান করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ অমিততেজা ভগবান্ বামনদেব অন্তর্হিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এদিকে মহামতি কৃষ্ণ স্বর্গে প্রস্থান করিলে বিরোচনতনয় বলি কম্বল ও অশ্বতরাদি সপ্তশিরানাগে বদ্ধ হইয়া পাতালে নীত হইল, এই সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দৈত্যপতি বলি নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে মুনি কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন, দানবরাজ! আমি তোমাকে মুক্তির উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই দেবাতিদেব ধীমান্ কৃষ্ণের এক অতি অপূর্ব্ব স্তব আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, উহা পবিত্র হৃদয়ে ও একাগ্রচিত্তে পাঠ কর, তাহা হইলে অদ্যই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বিরোচনতনয় এই কথা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ পবিত্র ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নারদসমীপে স্তব অধ্যয়ন করিতে লাগিল। অবিলম্বে ঐ স্তব কণ্ঠস্থ্ করিয়া মহাসুর বলি তদ্গতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কহিল, ভগবন! তুমি অনন্ত পতি, তুমি অক্ষয়, তুমি মহাত্মা, তুমি জলেশয়, তুমি দেব, তুমি পদ্মনাভ, তুমি বিষ্ণু, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি যে সপ্ত সূর্য্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবর অবলম্বন করিয়া একবার ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে সেই অন্তকেরও অন্তক সত্যময় শরীর দ্বারা আমায় মুক্ত কর। যৎকালে চন্দ্র সূর্য্য গগনাঙ্গণ হইতে একবারে অন্তর্হিত, যজ্ঞ তপঃক্রিয়ার আর নাম গন্ধও থাকে না, তখন তুমি পুনরায় সৃষ্টি কামনা করায় যে মূর্ত্তিতে চিন্তামগ্ন হইয়া থাক, সেই সত্যময় মূর্ত্তি দ্বারা আমাকে মুক্ত কর। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তোমার তৎকালিক যে শরীরে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সরিৎ, ভুজগ ও পর্ব্বত প্রভৃতি চরাচর বিশ্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন সেই সত্যময় শরীর দ্বারা আমাকে মুক্ত কর। হে যোগিন্! তুমি যে মূর্ত্তিতে ত্রিলোক পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র বিদ্যাকে সহায় করিয়া যোগরত হইয়াছিলে, সেই মূর্ত্তিতে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বকালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় তোমার জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে চরাচরগত পদার্থজাত অবলোকন করিয়াছিলেন সেই সত্যস্বরূপে আমায় মুক্ত কর। তুমি যে মূর্ত্তিতে জলশয্যায় শয়ান থাকিয়া একবার যোগনিদ্রায় অভিভূত হও, আবার ত্রিলোক সৃষ্টিবিষয়িণী চিন্তাতেও ব্যাপৃত হইয়া থাক, সেই সত্যময় মূর্ত্তিতে আমায় মুক্ত কর। তুমি যদ্বারা বেদজ্ঞপুরস্কৃত বরাহমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া প্রলয় জলধিমগ্ন ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ,

সেই সত্য দ্বারা আমায় মুক্ত কর। হে হরে! যে মূর্ত্তিতে, তুমি বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া পিতৃগণেরও পিণ্ডত্রয় রক্ষা করিয়াছ, সেই সত্যরূপে আমায় মুক্ত কর। হে দেব! যৎকালে সমস্ত দেবগণ হিরণ্যাক্ষ ভয়ে ভীত হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন যে মূর্ত্তিতে তুমি তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ কর এবং চক্রাস্ত্র দ্বারা অসুরপতির মস্তক ছেদন কর সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বকালে তুমি যে মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া একমাত্র হুঙ্কারবলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে অস্থি মস্তিষ্ক ও মস্তক ভঙ্গপূর্ব্বক নিহত করিয়াছ সেই সত্যরূপে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার সম্মুখ হইতেই যে দানবদ্বয় দেবগণকে অপহরণ করিয়াছিল তুমি হয়শিরোমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সেই মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়াছ এবং যে মূর্ত্তিতে বেদ রক্ষার ভার ব্রহ্মার উপর অর্পণ করিয়াছিলে সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ ও মহোরগগণ, তোমার যে সত্যময়রূপ সন্দর্শন করিতে সমর্থ নহেন সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। তুমি যে মূর্ত্তিতে অপান্তরতম নামক দেবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদসমুদায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছ সেই সত্যস্বরূপে আমায় পরিত্রাণ কর। তুমি যে মূর্ত্তিতে বেদ, যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পিতৃযজ্ঞ ও হবি রক্ষা করিতেছ সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। পূর্ব্বকালে দীর্ঘতপা নামে কোন তপস্বী গুরুশাপে জন্মান্ধ হইলে তুমি যে মূর্ত্তিতে তাঁহাকে চক্ষুষ্মান করিয়াছ সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। তোমার ভক্ত গজেন্দ্র ভীষণ গ্রাহকবলে কবলিত হইয়া অতি দীন ভাবে তোমায় আহ্বান করিলে তুমি তাহাকে যে মূর্ত্তিতে মোচন করিয়াছিলে সেই সত্যময় রূপে আমায় মুক্ত কর। তুমি অক্ষয়, তুমি অব্যয়, তুমি ভক্ত বৎসল, তুমি বেদ প্রতিপাদ্য, তুমি উচ্ছ্রিত গণের নিহন্তা তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি আমায় এই বন্ধন হইতে মুক্ত কর। তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, তৃণ, শার্ঙ্গ ধনু ও গরুড়কে আমি অবনত মস্তকে নমস্কার করি। তাহারা প্রসন্ন হইয়া আমায় রক্ষা করুন।

মহারাজ! বলির এইরূপ কাতরোক্তি ও স্তোত্র পাঠ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান হরি নাগহন্তা গরুড়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, গরুড়! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া বলিকে নাগবন্ধন হইতে মুক্ত কর। গরুড় আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই অতুল বিক্রমে পক্ষ ব্যজনে ক্ষিতিবিদারণপূর্ব্বক যথায় বলি অবস্থান করিতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইল। গরুড় তথায় আগমন করিয়াছেন জানিবামাত্র নাগগণ ভীত হইয়া অসুরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগবতী পুরীতে প্রস্থান করিল। দৈত্যপতি বলি বিষ্ণুর প্রসাদে নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল।

অনন্তর গরুড় সেই কৃষ্ণচিন্তানিমগ্ন ভ্রষ্ট শ্রী বন্ধন হইতে বিমুক্ত অসুরবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দানবেন্দ্র! প্রভু বিষ্ণু তোমায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত এই পাতালতলে বাস কর। এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরেও গমন করিবে না। যদি ইহার অন্যথা করিয়া নিয়ম ভঙ্গ কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। দানবেন্দ্র পক্ষীন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, খগেশ্বর! আমি মহাত্মা অনন্তদেবের আজ্ঞা অনুমাত্রও লঙ্ঘন করিব না, কিন্তু তিনি আমার জীবিকার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উপায় বিধান করুন, যদ্দ্বারা আমি এখানে সুখে অবস্থান করিতে পারি। বলির বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় কহিলেন, ভগবান্ হরি তোমার

জীবিকা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। যে সমুদায় যজ্ঞ বিধিহীন ঋত্বিকশূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হইবে তৎসমুদায় যজ্ঞভাগ দেবগণ প্রতিগ্রহ করিবেন না উহাতে তোমারই অধিকার রহিল। তুমি সেই যজ্ঞভাগে প্রীত হইয়া এই স্থানেই সুখে বাস কর। এই কথা বলিয়া গরুড় প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! অনন্তদেবের এই স্তব যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপ একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার পাঠে গোহত্যাকারী গোবধ ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। অপুত্রের পুত্র, কুমারীগণের অভীপ্সিত পতি লাভ হয়। ইহার শ্রবণে গর্ভিণী অনায়াসে পুত্র প্রসব করে। ইহা সকলের পক্ষেই সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ। মোক্ষান্বেষী যোগিগণও ইহা পাঠ করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ এই বামন প্রাদুর্ভাব ও তাঁহার যশ সতত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্রমনে এই স্তব পাঠ করিবেন তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইবে, তাঁহার আর সংশয় নাই। যে ব্যক্তি পর্ব্বদিবসে মহাত্মা বামন প্রাদুর্ভাবের বিষয় ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন তিনি মহাবল বিষ্ণুর ন্যায় শত্রু জয় করিতে সমর্থ তিনি ইহলোকে পরম যশ লাভ করিয়া চরমে সদগতি প্রাপ্ত হন। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বলোকের প্রিয় হইয়া মেধাদিগুণ সমন্বিত বহুপুত্র লাভ করিতে পারা যায়। দেবদেব জনার্দ্দনও তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং কোন কামনাই তাঁহার অসম্পাদিত থাকিবে না।

২৬৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিষ্ণু তপোবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী নারদাদি মুনিগণের সহিত কি জন্য শঙ্করালয় হিমালয়ে গমন করিয়াছেন? শুনিতে পাই তিনি তথায় মহাদেবকে দেখিয়া ঘোরতর তপস্যা দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া ছিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণও তথায় উপস্থিত হইয়া দেবশঙ্কর ও প্রভুহরি উভয়কেই সন্দর্শন ও অর্চ্চনা করেন। ইহারা উভয়েই দেব প্রধান উভয়েই পুরাতন, উভয়েই জগৎযোনি, সৃষ্টি সংহারকারী, উভয়েই একাত্মা দ্বিধা বিভক্ত শরীর মাত্র। পরস্পর সমাবেশবশতঃ উভয়েতেই পালনকর্ত্তৃত্ব আছে। উভয়ে গিরি শ্রেষ্ঠ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া কি করিলেন ঋষিগণই বা একত্র উভয়ের সন্দর্শন পাইয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এই সমস্ত আপনি আদ্যোপান্ত যত্নপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! ভগবান কৃষ্ণ যে কারণে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন যেরূপে দেবদেব বৃষবাহন শঙ্করের দর্শন পাইয়াছিলেন যেরূপে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথায় মুনিগণের আগমন এবং উভয়ের ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত ভগবান দ্বৈপায়ন আমার সঙ্গে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন আমি সেই ভগবাহন মহাশক্তি কেশবকে প্রণাম করিয়া যথাশক্তি কীর্ত্তন করিতেছি, হে সুব্রত! আপনি যত্নপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করুন। এই পবিত্র

উপাখ্যান পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের নিকটেই বক্তব্য। শুশ্রূষাশূন্য নৃশংস তপোবৰ্জ্জিত স্বাধ্যায়হীন লোকের নিকট কদাচ বাচ্য নহে। এই অত্যদ্ভুত মহাপুণ্য হরিহরের কৈলাস বৃত্তান্ত শ্রবণ, স্বর্গকর যশস্কর ধন্য, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রদ, পুণ্যাত্মগণের ধ্যাতব্য। বেদার্থদর্শী নারদাদি তপোধনগণ এই বেদার্থনিশ্চিত কৈলাস বৃত্তান্ত নিত্য অনুধ্যান করিয়া থাকেন। হে ভূপতে! নরকাদি অসুরগণ এবং অন্যান্য বিপক্ষ নৃপতিবর্গ নিহত হইলে কিয়ৎ পরিমাণে শত্রুগণ অবশিষ্ট সত্ত্বেও পুরুষোত্তম জগৎপতি বৃষ্ণিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকা পুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন এবং রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা সহবাসনিবন্ধন পরমসুখে তাহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদা রাত্রিযোগে জগৎপতি হরি রুক্মিণীর সহিত বিবিধ মনোহর বিস্রব্ধ আলাপপ্রসঙ্গে একত্রশয়ন করিয়া রহিয়াছেন ইত্যবসরে দেবী রুক্মিণী প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমার একটী অভিলাষ, উহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। আপনি আমাকে এরূপ এক পুত্র দান করুন, সে যেন অসামান্য বলশালী রূপবান্ বৃষ্ণিকুল ধুরন্ধর, বীর্য্যবান্, তপোনিধি, সর্ব্বশাস্ত্রাদর্শী রাজনীতিবিশারদ, সংক্ষেপঃ আপনারই ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়। আপনি জগৎপতি, সর্ব্বদাতৃত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আপনাতেই নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ শুশ্রূষানিরত ভক্তগণের কথা আমি আর কি বলিব। আমি আপনার ভক্ত, জগৎপতে যদি আমাতে আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে আমায় বীর্য্যবান পুত্র প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রিয়তমা মহিষী রুক্মিণীকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া রুক্মিশত্রু যদুকুলধুরন্ধর দেবপতি কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অয়ি মানিনি! তুমি আমার নিকট যেরূপ পুত্র কামনা করিতেছ আমি তোমাকে তাদৃশ গুণ সম্পন্ন পুত্রই প্রদান করিব। দেবি! তুমি যে আমার নিতান্তই ভক্ত। সে বিষয়ে আর কথা কি? আমি অবশ্য তোমাকে শত্রুনিবর্হন পুত্র প্রদান করিব। পুত্র হইতে সমস্ত লোক জয় হয়, পুত্রই সাধুগণের কামধেনু স্বরূপ। পুন্নামে যে এক অতি ঘোরতর দুঃখকর নরক আছে উহা হইতে পরিত্রাণ করিতে একমাত্র পুত্রই সমর্থ; এই জন্যই লোকে কি ইহলোক কি পরলোক উভয় লোকই পুত্রের কামনা করিয়া থাকে। পুত্রবান পুরুষের অনন্তলোক শুভাবহ হইয়া থাকে। পতিই গর্ভরূপে জায়ার উদরে প্রবেশ করিয়া দশম মাসে পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রবান্ লোক হইতে ইন্দ্রও ভয় পাইয়া থাকেন অতএব তৎকর্ত্তৃক কে না পরাভূত হইল? অপুত্র ব্যক্তি কোন লোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন না কিন্তু কুপুত্র কোন কার্য্যকরই নহে। তদপেক্ষা বন্ধ্যাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কুপুত্র হইতে নরক এবং সুপুত্র হইতে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধুগণ বিনীত শ্রুতবান দয়াপর ও ধার্ম্মিক পুত্রেরই কামনা করিয়া থাকেন। এই জন্য আমি তোমাকে বিদ্বান ও ধার্ম্মিক পুত্রই প্রদান করিব। এই আমি পুত্রের নিমিত্ত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতেছি। আর আমি ব্রহ্মচর্য্য ও তপশ্চরণ দ্বারা ভগবান্ ভবানীপতি শঙ্করের আরাধনা করিব। তিনি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাকে অভিলষিত পুত্র প্রদান করিবেন। অনন্তর পার্ব্বতীর সহিত প্রভু মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে মুনিজনসেবিত বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিব। ঐ স্থান অতি পবিত্র এবং অগ্নি হোত্র বেদিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ভাগীরথী প্রবাহ প্রবাহিত হওয়াতে

অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শত শত মৃগ, পক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বনচরগণ তথায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ঐ স্থান ফলভারাবনত বদরী, কদলী ও বেতসী জড়িত মহাবৃক্ষে আচ্ছন্ন,বানরগণ লম্ফ প্রদানে মহীরূহ সকলকে বিক্ষোভিত করিতেছে। বেদতত্ত্বার্থদর্শী মুনিগণ ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণ, ইতিহাসবিং ও পুরাণজ্ঞ মহর্ষিগণ ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকেন। এই স্থানে প্রবেশ করিয়া সুকৃতালয়া মহাদেবী সন্নিধানে গমন করিব। এই কথা বলিয়া দেবদেব জনার্দ্দন বিরত হইলেন।

২৬৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে জগৎপতি কৃষ্ণ কৈলাস গমনে কৃতসংকল্প হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিপ্রগণকে যথেষ্ট দক্ষিণা ও গোদানরূপ স্বস্ত্যয়ন সমাধাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া বৃষ্ণিগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আহুত হইবামাত্র বলভদ্র, হার্দ্দিক, শঠ, সারণ, উগ্রসেন, যাহার বুদ্ধিবলে যাদবগণ পরমসুখে বাস করিতেছেন, যিনি যদু ও বৃষ্ণিগণের নেতা, যাহার নীতি হইতে দেবগণও ভীত হইয়া থাকেন, যাঁহার বুদ্ধিকে সহায় করিয়া বিষ্ণু পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই বীরবর নীতিবিশারদ দেবপ্রভ উদ্ধব ও অন্যান্য যদুবংশীয়গণ আগমন করিলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যাদবগণ! আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন। বাল্যকাল হইতে দুষ্টনিগ্রহার্থ আমাকে যে আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। আমি বাল্যাবস্থাতেই পূতনা ও কেশী প্রভৃতিকে নিহত করিয়া গোরক্ষার্থ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলাম। অনন্তর দেবগণের সমক্ষে ইন্দ্র আমায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। পরে আমি কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি। অতঃপর দ্বারবতী নির্ম্মাণ; ঐ সময়ে বহুতর রাজন্যগণ আমাকর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাবীর জরাসন্ধও আমার বলে নিগৃহীত হইয়াছেন। গোমন্ত পর্ব্বত হইতে আগমন কালে শৃগাল নামক মহীপতিও আমাকর্ত্তৃক নিহত হয়। তদনন্তর দুরাত্মা নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া জগৎ নিষ্কণ্টক করিয়াছি। কিন্তু হে যদুকুলধুরন্ধরগণ! সেই নরকাসুরের সখাপুণ্ড্র দেশাধিপতি মহাবীর পৌণ্ড্র আমার ঘোর শত্রু। এই পৌণ্ড্র মহাবীর দ্রোণের শিষ্য অসামান্য বলবান্ ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা, রণকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতি বিশারদ; সে সকলের নিয়ন্তা, যোদ্ধা, দ্বিতীয় জামদগ্ন্যের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় বিশেষতঃ সর্ব্বদা আমার ছিদ্রান্বেষী। সে যদি আমাদের কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পায় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। একেবারে দ্বারবতীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। হে রাজন্যগণ! সেই পুণ্ড্রাধিপতি এরূপ বলবান যে অল্পায়াসে তাহাকে দমন করা কাহার সাধ্য নহে। অতএব আপনারা শরাসন গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা অবহিত চিত্তে অবস্থান করুন। সে যেন কোন রূপে এই যদুকুলাশ্রয়া পুরীর বাধা জন্মাইতে না পারে। হে নৃপগণ! আমি এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিব। তথায় ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছি; যাবৎকাল আমি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ আপনারা বিলক্ষণ সমাহিত চিত্তে অবস্থান করুন। পুণ্ড্রক যদি কোনরূপে এই পুরী মদ্বিরহিত শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, আর আমি বিবেচনা করি, সে এই পুরীকে যাদবশুন্য করিতেও সমর্থ; আপনারা খড়্গ, পাশ, পরশ্বধ ও কর্ষণীয় পাষাণ প্রভৃতি স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত হউন। বারবতীর চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় মহাদ্বার আছে, উহা যত্নপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিউন; গমনাগমমের জন্য একমাত্র দ্বার মুক্ত রাখিবেন। আপনাদের মধ্যে কাহার কোথায় যাইবার অভিলাষ হইলে মুদ্রা ব্যতীত যাইতে দিবেন না। দ্বরপালকে মুদ্রা না দেখাইলে যেন কেহ পুরী মধ্যে প্রবেশ

করিতে না পায়; আমার আগমন কাল পর্য্যন্ত এইরূপে বিশেষ সতর্ক হইয়া অবস্থান করিবেন। এই সময়ের মধ্যে মৃগয়া করাও আপনাদের কর্ত্তব্য নহে; পুরীর বাহিরে ক্রীড়া করিতেও গমন করিবেন না। কে আত্ম পক্ষ, কেই বা পরপক্ষ, তাহাদের গতিপ্রবৃত্তিই বা কিরূপ ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন।

২৬৫তম অধ্যায়

মহারাজ! ভগবান্ সমস্ত যাদবগণকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় সাত্যকিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, যোদ্ধৃবর সাত্যকে! তুমি সর্ব্বদা গদা, খড়্গ, শর, শরাসন ও তলত্র ধারণ করিয়া অবহিতচিত্তে এই বহুনৃপাশ্রয়া দ্বারবতীকে রক্ষা করিবে। রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে না, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বাদীগণের সহিত বাদ বিতণ্ডাদি সম্প্রতি পরিত্যাগ করিবে। তুমি যোদ্ধা বলবান ও ধনুর্ব্বেদাভিজ্ঞ; দেখিও যেন লোকে আমাদিগকে উপহাস না করে।

সাত্যকি কহিলেন, হে জগন্নাথ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন উহা আমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে যথাশক্তি পালন করিব। মাধব! আপনার পুনরাগমন পর্য্যন্ত কামপালের শাসনে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় বিচরণ করিব। হে গোবিন্দ! যদি আপনার প্রসন্নতা থাকে তবে রণস্থলে শত্রু নিগ্রহ করা আমার কিছুই দুষ্কর নহে। অধিক কি, ইন্দ্র, যম, কুবের, ও বরুণ প্রভৃতি দিকপালগণকেও আমি রণে পরাস্ত করিতে পারি অন্যান্য রাজার কথা আর কি বলিব? আপনি গমন করুন, অভীষ্ট লাভ করুন। আমি আপনার আদেশে নিয়ত যত্নবান্ রহিলাম।

পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ পুনরায় উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! আপনাকে আমি আর কি বলিব? আপনার নীতিবলেই এই দ্বরবতী পুরী রক্ষিত হইবে। সম্প্রতি আপনি উহা রক্ষা করিয়া আমার সাহায্য করুন, এ কথা বলিতেও আমি লজ্জিত হইতেছি; কেননা আপনিই আমাদের নেতা, সমস্ত বিদ্যাতেও পারদর্শী, আর এ সময়ে কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্যই বা কি তাহাও আপনি সর্ব্বতো বিদিত আছেন, সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান লোক মহাবিজ্ঞ আপনাকে উপদেশ দিতে সমর্থ। অতএব আপনার নিকট আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। আমি নিরস্ত হইলাম।

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো! গোবিন্দ, আমি জানিলাম, আমার প্রতি আপনার দয়া ও প্রীতির সীমা নাই; যাহার প্রতি আপনার এত দয়া তাহার আর দুষ্কর কি আছে? ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন আপনি সর্ব্বজগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা ও হর্ত্তা। আপনি সর্ব্বকার্য্যে প্রভব, আপনি বক্তা, আপনিই শ্রোতা, আপনিই প্রমাণজ্ঞ। আপনিই ধ্যাতা, ধ্যানময় ও ধ্যেয়। আপনিই দেবশত্রুগণের জেতা এবং দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা; আপনি আমাদের নাথ বলিয়াই আমরা সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছি। আমার যে নীতিজ্ঞান আছে, উহারও নায়ক আপনি। আপনি ব্যতীত নীতিতত্ত্ব আর কে অবগত আছে বলুন। আপনিই সমস্ত কার্য্যের নায়ক ইহা আমার স্থির সিদ্ধান্ত। নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, নয়মার্গ অতি দুরবগাহ। উহা সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডভেদে চতুর্ধা বিভক্ত। নিগ্রহ

করিতে হইলে ভেদ অথবা দণ্ড ইহার অন্যতর অবলম্বনীয়। সমানস্থলে সাম প্রয়োগ করিতে হয়; এই তিনটি উপায়ই যেখানে পরাস্ত হইয়া যায় সেই প্রবল শত্রুর প্রতি দানরূপ মহাভেদ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাই নীতিদিগের অভিপ্রায়, এই সমস্ত বিষয়ে আপনাকেই নিয়ামক বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অধিক কি জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তৎসমুদায়ই আপনাতে নিহিত রহিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এই কথা বলিয়া নীতিবিশারদ উদ্ধব, মৌনাবলম্বন করিলে, ভগবান্ কৃষ্ণ সভাসীন হলায়ুধ, উগ্রসেন ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান যদুবংশীয়গণকে সম্বোধন করিয়া ঐরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। বিশেষতঃ বলভদ্রকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি গদা ধারণ করুন। গদাধারী হইয়া অবহিতচিত্তে পুরী রক্ষা করুন। আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিলে জগতের অনিষ্ট করিতে পারে এরূপ সাধ্য কাহার আছে?

অতএব হে আর্য্য! আপনি গদাধারী সর্ব্বদা সাবধানে পুরী রক্ষা করিবেন, ক্রীড়াসক্ত হইবেন না। দেখিবেন যেন আমাদিগকে উপহাসাস্পদ হইতে না হয়; উৎসাহই একমাত্র অবলম্বনীয়। নিরুৎসাহকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবেন। রাম এই কথা শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে সকলেই স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। তখন যদুপতি কৃষ্ণ কৈলাস গমনে অভিলাষী হইলেন।

২৬৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর জগৎপতি কৃষ্ণ পক্ষিরাজ গড়ড়কে স্মরণ করিলেন, কহিলেন, বৎস গরুড়! শীঘ্র গমন কর। স্মৃত মাত্র মহাত্মা খগরাজ, যিনি অসামান্য বলবিক্রমশালী, যাঁহার মূর্ত্তি যজ্ঞময়, যিনি যোগশাস্ত্রনেতা সামবেদ যাঁহার মস্তক, ঋগবেদ যাঁহার পক্ষ, যিনি পক্ষ বলে রাক্ষস ও অসুরগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সেই পুরাণত্মা পিঙ্গলবর্ণ জটিলাকৃতি তাম্রতুণ্ড সোমহর সর্পকুলান্তকারী দানবীগর্ভসম্ভূত বিষ্ণুবাহন কমললোচন সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায় মহাবীর্য্য পক্ষিরাজ আসিয়া কেশব সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহি কহিলেন, হে প্রভো! হে জগৎপতে! আপনাকে নমস্কার। হে দেবদেবেশ! হে হরে! হে স্বামী! আপনাকে নমস্কার! তখন কেশব তাহার গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিব; ভগবান শূলপাণি শাশ্বত দেব শঙ্করকে দর্শন করিব অভিলাষ করিয়াছি। গরুড় যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। জগদ্বন্ধু পার্শ্ববর্ত্তী যাদবগণকে সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবল গরুড় দেবজনার্দ্দনকে পৃষ্ঠে লইয়া গভীর গর্জ্জনে ত্রিলোক কম্পিত, পাদতাড়নে অগাধ জলধিকে বিক্ষোভিত এবং পক্ষ ব্যজনে অচলকুলকে বিচলিত করিয়া আকাশ পথে উড্ডীন হইলেন। তদ্দর্শনে আকাশ দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ অভিমত বচনবিন্যাসপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষ মহামতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে দেব জগন্নাথ! হে বিষ্ণো! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অজয়! হে ভূতভাবন! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। হে দৈত্যনাশন!

পরমসিংহ রূপ তোমাকে নমস্কার। হে দেব! হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে হর! জেতার ও তুমি অজেয় যোগিগণের পরমারাধ্য ও পরমগতি, তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মযোনে! হে সনাতন! তুমি আদিকর্ত্তা তুমি পুরাণপুরুষ তুমি সকলের ঈশ! তুমি নির্গুণ অথচ গুণাত্মা, তুমি ভক্তি প্রিয় ও ভক্তবৎসল তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশর! তোমার মূর্ত্তি, অচিন্ত্য তোমাকে নমস্কার করি। রাজন! দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া ঐ সমুদয় স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে যেখানে পূর্ব্বকালে স্বয়ং বিষ্ণু লোকহিত কামনায় দশ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তথাবিধ তপস্যা দ্বারা আত্মাকে নর ও নারায়ণ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন, যাহার মধ্য দিয়া লোকপাবনী সরিদ্ধরা গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, ইন্দ্র বেদ পরায়ণ বৃত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপক্ষালনার্থ যেখানে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন, যেখানে সিদ্ধগণ দেব জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া সিদ্ধ কাম হইয়াছেন, রাম লোকভয়ঙ্কর রাবণকে নিহত করিয়া যথায় দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবগণ ও মুনিগণ শুচিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যে স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যেখানে জগৎপ্রভু কেশব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিত্য বাস করেন এবং মুনিগণের সহিত সমাগত হইয়া নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, মনুজগণ যাহার স্মরণমাত্রেই স্বর্গলাতে সমর্থ হয়, মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে পবিত্র স্থানকে স্বর্গের সোপান বোধে সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, যেখানে স্থান মাহাত্ম্যে শত্রুগণও মিত্র হইয়া উঠে যাহা পুণ্যশীল ধার্ম্মিকদিগেরই স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, দেবগণ যথায় বিষ্ণুর অরাধনা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন, বীতমৎসর ঋষিগণ যাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই বদরিকাশ্রম সন্দর্শন করিবার মানসে ভগবান বিষ্ণু তত্বদর্শী মুনিগণের সহিত মহাপুণ্য ঋষি জনসেবিত তত্রত্য তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। সন্ধ্যাসমাগমে মৃগগণ চতুর্দ্দিক হইতে তপোবনে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুনিগণ সায়ংকালীন হোমার্থ অগ্নিহোত্রানল প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন। পক্ষিগণ কল কূজিত স্বরে স্ব স্ব নীড়ে উপস্থিত হইয়া নিলীন হইতে লাগিল। দুহ্যমান ধেনুগণের দুগ্ধধারা ধ্বনিতে আশ্রম পূর্ণ হইয়া উঠিল। মুনিগণ চতুর্দ্দিকে পবিত্র কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতভাবন জনার্দ্দনের ধ্যান করিতে লাগিলেন। কোন মুনি প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রপূত হবি দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ জনার্দ্দন দেবগণের সহিত আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলে মুনি তাঁহাকে অতিথি লাভ করিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক যথাবিধি সৎকার করিলেন। কৃষ্ণ তথায় এইরূপে সৎকৃত হইয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী তপোময়ী বদরীতে প্রবেশ করিয়া গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান দীপালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। কৃষ্ণ কথায় অমরগণের সহিত অবস্থান করিলেন।

২৬৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মুনিগণ দেবদেব বিষ্ণুকে তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া সায়ন্তন অগ্নিহোত্র বিধি সমাপন ও সাধু অতিথিগণকে সৎকারপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঐ সকল দীর্ঘতপা সমাধিনিরত মুনিগণের মধ্যে কেহ জটাধারী,

কেহ মুণ্ডিতশীর্ষ, কাহার শরীর লক্ষিতশিরা ও ধমনী দ্বারা আকীর্ণ; কাহার শরীর রুক্ষ, কাহার বা নিতান্ত নীরস, আর কতকগুলি বেতালের ন্যায় কান্তিমান। কেহ ব্রতাবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়নে দীক্ষিত হইয়াছেন, কেহ আহার পরিত্যাগ করিয়া ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কোন কোন বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুপরারণ মুনিগণ কেবল বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিতেছেন। কাহার মুক্তিমার্গ আসন্ন, কেহ ধ্যানপরায়ণ, কেহ ধ্যানযোগে হৃদয়ে বিষ্ণু সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছেন, কেহ সংবৎসরমধ্যে একবারমাত্র আহার করিয়া থাকেন, কেহ জলবিচারী, কেহ বা তপঃপ্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন। তৎকালে বশিষ্ঠ, বামদেব, রৈভ্য, ধূম্র, জাজলি, কশ্যপ, কণ্ব, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, অশ্বশিরা, শঙ্খনিধি, কুণি, দিব্যলোচন পরাশরতনয়, মহামনা যাজ্ঞবল্ক্য, কক্ষীবান অঙ্গিরা, দীর্ঘতপা অসিত, বেল ও মহাতপা বাল্মিকী এতভিন্ন আরও বহুতর মুনিগণ সকলেই সেই সনাতন বিষ্ণুকে দর্শন করিবার মানসে স্ব স্ব পর্ণশালা হইতে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। হরিদর্শন মানসে তাঁহারা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণাম করিলেন। কহিলেন, হে কৃষ্ণ হে দেবদেব! হে কেশব! তোমাকে নমস্কার। হে প্রণবরূপিন! হে জগন্নাথ! হে হরে! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে কেশব! তোমাকে নমস্কার। বিপ্রগণ জগৎপতিকে এইরূপে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেব! এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য গ্রহণ করুন। অদ্য আমরা সর্ব্বথা কৃতার্থ হইলাম, কারণ জগৎপতি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! হে হরে! আজ্ঞা করুন, আমরা এক্ষণে কি করিব। কৃষ্ণ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সমস্তই করিয়াছেন; আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক, এই কথা বলিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সকলকেই অগ্নিহোত্র ও ভৃত্যাদিবিষয়ক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণও 'আপনার প্রসাদে আমাদের সর্ব্বত্র কুশল' এই কথা বলিয়া নীবার ও ফলমুলাদি দ্বারা সমস্ত দেবগণের সহিত যত্নপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিতে লাগিলেন। ভগবান হরি তাঁহাদের আতিথ্য উপযোগ করিয়া পরম প্রীত মনে তথায় রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

২৬৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর যাদবপতি ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বে যে স্থানে স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গার উত্তর তীরস্থিত প্রদেশসকল দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন; তথায় গমন করিয়া বহুকালের পর পূর্ব্বপরিচিত মনোহর তপোবন সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ জগৎপতি কৃষ্ণ তত্রত্য পুণ্যাশ্রমে আসীন হইয়া মনঃসমাধানপূর্ব্বক কোন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুজ্জ্বল দীপের ন্যায় তেজঃপুকলেবর দেবগুরু হরি সমাধিতে মনঃসংযোগ করিয়া অবস্থান করিলে সহসা চতুর্দ্দিক হইতে ঘোরতর শব্দ প্রাদুভূত হইল। কেবল ভোজন কর, আমোদ কর, চল চল মৃগগণকে ধরিয়া আন, কুক্কুরগণকে এই স্থলে ছাড়িয়া দেও, কেহ বলিয়া উঠিল, এই যে আমাদের বিষ্ণু, এই আমাদের কৃষ্ণ; এই

আমাদের হরি; এই আমাদের অচ্যুত। হে বিষ্ণো! হে দেবেশ! হে স্বামি! হে মাধব! হে কেশব! তোমাকে নমস্কার। মৃগয়াকারীদিগের এইরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ শব্দে ভীত হইয়া মৃগ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র সমুদায় সমুদ্ধূত মহাবাতবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, গজগণের বৃংহিতধ্বনিতে দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। ত্রিলোকত্রাসকর তাদৃশ শব্দে হরির সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাত্রিযোগে এরূপ ঘোরতর শব্দ কোথা হইতে সমুত্থিত হইতেছে।

এইরূপ স্তুতিগর্ভ শব্দই বা কাহার? আমার বোধ হইতেছে কোন ব্যক্তি মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছে; তাহারই সারমেয়গণ বনমধ্যে সঞ্চরণ করাতে মৃগ সমুদায় ভীত হইয়া আমার স্তুতি বাক্যের সহিত চতুর্দ্দিক্ হইতে এই মহান শব্দ সমুত্থাপিত করিয়াছে; এইরূপ চিন্তা করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে বহুতর মৃগ অতি বেগে আসিয়া তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল; তৎপশ্চাৎ সারমেয়গণ, তদনন্তর শত শত দীপমালায় রণস্থলী আলোকময় করিল। কেশব দেখিতে লাগিলেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই বিকটাকার বিকৃতাস্য ভূত ও পিশাচগণ চীৎকার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তম্মধ্যে কেহ আমমাংস ভোজন, কেহ বা অনবরত শোণিত পান করিতেছে, মৃগগণ তাহাদের শরে হত ও আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে, কোন কোনটা বা বিদ্ধমাত্র দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। এইরূপে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগ আসিয়া যে স্থানে ভগবান্ কেশব উপবিষ্ট রহিয়াছেন তথায় উপস্থিত হইল। শুনিতে পাই ঐ সমস্ত মৃগ দ্বারা কৃষ্ণ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময়ে অতি ভীষণ রূপধারিণী বিকটাকার পুত্রবতী পিশাচীগণ কেশব সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সারমেয় সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। ভগবান বিষ্ণু এই সমস্ত অবলোকনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই ভীষণ শব্দ কাহার? এই বা কে? কেই বা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া আমায় প্রীত করিতেছে? আমার প্রসাদে কেই বা দুর্ল্লভ মুক্তি পাইতে অধিকারী হইল? এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় তথায় উপবিষ্ট রহিলেন।

২৬৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ঘোরদর্শন বিকৃতানন অত্যুন্নত দেহ পিঙ্গলরোমা দীর্ঘজিহ্বা দীর্ঘকায় মহাহনু লম্বকেশ বিরূপদর্শন বিশাচদ্বয় হা হা হী হী শব্দ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে তাহারা মাংস ভোজনে আসক্ত ও রুধির পানে ব্যাপৃত ছিল। সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রজালে বেষ্টিত, উদর নিতান্ত কৃশ, কতকগুলো সব লইয়া হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্বজাতি সদৃশ বিবিধ বিকটস্বরে হাস্য করিয়া উঠিতেছে, অসম্বন্ধ বহুবিধ বাক্য কহিতেছে, ঊরুর আঘাতে মহাবৃক্ষ সকল কম্পিত করিতেছে, কখন ওষ্ঠ প্রান্ত লেহন, কখন বা দন্ত দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কট কট শব্দ সমুত্থাপিত করিতেছে। শরীরের অস্থি স্নায়ু ও ধমনী সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; বলিতেছে, হে কৃষ্ণ! হে মাধব! হে বিষ্ণো! আমি কোন কালে তোমার দর্শন পাইব? তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ, তুমি আমাদের স্বামী, তুমি কোথায় বাস করিতেছ, কোথায় গেলেই

বা তোমার দর্শন পাই। অথবা হে দেবেশ! তুমি কোথায়? একথা আর বলিবার আবশ্যকতা কি? তুমি কোথায়ই বা না রহিয়াছ? তুমি পদ্মপলাশলোচন, তুমি ইন্দ্রানুজ, তুমি হরি, ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকে পুণ্ডরীকাক্ষ অজ ও বিষ্ণু নামে অভিহিত করেন। আমরা তোমাকে দেখিতে নিতান্ত অভিলাষী; শুনিতে পাই, অন্তকালে এই জগত্রয়ই তোমাতে প্রবেশ করে। তুমি বিশ্বকর্ত্তা, তোমাকে আমরা সম্প্রতি কিরূপে দর্শন করিব? এই জীবাধিষ্ঠিত লোক তুমিই বিস্তার করিয়াছ, তোমার দর্শন প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা নিতান্ত লোলুপ। কিন্তু নাথ! আমাদের এই নীচ ও জঘন্য বৃত্তি লোকমাত্রেরই বিদ্বিষ্ট, এই নরমাংসাস্থি কলুষিত সর্ব্বলোক ভয়প্রদ পৈশাচীবৃত্তি কেনই বা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ করিল? হায়। ইহা আমাদের প্রাক্তনেরই ফল। জন্মান্তরে আমরা যে কত পাপই করিয়াছিলাম তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না, নতুবা এরূপ জঘন্য কার্য্যেতে সর্ব্বদা আমাদের এত মহতী প্রীতি জন্মিল কেন? যাবৎকাল সেই দুষ্কৃতির ফল ভোগ নির্দ্দিষ্ট আছে তাবৎকালই যে এই বাণিপীড়নকারিণী সর্ব্বলোক বিদ্বিষ্ট এই অবস্থা ভোগ করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা জন্ম জন্মান্তরে অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকিব নতুবা তাহার এই বিষময় ফল এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না কেন? আমরা সম্প্রতি জীবহিংসার্থ সগণে সমুদ্যত হইয়াছি। এই সংসারে বাল্যকালে লোকমাত্রেরই চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে তখন তাহারা কিছুই জানিতে পারে না।

অনন্তর যৌবনকাল উপস্থিত হইলে মন সর্ব্বদা বিষয়কৃষ্ট হয়, সুতরাং তখনও কিছু জানি বার সামর্থ্য থাকে না। তদনন্তর বার্দ্ধক্য, এই সময়ে জরা ও ব্যাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টকর রোগ উপস্থিত হইয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে বিকল করিয়া ফেলে, তখন শুভচিন্তা আর হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায় না। অতঃপর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেই পুনর্ব্বার গর্ভবাস আশ্রয়, সেই বিষ্ঠা মূত্র ও সলিলময় গর্ভমধ্যে থাকিয়া যে জীবগণ কি দুঃখভোগ করে তাহা আর বাচ্য নহে। অনন্তর ঘোর গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলেই পুনরায় সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। সংসারের এরূপই মহিমা যে লোকমাত্রেই জানিয়া শুনিয়াও হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি বহুবিধ পাপকার্য্যেই সর্ব্বথা আসক্ত হইয়া পড়ে, প্রাকৃতবুদ্ধি মর্ত্ত্যগণ উহা হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না এমন কি শত শত উপায় রূপ শস্ত্রপাতেও উহা ছিন্ন হয় না। প্রত্যুত নরহত্যা, চৌর্য্য সাধুলোকের অপমানাদি বিবিধ কুৎসিত কার্য্য দ্বারা ধন হরণ করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। সুতরাং তখন মূর্খগণ প্রাণিপীড়ন করিতে যে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি? যিনি আদিদেব পুরাণ পুরুষ ও ব্রহ্মবাদীদিগের আত্মস্বরূপ সেই শঙ্খ চক্র গদাধারী দেব হরিই কেবল সর্ব্বদা এই দুঃখমূল সংসারের একমাত্র ঔষধ। অতএব আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সেই হরিকেই সন্দর্শন করি। এই কথা বলিতে বলিতে পিশাচদ্বয় হরির সম্মুখে উপস্থিত হইল।

২৭০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই মাংসভক্ষণকারী দীপধারী ঘোরদর্শন পিশাচদ্বয় উপস্থিত হইলে ভগবান বিষ্ণু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন,

পিশাচদ্বয়ও সেই সুখাসনাসীন লোকনাথ দেবকীনন্দন বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মনুজেন্দ্র! তুমি কে? এই পশুসমাকীর্ণ ঘোর বনে কি জন্যই বা আগমন করিয়াছ? এই বনে মনুষ্যের নাম গন্ধও নাই। ইহা কেবল ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণেই পরিব্যাপ্ত, পিশাচগণ ইহার সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। তোমার শরীর অতি কোমল ও মনোহর চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায়, বর্ণ শ্যাম, পদ্মের ন্যায় শরীরকান্তি আমাদেরও নিতান্ত প্রীতিকর যেন তুমি সাক্ষাৎ শ্রীপতি বিষ্ণুর ন্যায় এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ইন্দ্র, কি ধনপতি কুবের, কি ধর্ম্মরাজ যম, অথবা বরুণ? এই নির্জ্জন বনে ধ্যানময়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছ? হে মনুজ! সত্য করিয়া বল, জানিবার নিমিত্ত আমাদের নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে।

পিশাচদ্বয়কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশালবিক্রম বিষ্ণু কহিলেন, প্রকৃতিস্থিত মনুষ্যগণ আমাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করেন। আমি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মই পালন করিতেছি। আমি প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষাকর্ত্তা এবং দুষ্টগণের শাস্তা। সম্প্রতি বেব উমাপতিকে দর্শন করিবার মানসে কৈলাসগমনে অভিলাষ করিয়াছি। এই আমার বৃত্তান্ত, এক্ষণে বল তোমরা দুইজন কে? এই ব্রাহ্মণাশ্রমে তোমাদের আসিবার কারণই বা কি? এই বদরী অতি পবিত্র স্থান; ইহা কেবল বিপ্রগণেরই আশ্রয়নীয়, ক্ষুদ্র লোক এখানে কখন আশ্রয় পায় না। তপোরত তপস্বী ও সিদ্ধগণই এই স্থানের সেবা করিয়া থাকেন। কুক্কুর বা মাংসভোগী পিশাচগণ এই স্থানে কদাচ দৃষ্ট হয় না। এ স্থান মৃগয়ার যোগ্য নহে, অত্রত্য মৃগগণও বিনাশ্য নহে। নীচাশয়, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি এখানকার শাসনকর্ত্তা; যদি কেহ এই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে শাসন করিব তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে বল তোমরা দুইজন কে? আর এই সমস্ত সৈন্যসামন্তই বা কাহার? আর মনে রাখিবে, ইহার পরেই মুনিদিগের আশ্রম; তথায় তোমাদের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তথায় তোমরা প্রবেশ করিলে তপস্বীদিগের তপঃকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যাবৎ তোমদের বক্তব্য সমাপন না হয়, তাবৎকাল এই স্থানেই অবস্থান কর। নতুবা আমি বলিতেছি বলপূর্ব্বকই তোমাদিগকে নিবারণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাহারা উভয়ে কৃষ্ণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে একজন ঘোররূপ দীর্ঘবাহু পিশাচ কহিল, ভদ্র! যদি শুনিতে ইচ্ছা হয় তবে আমি আদিদেব পুরাণপুরুষ বরেণ্য জগৎপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি মাংসভোজী ঘোরদর্শন দ্বিতীয় যমতুল্য ঘণ্টাকর্ণ নামে পিশাচ। রুদ্রসখা ধনপতি কুবেরের আমি সহচর। আর এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছ, ইনি আমার অনুজ। ইনিও একজন কালান্তক যমসদৃশ। আমার এই মৃগয়াও বিষ্ণুপূজার নিমিত। আর এই যে সেনা ও কুক্কুর সমুদায় দেখিতেছ উহা আমারই। আমি মহাশৈল কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিয়া পিশাচবেশে এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অধিক কি পাছে আমার কর্ণবিবরে বিষ্ণুর নাম প্রবেশ করে এই ভয়ে আমি পূর্বে কর্ণদ্বয়ে ঘণ্টাবন্ধন করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতাম। তাহার পর আমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করি। তথায় গমন করিয়া মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং

নিরন্তর তাহাকেই স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম। ভগবান আশুতোষ আমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরগ্রহণার্থ আমায় অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিলাম; ভগবান্ ত্রিলোচন মুক্তিপ্রার্থী আমাকে কহিলেন, বৎস! ভগবান বিষ্ণুই সকলের মুক্তিদাতা। অতএব তুমি বদরী তপোবনে গমন করিয়া তাঁহারই আরাধনা কর। বদরী নারায়ণের আশ্রম; তুমি তথায় থাকিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ভগবান দেবদেব শূলপাণি এই কথা বলিলে আমি সেই গরুড়ধ্বজ গোবিন্দকে পরম দেব বলিয়া জানিতে পারিয়া মুক্তি প্রার্থনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছি; সম্প্রতি আমি অন্য এক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, যদি কৌতুহল থাকে তবে তাহাও শ্রবণ কর। পশ্চিম সাগরের তটে যদু ও বৃষ্ণিবংশসমাকীর্ণ সাগরতরঙ্গ সমাকুল দ্বারবতী নামে এক পুরী আছে। লোক হিতের নিমিত্ত পুরুষোত্তম বিষ্ণু তথায় বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা স্বগণে বহির্গত হইয়াছি।

যিনি বিষ্ণু, যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা, পাতা, কর্ত্তা ও হর্ত্তা, যিনি জগৎপতি, যিনি সমস্ত আদিরও আদি, যাহা হইতে এই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের জন্ম হইয়াছে, যিনি সকলের মূলকারণ, সেই ভগবান হরিই সম্প্রতি আমাদের দ্রষ্টব্য। যাহার প্রসাদে প্রথমতঃ একমাত্র জগতের উৎপত্তি হয়; অনন্তর দেব গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ প্রভৃতি প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জগদ্‌যোনি সনাতন দেব জনার্দ্দনকে দর্শন করিতে সম্প্রতি আমরা সমুদ্যত হইয়াছি। যাহার উদর হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, আবার কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে সেই উদরে লীন হইয়া যাইবে; সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই বিশ্ব যাঁহার বশবর্ত্তী, সেই দেব পুরুষোত্তমকে দেখিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমরা উদ্যত হইয়াছি। যিনি সকলের স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা ও হর্ত্তা, তিনিই আমাদের হরি। সেই ভুবনেশ্বর পুরাণপুরুষ অনাদি প্রভাবশালী অব্যয় হরিকে আমরা দেখিতে অভিলাষ করিয়াছি। যিনি জগৎপতি ও সমস্ত জগতের এক মাত্র নিবাসস্থান, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শিশুত্ব অবলম্বন ও বটপত্রে শয়নপূর্ব্বক বালকোচিত হস্তপদাদি বিক্ষেপ করিতে থাকেন, পুরাতন দেব মুনি মার্কণ্ডেয় যাঁহার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্জ্জগতের ন্যায় অবিকল এই বিশ্বসংসার দেখিতে পাইয়াছিলেন, আদিকালে সর্ব্বজগৎ আত্মোদরে লীন করিয়া একার্ণবীভূত অগাধ জলধিজলে শয়ন করিলে দেবী লক্ষী চামর হস্তে যাহার সেবা করিতে থাকেন, আদি সৃষ্টিকালে যাঁহার নাভি হইতে সপত্র সুবর্ণপ্রভ অতি বিশাল পদ্ম নির্গত হইলে লোকগুরু বিধাতা তাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে যিনি মুনিগণ প্রশংসিত অপূর্ব্ব বরাহমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক রসাতল নিমগ্না এই বিশাল বসুমতীকে স্বীয় দশনাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পুরাণপুরুষ পুরুষোত্তম সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী যজ্ঞরূপী যজ্ঞপতি অগৎপতি প্রভু হরিকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা সমুদ্যত হইয়াছি। বেদে যাঁহাকে সত্ত্বময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, সেই সর্ব্বদেবময় পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে আমরা দেখিতে অভিলাষী। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়তদর্শী মহাত্মগণ যাহাকে বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, পুরাবিদ্‌গণ যাঁহাকে অজ ও আত্মারূপে উল্লেখ করিয়াছেন, পুরাতন মহর্ষিগণ যাহাকে আদ্য, বরদ ও পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সৃষ্টিকালে যাহাতে এই সর্ব্বজগৎ অনুস্যূত থাকে, সেই সর্ব্বগামী জগৎপতি দেব

জনার্দ্দনকে দেখিবার নিমিত্ত অদ্য আমরা সমুদ্যত হইয়াছি। সম্প্রতি আর আমি কি বলিব, আমরা অন্যত্র চলিলাম, তুমিও অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান কর। সম্প্রতি প্রায় মধ্যরাত্র উপস্থিত, আর বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। এই কথা বলিয়া পিশাচরাজ সেই বনের সমতলভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক অভীপ্সিত মাংসরাশি ভক্ষণ এবং বহুপরিমাণে রুধির পান করিল। অতঃপর মুখ প্রক্ষালনাদি আচমনক্রিয়া সমাধা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও অন্ত্রপাশ সমুদায় পার্শ্বদেশে স্থাপন করিল। পরে কুক্কুরদিগকে যত্নপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া কুশযুক্ত আসনে জলপ্রক্ষেপপূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইল এবং একাগ্রচিতে সমাধিবিষয়ে যত্নবান্ হইয়া ভক্তবৎসল হরিকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। কহিল, ভগবান্ চক্রধারী বাসুদেবকে আমি নমস্কার করি। প্রভো! তুমি গদাধারী বাসুদেব ধীমান্ তোমাকে নমস্কার। কেশব! তুমি নারায়ণ ও প্রভাবশালী বিষ্ণু; তোমাকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করি যেন তোমার নাম কীর্ত্তনবশতঃ আমার মন পবিত্র হয়, হে নাথ! যেন এরূপ ঘোর পাপজন্ম আর না হয়। হে বিভো! পুনর্ব্বার এই সংসারে যেন আমায় আর আসিতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি অর্থীদিগের কল্পবৃক্ষস্বরূপ, যে যাহা প্রার্থনা করে, তুমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাক। অতএব হে গোপতে! আমি তোমার স্মরণে যেন দেবদূতত্ব লাভ করিতে পাই। আর তোমার চক্রপ্রহারে আমার এই শরীর যেন বিনষ্ট হয়। হে দেবেশ! আমার আর একটি প্রার্থনা এই যে যেখানেই আমার জন্ম হউক, তুমি আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকিবে। আমি বারম্বার নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার প্রার্থনা নিষ্ফল করিও না। আর মৃত্যুসময়েও আমি যেন তোমায় বিস্মৃত না হই। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত ও প্রতিক্ষণেই যেন তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান করিও। আমি নৃশংস পিশাচ আমাতে আর দয়া কি, এই মনে করিয়া আমারে নিগ্রহ করিও না। হে দেব! আমি তোমার ভৃত্য ইহা মনে করিয়া যাহাতে পরপীড়ায় আর আমার প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই বিধান কর।

হে কেশব! তোমার প্রসাদে সম্প্রতি আমার ইন্দ্রিয়গণ যেন আর ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত না হয়। অন্তকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবী যেন আমার ঘ্রাণ, সলিল যেন আমার রসনা, সূর্য্য যেন আমার চক্ষু, বায়ু যেন আমার স্পর্শ, আকাশ যেন আমার শ্রোত্র, মন ও প্রাণ আকর্ষণ করে। হে বিষ্ণো! তুমি সূর্য্যতেজা, তোমাকে নমস্কার; সেই সূর্য্য রূপে তুমি আমায় রক্ষা কর। হে জনার্দ্দন! তুমিই বায়ু, তুমি আকাশ তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! মন সর্ব্বগামী, উহাকে তুমি বিষয়ান্তর হইতে রক্ষা কর। কারণ মন বিপর্য্যস্ত হইলে নিশ্চয়ই পুরুষকে নিহত করিয়া থাকে এবং পরপীড়াত্মক ঘোর পাপেও সংযোজিত করিয়া দেয়। অতএব হে জনার্দ্দন! আমার মনকে তুমি সতত রক্ষা কর, যেন উহা কলুষিত না হয়। যাহার মন কলুষিত তাহাকে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাবৎ মন পবিত্র থাকে তাবৎকাল বাহ্যেন্দ্রিয়গণও নির্ম্মল কিন্তু মন একবার কলুষিত হইলে আর তাহারা তদ্রূপ কার্য্যকর হয় না, অপবিত্র বস্তু মুষ্টিমধ্যে ধারণ করিয়া বহিঃপ্রক্ষালন করিলে কি অঙ্গের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে? কখনই নহে। হে জনার্দ্দন! এই জন্যই আমার চিত্তকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা কর। দেব! ইন্দ্রিয়গ্রামও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; উহাদিগকেও তুমি ব্যতীত আর কে দমন করিবে? হে জগন্নাথ! পরপরিবাদ হইতে আমার বাক্যকে এবং পরদ্রব্য ও পরকলত্র হইতে আমার মনকে রক্ষা কর। নাথ! তোমার

প্রসাদে তোমার প্রতি যেন আমার অচলাভক্তি থাকে, আর সর্ব্ব ভূতেই যেন আমার দয়ার উদ্রেক হয়। হে দেবদেব! আমি আর অধিক কি বলিব, তোমাকে আমার এই বাক্যটি শ্রবণ করিতে হইবে যে, আমি কি সুখ, কি দুঃখ, কি রাগ, কি ভোজন, কি গমন, কি জাগ্রদবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা সকল সময়েই যেন আমার মন তোমার প্রতি আসক্ত থাকে। এই কথা বলিয়া হীনমতি ভগবদ্‌ভক্ত পিশাচ অস্ত্রপাশে আত্মদেহ দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক অনন্যচিতে সমাধিস্থ হইল। অনন্তর নাসিকা সমালোকন ও সনাতন বেদ পাঠ করিয়া একাগ্র চিত্তে সেই জগদ্‌যোনি পীতাম্বর শিবদাত আদি পুরুষ অনাময় নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানগম্য হরিকে ধ্যান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া নির্ব্বাতপ্রদেশে দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে ব্রহ্মবাচক প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিল। অবশেষে সেই একাগ্র হৃদয়কে বিষ্ণুতে সমাধান ও জগৎপতি বিষ্ণুকে আপন হৃদয়রূপ কমলদলে বিনিবেশিত করিয়া মহান মহাযোগীর ন্যায় পরম সুখে উপবিষ্ট রহিল।

২৭১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ভগবান বিষ্ণু দেখিলেন যে, পিশাচ তৎকালে কেবল আত্মচিন্তাতেই আসক্ত, আত্মাতেই অবস্থিত একান্তে থাকিয়া নিয়ত আত্মসাক্ষাৎকার মাত্র প্রার্থনা করিতেছে। আর দিবারাত্র কেবল হে বাসুদেব! হে কৃষ্ণ! হে মাধব! হে জনার্দ্দন! হে হরে! হে বিভো! হে ভূতভাবন! হে ভাবন! হে নরকারে! হে জগন্নাথ! হে নারায়ণ! এই কথা বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করিতেছে ফলতঃ তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, পিশাচ মাংস ভক্ষণই করুক আর শোণিত পানই করুক কিম্বা অসংখ্য পশুহত্যাই করুক; কি স্বপ্নবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, কি ভোজনকাল, কি গমনকাল, কি অবস্থান সময় সকল অবস্থাতেই আমাকে আহ্বান করিতেছে। আর আমিই যে উহার সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক তাহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছে, অতএব ইহার পরিণাম অবশ্য শুভাবহ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ভগবান জগন্নাথ নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং অবিলম্বেই সেই অনন্যদর্শন জগৎপতি তাহার পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আত্মদর্শন প্রদান করিলেন। তখন সে ঘোররূপী পিশাচ দেখিতে লাগিল তাহার হৃদয়মন্দিরে পীতবসনধারী, পদ্মপলাশ লোচন, নবনীরদশ্যাম, শঙ্খ চক্র গদাদাধী গরুড়াসীন ভগবান্‌ হরি সমুদিত হইয়াছেন। তাহার গলদেশে অপূর্ব্ব মালা দোদুল্যমান, মস্তকে কিরীট, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি বিরাজ করিতেছে। সেই চতুর্ভুজ মধুরভাষী নিশ্চল সর্ব্বব্যাপী অনাদিনিধন সনাতন সত্যস্বরূপ শিবদাতা হরিকে হৃদয়ে দেখিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া কহিতে লাগিল, হায়! আমি আজ কৃতার্থ হইলাম। আমার জন্মসার্থক ও ক্রিয়া সফল হইল। আজ আমি সেই মঙ্গলময় হরিকে দর্শন করিলাম, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমায় দর্শন দিলেন। আজ আমার বন্ধনসকল শিথিল হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয় সমুদায় এতদিনে বশ্য হইল। হরিস্মরণে মনকে সংযত করিলাম । ঈর্ষা নিরস্ত হইল, আমি সর্ব্বথা প্রীত হইলাম। এই যে আমার অনুজ ইনিও হরিভক্ত, এখন বোধ হইতেছে, কালক্রমে ইনিও মুক্ত হইয়া হরিসাযুজ্য লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঘণ্টাকর্ণ অন্ত্রপাশ সমুদায় ছিন্ন

করিয়া ফেলিল। অনন্তর প্রাণায়াম হইতে প্রাণ সমুদায় নিম্মুক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিল।

২৭২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিশিতাশন ঘণ্টাকর্ণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিবামাত্র দেখিতে পাইল, ইতঃপূর্ব্বে সমাধিতে যাঁহাকে হৃৎপদ্মমধ্যে দর্শন করিতেছিল, সেই জগদ্গুরু ভগবান্ হরি সেই ভাবেই সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, তাহার হৃদয় আহ্লদে নৃত্য করিয়া উঠিল, অমনি সে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, এই সেই বিষ্ণু, এই সেই বিষ্ণু, আমি ইহাকেই সমাধি অবস্থায় হৃদয়মধ্যে যে ভাবে দর্শন করিয়াছি এখনও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আনন্দ গদগদস্বরে কহিতে লাগিল, ইনিই সেই চক্রী, ইনিই সেই সশর শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর, ইনিই সেই গদাধারী, ইনিই সেই রথারোহ, ইহাঁরই করকমলে ধ্বজা ও তূণ শোভা পাইতেছে, ইনিই সেই সহস্র শীর্ষ, ইনিই সেই সমুদায় অমরগণের প্রভু, ইনিই জগৎপ্রসূতি, ইনিই সর্ব্বজগতের আধার, ইনিই বিষ্ণু, ইনিই সেই জিষ্ণু, ইনিই সেই জগন্নাথ, ইনিই সেই পুরাণপুরুষ, ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ইনিই সেই বিশ্বস্রষ্টা, ইনিই সেই সনাতন প্রভু, ইহাঁরই বক্ষঃস্থলে সেই পরম সুন্দর সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। যাঁহার প্রসাদে এই জগৎ ও সুধাংশু সুশোভিত রজনী শোভা পাইতেছে, যিনি বিশাল দশনাগ্র দ্বারা প্রলয়-জলধি-জল-নিমগ্না পৃথীকে ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই বহরূপধারী হরি সম্মুখে দণ্ডায়মান। যিনি পূর্ব্বে দানবমুখ্য উগ্রবীর্য্য বলিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া ত্রিলোকাধিপত্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তৎকালে পুরাতন মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক যাহার স্তোত্র পাঠ করেন, ইনিই সেই বামনরূপধারী হরি। যিনি ভীষণদশনপ্রভাবে রণস্থলে দানবগণকে নিহত করিয়া নিখিল বিশ্বকে নিষ্কন্টক করিয়াছেন, ইনিই সেই জনার্দ্দন। যিনি একদা একমাত্র হস্ত দ্বারা মন্দরগিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্র মন্থনকালে সমস্ত অসুরগণকে পরাস্ত করিয়া কেবল দেবগণকে অমৃত দান করিয়াছিলেন, যিনি মধুকৈটভ নামক ঘোরতর দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া অগাধ জলধি সলিলে দেবী লক্ষ্মীর সহিত নাগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, লোকে যাহাকে আদ্য, বিপুল, জগৎপতি, সকলের বিধাতা, অজ, জনি, অণু অপেক্ষাও অণু, স্থূল অপেক্ষাও অতি স্থূল, হরি ও বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, প্রলয় কালে যাহার কুক্ষিমধ্যে এই সর্ব্বজগৎ নিলীন হইয়া যায়, আবার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, ইনি সেই বিষ্ণু আমার অগ্রে সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছামত্রেই এই সর্ব্বজগতের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, যিনি ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জামদগ্ন্য নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন, যিনি অগ্রে মৃগব্যাধশিষ্য পশ্চাৎ মহাদেবের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া একমাত্র কুঠারাস্ত্রবলে রণস্থলে সহস্রবাহু অতিবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের ভুজবন ছেদন করিয়া কালসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া ছিলেন, অনন্তর যিনি রঘুকুলে

জন্মগ্রহণ করিয়া রামনামে অভিহিত হইয়াছিলেন, যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা সীতা ও অনুচর লক্ষণ সমভিব্যাহারে বনগমন করিয়া সমুদ্রের সেতুবন্ধন করেন এবং অতি তীক্ষ্ণ আশুগামী শরদ্বারা রক্ষপতি রাবণকে নিহত করিয়া বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করেন; অতঃপর যিনি বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইয়া বা দেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, যিনি সঙ্কর্ষণকে সহায় করিয়া গোকুলে ক্রীড়া করিতেন, শিশুরূপধারী যিনি উত্তানশায়ী হইয়া পূতনাদত্ত স্তন পান করিতে করিতে তাহার প্রাণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, যিনি অপহরণ করিয়া দুগ্ধ পান ও দধিপিণ্ডক ভক্ষণ করাতে রোষপরবশ মাতাকর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া সেই অবস্থাতেই যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়কে উন্মূলিত করিয়াছেন, যিনি গোকুলবাসিনী গোপীদিগের সহিত সমাবৃত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াসক্ত হইয়াছিলেন, যিনি গোপবালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে মহাহ্রদ কালীয়হ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক বীর্য্যাতিশয় প্রদর্শন করিয়া নাগপতিকে দমন করিয়াছিলেন। যিনি তালবনে উপস্থিত হইয়া ধেনুকনামা মহাসুরকে তালফলের সহিত ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ দানবকে নিহত করিয়া গোপগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। যে উগ্রপৌরুষ মহামতি কৃষ্ণ মেঘসমাগমে পর্ব্বত ধারণ করিয়া ইন্দ্রশক্তিকে তিরস্কৃত এবং গোপগোপীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যিনি মায়ামানুষদেহধারী হইয়া গোপীগণের হৃদয়ে বাস করিয়া কান্তাধরের ন্যায় তাহাদের অধরসুধা পান করিয়াছেন, যিনি অক্রূরকর্ত্তৃক আহুত হইয়া যমুনাজলে যেরূপে অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, নাগলোকেও আবার সেই ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে রজককে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া অভিলাষানুরূপ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রামের সহিত মধুপুরীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর মাল্যকাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অতীপিত মাল্যগ্রহণ এবং মাল্যকামীকে প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করেন, পরে কুব্জার হস্ত হইতে সুরভি অনুলেপন লাভ করিয়া তাহাকে পরম মনোহর রূপরাশি প্রদান করেন; পরক্ষণেই যিনি কংশগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রকাণ্ড ধনুচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন জলদমালার ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিয়াছিলেন; যিনি অতি দুর্দ্দম্য প্রকাণ্ড হস্তীকে বিনাশ করিয়া তদীয় বিশাল বিষাণ গ্রহণপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ ও তথায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে কংস ভয়বিহ্বলচিত্তে জড়প্রায় হইয়া যায়; তদনন্তর যে মহাবীর মধুসূদন মহামল্ল শত্রুনিহন্তা চাণূরকে কংসসমক্ষে নিহত করিয়া যাদবগণকে প্রীত করেন এবং অবিলম্বে পিতৃবিদ্বেষ্টা ঘোরশত্রু কংসকে ধ্বংস করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন; অনন্তর মহা মুনি সান্দীপনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যা অভ্যাস এবং তাঁহাকে পুত্রদান করেন; যিনি ঘোর শত্রু নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া বিপ্রগণ, মুনিগণ, বীরগণ ও দেবগন প্রভৃতি সর্ব্বজগতের রক্ষা করিয়াছিলেন, অদ্য সেই জগৎপতি জনার্দ্দন বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, সাযুজ্যও লাভ করিলাম। হরি যাঁহার দর্শনপথে উপনীত হন মুক্তি তাঁহার করতলস্থিত, অদ্য সেই হরি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি জন্মান্তরে কত পুণ্যই যে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। সেই পুণ্যফলেই আজ আমি হরিদর্শন করিলাম। অদ্য আমি পুণ্যবান, অদ্য আমার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইল। হে ভগবন্! সম্প্রতি আমি আপনাকে কোন বস্তু প্রদান করি, বলিবই বা কি? আপনার কিরূপ প্রিয়কার্য্যই বা সম্পাদন করিব আজ করুন।

মহারাজ! পিশিতাশন পিশাচ এই কথা বলিয়া বিকটস্বরে হাস্য করিয়া হর্ষনিনাদ ও বিকৃত হাস্য করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং কহিতে লাগিল, হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে যাদবেশ্বর! হে কেশব! তোমাকে বারম্বার নমস্কার।

২৭৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে সেই পিশাচ বহুক্ষণ হাস্য করিয়া সত্বর একটা পূর্ব্বনিহত ব্রাহ্মণের শব লইয়া আসিল। ঐ কেশসমাকীর্ণ বিবর্ণ কুৎসিত শবকে দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড এক সুন্দর পাত্রে রাখিয়া তাহাতে জল প্রোক্ষণ প্রদান করিল। অনন্তর জনার্দ্দনকে, প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনম্রবচনে কহিল, ভগবন্! জনার্দ্দন! প্রভো! এই আপনার যোগ্য ভোজ্য বস্তু প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আমার প্রদত্ত এই বস্তু আপনার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেন না আমি আপনার নিতান্ত ভক্ত, সুতরাং মদ্দত্ত বস্তুতে আপনার দ্বৈধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ভক্তিনম্র দাস যাহা প্রদান করে, প্রভুকে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। নূতন সংস্কৃত, অত্যুত্তম ব্রাহ্মণ শবকেই পিশিতাশন পিশাচদিগের শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ভগবন্ যদি কোন দোষ না হয়, তবে ইহা গ্রহণ করুন। এই কথা বলিয়া পিশাচ পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে শবশরীরের একখণ্ড মাংস লইয়া বিষ্ণুকে প্রদান করিতে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ভগবান যদুপুঙ্গব হরি উহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া মনে মনে তাহার বহুপ্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় ইহার কি অচলাভক্তি। সর্ব্বান্তঃকরণে আমার প্রতি ইহার স্নেহ ও কারুণ্য দর্শনে আমি বাস্তবিকই প্রীত হইলাম। এইরূপ চিন্তার পর সেই পিশিতাশনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! এরূপ ভোজ্য আমায় প্রদান করিতে হইবে না। এই অত্যুত্তম ব্রাহ্মণশব মাদৃশ লোকের অস্পৃশ্য। ধর্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব পূজ্য বলিয়া বিবেচনা করেন; কেবল ক্রূরকর্ম্মা পিশাচগণই ইহাদের হিংসায় প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে বৎস! ব্রহ্মহত্যা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মহিংসা করিলে ঘোরনরকে পতিত হইতে হয়। এই জন্যই ইহা আমাদের অস্পৃশ্য, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। যাহা হউক তোমার উক্তি দর্শনে আমি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, ভক্তিই মনকে নির্ম্মল করে, যাহার মনঃশুদ্ধি জন্মিয়াছে আমি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি। এই কথা বলিয়া ভগবান্ হরি স্বীয় কোমল হস্ত দ্বারা পিশাচের গাত্র স্পর্শ করিলেন; স্পৃষ্ট হইবামাত্র সে সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় রূপ ধারণ করিল। তখন তাহার কেশ দীর্ঘ ও কুঞ্চিত, বাহু দীর্ঘ, লোচন পরম সুন্দর হইল। অঙ্গুলি, নখ, বদন ও নাসিকার আর শোভার সীমা রহিল না। সেই পদ্মপলাশলোচন, পদ্মবর্ণ ও পদ্ম কেশরভূষিত পিশাচ তৎকালে কেয়ুর, অঙ্গদ ও কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানবান ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মহামতি বিষ্ণুর করস্পর্শে সে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীতপাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সিদ্ধগণের ন্যায় স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া উঠিল। ফলতঃ তাহার তাদৃশ স্বর্গ দুর্লভ রূপ. কঠোর তপস্বী মুনিগণও অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই। রাজন্! যে ব্যক্তি জনার্দ্দনকে ধ্যান করে, যে তাঁহার মন্ত্র জপ

করে, যে তাঁহার সর্ব্ব আশ্রিত, তাহাকে কদাচ অবসন্ন হইতে হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র তাহার শ্রেয়োলাভ অপ্রতিহত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

মহারাজ! অনন্তর ভগবান কৃষ্ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশানুসারে অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ করিলে, যাবৎ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বাস করিবেন, তাবৎ তুমিও স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া ইন্দ্রপতনের পর আমার সাযুজ্য লাভ করিতে পাইবে। তোমার এই ভ্রাতারও বাসবের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাস হইবে। এক্ষণে তোমার যাহা অভিলষিত হয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তৎসমুদায়ই প্রদান করিব।

ঘণ্টাকর্ণ কহিল, হে দেব জনার্দ্দন! আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, অদ্য আপনার সহিত আমার যে সম্মিলন হইল, যিনি উহা সংযতহৃদয়ে স্মরণ করিবেন, তাঁহার যেন আপনাতে অচলা ভক্তি থাকে, মন পবিত্র হয়, কদাচ উহার মনোমালিন্য উপস্থিত না হয়, ঘণ্টাকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবপতি কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি এখন স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রের আতিথ্যস্বীকার কর। দেবরাজ তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই কথা বলিয়া ভগবান কৃষ্ণ সেই পিশাচনিহত ব্রাহ্মণের জীবন দান করিলেন। ব্রাহ্মণ উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল, কৃষ্ণও তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া অগ্নিহোত্রযাজী সিদ্ধ মুনিগণ সন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে ঘণ্টাকর্ণও কেশবের আজ্ঞানুসারে স্বর্গলাভ করিল। অতএব হে রাজন! যদি মনঃশুদ্ধি অভিলাষ করেন, তবে এই ঘণ্টা কর্ণ বৃত্তান্ত পাঠ করুন। উহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই মন পবিত্র হইবে।

২৭৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু মুনিগণ সমীপে সেই মহাত্মা পিশাচের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মুনিগণও তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হায়! আপনার দর্শনলাভে পিশাচ কি অপূর্ব্ব কর্ম্মফলই লাভ করিল। অনন্তর ভক্তবৎসল বিষ্ণু তাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও পরম প্রীত হইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে ভগবান্ মরীচিমালী উদয়গিরিশিখরে সমুদিত হইলে বিষ্ণু মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মগণ! সম্প্রতি আমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতেছি, আপনাদিগকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ! যে স্থানে যতব্রত বিশ্বেশ্বরগণ তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে বিশ্রবাতনয় ধনপতি কুবের বহুকাল মহাদেব শঙ্করের উপাসনা করিয়াছিলেন, যথায় অপূর্ব্ব হংসবিরাজিত প্রকাণ্ড মানস নামক সরোবর অদ্যাপিবিদ্যমান রহিয়াছে, যথায় ভৃঙ্গিরিটি গাণপত্য লাভ করিয়া মঙ্গলালয় মহাদেবের পার্শ্ব চররূপে তাঁহার সেবা করিতেছে, যেখানে সিংহ, বরাহ, হস্তী, ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ মৃগগণের সহিত সহজবৈর

পরিহপূর্ব্বক পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া একত্র বাস করতেছে। যথায় গঙ্গাদি স্রোতস্বিনী সমুদায় উৎপন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে, যথায় প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মার শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যথায় বৃহৎ বৃহৎ বেত্রসমুদায় উৎপন্ন হইয়া ভূতগণের দণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথায় পূর্ব্বকালে ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গিরিবর স্বীয় দুহিতাকে জগৎপতি শঙ্কর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; যেখানে সেই উমাসহচর হইয়া পার্ব্বতীনাথ সতত বিহার করিতেছেন। যথায় হরি বহুকাল তপস্যা করিয়া শত পত্র দান করিয়া অবশেষে স্বীয় নেত্র পর্য্যন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক জগৎপতির উপাসনা করাতে চক্রাস্ত্র লাভ করিয়া ছিলেন, যথায় সিদ্ধ ও কিন্নরগণ প্রিয়াসহচর হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মধুপান ও ক্রীড়া করিতেছেন, পুলস্ত্যে নন্দন রাবণ বিংশতি হস্ত দ্বারা যাহাকে উত্তোলন করিতে গিয়া অসমর্থ হওয়াতে বিরত হইয়াছিল, দেবকীনন্দন হরি সেই মহাশৈলে আরোহণ করিয়া মানসসরোবরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গরুড়বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ জটাবন্ধন ও চীর পরিধান করিলেন। অনন্তর সেই মনুষ্যরূপধারী জগৎপতি কৃষ্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপক তপশ্চরণাভিলাষে সংযত চিত্ত হইয়া গ্রীষ্মসময়ে মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে তিনি শাকমাত্র উপযোগ করিয়া অভীষ্ট মন্ত্র জপ ও বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মানুষমূর্ত্তিধারী ভগবান্ স্বয়ং জগতের একাধিপতি হইয়া কি উদ্দেশে তপস্যা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? তিনি যখন সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরচিন্তায় আসক্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন, তখন বিঘ্ন সকল সুদূরপরাহত হইল। কশ্যপতনয় গরুড় হোমসাধন ইন্ধন আহরণ করিতে লাগিলেন, চক্ররাজ পুষ্প সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, শঙ্খ চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে ব্যাপৃত হইল। খড়্গ যত্নপূর্ব্বক বহুতর কুশ আহরণে প্রবৃত্ত হইল। কৌমোদকী গদা তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। দানব ভয়ঙ্কর অত্যুৎকৃষ্ট শাঙ্গ ধনু তাহার পুরো ভাগে ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাপালনার্থ অবস্থান করিতে লাগিল, ভগবান মাধব সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করিয়া আজ্যাদি বিবিধ হব্য বস্তু দ্বারা তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন। এইরূপে অগ্নির ও তদীয় সপ্তার্চ্চির পূজা শেষ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত প্রভৃতি অঙ্গযজ্ঞসমুদায় সমাধা করিলেন। তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ একমাস একাহার, পরে ছয় মাসের মধ্যে একদিনমাত্র অনন্তর বৎসর মধ্যে একদিনমাত্র আহার করিয়া সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাসন্যূন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল; তখন জগৎপতি কৃষ্ণ অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া কখন মন্ত্রপাঠ কখন বা পবিত্র প্রণব উচ্চারণ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া আসীন রহিলেন।

২৭৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে সেই তপস্যাসক্ত ভগবান কেশবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র ঐরাবতে, কিঙ্করবেষ্টিত যম মহিষবাহনে, শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেতব্যজনসমাযুক্ত বরুণ হংসবাহনে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিকে দেবগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ এবং নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরোগণও তাহার সন্দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবগণ মুনি ও ঋষিগণ সেই

কৈলাসশিখরে সমবেত হইলেন। পৰ্ব্বত, নারদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋষি ও সমস্ত দেবগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে কহিতে লাগিলেন, দেখ কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড ত' কখন হয় নাই, হবেও না। যোগিগণ যাহাকে ধ্যান করেন, সেই জগৎপতি কৃষ্ণ আবার স্বয়ং তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক অবশ্য ইহার একটা গূঢ় কারণ থাকিতে পারে।

অনন্তর জগৎপতি কৃষ্ণের ব্রত সমাপ্ত হইলে সকলের প্রভু জটা খড়্গ শরধারী ভগবান্ শশিশেখর ভবানীপতি ভবানীসহচর ও ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়সখা কুবেরের সমভিব্যাহারে বৃষভবাহনে সেই লোকহিতৈষী নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে যাত্রা করিলেন। গমনকালে তিনি এক হস্তে দর্ভ কুণ্ডিকা অপর হস্তে দীপিকা, অন্য হস্তে বীণা ও ডিণ্ডিম অপর হস্তে প্রকাণ্ড শূল ধারণ করিলেন; গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে জটাভার বিদ্যমান থাকাতে শরীর ঈষৎ পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণ। তাঁহার দৃষ্টি উমার স্তনদ্বয়ে নিহিত হইলে পাৰ্ব্বতী তাঁহার কণ্ঠশ্লেষ পূর্ব্বক অধরসুধা পান করিলেন। গঙ্গা তাঁহার শীর্ষদেশে বিরাজমান ছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাহারও প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভস্মাঙ্গরাগে অনুলিপ্ত, জটামণ্ডল সর্পবন্ধনে বদ্ধ এবং শরীর নরকপালে সুশোভিত হইল।

মহারাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাহাকে পুরাতন একমাত্র প্রধানপুরুষ, অন্যমতাবলম্বীরা যাহার গুণসমুদায়কে চতুৰ্ব্বিংশতিতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যিনি পূর্ব্বকালে কণাদ নামে অভিহিত, যিনি অজ, যিনি মহেশ্বর, যিনি দক্ষযজ্ঞ নিহত করিয়া দেব ও অসুরগণকেও বিনাশ করিয়া ছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানীরা যাঁহাকে, ভূততত্ত্বজ্ঞ, ভূতেশ ভূতভাবন বামদেব, বিরূপাক্ষ, শৈবেরা যাহাকে মহাদেব, সহস্রাক্ষ, কালমূৰ্ত্তি, চতুর্ভুজ রুদ্র, বিশ্বেশর, শিব, অপ্রমেয়, অনাধার, নগ্ন, নাগোপবীত, আদি ও সনাতন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, সূৰ্য্য, শশী ও যজমান যাহার এই অষ্টমূৰ্ত্তি; সেই মহাদেব, মহা যোগী, গিরীশ, নীললোহিত, আদিকৰ্ত্তা ভূমিভৰ্ত্তা শূলপাণি উমাপতি বিশ্বেশ্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন।

২৭৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান ভূতভাবন যাত্রা করিলে তাঁহার অগ্রে সহস্র সহস্র ভূতগণ গমন করিতে লাগিল; কেহ ঘণ্টাকর্ণ, কেহ বিরূপাক্ষ কেহ কুণ্ডধারী, কেহ দীর্ঘরোমা, কেহ দীর্ঘভুজ, কেহ নিরঞ্জন, কেহ বৃহৎবক্ত্র, কেই শতমুখ, কেহ শতোদর কেহ কুণ্ডোদর, কেহ মহাগ্রীব, কেহ স্থূলজিহ্ব, কেহ দ্বিবাহু, কেহ পার্শ্ববক্ত্র, কাহার সিংহমুখ, কাহার স্কন্ধ উন্নত, কাহার হনু বৃহৎ, কাহার তিনবাহু, কাহার পঞ্চবাহু, কাহার মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কাহার মুখ শ্বেতবর্ণ, এতদ্ভিন্ন দীর্ঘাস্য, দীর্ঘলোচন বহুবিধ ভূতগণ কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন বা কক্ষাস্ফোটন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। আর কতকগুলি ভীমদর্শন, বিকৃতাস্য পিশাচ শব লইয়া কখন ভক্ষণ কখন বহন কখন রুধির পান কখন বা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চলিতে লাগিল। সেই ভীষণমূর্ত্তি অতি দীর্ঘ পিশাচগণের শরীরে শিরা সকল উদগত হইয়াছে, অনেকেই বীর, অনেকেরই শূলাগ্রে শব বিদ্ধ

রহিয়াছে; অনেকেরই শরীর শিরোমালায় বেষ্টিত এবং অস্ত্রপাশে বদ্ধ। কেহ ডিণ্ডিম বাদন ও অট্টহাস্য দ্বারা বসুন্ধরাকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ কপাল ধারণপূর্ব্বক ভীষণমূর্ত্তি, কেহ জটিল, কেহ মুণ্ডিতশির। এইরূপ বহুবিধ ঘোরদর্শন বিকৃতানন পিশাচগণ এবং ঈশ্বরধ্যানপরায়ণ সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী মুনিশ্রেষ্ঠগণ আগমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কুণ্ডলধারী কেহ কুশচীর পরিধায়ী কেহ কৌপীনবসন, কেই বা রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়াছেন; কেহ ভক্তিপূর্ব্বক মহেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।

এইরূপে একদিকে মুনিগণ, অন্যদিকে প্রমথগণ অপরদিকে সিদ্ধগণ ও নৃত্যগীতকুশল গন্ধর্ব্বগণ প্রিয়া ও প্রিয়সহচর হইয়া গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর একদিকে বিদ্যাধরগণ শঙ্করের স্তব করিতে লাগিল। অপ্সরোগণ পুরোভাগে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। এই রূপে ঘোর পিশাচগণ, ভূতগণ, কিন্নরগণ, অঙ্গরোগণ ও মুনিগণ বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বলোকপ্রভব জটাধারী সাক্ষাৎ প্রণবস্বরূপ মহাদেব যেখানে উদার বিক্রম প্রভু বিষ্ণু কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন, যেখানে লোকপালগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে উপস্থিত হইয়াছেন; তথায় লোকভাবনী ভবানী ও গঙ্গা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন।

২৭৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভবাহন শঙ্কর এইরূপে বহুবিধ ভূত ও পিশাচাদি সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, জটাচীরধারী জগৎপতি ভগবান হরি তপস্যায় নিমগ্ন; পবিত্র হব্যবস্তু দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছেন, গরুড় হোমসাধন কাষ্ঠ আহরণ করিতেছেন, চক্র কুসুম, খড়্গ কুশ সংগ্রহ করিতেছেন, গদা তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, ইন্দ্রাদি দেবগণ মুনিগণের সহিত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু সকলের চিন্তাতীত হইয়াও স্বয়ং ধ্যান নিমগ্ন।

এই সময়ে ভগবান্ ভূতভাবন বৃষ হইতে অবতীর্ণ এবং তাহাকে দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। এদিকে ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, গুহ্যক ও বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনিগণ জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। কহিতে লাগিলেন, হে দেব! হে জগন্নাথ! হে রুদ্র! হে জনার্দ্দন! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে নারায়ণ! হে পুরাণাত্মন্! হে হরেশ্বর! হে আদিদেব! হে শঙ্কর! হে ভাব! হে কৌস্তুভশোভিতাঙ্গ! হে বিভূতিভূষণ! হে চক্রগদাপাণে! হে শূলিন্! হে ত্রিলোচন! হে মৌক্তিক দীপ্তাঙ্গ! হে নাগভূষণ! তোমার জয় হউক, এই কথা বলিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন।

অনন্তর ভগবান বিষ্ণু বৃষভধ্বজ ত্রিলোচন দেব শঙ্করকে সমগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে শিতিকণ্ঠ! হে নীলগ্রীব! হে শোচি! হে বিধাতঃ হে উপবাসিন্! তোমাকে নমস্কার। হে মীঢুষ! হে গদাধর! হে হর! হে বিশ্বতনু! হে বৃষরূপিন! হে অমূর্ত্ত! হে পিনাকধারিন!

তোমাকে নমস্কার। হে কুব্জ! হে কূপ্য! হে শিব! হে শিবরূপিন! হে তুণ্ড! তুষ্য! হে তুটিতট! হে শান্ত! হে গিরিশ! তোমায় নমস্কার। হে হর! হে হরিহর! হে ঘোর! হে অঘোর! হে ঘোরাঘোরপ্রিয়! হে ঘণ্ট! হে অঘণ্ট! হে ঘটিঘট! তুমি সৰ্ব্ব, তুমি শান্ত, তুমি ভূতাধিপতি তোমাকে নমস্কার। হে বিরূপ রূপ! হে পুর! হে পুরহারি! তুমি আদ্য তুমি বিজ্ঞ, তুমি শুচি, তুমি অষ্টরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি পিনাকপাণি, তুমি শূলধারী, তুমি খট্টাঙ্গহস্ত, তুমি কৃত্তিবাস, তুমি আকাশ মূৰ্ত্তি, তুমি হর তুমি হরিরূপ, তুমি তিগ্মতেজা, তোমায় নমস্কার। হে দেব! তুমি ভক্ত প্রিয়, তুমি ভক্ত বরদাতা, তুমি অভ্রমূৰ্ত্তি, তুমি জগন্মূৰ্ত্তিধর তোমাকে নমস্কার। হে ভূতভাবন্! তুমি চন্দ্র, তুমি সূৰ্য্য, তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি ভূতপতি, তুমি করাল, তুমি সুণ্ডু, তুমি বিকৃত, তুমি কপর্দী, তুমি অজ, তুমি ভাবন, তুমি হরিকেশ, তুমি পিঙ্গল, তোমাকে নমস্কার। হে আদিদেব! তুমি অভীষুপাণি, তুমি ভীরুজনের ভয়হরী, তুমি ভীতিস্বরূপ, তুমি ভয়প্রদগণের ভয়প্রদ, তুমি দক্ষ যজ্ঞধ্বংসকারী, তোমাকে নমস্কার। হে উমাপতে! হে কৈলাসবাসিন্! তুমি ভব. তুমি ভবরূপী, তুমি কপালহস্ত, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি এ্যক্ষ, তুমি শিব তোমাকে নমস্কার! হে চন্দ্রশেখর! তুমি বরদ, তুমি বরেণ্য, তুমি ইধ্ম, তুমি হবি, তুমি ধ্রুব, তুমি কৃশ, তুমি শক্তিযুক্ত, তুমি নাগপাশপ্রিয়, তুমি বিরূপ, তুমি সুরূপ, তুমি ভদ্র, তুমি ভদ্রপ্রিয়, তুমি ভদ্ররূপধারী, তোমাকে নমস্কার। হে ঘটভূষণ! তুমি ঘণ্টাভূষণ! হে তীব্র! তুমি তীব্ররূপী এবং তুমি তীব্ররূপপ্রিয়, হে নগ্ন! তুমি নগ্নরূপী এবং নগ্নরূপপ্রিয়, হে ভূতবাস! তুমি সৰ্ব্বাবাস তোমাকে নমস্কার। হে সৰ্ব্বাত্মন্! হে ভূতিদায়ক! হে বামদেব! হে মহাদেব। তোমাকে নমস্কার। ভগবন্! তোমাকে স্তব করিতে পারি এরূপ বাক্য সঙ্গতি আমার কোথায়? হে স্তবনীয়! তোমার স্তব করিতে কাহার জিহ্বই বা স্ফূৰ্ত্তি পাইতে পারে? প্রভো! আমি তোমার ভক্ত, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে সৰ্ব্বাত্মন্! হে সৰ্ব্বভূতেশ! হে হর! তুমি আমাকে সতত রক্ষা কর। হে দেব! হে জগন্নাথ! তুমি সৰ্ব্বপ্রকারে সৰ্ব্বলোক রক্ষা কর। হে ভক্তপ্রিয়! তুমি তোমার ভক্তগণকে সৰ্ব্বদা রক্ষা কর।

২৭৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বৃষভধ্বজ শূলপাণি উমাপতি ভগবান্ রুদ্র দেবতা ও মুনিগণ সমক্ষে চক্রধারী বিষ্ণুর কর স্বীয় কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে জনার্দ্দন! হে চক্রপাণে! তুমি কি জন্য এরূপ তপস্যাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ? তুমি স্বয়ং প্রভু, লোকে তোমারই নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকে। তোমার আবার প্রার্থনা কি? দেব! তুমি পুত্রের নিমিত্ত পূর্ব্বে একবার তপস্যা করিয়াছিলে, তৎকালে আমি তোমার অভীপ্সিত পুত্রও প্রদান করিয়াছিলাম। তবে আর সম্প্রতি তপশ্চরণ কি জন্য? যাহা হউক তৎকালে যাহা ঘটনা হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে দেবেশ! পূর্ব্বে কৃতযুগে কোন কারণবশতঃ আমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া দশ সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করি। এই বরবর্ণিনী উমা পিতার আদেশে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ইন্দ্র আমার তাদৃশ কঠোর তপস্যা সন্দর্শনে ভীত হইয়া অমাধি ভঙ্গের জন্য কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। কন্দর্প বসন্ত সহচর হইয়া আমার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক শরাসনে শর সন্ধান করিয়া আমায় লক্ষ্য করিলেন। তৎকালে ইনি পুষ্পাদি আহরণ করিয়া আমার সেবা করিতেছিলেন। কিন্তু কন্দর্পকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধোদয় হইল। ক্রুদ্ধ হইবামাত্র আমার এই নেত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তৎকালে এই কার্য্য যে ইন্দ্রেরই ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। অনন্তর ব্রহ্মার উত্তেজনায় তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল; হে জগৎপতে! তখন আমি তাহাকে তোমারই পুত্ররূপে নিয়োজিত করিলাম। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি প্রদ্যুম্ন নামে বিশ্রুত হইয়াছেন, ইনিই সেই স্মর; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই কথা বলিয়া দেব শঙ্কর শ্রবণসমুৎসুক মুনিগণকে বিষ্ণুর যথার্থ তত্ত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উমার সহিত একত্র আসীন হইয়া অঞ্জলি বন্ধন করিবামাত্র মুনিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ সকলেই বিষ্ণুর উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে প্রকৃতিসংজ্ঞক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক। তাহারা তোমাকেই আবার তাহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। হে বিষ্ণো! তুমি সেই মহত্তত্ত্ব রূপে পরিণত হইয়া সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছ; সেই ঘোর মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। হে জগন্নাথ! আদিকালে সেই তুমিই তাহার বহিঃপরিণাম। হে প্রভো! সেই অহঙ্কার হইতে মহৎকারণীভূত পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে; সেই পঞ্চভূত পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চাত্মক। চক্ষু, ঘ্রাণ, স্পর্শ, রসনা, শ্রোত্র ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয় ঐ সমস্ত ভূতগণের প্রেরক। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বাগাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকেও তুমি যথাস্থানে নিয়োজিত করিয়াছ। তুমি যখন রজোগুণের সহিত মিলিত হও, তখনি জীবগণের সৃষ্টি, যখন সত্ত্বগুণের সহিত যুক্ত হও, তখন পালন, যখন তমোগুণে আকৃষ্ট তখন সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাক। অতএব তুমি এই ত্রিবিধগুণযুক্ত হইয়াই সৃষ্টি স্থিতি ও

প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। তুমি এককালে ঐ ত্রিবিধভূতই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাক। হে জগদ্গুরো! তুমি জীবগণের উপভোগার্থ অল্প সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। অতএব তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সর্ব্বপ্রকার ভোগবান হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা, পালন সময়ে বিষ্ণু এবং সংহারসময়ে রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাক। হে দেব! ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এই সমস্ত তোমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্র লোচন, তুমি সহস্রপদ, তুমি সহস্রমুখ, তুমি সহস্রাত্মা, তুমি দিবস্পতি; তুমি অতি সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্রগামী হইয়া সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছ, দশাঙ্গুল স্থানও অতিক্রম কর নাই। এই সর্ব্বজগৎ যাহা সমুদ্ভুত হইয়াছে এবং পরেও হইবে, তৎসমুদায়ই তুমি; তোমা হইতেই বিরাট, তোমা হইতেই সম্রাট সমুদ্ভুত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! তোমার মুখ হইতে লোকক্ষক ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে লোকরক্ষণতৎপর রাজন্যগণ, ঊরু হইতে বৈশ্যগণ ও পাদমূল হইতে শূদ্রগণ প্রাদুভূত হইয়াছে।

হে দেবেশ! এইরূপে তোমার শরীর হইতে বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইলে যিনি সর্ব্বজীবের সুখপ্রদ, শীতরশ্মি ও অমৃতপ্রভ, সেই চন্দ্রমাও তোমার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর লোচনস্বরূপ, যাহার ময়ূখমালায় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, সেই মরীচিমালী সূর্য্য তোমার চক্ষু হইতে, মুখ হইতে সলিলরাশি ও অগ্নি, নাসিকা হইতে বায়ু, পাদমূল হইতে পৃথিবী, শ্রোত্র হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে কেশব? তুমি এইরূপে সর্ব্বজগতের সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ। এই জন্যই ধাতুর ব্যাপ্তি-অর্থ দেখিয়া তোমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে। নার শব্দে জল বুঝায়, উহা তোমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় সেইজন্যই তোমাকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; হে দেব! তুমি প্রাণিগণকে হরণ কর, সেই জন্য হরি নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি জীবগণের শং অর্থাৎ মঙ্গলবিধান করিতেছ সেইজন্য শঙ্কর নামও প্রাপ্ত হইয়াছ। বৃহত্ব ও বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকরত্ব আছে বলিয়া তুমি ব্রহ্মা, মধু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছ বলিয়া তুমি মধুসূদন, হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ঈশ বলিয়া তুমি হৃষীকেশ, ক, ব্রহ্মার নাম, আমি সমস্ত দেহীর ঈশ, আমরা উভয়ে তোমার অঙ্গসম্ভূত বলিয়া তুমি কেশব নাম ধারণ করিয়াছ। মা অর্থাৎ বিদ্যা তুমি তাহার ধব অর্থাৎ স্বামী বলিয়া তোমাকে মাধব, গো অর্থাৎ বাণী, তুমি তাহা বেদ অর্থাৎ জ্ঞাত আছ বলিয়া তোমাকে গোবিন্দ, ত্রি অর্থাৎ তিন বেদ তুমি তাহাকে আক্রমণ কর বলিয়া তোমাকে ত্রিবিক্রম, অণু বলিয়া তোমাকে বামন, মনন যোগ্য বলিয়া তোমাকে মুনি, যমন হেতু তোমাকে যতি, তপ শরণবশতঃ তোমাকে তপস্বী, তোমাতে সমস্ত ভূত বাস করে সেইজন্য তোমাকে তপস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

হে প্রভো! তুমি সর্ব্ববেদের গায়ত্রী, ছন্দ সমুদায়ের সাবিত্রী, অক্ষর মধ্যে তুমি বর্ণ সংশ্রিত অকার, রুদ্রগণের মধ্যে আমি, বসুগণের মধ্যে তুমি পাবক, বৃক্ষমধ্যে তুমি অশ্বত্থ, লোকমধ্যে তুমি লোকগুরু ব্রহ্মা, পর্ব্বতমধ্যে তুমি সুমেরু, দেবর্ষিগণের মধ্যে তুমি নারদ, দৈত্যগণের মধ্যে তুমি জ্ঞানবান্ ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ, সর্পকুলমধ্যে তুমি বাসুকি, গুহক মধ্যে তুমি কুবের, জলচরদিগের মধ্যে তুমি বরুণ, নদীমধ্যে তুমি ত্রিপথ গামিনী গঙ্গা, তুমি সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত। তোমা হইতেই এই বিশ্ব সম্ভূত হইয়াছে, তোমাতেই

আবার সমস্তই লীন হইয়া যাইবে। তুমি এবং আমি আমরা উভয়েই সর্ব্বত্রগামী, হে দেব! হে জগৎপতে! তোমার ও আমার কি শব্দগত, কি অর্থগত, কিছুতেই কিঞ্চিন্মাত্র পার্থক্য নাই। ইহলোক তোমার যে সকল নাম প্রথিত আছে, আমিও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকি; তোমার উপাসনাই আমার উপাসনা, তোমার বিদ্বেষই আমার বিদ্বেষ। যাহা হইতে তোমার বিস্তার, তাহা হইতে আমিও বিস্তৃতিলাভ করিয়া ভূপতি হইয়াছি। হে দেব! জগতে তোমা বিরহিত হইয়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, যাহা সম্প্রতি বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, তৎসমুদায়ই তুমি, আর কিছুই নহে। হে প্রভো! দেবগণ স্ব স্ব গুণ দ্বারা তোমাকে সতত স্তব করে। তুমি ঋক্, তুমি যজু এবং তুমিই সামবেদ। দেব! আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি ভূতভাবন, তুমিই সকলের আত্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মাধব, তুমি কেশব, তুমি দেব, সমস্তই তুমি। হে সর্ব্বাত্ম! হে হরে! হে পুরনাভ! হে ঈশ্বর! তোমাকে আমি নমস্কার করি এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বন্দনা করি।

২৭৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাদেব দেবপতি বিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া মুনিগণকে কহিলেন, হে পরমভক্ত ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সকলেই ইহাকে সন্দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছ। জানিবে ইনিই এ জগতে পরম পদার্থ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু ত্রিলোকমধ্যে আর কিছু নাই। ইনিই তোমাদের তপস্যা, ইনিই তোমাদের সর্ব্বদা ধ্যেয়, ইনিই তোমাদের পরম শ্রেয়, ইনিই তোমাদের পরম ধন, ইনিই তোমাদের মানবজন্মের কার্য্য, ইনিই তোমাদের তপস্যার ফল, ইনিই তোমাদের পুণ্যনিলয়, ইনিই তোমাদের সনাতন ধর্ম্ম, ইনিই তোমাদের মোক্ষদাতা, ইনিই তোমাদের মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইনিই সাক্ষাৎ পুণ্যদাতা, ইনি তোমাদের কর্ম্মফল; ব্রহ্মবাদী বিদ্বানগণ ইহাকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন; ইনিই বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য, ইনিই ব্রহ্মবিদগণের সতত প্রার্থনীয়; সাংখ্য যোগাবলম্বীরা ইহাঁকেই সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন; একমাত্র এই হরিই সত্ত্বগুণাবলম্বী তোমাদের চিন্তনীয় পদার্থ; এই জগতে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব আর কেহই নাই। হে বিপ্রগণ! তোমরা সতত ওঁম্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া এই কেশবকে ধ্যান কর। তাহা হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ধ্যান করিলেই ইনি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, প্রসন্ন হইলেই অতি দৃঢ় সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে। যদি তোমরা হরিকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বদা ইহাকে ধ্যান কর। ইনিই সংসার-বিভবের ধ্বংসকর্ত্তা, ইনি তোমাদের গুরু; অতএব ত্রিগুণাত্মক বিষ্ণুকে স্মরণ কর, পাঠ কর, যত্নপূর্ব্বক মনঃসংযম কর। হে তপোধনগণ! চিত্তশুদ্ধি হইলেই বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া থাকেন। আমাকে ধ্যান করিলেও কেশবকে জানিতে পারিবে। কেশবের উপাসনা করিলেও আমার উপাসনা করা হয়। হে বিপ্রগণ! অদ্য আমি তোমাদিগকে এই উপায় বলিয়া দিলাম; ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবে না।

মহারাজ! ভগবান মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুণ্যশীল মুনিগণ সমস্ত উপদেশ যথাবৎ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের সংশয়েরও বিনাশ হইল। তখন তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেব! অদ্য আপনার প্রসাদে আমাদের সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইল; আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহাও আমরা সম্যক্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অদ্য আমরা যে জন্য এখানে আগমন করিয়াছিলাম, আপনাদের উভয়ের সমাগমে আমাদের সে সমুদায় মোহন্ধকার একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। হে দেবেশ! আপনি যাহা বলিলেন, এ সমস্তই আমাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃসাধন তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব এখন হইতে আপনার উপদেশানুরূপ হরিবিষয়ে যত্ন করিব। এই কথা বলিয়া মুনিগণ পরম প্রীতমনে হরিকে প্রণাম করিলেন।

২৮০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ভগবান্ রুদ্রদেব অর্থযুক্ত শ্রুতিসমন্বিত বাক্যবিন্যাস দ্বারা বিশ্বপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন। মুনি তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন; মহেশ্বর কহিলেন, হে ভগবান্! বাসুদেব! যাহার মরীচিমালায় এই সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, তুমি সেই সূর্য্যস্বরূপ, তোমাকে বারংবার নমস্কার। যিনি সুশীতল কিরণ বিতরণ করিয়া এই ত্রিলোকের তাপ হরণ করিতেছেন, তুমি সেই শীতাংশুরূপী বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার। যিনি বিশ্বাত্মা, ভূতভাবন রূপে সমস্ত জীবগণকে জীবিত রাখিতেছেন, হে দেব! তুমি সেই সর্ব্বাত্মা বায়ুস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। যিনি সতত হস্ত দ্বারা কুশ চীরাদি এবং বেদচতুষ্টয় ধারণ করিতেছেন, তুমি সেই ব্রহ্মা, তোমাকে নমস্কার। যে বিশ্বদর্শী ভগবান প্রলয়কালে ক্রোধাত্মা ও বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত লোক সংহার করেন, তুমি সেই রুদ্ররূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টিকালে সমস্ত জীবগণকে প্রাণ দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, কিন্তু তুমি অজ অর্থাৎ তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। তুমি সেই বিশ্বস্রষ্টা বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেবেশ! সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র তুমিই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছ, অতএব তুমিই প্রধান, তোমাকে বারংবার নমস্কার। হে হরে! তুমি এই পৃথিবীতে প্রাণিগণের সম্বন্ধে গন্ধরূপে বিদ্যমান রহিয়া, অতএব হে গন্ধাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রাণিগণের সুখের নিমিত্ত সর্ব্বত্র রসরূপে অবস্থান করিতেছ ; অতএব হে বিশ্বরূপ! হে রসাত্মন! তোমাকে নমস্কার। যিনি তেজোবলে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন, যিনি পরম দয়ালু, যিনি সতত ভূতগণের হিতানুষ্ঠানে রত, সেই ভাস্বররূপী জগন্নাথ তোমাকে নমস্কার। যে বায়ুতে সুখদুঃখকর শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ গুণ বিদ্যমান আছে, সেই স্পর্শাত্মা বায়ুরূপ হরি তোমাকে নমস্কার। সকলের কর্ণবিবর-প্রবিষ্ট যে শব্দ গুণ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে সেই শব্দাত্মা বিষ্ণু তোমাকে নমস্কার। যিনি মায়া বলে মানুষ দেহ ধারণ করিয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তুমি সেই মায়াবী দেব, তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি আদি বীজ, তুমি নির্গুণ অথচ গুণাত্মা, তুমি অচিন্ত্য, তুমি সুচিন্ত্য, তুমি চিন্তাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি হর, তুমি হরিরূপী, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ব্রহ্মপদ দাতা, তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি ব্রহ্মাত্মা তোমাকে নমস্কার।

তুমি সহস্রশীর্ষ, তুমি সহস্রকিরণ, তুমি সহস্রবক্ত্র, তুমি সহস্রনয়ন, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বকর্ত্তা, তুমি বিশ্বরূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতাবাস, তুমি ইন্দ্রিয়, তুমি পূজ্য, তুমি বিষয় তোমাকে নমস্কার। তুমি অশ্বশিরা, তুমি বেদের আভরণ, তুমি অগ্নি, অগ্নিপতি, তুমি জ্যোতিঃপতি, তুমি সূর্য্য, তুমি সূর্য্যবপু, তুমি তেজঃপতি, তুমি সোম, তুমি সৌম্য, তুমি শীতাত্মা, তুমি বষট্কার, তুমি স্বাহা ও স্বধারূপী, তুমি যজ্ঞ, তুমি হব্য, তুমি হব্যসংস্কারক, তুমি স্রুব, তুমি পাত্র, তুমি প্রধান যজ্ঞাঙ্গ, তুমি প্রণবদেহ, তুমি ক্ষর, তুমি অক্ষর, তুমি বেদ, তুমি বেদরূপী, তুমি শাস্ত্র, তুমি শাস্ত্ররূপী, তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী, তুমি শূলপাণি, তুমি চর্ম্মধারী, তুমি নিত্যবরদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধপ্রিয়, বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ, তুমি সুখস্বরূপ, তুমি হরি, তুমি বিষ্ণু, তুমি সর্ব্বাত্মা। অতএব হে গুরো। তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বলোকেশ! হে সর্ব্ববক্ত্র! হে স্বভাব শুদ্ধ! হে যজ্ঞবরাহ! হে বিভো! হে হরে! তোমাকে বারম্বার নমস্কার। হে জনার্দ্দন! তুমি দেব, তুমি বাসুদেব, তুমি ধীমা, তুমি কৃষ্ণ, তুমি সর্ব্ব তুমি সর্ব্ববাস তোমাকে আবার নমস্কার। তুমি সর্ব্বলোক পরিত্রাণ কর।

এইরূপে ভূতপতি মহাদেব নারায়ণের স্তব করিয়া মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা এই সৎকৃত স্তোত্র পাঠ করিয়া জনার্দ্দনকে লাভ করিতে পারিবে। সেই সর্ব্বভূতের শরণ্য তোমাদিগের শ্রেয়ো বিধান করিবেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই পাপবিমোচন স্তব ধারণ অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিবেন, হরি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহার মঙ্গল বিধান করি বেন তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। অতএব হে মুনিগণ! যদি তোমাদের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির অভিলাষ হয় তবে ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অবশ্য ভক্তবৎসল কেশবকে ধ্যান কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ রুদ্রদেব ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত সগণে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মুনিগণ সেই নারায়ণ হরিকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া সকলেই পরম নির্বৃত্তি লাভ করিলেন, সকলেই বিস্মিত, সকলেই কৃতার্থ হইলেন। এদিকে লোকপালগণও বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আলয়াভিমুখে সগণে প্রস্থান করিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু সায়ংকালে শঙ্খ, চক্র, গদা, শঙ্গা, শরাসন তূণ ও তলত্র ধারণপূর্ব্বক পক্ষীন্দ্র গরুড়োপরি আসীন হইয়া সেই মুনিজন নিষেবিত বদরিকাবনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক শুভাসনে আসীন হইলেন। মুনিগণও যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

২৮১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে অসামান্য বলবান সাহসী যোদ্ধা নৃপবর পৌণ্ড্র স্বীয় বিপুলবিক্রম ও বলমদে মত্ত হইয়া যাদবশত্রু ও ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। সে একদা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাজন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, নৃপগণ! আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি, প্রধান প্রধান নৃপতি মাত্রেই আমার নিকট পরাভূত হইয়া আমারই শাসনাধীন হইয়াছেন। কেবল একমাত্র বৃষ্ণি বংশীয়গণ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বলোন্মত্ত ও বিষম গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা আমার শত্রুতা করে

এরূপ লোক জগতে আর কেহ নাই, সকলেই আমায় কর প্রদান করিবে। একমাত্র কৃষ্ণ চক্রবলে মত্ত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। আমি শঙ্খ চক্র গদাধারী, আমার শার্ঙ্গ শরাসন, শর ও তূণীর আছে, আমার মত সহায় আর কাহার নাই, এই মনে করিয়া তাহার অহঙ্কারের সীমা নাই। এই জগতে বাসুদেব বলিয়া যে আমার বিখ্যাত নাম ছিল, গোপতনয় মদবলে গর্ব্বিত হইয়া সে নামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে, আমারও মহাঘোর সহস্র ধার অতি নিশিত সুদর্শ নামে যে চক্র আছে তাতে তাহার চক্রের গন্ধ খর্ব্ব করিতে পারে। আমারও ঘোর নিস্বন দিব্য শাঙ্গ নামে মহাধনু আছে, এই আমার অতি দুর্ভেদ্য কৌমোদকী নাম্নী মহতী গদা, এই আমার নন্দকনামে সুদৃঢ় বিপুল খড়্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই খড়্গ সহায় করিয়া আমি কালান্তক যমকেও লক্ষ্য করি না, তাহার খড়্গাচ্ছেদ করিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব আমিও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, আমিও শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী, আমিও তনুত্রবান সুতরাং আমি সমরাঙ্গণে কৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পরাভব করিব, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। হে রাজন্যগণ! এখন হইতে তোমরা আমাকেই শঙ্খী, চক্রী, গদা ও শাঙ্গ ধনুর্দ্ধারী বীর বাসুদেব বলিয়া আহ্বান করিবে। আর সেই গোপদায়ক যদুনন্দনকে ঐ সকল নামে উল্লেখ করিবে না। অদ্য আমি আমার পরমবন্ধু মহাত্মা নরকাসুরের নিধনকারী সেই গোপবালককে নিহত করিয়া একাকী মাত্র বাসুদেব নামে পরিচিত হইব। যদি কেহ আমাকে ঐ নামে আহ্বান না কর, তবে নিশ্চয় জানিবে আমি তোমাদিগকে স্বর্ণনিষ্ক ও ধান্য প্রভৃতির শত শত ভারদণ্ড করিব।

মহারাজ! যাহা মনে করিলেও অসহ্য হইয়া উঠে, মহীপতি পৌণ্ড্র সভাস্থলে সেইরূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, যাঁহারা কেশবের বলবীর্য্য বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিলেন, সেই সমস্ত বীর্য্যবান নরপতিগণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ হাঁ তাহাই হইবে বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা মদোন্মত হইয়া কহিতে লাগিল, কেশবকে জয় করিবে তাহার কথা কি?

২৮২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সর্ব্বলোকাভিজ্ঞ মুনিবর দেবর্ষি নারদ কৈলাস পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পৌণ্ড্র নগরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল; মহর্ষি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্রক মহীপতি মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান এবং অত্যুৎকৃষ্ট বসনাবৃত শুভ্র আসন প্রদান করিলে মুনিবর তদুপরি সমাসীন হইলেন। তখন বলগর্ব্বিত পৌণ্ড্র কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঋষিবর! আপনি সকল কার্য্য ও সকল বিষয়েই অতি সুপণ্ডিত। দেবগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মহাত্মগণ ইহাঁরা সকলেই আপনাকে জানেন; আপনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। আপনি অবাধে সকল সময় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন; সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার অগম্য স্থান নাই, অতএব বলুন দেখি, আপনি যেখানে যেখানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে লোক আমাকে তপঃসিদ্ধ

লোকবিখ্যাত বীর্য্যবান্ পৌণ্ড্র মহীপতি বাসুদেব বলিয়া বিদিত আছে কি না? আমি কি শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ খগড় তূণীরধারী ও তলত্রবান্ বলিয়া বিখ্যাত নহি? আমি কি সমস্ত রাজ সিংহের বিজেতা, সর্ব্বদা সকলের দাতা, সমুদায় রাজ্যের ভোক্তা ও পাতা নহি? আপনি জানেন আমি সমস্ত বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শত্রুসৈন্যমধ্যে আমাকে জয় করিতে পারে, এরূপ জগতে আর কেহ নাই। আমি কি আত্মীয় স্বজনগণের রক্ষা কর্ত্তা নহি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শুনিতে পাই সেই গোপদারক না কি আমার বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছে; আমার নাম ধারণ করিতে পারে এরূপ শক্তি তাহার কি আছে? তাহার কি আমার ন্যায় বল আছে, কি বীর্য্যই আছে? কিছুই নাই। সে কেবল বৃথা বাল্যকাল হইতে আমার নাম ধারণ করিতেছে। হে বিপ্রেন্দ্র! ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন এই জগতে আমিই এক বাসুদেব। সেই যদুপতি কৃষ্ণ যতই বলবান হউক কেন তাহারে পরাস্ত, বৃষ্ণিগণকে অপবাহিত করিয়া দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিব। হে মহামতে! এই যে সমস্ত রাজনগণকে দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই আমার বশীভূত ও অনুগত। অতি দ্রুতগামী বহুতর অশ্ব, বায়ুবেগশালী রথ সমুদায়, সহস্র উষ্ট্র এবং দশ সহস্র মত্তহস্তী আমার বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত সৈন্য সহায় করিয়া রণস্থলে কেশবকে নিশ্চয়ই নিহত করিব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে ব্রহ্মন্! নারদ! সম্প্রতি আপনি আমার এবং ইন্দ্রপুরী মধ্যে সংবাদ প্রচার করুন, আপনাকে নমস্কার।

নারদ কহিলেন, রাজন! যতদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আছে তাহার সর্ব্বত্র আমি গমনা গমন করিয়া থাকি। কুত্রাপি কোন কার্য্যে আমার গতি প্রতিরোধ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। কিন্তু আমি বলিতে পারিতেছি না যে সেই দেব চক্রপাণি জনার্দ্দন সমস্ত দুষ্টগণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া যখন স্বয়ং পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন আর কোন ব্যক্তি তাহার সমকক্ষ হইয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিতে পারিবে । কোন ব্যক্তিই বা এরূপ বাক্য প্রয়োগে সাহসী হইবে? তবে মূঢ় প্রাকৃত লোকেরাই অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ কদাচিৎ এরূপ বলিলেও বলিতে পারে। তিনি অচিন্ত্য পরাক্রম, তিনি শার্ঙ্গধান্বা, তিনি গদাধর, তিনি আদিদেব, তিনি পুরাণপুরুষ, তিনিই তোমার এ দর্প চূর্ণ করিবেন। তোমার যে শার্ঙ্গ ধনু ও খড়্গের কথা বলিতেছ উহা দ্বারা তুমি কখনই তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিতে পারিবে না; আমার বোধ হইতেছে এবারে তোমার উপহাসাস্পদ হইবারই কাল উপস্থিত হইয়াছে।

২৮৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিলে মদবলগর্ব্বিত মহারাজ পৌণ্ড্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজ্যগণের সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বিপ্রর্ষে! আমি আপনাকে কি বলিব, আমি আপনাদের সকলেরই রাজা, আপনারা ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা শাপ প্রদানে বিলক্ষণ পটু সেই জন্যই ভয় করি; নতুবা আমার বাসনা যে, আপনি এক্ষণে অভিলষিত প্রদেশে গমন করেন। নৃপবর পৌণ্ড্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে মহর্ষি নারদ তাহার বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আকাশ পথে কৃষ্ণোদ্দেশে গমন করিলেন। অবিলম্বে

বদরিকারণ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং পৌণ্ড্র মহীপতি যাহা যাহা বলিয়া ছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। ভগবান বিষ্ণু নারদমুখে ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নারদ! তাহার যাহা ইচ্ছা বলুক, আমি কল্য তাহার দর্প চূর্ণ করিতেছি; এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

এদিকে সত্য প্রতিজ্ঞ মহাবাহু পৌণ্ড্র অসংখ্য অশ্ব, বহু সহস্র গজ, সহস্র সহস্র পদাতিসৈন্য সমভিব্যাহারে কোটি কোটি অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। একলব্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গও বহুশত সহস্র পদাতিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাহার সহচারী হইলেন। তাহাদিগের সমভিব্যাহারে অষ্ট সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী, অর্ব্বুদ পরিমিত পদাতি সুসজ্জিত হইল। মহারাজ! সেই নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্র এই সমস্ত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নবোদিত দিনকরের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল শোভা ধারণ করিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিল। রজনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সুতরাং সৈন্য সমুদায় আলোক হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। রাজগণ অত্যুচ্চ অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলেরই রথ পট্টিশ, অসি, গদা, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, ধ্বজা পতাকা সমুদায় চতুর্দ্দিকে; উড্ডীন হইতেছে, কিঙ্কিণীজালে রথ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই ধনুর্ব্বাণধারী অসিপ্রাসসংযুক্ত গদাসঙ্কুল সৈন্যগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন দিগ্‌দাহ প্রবৃত্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, যেন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সমুদিত হইয়াছে। এইরূপে অসামান্য বলবীর্য্যশালী মহাদ্যুতি পৌণ্ড্র আলোকহস্ত সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া জগৎপতি কৃষ্ণ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের বিনাশবাসনায় পুরদ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে যত্নপূর্ব্বক শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমস্ত সহচারী রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, নৃপতিগণ! তোমরা এক্ষণে আমার নাম উচ্চারণ করিয়া ভেরীবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ঘোষণা কর যে, 'অতিবীর্য্য মহারাজ পৌণ্ড্রক কৃষ্ণবাহুবলাশ্রিত তোমাদিগের বিনাশ কামনায় আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে হয় যুদ্ধ কর নতুবা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। এই কথা বলিবামাত্র যাদবগণকে জানাইবার নিমিত্ত সকলে অগ্রসর হইল, সহস্র সহস্র আলোক প্রজ্বলিত করিয়া রাজবর্গ ও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ লালসায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সিংহনাদপূর্ব্বক পুরদ্বারে উপস্থিত হইল এবং ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে কহিতে লাগিল কোথায় এখন বৃষ্ণিবংশাগ্রগণ্য জগৎপতি মহাবীর সাত্যকি? কোথায় বা হার্দ্দিক্য? কোথায় সে যাদবদত্তম বলভদ্র? আইস যুদ্ধ প্রদান কর। এইরূপে সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া পর্য্যটন করিতে লাগিল।

২৮৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর যাদবগণ সেই রাত্রিকালে ঘোরতর অস্ত্রশস্ত্রসমাকুল মহাবায়ু সমুদ্ধত প্রলয়কালীন সাগরের ন্যায় সৈন্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া ঘোর বিপদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে আলোকমালা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সাত্যকি, বলভদ্র,

হার্দ্দিক্য, নিশঠ, মহাবুদ্ধি উদ্ধব, মহাবল উগ্রসেন প্রভৃতি সমস্ত যাদবগণ এবং অন্যান্য সমরপারদর্শী বীরগণ কবচ ধারণ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইলেন। অনন্তর রথী সাদী নিষাদী প্রভৃতি মহাত্মা পুরুষসিংহ ধনুর্দ্ধারিগণ চতুর্দ্দিকে দীপালোকে বেষ্টিত হইয়া কোথায় পৌণ্ড্রক কোথায় পৌণ্ড্রক এই কথা বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। দীপালোকে সমস্ত স্থানের ঘোরতিমির বিদূরিত হইল। অনন্তর শত্রুগণের সহিত বৃষ্ণি বংশীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। লোম হর্ষণ ভীষণ শব্দে সমুদায় স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল; তখন অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, রথে রথে, সাদীতে সাদীতে, খড়্গাধারীতে খড়্গাধারীতে, গদাধারীতে গদাধারীতে, তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাত্মা যোদ্ধৃগণের ভীষণ শব্দে বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের শব্দই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ উহারা বেগে আসিয়া আমাদিগকে প্রহার করিল। ঐ এক জন বিশালবাহু খড়্গাধারী বীর্য্যবান পুরুষ এইদিকে আসিতেছে; ইহার হস্তে ভীষণ শর রহিয়াছে। ইহার গদাপ্রহারে আমরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলাম। ইনি রথী, ইনি ধনুর্ব্বাণ হস্ত, ইনি গদা পাণি, ইনি তূণীরধারী, ইনি কবচধারী, ইনি পট্টিশ ধারী, ইনি কুন্তপাণি হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন। এই বিশাল বিষাণশালী মাতঙ্গ সর্ব্বত্র সকলের প্রতি ধাবমান হইতেছে; এই শৌর্য্যশালী মহাবীর বায়ুবেগে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেছে এবং শর দ্বারা শর, দণ্ড দ্বারা দণ্ড কুন্ত দ্বারা কুন্ত, পরিঘ দ্বারা পরিঘ বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৈন্যগণের মধ্যে এইরূপ মহাকোলাহল আরম্ভ হইল।

মহারাজ! এইরূপে যেমন ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে তুমুল শব্দও সমুত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিকটাকার অসংখ্য ভূতগণ বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক কঠোর স্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একে গভীর রাত্রি, তাহাতে আবার ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে রণস্থলে কি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল তাহা আর বক্তব্য নহে। নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। কেহ বা আলুলায়িত কেশে রণপতিত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কেহ বা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে করিয়াই ভূতলে নিপতিত হইলেন; সহস্র সহস্র বীর মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া রণশায়ী হইলেন। ফলতঃ সেই ভীষণ সমরাঙ্গণে পরস্পর পরস্পরের বধবাসনা করিয়া যেরূপ শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহাতে আর কেহই অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না; অনেকেই গতাসু হইয়া যমরাজ্য বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কালান্তক যমোপম নিষাদপতি এ লব্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে শর বর্ষণে ব্যথিত করিতে লাগিল। সে প্রথমতঃ নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি শরে নিশঠকে আহত করিয়া পরে দশবাণে সারণকে, পাঁচবাণে হার্দ্দিক্যকে, নবতি শরে উগ্রসেনকে, সপ্তবাণে বসুদেবকে, দশবাণে উদ্ধবকে, পঞ্চবাণে অক্রূরকে বিদ্ধ করিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণকে নিশিত শর প্রহারে ব্যথিত ও যাদবী সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, এই অসামান্য বলবীর্য্যশালী আমি একলব্য আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাবল সাত্যকি তুমি এখন আর কোথায় যাইবে? মদমত্ত গদাপাণি

হলধরই বা এখন কোথায়? এই কথা বলিয়া এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল যে সেই শব্দ শ্রবণে যেন সিংহও বিস্মিত হইয়া উঠিল।

২৮৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎকালে হতাবশিষ্ট যাদব সৈন্যগণ ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে দীপ সমুদায় নির্ব্বাণ হইল। একেবারে চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। তখন মহীপতি পৌণ্ড্রক যাদবগণকে পরাস্ত করিলাম মনে করিয়া স্বীয় সেনাপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে রাজেন্দ্রগণ! তোমরা টঙ্ক, কুন্ত, কুঠার প্রভৃতি পাষাণবিদারক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া শীঘ্র পুরীর চতুর্দ্দিকে গমন কর এবং অবিলম্বে চতুর্দ্দিকের প্রাচীরসমুদায় ও প্রাসাদশ্রেণী ভেদ কর। অনন্তর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় কন্যা, দাসী এবং উৎকৃষ্ট রত্ন ও ধন সমুদায় গ্রহণ কর।

এই কথা বলিবামাত্র সামন্তগণ তৎক্ষণাৎ কুঠারাদি অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুরীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল এবং পৌণ্ড্রকের আদেশানুরূপ প্রাচীর ও অট্টালিকা সকল বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে টঙ্কাঘাতের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বদ্বারের প্রাচীর সমুদায় ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিল। তখন সাত্যকি সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যাদবেশ্বর কেশব আমার হস্তে পুরী রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া ভগবান্ মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাস শিখরে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমারই পুরী রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর সুদৃঢ় বর্ম্মপরিধান এবং অঙ্গদ, কুণ্ডল, তূণ, আশীবিষতুল্য শর, প্রকাণ্ড ধনু ও অসি ধারণপূর্ব্বক পুত্র সংস্কৃত দারুকানীত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। পুনর্ব্বার দীপসমুদায় প্রজ্বলিত হইল। তখন মহাবীর্য্য বলদেবও এক অতি ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বাসনায় গদা ও শাণিত শর গ্রহণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় যাদবসত্তম মহাবল উদ্ধব অভিমত গজে আরোহণপূর্ব্বক রণবিষয়ক নীতি সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে ঘোররবে গমন করিলেন। অন্যান্য হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বৃষ্ণিগণও সকলে সমবেত হইয়া কেহ রথে, কেহ গজে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ দীপিকালোক বিভাসিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে সকলে সমবেত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলে ধনুর্ব্বাণ গদা ও তূণীরধারী মহাবীর সাত্যকি শরাসনে মহাশর বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিয়া আকর্ণপূর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রেই প্রাচীর বিদারণ প্রবৃত্ত নরসত্তম নৃপতিগণ পরাভূত হইয়া পৌণ্ড্রক সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ সর্পভোগ তুল্য এক নিশিত শর শরাসনে সন্ধান করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই আমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি,এখন কোথায় তোমাদের সেই মহাবুদ্ধি রাজসত্তম পৌণ্ড্রক? আমি কেশবভৃত্য, দুরাত্মা নৃপাধম পৌণ্ড্রকে নিধন করিবার বাসনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি এক্ষণে একবার দেখিতে পাইলেই তাহাকে বিনাশ করিব। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে

তাহার মস্তক ছেদন করিয়া অদ্য আমি গৃধ্র ও কুক্কুরগণকে বলি প্রদান করিব। এই রাত্রিকালে মহাত্মা যাদবগণ নিদ্রিত সকলেই এই সময় কোন মহীপতি চৌরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়? অতএব দুরাত্মা পৌণ্ড্রক কদাচ রাজবলসম্পন্ন নহে, এ এক জন সম্পূর্ণ চৌর। যদি উহার সামর্থ্য থাকিত তবে ঐ নৃপাধম কখন এরূপ চৌর্য্য অবলম্বন করিত না। এইরূপ চৌর্য্যাসক্ত রাজার আবার বাহুবল কি? এই ত্রিলোক মধ্যে আমিত তাহার গমনের স্থান দেখিতে পাই না। এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে শর যোজনা করিলেন।

ধীমান্ সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি পৌণ্ড্রক কহিল, সেই স্ত্রী হন্তা পশুহন্তা কর্ত্তাভিমানী গোপালক তোমার কৃষ্ণ এখন কোথায়? সে এখন আমার বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়া কোথায় অবস্থান করিতেছে। সে আমার প্রিয়সখা নরকাসুরের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে; আমি এইযুদ্ধে তাহাকেই নিপাত করিলে প্রস্থান করিব। আমার সহিত যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নহে; তুমি যথা ইচ্ছা পলায়ন কর। অথবা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর তাহা হইলেই আমার বল দেখিতে পাইবে। আমার এই অসামান্যশরে এখনই তোমার শিরশ্ছেদন করিতেছি, তুমি নিহত হইলে দেবী পৃথিবী তোমার শোণিত পান করিয়া প্রীত হইবেন, তোমার সেই গোপদারকও এখনই শুনিবে, যে, সাত্যকি নিহত হইয়াছে। শুনিতে পাই তুমি তাহার সহায় বলিয়া নাকি বড়ই সে গর্ব্ব করিয়া থাকে, সে গর্ব্ব আর থাকিতেছে না, এখনই উহা ধংস হইবে। হে সূক্ষ্মবুদ্ধে! শুনিলাম সেই গোপদারক তোমার উপর নগর রক্ষার ভারার্পণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছে। যদি সামর্থ্য থাকে তবে বাণ গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পৌতুক ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

২৮৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বৃষ্ণিপুঙ্গব সাত্যকি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাসুদেবকে স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, রে দুরাত্মন! বাসুদেবের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে এমন নৃপাধম জগতে কে আছে? যাহার জীবনেচ্ছা আছে সে কখন জগৎপতি কৃষ্ণের প্রতি এরূপ বাক্যবিন্যাস করিতে কদাচ সমর্থ নহে। মৃত্যু তোকে নিতান্তই আক্রমণ করিয়াছে সেই জন্যই এরূপ বাক্য বলিতে সাহসী হইয়াছিস। এখনই তোর জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌণ্ড্রক! আর তোর রক্ষা নাই। এখনি আমি তোর মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিব। যাবৎ তোর মস্তক দেহ হইতে নিপতিত না হইতেছে, তাবৎ তোর বাসুদেব নাম বিদ্যমান থাকিবে। যিনি সর্ব্ব জগতের নাথ, যিনি সকলের প্রভু, যিনি সর্ব্বত্রগামী, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই কল্য অদ্বিতীয় বাসুদেব নাম গ্রহণ করিবেন। যদি সম্প্রতি ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং সমুপস্থিত নহেন তাহা হইলে আমিই তোর মস্তক পাতিত করিতেছি। অতঃপর আর তোকে বীর্য্যবত্তা দেখাইতে হইবে না। যাবৎ আমার হাতে প্রাণ হারাইতে না হয় তাবৎ কাল যাহা কিছু অস্ত্রবীর্য্য ও বল বিক্রম থাকে প্রকাশ করিয়া লও। এই আমি ধনুর্ব্বাণ, গদা ও খড়্গ ধারণ করিয়া তোর নিধনার্থ উপস্থিত হইয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি আর তোকে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে না। আজ তোকে দেখিতে পাইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি এখনি তোর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরদিগকে বলি প্রদান করিব।

মহারাজ! এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি শরাসনে শর সন্ধান ও আকর্ণপূর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই শাণিতশরে বিদ্ধ হইবামাত্র প্রতাপশালী বাসুদেব তৎক্ষণাৎ সন্নতপর্ব্ব দশশরে সাত্যকিকে ব্যথিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর সাক্ষাৎ অন্তক সদৃশ শাণিত নারাচাস্ত্র শরাসনে যোজনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিল। ঐ নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্র মহাবেগে সাত্যকির ললাটদেশে বিদ্ধ হইল; সাত্যকি সেই আঘাতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে প্রতিপক্ষগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অতঃপর রাজা পৌণ্ড্র দশবাণে সাত্যকির সারথি এবং পঞ্চবিংশতি বাণে ঘোটক চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিল। সারথি ও অশ্বগণ রুধিরাক্ত কলেবরে সেই বাসুদেবের সমক্ষেই নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে বাসুদেবও স্বকীয় রথোপরি আসীন হইয়া বিষম সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সেই সিংহনাদেই সাত্যকি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তখন তিনি স্বীয় সারথি ও অশ্বগণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্! আর তোকে বীর্য্যবত্তা দেখাইতে হইবে না, এখনই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই কথা বলিয়া বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন; সেই প্রহারেই বাসুদেব ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার বক্ষঃস্থল হইতে অত্যুষ্ণ রুধিরধারা অনবরত বিশ্রুত হইতে লাগিল। অবিলম্বেই শ্বসৎ ফণীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রথোপরি অবসন্ন হইয়া পতিত হইল। তখন আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

জ্ঞান মাত্র রহিল না। তখন সাত্যকি দশবাণে বাসুদেবের রথবিদ্ধ করিয়া এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার ধ্বজচ্ছেদ করিলেন।

অনন্তর বাণপ্রহারে অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া সারথির মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই আবার দশবাণে রথচক্র সমুদায় তিল প্রমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল সাত্যকি ঘোর চীৎকার করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গের সমক্ষে সপ্ততিসংখ্যক বাণ প্রয়োগে বাসুদেবকে নিপীড়িত করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র শলভাকারে বা দেবের মস্তকে, পার্শ্বদেশে, পৃষ্ঠে ও সম্মুখে পতিত হইতে লাগিল। সেই তৃষার্ত্ত শরবিদ্ধ বাসুদেব অসাধারণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নির্ধন মনস্বীর ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবল বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিল। সাত্যকি সেই শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সপ্তবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচশরে তাহার ধনুচ্ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বাসুদেবও তৎক্ষণাৎ ছিন্নধনু পরিত্যাগ ও গদাগ্রহণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে করিতে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মহাবেগে সাত্যকির বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। যদুনন্দন সেই গদা বাম হস্তে ধারণ করিয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বাসুদেব অবিলম্বে দশ শক্তি অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গদা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্বারা প্রহার করিতে প্রবৃত হইলেন।

২৮৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর গদাপাণি বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র গদাঘাতে বাসুদেবকে ব্যথিত করিলেন। বল দর্পিত বাসুদেবও সাত্যকির প্রতি গদাপ্রহার করিতে লাগিল। উভয়ে যখন গদা সমুদ্যত করিয়া পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন বনমধ্যে দর্পিত সিংহদ্বয় পরস্পরের বধ বাসনায় ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বাম মণ্ডল আশ্রয় করিলেন। বাসুদেবও তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়ে উভয়ের বক্ষঃস্থলে গদাপ্রহার করিল। এইরূপে পৌণ্ড্রক গুরুতর আহত হইয়া জানুপাতিয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বীরবর উত্থিত হইয়া সাত্যকির ললাটদেশে গুরুতর গদাঘাত করিল। সাত্যকি সেই গদা প্রহারে কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই গাত্রোত্থান করিয়া তাহার গাত্রে এক গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বাসুদেব তখন দ্বিতীয় কালান্তক যমের ন্যায় কোপারুণিতনেত্রে তাহাকে পান করিয়াই যেন পুনর্ব্বার বৃষ্ণিনন্দনকে আঘাত করিলেন। এই আঘাতে বৃষ্ণিনন্দন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন, তৎকালে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন আসন্ন মৃত্যুই উপস্থিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় দুইহস্তে দৃঢ়রূপে গদা ধারণ করিয়া তদ্বারা বাসুদেবের লৌহময়ী অতি গুর্ব্বী গদা দ্বিখণ্ড করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

মহা বল বাসুদেব তখন ভগ্ন গদা পরিত্যাগ করিয়া বামহস্তে সাত্যকিকে ধারণ এবং দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে ঘোরতর প্রহার করিল। বৃষ্ণিবীর সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবের উপর তলপ্রহার আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর তলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন জানুতে জানুতে, বাহুতে বাহুতে, মস্তকে মস্তকে, বক্ষে বক্ষে, প্রহার প্রবৃত্ত হইয়া বিলক্ষণ মুষ্টামুষ্টি চলিতে লাগিল। মহারাজ! যেমন সন্নিকৃষ্ট বৃক্ষদ্বয় পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি উত্থিত হইয়া ঘোরতর শব্দ উত্থাপিত করে, তদ্রূপ উভয় বীরের গাত্র ঘর্ষণে ভীষণ শব্দ উদ্গত হইতে লাগিল। একে নিশীথ সময় সমস্ত নিস্তব্ধ, তাহাতে বিখ্যাত বীরদ্বয়ে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উভয় পক্ষীয় সেনাদল উভয়েরই জীবনে সন্দিহান হইতে লাগিল। কেহ মনে করিতে লাগিল, এবারে আর সাত্যকি নিস্তার নাই; কেহ মনে করিতে লাগিল পৌণ্ড্রকই মহাত্মা সাত্যকিহস্তে নিহত হইবে। অথবা উভয়েই যুগপৎ রণ নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নতুবা বীরদ্বয়ের যুদ্ধ যুদ্ধোপরমেয় আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। কি আশ্চর্য্য বীর্য্য, কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য কি চমৎকার বল! বস্তুতঃ ইহারাই প্রকৃত বলশালী, পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরগণে বহুতর সমর হইয়া গিয়াছে কিন্তু এরূপ সংগ্রাম কখন দেখি নাই অথবা শুনিতেও পাই নাই।

মহারাজ! সেই নিশীথ সময়ে এইরূপ ঘোরতর সমর সন্দর্শন করিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যগণ ঐ রূপ নানাকথা কহিতে লাগিল। অনন্তর উভয়েই বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে সাহসা ভূমিতে পতিত হইল। তখন সাত্যকি বাসুদেবের উপর দশ মুষ্টি প্রহার করিলেন। বাসুদেবও সাত্যকিরে পঞ্চমুষ্টি প্রহারে ব্যথিত করিল; তখন উভয়ের চটচটা শব্দে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যেন বিস্মিত ও বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

২৮৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই সময়ে নিষাদপতি একলব্য মহাক্রুদ্ধ হইয়া এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে বলদেবকে আক্রমণ করিল। বলদেব তাহাকে আসিতে দেখিয়া দশ নারাচে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর জগৎপতি দশ বাণে তাহার শাসন ছেদন, অপর বাণে সারথিকে বিনাশ, ত্রিংশৎ বাণে তাহার রথ ভগ্ন করিয়া ভল্লাস্ত্রে রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বীর্য্যবান একলব্য দৃঢ় মৌর্ব্বীযুক্ত দশতাল প্রমাণ এক প্রকাণ্ড ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বলদেবের প্রতি শরক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর্য্য বলদেব সেই শরে বিদ্ধ হইয়া গর্জ্জিত শেষের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দশবাণে পুনরায় তাহার সেই ধনুও মুষ্টিদেশে ছেদন করিলেন। তখন একলব্য ছিন্নধনু পরিত্যাগ করিয়া সত্বর এক প্রকাণ্ড খড়্গা গ্রহণ করিয়া বলদেবকে প্রহার করিল। প্রতাপশালী যদুবীর ঐ খড়্গা গাত্রে পতিত হইবার অর্থেই অতি নিশিত পঞ্চশরে উহা তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন।

তখন নিষাদপতি দ্বিতীয় এক লৌহময় খড়্গা গ্রহণ করিয়া বলদেবের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। এই সময়ে বলদেবও দশবাণে তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর একলব্য ঘণ্টামালা সমাকুল এক ঘোরতর শক্তিগ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের উপর নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল; সেই ঘোরশক্তি বলদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সেই শক্তি ধারণ করিয়া তদ্বারাই তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। নিষাদপতি স্বকীয় শক্তিতে ব্যথিত হইয়া নিতান্ত বিহ্বলহৃদয়ে ভূতলে পতিত হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল এই প্রহারেই তাহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

হে রাজেন্দ্র! এই সময়ে একলব্যের অসংখ্য সৈন্য সামন্তগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল; তন্মধ্যে অষ্টাশীতি সহস্র যোদ্ধা কেহ গদা, কেই খড়্গ, কেহ মহাধনু, কেহ শক্তি, কেহ পরশ্বধ, কেহ পট্টিশ, কেহ শূল, কেহ পরিঘ, কেহ প্রাস, কেহ তোমর, কেহ কুন্ত, কেহ কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া শলভকুল যেমন দীপ্যমান হুতাশনে পতিত হয়, সেইরূপ মহাতেজা পরশুরামের ন্যায় অসামান্য শক্তিমান্ বলদেবের নিকটে দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল; উপস্থিত হইয়া কেহ কুঠার, কেহ কুন্ত, কেহ পরশ্বধ কেহ গদা, কেহ শক্তি দ্বারা বলদেবকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অসামান্য বলশালী হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় হলাস্ত্রে ক্রমে ক্রমে সকলকে আকর্ষণ করিয়া মুষলপ্রহারে নিপীড়িত করিলেন। পার্ব্বতীয় সহস্র সহস্র নিষাদগণ এইরূপে প্রহৃত হইয়া একবারে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট মহাবল নিষাদগণকেও শর প্রহারে নিহত করিয়া বিষম সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর সেই রাত্রিকালে পিশিতাশন ঘোরতর পিশাচগণ সেই সমুদায় শব আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগের শোণিত পান এবং মাংসচ্ছেদন করিয়া ভোজন করিতে লাগিল।

২৮৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ক্রব্যাদগণ সকলে শব পাইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে এরূপ ঘোরতর হাস্য করিতে লাগিল যে, সেই হাস্যে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পিশিতাশন রাক্ষস সকলে বাহু রুধির পান করিয়া শিখাপর্য্যন্ত সমুদায় শবশরীর ভক্ষণপূর্ব্বক মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কাক, বলাক, গৃধ্র, শ্যোন, গোমায়ু প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ ও ইতস্ততঃ মাংস ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে নিষাদপতি একলব্য সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল, চতুর্দ্দিকে পার্ব্বতীয় নিষাদগণ নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইয়াছে। তখন সে মহাক্রোধে গদা গ্রহণপূর্ব্বক বলদেবের প্রতি পুনরায় ধাবমান হইল। সন্নিহিত হইবামাত্র তাঁহার স্কন্ধদেশে এক গদাঘাত করিল। তখন মদমত্ত হলায়ুধও মহাবাহু নিষাদপতির প্রতি অতিবেগে এক গদা প্রহার করিলেন। এইরূপে উভয়ের তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রলয়কালে সমুদায় সাগর উচ্ছসিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়, ইহাদের উভয়ের যুদ্ধেও সেইরূপ গগনস্পর্শী তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। পাতালতলবাসী নাগরাজ বাসুকীপর্য্যন্ত ভিত হইয়া উঠিল। কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ সমস্ত স্থান ঐ শব্দে পূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রণপণ্ডিত মহীপতি পৌণ্ড্রক বৃষ্ণিনন্দন সাত্যকির প্রতি এক গুরুতর

গদাঘাত করিল। মহাবল সাত্যকিও তাহার উপর গদানিক্ষেপ করিয়া প্রতি প্রহার করিলেন। রাজন! এই চারিজন যুদ্ধ স্থলে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ভীষণ শব্দে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুভিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে রণধূলি সমুত্থিত হইয়া গগনাঙ্গণ আচ্ছন্ন করাতে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল একবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ক্রমে ঊষার আবির্ভাব হওয়াতে তমোরাশি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ভগবান্ মরীচিমালী উদয়গিরি শিখরে আসীন হইলেন; তদ্দর্শনে রজনীনাথ ধীরে ধীরে অস্তাচলে অন্তহিত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত দেবাসুরের ন্যায় বীরচতুষ্টয়ের ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল।

২৯০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে জগৎপতি দেবকীনন্দন বদরিকাশ্রম হইতে দ্বারাবতীতে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। অনন্তর মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তথা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অতি বেগে আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যেই ঘোরতর সমরনির্ঘোষ শ্রুত হইতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ শব্দ কোথা হইতে সমুত্থিত হইতেছে? বোধ হয় ইহা আর্য্য সাত্যকিই সংগ্রাম ধ্বনি হইবে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পৌণ্ড্র দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইয়াছে; তাহারই সহিত মহাত্মা যদু ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে এরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃষ্ণিপুঙ্গবগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ভগবান নারায়ণ মহারব পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। সেই শব্দে সাগরকূল পূর্ণ হইয়া উঠিল। উহা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ মনে করিতে লাগিলেন, ইহা নিশ্চয়ই পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ হইবে; ভগবান্ বাসুদেব আসিতেছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। তখন আর তাহাদের ভয়ের লেশমাত্রও রহিল না। পরক্ষণেই তাহারা গরুড়কে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন, যাদবের দেবকীনন্দন তদুপরি আসীন রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র সূতমাগধগণ অগ্রসর হইয়া সেই কমলোচন ভগবান বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিল। যাদবগণ ক্রমে ক্রমে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন মাধব গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে গুরুত্মন্! তুমি পুনরায় স্বর্গে গমন কর। এই বলিয়া গরুড়কে বিদায় দিয়া দারুককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি আমার রথ আনয়ন করুন। আদেশমাত্র দারুক সত্বর রথ আনয়ন করিয়া কহিলেন, ভগবন! রথ প্রস্তুত, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে আমায় আজ্ঞা করুন। এই কথা বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, এদিকে গরুড় প্রস্থান করিলে, কেশব সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যদুনন্দন প্রথমে স্বপক্ষীয় যুদ্ধপ্রবৃত্ত মহাত্মা যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত করিবার মানসে মহাশঙ্খ পাঞ্চ জন্য প্রধ্মাপিত করিলেন।

তখন বাসুদেব পৌণ্ড্র রণসমুৎসুক কৃষ্ণকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সাত্যকিকে পশ্চাদ্বীর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইল। কিন্তু সাত্যকি ক্রোধভরে পৌণ্ড্রকে

নিবারণ করিয়া কহিল, রাজন! তুমি কখনই আমার নিকট হইতে অন্যের নিকট গমন করিতে পাইবে না; ইহা সনাতন ধর্ম্মও নহে। অগ্রে আমাকে জয় করিয়া পশ্চাৎ যথা ইচ্ছা গমন কর। হে বীর গণ্য! তুমিও ত' ক্ষত্রিয়, আমি রণোৎসুক হইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে অন্যত্র গমন করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নহে। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি তোমার রণগর্ব্ব এখনি সংহার করিতেছি। এই কথা বলিয়া সাত্যকি দ্রুতবেগে গমনোদ্যত পৌণ্ড্রের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ সম্মুখে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু পৌণ্ড্র তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিতে করিতে যতদূর সাধ্য পরাক্রমের সহিত তাহার মস্তকে এক গদা প্রহার করিলেন; তদ্দর্শনে ভগবান কৃষ্ণ সাত্যকির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সাত্যকে! ক্ষান্ত হও, যাহা ইচ্ছা তাহাই উহাকে করিতে দেও। এইরূপে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সাত্যকি নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর পৌণ্ড্রক মহীপতি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওহে যাদব! ওহে গোপাল! তুমি এতক্ষণ কোথায় গমন করিয়াছিলে? আমি বাসুদেব, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। আমি বহুবলে সমন্বিত হইয়া আসিয়াছি, তোমাকে সবলে নিহত করিয়া এই মহীতলে আমি একমাত্র বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইব। গোবিন্দ! তোমার নাকি ত্রিভুবন বিখ্যাত সুপ্রভ এক মহৎ চক্র আছে, তাহা অদ্য আমি এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে রণস্থলে চূর্ণ করিব। তুমিই কেবল একাকী শার্ঙ্গ নহ, আমারও শার্ঙ্গশরাসন আছে। আমাকেও শঙ্খ চক্র গদাধর বলিয়া জানিবে। বীর্য্যশালী লোক মাত্রেই আমাকে শঙ্খচক্রগদাধারী বলিয়া জ্ঞাত আছেন। তুমি প্রথমে দুর্ব্বল বালক, বৃদ্ধ, অজ্ঞ ও স্ত্রী প্রভৃতি অনেক সংহার করিয়াছ, গোহত্যাও অনেক করিয়াছ সেইজন্য তোমার গর্ব্বের সীমা নাই। যদি তুমি আমার সম্মুখে ক্ষণকাল অবস্থান কর তাহা হইলে এখনই তোমার সে গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। আর যদি যুদ্ধ করিতে বাসনা হয় তবে অস্ত্র গ্রহণ কর। পৌণ্ড্রক এই কথা বলিয়া বাণ গ্রহণপূর্ব্বক জগৎপতির পার্শ্বদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

তখন ভগবান কৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন! পাতকী প্রভৃতি যাহা কিছু আমাকে বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা তুমি স্বচ্ছন্দে বল। আমি গোঘাতক, বালঘাতক ও স্ত্রীহন্তা এ কথাও সত্য। শঙ্খী, চক্রী, গদী ও শার্ঙ্গী প্রভৃতি নাম সমুদায়ও আমার বৃথা। এক্ষণে তুমিই শঙ্খচক্রগদা ও শার্ঙ্গধর হও। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলিতে অভিলাষ করি যদি ইচ্ছা হয় শ্রবণ কর। আমি জগৎপতি বিদ্যমান থাকিতে বলশালী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ওরূপ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে? তোমার অসুরান্তকর ঘোরতর যে মহৎ চক্র আছে বলিতেছ, তাহাও সত্য, উহা বাক্যে আমার চক্রের তুল্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ বা বীর্য্যতঃ নহে। তোমার অন্যান্য অস্ত্রেও আমার অস্ত্রের শব্দ সাদৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমি একজন গোপও বটে; কিন্তু প্রাণিমাত্রেরই প্রাণদান করাই আমার কার্য্য। সর্ব্বজগতের মধ্যে আমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা আমিই দুষ্টগণের শাস্তা। অতএব হে নৃপাধম। শস্ত্রধারী আমি রণস্থলে বিদ্যমান থাকিতে আমাকে পরাজিত না করিয়া ওরূপ আত্মশ্লাঘার প্রয়োজন কি?

যদি ক্ষমতা থাকে তবে আমাকে বিনাশ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার। এই আমি রথারোহণপূর্ব্বক চক্র, গদা, অসি ও শরাসন ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এক্ষণে তুমিও বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণ করিয়া প্রস্তুত হও। এই কথা বলিয়া ভগবান বিষ্ণু সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

২৯১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রতাপশালী বাসুদেব এক নিশিতশর গ্রহণ করিয়া পৌণ্ড্রকে বিদ্ধ করিলেন। পৌণ্ড্র ও তৎক্ষণাৎ দশ বাণে বৃষ্ণিনন্দন যদুপতিকে বিদ্ধ করিয়া পঞ্চ বিংশতি বাণে দারুককে, দশবাণে অশ্বদিগকে এবং সপ্ততিবাণে পুনরায় বাসুদেবকে ব্যথিত করিল। অনন্তর কেশিসূদন যদুনন্দন মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে বহুক্ষণ হাস্য করিয়া শাশরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে সুতীক্ষ্ণ এক নারাচাস্ত্র সন্ধান করিলেন।

সেই অস্ত্র নিক্ষেপে পৌণ্ড্রের রথধ্বজ ছিন্ন হইল এবং সারথিরও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর আর চার বাণে তাহার অন্য চতুষ্টয়কে নিহত করিয়া রথকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পার্ষ্ণি সারথিদ্বয় হতজীবন হইয়া নিপতিত হইল। রথচক্র খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পৌণ্ড্রক ও কেশব উভয়েই সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইবামাত্র পৌণ্ড্রক এক শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া বাসুদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কেশব সেই খড়্গ শতধা খণ্ডিত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর পৌণ্ড্র কালসদৃশ এক ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে বৃষ্ণিনন্দন কেশবের উপর নিক্ষেপ করিল। জগৎপতি তাহাকেও দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে পৌণ্ড্র মহাঘোর সহস্রার মহাপ্রভ ত্রিংশৎ ভার সমন্বিত লৌহময় অমিত্র হন্তা ভয়ঙ্কর চক্র গ্রহণ করিয়া কেশবকে আহ্বান করিয়া কহিল, হে দর্পকারিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! এই তোমার চক্রবিনাশন নিশিত আমার ভীষণ চক্র দর্শন কর। ইহা দ্বারাই এই সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গের সমক্ষে তোমার দর্প খর্ব্ব করিব। তোমারই জন্য আমি এই অন্য দুরাসদ চক্র প্রস্তুত করিয়াছি। যদি শক্তি থাকে তবে ইহাকে বিদারণ কর। এই কথা বলিয়া মহাবল পোণ্ড্র উহাকে শতঘূর্ণিত করিয়া তথা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক কেশবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। এবং তৎক্ষণাৎ ঘোর শব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভগবান দেবকীনন্দন এই ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পৌণ্ড্রের কি আশ্চর্য্য বীর্য্য কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য; এই কথা বলিয়াই স্বীয় অত্যুৎকৃষ্ট রথে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে পৌণ্ড্রক অন্য এক শিলা গ্রহণ করিয়া কেশবের প্রতি পুনরায় নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ভগবান্ যদুকুলধুরন্ধর হরি তৎক্ষণাৎ উহা ধারণ করিয়া উহা দ্বারাই পৌণ্ড্রকে আহত করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে কেশব কিছু কাল পৌণ্ডের সহিত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে সেই কৃষ্ণাবতার বিষ্ণু যে অস্ত্রে দৈত্য ও দানবকুল একেবারে ধ্বংস করিয়াছেন, যাহা দৈত্যমাংস ও রুধিরে লিপ্তসর্ব্বাঙ্গ হইয়া আছে, যাহার নাম শ্রবণে দৈত্য নারীগণের গর্ভ বিমুক্ত হইয়া যায় দেবগণ কাহাকে আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য মনে করিয়া নিত্য অর্চ্চনা করিতেন, সেই রক্ত

পিপাসু সুবর্ণমণ্ডিত সহায় দৈত্য ভীষণ নিশিত চক্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপমাত্র পিশিতাশন চক্র নৃপসম পৌণ্ড্রের দেহ বিদারণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণের করকমলে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৌণ্ড্র গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে পৌণ্ড্র মহীপতিকে নিপাত করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। যাদবগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

২৯২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অসামান্য বীর্য্যবান বলরাম নিষাদপতি একলব্যের বক্ষঃস্থলে ভীষণ শক্তি প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোক বিখ্যাত নিষাদপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রণমত্ত বলদেবের উরঃস্থলে এক গদাঘাত করিল। মহাবল বলভদ্র সেই গদা প্রহারে আহত হইয়া দুই হস্তে এক অতি ভয়ঙ্কর প্রাণহারিণী গদা গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে একলব্য মহাভীত হইয়া মকরালয় সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল। রামও গদাহস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একলব্য সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে পঞ্চযোজন পথ অতিক্রম করিয়া এক দ্বীপে প্রবেশপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল।

যদুনন্দন, বলরাম এইরূপে একলব্যকে জয় করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মণি রত্ন সুশোভিত যাদবী সভায় প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপর সমরাসক্ত উগ্রসেনও সেই সভায় আগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য যাদবগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিবীরগণ যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলে কেশব সকলকেই সমুচিত সমাদর ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মগণ! আমি পরম মনোহর কৈলাস শিখর দর্শন করিয়াছি; তথায় ভগবান্ শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রীত হইয়া আমারে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ সকলেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন, দেব শঙ্কর আমাকে দেখিতে পাইয়া কতই স্তব করিয়া গমন করিলেন। কিন্তু তথায় এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। একদা রাত্রিতে অতি ঘোর মূর্ত্তি বিকটদর্শন দুইজন পিশাচ আমার কথা বলিতে বলিতে মৃগয়া করিতেছিল, দেখিলাম তাহাদের অন্তঃকরণ আমাতেই একান্ত অনুরক্ত। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া পরমাহ্লাদসহকারে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তাহারা উভয়েই তপস্বী, উভয়েই ভক্তিনম্র, উভয়েই মহাত্মা। তাহাদের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আমি উহাদের স্বর্গবাস ব্যবস্থা করিলাম; অতঃপর মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া অদ্য আমি এখানে আসিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশীয়গণ কৃষ্ণকে আমরা তোমার আশ্রয়ে সর্ব্বথা কৃতার্থ হইলাম এই কথা বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। তখন ভগবান হরিও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সত্যভামা ও রুক্মিণীসন্নিধানে যথাবৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারাও প্রতিমান্ কেশবকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেম।

মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে মহাত্মা কেশবের সমস্ত চরিত বর্ণনা করিলাম। তিনি এইরূপে অপ্রতিহতপ্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নরকাসুর নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্র, হয়গ্রীব, নিশুম্ভ, সুন্দ ও উপসুন্দ প্রভৃতি দুষ্টগণকে নিগ্রহ করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল শাসন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারাও ইহার অর্চ্চনা করিয়াছেন। মহাত্মা কেশব বিপ্রগণকে বহুধন ও অসংখ্য গো দান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অগ্নি হোত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মুনিগণকে, বহুযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং স্বধাদান দ্বারা পিতৃগণকে সর্ব্বদা প্রীত করিয়াছেন। তাঁহার শাসন কালে রাজ্য নিষ্কণ্টক, ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাবর্গ নিরাপদে ও পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছে।

২৯৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে তপোধন! আমি শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান বিষ্ণুর চরিত পুনরায় বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। কারণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না; কোন ব্যক্তিই বা সেই দেবদেব চক্রধারী হরির কথা দিবারাত্রি শ্রবণ বা স্মরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? হরিকথা শ্রবণই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষার্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিজন্য হংস ও ডিম্ভকের সহিত মহাত্মা কেশবের লোকবিস্ময়কর বিষম যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল? কিজন্যই বা মহাত্মা বিচক্র নামক দানবের সহিত তাঁহার যুদ্ধকাণ্ড উপস্থিত হয়? শুনিতে পাই এই বিচক্র যাদবদিগের মিত্র ছিলেন। হংস ও ডিম্ভক ইহারা উভয়েই নাকি অত্যন্ত বীর্য্যবান পরশুরামের শিষ্য; সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী ও বীর। ইহারা আবার মহাদেবের নিকটে বরলাভও করিয়াছিলেন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এই উভয়ের সহিত জগৎপতি কেশবের ভয়ঙ্কর সমর হইয়া গিয়াছে। ইহারা উভয়ে কাহার পুত্র? কিরূপেই বা যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল? একচক্রের শাণিতশূলধারী সহস্র দানবসৈন্য ছিল। ইহারা সকলেই দানবপতির জয়াকাঙ্ক্ষী, এবং যুদ্ধবাসনা করিয়া সর্ব্বদা যদুবংশীয়গণের ছিদ্রান্বেষণ করিত। এই দুর্দ্ধর্ষ একচক্র নাকি দেবাসুরযুদ্ধে সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করিয়াছিল। কেশবও তাহার বধার্থ সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছিলেন।

২৯৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শাল্বগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু পবিত্রস্বভাব নর পতি ছিলেন। তিনি জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ ও বেদজ্ঞ বলিয়া সতত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; তাঁহার পরম রূপবতী এবং অসামান্য গুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিলেন। ইহারা উভয়েই অনপত্যনিবন্ধন ব্রতপরায়ণ হইয়া বাস করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গে বাস করিয়া শচীসহবাসে পরমসুখে অবস্থান করেন, মহারাজ ব্রহ্মদত্তও সেইরূপ মহিষীদ্বয়ের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। মিত্রসখ নামে এক ব্রাহ্মণ তাহার

প্রিয়সখা ছিলেন; এই বেদবেদান্তদর্শী মহাযোগী বিপ্রবরও রাজার ন্যায় পুত্রমুখদর্শনে অধিকারী হইতে পারেন নাই। মহারাজ যজ্ঞদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল দেবদেব শঙ্করের আরাধনা করেন। এদিকে ব্রাহ্মণও পুত্রের নিমিত্ত বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ভগবান পার্ব্বতীনাথ নরপতিকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া প্রীত হইলেন। অনন্তর একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে আত্মদর্শন প্রদান করিয়া কহিলেন, সুব্রত! আমি তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাজা এই বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার দুইটি পুত্রলাভ হয় এই আমার প্রার্থনা। ভগবান বৃষভধ্বজ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; নরপতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এদিকে বিপ্রবর বিদ্বান মিত্রসহ ভক্তিসহকারে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দেবপতি কেশবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়া আত্মসদৃশ এক পুত্র প্রদান করিলেন। মহিষীদ্বয় শঙ্করাংশে এবং ব্রাহ্মণপত্নীও বৈষ্ণবাংশে গর্ভধারণ করিলেন। রাজমহিষীদ্বয় যথাকালে শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা মহা আনন্দে পুত্রদ্বয়ের যথা বিধি নামকরণাদি সংস্কারকার্য্য সমাপন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহুধন দান করিলেন। বিপ্রবর মিত্রসহও সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণসদৃশ এক পুত্রলাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। রাজকুমারদ্বয় ও বিপ্রতনয় তিন জনেরই শরীর কান্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনজনেই বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রে ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। নৃপতি তনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক হইল। ব্রাহ্মণ স্বীয় তনয়ের নাম জনার্দ্দন রাখিলেন। কুমারগণের মিত্রভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

২৯৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কালক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চরণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই উমাপতি শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাহাদের তপস্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা পবিত্র হৃদয়ে বায়ু ও জলমাত্র পান করিয়া একাগ্রচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে দেবাদিদেব! হে শঙ্কর! আমরা তোমারে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি হর, তুমি সর্ব্ব, তুমি শিবানন্দ, তুমি নীলগ্রীব, তুমি উমাপতি, তুমি বৃষভধ্বজ, তুমি বিরূপাক্ষ, হর্য্যক্ষ, তুমি জগৎপতি, তুমি ভক্তিপ্রিয়, তুমি গিরীশেশ, তুমি বামদেব, তুমি শিব, তুমি অচ্যুত, তুমি সদ্যোজাত, তুমি মহাদেব, তুমি দেব দেব, তুমি গুহাশয়, তুমি ভূতভাবন, তুমি ভূতেশ, তুমি প্রণবাত্মা, তুমি সদাশিব। ইত্যাদি নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহারা দিবারাত্র শঙ্করের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন এবং হৃৎপদ্মে বিরূপাক্ষকে আধানপূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; এইরূপে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া মোনাবলম্বনপূর্ব্বক পাঁচবৎসর অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদের তাদৃশ তপস্যা সন্দর্শনে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী দেবদেব শঙ্কর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তখন হংস ও ডিম্ভক সম্মুখে দণ্ডায়মান ত্রিযজ্ঞোপবীতী শূলপাণি উমাপতি চন্দ্র শেখর শঙ্করকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত মনে প্রণাম করিলেন।

তখন ভগবান্ কহিলেন, বৎস! আমি তোমাদের উপর নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমাদের মঙ্গল হউক এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় বর প্রার্থনা কর। মহারাজ! তখন তাঁহারা উভয়ে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে এইরূপ বর প্রদান করুন যেন, আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন রৌদ্রাস্ত্র সমুদায় আমাদের সংগ্রহ হয়। মহেশ্বরাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র ব্রহ্মশিরো নামক মহাস্ত্র, পরশু, অভেদ্য কবচ ও দুশ্ছেদ্য দিব্যধনু যেন আমাদের অধিগত হয়; এতদ্ভিন্ন আমরা যখন যুদ্ধ যাত্রা করিব, তৎকালে যেন দুইটি মহাভূত আমাদের সহায়তা করেন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং সন্নিহিত সর্ব্বজন হিতাকাঙ্ক্ষী কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস কুণ্ডোদর! বৎস বিরূপাক্ষ! তোমরা উভয়ে ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই বলশালী বীরদ্বয় যখন ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তোমরা দুইজনই ইহাদিগের সাহায্য করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ভূতভাবন হর ভৃঙ্গিরিটির সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয় দেবদত্ত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ, ধনুর্দ্ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া দেবদানবের অজেয় হইয়া উঠিলেন। তখন দেব দেব নীললোহিত শঙ্করের প্রতি তাহাদের আর ভক্তির সীমা রহিল না ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক মস্তকে জটাজুট, সর্ব্ব শরীরে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অহোরাত্র কেবল হে শিব! হে শান্ত! হে মহাদেব! হে ধীমন্! তোমাকে নমস্কার এইরূপ স্তব করিতে করিতে সর্ব্বদা মহানন্দে মগ্ন রহিল। তৎকালে তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর তাহারা স্বীয়, ভবনে উপস্থিত হইয়া অগ্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ পিতৃসখা এবং মাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা মহাবুদ্ধি জনার্দ্দন কালক্রমে বুদ্ধিবলে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যোগ বলে ইন্দ্রিয় সমুদায় জয় করিয়া পীতবসনধারী হৃষীকেশ ভগবান বিষ্ণুর অরাধনাপূর্ব্বক তাঁহাকে লাভ করিলেন। অনন্তর হংস, ডিম্ভ ও জনার্দ্দন তিনজনেই দারপরিগ্রহ করিলেন। ইঁহারা সকলেই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আসক্ত, স্বদারনিরত, গুরুশুশ্রূষা তৎপর হইয়া কেবল ধর্ম্মই সারপদার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

২৯৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর একদা বীরবর হংস ও ডিম্ভক জনার্দ্দনের সহিত হস্তীরথ ও অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া শাণিত শরনিপাতে সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি বিবিধ হিংস্র জন্তু এবং মৃগগণকে নিপাত করিতে লাগিলেন। কুক্কুরগণ তাহাদের সঙ্গে ধাবমান হইল। ঐ দীর্ঘলোচন বিপুলাকৃতি বরাহ আগমন করিতেছে; ঐ একটা সিংহ যাইতেছে, ইহাকে শর প্রহারে বিদ্ধ কর; ঐ একটা সরীসৃপবিদ্ধশৃঙ্গ মহিষ, ঐ কতকগুলি মৃগ শাবকগণের সহিত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ শুভ্রবর্ণ শশককুল বেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। শাবকগণ স্তন পান করিতে করিতে ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইতেছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিও না। ববং কুক্কুরদিগের দ্বারা বেষ্টন করিয়া উহাদিগকে ধারণ কর। এইরূপে মৃগয়াসক্ত ক্ষত্রিয়গণ ও ব্যাধগণের ঘোর কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদগণকে নিহত করিয়া তাঁহারা উভয়ে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিনমণিও গগন প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া খরতর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আমরা মৃগয়াসক্ত হইয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আর মৃগয়ায় প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে সেই মুনিজননিষেবিত সরসীতীরে উপস্থিত হইলে সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে তাঁহাদের শান্তি দূর এবং শরীর শীতল হইল, অনুচরবর্গ সকলেই সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হংস, ডিম্ভ ও জনার্দ্দন ইহারা তিনজনে সরোবরের একদেশে থাকিয়া শ্রান্তিদূর করত সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মুনিজন সমীরিত মধ্য দিনোচিত যজ্ঞীয় সুমধুর বেদধ্বনি তাহাদের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। সেই বেদপাঠ শ্রবণে তাহাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন তাঁহারা সেই মুনিগণের যজ্ঞ দর্শনে অভিলাষী হইয়া সৈন্য সামন্তগণ তথায় স্থাপনপূর্ব্বক কতিপয় শরমাত্র গ্রহণ করিয়া তিনজনেই গমন করিলেন। পদব্রজে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জপ হোমপরায়ণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষি কশ্যপ বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

২৯৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন এবং হংস ও ডিম্ভক সেই যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিয়া মুনিগণকে নমস্কার করিলেন। শিষ্যসমন্বিত মহাত্মা মুনিগণও তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য অর্য্য ও আসমাদি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন। বিপ্রবর জনার্দ্দন ও নৃপতিদ্বয় মুনিগণের সপর্য্যাগ্রহণান্তে প্রীতমনে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর হংস মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমার পিতা কোন যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই যজ্ঞ সমাপন হইলেই আপনারা আমার পিতার যজ্ঞে গমন করিবেন। আমি দিগবিজয় করিয়া ধার্ম্মিকবর আমার পিতাকে

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই স্থির করিয়াছি। আপনারা সশিষ্য হইয়া যজ্ঞীয় উপকরণাদি সঙ্গে লইয়া আমার আলয়ে আগমন করুন। আমরা অদ্যই দিগবিজয়ার্থ বহির্গত হইব। আমাদের যেরূপ সৈন্য সংগ্রহ আছে তাহাতে আমরা দিগবিজয় করিতে কিছুতেই অসমর্থ নহি। অধিক কি আমরা সমর ভূমিতে অবর্ত্তীর্ণ হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই অমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। আমরা কৈলাসনাথ দেবদেব মহাদেবের নিকট বর লাভানন্তর বিবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা জানিবেন কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। মদবল গর্ব্বিত হংস এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

মুনি কহিলেন, রাজন্! যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্য সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব কিন্তু এখন আমরা এইস্থানেই অবস্থান করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তাঁহারা তথা হইতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুষ্কর সরোবরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। যেখানে ভগবান দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, যেখানে নিয়তচিত্ত মন্ত্রবেদপরায়ণ ব্রহ্মোপাসক লোকহিততৎপর যতিগণ নির্ম্মল নিরহঙ্কার ও কৌপীনধারী হইয়া আত্মস্বরূপ, ব্রহ্ম স্বরূপ, জগদ্‌যোনি, শুভ, শান্ত, অক্ষর, সর্ব্বতো সুখ, বেদান্তমূর্ত্তি, অব্যক্ত, অনন্ত, শাশ্বত, মঙ্গল দাতা, নিত্যযুক্ত, বিরূপাক্ষ, ভূতাধার, অনাময়, সর্ব্বতোমুখ, দুর্ব্বাসার উপাস্য বিশ্বেশ্বর বিভু বিষ্ণুকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছেন। যথায় তর্কনিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞ সুনির্ম্মলচেতা দুর্ব্বাসার শিষ্য হংস ও পরমহংস প্রভৃতি মহাত্মগণ অবস্থান করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইয়া হংস ও ডিম্ভক দেখিতে পাইলেন, মহাবুদ্ধি উর্দ্ধরেতা ভগবান দুর্ব্বাসা পরমপদ ধ্যান করিতেছেন। মহারাজ! যিনি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন, যাঁহার সেই ক্রুদ্ধমূর্ত্তি অবলোকন করিতে দেবগণও সাহসী হইতে পারেন না, সেই মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ স্বরূপ রুদ্রাত্ম বিশ্বরূপধারী রক্তকৌপীনবসন পরমহংস ভগবান্ দুর্ব্বসাকে দেখিয়া তাহার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায়বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটি কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্ আশ্রম? গৃহস্থই ত ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থই ধর্ম্মরূপী, গৃহস্থই বর্ণশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সব্বজীবের মাতা, গৃহস্থই সকলের জীবন। যে মূঢ় সেই সব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে; এই সামান্য বুদ্ধি ব্রাহ্মণগণও যেন কিছু ধ্যান করিতেছে, ইহাই বা কি? যাহা হউক আমি এই দুরাকাঙ্ক্ষ দুর্বুদ্ধি আশ্রমান্তরকারী ব্রাহ্মণগণকে গৃহস্থাশমে স্থাপন করিয়া গৃহী করিব। ইহারা যেরূপ ঘোর মূঢ়বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বল প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না, ফলতঃ ইহাদিগকে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত না করিয়াও আমরা সুখী হইতেছি না। এই রূপ চিন্তা করিয়া বীরদ্বয় বিপ্রবর জনার্দ্দনের সহিত অগ্রসর হইলেন।

২৯৮তম অধ্যায়

মহারাজ! দুর্ভাগ্যবশতঃ ও মোহবশতঃ হংস ও ডিম্ভক ইহারা উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি তোমার ত কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি এ কি কার্য্য করিতেছ? তুমি যাহা আশয় করিয়াছ ইহাই বা কোন আশ্রম? তুমি গৃহস্থাশম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন্ পদসাধন করিতেছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মুল কারণ, নতুবা আর কোন হেতুই ইহাতে উপলব্ধি হয় না। হে মূঢ়! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে। তুমিই সকলকে নরকে পাতিত করিবে। মূর্খ তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, আবার পরকেও নষ্ট করিতেছ? হায় এরূপ মহামুর্খ দুষ্ট বুদ্ধির কি কেহ শাসনকর্ত্তা নাই। আছে, অবশ্য তোমারও শাসনকর্ত্তা আছে। এ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হও, যত্নপূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই স্বর্গলাভ করিতে পারিবে; স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ। অতএব হে বিপ্র! যদি জীবিত স্পৃহা থাকে তবে আমি যাহা বলিলাম, তাহাই তোমাদের শ্রেয়স্কর।

ধর্মাত্মা বিপ্রবর জনার্দ্দন ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভীতচিত্তে মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক রাজ পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, এরূপ কর্কশবাক্য উভয়লোকেরই অশ্রাব্য। যদি সবান্ধবে জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তবে কোন্ মূঢ় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইতে পারে? আমি বলিতেছি এরূপ বাক্য কদাচ মুখে আনিও না। আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি, ইনিই তোমাদের কালস্বরূপ; নিতান্তই তোমাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, আর তোমাদের অব্যাহতি নাই; এবার ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইবে। ইহাঁরা জ্ঞানপ্রদীপ্তচেতা পবিত্রাত্মা যতি। জ্ঞানাগ্নিবলে সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া সম্প্রতি প্রাণাগ্নিতে প্রাণ সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছেন। তোমরা ব্যতীত এরূপ কটুক্তি প্রয়োগ করা আর কাহার সাধ্য? অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম তোমাদের জীবিতকাল পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই চারি আশ্রমের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে এই চতুর্থ ভিক্ষুকাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে মহাবুদ্ধি এই আশ্রমে অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত পুণ্যাত্মা। তোমরা কখন বিনীতবেশে বৃদ্ধসেবা কর নাই, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে কোন জ্ঞানও লাভ করিতে পার নাই; সেইজন্যই তোমাদের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল। জীবনসত্ত্বে, আমি এরূপ বাক্য কখনই শুনিতে চাহি না, কিন্তু কি করি, তোমরা দুইজনেই আমার মিত্র, সেই জন্যই সহ্য করিতে হইল। হে রাজন! তোমার গুরুসন্নিধানে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। অন্যের জ্ঞানলাভ ধর্ম্মের হেতু হয় কিন্তু তোমাদের সেই জ্ঞান কেবল পাপের নিমিত্তীভূত হইয়া উঠিয়াছে। যদি পুনরায় আমাকে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিতে হয় তবে নিশ্চয় জানিবে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। কিম্বা শিলাতলে নিপতিত হইব, অথবা বিষপান করিব, না হয় মহাতরঙ্গে ঝাঁপ দিব, না হয় তোমাদের সমক্ষেই এ জীবন বিসর্জ্জন করিব। অতএব তোমরা এ কথা আর মুখে আনিও না, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

২৯৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহামুনি দুর্ব্বাসা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গোদ্গারী এক চক্ষে তাহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণপর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন; যেন ত্রিলোক ভস্মসাৎ হইল। কিন্তু অপর চক্ষে অতি প্রসমভাবে বিপ্রবর জনার্দ্দনকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও। এখনি এখান হইতে দূর হও, আর বিলম্ব করিও না, আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমি সমস্ত নরপতিকে এই মুহূর্ত্তেই দগ্ধ করিতে পারি। আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলা কাহার সাধ্য? সম্প্রতি আমি তোমাদিগকে আর কি বলিব, সেই শঙ্খচক্রগদাধারী লোকবিখ্যাত ভগবানই যেন তোমাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যতীশ্বর ঋষিবর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন নৃপবর হংস মহর্ষি বাহু ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বিপ্রবর জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ মিত্রভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া হা কষ্ট! হা কষ্ট! তোমরা একি কর, তোমাদের সাহসই বা কিরূপ, এই কথা বলিয়া যথাশক্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ দুর্ব্বাসা তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইলেও মৃদুস্বরে সেই হংস ও ডিম্ভককে কহিলেন, হে রাজকুলাধম! আমি শাপপ্রদানে তোমাদিগকে নিহত করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা যতি, সুতরাং তাহা করিতেছি না। যিনি জগৎপতি, যিনি যাদবেশ্বর, যিনি শঙ্খচক্রগদাপাণি, তিনিই তোমাদের এ গর্ব্ব চূর্ণ করিবেন। সেই জগৎপতি যদু কুলধুরন্ধর কেশব জগতের শাসনকর্ত্তা থাকিতে তোমাদের জীবিত থাকাই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। তোমরা যখন এরূপ লোকবিদ্বিষ্ট অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইযাছ, তখন ধর্ম্মপথস্থিত জরাসন্ধও আর তোমাদিগকে বন্ধু বলিতে ইচ্ছা করিবেন না। এই কারণেই তিনি তোমাদের সহিত বন্ধুতা পরিত্যাগ করিবেন। মগধ মহীপতি এই বৃত্তান্ত শবণ করিলে যদি তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, তবে তাঁহারও ধর্ম্মনাশ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই, সেইজন্যই তোমাদের সহিত সৌহার্দ্দ একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন।

এই কথা বলিয়া হংসকে তথা হইতে বারম্বার যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বিবর! তোমার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, জনার্দ্দনে তোমার ভক্তি হউক। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ কর। অদ্য হউক, কল্য হউক অথবা পরশ্বই হউক, তুমি সর্ব্বদাই সাধু থাকিবে; কি ইহলোক, কি পরলোক, কোন লোকেই সাধুর বিনাশ নাই। এক্ষণে তুমি গমন কর; এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পিতার নিকট কীর্ত্তন করিবে।

৩০০তম অধ্যায়

মহারাজ! অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময় দ্বিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই স্থানে ব্যাধগণ

দ্বারা মাংসদগ্ধ করাইয়া ভক্ষণপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দনও স্নেহবশতঃ তাহদের অনুসরণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এবারে আর এই রাজপুত্রদ্বয়ের কিছুতেই নিস্তার নাই, ইহার নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইল।

এদিকে তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে যতি শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা পলায়নপরতন্ত্র যতিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যতিগণ! চল আমরা এই পুণ্য তীর্থ পুষ্কর পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে বিশাম পূর্ব্বক দ্বারকা পুরীতে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচক্র গদাধারী দেব যদুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করি। কারণ তিনিই ধর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তিত করিয়া এই সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন। তিনিই সকলের মূল, তিনিই লোকগুরু, তিনিই যতাত্মা, তিনিই তত্ত্ব জ্ঞানীদিগের নিতান্ত প্রিয়; তিনি সমস্ত কন্টক উন্মূলিত করিয়া এই পৃথিবী শাসন করিতেছেন। অতএব তিনি যে এই ঘোর দুরাত্মা পাপিষ্ঠদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে যাহাতে অদ্যই আমরা তাহার সন্নিধানে গমন করিতে পারি তাহারই উপায় বিধাম কর এবং দুরাত্মারা যে অতি সাহসে আমাদের পাত্র সমুদায় ভগ্ন করিয়া গিয়াছে, উহাও তাঁহাকে প্রদর্শন করাইতে হইবে।

মহারাজ! জ্ঞানচক্ষু যতিগণ তথাস্তু বলিয়া ঐ সমুদায় ভগ্ন দারুময় শিক্য, দ্বিদল, ছিন্নবস্ত্র, কৌপীন, ভগ্নকমণ্ডলু ভগ্নকপাল প্রভৃতি অন্যান্য | বস্তু সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক কেশবোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরংশসম্ভূত মহামুনি দুর্ব্বাসা পঞ্চসহস্র যতি সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। এক অহোরাত্রেই কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই লোমশ কেশবর্জ্জিত দান্ত মহাত্মা যতীশ্বরগণ বাপীতে অবগাহন এবং আচমনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কণ্টকোন্মূলনকারী সভাসীন ভগবান কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন।

৩০১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে কমললোচন পীতবসনধারী শাশ্বতদেব, যিনি শ্যাম বর্ণ, লম্বমান উত্তরীয় ও অপূর্ব্ব কিরীট প্রভৃতি ভূষণ সকল যাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, যাহার কেশকলাপ নীল, অথচ কুঞ্চিত, যিনি অব্যক্ত, নিত্যস্বরূপ, যিনি সকল, যিনি নিষ্কল, যিনি মঙ্গল বিধাতা, সেই যদুবীর সভামধ্যে আসীন ও কুমারগণে বেষ্টিত হইয়া সাত্যকির সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দান আমার পশ্চাৎ তুমি পাইবে, এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ পাশগ্রহণ করিলেন। বসুদেব ও উদ্ধব প্রভৃতি যাদবগণ আসিয়া সভার একদেশে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বকালে রাম যেমন সুগ্রীবের সহিত ক্রীড়াসক্ত হইয়াছিলেন, ভূতভাবন ভূতাত্মা কৃষ্ণও সেইরূপ অনন্যমনে সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে ক্রীড়া করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল; তখন তাহাদের একবার ক্রীড়া শেষ হইল। ইতঃপূর্ব্বেই মহর্ষি দুর্ব্বাসা দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বারবানকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সম্প্রতি অবসর বুঝিয়া তাঁহারা সকলে সভা প্রবেশ করিলেন। মহামুনি দুর্ব্বাসা অগ্রে অগ্রে

চলিলেন, দীর্ঘতপা অন্যান্য যতিগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন পদ্মপলাশলোচন ভগবান বিষ্ণু সাত্যকির সহিত পুনরায় ক্রীড়া করিতে আসক্ত হইয়াছেন। তাহার হস্তে অক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে; তখন তাহার এক চক্ষু অক্ষে, অপর চক্ষু যতিগণে আকৃষ্ট হইল; তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র কৃষ্ণ, সাত্যকি, বলভদ্র, বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, প্রভৃতি যাদবগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একি একি বলিতে বলিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন সে সময়ে মহামতি দুর্ব্বাসা যেন ক্রোধভরে ত্রিলোক দগ্ধ করিতেছেন, যেন মনোমধ্যে কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছেন, যেন অন্তস্তাপে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার পরিধান অর্দ্ধকৌপীন বসন, হস্তে ভগ্নদণ্ড, হংসকৃত অবমাননায় ক্রোধে তাহার অন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, তিনি যদুপতি কৃষ্ণের প্রতি এরূপে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহার নেত্রদ্বয় হইতে ঘোরতর অগ্নি নির্গত হইতেছে। যাদবগণ তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, জানি ইনি অদ্য ক্রুদ্ধ হইয়া কি দুর্ঘটনাই উপস্থিত করেন, আমাদের প্রভু কৃষ্ণই বা কি বলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! এই আসন; তৎকালে কৃষ্ণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! এই আসনে সচ্ছন্দে উপবেশন করুন; আমি আপনার কিঙ্কর।

অনন্তর যতিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা আসনপরিগ্রহ কবিলে অন্যান্য বীতমৎসর যতিগণও যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন কিরীটধারী কৃষ্ণ অর্ঘ্যাদিপ্রদানদ্বারা তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি বলুন, কিজন্য আপনার এখানে শুভাগমন হইয়াছে? আপনার আগমনে বোধ হইতেছে যেন আপনাদের কোন গুরুতর আগমন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আপনারা নিষ্পাপ কলেবর সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। আমাদের নিকটে আপনাদের কোন স্পৃহাই নাই। স্পৃহাবান লোকেরাই ক্ষত্রিয়দিগের নিকটে গমন করিয়া থাকেন। আপনাদের সে স্পৃহা বা প্রার্থনা কিছুই দেখিতেছি না; অনেক ভাবিয়াও আপনাদিগের আগমন কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেবলমাত্র অনুমান হইতেছে অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে; নতুবা এরূপ আগমনক্লেশ স্বীকার করিবেন কেন? এক্ষণে আমরা নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছি যদি কোন কারণ থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

মহারাজ! দেবদেব চক্রপাণি জনার্দ্দনকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধ পুনরায় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার দৃষ্টিপাতে ত্রিলোক দগ্ধ করিতেছে অথবা সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, যাদবেশ্বর! ‘আমি জানি না’ একথা বলিতেছ কেন? আমি জানি তুমিই মহাদেব! তুমি জান না বলিলে আমাকে বঞ্চনা করা হয়; হে বিষ্ণো! আমরা পুরাতন লোক, পূর্ব্ববৃত্তান্ত অনেক পরিজ্ঞাত আছি। তুমি দেবদেব, কেবলমাত্র মায়াবলে এই মানুষ কলেবর ধারণ করিয়াছ। হে জগতীপতে! কিজন্য তুমি আত্মগোপন করিতেছ? ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাহাকে সতত চিন্তা করেন, যে পদ প্রাপ্তির আশা করেন তুমি সেই মূর্ত্তি, তুমি সেই পরম পদ। পূর্ব্বকালে বহুচিন্তা করিয়াও

যাঁহাকে স্থির করিয়া পারি নাই, পরিণামে বহুকষ্টে যাহাকে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, যাহা হইতে এই বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই পরম পদ। হে বিশ্বেশ! পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানজিজ্ঞাসু চিত্তে যাঁহাকে স্থূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই এই পরম বপুঃ ! যিনি কর্ম্মপ্রাপ্য, যাহা স্মরণ করিয়া আমরা নির্ব্বৃতি লাভ করিয়া থাকি, প্রাকৃত লোকেরা প্রত্যক্ষ করিয়াও আপনার সে মূর্ত্তি অবধারণ করিতে সমর্থ নহে, হে দেব! হে হরে! আমরা তাদৃশ মুঢ় বুদ্ধি নহি। আপনি যে জানি না এই কথা বলিতেছেন ইহা ত একটা প্রবধ বাক্য মাত্র। হে কেশিনিসূদন! যাহারা আপনাকে সকলের মূলকারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ প্রত্যুত্তর বাক্যে ফল কি?

বেদান্ত পাঠ করিয়া তোমার যে বিখ্যাত তেজ বিচারিত হয়, বিজ্ঞানবিৎ নিষ্পাপ কলেবর যোগিগণ যাহার মূর্ত্তি হৃৎপদ্মমধ্যে অবলোকন করিয়া থাকেন, বেদশাস্ত্রে যাঁহাকে পরম বৈষ্ণব তেজ বলিয়া পঠিত হয়, তোমার সেই এই ঐশ্বরিকরূপ আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। যাঁহাকে ওঙ্কার ও বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই ওঙ্কার তুমি এবং সেই বাক্যও তুমি, ইহা আমি জানি না এ কথা বলিবেন না। যদি তুমি গোপনে আমায় কিছু বলিতে ইচ্ছা কর তবে তাহা বলিতে পার, কিন্তু আমি জানি না এ কথা বলা কখনই উপযুক্ত হইতেছে না। হে কেশব! যাহা হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়াছে আবার প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যাহাতে লীন হয়, আমি পরিজ্ঞাত আছি এ তোমার সেই শরীর। হে ভূত ভব্যেশ! তুমি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা কর্ত্তারূপে প্রতিভাত হইতেছ। আমি তোমাকে যখন যেরূপে স্মরণ করি তখন তুমি সেইরূপে আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। হে বিভো! আমি যখন তোমাকে বায়ুরূপে চিন্তা করি, তখন তুমি আমার হৃদয়ে বায়ু, যখন আকাশরূপ বলিয়া ধ্যান করি তখন তুমি আকাশ, যখন তোমাকে পৃথিবী স্বরূপ ভাবনা করি তখন তুমি পৃথিবী, যদি কখন রস স্বরূপ চিন্তা করি, তখন রস, যখন তোমাকে তেজো মূর্ত্তিতে ভাবনা করি, তখন তুমি তেজস্বরূপ, যখন তোমাকে চন্দ্রমা মনে করি, তখন তোমার চান্দ্রমসরূপ অবলোকন করিয়া পরম প্রীত হই। যখন তোমাকে সূর্য্যরূপ চিন্তা করি তখন তুমি আমার হৃদয়রোজে সূর্য্যরূপে বিরাজ করিয়া থাক। অতএব ইহা আমার প্রিয় সিদ্ধান্ত যে, তুমি সর্ব্বরূপী। তাহাতে 'আমি জানিনা' এ কথা বলা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে বিষ্ণো! তুমি আমাদের রক্ষার্থই এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু একবারও আমাদের বিষয় চিন্তা কর না ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলেই তোমার নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু তুমি আমাদের ঈদৃশী দুরবস্থা স্মরণ করিতেছ না। আমি মনে করিতেছি এই অবধিই আমাদের প্রাপ্য ভাগ লুপ্ত হইল। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, নতুবা তোমায় স্মরণপথ হইতে বিচ্যুত হইব কেন?

হে প্রভো! হংস ও ডিম্ভক নামে দুইজন ক্ষত্রিয় কুমার মহাদেবের বরপ্রসাদে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগকে উদ্বেজিত করিয়াছে। তাহার গার্হস্থ্য ধর্ম্মই যে একান্ত শ্রেয় এই কথা বলিতে বলিতে ইতস্ততঃ পর্য্যটনপূর্ব্বক আমাদিগকে নানা কুৎসিতবাক্যে অপমান করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও ঘোর অনিষ্টাচরণ করিয়াছে তাহাও বলিতেছি, এই দেখ আমাদের দারুময় শিক্য, পাত্র, দ্বিদল ও বেণুক সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তাহাদের সাহস ও দুশ্চেষ্টিতের কথা আর কি বলিব, এই দেখ আমার পরিহিত সর্ব্বস্বধন

কৌপীন পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, আর আমাদের কমণ্ডলু নাই, উহা কপালমাত্রে শেষ হইয়াছে, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতত আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, তাহাতেও যদি এইরূপ উৎপাত উপস্থিত হয় তবে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? বুঝিলাম আমাদের মত হতভাগ্য জগতে আর কেহ নাই। হে জগৎপতে! এক্ষণে বলুন আমাদের উপায় কি? কাহারই বা শরণাপন্ন হইব? তাহারা যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই ত্রিলোক ধ্বংস করিবে। তাহারা যেরূপ বলবান ও বলমদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর তাহাদের নিকট কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র কাহার নিস্তার নাই। বাসব প্রভৃতি দেবগণও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। ভীমপরাক্রম ভীষ্ম কি রাজা বাহ্লীক, কি জরাসন্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিগণের ত কথাই নাই। হে কৃষ্ণ! হে হরে! সেই গিরীশবরলব্ধ নিতান্ত উদ্ধত বীরদ্বয়ের শঙ্কাস্পদ একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই। অতএব তুমি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া লোক এর রক্ষা কর। নতুবা তোমার এই রক্ষাকর্ত্তা নাম একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অধিক আর কি বলিব তুমি এই ত্রিলোক রক্ষা কর, রক্ষা কর। ক্রোধমূর্চ্ছিত দুর্ব্বাসা এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন।

৩০২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবেশ্বর কেশব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ক্ষমা করুন, এ সমস্তই আমার দোষ। এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কি মহাদেব, কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি যম, কি বরুণ, কি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যিনিই বরদান করুন না কেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি হংস ও ডিম্ভককে সমরাঙ্গনেসবলে নিহত করিয়া আপনাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিব। এক্ষণে আপনারা ক্রোধ পরিহার করুন। আমি সেই দুরাত্মা নৃপতিদ্বয়কে নিহত করিয়া আপনাদিগের রক্ষা করিব। আমি জানি এবং পূর্ব্বে শুনিয়াছি দুরাত্মা হংস ও ডিম্বক তীব্র দণ্ডধারী হইয়া আপনাদিগের প্রতিও ঘোর উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা একে ত অসামান্য বলশালী তাহাতে আবার গিরীশের বরদর্পে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জরাসন্ধের নিতান্ত প্রিয়চিকীর্ষু, সুতরাং তাহাদিগের বধ করাও অল্পায়াস সাধ্য নহে, কারণ রাজা জরাসন্ধ তাহাদের হিতের নিমিত্ত সমরস্থলে প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছে। অতএব হে বিবর! যেখানে জরাসন্ধ সাহায্য করিতে না পারে সেই স্থানেই তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তাহারা উভয়ে যে যে স্থানে গমন করে সেই সেই স্থান এখন হইতে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে যে বিনাশ করিব তাহাতে আর সংশয় নাই। এক্ষণে আপনার স্বস্থানে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হউন। আমি অচির কালের মধ্যেই তাহাদিগকে জয় করিব।

মহারাজ! ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই সমুদায় বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া যাদবেশ্বর কেশবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বজগতের যথার্থ হিতকারী, তোমার মঙ্গল হউক। হে জগৎপতে! তোমার অসাধ্য কি আছে? তুমি ত্রিধাম

তুমি সর্গসংহারের মূলকারণ। তুমি দেবগণের ও দেব, তুমি সকলের প্রতি সমদর্শী। তুমি বিষ্ণু, তুমি দেব, তুমি হরি, তুমি কৃষ্ণ, তুমি চক্রপাণি তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বভাবশুদ্ধ, শুদ্ধাত্মা, তুমি নিয়তাত্মা, তুমি শব্দগোচর, তুমি দেবপতি, তুমি ভক্তবৎসল, তোমাকে নমস্কার। আমি অজ্ঞানবশতঃ অথবা জ্ঞানবশতঃই হউক তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি ক্ষমা কর। জগন্নাথ তুমিই বলিয়াছ তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব হে ভগবন্! তুমি আমায় ক্ষমা কর, সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমাবান্ই হইয়া থাকেন।

ভগবান্ কহিলেন, বিপ্রবর! আমরাও সর্ব্বদাই ক্ষমা করিয়া থাকি, এক্ষণে আপনিই আমদিগকে ক্ষমা করুন। সন্নাসীদিগের ক্ষমাই প্রধান সাধন ও শ্রেষ্ঠধন। তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ক্ষমাই মুক্তিমার্গের অদ্বিতীয় উপায়। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা কর্ম্ম, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যশ, ক্ষমাই স্বর্গের সোপান। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ক্ষমাকে আপনারা রক্ষা করিবেন। আপনারা সকলে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, আপনারা যতীশ্বর, অতএব আমি অদ্য আপনাদিগকে অর্চ্চনা করিব। হে বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই যতি এবং সকলেই ভিক্ষুক অতএব অদ্য আমার ভবনে আপনাদিগকে ভোজন করিতে হইবে।

অনন্তর তাঁহারা তথাস্তু বলিয়া তথায় ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিষ্ণু স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া চতুর্ব্বিধ ভোজ্য বস্তু সমুদায় প্রস্তুত করাইলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া অতি কোমলবস্ত্র ছেদনপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক খণ্ড প্রদান করিলেন। তাহারা কৃষ্ণের এইরূপ অভ্যর্থনায় একান্ত প্রীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩০৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান কৃষ্ণও হংস ও ডিম্ভকের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হংস ও ডিম্ভক বীর্য্যশালী মহীপাল পিতা ব্রহ্মদত্ত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে কহিতে লাগিল, পিতঃ! আপনি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করুন। এই মাসের মধ্যেই যাহাতে আপনার যজ্ঞ সমাধা হয় তন্নিমিত্ত আমরা অদ্যই হস্তী অশ্বরথ ও পদাতি সমভিব্যাহারে দিগ্‌বিজয়ার্থ যত্নপর হইব। এবং যজ্ঞ সাধনার্থ সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে সচেষ্ট হইব। ব্রহ্মদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া তবে তাহাই হউক বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন।

বিপ্রবর জনার্দ্দন তাহাদিগের তাদৃশ সাহস দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কদাচ সম্পন্ন হইবে না। অনন্তর প্রিয়বয়স্য হংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর। দেখ, তুমি যে কার্য্যে উদ্যত হইয়াছ, উহা মহাত্মা ভীষ্ম, জরাসন্ধ, নৃপশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক ও বীরশ্রেষ্ঠ যাদবগণ বিদ্যমান থাকিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে বলিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে উহা একরূপ দুঃসাহরিক কার্য্যই হইতেছে। কারণ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় বৃদ্ধ ভীষ্ম অসাধারণ বলবান যে ভৃগু নন্দন পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার জয়

করিয়াছিলেন, ভীষ্ম সমস্ত ক্ষত্রিরগণের সমক্ষে তাহাকেই জয় করিয়াছেন। জরাসন্ধের পরাক্রমও তোমার অজ্ঞাত নাই। বৃষ্ণিবীরগণ বিলক্ষণ রণপণ্ডিত এবং অস্ত্রবিশারদ, বিশেষতঃ তন্মধ্যে কৃষ্ণ একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ; তিনি জরাসন্ধের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিও শ্রান্ত হন নাই। সমরাঙ্গণে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে এরূপ লোক জগতে নাই; বলমদমত্ত বলভদ্র ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক সংহার করিতে পারেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। বীরবর সাত্যকিও রণস্থলে সকল শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ; অন্যান্য যাদবগণও কৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকিয়া বিলক্ষণ গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাহাতে অবার ইতঃপূর্ব্বেই আমরা যতিগণের সহিত ঘোরতর বিরোধ করিয়া আসিয়াছি। শুনিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা সমস্ত যতিগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে সম্প্রতি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে উদ্ধার পাও তাহারই চেষ্টা কর। তাহার পর রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও।

হংস কহিলেন, মন্দবুদ্ধি ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের সম্মুখে অবস্থান করা তাহার সাধ্য নহে। যাদবগণের কথায় ত আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তাহারা কি রণস্থলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে? হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি নিশ্চয় জানিবে, কৃষ্ণই হউক, আর মত বলভদ্রই হউক, কিম্বা সাত্যকিই হউক, কাহার সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে। তবে যে ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধের কথা বলিতেছ, তিনি আমার প্রিয়বন্ধু। যাহা হউক, ভ্রাতঃ! তুমি সম্প্রতি সত্বর সেই দ্বারকায় গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে যদুপতি কৃষ্ণকে বল, 'আমি অচিরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি আপাততঃ কর প্রদান কর। অনন্তর যথাসময়ে বহুলপরিমাণে লবণ লইয়া উপস্থিত হইবে, দেখিও যেন বিলম্ব না হয়।' বিপ্রবর! তুমি আমার প্রিয়বন্ধু, সেই জন্যই আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেছি; তুমি সত্বর তথায় গমন কর, আমার কথায় আর আপত্তি করিও না, আপত্তি করিলে আমি তোমার অনিষ্ট করিব।

মহারাজ! দ্বিজবর ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন এইরূপে অভিহিত হইলে মিত্রতানিবন্ধনই হউক, আর স্নেহবশতই হউক, হংসবাক্যের আর কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। প্রত্যুত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্যই হউক আর কল্যই হউক কিম্বা পরশ্বই হউক সেই জগদ্‌যোনি ভগবান্ শঙ্খচক্র গদাধারী কৃষ্ণকে দর্শন করিতে আমি অবশ্য যাইব। অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন হৃষীকেশ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক একাকী দ্বারকা সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন।

৩০৪তম অধ্যায়

মহারাজ! নিদাঘকালে দিনকর খর কিরণোত্তাপিত পিপাসার্ত্ত পান্থ যেমন সলিল দর্শনে বেগে তদভিমুখে ধাবিত হয় সেইরূপ বেদবিৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দনও হরিদর্শনলোলুপ হইয়া অশ্বারোহণে অতি বেগে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, হংস আমার যথার্থই প্রিয় বন্ধু, অদ্য আমাকে এই কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্যই

করিয়াছেনন, সেইজন্যই আজ আমি কৃষ্ণদর্শন করিতে পাইব। আমি যখন অদ্য দ্বারকাবাসী বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিব তখন আমা অপেক্ষা ধন্য আর কে আছে? আমার মনস্বিনী জননীও অদ্য ধন্য হইবেন, কেননা আমি কৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইয়া প্রত্যাগত হইলে আমার ভাগ্যবতী মাতাও আমাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবেন। আজ আমি সেই ভগবান শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর বিকসিত হেমাব্জ কিঞ্জল্ক সদৃশ মুখমণ্ডল, শঙ্খচক্রগদাধারী বনমালাভূষিত নীলনলিনীদলবৎ শ্যামবপু এবং পদ্মপলাশ সদৃশ লোচনদ্বয় সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বদুঃখ দূর করিব এবং চিরনির্ব্বৃতি লাভ করিব। সেই যোগাত্মা সৌম্যনেত্রে আমায় কি অবলোকন করিবেন? আমায় কি প্রিয় বাক্য বলিবেন? স্বস্তি বাক্য কি প্রয়োগ করিবেন? আমি চক্রধারীর ত্রৈলোক্য সুন্দর মনোহর শরীর অবলোকন করিব। তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। হায়! সেই ভগবান বিষ্ণুর রত্নহার বিভূষিত বক্ষঃস্থলের শোভাই বা কত; কেমন সুন্দর পীত বসন, কিবা লম্বহার, কিবা মৃদু হাস্য-স্ফুরিত অধর। আমি তাঁহাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছি কিন্তু বোধ হইতেছে যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ করাতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, যেন তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছি। বোধ হইতেছে যেন সেই শঙ্খচক্রগদাধারী আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, যেন আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। এই যে তিনি এই কথা বলিবার নিমিত্ত যেন আমার জিহ্বা স্ফুরিত হইতেছে। কৃষ্ণ! তুমি কর প্রদান কর, একথা বলাও আমার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর। তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া আমি কিরূপে এরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিব? যে, বিষ্ণু তুমি ভূপতি হংসের করদ তুমি তাহার আজ্ঞা পালন কর। হে হরে! হে যদুপুঙ্গব! তুমি হংসের কর প্রদান কর, বহু পরিমাণে লবণও তোমাকে দিতে হইবে একথাও আমি প্রাণ থাকিতে বলিতে পারিব না। হায়! আমার মত মহামূর্খ ও নির্লজ্জ লোক ত আর জগতে নাই; কেননা আমি স্বচ্ছন্দে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ দিকে যখন মিত্রভাবে ঐ উদ্দেশেই গমন করিতেছি তখন না বলিয়াই কিরূপে থাকিব? অতএব যতই অবিনয় হউক না কেন হংসের সহিত মিত্রতাবশতঃ আমায় বলিতেই হইতেছে। সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অন্যের সহিত মিত্রভাবও ঘোর কষ্টকর। অথবা তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকলের অন্তর্য্যামী এবং প্রাণিমাত্রেরই হিতানুষ্ঠানে একান্ত অনুরক্ত সুতরাং আমার মনোগত ভাব তিনি অবশ্যই সর্ব্ব পরিজ্ঞাত আছেন। তাহা হইলে আমি হংসের মিত্রভাবে উপস্থিত হইয়া যাহা বলিব তজ্জন্য আমার দোষ তিনি কখনই গ্রহণ করিবেন না। হে ভগবন! আমি অতি অপ্রিয় কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি কিন্তু আপনি আমায় সর্ব্বথা রক্ষা করিবেন। হে জগন্নাথ! হে বিষ্ণো! হে কেশব! হে ত্রিকালস্বামিন্! হে যাদবেশ্বর! আমি তোমার নীলকুঞ্চিতকেশ, কম্বুগ্রীব, শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল, মহাবাহু রত্নাচ্ছায়াবিরাজিত চক্রধারী অচিন্ত্যবিভব মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইব। আজি আমার মানসজ্বর শান্তি হইবে, আজি জন্ম সার্থক, যজ্ঞ সফল, নয়ন সার্থক হইবে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি আমার মুখবিবর হইতে তাদৃশ ঘোরতর কর্কশ বাক্য নিঃসৃত হইলে তিনি প্রীত হইবেন কি না। যাহা হউক অদ্য আমি নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া একবার সেই জগদীশ্বরকে অবলোকন করিব এবং বারম্বার তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিব, নেত্র যুগলে আজ তাঁহার মোহনমূর্ত্তি

পান করিব। তাঁহার সেই স্বর্গফলনিদান শিবদাতা পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব। তাহার মেঘ গভীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া কর্ণ সুশীতল করিব। হে জগৎপতে! আমি যেন তোমার পাদপদ্ম অবলোকন করিতেছি, আমি যেন তোমার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিতেছি, তোমার বিশ্বময়ী মূর্ত্তি ও অবলোকন করিতেছি। হে বিষ্ণো! আমি নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য বলিতে সমুদ্যত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, যাহার কর্ণদ্বয় দোদুল্যমানকুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত, যাহার সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন, যাঁহার বাহুদ্বয়ে রত্নখচিত সমুজ্জ্বল কেয়ুর, বামহস্তে দীপ্তিমান মহাশঙ্খ, যাহার বর্ণ রশ্মিজাল প্রদীপ্ত, যাহার বদনমণ্ডল নবোদিত ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর, সেই পীতবসনধারী বিস্তৃত বক্ষ তোমার মধুরমূর্ত্তি এখনি বা অন্য সময়ে কখন দর্শন করিব? আমি যখন তোমার সেই মধুরমূর্ত্তি অবলোকন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি তখনি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি অদ্যই বলভদ্রের সহিত সেই জগদ্গুরু বিষ্ণুকে দর্শন করিব। সম্প্রতি তোমার কৌস্তুভ প্রভা প্রতিভাত বক্ষ, পীতাম্বরধারী, পদ্ম পলাশলোচন, কিরীট সুশোভিত মস্তক, চক্রপাণি, গদাধর, পদ্মহস্ত, তেজোময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর শরীর আমার মঙ্গল বিধান করুন। বিষশাস্ত্ররূপ মহাসর্পযোগে নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা বেদোদধি মন্থন করিয়া যে নারায়ণখ্য অমৃত উদগত হইয়াছে, দেবগণ নিরন্তর যে সুধাপান করিয়া থাকেন, আমি অদ্য সেই অপূর্ব্বসুধা পান করিব। মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করেন, যিনি অমেয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, যিনি স্থূল, যিনি অতি সূক্ষ্ম, যিনি অদ্বিতীয় অথচ অনেক, যিনি আদ্য, যিনি ত্রিলোকজনক জ্যোতিস্বরূপ, যিনি ত্রিদশগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই অচ্যুতখ্য অচিন্ত্য দেব আমার চক্ষু ও হৃদয়ে বিরাজমান হউন। বিপ্রবর জনার্দ্দন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া বেগে অশ্ব চালনাপূর্ব্বক দ্বারবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

৩০৫তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দৌবারিক কর্ত্তৃক সমস্ত বিজ্ঞাপিত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি দেবেশ প্রভু নারায়ণ বলভদ্রের সহিত এক মহাসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে শৈনেয় সাত্যকি ও উগ্রসেন, পার্শ্বে মহর্ষি নারদ উপবিষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসাসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছেন। প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত, অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতেছেন। সূতমাগধ প্রভৃতি বন্দিগণ স্তবপাঠ, সামবেদাধ্যায়ী বিপ্রগণ সামগান দ্বারা মধুসূদনের যশোগান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দ্বিজবর জনার্দ্দনের আহ্লাদের সীমা রহিল না, তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 'ভগবন্! আমি জনার্দ্দন প্রণাম করি এই কথা বলিয়া অবনত মস্তকে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পরে বলভদ্রকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর পুনরায় কহিলেন, হে দেবদেবেশ! আমি হংস ও ডিম্ভকের দূত। বিপ্রেন্দ্র এই কথা বলিলে, মাধব কহিলেন, তুমি অগ্রে এই বিষ্টরাসনে উপবেশন কর। পশ্চাৎ যাহা প্রয়োজন থাকে বলিও। তখন জনার্দ্দন উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। পরে হরি তাহাকে বাক্য দ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

কহিলেন, ব্রহ্মদত্ত, নৃপতিশ্রেষ্ঠ হংস ও ডিম্ভকের কুশল ত? তোমার পিতাও কুশলে আছেন? আমি হংস ও ডিম্ভকের বীর্য্যবত্তার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। এক্ষণে আমার নিকটে যাহা বক্তব্য থাকে ব্যক্ত কর।

জনার্দ্দন কহিলেন, জগন্নাথ! ব্রহ্মদত্ত, আমার পিতা এবং হংস ও ডিম্ভক সকলেরই কুশল। ভগবান কহিলেন, মহীপতি হংস ও ডিম্ভক তোমায় কি বলিয়া দিয়াছে? হে দ্বিজসত্তম! তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন কর। আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিবেচনা করিব। তুমি যখন দূত হইয়া আসিয়াছ, তখন তোমার বাচ্যাবাচ্য কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। দূতের কার্য্যই এই, মহীপতিগণ যাহা বলিয়া দিবেন, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিবে। অতএব বক্তব্য বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

কেশব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জনার্দ্দন কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেন কিছুই জানেন না, এ কি বলিতেছেন? আপনি সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী; জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহার মধ্যে আপনার অবিদিত কি আছে? আপনি মনে মনে সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিতেছেন, তথাপি আমাকে বলিতে আদেশ করিতেছেন কেন? হে জগতীপতে! হে বিষ্ণো! বিদ্বান্‌গণ আপনার মহিমা গান করিয়া থাকেন। আপনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎও আপনাতে অবস্থান করিতেছে। ইচ্ছা করিলে আপনিই সমস্ত অবগত হইতে পারেন। কি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ আপনার অবেদ্য কি আছে? আপনি সর্ব্বগামী। আপনাকর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে এই চরাচরমধ্যে এমন একটি বস্তুও নাই। হে জগতীপতে! আপনি সর্ব্বভূতের ইন্দ্র, আপনিই সংহারকারী রুদ্র, আপনি সর্ব্বলোকের রক্ষা কর্ত্তা বিষ্ণু, আপনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। তথাপি 'তুমি বল' একথা বলিতেছেন কেন? হে মাধব! বিদ্বানগণ আপনাকে সতত জ্ঞানাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রাণবিদগণ আপনাকে প্রাণ, শব্দবেত্তারা আপনাকে শব্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি আমাকে বলিতে বলা বাহুল্যমাত্র। যাহা হউক যখন আমাকে বলিতে আদেশ করিতেছেন তখন আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন।

সম্প্রতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেইজন্য হংস ও ডিম্ভক উভয়েই আমাকে আপনাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ, লবণগ্রহণ ও আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আদেশ করিয়াছেন সম্প্রতি আমার নিকটে কর প্রদান করুন, পশ্চাৎ প্রচুর পরিমাণে লবণ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইবেন।

বিপ্রেন্দ্র জনার্দ্দন এই কথা বলিলে, প্রভু কৃষ্ণ বহুক্ষণ হাস্য করিয়া কহিলেন, দূত! তোমার যাহা বক্তব্য বলিলে। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তাহাদিগকে কর প্রদান করিব, সুতরাং আমি তাহাদিগের করদ; ইহা একরূপ অল্প ধৃষ্টতার কথা নহে। আমার নিকট হইতে কররূপে কোনবস্তু গ্রহণ করিতে হইবে একথা ত কখন শুনি নাই। দূতকে এই কথা বলিয়া যাদবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যাদবগণ! ইহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি আছে? মহীপতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, হংস ও ডিম্ভক ঐ যজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা। দুরাত্মারা আমাদের নিকট হইতে করপ্রাপ্তির অভিলাষ করে, আমাকে

লবণ বহন করিয়া তাহাদিগের যজ্ঞে গমন করিতে হইবে। যদুসত্তমগণ! আমি তাহাদের করদ, সুতরাং তাহাদের নিকট পরাজিতও হইয়াছি। কি হাস্যের কথা! শুন দুরাত্মাদিগের কথা শুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলভদ্র প্রভৃতি সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। সাত্বতগণ 'কৃষ্ণ করদ কৃষ্ণ করদ' বলিয়া হাস্য করিতে করিতে করতালি প্রদান করিতে লাগিলেন, সেই হাস্য ও করতালির শব্দে রোদসী, পূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বিপ্রবর জনার্দ্দন আত্মমিত্রের নিন্দা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! দৌত্যকার্য্য কি কষ্টকর! আমাকে এই কার্য্য করিতে হইল? এই বলিয়া লজ্জায় অপোমুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

৩০৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সকলে এই রূপ হাস্য করিতে আরম্ভ করিলে কেশিসূদন কেশব দূতকে কহিলেন, দূত! তুমি এক্ষণে গমন কর; গমন করিয়া আমার বচনানুসারে হংস ও ডিম্ভককে বলিবে, আমি শীঘ্রই শার্ঙ্গমুক্ত শিলাশাণিত তীক্ষ্ণবাণ অথবা নিশিত অসি দ্বারা তাহাদিগের উপযুক্ত কর প্রদান করিব। আমার কর প্রহিত চক্র তাহাদের উভয়েরই শিরচ্ছেদ করিবে, তাহাদের ধৃষ্টতাবৃদ্ধি করিবার জন্য যিনি বর প্রদান করিয়াছেন, সেই রুদ্রদেবও যদি তাহাদিগের রক্ষার্থ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন, আমি তাহাকেও পরাস্ত করিয়া উহাদিগের মস্তক ছেদন করিব। যেস্থানে গমন করিয়া আমার সহিত তাহাদের সঙ্গতি হইবে তাহাও যেন নির্দ্দেশ করিয়া আমায় সংবাদ দেয়। আমি তথায় সবলবাহনে উপস্থিত হইব, তাহারাও যেন নির্ভয়ে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুষ্করই হউক, কি প্রয়াগই হউক অথবা মথুরাই হউক ইহার যে কোন স্থানে আমি জানিতে পারিলেই যাইতে প্রস্তুত আছি। অথবা যদি তুমি মিত্রতানিবন্ধন তাহাদিগকে এ সকল কথা বলিতে অসমর্থ হও, তবে এই সাত্যকিই বলিবেন; ইনি তোমার সহিত গমন করিতেছেন। তুমি উভয় পক্ষের সাক্ষী রহিলে। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি ইহা, নিশ্চয় জানিবে যে, তোমার উপর আমার প্রভূত স্নেহ আছে, অতএব তুমি এই দুঃখ সঙ্কুল সংসারমধ্যে সর্ব্বদা বিজয়ী ও আমার ভক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিবে।

৩০৭তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সাত্যকিকে কহিলেন, সাত্যকে! তুমি এই বিপ্রবর জনার্দ্দনের সহিত গমন করিয়া হংস ও ডিম্ভকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার আদেশানুসারে তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিবে, বলপূর্ব্বক বলিবে আমার সহিত যেন তাহাদের সমরাঙ্গনে সাক্ষাৎ হয়। তুমি ধনু ও অঙ্গুলিত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া একাকী অশ্বারোহণে গমন কর। সাত্যকি আদেশ মাত্র তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাং এক অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর জনার্দ্দন ভগবান কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলে অনন্যসহায় সাত্যকি তৎসমভিব্যাহারে

অশ্বারোহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। যাদবেশ্বর কৃষ্ণ দূতকে বিদায় দিয়া কি ধৃষ্টতা কি ধৃষ্টতা বলিয়া হংস ও ডিম্ভককে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ সাত্যকি সমভিব্যাহারে শাল্বনগরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মদত্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অগ্রে সাত্যকিকে আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অন্য এক প্রশস্ত আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর সাত্যকিকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক হংস ও ডিম্ভককে কহিলেন, ইহার নাম সাত্যকি, ইনি দূতবেশে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হংস কহিলেন, ইনি আগমন করিয়াছেন ইহা আমি অগ্রেই শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি দর্শন করিলাম। আমি শুনিতে পাই, ইনি অসামান্য পরাক্রমশালী বীর। ধনুর্ব্বেদ, বেদ, বিবিধ শাস্ত্র ও শস্ত্রবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী। ইহাকে দর্শন করিয়া আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বাসুদেব, বলভদ্র, সমস্ত সাত্বতগণ এবং উগ্রসেন প্রভৃতি সকলের কুশল ত? স্যত্যকি ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, হাঁ সমস্তই কুশল। এই সময়ে বাক্যবিশারদ হংস জনার্দ্দনকে কহিলেন, চক্রীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে? আমাদের সমীহিত কার্য্য সিদ্ধ হইল? বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই, তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

৩০৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! হংস এই কথা বলিলে ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন মনে মনে নারায়ণকে স্তব করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, বয়স্য! আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ জনার্দ্দন এক অপূর্ব্ব আসনে আসীন রহিয়াছেন। উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কারে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত, দীপ্তিমান রত্নপ্রভায় শরীর সমুদ্ভাসিত হইতেছে। পুরাতন যতি ও মুখ্য মুনিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। বন্দী মাগধগণ স্তব করিতেছে। পুরাতন কবি ও অমরগণ তত্ত্বনিরূপণ করিতেছেন। তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত অধরযুগল প্রবালের ন্যায় অরুণবর্ণ, তাঁহার শরীরকান্তি প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার নাভি বিকসিত সুবর্ণপদ্মের ন্যায় মনোহর। আমি দেখিলাম, সেই জগদগুরু কৃষ্ণ পার্শ্বেপবিষ্ট যাদবগণকে মধুরবচনবিন্যাসে অনুগৃহীত করিতেছেন। আরও দেখিলাম পুরাতন মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই বেদার্থনিধিকে বিধিবৎ নিরূপণ করিতেছেন। আমি সেই ত্রিলোকহিতকর প্রভু হরিকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলাম। তিনি জগন্ময়, কেবল জগতের হিতের নিমিত্তই শক্র মণ্ডলীকে পরিভূত করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। আমি দেখিলাম ভীষ্মতনয়া রুক্মিণীরূপধারিণী লক্ষ্মীও সেই অম্ভোনিধিশায়ী ভক্তবৎসল বিভু হরির সহিত বিহার করিতেছেন। কখন যাদবগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছেন কখন বা বিহার করিয়া বেড়াইছেন। যাদবমুখ্য প্রভু কৃষ্ণ এইরূপ সমস্ত যদুবংশীয়গণকে সুখী করিয়া স্বয়ং অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। আমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দলাভ করিলাম এবং ঈষৎ নিমীলিতনেত্রে তাহার শরীর সুধা পান করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। আমি যখন যখন সেই অম্ভোজবুগলধারী প্রভু ভূতভাবন

বিভু আদ্য বিভাবসু কৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি, তখন তখনই পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিতেছি। তাঁহার বক্ষঃ স্থলে কৌস্তভ মণি বিরাজ করিতেছে, তিনি শত শত চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া যখন তোমার কর প্রদানের কথা আমার নিকট শ্রবণ করিলেন, তখন বিদ্বেষবশতঃ কহিতে লাগিলেন, সে দুরাত্মারা কোথায়? কোথায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কোথায় বা তাহারা আমার পুরোবর্ত্তী হইবে? হংস আবার আমায় করপ্রদান করিতে হইবে বলিয়া আদেশ করে? নারদ ও যতীশ্বর দুর্ব্বাসার নিকট বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন আমি ব্রহ্মসূত্রবক্তা মুনীশ্বর এবং দেব হরিকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার বন্ধুর সর্ব্বথা অসাধ্য কার্য্যেরই আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক এখন হইতে আর ওরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। প্রিয়বয়স্য! আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমার আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। এই সাত্যকি উপস্থিত, এক্ষণে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে তাহা ইনিই তোমাকে বলিবেন।

মহারাজ! দ্বিজবর জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হংস নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, অরে ব্রাহ্মণদায়াদ! এ তোমার কি কথা? এখন আমরা উভয়ে ত্রিলোক জয় করিতে অভিলাষ করিয়াছি; এ সময়ে কাহার সাধ্য যে, আমাদের সম্মুখে ওরূপ কথা বলিতে পারে? কৃষ্ণ একজন বিলক্ষণ মায়াবী, সে মায়াবলে তোমাকে একবারে ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে, সেইজন্যই তোমার ঈদৃশ মহান্ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। যে শঙ্খচক্রগদাধারী, বনমালা বিভূষিত, বৃষ্ণিবীরগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহার যশোগান করিতেছে; সূত ও মাগধগণ তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক স্তোত্র পাঠ করিতেছে; তাহার যশোরাশিতে এই লোকমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইতেছে; তাহার চার হস্ত সৈন্য সামন্তবেষ্টিত তাহার সভা এই সমুদায় যাহা কিছু দেখিয়াছ, সমস্তই সেই চক্রীর মায়া। সুতরাং সেই দুরাত্মা ঐন্দ্রজালিকায় তোমার ভ্রম উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। অহে ব্রাহ্মণ! তুমি যে তাহার সহিত আমার তুলনা করিতেছ, এ কেবল তোমার বিপ্রসুলভ চপলতামাত্র। তোমার সহিত আমার বন্ধুতা আছে, সেইজন্যই আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, নতুবা কখনই এতদূর সহ্য করিতাম না। রে মূঢ়! হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান কর। পৃথিবীর যথায় ইচ্ছা হয় গমন কর, শীঘ্র গমন কর। আজ আমি প্রথমে সেই গোপদারককে জয় করিয়া সমস্ত যাদবগণকে পরাস্ত করিব, ইহাই আমার প্রথম সঙ্কল্প। বিপ্র! তুমি আমার সহিত চিরকাল ভোজন করিয়া এক্ষণে আমার শত্রুপক্ষের স্তব করিতেছ? ধৃষ্টতাপূর্ব্বক আমারই সম্মুখে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? তোমার যথা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র গমন কর। অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও বিপ্রবধ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। হংস বিপ্রকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার সাত্যকিকে কহিল, অরে যাদব দায়াদ ! তুই এখানে কি জন্য আসিয়াছিস্? নন্দতনয় কি বলিয়া দিয়াছে? কি জন্যই বা সে আমাকে করপ্রদান করিল না?

সাত্যকি কহিলেন, হংস! সেই শঙ্খচক্রগদাধারী বলিয়া দিয়াছেন, শিলাশাণিত শার্ঙ্গ মুক্ত নিশিত শর অথবা তীক্ষ্ণধার খড়্গা দ্বারাই হউক, তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া কর প্রদান করিবেন। রে দুরাত্মন! তুই কার কাছে কর প্রার্থনা করিতেছিস্? ভগবান কৃষ্ণের নিকট হইতে কর গ্রহণের অভিলাষ অপেক্ষা আর কি ধৃষ্টতা হইতে পারে? হে নৃপাধম! হে নরাধম! যে ব্যক্তি জগন্নাথের নিকট হইতে কর প্রাপ্তির অভিলাষ করে, তাহার জিহ্বাচ্ছেদ

বিধেয়। তুই ত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তোর কথা দূরে থাক তাহার শার্ঙ্গরব ও শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারে? গিরীশের বরদর্পেই বা কাহার সাধ্য আছে যে, কৃষ্ণের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ বলভদ্র প্রভৃতি আমরা তাহার সহায় রহিয়াছি। তন্মধ্যে বলভদ্র প্রথম, আমি দ্বিতীয়, কৃতবর্ম্মা তৃতীয়, বলবান্ নিশঠ চতুর্থ, বভ্রু পঞ্চম, উৎকল ষষ্ঠ, অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ ধীমান্ তারণ সপ্তম, সারঙ্গ অষ্টম, বিপৃথু নবম, ধীমান্ উদ্ধব দশম। আমরা এতগুলি সসৈন্যে প্রস্তুত রহিয়াছি। সেই শঙ্খ চক্রগদাধারী লোকরক্ষক কৃষ্ণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আমরা অগ্রে থাকিয়া অহর্নিশ তাঁহার সাহায্য করি। আমাদের সাহায্যেরই বা প্রয়োজন কি? বলমদোন্মত্ত তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সেই বাসুদেব ও বলভদ্র স্বয়ংই সমর্থ। যে গিরীশ তোমাদিগকে বর প্রদান করিয়া পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন তোমরা সশরধনুর্দ্ধারী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কেবল তিনিই একমাত্র সহায় হইতে পারেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য ত্রাণকর্ত্তা বিষ্ণু স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে এবং আমরা সকলে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বচর থাকিলে কাহার সাধ্য যে, করপ্রার্থী হইয়া তাহার সম্মুখে গমন করিতে পারে? অথবা আমাদিগেরই বা প্রয়োজন কি? যিনি ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন তিনি একাকীই নিশিত শরনিপাতে তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিবেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন তোমরা পুষ্কর, গোবর্দ্ধন গিরি, মথুরা কিম্বা প্রয়াগ ইহার যে কোন স্থানে বল প্রদর্শন করাও। শঙ্খচক্রগদাধারী ভাবান বিষ্ণু স্বয়ং বিদ্যমান থাকিতে অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিতে পারে? অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক কোন ব্যক্তি ঐরূপ কথা মুখাগ্রে আনিয়াই সুখ প্রাপ্তির আশা করে। অতএব কৃষ্ণের নিকট কর প্রার্থনা করা তোমার কেবল জড়তা, মূর্খতা ও চমৎকারিত্বমাত্র। রে মূঢ়? যদি পুনরায় এরূপ অভিলাষ কর তাহা হইলে জগতে নিতান্তই উপহাস্পদ হইবে; সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

৩০৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! হংস ও ডিম্ভক এই কথা শ্রবণ করিয়া মহক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তখন তাহারা রোষকষায়িত নেত্রে নৃপতিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত দিক দগ্ধ হইতেছে। অনন্তর হস্তে হস্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক কহিলেন, কোথায় সে নন্দতনয় কোথায়? "সবলমদোন্মত্ত বলভদ্রই বা কোথায়? এই কথা বলিয়া সাত্যকির প্রতি" দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মহা আস্ফালন করিয়া কহিলেন, রে যাদবদায়াদ! তুই আমার সমক্ষে থাকিয়া কি বলিতেছিস? রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূরীভূত হ। তুই দূত, তোকে আর কি বলিব? নতুবা এরূপ পরুষপ্রলাপীকে এই দণ্ডেই বধ করিতাম। তুই নিতান্ত নির্লজ্জ, সেইজন্যই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলি। আমরা এখন সমস্ত জগৎ শাসন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এ সময়ে মর্ত্ত্যলোকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, আমাদিগকে করপ্রদান না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? আমি সমস্ত গোপালগণকে নিহত যাদবগণকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিব। নরাধম! তুই এখান হইতে প্রস্থান কর। দূত অবধ্য বলিয়া তুই

অনেক অসম্বন্ধ প্রলাপ করিলি। দেবপতি মহাদেব আমাদের বরদাতা, অস্ত্রদাতা এবং রণস্থলে রক্ষা কর্ত্তা। আমি রণস্থলে গোপালগণকে নিহত করিয়া পিতাকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিব। তুই যাহাদের নামোল্লেখ করিলি তাহারা ত যুদ্ধে নিতান্ত কাতর। উহাদিগকে সবলে সংহার করিয়া পশ্চাৎ কেশবকে পরাস্ত করিব। তাহারা যতই সৈন্য সংগ্রহ করুক না কেন কেহই আমার হস্তে নিস্তার পাইবে না। তাহারা প্রাস মুষল গ্রহণ করুক কবচ পরিধান করুক, সহস্র সহস্র রথে আরোহণ করুক, সহস্র সহস্র গদা পরিঘ ধারণ করুক। যত পারে ইন্ধন শরাসন ও তোমরধারী বল সঞ্চয় করুক, ছত্রধ্বজ, ঘণ্টা, আয়ুধযুক্ত সেনাপতি সহস্র উপস্থিত হউক সকলকে আমি নিপাত করিব। তুই দূত, অবধ্য, তোর ও মরণ ভয় নাই, অতএব এখান হইতে প্রস্থান কর। কল্য অথবা পরশ্বই হউক, পুষ্করে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে তোর কেশব, বলভদ্র ও অন্য যে সকল নৃপতিদিগের কথা কহিতেছিস তাহাদের কিরূপ বীর্য্য এবং আমরাই বা কিরূপ বল ধারণ করি, তাহাও জানিতে পারিবি।

সাত্যকি কহিলেন, রে দুরাত্মগণ! কল্যই হউক আর পরশ্বই হউক তোমার বিনাশার্থ এই আমি চলিলাম। আমি যদি দূত হইয়া না আসিতাম, তবে এই দণ্ডেই তোমাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতাম । তুই যেরূপ কটুভাষী তাহাতে কল্য বা পরশ্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম না; কি বলিব, দৌত্য মানবগণের অতি দুঃখকর পদার্থ, নতুবা এখনি স্বীয় বাহুবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তোদের মত দুরাত্মা নৃপাধমকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া নির্ব্বৃতি লাভ করিতাম। যাহা হউক, যিনি শঙ্খচক্রগদাপাণি, শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধারী, যাহার মস্তকে কিরীট শোভা পাইতেছে, যাহার কেশ কলাপ নীল ও কুঞ্চিত, যাহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, যিনি সর্ব্বলোকপ্রভব, যিনি বিশ্বরূপী যাহার মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় পরমসুন্দর সেই দৈত্য দানবহন্তা যোগিধ্যেয় পুরাতন শ্যামল সত্য বিক্রম সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ত্রিলোকনাথই সমরাঙ্গণে নিশিত শরনিপাতে তোদের দর্প খর্ব্ব করিবেন। এই কথা বলিয়া সাত্যকি অশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৩১০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া হংস ডিম্ভকের সহিত যে সমুদায় কথোপকথন হইয়াছিল তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর পর দিন প্রাতঃকালে কেশিসূদন কেশব প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা হস্তী তুরঙ্গ রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হও। ভেরী, পণব, প্রাস, অসি, পরিঘ ও ধ্বজা পতাকা প্রভৃতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি সমুদায় গ্রহণ কর। দেখিও যেন কোন বিষয়ে কিঞ্চিমাত্র ত্রুটি না হয়; সেনাপতিগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তথাস্তু বলিয়া সমস্ত সুসজ্জিত করিলেন। তখন বনমালা বিভূষিত যদুপতি কেশব এবং নীলবসনধারী শ্বেতকান্তি হলধর সৈন্যগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাক্ষাৎ শশধরের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। মহাবল সাত্যকি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্যাগ্রে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য যদুবীরগণও সুদৃঢ় ধনু ও

বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও কবচ পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন চক্রপাণি ভগবান্ হরি দারুকানীত রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা অসি শূল ও ভীষণ শার্ঙ্গ শরাসন ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিধান পীতবসন, হস্তে অঙ্গুলিত্রাণ, বক্ষস্থলে অপূর্ব্ব পদ্মমালা দোদুল্যমান হওয়াতে সেই রথারূঢ় নব জলধর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের আর শোভার সীমা রহিল না। বিপ্রগণ হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিক হইতে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। সূত মাগধ ও পৌণ্ড্রগণ যশোগান আরম্ভ করিল। তখন তিনি সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে শত্রুভয়বর্দ্ধন মহারব শঙ্খ মুখমারুতে পূর্ণ করিয়া প্রথাপিত করিলে প্রতিধ্বনিতে রোদসী পূর্ণ হইয়া উঠিল, দিক্ সমুদায়ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই শঙ্খ প্রধ্মাত হইবামাত্র সহস্র সহস্র শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি রণবাদ্য সমুদায় জলদগম্ভীর ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিল। অনন্তর পুণ্যবর্দ্ধন পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইয়া নরপতিগণ তত্রত্য সরোবর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অতঃপর যোদ্ধবর্গ স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া যুদ্ধার্থ হংস ও ডিম্ভকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ গোবিন্দ সেই সুশোভন সরোবর অবলোকনে পরমপ্রীত হইয়া আচমন করিলেন। অতঃপর যতিগণকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে শত্রুবর্গের আগমন প্রতীক্ষায় পরম সুখে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩১১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে হংস ও ডিম্ভক প্রকাণ্ড ধনুর্দ্ধারণ করিয়া দুই রথে আরোহণপূর্ব্বক পুষ্করাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মহাভূত দ্বয় অগ্রসর হইয়া যখন সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক লোকসংহারকারক অন্য দুই রুদ্রাবতারের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত পৃথিবী সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। শত শত সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুসরণ করিল। অনন্তর দশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল।

মহারাজ! ইতঃপূর্ব্বে বিচক্র নামা এক মহাবল পরাক্রান্ত পর্ব্বতাকার দানবের সহিত ইহাদের বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। এই বিচক্রের বলবত্তার কথা কি বলিব, বজ্রধারী ইন্দ্র ও ইহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধ সময়ে এই মহাবাহু বীরাগ্রগণ্য বিচক্র দেবগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া ছিল; অন্য এক সময়ে সে প্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিতও যুদ্ধ করে। সে দ্বারবতীতে উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহাহউক এক্ষণে সেই মহাবীর বিচক্র ঐরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বহুসহস্র পরিঘায়ুধ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া হংস ও ডিম্ভকের সাহায্যার্থে সমুদ্যত হইল।

এই বিচক্রের সহিত আবার হিড়িম্ব নামক একজন রাক্ষসের অত্যন্ত মিত্রতা হইয়াছিল এমন কি হিড়িম্ব বিচক্রের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে বিচক্রের রণপ্রয়াণ বার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া শিলা শূল অসি ও পট্টিশধারী অন্যান্য রাক্ষসের সহিত আসিয়া তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল। সর্ব্ব শুদ্ধ তাহার অশীতি সহস্র রাক্ষস সেনা ছিল। তাহার শিলা পরিঘপাণি হইয়া হিড়িম্বের অনুসরণ করিল। ক্রমে ক্রমে দৈত্যপতি বিচক্র ও রাক্ষসেশ্বর হিড়িম্বের সৈন্য সমুদায় হংস ও ডিম্ভকের সৈন্যগণের সহিত পথিমধ্যে মিলিত হইল। তখন তাহার সেই মহাসৈন্য অত্যাশ্চর্য্য ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোকের ভয়প্রদ হইয়া উঠিল। হংস ও ডিম্ভক এই সমস্ত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কেশব বিনাশবাসনায় পুষ্করাভিমুখে ধাবমান হইল। মহীপতি জরাসন্ধ যাদবগণের সহিত এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও ব্রহ্মশাপভয়ে তাহাদের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন না। হংস ও ডিম্ভকের আনুমাত্রিক নৃপতিগণ ঘোরতর সিংহনাদপূর্ব্বক আমি কৃষ্ণের সহিত অগ্রে যুদ্ধ করিব। এই কথা বলিতে বলিতে ত্বরিত গমনে মুনি ও বৃদ্ধজন নিষেবিত অত্যন্ত পবিত্র পুণ্যবর্দ্ধন পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইল। এই পুষ্কর ও পুণ্ডরীকাক্ষ এই উভয়ই পবিত্র। উভয়কে দর্শন ও স্পর্শ করিলে, কলুষরাশি বিনষ্ট হয়। মুনিগণ ও সাম বেদাধ্যায়ী মহাত্মা বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ এই উভয়কেই সেবা করিতেছিলেন। এমন সময়ে নৃপতিবর্গ তথায় উপস্থিত হইয়া কুশাসনোপবিষ্ট হরিকে সন্দর্শন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈত্যরাক্ষসসমাকুল সৈন্য সমুদায় অসংখ্য ভেরী, পণব, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্য বাদনপূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পুষ্কর মধ্যবর্ত্তী সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহাত্মা কেশব যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

হে মহারাজ! আপনি সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ও পুষ্কর তীর্থ উদ্দেশ করিয়া মনে মনে নমস্কার করুন। তাহা হইলে আপনার কলুষরাশি নিঃশেষে ধ্বংস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩১২তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধ্বজ, পতাকা পরিঘ, গদা, শক্তি, শূল, অসি ও কার্ম্মুক; প্রভৃতি অস্ত্রসমাকুল এবং ভেরী, ঝর্ঝরী ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম সমাযুক্ত উভয় পক্ষীয় সেনাগণ একত্র সমবেত হইলে পরস্পর মহোৎসাহসহকারে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহাদের শরাসন-বিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র ভীষণ শরসমুদায় সেনাগণের শরীর ভেদ করিয়া দূরে পতিত হইতে লাগিল। বাহুবিনির্ম্মুক্ত অসি প্রহারে যোদ্ধৃগণের বক্ষঃস্থল বিদারিত ও মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পরিঘপ্রহারে ক্ষত্রিয় ও রাক্ষসগণের শরীর চূর্ণ হইয়া গেল। পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী সৈন্যগণের ঘোরতর সিংহনাদে রণস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল। দৈত্য, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও রাজন্যগণ চাপমুক্ত মহাশর ও পরিঘপ্রহারে পরস্পরকে ব্যথিত করিতে লাগিল। গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, রথে রথে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পট্টিশ, অসি, শর, কুম্ভ, সায়ক, কর্ষণ শক্তি, পরিঘ, প্রাস, পরশ্বধ ও ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রপাতে পরস্পরের সৈন্যসমুদায় গুরুতর আহত হইল। রাক্ষস, দানব ও ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রণস্থলে পতিত হইয়া মহাভোগিভোগসন্নিভ শাণিত শরনিকরপাতে সমস্ত সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল।

তখন তাহারা বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কেহ কেহ ভয়ঙ্কর অসিপ্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কেহ কেহ গদাঘাতচূর্ণ মস্তক, কেহ কেহ পট্টিশ ও পরিঘ প্রহারে ভগ্নগ্রীব হইয়া যমরাজ্য বর্দ্ধিত করিল, কেহ বা স্বর্গারোহণপূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় ছিন্ন কলেবর দর্শন করিতে লাগিল। কেহ কেহ এরূপ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, কি স্বপক্ষ, কি পরপক্ষ, উভয় পক্ষকেই নিহত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই সময়ে সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র শঙ্খ ভেরী, ও অসংখ্য মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সূর্য্যও তৎকালে গগনাঙ্গনের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া খরতর কিরণজাল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিকটাকার লম্বোদর পিশাচ ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ মহানন্দে প্রচুর পরিমাণে রুধিরপান ও নরমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। যে সমুদায় সৈন্য গতাসু হইয়া রণস্থলে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে খড়্গপাণি কবন্ধ সমুদায় উত্থিত হইতে লাগিল। শব মাংসলোলুপ শ্যেন, কাক, কঙ্ক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ আসিয়া যুদ্ধভূমিপতিত শব আকর্ষণপূর্ব্বক তুণ্ড দ্বারা ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজন! এই যুদ্ধে সপ্তাশীতিসহস্র হস্তী, ত্রিংশৎসহস্র অশ্ব, রথীগণের সহিত লক্ষ রথ এবং অস্ত্রধারী ত্রিংশৎকোটি অশ্বারোহী নিহত হইল। সেই মধ্যাহ্নকালে যাহারা রণভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই আর তথা হইতে নির্গত হইল না। অনেকেই একবারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পুকরের জলে ভাসিতে লাগিল। কেহ কেহ ‘হায় মরিলাম’ বলিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কেহ বা আলুলায়িত কেশে রথ হইতে পতিত হইল আর উঠিতে পারিল না। কেহ কেহ বা ওষ্ঠপুট সন্দংশনপূর্ব্বক অশ্বারোহীর সম্মুখেই পতিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এই পুষ্কর তীর্থের যুদ্ধ ও সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়াবহ হইয়া উঠিল।

৩১৩তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! এই অবসরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শার্ঙ্গধন্বা গদাধর বিচক্রের সহিত, বলভদ্র হংসের সহিত, সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত, বসুদেব ও উগ্রসেন নরমাংসাশী হিড়িম্ব নামক রাক্ষসের সহিত এবং অন্যান্য যুদ্ধ মদোন্মত্ত যাদবগণ অন্যান্য যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ বাসুদেব ত্রিসপ্ততি বাণ লইয়া বিচক্রের বক্ষঃস্থলে যুগপৎ প্রহার করিলেন। দানবপতি বিচক্রও শাণিতাগ্র শরনিপাতে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কৃষ্ণকে ব্যথিত করিল। পরক্ষণেই আবার অন্য এক অতি তীক্ষ্ণ দৃঢ় বাণ গ্রহণ করিয়া আকর্ণ শরাশন আকর্ষণপূর্ব্বক শচীপতি দেবেন্দ্রের সমক্ষেই কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল। ভগবান জনার্দ্দন তদ্দ্বারা বিদ্ধ ও গুরুতররূপে আহত হইয়া আদি সৃষ্টিকালে যেরূপ তাঁহার মুখ হইতে প্রজা সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ এক্ষণে রুধির প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর হৃষীকেশ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা তাহার রথধ্বজ ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পরে অন্য শরদ্বারা তাহার চারি অশ্ব এবং তিন শরে তাহার সারথিকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর তারকাসুরযুদ্ধে যেরূপ শঙ্খ ধ্বনি হইয়াছিল,

সেইরূপ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দানব তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া এক দুর্ব্বহ বীর্য্যশালিনী গদা গ্রহণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া তদ্বারা কেশবের কিরীটোপরি আঘাত করিল। অনন্তর পুনর্ব্বার তাঁহার ললাটে প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার এক বৃহৎ শিলা গ্রহণপূর্ব্বক শতবার ঘূর্ণিত করিয়া কেশবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। ভগবান্ যদুনন্দন সেই শিল আগত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা ধারণ এবং সেই শিলা আবার বিচক্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যবর সেই শিলাপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গতাসুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল পরেই সে সংজ্ঞালাভ করিয়া দ্বিগুণতর রোষাবেশে ঘোরতর এক পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক মাধবকে কহিল, গোবিন্দ! ইহা দ্বারাই তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া একেবারে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। ইতঃপূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধকালে তুমি আমার বিক্রম বিলক্ষণ বিদিত হইয়াছ। হে জনার্দ্দন! সেই আমার এই বিপুল বাহুদ্বয়, আমিও সেই বিচক্র নাম দানবপতি। তথাপি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। যদি পার, তবে আমি এই পরিঘ প্রহার করিতেছি, নিবারণ কর; এই কথা বলিয়া দৈত্যপতি সকলের সমক্ষে সেই পরিঘ নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণ অবিলম্বে সেই পরিঘ ধারণ করিয়া, রে দুষ্টতে! এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিশিত খড়্গাঘাতে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বিচক্র পরিঘ ব্যর্থ হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার এক প্রকাণ্ড শতশাখাসমাকীর্ণ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণ তাহাও ধারণ করিয়া খড়্গপ্রহারে তিল পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মাধব এইরূপে কিয়ৎক্ষণ দৈত্যেন্দ্রের সহিত ক্রীড়া করিয়া অবশেষে তাহার বিনাশ বাসনায় এক নিশিত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র দৈত্যবরের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া পুনরায় ভগবানের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা সেই অবধি মহোদধিতে প্রবেশ করিয়াছে, অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই।

৩১৪তম অধ্যায়

মহারাজ! এই সময়ে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধর্ম্মাত্মা বলদেব এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দশবাণে হংসকে বিদ্ধ করিলেন। হংস তাহাকে পঞ্চ নারাচাস্ত্রে প্রতিবিদ্ধ করিলে, হলধারী তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃ হলে দশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বলপূর্ব্বক অন্য এক নারাচাস্ত্র দ্বারা তাহার ললাটদেশে প্রহার করিলেন। হংস সেই প্রহারে হতচেতন হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তূণ হইতে বাণগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় বলদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তদ্বারা বলদেব গুরুতর আহত হইয়াছেন দেখিয়া হংস তখন সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল, দেবগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলেন। বলদেব সেই প্রহারে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রুধির বমন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। অনন্তর নীল বসনধারী হলায়ুধ হংসগতি বীরাগ্রগণ্য হংসের প্রতি একবারে সপ্তসহস্র নারাচ

নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত নিশিত নারাচাস্ত্র সমুদায় অশ্ব, রথ, ধ্বজ, চাপ, ছত্র ও তূণ দ্বয়ে নিপতিত হইয়া হংসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মহারাজ! বীর্য্যমদমত্ত হংসও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একশরে হলধারীকে বিদ্ধ করিয়া অপরশরে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। অপর চারি শরে তাহার অশ্ব ও সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তখন বলদেবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক অনন্ত দেবের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে হংসের উপর পাতিত করিলেন। সেই প্রহারে তাঁহার রথ, ধ্বজ, চক্র, ঈষা ও সারথি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া গেল। বলদেব পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই আবার অন্য এক গদা লইয়া হংসের উপর নিক্ষেপ করিলেন; হংসও তখন গদা লইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। তখন উভয়ে ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল; উভয়েই মহারথ, উভয়েই মহাবাহু, উভয়েই মহা বিক্রমশালী, উভয়েই পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী। পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে বৃত্রাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই সিংহ বিক্রান্ত বীরদ্বয়ের যুদ্ধও সেইরূপ হইতে লাগিল। উভয়েই ঘোরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বলদেব দক্ষিণ মণ্ডল ও হংস বামমণ্ডল গ্রহণ করিলেন। গজবিক্রম বীরদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মুনিগণ যুদ্ধ দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ অদ্ভুত আমরা কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। ফলতঃ যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হংস দক্ষিণ ও বলবান বলদেব বামমণ্ডল আশ্রয় করিলেন; এইরূপে রণবিশারদ বীরদ্বয় দেবগণের সমক্ষে জানুদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া পরস্পর তুমুল গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

৩১৫তম অধ্যায়

মহারাজ! এদিকে মহাবলবিক্রান্ত ক্ষত্রিয় প্রধান বৃদ্ধসেবী সাত্যকি ও ডিম্ভক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সত্যবিক্রম সাত্যকি নিশিত দশবাণে ডিম্ভকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সমরগর্ব্বিত ডিম্ভক সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া একবারে পঞ্চ সহস্র নারাচাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিল। সাত্যকি ঐ সমস্ত বাণ অর্দ্ধপথে নিবারণ করিয়া ভিম্ভকের তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ডিম্ভক মহাক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ সপ্তশরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া অবশেষে শত সহস্র শর হার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন বিক্রমশালী যদুনন্দন সাত্যকি নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা তাহার শাসন ছেদন করিয়া দিলেন। ডিম্ভকও তৎক্ষণাৎ তৈলমার্জ্জিত এক ভীষণ ক্ষুর দ্বারা সত্যকিকে আহত করিলেন। সাত্যকি এই বাণে বিদ্ধ হইয়া রুধির বমনকরত বসন্তকালীন কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, তথাপি তিনি শরনিপাতে ডিম্ভকের দ্বিতীয় ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন। ডিম্ভক পুনরায় অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া সাত্যকির উপর শর নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন; সাত্যকি সে ধনুও এক তীক্ষ্ণ পুঙ্খ বাণদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! এইরূপে সাত্যকি ডিম্ভকের দশাধিক এক শতশরাসন ছেদন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল, পরে উভয়েই শরাসন পরিত্যাগ করিয়া খড়্গগ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ! সাত্যকি, ডিম্ভক, দৌঃশাসনি, সোমদত্ত, বিক্রমশালী অভিমন্যু ও নকুল এই ছয় জনই যুদ্ধে খড়্গধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ঐ ছয়জনের মধ্যে আবার সাত্যকি ও ডিম্ভক সর্ব্বাগ্রগণ্য; উভয়ের ঘোরতর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত প্রভৃতি। যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার যুদ্ধবিধি আছে তৎসমুদায়ই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে অনবরত পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই বিশ্রান্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ পরমসন্তুষ্ট হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! ইহারা যেমন ধনুযুদ্ধে পারদর্শী সেইরূপ অসিযুদ্ধে সুপণ্ডিত। ইহাঁদের একজন গিরীশের শিষ্য, অন্যজন ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। অর্জ্জুন, সাত্যকি ও জগৎপতি কৃষ্ণ যেমন যুদ্ধে বিখ্যাত, ডিম্ভক, কার্ত্তিকেয় ও মহাদেব ইহাঁর তিনজনও সেইরূপ মহারথ বলিয়া অভিহিত। ইহারা সকলেই কি বীর্য্য, কি বলবত্তা সকল বিষয়েই বিখ্যাত। এই বলিয়া সকলেই আকাশ পথে থাকিয়া বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৩১৬তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জরাজরিত সর্ব্বাঙ্গ, পলিত কেশ, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ বসুদেব ও উগ্রসেন ও দুরাত্মা রাক্ষস হিড়িম্বের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শতসহস্র শরনিকরপাতে রাক্ষসকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেও মানুষ ভক্ষণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। দুরাত্মা রাক্ষসের শরীর অত্যন্ত উন্নত, বাহু দীর্ঘ, হনু বৃহৎ, দন্ত দীর্ঘ, মুখ সুন্দর, উদর লম্বমান চক্ষু অতি ভীষণ, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, নাসিকা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় রোমসমুদায় কণ্টকিত, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, গ্রীবা দীর্ঘ, দেখিলে প্রকাণ্ড হস্তী বা পর্ব্বত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সে রাশি রাশি মাংসভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া, গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, রথে রথে ও সাদিতে সাদিতে আহত করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে নিশ্বাস আকর্ষণে নাসারন্ধ্রে গ্রাস করিতে লাগিল। মহারাজ! সেই পুরুষাদক হিড়িম্ব ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক কোন কোন বৃষ্ণিরক্ষককে নিহত করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই বিরূপ রাক্ষস সম্মুখে যাহাকে দেখে, তাহাকেই নিপাতিত করে। রাজন! দুরাত্মা নিশাচর পদাতিগণের কাহাকেও ভক্ষণ এবং কাহাকেও বা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রলয়সময়ে রুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাকুল নির্ম্মূল করেন, রাক্ষস তেমনি ক্ষণমধ্যেই রাশি রাশি যাদবসৈন্য গ্রাস করিল। বীর্য্যশালী বৃষ্ণিগণ কেহ ভীত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করিলেন এবং কাহাকেও বা রাক্ষস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিল। রাজন্! পূর্ব্বে লঙ্কাসমরে মহাবল কুম্ভকর্ণ যেমন বানরসৈন্য ভক্ষণ করিয়া ছিল; নিশাচর হিড়িম্ব সেইরূপ যাদবীসেনা গ্রাস করিতে লাগিল। অনবরত গ্রাস ও সংহার করাতে, সেই বিপুল সৈন্য নিঃশেষিত হইয়া, চিত্রপট-ন্যস্তের ন্যায় নিতান্ত বিরলভাবাপন্ন হইল।

এই অবসরে যাদবপুঙ্গব বৃদ্ধ উগ্রসেন ও বাসুদেব উভয়ে জাতক্রোধ হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষসের সম্মুখীন হইলে, বোধ হইল যেন মেষযুগল নিরতিশয় রোষান্বিত হইয়া, কুপিত কেশরীর সম্মুখে গমন করিল। তদ্দর্শনে পাতাল, তলসন্নিভ বিরূপাক্ষ মহারাক্ষস বিশালবদন ব্যাদিত করিয়া, তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার অভিলাসে সবেগে ধাবমান হইল এবং ধাবমানসময়ে অনেককে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। রাজন্! সে ব্যাদিতাস্য কৃন্তের ন্যায় ধাবমান হইলে, যদুবীর বাসুদেব ও উগ্রসেন উভয়ে লঘুহস্ততাপ্রদর্শনপূর্ব্বক নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিয়া, তাহার সুবিশাল মুখগহ্বর পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু দুয়াচার রাক্ষস, মুর্ত্তিমান প্রলয়ের ন্যায়, তৎসমস্ত শর নিমেষমধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং সবেগে গমন করিয়া, দুর্নিবার বিক্রম প্রকাশপুরঃসর তাঁহাদের উভয়েরই সুবিশাল শরাসন তৎক্ষণাৎ কবলিত করিল। তাঁহারা চিত্রিতের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর মহাবল নিশাচর বিকট বদন ব্যাদান ও সুবিশাল বাহু বিসারিত করিয়া, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। সমবেত সমস্ত নরপতি এই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হিড়িম্ব বৃদ্ধসেবী রাজা বসুদেব ও উগ্রসেন উভয়কেই সম্বোধন করিয়া কহিল, রে নৃপাধম বসুদেব! রে রাজকুল কলঙ্ক উগ্রসেন! আমি তোমাদের উভয়কেই ভক্ষণ করিব। তোমরা কি জন্য আর আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছ? আসিয়া আমার আস্যবিবরে প্রবেশ কর। বিধাতা তোমাদের দুইজনকে আমার খাদ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছি এবং যুদ্ধেও ত্বরিতবিক্রম। সুতরাং শীঘ্রই তোমাদিগকে আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এক বার প্রবেশ করিলে, আর বহির্গত হইতে পারিবে না। তোমাদের শোণিত পান করিয়া, আমার তৃপ্তি ও নির্ব্বৃতিলাভ হইবে। তোমরা বৃদ্ধ হইয়াছ। অতএব তোমাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াও আমার সুখ সমুৎপন্ন হইবে।

দুরাত্মা হিড়িম্বের হনু অতিশয় বিস্তৃত এবং শরীর অতিমাত্র প্রকাণ্ড। সে এই কথা বলিতে বলিতে বিশাল বদনমণ্ডল বিস্তার করিয়া, নিরতিশয় রোষ ও অমর্ষভরে দ্রুতপদসঞ্চারে তৎক্ষণাৎ ধাবমান হইল। রাজন্! বসুদেব ও উগ্রসেন উভয়েই বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাহাতে আবার দুরাত্মা নিশাচর ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে শস্ত্রহীন করিয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা ভীত ও নিরুপায় হইয়া, অগত্যা পলায়নপর হইলেন।

এই অবসরে পরম প্রতাপশালী বলদেব দূর হইতে অবলোকন করিলেন, বাসুদেব ও উগ্রসেন তদবস্থ পলায়ন করিতেছেন এবং রাক্ষস তাহাদের অনুগামী হইয়াছে। তৎকালে তিনি হংসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে বাসুদেবের হস্তে হংসকে ন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ দুরাত্মা রাক্ষসের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন রে নিশাচর। এই প্রাণসংশয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আমি শত্রুহত্যাকামনায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি। আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমিই তোমাকে বধ করিব। তুমি বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া, কোনরূপ ইষ্টলাভে সমর্থ হইবে না।

বলদেব এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে দুর্ব্বৃত্ত হিড়িম্ব বসুদেব ও উগ্রসেনকে পরিত্যাগ করিয়া, মনে মনে কল্পনা করিল, এই বলদেব অতি প্রকাণ্ডকায়, অতএব অগ্রে

ইহাকেই ভক্ষণ করিব। সে এই প্রকার কৃতসংকল্প হইয়া পূর্ব্ববৎ বদনব্যাদান করিয়া, মূর্ত্তিমান মৃত্যুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বলদেবের সমীপে দ্রুতপদে গমন করিল। তদ্দর্শনে মহাবল বলভদ্র সশরশরাসন বির্জ্জনপুরঃসর তাহার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক সবলে ও সবেগে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। বজ্রবিস্ফূর্জ্জিতের ন্যায় তদীয় বাহ্বাস্ফোটনশব্দে রোদোরন্ধ্র প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দুরাত্মা হিড়িম্বও ভয়ানক মুষ্টিবন্ধন করিয়া ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায়, সবেগে রোহিণীনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অনিন্দিত বলরাম সেই আঘাতে জাতক্রোধ হইয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই রাক্ষস রাজকে প্রতিমুষ্টি প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে প্রবলপবনপরিচালিত প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায়, পুরুষাদ হিড়িম্ব প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলদেব যেমন মনুষ্যের মধ্যে সিংহস্বরূপ, রাক্ষসও তেমনি স্বজাতিমধ্যে কেশরী স্বরূপ। উভয়ে যুদ্ধরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে, পরস্পরের মুষ্টিঘাতজনিত বংশস্ফোটের ন্যায়, ভয়ানক চটচটাশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে দিকবিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর দেবরাজ পুরন্দর যেমন বজ্র প্রয়োগ করেন, রাক্ষসরাজ তেমনি বলদেবের বক্ষঃস্থলে মুষ্টির আঘাত করিলে, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার উদ্দেশে প্রতিমুষ্টি প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর তাহার মুখে তলদ্বয়ের আঘাত করিলে, রাক্ষস সেই আঘাতেই অবসন্ন হইয়া, দুই জানুতে ভর দিয়া, মৃতবৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। আর তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। তদ্দর্শনে মহাবল বলভদ্র বাহুযুগলের সাহায্যে তাহাকে গ্রহণ ও উৎপাটন করিয়া, সবেগে পদেপদে ঘূর্ণায়মান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আপনার অপার বল প্রদর্শন করত কিয়ৎক্ষণ তাহাকে ধারণ ও পরে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে দুইক্রোশ দূরে অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত মাত্র রাক্ষসের প্রাণ বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ কৃতান্তোপম বলরামের ভয়ে ভীত হইয়া, দশদিকে পলায়মান হইল; রণস্থল ক্ষণমধ্যেই শূন্য হইয়া গেল।

ঐ সময়ে ভগবান ভাস্কর করনিকসংহরণ পুরঃসর অস্তসাগর আশ্রয় করিলে, অল্প অল্প অন্ধকার আবির্ভূত হইয়া, প্রজালোকের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিল। বিশ্বমুখ জগদ্গুরু প্রজাপতি সূর্য্য সাগর সলিলে প্রবেশ করিলে, নক্ষত্রপতি চন্দ্রমা সন্ধ্যা তিমির সংহরণ করিয়া, রজনীর চূড়ামণির ন্যায়, সমুদিত হইলেন। মৃদুমন্দ সন্ধ্যাসমীরণ বিবিধ কুসুমগন্ধ বহনপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া, রণ পরিশ্রান্ত বীরগণের শ্রান্তিবিনোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সমাগত নরপতিবর্গ, আগামী কল্য কিন্নরবর্গের সঙ্গীতধ্বনি প্রতিধ্বনিত গোবর্দ্ধন শৈলে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে, এই প্রকার বলিতে বলিতে সে দিনের রণমহোৎসবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

৩১৭তম অধ্যায়

অনন্তর রজনীর অবসানে নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল গগনতল আশ্রয় করিলে, কেশিসূদন কেশব ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকেই গোবর্দ্ধনশৈলে সমাগত হইলেন। রাজ! হংস ও ডিম্ভক উভয়ে মিলিত হইয়া, রাত্রিতেই ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। প্রভাত উপস্থিত হইবামাত্র

বাসুদেব তথায় প্রস্থান করিলে, সাত্যকি, বলভদ্র ও সারণ প্রভৃতি অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণ সকলেই ঐ পর্ব্বতে গমন করিলেন; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সর্ব্বদাই তথায় গীত বাদিত্রের শব্দ করিয়া থাকে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যাদবগণ তাহার অন্যতর পার্শ্বে আপনাদের শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। সরিদ্বরা যমুনা তাহার সমীপে প্রবাহিত হইতেছে। তথায় উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উগ্রসেন নতপর্ব্ব ত্রিসপ্ততি শর প্রয়োগ করিয়া হংস ও ডিম্ভককে বিদ্ধ করিলে, বসুদেব সপ্ত, সারণ পঞ্চবিংশতি, কঙ্ক দশ, নিশঠ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সপ্ত, বিপৃথু অশীতি, উদ্ধব দশ, প্রদ্যুম্ন ত্রিংশৎ, শাম্ব সপ্ত ও অনাধৃষ্টি একষষ্টি বাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে যাদববীরগণ সকলে সমবেত হইয়া, অব্যাকুল ও অবিচলিত চিত্তে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত হইলে, সকলেরই নিরতিশয় বিস্ময় সমুপস্থিত হইল। কৃষ্ণ উদাসীনের ন্যায় এই যুদ্ধ কাণ্ড সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। হংস ও ডিম্ভক উভয়ে সমবেত যত্নে যাদবগণের সকলকে প্রতিবিদ্ধ করিল। বলদর্পিত বৃষ্ণিবীরগণ প্রত্যেকেই দশ দশ বাণে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, ব্যথিত হৃদয়ে শোণিতরাশি বমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরীর রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বসন্তকালে বিকসিত-কুসুমভূষিত কিংশুক পাদপের যেরূপ শোভা হয়, শোণিতাক্ত কলেবর বৃষ্ণিবীরগণ তদ্রূপ শোভমান হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলেই ভয়ে অভিভূত ও ব্যাকুলিত হইয়া, রণে ভঙ্গ দিলে, ভগবান্ বাসুদেবও বলদেব তৎক্ষণাৎ বিক্রমপ্রকাশপুরঃসর সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আকাশবিহারী কার্ত্তিকেয় ও পুরন্দরের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এই সংগ্রামও তদনুরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও মহর্ষিগণ সমবেত ও বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া, ঐ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রেরণাবশংবদ হইয়া, দুই ভূতেশ্বর হংস ও ডিম্ভকের রক্ষানিমিত্ত তথায় আবিভূত হইল; তাহাদের আকার প্রকার অতীব ভীষণ ও যার পর নাই বিস্ময়াবহ। তাহারা প্রাদুর্ভূত হইলে, হংসের সহিত বাসুদেব এবং ডিম্ভের সহিত বলদেব সংগ্রামাভিলাষে মিলিত হইয়া, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পদভরে মেদিনী দোলায়মান হইতে লগিলেন, বাসুকির মস্তক বেদনা উপস্থিত হইল এবং পর্ব্বত সকল পতনোন্মুখ হইল; আরও কতকি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল, বলিবার নহে। তাহারা সকলেই বিশিষ্টরূপ বিক্রমবিশিষ্ট এবং সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পারদর্শী; স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক পৃথক পৃথক্ শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিলে, তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল, মেদিনী মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। এই ব্যাপার এককালেই সম্পন্ন হইল। ভগবান হৃষীকেশ বলপূর্ব্বক পাঞ্চজন্যশঙ্খনিনাদে প্রবৃত্ত হইলে, সকললোকের নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল।

অনন্তর লম্বোদর ও লম্বদেহ ভয়াবহ ভূতদ্বয় সুবিপুল ত্রিশূল সমুদ্যত করিয়া, সবেগে শৌরির সম্মুখে ধাবমান হইল এবং বলপূর্ব্বক তাহারে সেই শূল দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ করিল। কিন্তু ভগবান্ কেশব কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত, স্মিতবিকসিত বদনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে উল্লম্ফন করিয়া তাহাদের উভয়কে দৃঢ়করে ধারণ করিলেন। বোধ হইল, পতগরাজ গরুড় যেন সবলে দুই বহৎ সর্পকে আক্রমণ করিল। কেশবের বজ্রসমখরস্পর্শ করসংস্পর্শে তাহাদের সর্ব্ব শরীর কম্পিত ও ভয়ে

লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি তদবস্থায় তাহাদের উভয়কেই দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সমক্ষে অলাতচক্রের ন্যায় শতবার ঘূর্ণিত করিয়া, সবেগে ও সবলে কৈলাস পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা নিমেষমধ্যেই কৈলাসগিরির অত্যুচ্চশেখরে নিপতিত হইল এবং ভগবান জনার্দ্দনের এই কার্য্য দর্শনে অপার বিস্ময়সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিনি ভিন্ন আর কাহারও এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সাধনে অণুমাত্র ক্ষমতা নাই।

রাজন্! ভূতদ্বয় নিরাকৃত হইলে, দুরাচার হংস কোপকষায়িত কুটিলনয়নে বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া দেবগণের সমক্ষে বলিতে লাগিল, কেশব! তুমি কি জন্য মদীয় পিতৃদেবের যজ্ঞবিঘ্নসম্পাদনে সমুদ্যত হইয়াছ? মহীপতি ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যদি বাঁচিবার অভিলাষ থাকে, আমাদিগকে যথাযথ কর প্রদান কর। দেখ, পৃথিবীর কোন রাজাই করদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যাহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই যমভূমি দর্শন করিতে হইয়াছে। অতএব ইচ্ছা করিয়াই মৃত্যুমুখ দর্শন করিও না; সত্বর কর প্রদান কর। অথবা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তাহা হইলে, সবিশেষ অবগত হইয়া আপনা আপনিই কর প্রদান করিবে। তজ্জন্য আমাদিগকে আয়াস পাইতে হইবে না। ভগবান্ ভূত ভাবন মহাদেব যেমন দেবগণের ঈশ্বর, আমিও তেমনি সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর। অদ্য যুদ্ধে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, বিশেষরূপে এই বিষয় শিক্ষা দিব। এই বলিয়া, দুরাত্মা হংস শাল ও তালপ্রমাণ সুবিশাল শরাসন প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া, নিশিত নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক বাসুদেবের ললাট বিদ্ধ করিল। তিনি ভূষণস্বরূপ বিরাজমান হইলেন। অনন্তর তিনি সাত্যকিকে কহিলেন, তুমি আমার রথ চালনা কর। এই বলিয়া তিনি দারুককে পৃষ্ঠবাহক করিয়া, কোন শরে আগ্নেয়াস্ত্র যোজনাপূর্ব্বক হংসকে কহিতে লাগিলেন, রে পাপাত্মা! আমি এই শরানলে তোমাকে দগ্ধ করিব। যদি ক্ষমতা থাকে, নিবারণ কর। আর তোমায় অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইবে না; তুমি সর্ব্বদা শঠতা করিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাক, ক্ষত্রিয়কুলে তোমার জন্ম হইয়াছে। যদি আমার নিকট কর গ্রহণের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পরাক্রম প্রদর্শন কর; অথবা পলায়ন কর। কিন্তু পলায়ন করিলেও আমার হস্তে তোমার পরিত্রাণ নাই; রে নরাধম! তুমি পুষ্কর ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত পত্তিদিগকে নিপীড়িত করিয়াছ। আমি থাকিতে, তুমি ব্রাহ্মণগণের শাসন করিবে? ইহা কখন সম্ভব হয় না; অথবা, আমি জগতের কর্ত্তা। আমি বিদ্যমানে তুমি সকলের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহাও কখন শোভা পায় না। আমিই ক্ষত্রিয়কণ্টক উদ্ধার ও ব্রহ্মবিদ্বেষী দুরাচারগণের শাসন করিয়া, যথাবিধানে সাধুগণের রক্ষা করি। রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তুমি যতিমুখ্যগণের শাপপ্রভাবে হত হইয়াছ। অতএব আমি অনায়াসেই তোমাকে মৃত্যুমুখে নিবেদন করিয়া, ব্রাহ্মণগণের রক্ষা করিব। এই বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব সেই আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। কিন্তু হংস বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহা প্রতিষেধ করিল। তদ্দর্শনে মহাসত্ত্ব গোবিন্দ রোষভরে বায়ব্য অস্ত্র মোচন করিলে, হংস মহেন্দ্র অস্ত্রে তাহা নিরাকৃত করিল। অনন্তর কৃষ্ণ মাহেশ্বর অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, হংস তৎক্ষণাৎ রোদ্রাস্ত্র সন্ধান করিয়া, তাহা ব্যর্থ করিল। তদ্দর্শনে মহাবল বাসুদেব গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই সকল বাণমোচন করিলে, হংস সে সকলও ছেদন করিয়া দিল।

অনন্তর জনার্দ্দন কৌবের, যাম্য ও অসুরপ্রভৃতি অস্ত্রসকল সন্ধান করিলে, হংস বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক সে সকল প্রতিহত করিল। তদ্দর্শনে ভগবান মুরারি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, হংসকে উদ্দেশ করিয়া, ব্রহ্মশির নামক সর্ব্বাস্ত্রবিনাশন দারুণ বাণ প্রয়োগ করিল। হে রাজেন্দ্র! হংস স্বীয় পরাক্রমে তাহাও নিবারিত করিল। তখন দেব দেব জনার্দ্দন যমুনাসলিল স্পর্শ করিয়া, বৈষ্ণব অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সন্নিহিতশরে যোজনা করিলেন। দেবগণ পূর্ব্বে এই অস্ত্রসহায়েই দুর্ব্বৃত্ত অসুর দিগকে যুদ্ধে সংহার করিয়া, রাজপদলাভ করিয়া ছিলেন। সাক্ষাৎ কৃতান্ত এই অস্ত্রে বিরাজ করিতেছে। কোনকালে কোনরূপে ইহার প্রতিঘাত হয় না। ভূতভাবন ভূতাত্মা বাসুদেব দুরচার হংসের নিধনসাধন কামনায় সেই অস্ত্র সন্ধান করিলেন।

৩১৮তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৈষ্ণব শর দর্শন করিয়া, হংসের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্পন্দন শক্তি যেন রহিত হইল। সে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তৎক্ষণাং রথ হইতে উল্লম্ফন করিয়া, দ্রুতপদে যমুনার অভিমুখে ধাবমান এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই তত্রত্য হ্রদমধ্যে পতিত হইল। কৃষ্ণ পূর্ব্বে ঐ হ্রদে কালীয়ের দমন করিয়াছিলেন। উহার জল গাঢ় নীলবর্ণ ও কালাঞ্জনসন্নিত এবং উহা যেমন দীর্ঘ, তেমনি পাতালসম গভীর ও সাতিশয় ভয়াবহ। দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পর্ব্বতসকল সাগরগর্ভে নিপাতিত হইয়া, যেরূপ গভীর শব্দ সমুৎপাদন করিয়াছিল, হংস সেই ভীষণ হ্রদে পতিত হইলে তেমনি মহাশব্দ সমুত্থিত হইল এবং তদ্বারা দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বাসুদেবও রথ হইতে লম্ফ দিয়া তাহার উপরে পতিত হইলেন। তিনি দেবদেব, জগন্নাথ ও সকলের প্রভু। পতিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই পদের আঘাত করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, সমস্ত সংসার বিস্ময়াপন্ন হইল। হে নৃপসত্তম! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তদীয় বজ্রাঘাতোপম গুরুতর পাদপ্রহার প্রাপ্ত হইয়া, হংসের প্রাণত্যাগ সংঘটিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, হংস সেই প্রাদ প্রহারে পাতালতলে সমাগত হইলে, নাগগণ তথায় তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে রাজেন্দ্র! আমরা এই ব্যাপার দেখি নাই শুনিয়াছিমাত্র। যাহা হউক, হংস প্রাণত্যাগ করিলে জগন্নাথ জনার্দ্দন পূর্ব্ববৎ রথে আসিয়া অধিরোহণ করিলেন এবং ত্বদীয় পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও নিরুদ্বেগে রাজসূয় যজ্ঞ সমাহিত করিলেন। হংস জীবিত থাকিলে, কোন ব্যক্তিই এই যজ্ঞে কর দান করিত না; তাহা হইলে যজ্ঞও সম্পন্ন হইত না। হে বিভো! দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট বরলাভ করিয়া, দুরাত্মা হংসের সকল প্রকার অস্ত্রেই সবিশেষ জ্ঞান ও পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। তৎপ্রভাবে সংসারের লোক মাত্রেই তাহাকে ভয় ও পূজা করিত। এইজন্য ক্ষণমধ্যেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বার্ত্তা প্রচারিত হইল যে, শরনিসূদন ভগবান্ জনার্দ্দন দৈত্যপতি মহাবল হংসকে যমুনার হ্রদমধ্যে নিপাতিত করিয়াছেন। এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবলোকে গন্ধর্ব্বপতিরা দিবানিশ গান করিতে লাগিলেন।

৩১৯তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল বীর্য্যশালী ডিম্ভক তৎকালে মহাভাগ বলদেবের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যেমাত্র শ্রবণ করিল, তদীয় অত্যুগ্রপ্রকৃতি মহাবীর ভ্রাতা হংস বাসুদেব হস্তে নিহত হইয়াছে, সেইমাত্র বলদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্রুতপদে সরিদ্বরা যমুনার অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে হলায়ুধ ও কোপপরীত হৃদয়ে বেগভরে তাহার অনুধাবন করিলেন; মহারাজ! হংস যেস্থানে পতিত হইয়াছিল, ডিম্ভকও সেই স্থানে নিপতিত হইয়া যমুনার জলরাশি বিলোড়িত করিতে লাগিল। অনন্তর সে ক্রোধ ভরে কলিন্দতনয়ার রাশিকৃত সলিল আলোড়িত করিয়া বারংবার মল্ল ও উন্মল্ল হইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু বীর্য্যশালী ভ্রাতা হংসের দর্শন পাইল না। তখন হতাশহৃদয়ে উন্মল্ল হইয়া,

ভগবান জনার্দ্দনের সাক্ষাৎকার লাভ করত পরুষবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, অরে গোপালদায়াদ! হংস কোথায় আছে, বল। এই বলিয়া সে স্থিরভাব অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব তাহাকে কহিলেন, যমুনাকে জিজ্ঞাসা কর, এবিষয়ে উত্তর পাইবে।

প্রতাপশালী প্রাসন্নাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক তাঁহার কথা শুনিয়া পুনরায় ভ্রাতৃপ্রীতি বশংবদ হইয়া, যমুনা জলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বারংবার সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়াও যখন ভ্রাতাকে দেখিতে পাইল না, তখন তদ্‌গতহৃদয়ে বিহ্বলচিত্তে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, রাজেন্দ্র হংস! তোমা বিনা আমি বান্ধবশূন্য হইয়াছি। এ অবস্থায় আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। ভাই! অসহায় ফেলিয়া, এ সময় কোথায় গেলে।

রাজন্! ভ্রাতার প্রতি ডিম্ভের স্নেহের ও প্রীতির সীমা ছিল না। সেই জন্য সে তাহার বিরহে অবহমান হইয়া, এইরূপ বহুরূপ বিলাপ করিয়া, যমুনার সেই সুবৃহৎ হ্রদমধ্যে আত্মনাশ করিতে মনন করিল। অনন্তর মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বারংবার মল্ল ও উন্মল্ল হইতে লাগিল। তাহাতেও মৃত্যু হইল না, দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ বিলাপকরত অবশেষে স্বহস্তে সবলে জিহ্বা সমুলে আকর্ষণ করিয়া যমুনার জলে আত্মহত্যা ও সেই পাপে নরক লাভ করিল। সমস্ত সংসার নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইল। দেবগণ স্বর্গে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইল।

রাজন! হংস ও ডিম্ভক দুই ভাই নিহত হইলে, প্রতাপবান্ পুণ্ডরীকলোচন বাসুদেব পরম প্রীতচিত্তে পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনে সমাগত হইলেন। তথায় বলভদ্রের সহিত বিশ্রামকরত, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। সমস্ত সংসার এই ব্যাপার দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময় লাভ করিল।

৩২০তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান গোবিন্দ অগ্রজ বলদেবের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া নন্দ ও যশোদা তদীয় দর্শনবাসনা বশংবদ হইয়া, দধি, পায়স, কৃশর, নবনীত এবং ময়ুপিচ্ছ বিনির্ম্মিত অঙ্গদ ইত্যাদি সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক গোপ ও গোপীগণের সহিত তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া, অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর আন্তরিক আহ্লাদভরে উল্লিখিত দ্রব্যসমস্ত তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভাব হরি নন্দ ও যশোদাকে অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং অতিমাত্র আহ্লাদভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! হে মাতঃ! সমুদায় ব্রজভূমি ও গোধন সমস্ত কুশলে আছে? আপনাদের সঞ্চিত সমৃদ্ধিরাশি সর্ব্বথা নিরাপদে আছে? হে তাত! গোসকল ক্ষীর প্রদান করে? বৎস সকল কি অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে? দুগ্ধ পূর্ব্বের ন্যায় সুস্বাদ ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে? গোসকল সেইরূপ সুখসচ্ছন্দে আছে? হে মাতঃ! বালক ও বৎসপাল সকল পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান করিয়া থাকে? রঞ্জু, কীলক ও ও তৃণ এ সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়? হে পিতঃ! শকটসকলও

সেইরূপ প্রচুর আছে? পুত্রবতী গোপীগণ পুনরায় সন্তান প্রসব করিয়াছেন? মাতঃ! ব্রজের ঘাটসকল সেইরূপ অনেক ও অভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত আছে? তাত! গোসকল অহরহ অতুল ক্ষীর ক্ষরণ করিয়া থাকে। ধৃত, ক্ষীর ও দধি সর্ব্বদা সেইরূপ পাওয়া যায়? গোধন নীরোগ থাকিলেই ঐ সকল দ্রব্যের কোনরূপ অভাব হয় না।

নন্দ কহিলেন, যদুশ্রেষ্ঠ! সমস্তই কুশল। গোধন সর্ব্বথা নিয়োগ ও সুখে আছে। কোন কালে কোনরূপে তাহার অসুখ নাই। হে দেবেশ! তোমার রক্ষাগুণে ও পালন কৌশলে আমরাও গোধন ও বৎসের সহিত সর্ব্বতোভাবে নীরোগ ও কুশলী আছি। কেবল একমাত্র দুঃখ এই, তোমাকে আর দেখিতে পাই না। এই দুঃখে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে সর্ব্বদা সেইরূপ দেখি, ইহা ঐকান্তিক বাসনা।

যশোদা কহিলেন, হে বিভো! তুমি পৃথিবীর রাজা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি আছে? কিন্তু আমি তোমায় ব্রজপুরে গোষ্ঠমধ্যে গোপাল সমাজে সেইরূপভাবে দেখিতে পাইলে, পরম সুখিনী হই। তুমি কি আর তথায় যাবে না? তোমার বিরহে ব্রজে আর ঘৃত, নবনীত ও দধি দুগ্ধাদির সেরূপ স্বাদ বা সৌরভ নাই। বলিতে বলিতে অপার বাৎসল্যবশতঃ যশোদার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল এবং বাষ্পবেগের আতিশয্যবশতঃ দৃষ্টিও প্রতিহত হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নয়ন নিমীলন ও বাক্যসংযম করিয়া, আপতিত মনোবেগ সংবরণ করিয়া লইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নন্দ ও যশোদা উভয়ে এই প্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, মহা মতি বাসুদেব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তাতঃ! আপনি শোক ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন। হে মাতঃ! আপনিও বিষাদ ব্যথা পরিহার করিয়া, গৃহে প্রস্থান করুন। দেখুন, পরিবর্ত্তই সংসারের স্বভাব। আজি যাহা আছে, কালি তাহা নাই; অথবা, তাহা থাকিলেও আর সে ভাবে থাকে না। কোন না কোনরূপে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সংসারের স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সম্পর্ক ও সৌহার্দ্দ সমস্তই অলীক; তজ্জন্য শোক ও দুঃখ করিবার কোন বিষয় নাই। অথবা শোক ও দুঃখ প্রভৃতিও স্বয়ং অলীক পদার্থ। সে যাহা হউক, যাহারা আপনাদের নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের স্বর্গলাভ হইবে এবং যাহারা আপনাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে, তাহারা সর্ব্বদা আমার পরম প্রীতিভাজন হইবে। আর, আমি ব্রজে অবস্থিতি সময়ে যে যে বস্তু ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমার প্রসাদে তৎসমস্ত অক্ষয় হইবে। কোনকালেই কোনরূপে তাহাদের অভাব হইবে না। এক্ষণে আপনারা নির্ব্বিকারচিত্তে গৃহে গমন করুন। প্রার্থনা করি, আপনাদের চিত্ত প্রসন্ন ও আত্মা অক্ষুন্ন হউক। ভগবান বাসুদেব এই প্রকার মৃদুকোমলমধুরবাক্যে পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া, প্রীতিভরে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গৃহে গমন করিলে, পরে হৃষীকেশ, যাদব ও বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারবতী গমনে কৃতচিত্ত হইলেন।

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া, প্রতিদিন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করে, সে ধনবান্, পুত্রবান এবং অন্তে পরমপদ মোক্ষপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।

৩২১তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবিষ্ণু জনার্দ্দন যাদবগণের সহিত দ্বারকাগমনে প্রবৃত্ত হইয়া, পথিমধ্যে পুষ্করতীর্থে সমাগত হইলেন এবং তত্রত্য প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বীতমৎসর ঋষিগণ মহাদেব বসুদেবকে সন্দর্শন করিয়া, একত্র মিলিত হইয়া, যথাবিধানে অর্ঘ্যাদি প্রদানপুরঃসর তাঁহার সমূচিত পূজাবিধি সমাধান করিলেন। অনন্তর সকলে ভূতভব্য ভবদ্‌বিভু বিশ্বের বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! আপনার বীর্য্য নিরতিশয় আশ্চর্য্যগুণসম্পন্ন। দেখুন, আপনি অনায়াসেই হংস ও ডিম্ভক উভয়কে সংহার করিলেন। দেবগণও যাহার তেজ সহ্য বা যাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইতেন না, আপনি সেই বিচক্রকেও সংগ্রামে নিহত করিয়াছেন। এ সকল ঘটনা দুঃসাধ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা বনবাসী ও তপস্বী। এই সকল দুরাচার তপস্যার বিরোধী ও শান্তির মূর্ত্তিমান অন্তরায়। আপনার অনুগ্রহে সেই অন্তরায় নিরাকৃত হওয়াতে, সকল কার্য্যেই এক্ষণে আমাদের বিশেষ প্রতিপত্তি সম্ভাবনা। হে হরে! অতঃপর আমরা নিশ্চিন্তহৃদয়ে আপনার ধ্যান, মনন দ্বারা সর্ব্বথা নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত, আপনি তাহার সকল দুঃখ নিকৃত করেন। হে প্রভো! সর্ব্বদা আপনাকে স্মরণ করিলে, লোকের পরম পূণ্য সঞ্চিত ও নিরতিশয় সৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হয়। হে হরে! আমরা যে তপস্যা করি, আপনিই তাহার পাতা ও বিধাতা। আপনিই নমস্কার, ওঁকার ও বষট্‌কার,আপনি যজ্ঞ ও পিতামহ। আপনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মমূর্ত্তি, রুদ্র ও জ্যোতিঃ স্বরূপ। আপনিই সর্ব্বভূতের প্রাণ ও অন্তরাত্মা। হে জগৎপতে! ভূতগণ বিবিধ যজ্ঞ দান দ্বারা তোমারই উপাসনা করে। আপনি তাহাদের একমাত্র উপাস্য ও আরাধ্য। আপনি বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি বিশ্বমূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার! হে বিভো! আপনি সর্ব্বদা ব্রহ্মদ্বেষী দুরাচারগণের এইরূপে উন্মূলন করিয়া, সমস্ত লোক পালন করুন। রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া দ্বারবতীতে গমন করিলেন। তথায় মাগধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, যাদবগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে আপনার নিকট দেবদেব বিষ্ণুর লীলাবিলসিত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে, আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।

৩২২তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কিরূপ নিয়মে মহাভারত শ্রবণ করিতে হয়, শ্রবণ করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পারণসময়ে কোন্ কোন দেবতার পূজা করিতে হয়, প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে কোন কোন্ দ্রব্য প্রদান করা বিধেয় এবং কিরূপ ব্যক্তিকেই বা বক্তা করিতে হয়, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,রাজন্! আপনি আমাকে ভারতশ্রবণের যে বিধি ও ফল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মহীপাল? স্বর্গীয় দেবগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত অবনীতে অবতরণ করিয়া, কার্য্যশেষে পুনশ্চ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। আহা, ঋষিগণ ও

দেবগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি আপনাকে যাহা বলিব, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, লোকপালগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, গুহ্যকগণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধগণ, ধর্ম্ম, স্বয়ম্ভূ, মহর্ষি কাত্যায়ন, পর্ব্বতসকল, সাগরসমূহ, নদী ও অপ্সরোগণ, গ্রহ ও সংবৎসরসমূহ, অয়ন ও ঋতুসকল ফলতঃ অন্যান্য স্থাবরজঙ্গম ও সুরাসুর সমস্ত জগৎ এই মহাভারতে একাধারে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতিষ্ঠাশ্রবণ এবং নাম ও কর্ম্ম কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভারত! আত্মসংযমসহকারে শুচি হইয়া, যথাবিধানে আনুপূর্ব্বক্রমে এই ভারত ইতিহাস শ্রবণ করিলে পুনরায় ভারতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মাদি মহাপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ভারতশ্রবণান্তে ব্রাহ্মণদিগকেও ভক্তি ও শক্তি অনুসারে বিবিধ যজ্ঞ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দান করা বিধেয়। পুনশ্চ ভারতশ্রবণ করিয়া কাংস্যময় দোহনপাত্রসমেত গো, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত কন্যা, বিবিধ যান, বিবিত্র ভবন, বস্ত্র, কাঞ্চন, বাহন, অশ্ব, মত্ত হস্তী, শয়ন, শিবিকা, সুন্দররূপে সজ্জিত স্যন্দন, ফলতঃ গৃহস্থিত যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং পুত্র, কলত্র ও আত্মপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই সকল দান করিলে, সকল অভীষ্ট সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাধ্যানুসারে সরলচিত্তে সন্তোষসহকারে অবিচলিতভাবে শুশ্রূষাপরায়ণ, সত্যরত, দান্ত, শুচি, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও জিতচিত্ত হইয়া ভারত শ্রবণ করিলে, যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, শ্রবণ কর। শুচি, সুশীল, শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী, সংস্কারসম্পন্ন, শর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানবান্, শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াহীন, জিতেন্দ্রিয়, রূপবান্ সৌভাগ্যবান্, সমগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, দাতা ও মান্য ঈদৃশ ব্যক্তিকে ভারতের পাঠক বা বক্তা করা কর্ত্তব্য। পাঠক কুশাসনে আসীন, সুস্থচিত্ত ও সমাহিত হইয়া ত্রিষষ্টি বর্ণ যোগ সহকারে মূর্দ্ধা প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ স্থান হইতে সমরূপে উচ্চারিত করিয়া, রস ও ভাব সকলের সমন্বয় বিধান এবং আমারও পদসকলের সুস্পষ্ট বিন্যাসপুরঃসর পাঠ করিবেন। পাঠসময়ে বিলম্ব, আয়াস, সত্বরতা, অধৈর্য্য, অমুৎসাহ ইত্যাদি পাঠদোষ সমস্ত সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! প্রথমে নারায়ণ, নর, নরোত্তম, ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া, পরে জয় উচ্চারণ করিবে। হে ভারত! যে যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিধির অনুসারী হইয়া, পাঠ করে, তাহার নিকট নিয়ম ও শুচি হইয়া, ভারত শ্রবণ করলে, বিশিষ্টরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে ।

প্রথম পারণে অভীষ্ট দান দ্বারা ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সম্পাদন করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং অপ্সরোগণপরিবৃত দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া পরমানন্দ সহকারে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গসুখভোগ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পারণসময়ে অতিরিক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল লাভ করিয়া দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ, দিব্যবস্ত্র ও দিব্য ভূষণ ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত হইয়া, রত্নময় দিব্য বিমানযোগে স্বর্গলোকে গমন করা যায়। তৃতীয় পারণে দ্বাদশাহ ব্রতের ফল লাভ এবং অমর তুল্য অযুতবৎসর অমরলোকে বাস হইয়া থাকে। চতুর্থ পারণে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ ও পঞ্চমে তাহার দ্বিগুণ ফল প্রাপ্তি সহকারে সমুদিত সূর্য্য ও প্রজ্বলিত পাবক প্রতিম দিব্য বিমানযোগে দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করা যায়। ষষ্ঠে পঞ্চমের

দ্বিগুণ ও সপ্তমে ষষ্ঠের ত্রিগুণ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পরে কৈলাসশিখর সদৃশ, বৈদূর্য্যময় বেদিবিশিষ্ট, মণিবিক্রম বিরাজিত, অপ্সরোগণ পরিবেষ্টিত, কামগামী বিমানে অধিরূঢ় হইয়া। দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় সকলকে অনায়াসে ও পরমসুখে বিচরণ করতে পারা যায় । অষ্টম পারায়ণে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত দুর্লভ ফলসম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিকন্তু, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সমুজ্বল ও মনের ন্যায় বেগবান তুরঙ্গমগণে পরিচালিত এবং চন্দ্রোদয়ের ন্যায় পরম মনোহর বিমানে আরোহণ করিয়া, চন্দ্র অপেক্ষা ও মনোহরমুখী বরাঙ্গনাগণে সেবিত এবং তাহাদের ক্রোড়ে সুখে সুপ্ত ও তাহাদের নূপূর ও মেখলার মনোরম শব্দে জাগরিত হইয়া, স্বর্গে গমন করা যায়। নবম পারায়ণে অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং কাঞ্চনময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যময় বেদী, স্বর্ণময় দিব্য গবাক্ষ, অপ্সর গন্ধর্ব্বসমূহ ইত্যাদিতে বিরাজমান বিমানে অধিরূঢ় ও দিব্য শ্রীতে অলঙ্কৃত হইয়া, দিব্যমাল্য দিব্য বস্ত্র ও দিব্য চন্দন ধারণপূর্ব্বক দেবগণের সহিত দ্বিতীয় দেবতার ন্যায়, দেবলোকে ভ্রমণ করা যাইতে পারে। দশম পারায়ণে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে, কিঙ্কিণী প্রতিদিত ধ্বজপতাকা পরিশোভিত, রত্নবেদিসমম্বিত, বৈদূর্ষময় তোরণরাজিত, স্বর্ণময়জাল শোভিত, প্রবালময় বড়বীভূষিত এবং গীতনিপুণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সুশোভিত বিমান লাভ হইয়া থাকে এবং সূর্য্যসমান দ্যুতিবিশিষ্ট স্বর্ণময় মুকুট, দিব্যচন্দন ও দিব্যমাল্য ধারণপূর্ব্বক দিব্য ভোগসহকৃত দিব্য লোকে বিচরণ করা যায়। তথায় এক বিশংতি সহস্র বৎসর পুরন্দর ভবনে বাস করিয়া, পরে যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও শিবগৃহে কালাতিপাতকরত বিষ্ণুসালোক প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! এবিষয়ে কোনমতে সন্দেহ করিবে না। গুরুদেব স্বয়ং এইরূপ কহিয়াছেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, বাহন, কটক, কুণ্ডল, ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্রবস্ত্র, গন্ধ, ধূপ ও অন্যান্য অভীষ্টদ্রব্য সমুদায় ভারতলেখককে দান করিবে।

এক্ষণে মহাভারত পাঠ সময়ে প্রতিপর্ব্বে জাতি, দেশ, সত্ত্ব, মাহাত্ম ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে যাহা দান করিতে হইবে, শ্রবণ করুন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে। পরে পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, স্বীয় সাধ্যানুসারে তাহাদের পূজা করিবে। আদি পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, পাঠককে যথাবিধি বস্ত্র ও গন্ধসমেত মধুপায়স ভোজন করাইবে। আস্তীক পর্ব্বের পাঠ সমাপ্তি হইলে, ফল, মূল, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত পায়স ভোজন করাইয়া পরে গুড়োদন প্রদান করিবে। সভাপর্ব্বে অপূপ, পূপ, ও মোদসহিত হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে। অরণ্যপর্ব্বে ফল ও মূল প্রদানপূর্ব্বক তৃপ্তিবিধান, অরণ্যপর্ব্বে জল ফল প্রদান ও উৎকৃষ্ট বন্যফল নূতন আহার সম্প্রদান করিবে; বিরাটপর্ব্বে বিবিধ বস্ত্র, উদ্যোগে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দানপূর্ব্বক গন্ধ ও মাল্যাদিসহ আহার করিতে দিবে। ভীষ্ম পর্ব্বে উৎকৃষ্ট যান ও সর্ব্বগুণবিশিষ্ট অন্ন দান করিবে; দ্রোণপর্ব্বে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া, শর, ধনু ও খড়্গা প্রদান করিবে। কর্ণপর্ব্বে উত্তমরূপে আহার করাইয়া, সংযতহৃদয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। শল্যপর্ব্বে মোদক, গুড়োদন ও অপূপসমেত আহার প্রদান করিবে। গদা পর্ব্বে মুদ্গামিশ্রিত অন্ন, স্ত্রীপর্ব্বে রত্ন, ঐশিকপর্ব্বে ঘৃতোদন ও শান্তিপর্ব্বে হবিষ্যান্ন প্রদান

করিবে। অশ্বমেধিকপর্ব্বে অভিলাষানুরূপ আহার ও আশ্রমনিবাসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে দিবে। মৌষলপর্ব্বে ও মহাস্থানিকে গন্ধমাল্য ও অনুলেপন দান করিবে; স্বর্গপর্ব্বে হবিষ্য ভোজন করাইবে। হরিবংশের পাঠ সমাপ্ত হইলে, সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পাঠককে নিষ্কভূষিত একটি বেল প্রদান করিবে; দাতা দরিদ্র হইলেও, ইহার অর্ধেক দিবে না; প্রতিপর্ব্বের সমাপ্তি সময়েই পাঠককে সুবর্ণসম্পন্ন পুস্তক দান করিবে। হরিবংশপর্ব্বে পায়স ভোজন করাইবে। রাজন্! পারণে যথাবিধানে সমুদায় ভারতসংহিতা সমাপ্ত হইলে, শুক্লবস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক শুচি ও সংযত হইয়া, সংহিত পুস্তকগুলি পট্টবস্ত্রে আবৃত ও পবিত্র স্থানে স্থাপিত করিয়া, যথাবিধি পৃথক পৃথক্ গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত করিবে। পরে ভক্ষ্য, পেয় ও মাল্যাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গো, সুবর্ণ ও বস্ত্র দক্ষিণা দিবে। তিন পল স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়াই বিধি। তাহার অভাব হইলে অর্দ্ধক বা চতুর্থাংশ দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদ্ভিন্ন নিজের অভীষ্ট দ্রব্যও প্রদান করিবে। পাঠককে ও আপনার গুরুকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে। নর নারায়ণ ও সমস্ত দেবতার নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পরে গন্ধমাল্য ও বিবিধ দ্রব্যাদি দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তিবিধান করিলে, অতিমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে। অক্ষর, পদবিন্যাশ ও স্বর সুস্পষ্ট এরূপ ব্যক্তিকেই পাঠ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ব্রাহ্মণভোজনের পর আহার ও অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক পাঠকের পূজা করিবে। পাঠক ও ব্রাহ্মণগণের পরিতৃপ্তিতে সমস্ত দেবতা তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বরণ করিবে।

রাজন! আপনার প্রশ্নানুসারে ভারত পাতাধির বিধি এই কীর্ত্তন করিলাম। শ্রেয়ঃকাম পুরুষ শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে ভারতশ্রবণ করিবেন। নিজেই ঐরূপে ভারত পাঠ ও শ্রবণ করা বিধেয়। যাহার গৃহে মহাভারত আছে, সে ব্যক্তি নিত্য জয়শীল। পরম পবিত্র বস্তু ভারতে বিবিধ অপূর্ব্ব কথার বর্ণনা আছে। দেবগণও ভারতে সেবা করেন। হে ভরতর্ষভ! ভারত সমুদায় শাস্ত্রের প্রধান, মোক্ষ ও তত্ত্বপ্রাপ্তির নিদান। পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও ভারতসংহিতা এই সকলের নাম করিলে, অবসাদ উপস্থিত হয় না। বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের আদি অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই নারায়ণের বর্ণনা আছে। এইরূপ যাহাতে বিষ্ণুকথা ও সনাতন শ্রুতিসকল বর্ণিত হইয়াছে, উচ্চপদাভিলাষী পুরুষ তৎসমস্ত শ্রবণ করিবেন। কেন না ইহাই পরম পবিত্র, ইহাই ধর্ম্মের নিদর্শন এবং ইহাই সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষের আধার। এইজন্য শ্রেয়ঃকাম পুরুষ তৎসমস্ত অবশ্য শ্রবণ করিবেন। স্বয়ং ব্যাস বলিয়াছেন, একমাত্র হরিবংশ শ্রবণ দ্বারাই সাংসারিক সমস্ত অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, হরিবংশপরায়ণেও সেই ফল।

হে বিষ্ণো! অজর, অমর, অনন্ত, অনাদি, অনুপম ও অসীম। তুমি সগুণ, নিগুণ স্থূল ও সূক্ষস্বরূপ। তুমি সকলের আদি, অদ্বিতীয় ও ধ্যানের আশ্রয়। যোগীগণ ধ্যানসহায়ে তোমারে প্রাপ্ত হয়েন। তুমি ত্রিভুবনের গুরু ও ঈশ্বর আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার প্রসাদে এই হরিবংশপরায়ণে সকলের বিপদ দূর, সম্পদ লাভ ও অভীষ্ট সুসিদ্ধ হউক।

৩২৩তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান, ভব যেরূপে ত্রিপুর দগ্ধ করেন, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবাদিদেব পূর্ব্বে যেরূপে সর্ব্বভূতাবিরোধী, সর্ব্বভুত, বিদ্বেষী, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী অসুরেন্দ্রগণের তিন পুর দগ্ধ করেন, সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতি প্রকাণ্ড ত্রিপুর আকাশ মধ্যে সমুস্থিত মেঘবৃন্দের ন্যায় শূণ্যে বিচরণ করিত। পরম শোভাশালী সুবিশাল স্বর্ণময় প্রকার, সমুজ্জ্বল মণি ও সর্ব্বপ্রকার রত্নখচিত তোরণ, এই সকলের সান্নিধ্যবশতঃ নিরতিশয় সুষমাসম্পন্ন ও সর্ব্বধা সমুদ্দীপিত হইয়া, ঐ পুরত্রয় গগনমধ্যে প্রতিভা বিস্তার করিয়াছিল। দেখিলে বোধ হইত, যেন গন্ধর্ব্ব নগরী আকাশে শোভা পাইতেছে। দৈত্যেন্দ্রগণ কর্ম্মবলে এই প্রকার অত্যুগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন পুর প্রাপ্ত হইয়াছিল। মনের ন্যায় কামচারী বলদর্পিত পক্ষবান অশ্বগণ হ্রেষারবে বিক্রমপ্রকাশ পুরঃসর ধাবমান হইয়া, শম্পদলসন্নিভ খুরবিক্ষেপে আকাশকে যেন প্রকম্পিত করিয়া পবনসম বেগে সমস্ত অম্বশ্ববিভাগ যেন প্রকম্পিত করিয়া, উল্লিখিত পুরী সতত বহন করিয়া বেড়াইত। যে সকল ঋষি তপোবলে নিষ্পাপ ও পরম তেজস্বী হইয়াছেন, সেই বিদিতা তপস্বীরা সর্ব্বদা ঐ অশ্বদিগকে নয়নগোছর করিতেন। গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় সর্ব্বদাই গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত উল্লিখিত পুরত্রয় বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন ইন্দ্রালয়সন্নিভ গৃহ, কৈলাস পর্ব্বতের শিখর সদৃশ সমুন্নত প্রাসাদাগ্র এবং সুপ্রশস্ত অট্টালিকাসমূহের সান্নিধ্যযোগে নিরতিশয় সুষম বিস্তার করিয়া, শত শত সূর্য্য সমাকীর্ণ আকাশের ন্যায় বিরাজমান হইত। উহার কোন স্থান সিংহনাদে, কোন স্থান বাহ্বাস্ফোটনশব্দে এবং কোন স্থান আক্রোশ ধ্বনিতে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত। চৈত্ররথের ন্যায় উহার শোভার সীমা ছিল না। আকাশে চপলা যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ অত্যুদ্ধ্রিত পতাকা ও অত্যুজ্জ্বল অসি পরম্পরায় উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

হে পুরুষর্ষভ! সূর্য্যনাত ও চলনাভ নামে দুই বিক্রমশালী দৈত্য, অন্যান্য বলদর্পিত দৈত্যগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া, মোহবশে পিতৃলোক ও দেবলোকের গমনপথ ভগ্ন ও উপদ্রুত করিলে, সুরগণ সকলে পিতামহের শরণাপন্ন হইয়া, নিবেদন করিলেন, শত্রুগণ যজ্ঞভাগ হরণপূর্ব্বক আমাদের বিনাশ করিতেছে। আপনি তাহাদের বধোপায় নির্দ্দেশ করুন। আমরা তদনুসারে তাহাদের সংহার করিব।

দেবগণ বিষণ্ন, ব্যাকুল ও কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবগণ! মহাদেব ব্যতিরেকে আর কেহই তাহাদের সংহার করিতে সক্ষম নহেন। অতএব তোমরা তাহার শরণাপন্ন হও। দেবগণ এই কথায় পিতামহকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মসংহিতা জপ করিতে করিতে মহাদেবের সমীপে গমন করিলেন। দেখিলেন, তিনি তাম্র ও লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং স্বয়ং মৃত আরণ্য কৃষ্ণমৃগগণের পরম পবিত্র চর্ম্ম পরিধান-কুশাসনে স্থাপনপূর্ব্বক আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহার মায়ার আশ্রয় গ্রহণ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক হরভবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং একান্ত কাতরভাবে স্পষ্টাভিধানে তাহাঁকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! যদি আমাদিগকে বরদান পূর্ব্বক কার্য্যকালে বিমুখ

হয়েন, ভস্মে আহুতির ন্যায় তাদৃশ বরে লাভ কি? অতএব ব্রহ্মা আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, যথা সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমরা সর্ব্বথা নিরুপায় হইয়াছি।

ত্রিপুরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। তজ্জন্য মহাদেব দেবগণের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ তাহাঁদের সহিত কবচ পরিধান করিলেন। আদিত্যগণও কবচ ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজমান হইলেন। রুদ্রগণ মনোহর কিরীট ও কবচ ধারণ এবং স্ব স্ব তেজে দগ্ধ করিয়া, উত্তুঙ্গ, শৈল সমূহের শোভা হরণ করিলেন। কামরূপী বিশ্বেদেবগণও দৈত্যগণের নিধন কামনায় সন্নদ্ধ হইলেন। তখন মহাদেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দৈত্যগণ তদীয় শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে দেবগণও খড়্গ, চক্র, পরশু, প্রাস, শক্তি ও শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া অনেকের প্রাণ হরণ করিলেন। তাহারা পক্ষহীন পর্ব্বতের ন্যায় দলে দলে পতিত হইতে লাগিল। দেবগণের প্রদীপ্ত তেজে তাহাদের সংজ্ঞা লোপ হইয়া গেল। তাহারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া ও ক্ষয় পাইতে লাগিল।

অনন্তর দিবাকর অস্তমিত ও সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, দেবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষতমুখে বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিলেন। রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে, দৈত্যগণ শরপাতসহায়ে জয়শালী হইয়া ভৈরবরবে জলপটলের ন্যায় মহারবে শব্দ করতে লাগিল। জয়লাভ হইলে তাহারা পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল, জয়াভিলাষী দেবগণ সকলেই আমাদের প্রাস অসি ও তোমরের আঘাতে সংগ্রামে ত্রাসিত হইয়াছে। শুক্রাচার্য্যের নীতি বলে প্রবোধিত দৈত্যগণ এইরূপ বিজয়লাভান্তে পরম শ্রী প্রাপ্ত হইল। তাহারা সকলেই সাংগ্রামিক বলসম্পন্ন এবং সকলেই আয়ুধবিশিষ্ট।

এদিকে মহাদেব দেবগণের সহিত রথারোহণে যুগান্তকালীন বিশ্বব্যাপী রশ্মিমান দিবাকরের ন্যায় দশদিক্ যেন দগ্ধ ও বিদারিত করিয়া, দৈত্যদল দলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মনের ন্যায় বেগবান দ্রুতগামী অশ্বগণ বহন করাতে, নভোমধ্যে বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত জলধরের ন্যায়, শোভাবিস্তার করিলেন। হে ভারত! ধ্বজাগ্রে বৃষভ গর্জ্জন করাতে, তদীয় রথ ইন্দ্রায়ুধসমলঙ্কৃত মেঘের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অম্বরগত সিদ্ধগণ, তপশ্রান্ত সত্য ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ এবং অমৃতাশী সহস্র সহস্র দেবতা পরম পবিত্র পূর্ব্বকর্ম্ম সকল উল্লেখ করিয়া, মহাদেবের স্তব এবং গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বস্বরে তাঁহার উদ্দেশে গান করিতে লাগিল। পিতৃগণও স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তদ্দর্শনে হৃষ্টবদন হইলেন।

হে রাজন্! দৈত্যনগরী শত শত শতঘ্নী ও অট্টালিকায় সমাকীর্ণ এবং সর্ব্বভূত ভয়াবহ। দৈত্য ও দানবগণ তথায় অবস্থিতি করত রাশিরাশি তীক্ষ্ণাগ্র শর বর্ষণ এবং ভূরি ভূরি ভল্ল, শূল ও শতঘ্নী প্রয়োগপূর্ব্বক চারিদিক হইতেই দেবতাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই যুদ্ধনিপুণ; গদা দ্বারা গদা, ভল্ল দ্বারা ভল্ল, অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র এবং মায়া দ্বারা মায়া প্রতিহত করিয়া মহৎ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর শর, শক্তি ও পরশ্বধ সকল সমুদ্যত এবং সহস্র ভয়ঙ্কর অশনি নিক্ষেপ করিয়া দেবতাদিগকে বধ করিতে লাগিল। দেবগণ তাহাদের শরবৃষ্টিতে বধ্যমান হইয়া, সংগ্রামে স্থির হইয়া রহিলেন। কোনদিকেই পলায়ন করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে মহাদেবের সেই গন্ধর্ব্বনগরাকার রথ তাঁহার সহিত অবসন্ন হইয়া পড়িল। অসুরগণ অনবরত প্রাস, অসি ও

তোমরের আঘাত করাতেই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইল। কিন্তু তাহারা গুরুভারবিশিষ্ট বিচিত্র প্রহরণ ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রের আঘাত করিয়াও, শচীপতি ইন্দ্রকে বিচলিত করিতে পারিল না।

হে রাজেন্দ্র! ইতিমধ্যে এই দিব্য শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল যে, ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ ও সাক্ষাৎ মহাদেবের সমক্ষেও তদীয় অজেয় রথ পরাজিত হইয়া, সহসা অবসন্ন হইল। রাজন! এইরূপে সেই রথশ্রেষ্ঠ রথ পতিত হইলে, সমুদায় প্রাণীই ভূপৃষ্ঠে নিপতিত, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও পাদপসকল প্রচলিত এবং সাগরসমূহ ক্ষুব্ধ ও দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন হইল। তদ্দর্শনে বৃদ্ধ দ্বিজাতিবর্গ যোগবলে আত্মা দ্বারা আত্মার সমাধান করিয়া, ভূতগণের উভয় লৌকিক শান্তির জন্য রথন্তর সামমন্ত্র প্রয়োগে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় তেজস্বরূপ পরম জপ জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎসহকারে মহাত্মা বিষ্ণু, মহাদেব, কামরূপী দেবগণ ও বিজনবননিবাসী তপস্বীগণের তেজ প্রদীপিত করিলেন।

ঐ সময়ে মহাপ্রভাব বিষ্ণু বৃষরূপে আবির্ভূত হইয়া, সেই রথ উদ্ধার করিলে, দেবগণ সমস্ত বল ও পুরুষকার নিয়োগ করিয়া, তাহা ধরিয়া রহিলেন। তখন মহাবল বৃষরূপী বিষ্ণু বিষাণদ্বয় সহায়ে তাহা উত্তোলিত করিয়া, মথ্যমান মহার্ণবের ন্যায় সবলে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সুবিশাল বিষাণবিশিষ্ট মহাবৃষ কেশব তৃতীয় বায়ুবিষয় আক্রমণপূর্ব্বক পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, দৈত্যগণ সকলেই সেই শব্দে ভীত হইয়া, কবচ বন্ধনপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই যুদ্ধদুর্ম্মদ, সকলেই সবিশেষ বল ও পুরুষকারসম্পন্ন এবং সকলেই বিশিষ্টরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবিশিষ্ট। শরাসন গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক সুরসৈন্য মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার দর্শনে ভগবান্ ভব আগ্নেয়, ব্রাহ্ম ও ব্রহ্মদণ্ড এই তিন অমোঘাস্ত্র শাসনে সন্ধান করিয়া, সত্য, ব্রহ্মযোগ ও তপস্যা এই তিনের সাহায্যে দৈত্যগণের মোচন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! ঐ শরত্রয় সর্ব্ব প্রাণহর, প্রজ্বলিত, কনকসম বর্ণবিশিষ্ট, সুপক্ষ, সুনির্ম্মল এবং সবিষ আশীবিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তিনি সবিশেষ মনোযোগ সহকারে সন্ধানপূর্ব্বক দৈত্যনগরে মোচন করিলে, তৎ প্রভাবে ঐ পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ শতধা বিদারিত হইয়া, বিন্ধ্যশিখরের ন্যায়, পতিত হইল। হে মনুজেন্দ্র! অত্যুন্নত তোরণ সকলের সহিত দহ্যমান অবস্থায় ঐরূপে ধরাসাং হইলে বোধ হইল, যেন ভূধর সকল বৈদূর্য্যবর্ণ শিখরসমূহের সমভিব্যাহারে বিশীর্ণ হইয়া, পৃথিবী আশ্রয় করিল।

হে রাজেন্দ্র ! ভগবান্ ভব ব্রহ্মাস্ত্র সহায়ে ত্রিপুর দগ্ধ ও বিনাশ করিলে, দেবগণ হর্ষিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আমাদের শত্রু সকল নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সকলকেই আপনি সংহার করুন। ঐ সময়ে লবল ও লব্ধপৌরুষ দেবগণের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মা, ব্রহ্মার সদৃশ ঋষিগণ ও সাক্ষাৎ মহাদেব ইহাঁরা সকলেই মহাযোগী বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।

৩২৪তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন! এই হরিবংশে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

প্রথমে আদিসর্গ, তাহার পর ভূতসৃষ্টি, তদনন্তর বেণনন্দন পৃথুর উপাখ্যান, মনুগণের বৃত্তান্ত, বৈবস্বত মনুর বংশোৎপত্তি, ধুন্ধুমারকথা, গালবোৎপত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশ কীর্ত্তন, পিতৃকল্প, সোম ও বুধের জন্মকথা, অমাবসুর বংশকীর্ত্তন, ইন্দ্রপুত্রের উৎপত্তি, দিবোদাস প্রতিষ্ঠা, ত্রিশঙ্কুচরিত, যযাতির উপাখ্যান, পুরুবংশকীর্ত্তন, কৃষ্ণের জন্মকথা, স্যমন্তক মণির বিবরণ, সংক্ষেপে বিষ্ণুর অবতার কথা কীর্ত্তন, তারকাময় যুদ্ধ, ব্রহ্মলোক বর্ণন, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা সমুত্থান, ব্রহ্মবাক্য, পৃথ্বীবাস, দেবগণের অংশাবতরণ, নারদবাক্য, স্বপ্নগর্ভবিধি, আর্য্যাস্তব, পুনরায় বিস্তারক্রমে কৃষ্ণের উৎপত্তি কীর্ত্তন, গোব্রজে গমন, শকটবিনিবর্ত্তন, পূতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, বৃকসন্দর্শন, বৃন্দাবনবাস, বর্ষাবর্ণন, যমুনাহ্রদদর্শন, কালিয়দমন, ধেনুকবধ, প্রলম্ব নিধন, শরদ্বর্ণন, গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তি, গোবর্দ্ধনধারণ, গোবিন্দের অভিষেক, গোপীগণের সংক্রীড়ন, অরিষ্টাসুরবধ, অক্রূরপ্রেষণ, অন্ধকবাক্য, কেশি নিধন, অক্রূরসমাগম, নাগলোক দর্শন, ধনুর্ভঙ্গকথন, কংশবাক্য, কুবলয়াপীড়বধ, চাণুরবধ, অন্ধ্রকবধ, কংসস্ত্রীগণের বিলাপ, উগ্রসেনের অভিষেক, যাদবগণের আশ্বাসন, রাম কৃষ্ণের গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন, মথুরার অবরোধ, জরাসন্ধনিবর্ত্তন, বিকদ্রুবাক্য, রামদর্শন ও সম্ভাষণ, গোমন্তারোহণ, জারাসন্ধপতি, গোমন্ত পর্ব্বতের দাহ, করবীরপুরগমন, শৃগালবধ, মথুরাগমন, যমুনা কর্ষণ, মথুরাপরাক্রম, কালযবনবধ, দ্বারকানির্ম্মাণ বৃত্তান্ত, রুক্মিণীহরণ, রুক্মিণীর বিবাহ, রুক্মিবধ, বলদেবের আহ্নিক ও মাহাত্ম্য, নরকবধ, পারিজাত হরণ, নিকুম্ভবধ, প্রভাবতীহরণ, বজ্রনাভবধ, বিশেষরূপে দ্বারবর্ত্তীর পুনর্নির্ম্মাণ কথা, দ্বারকা প্রবেশ, সভাপ্রবেশ, নারদের বাক্য, বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তন, ঘট্‌পুরবধাখ্যান, অন্ধকনিবর্হণ, শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রযাত্রা, জলক্রীড়াকুতূহল, ভৈমবীরগণের মধুপান-প্রবর্ত্তন, ছালিক্য ও গান্ধর্ব্বকীর্ত্তন, ভানু দুহিতা ভানুমতীর হরণবৃত্তান্ত শম্বরবধ, ধন্যোপাখ্যান, বাসুদেবমাহাত্ম্য, বাণযুদ্ধবিবরণ, ভবিষ্য পুষ্কর কীর্ত্তন, বরাহ নরসিংহ ও বামনাবতার কথা, কৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা, পৌণ্ড্রক বধ, হংস ও ডিম্ভক নিধন এবং ত্রিপুরসংহার, এই সকল বৃত্তান্ত হরিবংশে সংগৃহীত আছে; শ্রবণ ও পাঠ করিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু, সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল উভয় কালে সমাহিত্ত হইয়া, শ্রবণ করিলে, হে কুরুদ্বহ! সমস্ত কামনা সিদ্ধ ও বৈষ্ণবকে লাভ হয়। এবং যশ, আয়ু, ভুক্তি ও মুক্তি সমাহিত হইয়া থাকে।

৩২৫তম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিবরাত্তম! হরি বংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে, কিরূপ ফল লাভ হয়, এবং কিরূপ দান করা বিধি, কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে, সূর্য্যোদয়ে শিশিরের ন্যায়, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের যে ফল, একমাত্র হরিবংশ শ্রবণেও সেই ফল,সন্দেহ নাই। এই হরিবংশের কোন শ্লোকের অর্দ্ধক বা এক চরণও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাজন্!

সত্য সত্য কহিতেছি, কলিতে সমস্ত জম্বুদ্বীপ ব্যাপিয়া, শ্রোতা দুর্লভ হইবে। পুত্রকাম রমণীগণ বিষ্ণুর কীর্ত্তিকথা অবশ্য শ্রবণ করিবেন। তিন নিষ্কস্বর্ণ দক্ষিণস্বরূপ যথাশক্তি দান করিতে হইবে। আত্মার কল্যাণকাম পুরুষ পাঠককে স্বর্ণশৃঙ্গী, সবৎসা ও সবস্ত্রা কপিলা দান করিবেন। হে ভরতর্ষভ! পারায়ণ সময়ে অলঙ্কার, বিশেষতঃ কর্ণাভরণ প্রদান করিবে। হে নরাধিপ! তৎকালে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা কর্ত্তব্য। ভূমিদানসম দান হয় নাই, হইবেও না। হরিবংশ শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তি ও বৈষ্ণব পদ লাভ হইয়া থাকে এবং উর্দ্ধতন একাদশ পিতৃ পুরুষের ও স্ত্রী পুত্র সহিত আত্মারও উদ্ধার হয়। হে নরাধিপ! শ্রোতাকে দশাহহোম করিতে হইবে।

হে নরর্ষভ! আমি আপনার সমক্ষে সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। হরিবংশ শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাতক দূর হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, নির্দ্ধনের ধন হয়, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, সুরাপান, গুরু পত্নীগমন, ইত্যাদি পাপও একবার শ্রবণেই বিনষ্ট হইয়া, পরমশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। আমি আপনার নিকট এই অপার অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে, আশু সর্ব্বলোকদুর্লভ মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ